হাজার বছরের কবিতা

হাজার বছরের কবিতা

প্রধান সম্পাদক

তরুণ সান্যাল

সহযাত্রী

৮ গুয়াটোলা লেন কলকাতা-৯

HAZAR BACHARER KABITA -
A Selected Collection of Thousand Years' Bengali Poetry

সহযোগী সম্পাদক
ড. সমর ঘোষ

সহযোগিতায়
কার্তিক মোদক সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় উত্তর বসু অশ্বিনী মহান্তি বিনয় দেব
সোমনাথ রায় তুহিন কুমার চন্দ সুবিমল চক্রবর্তী অনন্ত দাশ তরুণ মুখোপাধ্যায়
মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় অনীক রুদ্র চৈতালী ধরিত্রীকন্যা অজিত ত্রিবেদী সুকুমার দে
মানস ভাণ্ডারী টোটন কুণ্ডু রমা দাশগুপ্তা নয়নতারা তন্তুবায় অভিজিৎ ঘোষ

প্রচ্ছদশিল্পী
চারু খান

প্রকাশক
সুকুমার দে সহযাত্রী
৮ পটুয়াটোলা লেন কলকাতা-৯ ফোন : ৯৮৩১৭০৩৯৩৭

অক্ষর বিন্যাস : টোটন কুণ্ডু (কুণ্ডু কম্পিউটার) ৯২ পাউন্ড রোড বহরমপুর
এবং অমিত দাস বুবাই কুণ্ডু (কম্প্যু-ওয়ার্ল্ড) ৮ পটুয়াটোলা লেন কলকাতা-৯
মুদ্রণ : বাসন্তী প্রেস ৬৩এ/৩ হরি ঘোষ স্ট্রিট কলকাতা-৬

পরিবেশক : দত্ত বুক স্টল ৮/১বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা-৭৩

মূল্য : ৪০০ টাকা (ভারত) ৬০০ টাকা (বাংলাদেশ), ৩০ মার্কিন ডলার (বিদেশে)

উৎসর্গপত্র

তোমার চরণধুলার তলে

ভূমিকার পরিবর্তে

কথা উঠেছিল চর্যাপদের সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাঙলা'র সমাজ-জিজ্ঞাসা নিয়ে। ঐ ডোম্বি, শবর, চণ্ডালী, কেন্দুয়াল ইত্যাদি ইত্যাদি আপাত নিম্নবর্গের মানুষজনের জীবনধারাটি কেমন ছিল। কেমন ছিল তাদের নানা উৎপাদন-সম্পর্কের সামগ্রিব যোগফল নিয়ে অর্থনীতি ব্যবস্থা এবং তার উপর গড়ে ওঠা সমাজ কাঠামো। ঐ কাঠামোর ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভান্তেকে কেনই বা নগর বাইরে কুঁড়ে ঘরে বসত করা ডোম্বিটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, চৌষট্টি 'পাখড়ি'তে কেনই বা সেই ডোম্বিনী নৃত্যপরা। এবং ইত্যাদি। শোনা গেল কেনই বা বজ্র নৌকা 'বাজনাও' বাইতে বাইতে ভুসুকু নিম্নবর্গের চণ্ডালী গ্রহণ করে বাঙালি বনে যান। এসব কথা কি কবিতার নির্যাস থেকে পাওয়া যাবে? বাঙালি সমাজের গড় কাঠামোয় কি হিন্দু কি মুসলমান, সবারই লোক-সঙ্গতিটাই নাকি দুর্মর হয়ে অদ্যাবধিও রয়ে গেছে। সমাজ গড়নে কোথাও বদল হয়েছে বটে। কিন্তু জীবন চর্চায় কেমন এক ধরনের রূপান্তরহীনতা রয়েই গেছে। রয়েছে খাদ্যাখাদ্য বসন ভূষণ চাষ আবাদ রান্না-বান্না প্রেম-অনুভব দেবদেবী সাধন ভজন রীতি-নীতি আচার বিচার সব কিছুতেই—এক শিষ্ট ঘেরাটোপের নীচে লোকধারা প্রবাহ হয়ে। চর্যাপদে যে জীবনচর্চা রয়েছে রচনাগুলিতে রয়েছে তারই চিত্রকল্প ও প্রতীকের সমারোহ। যেন নিম্নবর্গের মানুষজন ঐ নিতান্ত চোখে দেখা ও অন্তর্গত হওয়া জীবন থেকে চর্যাগীতির শব্দচিত্র এঁকেছেন। ঐ 'কাপালিক' বৌদ্ধ নৈরাত্মবাদ বা zen উপাসনার—ঐ বস্তুচিত্র ও ভাব প্রতীক ঘিরে ঘিরে শব্দ উর্ণায় গড়ে তুলেছেন কবিতা।

পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের বাঙালি চলিত শব্দে ও ব্রজবুলির কবিতায় কবিরা পড়েছেন ধর্মের মুখচ্ছদ, যেমন পড়েছিলেন চর্যার সিদ্ধাচার্য যোগীরাও। তবু তাঁদের চিত্রকল্পগুলি এক ধরনের প্রথা চিত্রণই। এমনকি 'সর্বোত্তম নররূপ' চৈতন্য মহাপ্রভুর চিত্রণেও প্রথাসিদ্ধ শব্দ বন্ধন হারিয়ে যায় নি। মহাজন গোস্বামীরা প্রথাসিদ্ধ সৌন্দর্য প্রতিমা এঁকেছিলেন। আলাওল, দৌলত কাজী, শাহ মুহম্মদ সগীর, কৃত্তিবাস বা কাশীরাম

দাস প্রণীত আখ্যায়িকাগুলিও তো অনুসৃজন। অবশ্য বস্তু সাপেক্ষতা ওঁদের ছিল অনেক বেশি লক্ষণীয়। আর সাহিত্যে অনুবাদে ও অনুসৃজনে বার বার বাঙালি চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কেন যেন মনে হলো চর্যা রচয়িতারা সহ মধ্যযুগের সব কবিই ছিলেন বিশেষ বাঙালি স্বভাবের। তবে গোস্বামী এবং রোসাঙ্গর মুসলিম কবিরা মধ্যযুগে এঁকেছেন উচ্চ কোটির চোখ দিয়ে প্রেম, কামনা, ঈশ্বর সাধনা ইত্যাদি। বরং মঙ্গল কাব্যের কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম বাঙালির চণ্ডী দেবীকেই শুধু লেখেন নি, লিখেছেন তখনকার উচ্চাবচ দু'সমাজেরই ছবি। তবে সমাজ গঠন ছিল তখন আনুভূমিক। আর উনবিংশ শতাব্দীর মুখ্য কবিরাতো মধ্যশ্রেণীরই চোখ দিয়ে বিশদ দেখেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ ফিউডাল-বুর্জোয়া-সোশালিস্ট তিন সমাজই দেখেছেন স্বদেশে-বিদেশে। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ-চল্লিশ দশকেতো কবিরা পেয়েছেন বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক ভাবনা-দুই-ই।

কবিতায় যদি সমাজের অর্ন্তবস্তুরই প্রকাশ ঘটে, তো কবিতার সূত্র ধরে সমাজ চিত্র ও মানব সম্পর্ক বোঝা যাবে। এই সমস্ত কথা আলোচনা করতে করতে কেউ কেউ বলছেন বাংলা কবিতা এখন তার লোক-মহিমা হারিয়েছে। পণ্য সমাজের সমমানতা বা উল্লম্ব সমাজের বিযুক্তি ধরা পড়ছে কম বেশি। কবিতা হয়ে পড়েছে পশ্চিমী ধ্যানধারণা সাপেক্ষ। সে অর্থে ভীষণভাবে নতুন গড়নের ঔপনিবেশিক চরিত্রের। তবে বিশ্বায়নের নতুন যুগ সাপেক্ষতায়। এসব কথা অবশ্যই ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। এসব ধরনের কথা গবেষণারও বিষয়। বড় বই লেখার ও বিতর্কগত উপাদানও। পরিবর্তমান বঙ্গ সমাজের ভিত আর উপর কাঠামোয় বর্তমান কালে যে টেনশন দেখছি, তাতে লোক বিশিষ্টতা শেষ হয়ে যাবে কেন? তেমন একটি গণ বিস্তারের সিভিল সোসাইটি গড়ে উঠেছে নাকি?

প্রসঙ্গত তাই কথা উঠেছিল, পশ্চিমবঙ্গের রয়েছে এককমহানগরী চরিত্র অর্থাৎ কলকাতা। সে কলকাতা কলোনিয়াল শক্তির অবদান। রাজ্য জুড়ে প্রায় অভিন্ন, কেন্দ্রগত কাব্যরীতি নাকি গড়ে উঠছে। সমাজে যেমন পুঁজি, প্রতিভা, কৃষিপণ্য সব কিছুই মেট্রপলিস বা আঞ্চলিক শহরে—সম্পদ হয়ে ধেয়ে আসে, কবিতার ধারাও সে রকমই গড়ে উঠেছিল এক সময় কলকাতা কেন্দ্রিক হয়ে।

কলকাতা থেকে দূরের শহর, জনপদ-কেন্দ্রিকতা এখন দেখা যাচ্ছে। বিশেষভাবে, উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ফলে দূরের শহরের সাহিত্য চর্চা বিশেষ মনস্কতার দাবি রাখে। গ্রাম ও শহরের বৈপরীত্য হ্রাস পাচ্ছে। আমরা তাই বুঝতে চেয়েছিলাম, কলকাতার সাহিত্য ধারার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অন্য নগর মহানগর শহর জনপদ অর্থাৎ নানা জেলায় বিকশিত রচনায় কোনো তফাৎ আছে কিনা।

এই 'হাজার বছরের কবিতা'র প্রকাশক শ্রীমান সুকুমার দে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই ব্যবসার তাগিদে যান। বিশেষভাবে প্রায় প্রতিটি আঞ্চলিক বই মেলাতেই

তাঁর উপস্থিতি ঘটে। তাঁকে ভর করে জানতে চেয়েছিলাম, ঐ সমস্ত জেলায় সাহিত্য-পরিস্থিতি। কলকাতা শহরে নন্দন চত্বরে ছোট পত্রিকা মেলায় অবশ্য কিছু আঁচ পাওয়া যায় তার।

যাইহোক শ্রীমান সুকুমার দে জেলায় জেলায় কবিতা চর্চার নমুনা সংগ্রহ করে এনেছেন। বৃহত্তর কলকাতার কার্যধারার অনুগত আধুনিক কবিতার সূত্রপাত থেকে অতি সাম্প্রতিক কবিতা গুলি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছেন কবি কার্তিক মোদক, সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, উত্তর বসু, অশ্বিনী মহান্তি, বিনয় দেব, সোমনাথ রায়, তুহিন কুমার চন্দ, সুবিমল চক্রবর্তী, কামাখ্যা মুখোপাধ্যায়, দীপেন রায়, অনন্ত দাশ, তরুণ মুখোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, চৈতালী ধরিত্রীকন্যা, অজিত ত্রিবেদী, মানস ভাণ্ডারী। কলকাতার বাইরের কলোনির মেট্রপলিসের কারণে যে কবিতাধারা গড়ে উঠেছে, নানা সঙ্কলনে সেই সব কবিতাই আধুনিক 'বাঙালি' কবিতা বলা হয়। ঐ কলকাতার ফোকাসের কেন্দ্রই যেন কবির পরিচয়ের মানদণ্ড। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন ছিল পরিবর্তমান বঙ্গ ভূমির কবিতা-চরিত্র অনুসরণ করে স্বদেশ পরিবর্তনের রূপরেখাটি জানা। বৃহত্তর কলকাতার বাইরে যে নতুন চিন্তা ও রচনার জোয়ার এসেছে, তাকেই সঙ্কলিত করার ইচ্ছাতেই এই 'হাজার বছরের কবিতা' সঙ্কলনের প্রকাশ। কবিতাগুলি পড়তে গিয়ে মনে হলো কোনো কোনো লেখা বিশিষ্ট চরিত্র অর্জন করেছে বটে, কোনো কোনো রচয়িতার লেখা পড়ে মনে হলো বাংলার সাহিত্য ইতিহাসটি তাঁরা বেশ অনবহিত। অথচ এই লেখকেরাও বেশ উচ্চ শিক্ষিত, সরকারী-বেসরকারী সংস্থায় এমন কি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও কর্মরত তাই চর্যাপদ থেকে বর্তমানে ইতিমধ্যেই যাঁদের কবি পরিচিতি আছে, সেই সব কবিদের পরম্পরা ভিত্তিক একটি সঙ্কলন, ঐ সংগৃহীত রচনাগুলির পাশাপাশি প্রকাশ করার বাসনা হলো। অবশ্য নিশ্চয় করে জানি, ঐ সংগৃহীত কবিতা ও রচনাগুলির বাইরেও বিশিষ্ট বহু কবির কবিতা বাদ পড়ে গেল। এমন কি কলকাতা ও মফঃসলবাসী সুপরিচিত বেশ কজন কবির কবিতাও পত্রস্থ হলো না। ইচ্ছা রইল বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁদের অন্তর্ভুক্তির। কবিদের বহু রচনা কিছু সুপরিচিত সঙ্কলন গ্রন্থ, কিছু কাব্যগ্রন্থ থেকে মুখ্যত তাঁদের কবিতাগুলি সংগ্রহ করা গেল। বেশ কজন পরিচিত কবি কবিতা পাঠিয়ে ধন্য করেছেন। প্রতি কবির একটি করে কবিতা নমুনা হিসাবে সংগ্রহ করা হলো। কৈফিয়তের একটু দিকও আছে।

বৃহত্তর বঙ্গ সংস্কৃতির অবশ্যই অংশিদার ভারত ও প্রবাসের বঙ্গভাষাভাষী এবং বাংলাদেশের বাঙালিরা। দুই বাংলার সমাজ বিন্যাসেও অবশ্য কিছু তফাৎ আছে। বহু ভাষাভাষী মানুষ অধ্যুষিত, আধুনিক শিল্প, ধর্ম নিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক উত্তরাধিকার সাপেক্ষ ভারতীয়ভাবের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম মহানগর কলকাতার বাঙালি বাসিন্দারা। এঁরা ভারতীয় অথচ ঐতিহ্য ও স্বভাবে বাঙালি। সেখানকার কবিদের স্বভাবের সঙ্গে বাংলাদেশের সমাজের, এমন কি মহানগর ঢাকাবাসী কবিদের সম চারিত্র্য তো ঘটতে পারে না। তাঁদের ভিন্ন রাষ্ট্র রয়েছে। যেমন জার্মান ও অস্ট্রীয়।

অবশ্য বাংলাদেশের বাঙালি কবিরা অনেক বেশি কলকাতার কবিদের তুলনায় সমাজমনস্ক, ধর্মীয় মৌলবাদ বিরোধিতায় দায়বদ্ধ। তাঁরা একাত্তরের মহিমা অর্জনে ও পুনর্বিচারে ব্রতী হয়ে আছেন। উপরন্তু পশ্চিম বাংলার পরিবর্তিত গ্রামের অর্থনৈতিক ভিত্তির তুল্যও নয় বাংলাদেশের গ্রাম জীবন। সীমান্তের ওপারের ভাইবোনদের বিষয়ে আমরা সহমর্মিতা অনুভব করি বটে, তাঁদের রচনা রীতি, ছন্দবদ্ধতা ইত্যাদি একই রকম হয়েও, দু দেশের কবিতা কৃষি-বাগিচা ও শিল্প পণ্যের মতোই মেড ইন ইণ্ডিয়া বা মেড ইন বাংলাদেশ হয়ে গেছে। ও বাংলায় যখন ক্ষমতা কেন্দ্রেও হাত বাড়ায় ধর্মীয় মৌলবাদ, এ বাংলায় তখন শাসন করে বামপন্থীরা। তুলনা করছিনা, কিন্তু দু বাংলাইতো বাঙালির উত্তরাধিকার। ঐ যে বলে 'অন্যান্য বিষয় স্থির রেখে' সেটেরিস পারিবাস (Ceteris paribus) বিচার বীক্ষণ।

'হাজার বছরের কবিতা' বলা হলো। বলা হলো না 'হাজার বছরের বাংলা' কবিতা। 'বাংলা' শব্দটি দু-বাংলার সাপেক্ষ বলে। শুধু পশ্চিমবঙ্গের বাংলা কবিতাই বিষয় হয়ে রইলো। অবশ্য বিংশ শতকের চল্লিশের দশক পর্যন্ত সব কবিই দু বাংলার সাহিত্যপরম্পরার উত্তরাধিকারী। পঞ্চাশের দশক থেকেই ঘটে গেছে বিচ্ছেদ, কিন্তু অন্তঃসলিলা হয়ে বাঙালি কবিতা দু দেশের মধ্যেই বয়ে চলেছে। তখনও তো বটেই, ষাট দশকে পরিচিত হয়ে ওঠা দু বাংলার বহু কবিরই জন্ম অবিভক্ত বাংলায়। তা সত্ত্বেও বলব পঞ্চাশ ও ষাট দশকের কবিদের নস্টালজিয়া আছে অবিভক্ত বাংলার, কিন্তু জীবন যাপন ঘটে গেছে ভিন্নতর রাষ্ট্রে, ভিন্নতর পরিবেশে। এখন যেমন দু বাংলায় যাতায়াত স্বচ্ছন্দ হয়েছে। বই পত্রও পাওয়া যায় কিছু কিছু, পঞ্চাশের দশক থেকে বাংলাদেশের উদ্ভব মুহূর্ত পর্যন্ত, গড়ে তোলা হয়েছিল পাক-শাসনে অপরিচয়ের বাধা।

চর্যাপদ থেকে 'রবীন্দ্রানুসারী' বাংলা কবিতা সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছেন, কবি সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কবি তরুণ মুখোপাধ্যায় এবং কবি সমর ঘোষ। সম্পাদনায় সহকারী হয়ে সব রকমে সহায়তা করেছেন অন্যান্যরা। আমি সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। ঐ সমস্ত রচনা সংগ্রহকালীন আমার দীর্ঘ শারীরিক অসুস্থতা এবং চক্ষু ও হৃদপিণ্ডে অস্ত্রোপচারজনিত অক্ষমতা সম্পাদনার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তা সত্ত্বেও প্রধান সম্পাদক হিসাবে আমার নাম ব্যবহার সম্পাদকদের ও প্রকাশকের বদান্যতাই প্রমাণ করে। বইটির যা গুণ সবই সম্পাদকবৃন্দের ও প্রকাশকের। যা দোষ বা ত্রুটী সবটাই আমার। পূর্বাহ্নেই পাঠকদের কাছে এজন্য মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।
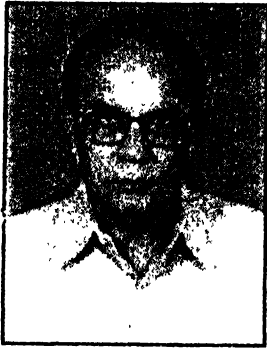
সহযোগী সম্পাদকের কথা

হাজার বছরের কবিতার মত একটি সুবিশাল সংকলন গ্রন্থের সম্পাদনাকর্মে যুক্ত হওয়া নানা কারণে একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতা। এই কর্মকাণ্ডের সূচনাপর্বে অনুপস্থিত থাকলেও পরে প্রকাশক শ্রী সুকুমার দের অনুরোধে আমি কিছু কর্মভার বহন করি এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষিত গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশ করে। একটি মহৎ উদ্যোগকর্মের স্বেচ্ছাসেবক হওয়াই ছিল আমার বাসনা। কিন্তু প্রকাশকের ঐকান্তিক ইচ্ছায় সম্পাদনার সহযোগী হিসেবে মধ্যপথে আমার প্রবেশ অনুপ্রবেশেরই নামান্তর। এই দীনতা মার্জনীয়।

সংকলনটি মূলতঃ আদি, মধ্য ও বর্তমানযুগ—এই তিন পর্বে বিভক্ত। আদিযুগের বাংলা কাব্যসাহিত্য ভাণ্ডারে যে বিবিধ রতন বিদ্যমান, তার সামান্য কিছু অংশই এখানে সংকলিত হয়েছে। বাকি রয়ে গেল অনেক। এতদ্‌সত্বেও অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির কাব্যমূল্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসীম। মধ্য ও বর্তমানযুগের ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রযোজ্য। গ্রন্থটির কলেবরের কথা মাথায় রেখে ঠিক হয়েছিল যে, সকল কবিরই এমন একটি করে কবিতা সংকলিত হবে যা এক পাতার সীমা অতিক্রম করবে না। ফলে বেশ কিছু কবির দৃষ্টান্তমূলক ও উল্লেখযোগ্য কবিতাও বাদ পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। এই দুরতিক্রম্য ত্রুটি স্বীকার করাই শ্রেয়।

প্রকাশকের আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগঞ্জ থেকে যে বিপুল সংখ্যক কবিতা এসেছে, তা যেমন অকল্পনীয় তেমনই একটি দুর্লভ প্রাপ্তি। পত্রে কবিদের বয়স, শিক্ষা ও পেশার বৈচিত্র্য এবং কাব্যচর্চার নিরন্তর প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের যে নিদর্শন ফুটে ওঠে তা, এই ভাষারই মহিমা প্রকাশ ক'রে মনে করিয়ে দেয়, 'মোদের গরব মোদের আশা/আ মরি বাংলা ভাষা'। বিশেষ করে উল্লেখের দাবি রাখে মহিলা কবিদের প্রচেষ্টা। বিভিন্ন বয়সের মহিলা—ষাট বা সত্তর-উর্দ্ধ কবি যেমন আছেন, তেমনি আছেন অগণিত নবীনা। চাকুরীরতা যেমন আছেন, তেমনি আছেন গৃহবধূ। সমাজের অর্ধেক আকাশে সত্যিই রামধনুছটা।

বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত কবিতাগুলো থেকে যে চিত্রটি ফুটে ওঠে তা রীতিমত প্রণিধানযোগ্য। মেদিনীপুর (অবিভক্ত), ২৪-পরগণা (অবিভক্ত), হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ প্রভৃতি জেলা থেকে প্রাপ্ত কবিতার সংখ্যা থেকে সেই সেই জেলার মানুষের নান্দনিক চেতনার স্তরের ইঙ্গিত মেলে। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা কিছু কবির কবিতা যেমন অভিভূত করে তেমনি আবার বেশ কিছু দুর্বল কবিতাও আসে। সংকলনের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে, প্রয়োজনে কিছু পরিমার্জন ও পরিশোধন করেও, সেই সব কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আশা করা যায় পাঠক এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাবেন।

সম্পাদনাকর্মে অন্যতম কঠিন ও বিবেচ্য বিষয় ছিল রচনাক্রম নির্ধারণ। প্রারম্ভে প্রাচীন, প্রয়াত ও অল্পবিস্তর পরিচিত কবিগণের কবিতাগুলোকে তাঁদের বয়ঃক্রমানুসারে সজ্জিত করা হতে থাকে। কিন্তু ক্রমশঃ এত কবিতা আসতে শুরু করে যে কবিদের বয়সের ভিত্তিতে কবিতাক্রম গড়ে তোলা দুঃসাধ্য ও দুরূহ হয়ে পড়ে। তাই পরবর্তীতে কবিদের নামের প্রথম বর্ণ ও বয়সানুক্রম-নীতি অনুসরণ করে কবিতা সংকলিত করা হয়। এতে অনেক ক্রুটি ও বিচ্যুতি ঘটে থাকতে পারে। এর জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

দুর্লভ অভিজ্ঞতার আর একটি দিক হল চিরতরুণ কবি তরুণ সান্যালের সান্নিধ্য ও নির্দেশনায় কাজ করার সৌভাগ্যলাভ। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা আমাদের কর্মে প্রেরণা জোগায় ও ঋদ্ধ করে। তাঁর কাছে আমি ঋণী। এরপর বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে শ্রী সুকুমার দে। মাটির কাছাকাছি যেসব কবিরা আছেন, যেসব কবি সঠিক মঞ্চের অভাবে পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হতে পারেন নি, শ্রী সুকুমার তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে সে অভাব পূরণ করে একটি ঐতিহাসিক কাব্য-দলিলের রূপকার হিসেবে স্বীকৃত হবেন এই বিশ্বাস রাখি। আর এই কর্মকাণ্ডে যেসব সহৃদয় মানুষ নিঃস্বার্থভাবে অকুণ্ঠ সাহায্যের হাত প্রসারিত করে এই প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলেছেন তাঁরাও বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ্য।

অবশেষে সবিনয় নিবেদন, কোন সংকলনই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বজনস্বীকৃত হয় না। সেখানে সংকলকের নিজস্ব ভাবনা ও রুচির প্রভাব যেমন পড়ে তেমনি সাধ ও সাধ্যের দ্বৈরথও সমান সক্রিয়। সুতরাং ক্রুটি ও বিচ্যুতি যেমন অনিচ্ছাকৃত তেমনি অনিবার্য ও অলঙ্ঘ্য। পরবর্তী সংস্করণে সেসব দূর করার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে বলে আশা করা যায়।

প্রকাশকের নিবেদন

হাজার বছরের বাংলা কবিতার একটি সংকলন করা কতখানি দুরূহ কাজ সেটা টের পেয়েছেন এই সংকলনের সঙ্গে জড়িত সকল কর্মীরাই। যে অসুবিধার মধ্যে কাজ করেও তাঁরা সংকলনটিকে আলোর মুখ দেখালেন তা কোনও ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখে না। অনেক ভুল ত্রুটি নানা কারণে থেকে গেলেও সংকলনটিতে হাজার বছরের বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের ছায়া এসে পড়ল, কম কথা নয়। না, কোনও তত্ত্ব বা মেসেজ নয়, পাণ্ডিত্যের ভারে নুয়ে পড়া মাথা-র কলাকৌশলের খেলা দেখানো এই সংকলনের উদ্দেশ্য নয়। প্রাণমন খোলা রেখে, দল-গোষ্ঠি, মঞ্চানুগত্যের তাবু-র বাইরে থেকে করা এই সংকলন কোনও মদগম্ভীর আস্ফালন বহন করেনি। পরন্তু, সাধারণ, অতিসাধারণ, অসাধারণের এক মেলবন্ধন হয়ে রইল। এই বন্ধনে বাঁধা রাজ্যের জেলাগুলির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের একাংশ-পাংক্তেয় বা অপাংক্তেয়, যেমনই হোক।

এক বছর ধরে প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্যের কথা উল্লেখ করা সত্ত্বেও অনেকেই জীবনপঞ্জি পাঠাননি, ছবি দেননি। কেউ কেউ বিস্তারিত জীবন-ইতিহাস পাঠিয়ে কার্যত আমাদেব প্রয়াসকে জটিলতর, পরিশ্রমসাপেক্ষ করে তুলেছেন। তাঁদের প্রতি আমাদের যেমন অনুযোগ বা অভিযোগ নেই, তেমনই যাঁরা আভিজাত্য গর্বে সাড়া দেননি বা যোগাযোগ কবেননি তাঁদের প্রতিও আমাদের কোনও বিরূপতা নেই। এ-পুরস্কার, সে-পুরস্কার, কোনও পুরস্কারই কাউকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। বাঁচিয়ে রাখে মানুষ, বাঁচিয়ে বাখে মানুষেব দববারে কবির রচিত শিল্পকর্মটি, তাঁর অনুভূতির সত্যতা, বিশ্বাস্য উপাদান সমূহ। কোনও রাষ্ট্রেই সর্বত্র সমান পরিপুষ্ট এলাকা থাকে না, অঙ্গরাজ্যও তার ব্যতিক্রম নয়। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুকেন্দ্র সাংস্কৃতিক এলাকার কবি থেকে শুরু করে অখ্যাত, অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত এলাকার কবিরা সাড়া দিয়ে সাধ্যমত এগিয়ে এসেছেন তাতেই কৃতার্থ বোধ করা যায়। এই সংকলনে বিভিন্ন

পেশার মানুষ-ছাত্র, শিক্ষক হকার বুদ্ধিজীবী, যন্ত্রবিদ, বিজ্ঞানী, সাধারণ গৃহবধূ—সকলেই আছেন সম মর্যাদায়।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে কেউ অক্ষর গেঁথেছেন, কেউ ছেপেছেন, কেউ বাঁধাই করেছেন, বিদ্বজ্জনেরা পরিমার্জনা করেছেন, যথাসম্ভব ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন, যার ফলে প্রায় অসম্ভব কর্মটি সম্ভব হল। এই কাজ করতে আমরা সকলেই যেন মানুষের জগৎটাই চোখের সামনে দেখতে পেলাম। কত বিচিত্র মানুষ, কত বিচিত্র এই মানুষেব মননশীলতা। কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে তাঁরা লিখেছেন নিজেদের মনের কথা, নিজেদের মত করে—যেন এক কুম্ভমেলা, কেউ এসেছেন জন্মদিনের পোশাকে, কেউ চীববস্ত্রে, কেউ মহার্ঘ বেশে। সকলেই আন্তবিক, সকলেই নিবেদনকামী, যদিও অর্ঘ সমমূল্যের নয় কিন্তু নিবেদনের প্রেক্ষিতে মূল্যাতীত। একজন হকার বা পথব্যবসায়ীর কথা পণ্ডিতের মত হয় না। একজন পণ্ডিতের রচনাও কি ওই পথব্যবসায়ীর মনের কথা? হয় না। সংস্কৃতির সেই দুর্জেয় আকর্ষণই এই সংকলনেব একান্ত অবলম্বন যার টানে মানুষ উপাস্যের সন্ধানে দুর্গম এলাকায়, শৈলচূড়ায়, সাগবে, নদীতে ছুটে যায়। নিবেদনের তৃষ্ণা ত্যাগ-ক্লেশ-রক্তপাত-আত্মদান সব তুচ্ছ হয়ে যায় বলেই তার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সেই সাংস্কৃতিক তৃষ্ণার যদি একটি কণাও প্রতিফলিত হয়ে থাকে এই সংকলনে, যদি নিরাশ্রয়ী ও রাজাশ্রয়ীকে এক আসনে বসাতে সক্ষম প্রতিপন্ন হওয়া যায় তবেই এ প্রয়াস সার্থক, প্রয়াসীরাও ধন্য। যাঁরা লেখা পাঠিযেছেন তাঁদেব ধন্যবাদ, যাঁরা পাঠাননি তাঁদেরও।

বিনীত

সুকুমার দে

সূচিপত্র

আ

দ

ফ

শৈলেন সাহা ১০৯৮
শান্তি রায় ১০৯৯
শঙ্কর বসু ১১০০
শান্তি সিংহ ১১০১
শংকর চক্রবর্তী ১১০২
শিউলি গুহ ১১০৩
শেফালী চক্রবর্তী ১১০৪
শংকর রুদ্র ১১০৫
শম্ভু রক্ষিত ১১০৬
শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ ১১০৭
শ্রীকর নন্দী ১১০৮
শিপ্রা সরকার মজুমদার ১১০৯
শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১০
শিখা সামন্ত ১১১১
শীতল চৌধুরী ১১১২
শৈলেন রায় ১১১৩
শিখা সমাজপতি (বন্দ্যোপাধ্যায়) ১১১৪
শ্যামল কান্তি মজুমদার ১১১৫
শান্তি বিশ্বাস ১১১৬
শুভ্রা সেন ১১১৭
শিবশক্তি চক্রবর্তী ১১১৮
শচীমোহন বর্মন ১১১৯
শ্যামলী দাশ ১১২০
শংকর কুণ্ডু ১১২১
শান্তনু সাহা ১১২২
শ্যামল ধর ১১২৩
শ্যামলবরণ সাহা ১১২৪
শ্যামল নন্দী ১১২৫
শ্যামল জানা ১১২৬
শ্যামলকুমার বিশ্বাস ১১২৭
শফিকুল ইসলাম ১১২৮
শাহিদ আনোয়ার ১১২৯
শ্যামলী গুহরায় ১১৩০
শান্তনু প্রামাণিক ১১৩১
শিখা সাহা (দাস) ১১৩২
শংকর হালদার ১১৩৩

১১৩৪ শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস
১১৩৫ শওকত আলী মণ্ডল
১১৩৬ শাশ্বতী হোসেন
১১৩৭ শঙ্খশুভ্র দেববর্মণ
১১৩৮ শ্যামল কুমার পাত্র
১১৩৯ শৈলেন্দ্র হালদার
১১৪০ শিউলি রায়
১১৪১ শাশ্বতী মুৎসুদ্দী
১১৪২ শম্ভু নাথ পড়্যা
১১৪৩ শরীফা বুলবুল
১১৪৪ শিবাশিস দত্ত
১১৪৫ শিপ্রা গাইন
১১৪৬ শাশ্বতী দেবনাথ
১১৪৭ স্বপ্নিল চট্টোপাধ্যায়
১১৪৮ শুভেন্দু কুমার দে
১১৪৯ শাহাজাদ হোসেন
১১৫০ শ্রীরূপ বিশ্বাস
১১৫১ শর্মিষ্ঠা তেওয়ারী
১১৫২ শ্রীজিৎ
১১৫৩ শোভন মণ্ডল
১১৫৪ শেখ জিয়াউদ্দিন
১১৫৫ শুভঙ্কর ঘোষ
১১৫৬ শংকর দাশ
১১৫৭ শিপ্রা সেনধর
১১৫৮ শুক্লা দত্ত
১১৫৯ শৈলেন কর্মকার
১১৬০ শঙ্কর দেবনাথ
১১৬১ শবরী ঘোষ
১১৬২ শ্যামলী বিশ্বাস
১১৬৩ শুভজ্যোতি নাগ
১১৬৪ শ্যামল কুমার চৌধুরী
১১৬৫ শিপ্রা বসাক ভৌমিক
১১৬৬ শান্তা চক্রবর্তী
১১৬৭ শিশির পাল
১২১০ শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়
১২১৬ শ্যামল দাস

স

সমরেশ কুমার সানা ১০০১
সত্যসাধন চেল ১০০২
সঞ্চয়িতা কুণ্ডু ১০০৩
সীতেন গোস্বামী ১০০৪
সুকুমার রুজ ১০০৫
স্বপ্না নাগ ১০০৬
সাগর মুখোপাধ্যায় ১০০৭
সুদীপ কুমার চক্রবর্তী ১০০৮
সিদ্ধার্থ সিংহ ১০০৯
সুশান্ত ভট্টাচার্য ১০১০
সুনন্দ অধিকারী ১০১১
সুকান্ত মণ্ডল ১০১২
সুবীর দাস ১০১৩
সুশান্ত কুমার কীর্তনীয়া ১০১৪
সুরঞ্জন মিদ্দে ১০১৫
স্মরজিৎ বিশ্বাস ১০১৬
স্বপন কুমার বিশ্বাস ১০১৭
সুশান্ত মণ্ডল ১০১৮
সমর সুর ১০১৯
সরিৎ দাস ১০২০
সুনীতি গাঁতাইত ১০২১
সুমিত কুমার পাত্র ১০২২
স্বপন কুমার রক্ষিত ১০২৩
স্বপনকুমার মান্না ১০২৪
সাধন বিশ্বাস ১০২৫
সুস্মেলী দত্ত ১০২৬
সুভাষচন্দ্র কীর্তনীয়া ১০২৭
সুনীতি পোদ্দার ১০২৮
সমীর আচার্য ১০২৯
সুমিত্রা পাল ১০৩০
স্বপন কুমার মণ্ডল ১০৩১
সনৎ ঘোষ ১০৩২
সত্যসাধন দাস ১০৩৩
স্নেহাশিস মুখোপাধ্যায় ১০৩৪
সেখ মহম্মদ ইউনুস ১০৩৫
সত্যজিৎ কোটাল ১০৩৬

১০৩৭ সোমা বোস
১০৩৮ সঞ্জয় বসাক
১০৩৯ সর্বাণী মণ্ডল
১০৪০ সুশান্ত বিশ্বাস
১০৪১ সঞ্জয় গিরি
১০৪২ সাধন পাত্র
১০৪৩ সৌম্যদীপ দাশ
১০৪৪ সঞ্জয় মৌলিক
১০৪৫ সুমিত মোদক
১০৪৬ সুকান্ত মণ্ডল
১০৪৭ সুমন চক্রবর্ত্তী
১০৪৮ সমীর হালদার
১০৪৯ সমীর মন্ডল
১০৫০ স্বপ্নীল রায়
১০৫১ সম্রাট দত্ত
১০৫২ সৌমিত্র বসু
১০৫৩ সুমন কর্মকার
১০৫৪ সুরথ জোয়ারদার
১০৫৫ সোমেন বিশ্বাস
১০৫৬ সৌরজিৎ দাস
১০৫৭ সব্যসাচী মজুমদার
১০৫৮ সঞ্জীবন সরকার
১০৫৯ সঞ্জিতা সেন
১০৬০ সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য
১০৬১ সুব্রত মণ্ডল
১০৬২ সুনন্দা গোস্বামী
১০৬৩ সোমক দাস
১০৬৪ সব্যসাচী মন্ডল
১০৬৫ সৌমেন্দ্র দত্ত ভৌমিক
১০৬৬ সত্যেন্দ্র নাথ পাইন
১০৬৭ সোমনাথ দাস
১০৬৮ সন্দীপ গোস্বামী
১০৬৯ সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়
১০৭০ সুইটি পাল
১০৭১ সুরঞ্জন বিশ্বাস
১০৭২ সুলেখ ভট্টাচার্য

দুলি দুলি পিটা

(চর্যাপদ)

কুক্কুরীপাদ

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥
আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতি।
কানেট চেরি নিল অধরাতী॥
সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ॥
দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে, কামরু জাঅ॥
অইসনি চর্য্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইড়।
কোড়ি মাঝেঁ একু হিঅহি সমইড়॥

নগর বাহিরি

কাহ্নপাদ

(চর্যাপদ)

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ।।
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব মো সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ।।
এক সো পাদুমা চৌষঠঠী পাখুড়ী।
তাই চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুডী।।
হালো ডোম্বি তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ।।
তান্তি বিকনঅ ডোম্বি অবরনা চাংগে ড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া।।
তু লোডম্বী হাঁউ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘেণিলি হাড়ের মালী।।
সরবর ভাঞ্জিঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি-ডোম্বি লেমি পরাণ।।

উঁচা উঁচা পাবত

(চর্যাপদ)

শবরপাদ

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিন সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।
উমত সবরো পাগল সবয়ো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী।।
নানা তরুবর মোউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।।
তিঅ-ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী।
হিঅ-তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই।।
গুরুবাক পুচিআ বিন্ধ নিঅমণ বাণে।
একে শরসন্ধানে বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণে।।
উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে।।

টালত মোর ঘর

(চর্যাপদ)

ঢেন্টণপাদ

টালত মোর ঘর নহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভত নাহি নিতি আবেশী।।
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেন্টে ষমাঅ।
বলদ বিআএল গবিআ বাঝেঁ।
পিটা দুহিএ এতিনা সাঁঝে।।
নিতি নিতি ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।
ঢেন্টণপাএর গীত বিরলে বুঝঅ।।

তরুণ তরণি

প্রাকৃত পৈঙ্গল

তরুণ তরণি তবই ধরণি
  পবন বহ খরা
লগ নহি জল বড় মরুথল
  জনজীবন হরা।
দিসই বলই হিঅ দুলই
  হমি একলি বহূ
ঘর নহি পিঅ সুণ হি পহিঅ
  মণ ঈছই কহূ।।

মুগ্ধমাধব

(গীতগোবিন্দ)

জয়দেব

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতিদর তিরিমতিঘোরম।
স্ফুরদ ধরসীধবে তাব বদন চন্দ্রমা
রোচয়াতি লোচন-চকোরম।।
প্রিয়ে চারশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম
সপদি মদনানলে দহতি মম মানসম।
দেহি মুখকমলমধুপানম।। ধ্রুবম
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়ন শরঘাতম;
ঘটয় ভূজবন্ধনম্ জনয় রদখণ্ডনম্
যেন বা ভবতি সুখ জাতম।।
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম।
ভবতু ভবমীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়তিযত্নম।
নীল নলিনামতি তন্বি তব লোচনম
ধারয়তি কোকনদরূপম।
কুসুম শরবাণ ভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম।।
স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরূপরি মণিমঞ্জুরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয় দেশম।
রসতু রসণাপি তব-ঘন-জঘন-মণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম।
স্থল-কমল গঞ্জনম মম.হৃদয়রঞ্জনম
জনিত রতি রঙ্গ পরভাগম।
ভণ মসৃণ বাণি করবাণি চরণ দ্বয়ম
সরস-লসদলক্তক-রাগম।।
স্ময়গরলন-খণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনম
দেহি পদপল্লব মুদারম।
জ্বলতি ময়ি দারুনো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিত-বিকারম।।

রাধাকৃষ্ণ সংলাপ
বড়ু চণ্ডীদাস

কৃষ্ণ ঃ তোমার যৌবন রাধা কৃপণের ধন।
পোটলি বান্ধিয়া রাখ নহুলী যৌবন।।

রাধা ঃ এ বোল বুলিতে তোর মনে বড় সুখ।
পর ঘর পাইসে যেহ্ন চোর পাটা বুক।।

কৃষ্ণ ঃ হেন সে যৌবন রাধা সব আলপাউ।
যৌবন পড়িলে তোর তনু হৈবে লাউ।।

রাধা ঃ চুন বিহনে যেহ্ন তাম্বুল তিতা।
আলপ বয়সে তেহ্ন তাম্বুল তিতা।।

কৃষ্ণ ঃ কাটিল ঘাঅত লেম্বু রস দেহ কত।
তোমার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত।।

হরিহর

দ্বিজ বংশীদাস

প্রণমহুঁ হরিহর অদ্ভুত কলেবর
শ্যাম শ্বেত একই মূরতি।
অভেদ ভাবিয়া লোকে দেখিছে অতি কৌতুকে
মরকতে রজতের জ্যোতি।।
দক্ষিণ শরীরে হরি বাম অঙ্গে ত্রিপুরারি
আধ আধ একই সংযোগ।
ধন্য লোকে দেশে হেন গঙ্গা যমুনা যেন
মিলিয়াছে সঙ্গমপ্রয়াগে।।
দক্ষিণাঙ্গ অনুপম সুন্দর জলদ শ্যাম
বাম তনু নিরমল শশী।
দেখি মুনি-মন ভোলে দুই পর্ব্ব এক কালে
অমাবস্যা আর পৌর্ণমাসী।।
বাম শিরে উভা জটা লম্বিত পিঙ্গল কটা
দক্ষিণাঙ্গে কিরীট উজ্জ্বল।
বাম কর্ণে বিভূষণ অদ্ভুত ফণিগণ
দক্ষিণেতে মকরকুণ্ডল।।
অর্দ্ধ ভালেত নয়ন প্রকাশিত হুতাশন
কস্তুর শোভিছে আনপাশে।
কেশর অগুরু সঙ্গে লেপিত দক্ষিণ অঙ্গে
বাম অঙ্গে বিভূতি প্রকাশে।।

বিদ্যাপতি

কি পুছসি

কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।।
জনম অবধি হম রূপ নিহারলুঁ
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথ পরশন গেল।।
কত মধু যামিনী রভসে গোঙাইনু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়ে জুড়ান ন গেলি।

বাজনাব পাড়ী

(চর্যাপদ)

ভুসুকুপাদ

বাজ্‌ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ।।
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলি।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী।।
ডহি জো পঞ্চপাটণ ইংদিবিসআ নঠা।
ণ জানামি চিঅ মোর কহিঁ তাই পইঠা।।
সোনত-রুঅ মোর কিম্পি ন থাকিউ।
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ।।
চউকোড়ি ভাণ্ডার মোর লইআ সেস।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ।।

অশোকবনে সীতা

(রামায়ণ)

কৃত্তিবাস ওঝা

রাবণে দেখিয়া সীতার কাঁপিল অন্তর।
মলিন বসনে ঢাকে নিজ কলেবর॥
দুই হাতে দুই স্তন ঢাকিল জানকী।
লাবণ্য ঢাকিতে পারে কিবা হেন শক্তি॥
সোনার প্রতিমা জিনি সীতা ঠাকুরাণী।
হিঙ্গুল জিনিয়া মার চরণ দু'খানি।
চন্দ্র জিনি চরণের দশ নখ-জ্যোতি।
মুকুতা জিনিয়া মার দশনের পাঁতি॥
পদ্ম জিনি জননীর দুই চক্ষু শোভে।
ভ্রমর ধাইছে কত শত মধু লোভে॥
দশদিক আলো করে জনক ঝিয়ারী॥
শিংশপার তলে যেন পড়িছে বিজুরী॥
সীতা মার গাত্রে মলা মলিন বদন।
তবু রূপে আলো করে অশোকের বন॥
রাবণে দেখিয়া সীতার উড়ে গেল প্রাণ।
বলেন দু'হাত তুলি রক্ষা কর রাম॥
এমন সময়ে কোথা দেবর লক্ষ্মণ।
জাতি মান রক্ষা কর ভাই দুই জন॥
বিকলি করিয়া সীতা রৈলা হেঁট মাথে।
মাথা তুলি না চাহেন রাবণ-সাক্ষাতে॥

মাথুর

শেখর

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।

এ ভরা বাদর মাহ্ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর।।

ঝাম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি

ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।

কান্ত পাহুন কাম দারুণ

সঘনে খর শর হন্তিয়া।।

কুলিশ শত শত পাত-মোদিত

ময়ূর নাচত মাতিয়া।

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী

ফাটি যাওত ছাতিয়া।।

তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী

অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।

বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি

হরি বিনে দিন রাতিয়া।।

দ্বিজগণের সহিত ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধ

(মহাভারত)

কাশীরাম দেব

প্রলয়ের কালে যেন উথলে সাগর।
মার মার শব্দে ডাকে যত নৃপবর॥
চতুর্দ্দিকে সবাকার মুখে এই রব।
মারহ এ দুষ্টমতি দ্বিজগণ সব॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ মুখে ঘোর নাদ।
শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ গণিল প্রমাদ॥
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলয়ে দ্বিজ সব।
হের দেখ অন্তে যেন উথলে অর্ণব॥
উঠ উঠ দ্বিজ সব চলহ সত্বর।
নির্ভয়ে আছহ মনে, নাহি কিছু ডর॥
মরিবার হেতু দুষ্ট সঙ্গে এসেছিল।
আপনি মরিল সব দ্বিজে দুঃখ দিল॥
ক্ষত্র-রাজগণ সহ হইল বিবাদ।
থাকুক দক্ষিণা প্রাণে পড়িল প্রমাদ॥
পলাহ পলাহ দ্বিজ চলহ সত্বর।
অনর্থ করিল আজি এই দ্বিজবর॥
ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম কি ব্রাহ্মণগণে শোভে।
রাজকন্যা দেখি লক্ষ্য বিন্ধিলেক লোভে॥
হেথায় রহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
ওই শুন দ্বিজে মার ডাকে ক্ষত্রগণ॥
পলাহ পলাহ দ্বিজ চলহ সত্বর।
এত বলি পলায় যতেক দ্বিজবর॥
প্রাণ লয়ে পলাইল যতেক ব্রাহ্মণ।
উর্দ্ধমুখ হইয়া পলায় মুনিগণ॥

গোপিনী বিলাপ

মালাধর বসু গুণরাজ খান

আর না যাইব সখী চিন্তামণি ঘরে।
আলিঙ্গন না করিব দেব দামোদরে।।
আর না দেখিব সখী সে চাঁদ বদন।
আর না করিব সখী সে মুখ চুম্বন।।
আর না যাইব সখী কল্পতরু মূলে।
আর কানু সঙ্গে সখী না গাঁথিব ফুলে।।
কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মলে কৃষ্ণ পাবে লাজ।।
অল্প ধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে।।

পূর্বরাগ ও অনুরাগ

দ্বিজ চণ্ডীদাস

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।।
নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয়।।
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়।।

চৈতন্য ভাগবত

বৃন্দাবন দাস

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশ দিগে উঠিল আনন্দ।।
রূপে কোটি মদন জিনিয়া।
হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিঞা।।
অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজচিহ্ন সব দেখি।।
শ্রীচরণে ধ্বজবজ্র শোভে।
সব অঙ্গে জগমন লোভে।
দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ।।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দজান।
বৃন্দাবনদাস রসগান।।

রূপানুরাগ

জ্ঞানদাস

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীত লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই, লো কি আর বলিব।
যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতির সার॥
গুরু-গরবিত মাজে রহি সখী-সঙ্গী।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাই আগুনি॥

রূপানুরাগ

(চৈতন্যচরিতামৃত)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ-বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মুণ্ডে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ।।
সখি হে! শুন মোর হতবিধিবল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ
কৃষ্ণ বিনা সকলি বিফল।।
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণা কড়ি-ছিদ্রসম, জানিহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হইল অকারণে।।
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ সুচরিত,
সুধাসার-স্বাদ-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বাসম।।
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্বমান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান।।
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সেই যাউ ছারেখার,
সেই বপু লৌহসম জানি।।
করি এত বিলাপন, প্রভু শচী-নন্দন,
উঘারিয়া হৃদয়ের শোক।
দৈন্য নির্ব্বেদ বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক।।

প্রেম

সৈয়দ আলাওল

দূর হোন্তে অলি আইসে কমল সম্‌কাস।
ভ্রমর নিছনি যায় পদ্ম দেয় বাস॥
তোমার আমার প্রেম আজিকার নয়।
মনেত স্মরণ কর পূর্ব পরিচয়॥
গোপতে একাঙ্গ ছিল বেকত দুই অঙ্গ।
মনের ভরমে মানে হয় রঙ্গ ভঙ্গ॥

একত্রে হইল দুই মদন মূরতি।
লাজ ভঙ্গ করি রসে কৈল মতি॥
বিপরীত রমণ সহজে মহারস।
রতিরসে কৈল সতী পতি অতি বশ॥

রাজার নিকটে হাটুরেদের নালিশ

(চণ্ডীমঙ্গল)

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

মহাবীর রাজ্য কর ভাঁড়ুদত্ত লয়ে।
হের দেখ পিঠে চূণ ভাঁড়ুদত্ত করে খুন
সবে যাব বিদায় হইয়ে।।
ভাঁড়ু জানে বহু কলা পরদ্বন্দ্বে পাতে ছলা
টাকা সিকা নিত্য খায় খতি।
ভাঁড়ু দত্ত পীড়া করে কেবা তা সহিতে পারে
না জানি পলায়ে যাব কথি।।
শাক বেগুন কলা মূলা হাটে ভিন্ন লয় তোলা
ঘরে পুনঃ লোটে তার বেটা।
তাহার ভগিনী রাঁড়ি লুঠ করে লয় হাঁড়ি
কুমারে মারিয়া লয় ভেটা।।
পরাক্রম নাহি টুটে গোপের পয়সা লুটে
নিত্য ধারে ঘাস-কাটা দায়।
তার বেটা বড় মূঢ় লুটে ময়রার গুড়
নিবেদিতে নাহিক সহায়।।
চাল লয় চালকি ঘরে কড়ি চাইলে তারে মারে
পান গুয়া নিত্য লয় ঠেটা।
নানা দেশ হৈতে আইসে পড়ুয়া বিদ্যার আশে
নানা বাদে ভাবে দেয় লেটা।।
চলিতে না পারে খোঁড়া সাত বাড়ি দেয় জোড়া
গাছ নাহি রোয় তাতে কলা।
ছাগ মেষ যদি পায় মেরে খুন করে তায়
নিত্য ধরে অপরাধ ছলা।।
ভাঁড়ুর বেটার কাজ কহিতে লাগয়ে লাজ
জাতি লয়ে পড়ে গেল জ্বালা।
বহুড়ি জলেতে যায় আড়ালে থাকিয়া তায়
গাছ হৈতে ফেলে মারে ঢেলা।
প্রজার বচন শুনি রোষযুত বীরমণি
দূত দিল ভাঁড়ুরে ধরিতে
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান করি শ্রী মুকুন্দ
গিরিসুতা নূতন সঙ্গীতে।

গৌরচন্দ্রিকা

গোবিন্দ দাস

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাবকদম্ব।।
কি পেখলু নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম- কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর।।
চঞ্চল চরণ- কমল-তলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর।।
অবিরত প্রেম- রতন-ফল-বিতরণে
অখিল-মনোরথ পুর।
তাকর চরণে দীন হীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর।।

গোষ্ঠ লীলা

নসির মামুদ

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাঁচনি কাচনি বেত্র বেণু
মুরলী-খুরলী গান রি।
প্রিয় শ্রীমাদ সুদাম মেলি
তরণি-তনয়া-তীরে কেলি
ধবলি শাঙলী আওরি আওরি
ফুকরি চলত কান রি।।
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি
বদন ইন্দু জলদ-কাঁতি
চারু চন্দ্রি গুঞ্জা-হার
বদনে মদন-ভান রি।
আগম-নিগম-বেদ-সার
লীলায় করত গোঠ-বিহার
নসিরমামুদ করত আশ
চরণে শরণ-দান রি।।

ননদিনী কুকুয়ার কথা

(রামায়ণ)

চন্দ্রাবতী

ননদিনী কুকুয়ার কথা

শুন শুন দাদা ওগো কহি যে তোমারে।
বলিতে পাপের কথা গো, বাক্য নাহি সরে।।
বিশ্বাস না কর দাদা দেখ গো আসিয়া।
তোমার সীতা নিদ্রা যায় গো রাবণ বুকে লইয়া।।

চন্দ্রাণীর বিরহ

(লোর চন্দ্রাণী)

দৌলত কাজী

মালিনী, কি কহব বেদন ওর।
লোর বিনে হি বিধি ভেল মোর।।
শাষণ গগন সঘন ঝরে নীর।
তবে মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর।।
মদন-অসিক জিনি বিজলীর রেহা।
থরক এ যামিনী কম্পয় মোর দেহা।।
না বোল না বোল ধাই অনুচিত গেল।
আন পুরুষ নহে লোর-সমতুল।।
লাগ পুরুষ নহে লোরের স্বরূপ।
কোথায় গোময়-কীট কোথায় মধুপ।
গরলসদৃশ পর পুরুষের সঙ্গ।
দংশিয়া পলায় যেন এ কাল ভুজঙ্গ।।
তাহা সনে পাল এ যে প্রেমের অঙ্কর।
থির নহে জাতি পিরীতি দুহুঁ কুল।।
তেঞি ঋতু মানি এ আওএ লোর।
ন তু জীবন যে মরণ সম মোর।।
তছু পত্র সার্জ এ শাওন বস-আশ।
অবিরত কান্তা ন ছোড়ে কান্ত-পাশ।।
বিরহ পীড়ারি ধনী জয়পতি নাহা।
লস্কর নায়কমণি রসগুন সাহা।

ঈশ্বরী পাটুনী

(অন্নদামঙ্গল)

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখ্যবংশজাত।
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সনে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল॥
প্রণমিয়া পাটুনি কহিছে যোড় হাতে
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥

বিরহিণী

রাম বসু

কোকিল! কর এই উপকার—
যাও নাথের হও তুমি আমার।
নিঠুর নাগর আছে যথায়
পঞ্চশরে গান শুনাও তো তায়—
শুনে তা ধ্বনি বলিয়ে দুঃখিনী
অবশ্য মনে হইবে তার।
হায়, যে-দেশে আমার প্রাণনাথ,
কোকিল বুঝি নাই সেই দেশে?
তা যদি থাকিত, তবে সে আসিত
        বসন্ত সময়ে নিবাসে।।

দুখের বড়াই

রামপ্রসাদ সেন

আমি কি দুখেরে ডরাই?
দুখে দুখে জন্ম গেল, আর কত দুখ দেও, দেখি তাই।
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।।
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই।।
প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ি, বোঝা নাবাও, ক্ষণেক জিরাই।
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে মা, আমি করি দুখের বড়াই।।

তোমার তুলনা

(টপ্পা)

রামনিধি গুপ্ত

সখি, সে কি তা জানে—
আমি যে কাতরা তারি বিরহপাদে?
নয়নের বারি নয়নে নিবারি
পাসরিতে নারি সেই জনে;
এখন রয়েছে প্রাণ
তাহারি ধ্যানে।।

তোমারি তুলনা তুমিই হে এ মহীমণ্ডলে,
আকাশের পূর্ণশশী সেই কাঁদে কলঙ্ক ছলে।
সৌরভে গৌরবে কে তব তুলনা হবে
আপনি আপন সম্ভবে,
যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে।।

কোথায় পাব তারে

(বাউলগীতি)

গগন হরকরা

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যেরে।
হারায়ে সেই মানুষে, তার উদ্দেশে
দেশবিদেশে বেড়াই ঘুরে।।
লাগি সেই হৃদয়শশী
সদা প্রাণ রয় উদাসী,
পেলে মন হতো খুশি,
দেখতাম নয়ন ভরে।।
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে,
নিভাই কেমন করে, মরি হায়, হায়রে।
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে
ওরে দেখ্ না তোরা হৃদয় চিরে।।
দিব তার তুলনা কি
যার প্রেমে জগৎ সুখী,
হেরিলে জুড়ায় আঁখি
সামান্যে কি দেখতে পারে তারে।।
তারে যে দেখেছে সেই মজেছে ছাই দিয়ে সংসারে।
মরি হায়, হায়রে।

স্বভাবগুণ

দাশরথি রায়

খলের স্বভাব অন্তরে বিষ, মুখে বলে মিষ্টি,
লোভীর স্বভাব চিরকাল পরদ্রব্যে দৃষ্টি।।
মানীর স্বভাব, নিজ দুঃখের কথা পরে কন না।
অভিমানী লোকের স্বভাব, তুচ্ছকথায় কান্না।।
নারীর স্বভাব গুপ্তকথা পেটে রাখা দায়
ডাইনের স্বভাব ছেলে দেখলে ঘন দৃষ্ট চায়।।
দাতার স্বভাব 'নাই' বাক্য নাহি মুখে।
হিংস্রকের স্বভাব পর সুখে মরে মনোদুঃখে।।
কৃপণের স্বভাব ক্ষুদ্র দৃষ্টি খুদটি ধরে টানে।
বালকের স্বভাব খাদ্যদ্রব্য দেবতারে না মানে।।
বাতুলের স্বভাব মিছে কথায় চারিদণ্ড বকে।
বৈদ্যের স্বভাব কিছু কিছু অহঙ্কার রাখে।।
জলের স্বভাব নীচ বিনে উর্ধ্বগামী হয় না।
পাষাণের স্বভাব শরীরে কভু দায়ামায়া রয় না।।

সব লোকে কয়

(বাউলনীতি)

লালন ফকির

সব লোকে কয়, লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে, জাতির কি রূপ দেখলাম না এই নজরে।।
কেউ মালা, কেউ তসবী গলে
তাইত রে জাত ভিন্ন বলে
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কারে।।
ছুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কি হয় বিধান
বামন চিনি পৈতেয় প্রমাণ
বামনী চিনি কি প্রকারে।।
জগৎ বেড়ে জাতির কথা
লোকে গল্প করে যথাতথা
লালন বলে জাতির ফাৎনা
ডুবিয়েছি সাতবাজারে।

কবে যাবে গিরিবর

(আগমনী)

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে।,
ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রয়েছ ঘরে,
কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে।
কামিনী করিল বিধি, তেই হে তোমারে সাধি,
নারী জন্ম কেবল যন্ত্রণা সহিতে।।
সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে,
তুমি হে পাষাণ, তাহে না কর মনেতে।
কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরমণি,
কেমনে সহিবে এত মায়ের প্রাণেতে।।

ভালোবাসিবে বলে

(কবিগান)

শ্রীধর কথক

ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে
আমার এই রীতি, তোমা বই জানি নে।
বিধু মুখে মধুর হাসি, দেখিলে সুখেতে ভাসি,
তাই তোমায় দেখিতে আসি, দেখা দিতে আসিনে।

কবিতাচূর্ণ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

। এক ।

জান না কি জীব তুমি জননী জন্মভূমি
যে তোমারে আদরে রেখেছে...
থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে
কে কোথায় এমন দেখেছে।

। দুই ।

সুখের শিশিরকাল, সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা।

। তিন ।

বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা
পুরাও তাহার আশা
দেশে কর বিদ্যাবিতরণ

। চার ।

সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত
কিন্তু একি বিপরীত
ভিতরেতে অভিমান ভার।
বিদ্যার যে সারমর্ম
নাহি দেখি তার কর্ম
কর্মে নাই ধর্মের সঞ্চার।

জন্ম- ১৮২৪
মৃত্যু- ১৮৭৩

ভাষা

মধুসূদন দত্ত

'O matre pulchra
Fila pulcharior'

লো সুন্দরী জননীর
সুন্দরীতম দুহিতা

মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরি
ভাষা! শতধিক তারে। ভুলে সে কি করি
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী?
রূপহীনা দুহিতা কি, মা যার সুন্দরী?
বীণার রসনামূলে জন্মে কি কুধ্বনি?
কবে মন্দগন্ধশ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বরী
নলিনী? সীতারে গর্ভে ধরিলা ধরণী।
দেব-যোনি মা তোমার ঃ কাল নাহি নাশে
রূপ তাঁর; তবু বলি করে কিছু ক্ষতি
নব রস-সুধা কোথা বয়েসের হাসে?
কালে সুবর্ণের বর্ণ ম্লান, লো যুবতি।
নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে
নব-ফুল বাক্য-বনে, নব মধুমতী।

জন্ম- ১৮২৭
মৃত্যু- ১৮৮৭

হায় কোথা সেইদিন

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

হায় কোথা সেইদিন ভেবে হয় তনু ক্ষীণ,
এ যে কাল পড়েছে বিষম।
সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাঁই,
মিথ্যার প্রভুত্ব পরাক্রম।।
সব পুরুষার্থ-শূন্য কিবা পাপ কিবা পুণ্য,
ভেদজ্ঞান হইয়াছে গত।
বীর-কার্যে রত যেই, গোঁয়ার হইবে সেই,
ধীর যিনি ভীরুতায় রত।।
নাহি সরলতা লেশ, দ্বেষেতে ভরিল দেশ
কিবা এর শেষ নাহি জানি।
ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, ক্ষীণ প্রাণ, ক্ষীণ পণ,
ক্ষীণ ধনে ঘোর অভিমানী।।
হায় কবে দুঃখ যাবে, এ দশা বিলয় পাবে,
ফুটিবেক সুদিন-প্রসূন।
কবে পুনঃ বীর-রসে, জগত ভরিবে যশে,
ভারত ভাস্বর হবে পুনঃ?
আর কি সেদিন হবে, একতার সূত্রে সবে,
বদ্ধ রবে মননে বচনে?
পূজিবে সত্যের মূর্তি, প্রণয় পাইবে স্ফূর্তি
সুখদ সরল আচরণে?

জন্ম- ১৮৩৫
মৃত্যু- ১৮৯৪

প্রেয়সী আমার

বিহারীলাল চক্রবর্তী

নয়ন-অমৃত রাশি প্রেরণা আমার।
জীবন-জুড়োন ধন, হৃদি ফুলহার।
        মধুর মুরতি তব
        ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখ-শশী জানে অনিবার।
        কি জানি কি ঘুমঘোরে,
        কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।

হে সারদে দাও দেখা
বাঁচিতে পারিনে একা,
কাতর হয়েছে প্রাণ কাতর হৃদয়।

        আহা কি ফুটিল হাসি
        বড় আমি ভালবাসি
ওই হাসি মুখখানি প্রেয়সী আমার।

জলে ফুল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কে ভাসাল জলে তোরে কানন-সুন্দরি!
বসিয়া পল্লবাসনে, ফুটেছিল কোন্ বনে,
নাচিতে পবন সনে, কোন বৃক্ষোপরি?
কে ছিঁড়িল শাখা হতে শাখার মঞ্জরী?
কে আনিল তোরে ফুল, তরঙ্গিণী-তীরে?
কাহার কুলের বালা, আনিয়া ফুলের ডালা,
ফুলের আঙ্গুলে তুলে ফুল দিল নীরে?
ফুল হতে ফুল খসি, জলে ভাসে ধীরে?
ভাসিছ সলিলে যেন, আকাশেতে তারা।
কিম্বা কাদম্বিনী-গায়, যেন বিহঙ্গিনী-প্রায়,
কিম্বা যেন মাঠে ভ্রমে, নাবী পথহারা;
কোথায় চলেছ ধরি তরঙ্গিণীধারা?
একাকিনী ভাসি যাও, কোথায় অবলে!
তরঙ্গের রাশি রাশি, হাসিয়া বিকট হাসি,
তাড়াতাড়ি করি তোরে খেলে কুতূহলে?
কে ভাসাল তোরে ফুল কাল-নদীজলে!
কে ভাসাল তোরে ফুল, কে ভাসাল মোরে!
কাল-স্রোতে তোব(ই) মত, ভাসি আমি অবিরত,
কে ফেলেছে মোরে এই তরঙ্গের ঘোরে?
ফেলিছে তুলিছে কভু, আছাড়িছে জোরে!
শাখার মঞ্জরী আমি, তোরই মত ফুল।
বোঁটা ছিঁড়ে শাখা-ছেড়ে, ঘুরি আমি স্রোতে পড়ে,
আশার আবর্ত বেড়ে, নাহি পাই কূল।
তোরই মত আমি ফুল, তরঙ্গে আকুল।
তুই যাবি ভেসে ফুল, আমি যাব ভেসে।
কেহ না ধরিবে তোরে, কেহ না ধরিবে মোরে,
অনন্ত সাগবে তুই, মিশাইবি শেষে।
চল যাই দুইজনে অনন্ত-উদ্দেশে।

জন্ম- ১৮৩৮
মৃত্যু- ১৯০৩

জীবন-সঙ্গীত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বোলো না কাতর স্বরে, বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন,
দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার
বলে' জীব কোরো না ক্রন্দন।
করো না সুখের আশ, প'রো না দুঃখের ফাঁস
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়,
সংসারে সংসারী সাজ কর নিত্য নিত্য কাজ
ভবের উন্নতি যাতে হয়।
দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির;
সহায় সম্পদ বল সকলি ঘুচায় কাল
আয়ু যেন শৈবালের নীর।
সংসার-সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে
ভয়ে ভীত হয়ো না মানব;
কর যুদ্ধ বীর্যবান্ যায় যাবে যাক্ প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্লভ।
মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে কোরে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্তিধ্বজা ধ'রে
আমরাও হবো বরণীয়।

গাও ভারতের জয়

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিলে সব ভারত সন্তান,
এক তান মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি অভ্রভেদী হিমাদ্রী সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত-খনি কত মণি-রত্নের নিধান!
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়।

কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়!
রূপবতী সাধ্বীসতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়...।।

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,
বাল্মীকি বেদব্যাস ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত-ভূষণ।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়...।।

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি!
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়...।।

হতাশ

নবীনচন্দ্র সেন

জন্ম- ১৮৪৭
মৃত্যু- ১৯০৯

অকস্মাৎ কেন আজি জলধর-প্রায়,
বিষাদে ঢাকিল মম হৃদয়-গগন?
দুর্বল মানসতরী, ছিল আশা ভর করি,
চিন্তার সাগরে কেন হইল মগন?
দুঃখের অনলে বুঝি আবার জ্বালায়!

কেন কাঁদে মন আহা! কে দিবে বলিয়া?
কে জানে এ অভাগার মনের বেদন?
অন্তরে আছেন যিনি, কেবল জানেন তিনি,
যে অনলে এ হৃদয় করিছে দাহন;
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ এ তাপ সহিয়া?

কেন কাঁদে মন আহা! ভাবি মনে মনে,
অমনি মুদিয়া আঁখি নিরখি হৃদয়,
চিন্তার অনল তায়, জ্বলিতেছে চিতাপ্রায়,
দীনতা পবনবেগে প্রবাহিত হয়,
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে বাঁচিবে কেমনে?

অমানিশা কালে যথা শোভে নীলাম্বর
খচিত-মুকুতাহারে, তারার মালায়,
তেমনি এ অভাগার, হৃদয়েতে অনিবার,
শোভিত শতেক আশা, নক্ষত্রের প্রায়,
আজি দেখি সকলেই হয়েছে অন্তর।

বিষাদ-জলদ-রাশি আসি আচম্বিতে,
ঢাকিয়াছে আশা যত দেখা নাহি যায়,
দরিদ্রতা ভয়ঙ্কর, পিতৃশোক তদুপর,
কেবল জ্বলিছে ভীম দাবানল প্রায়,
তারা সাজাইবে চিতা জীয়ন্তে দহিতে?

নির্বাসিতের বিলাপ

শিবনাথ শাস্ত্রী

জননি! তোমার ভালে এ হেন যাতনা
লিখেছিল পোড়া বিধি, মনের বাসনা
রহিল মা! মনে মনে; যাই মা! এখন
মনে রেখ দয়াময়ি! জন্মের মতন।
তোমার মহৎ ঋণ রহিল সমান,
তিলমাত্র না শুধিনু আমি কুসন্তান!
লইয়া সে গুরু ঋণ যমালয়ে যাই,
তোমাকে জননী যেন লোকান্তরে পাই।

কোথায় রহিলে প্রিয়ে; চলিনু সুন্দরী,
তোমাকে ভবের মাঝে একা পরিহরি,
দেও লো বিদায়, যাই জন্মের মতন
আর কেন খুলে ফেল অঙ্গের ভূষণ,
এত দিনে বিধুমুখি! হারালে আমায়
বিধাতা বিধবা আজি করিল তোমায়!
বড় আশা ছিল মনে, দেখিয়া তোমার
প্রেম-পূর্ণ মুখখানি, ছাড়িব সংসার!
বড় আশা ছিল মনে, মরণ-শয্যায়
বসায়ে তোমারে পাশে, লইয়া বিদায়,
চারি চক্ষু এক করে মুদিব নয়ন!
আজি সে সুখের আশা দিনু বিসর্জন,
একাকী বিজয় দেশে জীবন হারাই,
পামরের তরে কেহ কাঁদিবার নাই;
এখন রহিল কোথা জীবনের ধন!
এস এস একবার করসে রোদন।

চল্ রে চল্ সবে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

চল্ রে চল্ সবে ভারত-সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান!
বীর-দর্পে পৌরুষ-গর্বে
সাধ্ রে সাধ্ সবে দেশের কল্যাণ!
পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈন্য
কে করে মোচন?
উঠ, জাগো, সবে বল—মা গো!

তব পদে সঁপিনু পরাণ।
এক তন্ত্রে কর তপ,
এক মন্ত্রে জপ্;
শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোর এক,

এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ-দেশান্তে যাও রে আন্‌তে
নব নব জ্ঞান
নব ভাবে, নবোৎসাহে মাতো
উঠাও রে নবতর তান।

জন্ম- ১৮৭৫
মৃত্যু- ১৯৪৮

অরূপের রূপ

কুসুমকুমারী দাশ

রূপসিন্ধু মাঝে হেরি অরূপ তোমায়,
হৃদয় ভরিয়া গেল সুধার ধারায়!
কোন্ মৃত্তিকায় খুঁজি, কোন্ তীর্থ-নীরে,
স্ব-প্রকাশ, বিরাজিত বিশ্বের মন্দিরে—
উদার আকাশতল, সিন্ধুর সুনীল জল,
ওই গিরি নির্ঝরিণী অশ্রান্ত উচ্ছল।
প্রান্তর দিগন্ত লীন শ্যামা মধুরিমা,
প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে কার এ সুষমা?
হায়রে সম্বলহীন, কুণ্ঠা ছিল মনে—
তাঁর দেখা পাবি তুই কবে কোন্‌খানে?
শত হস্ত বাড়ায়ে যে ধরিবারে চায়,
'পাই নাই' বলে তারে দিবি কি বিদায়?
অন্তরে বাহিরে হের অপূর্ব আলোকে
তাঁরি জ্যোতির্ময় রূপ, দ্যুলোকে ভূলোকে!

জন্ম- ১৮৪৯
মৃত্যু- ১৮৯৪

অদর্শনে

রাজকৃষ্ণ রায়

১

যদিও উভয়ে এবে আছি বহুদূরে,
জীবন-সঙ্গিনী!
কিন্তু আমাদের প্রেম, আমা দোঁহাকার
জীবন-বন্ধনী
পলকের তরে নহে দূরে,
দু'টি ফুল গাঁথা এক ডোরে
দিবস রজনী।
প্রেম কভু তফাতে থাকে না,
রবি সম ডুবিতে জানে না।

২

কি উষায়, কি দিবায়, কি সন্ধ্যায়, কি নিশায়,
কি নিদ্রায়, কিবা জাগরণে
তুমি শুধু জাগ মোর মনে।
ভাবনা আমার
ভাবে অনিবার
তোমারে, ললনে!
তুমি বই কিছু নাই অনন্ত ভুবনে।
আমি বটে আছি হেথা,
কিন্তু মোর প্রাণ কোথা?—
তোমার সদনে।

৩

দূরে আছি দুইজনে, সমুখে আঁধার
তবু তাঁর মাঝে, প্রিয়তমে!
ভরপুর আলোক সঞ্চার;
আছে কি আঁধার কভু প্রেমে?
বিচ্ছেদ আঁধার!
দূরে আছি;— এ বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ তো নয়,
এ বিচ্ছেদে অবিচ্ছেদে প্রেম আলোময়।

জন্ম- ১৮৫৫
মৃত্যু- ১৯১৮

রমণীর মন

গোবিন্দচন্দ্র দাস

রমণীর মন,
কি যে ইন্দ্রজালে আঁকা, কি যে ইন্দ্রধনু-ঢাকা
কামনা-কুয়াশা-মাখা মোহ-আবরণ
কি যে সে মোহিনী-মন্ত্র রয়েছে গোপন!
কি যে সে অক্ষর দুটি, নীল নেত্রে আছে ফুটি,
ত্রিভুবনে কার সাধ্য করে অধ্যয়ন?
কত চেষ্টা যত্ন করি, উলটি পালটি পড়ি,
কিছুতে পারি না অর্থ করিতে গ্রহণ!
কি যে সে অজ্ঞাত ভাষা, দেব কি দৈত্যের আশা,
ঝলকে ঝলকে যেন করে উদগীরণ!
অতি ক্ষুদ্র দুই বিন্দু, অকূল অসীম সিন্ধু
উথলি উঠিছে তাহে প্রলয়-প্লাবন!
ত্রিদিবের সুধা নিয়া, ধরণীর ধূলা দিয়া,
রসাতল নিঙাড়িয়া করিয়া মিলন,
ঢালিয়াছি কত ছাঁচে, মৃত্তিকা কাঞ্চন কাচে,
পারিনি তোমার আর করিতে গঠন,
রমণীর মন!

‘ভুলে যাও’ না বলিলে ভুলিতাম তায়

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

‘ভুলে যাও’ না বলিলে ভুলিতাম তায়।
দূর হতে ম্লান মুখে, না চাহিলে আমা পানে,
ভাসিয়া যাইত প্রেম এই নিরাশায়।
বুঝাতেম হৃদয়েরে, ত্যজিতাম এ দুরাশা,
‘অভাগিনী’ না বলিলে কথায় কথায়।
ভুলিলে সে সুখে রবে, সে কথা বলিত যদি
ভুলিয়ে হ'তেম সুখী কিন্তু তা ত নয়।।

সেই নিশি—সেই কক্ষ—সেই দরশন!
মনে হ'লে বক্ষঃস্থল, এখনো ফাটিয়া যায়,
পৃথিবী ঘুরিতে থাকে কেঁদে ওঠে মন।
বিদীর্ণ হৃদয়ে আমি, দাঁড়াইয়া বাতায়নে,
মথিত হইতেছিল অন্তর তখন।
অদূরে বসিয়া মম, জীবনের বৈতরণী,
হৃদয় সমুদ্র মোর করিছে মন্থন।।

জন্ম- ১৮৫৫
মৃত্যু- ১৯৩২

প্রতিদান

স্বর্ণকুমারী দেবী

প্রতিদান প্রতিদান! কি দিবে গো প্রতিদান?
আদর, চুম্বন, হাসি, ভালবাসা, মনপ্রাণ?
তোমার যা কিছু আছে,
সবই ত আমার কাছে,
কি দিয়ে পুরাবে তবে বৃথা এই অভিমান?

বুঝিয়াছি মাঝে মাঝে তাই এই তিরস্কার,
ধার করা ধন তব নিয়ে আস উপহার।
কেন, সখা, যাও ভুলে, প্রাণের এ অন্তঃপুর!
তোমার যা কিছু নয়
নাহি স্থান হৃদিময়,
হৃদয়ে পশিতে গিয়ে ফিরে যায় অতি দূর!

আঘাত-বেদনাটুকু শুধু ত্যর প্রাণে লাগে।
সে কি না তোমারি দান,
তৃপ্ত তাহে অভিমান,
আদরেরি মত তাই হৃদয়েতে সদা জাগে!

জন্ম- ১৮৫৮
মৃত্যু- ১৯২০

দাও দাও একটি চুম্বন

দেবেন্দ্রনাথ সেন

দাও, দাও, একটি চুম্বন
বিছাইয়া দুটি ওষ্ঠে সোহাগের কচিপাখা
দাও, দাও, প্রাণময়ি, ত্রিদিব-অমিয়-মাখা,
একটি চুম্বন;
আকুল আকুল হ'য়ে, আত্মা মোর বাহিরিয়ে,
করুক তোমার করে সর্বস্ব-অর্পণ,
দাও, দাও, একটি চুম্বন।
পশে যবে রবিকর পদ্মের উরসে,
তরল কনক সেই শিশির পরশে.
লাজ-রক্ত শতদল, প্রাণবৃন্তে ঢল ঢল,
সর্বস্ব বিলায়ে ফেলে চিত্তের হরষে।
তেমতি, তেমতি তুমি, বৈশাখী চুম্বনে চুমি.
লও, লও, (আঁখি মোর আসিছে মুদিয়া,)
প্রাণের মদিরা মম গণ্ডুষে শুষিয়া।
দাও, দাও, একটি চুম্বন—
মিলনের উপকূলে সাগর-সঙ্গমে,
দুর্জয় বানের মুখে, দিব ভাসাইয়া সুখে,
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন,
দাও, দাও, একটি চুম্বন।
আর এক,—একটি চুম্বন।
তোমার ও ওষ্ঠ দুটি, বাসন্তী যামিনী-জাগি,
পাতিয়াছে ফুল-শয্যা বল গো কাহার লাগি?
দাও, দাও, একটি চুম্বন।
নববধূ আত্মা মোর, লাজুক, লাজুক, ঘোর,
চক্ষু বুজি মাথা গুঁজি করিবে শয়ন!
দাও, সখি! মদির চুম্বন!
দাও, দাও, একটি চুম্বন।

জন্ম- ১৮৬৩
মৃত্যু- ১৯৪৩

একা

মানকুমারী বসু

একা আমি চিরদিন একা
সে কেন দু'দিন দিল দেখা?
    আঁধারে ছিলাম ভালো
    কেন বা জ্বলিল আলো?
আঁধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা।
    ভুলে ভুলে ভালবাসা
    ভুলে ভুলে সে দুরাশা
ভুলে মুছিল না কপালের রেখা!

জন্ম- ১৮৬৩
মৃত্যু- ১৯১৩

বঙ্গভাষা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আজি গো তোমার চরণে জননি! আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান;
ভক্তি-অশ্রু-সলিলে সিক্ত শতেক ভক্ত দীনের গান!
মন্দির রচি মা তোমার লাগি,
পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি,
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননি
স্নেহের সরিতে করিয়া স্নান।
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে
চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি
অমল-কমল-চরণে স্থান!

জান কি জননি জান কি কত যে
আমাদের এই কঠোর ব্রত!
হায় মা! যাহারা তোমার ভক্ত
নিঃস্ব কি গো মা তারাই যত!
তবু সে লজ্জা তবু সে দৈন্য,
সহেছি মা সুখে তোমারি জন্য,
তাই দু'হস্তে তুলিয়া মস্তে'
ধরেছি যেন সে মহৎ মান।
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে
চাহি না অর্থ চাহি না মান।
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি
অমল-কমল-চরণে স্থান!
নয়নে বহেছে নয়নের ধারা জ্বলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা,
মিটায়েছি সেই জঠর-জ্বালায়,

জন্ম- ১৮৬৪
মৃত্যু- ১৯৩১

সুখ

কামিনী রায়

বিষাদ—বিষাদ—বিষাদ বলিয়ে
কেনই কাঁদিবে জীবন ভ'রে?
মানবের মন এত কি অসার?
এতই সহজে নুইয়া পড়ে?
সকলের মুখ হাসি-ভরা দেখে
পারনা মুছিতে নয়ন-ধার?
পরহিত-ব্রতে পারনা রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদভার?
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

জন্ম- ১৮৬৫
মৃত্যু- ১৯১০

তুমি নির্মল কর
রজনীকান্ত সেন

তুমি, নির্মল কর, মঙ্গল-করে মলিন মর্ম মুছায়ে;
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক্ মোর, মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা, ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন, ডুবে যাবে কোন্ অকূল গরল পাথারে;
প্রভু, বিশ্ব-বিপদ-হন্তা, তুমি, দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে, নিয়ে এস মোর, মত্ত বাসনা ঘুচায়ে।
আছ, অনল অনিলে, চির নভোনীলে, ভূধর সলিলে, গহনে,
আছ, বিটপিলতায়, জলদের গায়, শশী, তারকায়, তপনে;
আমি, নয়নে বসন বাঁধিয়া, বসে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া;
আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

জন্ম- ১৮৬০
মৃত্যু- ১৯১৯

শ্রাবণে

অক্ষয়কুমার বড়াল

সারাদিন একখানি জল-ভরা কালো মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ;
বসে জানালার পাশে, সারাদিন আছি চেয়ে—
জীবনের আজি অবকাশ!
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, তরুগুলি হেলে-দোলে,
ফুলগুলি পড়েছে খসিয়া;
লতাদের মাথাগুলি মাটিতে পড়েছে লুটি;
পাখীগুলি ভিজিছে বসিয়া।
কোথা সাড়া-শব্দ নাই, পথে লোক-জন নাই;
হেথা-হোথা দাঁড়ায়েছে জল;
ভিজা ঘাসখড় হ'তে লাফায় ফড়িং কভু,
জলায় ডাকিছে ভেকদল।
তীরে নারিকেল-মূলে থল্-থল্ করে জল,
ডাহুক ডাহুকী কূলে ডাকে;
সারি দিয়া মরালীরা ভাসিছে তুলিয়া গ্রীবা,
লুকাইছে কভু দাম-ঝাঁকে।
ক্বচিৎ অশ্বত্থ-তলে ভিজিছে একটী গাভী,
টোকা মাথে যায় কোন চাষী;
ক্বচিৎ মেঘের কোলে, মুমূর্ষের হাসি সম,
চমকিছে বিজলীর হাসি।
চেয়ে আছি শূণ্য পানে, কোন কাজ হাতে নাই—
কোন কাজে নাহি বসে মন!
তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নাই; দেহ আছে, মন নাই;
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন!
এই উঠি, এই বসি; কেন উঠি, কেন বসি!
এই শুই, এই গান গাই।
কি গান—কাহার গান! কি সুর!—কি ভাব তার!
ছিল কভু, আজ মনে নাই!

জ- ১৮৫৮
মৃত্যু- ১৯২৪

ব'সে ব'সে

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি!
আঁধার রজনী ঘেরা,
আকাশ চন্দ্রমা-হারা,
শিরোপরে মিটি মিটি
জ্বলিতেছে তারাগুলি,
দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি!
চারিদিক্ পানে চাই,
কূল না দেখিতে পাই,
ধীরি ধীরি মৃদু বেয়ে
আসিছে তরণীখানি,
দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি!
মধুর সঙ্গীত বায়,
তরী বুঝি বয়ে যায়,
কে তুমি তরীর মাঝে
দেখি দেখি মুখখানি?
দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি!
একি—আঁধার এ উপকূলে
কেন গো নামিয়া এলে,
কিনিতে কি সুখ-মূলে
দুঃখের বাণিজ্য বিণী?
দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি!

জন্ম- ১৮৬১
মৃত্যু- ১৯৪১

প্রাণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

জন্ম- ১৮৬৮
মৃত্যু- ১৯৪৬

উপদেশ

প্রমথ চৌধুরী

প্রিয় কবি হতে চাও, লেখো ভালোবাসা,
যা পড়ে গলিয়া যাবে পাঠকের মন।
তার লাগি চাই কিন্তু দুটি আয়োজন—
জোর-করা ভাব, আর ধার-করা ভাষা!

বড়ো কবি কিম্বা হতে যদি তব আশা,
ভাবুক বলিবে তোমা জনসাধারণ,
শেখ' যদি সমাজের, করি প্রাণপণ
দরকারী ভাব, আর সরকারী ভাষা!

যত যাবে মাটি আর খাঁটিকে ছাড়িয়ে,
শূন্যে শূন্যে মূল্য তব যাইবে বাড়িয়ে।।

কবিতার জন্মস্থান কল্পনার দেশ,
সে দেশ জানে না কিন্তু মোদের ভূগোল-
সত্যের সেখানে নেই কোনো গণ্ডগোল,
দেহ নেই সেই দেশে, শুধু আছে বেশ!

জন্ম- ১৮৭১

মৃত্যু- ১৯৩৪

বাংলা ভাষা

অতুলপ্রসাদ সেন

মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা!
কি যাদু বাংলা গানে! গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
(এমন কোথা আর আছে গো!)
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।।
ঐ ভাষাতেই নিতাই গোরা, আনল দেশে ভক্তি-ধারা,
(মরি হায়, হায়রে!)
আছে কৈ এমন ভাষা এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা।।
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন;
(আরও কত মধুপ গো!)
ঐ ফুলেরই মধুর রসে বাঁধলো সুখে মধুর বাসা।।
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আন্‌লো মালা জগৎ জিনে!
(গরব কোথায় রাখি গো!)
তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-আসা।।
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাক্‌নু মায়ে "মা, মা" ব'লে;
ঐ ভাষাতেই বল্‌বো হরি, সাঙ্গ হ'লে কাঁদা হাসা।।

জন্ম- ১৮৭১
মৃত্যু- ১৯৩৫

বিরহ

প্রিয়ম্বদা দেবী

মেঘ নামিয়াছে আজ ঘেরি চারিপাশ,
নব স্নিগ্ধ অন্ধকার, সজল বাতাস
ধরণীর আর্দ্রবক্ষে নিবিড় পরশে
রোমাঞ্চ জাগায়ে তুলি' উদাস হরষে
ছোটে গর্বভরে; বজ্র ডাকে বারে বারে
প্রদীপ্ত অনলশিখা বিদ্যুৎ-প্রিয়ারে
আপন বক্ষের মাঝে, শ্যাম তরুগুলি
সুঠাম বঙ্কিম বাহু উর্ধ্ব পানে তুলি
আরক্ত চুম্বন-পুষ্প দেখায় কাহারে!
পূর্ণা তরঙ্গিণী ধায় দূর পারাবারে
মিলন-ব্যাকুল; রুদ্ধ ঘরে একা বসি
অশ্রু আঁখি, প্রাণে জাগে তব মুখশশী!
তবু একবার এস নয়ন-সম্মুখে
বাহু-বন্ধে তনুখানি গাঁথি লহ বুকে!

হতাশের সংকল্প

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

বড় দুঃখ, বড় দৈন্য, বড় অবিশ্বাস
এ সংসারে ফিরে সাথে রুধিয়া নিঃশ্বাস!
একদিন অতর্কিতে ত্যাজ ছদ্মরূপ
অকস্মাৎ মাথা তুলি অশান্তির স্তূপ
আঘাতে নির্ঘাত যবে, প্রাণের বৈভব,
গৌরব সৌরভ যত, চূর্ণ হয় সব;
থাকে শুধু স্মৃতিলেশ, কঙ্কাল যেমন,
প্রচারিতে আপনার অকাল পতন!
তাই বাঁধিতেছি বুক; যদি বক্রপথ
রোধিতে, গ্রাসিতে আসে মোর যাত্রারথ,
পড়ি না পশ্চাতে যেন! যাহাদের সাথে
জীবন-সংগ্রাম ব্রত লয়েছিনু মাথে,
যদি ছেড়ে যায় তারা, আপনার বলে
ঘন জনতার মাঝে একা যাব চলে।

প্রভাতের কবি

সরলাবালা সরকার

আমি এক প্রভাতের কবি
এ জীবন শিশিরের মত,
প্রভাত ফুরায়ে গেছে হায়,
তাই বড় হয়েছি বিব্রত!
শিশির শুখায়ে গেছে বনে
প্রভাতের বিদায়ের সনে,
শুখায়েছি, তবু বেঁচে আছি
দগ্ধ হয়ে তপন-কিরণে।
শিশির শুখায়ে গেল বনে,
প্রভাত ফুরায়ে গেল হায়,
আমি এক প্রভাতের কবি
এ জীবন কেন না ফুরায়!
ফুল ফোটে কেমন করিয়া
তা' তো গেয়েছিনু একদিন,
গেয়েছিনু ঊষায় কেমনে
আঁধার আলোকে হয় লীন;
গেয়েছিনু বসি নিরজনে,
নদী বহে যায় কোথা বেগে,
রবি ওঠে পূরব গগনে,
পশ্চিমেতে শশী হয় ক্ষীণ।
এই কোলাহলে কি করিয়া
কি গাহিব বোঝেনা ত হিয়া,
তার যত তুলে বাঁধি আমি,
ক্ষীণ সুর তত পড়ে নামি।
কোথা সেই আলো-অন্ধকার
আধ-ঘুমে মগ্ন বিশ্ব-ছবি,
এ তরঙ্গে কোথা যাব ভাসি,
ক্ষুদ্র আমি প্রভাতের কবি!
অচেনা এ মধ্যাহ্ন-জগৎ
অচেনা এ জগতের জন,
প্রভাতের কবি তাই খুঁজে
কোথা তুমি মধুর মরণ!

জন্ম- ১৮৭৭
মৃত্যু- ১৯৫৫

বালুকায়

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীতীরে একা
বালুকা গণিতে গণিতে
চমকিনু আমি
তোমারি চরণ-ধ্বনিতে।
শীর্ণ জানুতে
শ্রান্ত ললাট রাখিয়া,
ঘুমায়ে পড়েছি
তোমারে ডাকিয়া ডাকিয়া।
কত পরীক্ষা,
কত প্রতীক্ষা সহিয়া
শত যুগ আঁখি
রয়েছে শুষ্ক হইয়া,
ধূসর মরুতে
চলিয়াছি আশা আঁকিয়া,
বালুকায় লেখা
বালুকায় যায় ঢাকিয়া।

জন্ম- ১৮৭৮
মৃত্যু- ১৯৪৮

অপরাজিতা

যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

পরাজিতা তুই সকল ফুলের কাছে,
তবু কেন তোর 'অ-পরাজিতা' নাম?
গন্ধ কি তোর বিন্দুমাত্র আছে?
বর্ণ-সেও ত নয় নয়নাভিরাম!

ক্ষুদ্র শেফালি, তারো মধু-সৌরভ;
ক্ষুদ্র অতসী, তারো কাঞ্চন-ভাতি;
গরবিনি, তোর কিসে তবে গৌরব—
রূপগুণহীন বিড়ম্বনার খ্যাতি!

কালো আঁখি পুটে শিশির অশ্রু ঝরে—
ফুল কহে—মোর কিছু নাই, কিছু নাই,
তোমরা যে-নামে ডাকিয়াছ দয়া করে,
আমি শুধু ভাই, তাই—আমি শুধু তাই!

ফুলসজ্জায় লজ্জায় যাইনাক
পুষ্পমালায় নাহিক আমার স্থান;
প্রিয় উপহারে ভুলেও কি মোরে ডাক'?
বিবাহ-বাসরে থাকি আমি ম্রিয়মান।

মোর ঠাঁই শুধু দেবের চরণতলে,
পূজা-শুধু পূজা জীবনের মোর ব্রত;
তিনিও কি মোরে ফিরাবেন আঁখিজলে—
অন্তরযামী-তিনিও তোমারি মত?

জন্ম- ১৮৮২
মৃত্যু- ১৯২২

কয়াধূ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কার তরে এই শয্যা দাসী, রচিস্ আনন্দে?
হাতির দাঁতের পালঙ্কে মোর দে রে আগুন দে।
পুত্র যাহার বন্দীশালায় শিলায় শুয়ে হায়,
ঘুম যাবে সে দুধের-ফেনা ফুলের-বিছানায়?
কুমার যাহার উচিত কয়ে সয় অকথ্য ক্লেশ,
সে কি রাজার মন ভোলাতে পরবে ফুলের বেশ?
দুলাল যাহার শিকল-বেড়ির নিগ্রহে জর্জ্জর,
জম্ভলিকা! রত্ন-মুকুট তার শিরে দুর্ভর!
রেখে দে তোর শয্যা-রচন রানীর পালঙ্কে,
হৃষীকেশের শাঁখ হৃদে শোন্ হর্ষে-আতঙ্কে।
ভীষণ মধুর রোল উঠেছে রুদ্র আনন্দে,
সুখের বাসায় সুখের আশায় দে রে আগুন দে।
দুঃখ বরণ করেছে মোর নির্দোষী প্রহ্লাদ,
সেই দুখে আজ আঁকড়ে বুকে চল্ করি জয়নাদ।
আত্মা চাহে শিশুর রূপে প্রাপ্য যাহা তার,—
বিদ্রোহ নয় বিপ্লবও নয় ন্যায্য অধিকার।
প্রলয়-জলে বটের পাতা! চিত্ত-চমৎকার!
তীর্থ হল বন্দীশালা, শিকল অলঙ্কার।
খেদ কিছু নাই, আর না ডরাই, চিত্তে মাভৈঃ রব;
উচিত বলে বন্দী ছেলে এ মম গৌরব!
কয়াধূ তোর জনম সাধু, মোছ রে চোখের জল,
রাজ-রোষেরি রোশ্‌নায়ে তোর মুখ হল উজ্জ্বল!

দরদ

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

একটি শুধু পয়সা দিয়ে বকেছিলাম কত,
আজকে তাহা বিঁধছে বুকে কুশাঙ্কুরের মত।
সাধ্য নাহি তুলতে তো আর,
শক্তি নাহি ভুলতে তো আর,
জনম ধ'রে রয়ে গেল নিজের দেওয়া ক্ষত।

ক্ষমা চাওয়ার সময় গেছে—চা'ব কাহার কাছে?
ভিখারী আজ নাগাল ছাড়া—সুদূর দেশে আছে।
কথা তো সে কয় নি কিছু,
করেছিল মুখটি নিচু,
মলিন দুটি চক্ষু হলো অশ্রুভারানত।

হায় রে কথা, ছোট্ট কথা কেনই বা হায় বলা,
রাখলে বুকে এমন দাগা মর্মভেদী ফলা।
নয়নজলে ধোয় না তাহা,
অনুতাপে নোয় না তাহা,
তামার কুচির তাম্রশাসন শাসায় অবিরত।।

জন্ম- ১৮৮৭
মৃত্যু- ১৯৫৪

কবি নহি

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

আমার কবিতা তোমরা পড়নি কেহ,
পড়িলে কখনো বলিতে না মোরে কবি।
কবি যে হবে সে জেনো নিঃসন্দেহ
বাংলায় বসে ভাবে না সাহারা গোবি।
চারিদিকে মোর শ্যামল গন্ধ গীতি,
কত হাসি মুখ, কত স্নেহ কত প্রীতি,
আলো-ছায়া সুখ-দুখ;
সে-সবে আমার নেশা ধরিল না চোখে,
মন বসিল না প্রেমের অলকালোকে,
ভরিল না খালি বুক।
কবি নহি আমি, কবি নহি তথাকথিত,
যে ব্যথা জীবনে সব ছন্দের অতীত,
আমি সে-ব্যথায় ব্যথিত।

কে আমার বুকে চিরতৃষাজর্জর
চাহে শুধু দূর সুন্দর মরীচিকা?
বৃথা ডাকে তারে চপী কূপ-সরোবর,
অন্তরে জ্বলে অনিবার্য শিখা।
সে-শিখা টলে না দুঃখের কালো ঝড়ে,
তর্জনী তুলি জ্বলে তা' বাসরঘরে;
কে তারে বুঝিবে বলো?
সূর্যের মতো নির্বাক আহ্বানে
শিশিরকণায় কহে সে যে কানে কানে
আমি জ্বলি তুমি জ্বলো।
কবি নহি আমি, কবি নহি তথাকথিত,
অনাসৃষ্টির ঘন মন্থনে মথিত
আমি অনাদি ব্যথায় ব্যথিত।

ব্যথায় আরতি

জন্ম- ১৮৮৮
মৃত্যু- ১৯৫২

মোহিতলাল মজুমদার

যত ব্যথা পাই—তত গান গাই, গাঁথি যে সুরের মালা,
ওগো সুন্দর! নয়নে আমার নীল-কাজলের জ্বালা!
এই অবনীর বেদনানিবিড় সবুজ-অন্ধকারে
পথ ভুলি বারে বারে,
কন্টকে ফোটে রক্ত-কুসুম বাসনা-সুরভি ঢালা!

যত দিন যায় আঁখি না জুড়ায়—অশ্রুর পারাবার
পূর্ণ প্রাণের পূর্ণিমারাতে উথলিছে অনিবার
ওই গগনের নিশীথ-নীরব নীলিমার কূলে-কূলে
দীপ উঠে দুলে দুলে'—
তারি পানে চেয়ে সোনা মনে হয় মৃন্ময় সংসার।

যত সে কাঁদায় তত বুকে বাঁধি, তত তারে ভালোবাসি—
ধরণীর এই শ্যামমুখখানি, আঁধার অলকরাশি!
ভয়ের স্বপন এত দেখি, তবু চাহিনা ত' নিশিভোর,
ভাঙে না যে ঘুম ঘোর!
ঢ়লে পড়ি যবে বিষ হাসি হাসে রূপসী সর্বনাশী!

জীবনের নিশা জ্যোৎস্নায় ভরে মৃত্যুর ম্লান রাতে
মরম-সুরজ মুরছিয়া বাজে নির্মম করাঘাতে!
হারাই যাহারে তারি তরে হিয়া আরো করে হায় হায়
স্মৃতিসুখ উথলায়!
মরণের ডালা সাজাইয়া ধরি অমরণ ফুলপাতে!

যত ব্যথা পাই, তত গান গাই—গাঁথি যে সুরের মালা!
ওগো সুন্দর! নয়নে আমার নীল কাজলের জ্বালা!
আঁখি অনিমিখ, মেটেনা পিপাসা, এ দেহ দহিতে চাই!
সুখদুখ ভুলে যাই!—
বুঝিয়াছি কেন কুলে কালি দেয় তোমা ল্যাগি কুলবালা।

আকিঞ্চন

কালিদাস রায়

দুঃখ যদি দিতে হয়, দাও তবে দয়াময়,
নিয়ে গিয়ে এমন ভুবনে—
যেখানে আনন্দ-গান, উৎসবের কলতান
সারাদিন না পশে শ্রবণে!
যেথা নিত্য নাহি হেরি, সতত আমারে ঘেরি'
উল্লাসের চল নৃত্য চলে;
যেখানে সম্ভোগ-সুখ গবাক্ষে বাড়ায়ে মুখ
ব্যঙ্গ নাহি হানে পলে পলে!
যেখানে ফোটে না ফুল, সুকণ্ঠ বিহঙ্গকুল
গাহে না এমন মধু-গান,
চাঁদের আদর পেয়ে সোহাগে গিরির মেয়ে
যাচিয়া তুলে না কলতান।

সুখ যদি দিতে হয়, দাও তবে, দয়াময়,
নিয়ে গিয়ে এমন জগতে—
যেখানে না শুনি যেন করুণ-কাতর হেন
আর্তনাদ হায় পথে পথে।
সেথা যেন চারিধারে গৃহগুলি হাহাকারে
উল্লাসের ধিক্কার না হানে;
যেন কাঙালিনী মেয়ে দ্বারে নাহি রয় চেয়ে
আমাদের উৎসবের পানে।
হয়ে তরুবুকহারা মুকুলিত লতিকারা
সেথা যেন ভুমে না লুটায়।
ফুল যেন নাহি ঝরে, নদী যেন নাহি মরে,
ঋতুরাজ পাখা না গুটায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কল্পনা আকাশ পক্ষ করিয়া বিস্তার
গান গেয়ে চলেছিলে। সহসা তোমার
থামিল ডানার গতি মাটির আহ্বানে,
শৃঙ্খলিত-মানবের কান্না এল কানে।
স্বপ্নের পদ্মার তীর রহিল পশ্চাতে,
কর্মের বিজয়শঙ্খ তুলে নিলে হাতে।
ঊষর প্রান্তরে তুমি পাতিলে আসন
শ্মশানে জাগাতে নব প্রাণের স্পন্দন।
নূতন সৃষ্টির যজ্ঞে করিলে আহ্বান
যৌবনেরে—হাতে দিয়ে মুক্তির নিশান
দুর্গম পথের যাত্রী করিলে তাহারে
মৃত্যুর বন্দনা তব সংগীত-ঝংকারে।
নব্যভারতের বুকে তব শঙ্খরব
আনিল যুগান্তকারী বিপুল বিপ্লব।

স্বপ্ন-সহচরী

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

জাগ্রতের নহ তুমি; তুমি মোর স্বপ্ন-সহচরী,
প্রতি রাত্রি, দীর্ঘ রাত্রি—তোমা সনে প্রেম আলাপন,
আদরে রাঙিয়া ওঠে লজ্জানম্র সন্নত আনন,
গাঢ় আলিঙ্গনে বুকে তোমারে তোমারে রাখিতে চাই ধরি।
তোমারে রাখিতে চাই, মায়াবিনী, তৃষিত এ বুকে,
তোমারে ধরিতে চাই, লোভাতুর দুটি বাহু দিয়া,
অভিসার-গরবিনী, নব-মেঘ-সঞ্চারিণী প্রিয়া,
শাঙন গগনে চলে বিদ্যুতের লীলা সকৌতুকে।

তোমারে দেখেছি কোথা? শিপ্রা তটে? বিদিশা নগরে?
কুঞ্জ-বনবীথি তলে প্রতীক্ষায় বিহ্বল অন্তর?
অলকাপুরীর ছায়া পড়িল কি তোমার অধরে?
রামগিরি আশ্রমের নির্বাসিত যক্ষেরে তোমার
এ স্বপ্ন সফল করি কবে দিবে প্রেম অলকার?

বিদায়-বেলা

কাজি নজরুল ইসলাম

তুমি অমন করে গো বারে বারে জল-ছল-ছল্ চোখে চেয়ো না,
জল-ছল-ছল চোখে চেয়ো না।
ঐ কাতর কণ্ঠ থেকে থেকে শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না,
শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না।।

হাসি দিয়ে যদি লুকালে তোমার সারা জীবনের বেদনা,
আজও তবে শুধু হেসে যাও, আজ বিদায়ের দিনে কেঁদো না।
ঐ ব্যথাতুর, আঁখি কাঁদো কাঁদো মুখ
দেখি, আর শুধু হু-হু করে বুক।
চলার তোমার বাকী পথটুক্—
পথিক! ওগো সুদূর পথের পথিক—
হায়, অমন করে ও অকরুণ গীতে আঁখির সলিলে ছেয়ো না।।
দূরের পথিক! তুমি ভাবো বুঝি
তব ব্যথা কেউ বোঝে না
তোমার ব্যথার তুমিই দরদী একাকী,
পথে ফেলে যারা পথ-হারা,
কোনো গৃহবাসী তারে খোঁজে না,
বুকে ক্ষত হ'য়ে জাগে আজো সেই ব্যথা-লেখা কি?
দূরে বাউলের গানে ব্যথা হানে বুঝি শুধু ধূ-ধূ মাঠে পথিকে?
এ যে মিছে অভিমান পরবাসী! দেখে ঘর-বাসীদের ক্ষতিকে!

তবে জান' কি তোমার বিদায়-কথায়
কত বুক-ভাঙা গোপন ব্যথায়
আজ কতগুলি প্রাণ কাঁদিছে কোথায়—
পথিক! ওগো অভিমানী দূর পথিক!
কেহ ভালোবাসিল না ভেবে যেন আজো
মিছে ব্যথা পেয়ে যেয়ো না,
ওগো যাবে যাও, তুমি বুকে ব্যথা নিয়ে যেয়ো না।।

বনলতা সেন

জীবনানন্দ দাশ

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু'দন্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতি দূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে, ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পান্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

জন্ম-১৯০১
পেশা-অধ্যাপক
কাব্যগ্রন্থ-৬টি

মহাসত্য

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

অসম্ভব, প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ;
অসংগত চিরপ্রেম; সংবরণ অসাধ্য, অন্যায়;
বদ্ধদ্বার অন্ধকারে প্রেতের সন্তপ্ত সঞ্চরণ
সাঙ্গ করে ভাগীরথী অকস্মাৎ বসন্তবন্যায়।।

সে-মিলন অনবদ্য, এ-বিরহ অনির্বচনীয়
ধ্বংসসার স্বপ্ন স্তূপে অচিরাৎ হারাবে স্বরূপ;
আশা আজি প্রবঞ্চনা; দিব না স্মারক অঙ্গুরীয়;
ব্যবধি ব্যাপক জেনে অঙ্গীকার নির্বোধ বিদ্রূপ।।

তবু রবে অন্তঃশীল স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্যের তলে
হিতবুদ্ধিহন্তারক ক্ষণিকের এ-আত্মবিস্মৃতি
তোমারই বিমূর্ত প্রশ্ন জীবনের নিশীথ বিরলে
প্রমাণিবে মূল্যহীন আজন্মের সঞ্চিত সুকৃতি।।

মৃত্যুর পাথেয় দিতে কানা কড়ি মিলিবে না যবে,
রূপান্ধ যুবার ভ্রান্তি সেই দিন মহাসত্য হবে।।

জন্ম-১৯০১

পেশা-অধ্যাপক

কাব্যগ্রন্থ-১২টি

বিনিময়

অমিয় চক্রবর্তী

তার বদলে পেলে-

সমস্ত ঐ স্তব্ধ পুকুর

নীল বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর

আলোয় ভরা জল-

ফুলে নোওয়ানো ছায়া ডালটা

বেগনি মেঘের ওড়া পালটা

ভরল হৃদয়তল-

একলা বুকে সবই মেলে।

তার বদলে পেলে-

শাদা ভাবনা কিছুই-না-এর

খোলা রাস্তা ধুলো পায়ের,

কান্না-হারা হাওয়া-

চেনাকণ্ঠে ডাকল দূরে

সব হারানো এই দুপুরে

ফিরে কেউ-না-চাওয়া।

এও কি রেখে গেলে।।

খুকু ও খোকা

অন্নদাশঙ্কর রায়

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

ভাঙছে প্রদেশ ভাঙছে জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ি
পাটের আড়ৎ ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ি!
তার বেলা?

চায়ের বাগান কয়লা খনি
কলেজ থানা আপিস-ঘর
চেয়ার টেবিল দেয়াল ঘড়ি
পিয়ন পুলিশ প্রোফেসর!
তার বেলা?

যুদ্ধ জাহাজ জঙ্গী মোটর
কামান বিমান অশ্ব উট
ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির
চলছে যেন হরির লুট!
তার বেলা?

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাঙলা ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

ভাড়াটে কুঠি
প্রেমেন্দ্র মিত্র

ভাড়াটে কুঠি!
নদীর স্রোতের জঞ্জাল সম আসিয়া জুটি।

ওধারে তাহারা এধারে কাহারা ওপরে ও নিচে নানা;
পাশাপাশি রোজ ঘর করি ভাই—কেহ নয় কারো জানা!
শুধু দু'বেলায় চোখাচোখি হয় একই সিঁড়ি দিয়ে উঠি।
ভাড়াটে কুঠি॥
ওধারের ঘরে তাহাদের ছেলে বুঝি বা ধুঁকিছে জ্বরে;
এধারে প্রবাসী স্বামীটির লাগি বধূটি শুকায়ে মরে।
নিচে মজলিসে সারাদিন গোল চলিছে দাবার ঘুঁটি।
ভাড়াটে কুঠি॥
একটি ইটের ব্যবধান রেখে পাশাপাশি থাকি শুয়ে;
এ ছাতের জল ও ছাতে গড়ায় ভিৎ গাড়া একই ভুঁয়ে।
ওইখানে শেষ; তার পরে আঁটা জানালা কবাট দুটি।
ভাড়াটে কুঠি॥
একদিন ফের ঘূর্ণিতে টানে, কোনখানে যাই ভেসে—
কিছু নাহি জানি, তবুও বিদায় নিয়ে চলি ম্লান হেসে।
যা ছিল আড়াল রহে চির কাল বাধা নাহি যায় টুটি।
ভাড়াটে কুঠি॥
শুধু কোনো দিন সঙ্গবিহীন বিদ্রোহ করে প্রাণ
কঠিন দেয়ালে করাঘাত করে ঘুচাইতে ব্যবধান।
ঘোচে না আড়াল, ব্যাকুল হৃদয় মিছে মরে মাথা কুটি।
ভাড়াটে কুঠি॥

প্রেম

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

কী করে দেখাবো প্রেম, যদি দেহ রহে নিরুত্তর
শাণিত শোণিতে যদি নাহি পায় উষ্ণ উন্মাদনা,
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালে নহে যদি আচ্ছন্ন প্রহর,
তবু প্রেম? প্রেম নহে কায়াহীন কথার ছলনা।
আমার এ প্রেম, সখী, কামনা সে নিরবগুণ্ঠন,
উদ্বেলিত উর্দ্ধধির ফেনিল রুধির, মোর গান
দেহের দুর্দান্ত দাহ, অস্থিময় অস্তিত্ব-চেতনা
আমার শরীরে সখী, সীমাহীন প্রেমের প্রমাণ।

প্রেম নহে ভাব পদ্ম, প্রেম শুধু আমার শরীর;
আমি তার চিত্রবহা, মর্ত্যরূপ, আমি তার চিতা;
আমার শরীরে সখী, মুহুর্মুহু মদির নদীর
তরঙ্গ সঙঘাত তীক্ষ্ণ বেগোময় উলঙ্গ শুচিতা।
দেহেরে নিরুদ্ধ করি এ-প্রেমের কোথা পাই ভাষা?
কী করে বোঝাবো তারে? দেহে তার প্রকাশ-পিপাসা।।

রাখাল ছেলে
জসীমউদ্দীন

'রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! বারেক ফিরে চাও,
বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও?'
'ওই যে দেখো নীল-নোয়ানো সবুজ-ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর শিশির ধোয়ায় পা;
সেথায় আছে ছোট্ট কুটির সোনার পাতায় ছাওয়া,
সাঁঝ আকাশে ছড়িয়ে পড়া আবির রঙে নাওয়া;
সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে আমার মা—
সেথায় যাব, ও ভাই এবার আমায় ছাড় না?'
'রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! আবার কোথা ধাও
পুব আকাশে ছাড়ল সবে রঙিন মেঘের নাও।'

'ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে,
সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।
আমার সাথে করতে খেলা প্রভাত হাওয়া, ভাই,
সরষে ফুলের পাপড়ি নাড়ি ডাকছে মোরে তাই।
চলতে পথে মটরশুঁটি জড়িয়ে দুখান পা,
বলছে ডেকে, গাঁয়ের রাখাল একটু খেলে যা!
সারা মাঠের ডাক এসেছে খেলতে হবে ভাই।
সাঁঝের বেলা কইব কথা এখন তবে যাই।'

'রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! সারাটি দিন খেলা,
এ যে বড়ো বাড়াবাড়ি, কাজ আছে যে মেলা।'

'কাজের কথা জানিনে ভাই, লাঙল দিয়ে খেলি
নিড়িয়ে দেই ধানের খেতের সবুজ রঙের চেলি।
সরষে বালা নুইয়ে গলা হলদে হাওয়ার সুখে
মটর বোনের ঘোমটা-খুলে চুম দিয়ে যায় মুখে।
ঝাউ-এর ঝাড়ে বাজায় বাঁশি পউষ-পাগল বুড়ি,—
আমরা সেথা চষতে লাঙল মুর্শিদা-গান জুড়ি।
খেলা মোদের গান গাওয়া ভাই, খেলা লাঙল-চষা,
সারাটা দিন খেলতে জানি জানিইনেক বসা।'

রিক্ততা

হুমায়ুন কবির

বন্ধু তোমার করুণ কোমল কর
রাখ একবার তপ্ত ললাট পর।
আজিকে আমার হৃদয়ে জাগিছে তৃষা
বাদল আঁধারে সজল ব্যাকুল নিশা।
তোমার স্নিগ্ধ প্রীতির পরশ খানি
জাগাবে না মোর নীরব হৃদয়ে বানী?

অন্তরে মম পরশ মাণিক নাহি
তোমার করুণা কেমন করিয়া চাহি?
হৃদয়ে আমার নহিত কুসুম মালা
তোমার লাগিয়া সাজাব বরণ ডালা।
একেলা বসিয়া দিবস রজনী ভরি
তোমার হাসির কিরণ স্মরণ করি।

স্বপন গাঁথিয়া মিছামিছি কেন খেলা?
সহিব কেমনে অকরুণ অবহেলা?
হয়তো জীবন হবে মরুভূমি মম
নিরালোক ম্লান দীপহীন গৃহ সম।
ভগ্ন গৃহের শূন্য কক্ষ মাঝে,
সজল পবন কাঁদিবে শাঙন সাঁঝে।

কুসুমের মাস

অজিত দত্ত

তুমি ফুল ভালোবাসো? লাল ফুল? চোখে যাহা লাগে?
কঠিন সৌন্দর্যে যার নয়ন সে হয় প্রতিহত?
তুমি ভালোবাসো ফুল? শেফালিকা সৌরভ-আনত?
যে-ফুল ঝরিয়া পড়ে ক্ষীণাঙ্গুলে স্পর্শিবার আগে?
আননে লেগেছে তব কেতকীর সৌরভ-দুকূল?
হৃদয়ে কি বাজিয়াছে প্রগল্‌ভা হেনার উচ্চহাসি?
তুমি ভালোবাসো ফুল? কদম্ব সে বরষা-বিলাসী?
অথবা কুণ্ঠিতা কন্যা অতসীর কোমল মুকুল?

আমিও কুসুমপ্রিয়। আজিকে তো কুসুমের মাস।
মোর হাতে হাত দাও, চলো যাই কুসুম-বিতানে।
বসিয়া নিভৃত কুঞ্জে কহিব তোমার কানে-কানে,
কোন্ ফুলে ভরিয়াছে জীবনের মধু-অবকাশ।
লঘুপদে চলো যাই, কেহ যেন আঁখি নাহি হানে,
নিঃশ্বাসে জাগে না যেন তন্দ্রাস্তব্ধ রাতের বাতাস।।

ইলিশ

বুদ্ধদেব বসু

আকাশে আষাঢ় এলো; বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল।
মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেলসারি
বৃষ্টিতে ধূমল; পদ্মাপ্রান্তে শতাব্দীর রাজবাড়ি
বিলুপ্তির প্রত্যাশায় দৃশ্যপট-সম অচঞ্চল।

মধ্যরাত্রি; মেঘ-ঘন অন্ধকার; দুরন্ত উচ্ছল
আবর্তে কুটিল নদী; তীর-তীব্র বেগে দেয় পাড়ি
ছোটো নৌকাগুলি; প্রাণপণে ফেলে জাল, টানে দড়ি
অর্ধ-নগ্ন যারা, তারা খাদ্যহীন, খাদ্যের সম্বল।

রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে
জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি-রাশি ইলিশের শব,
নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড়।
তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে-ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ; কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার
সরস শর্ষের ঝাঁজে। এলো বর্ষা, ইলিশ-উৎসব।

২৫শে বৈশাখ

বিষ্ণু দে

আমরা যে গান শুনি, গান করি আকাশে হাওয়ায়
ফুলে-ফুলে বনে পথে ঘরে-ঘরে সন্ধ্যায় সকালে,
আমরা যে ছবি দেখি আঁকি স্তব্ধ ছন্দের মায়ায়
রঙের রেখায় মুক্তি কল্পনার নব-নব তালে
আমরা যে জীবনের গল্প রচি হাজার কবিতা
হাজার সন্ধ্যার সূর্য প্রত্যুষের হাজার সবিতা—

রবীন্দ্র-ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে-ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে-গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং
সদাই নূতন চিত্রে গল্পে কাব্যে, হাজার ছন্দের
রুদ্ধ উৎস খুঁজে পাই খরস্রোতে নব-আনন্দের।

জঙ্গম সূর্যকে জানি আমাদের জঙ্গী প্রতিদিনে
অবিচ্ছিন্ন মাসে-মাসে বর্ষে-বর্ষে যুগ-যুগ ব্যেপে
প্রতিটি উষায় রাত্রে মধ্যাহ্নের বটে দগ্ধতৃণে
গলাপিচে বৈশাখীর ভবিষ্যতে ঝড়ে মেতে ক্ষেপে
প্রতিটি সূর্যাস্তে আর সূর্যোদয়ে চৈতালী বিদাঘে
আষাঢ়ে শ্রাবণে আর আশ্বিনে অঘ্রাণে হিম মাঘে
আমরা তো জানি তুমি আকস্মিকে গরম বাজারে
রুদ্ধগতি, তাই গড়ি জীবনের ঝরনা, রচি, কবি,
প্রাত্যহিক ফল্গুস্রোতে লাখে-লাখে হাজারে-হাজারে
সাগরে যে গঙ্গা আমি সে তোমারই আনন্দভৈরবী।।

নীলিমাকে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

রাত্রিতে জেগে ওঠে যে সাগর
অন্ধকারের সাগর—
তুমি তাতে স্নান ক'রে এসো, নীলিমা,
তোমার চোখ হোক আরো নীল
চুল হোক ধূসর ফুলের মঞ্জরীর মতো।

আর যদি রাত্রিকে বিদীর্ণ করে ওঠে চাঁদ
তোমার আঁচলে লেগে থাকে যেন সিক্ত জ্যোৎস্না
তোমার বুকে পাই যেন জ্যোৎস্নার গন্ধ:
বলতে পারো, সে জ্যোৎস্না কি নীল হবে নীলিমা,
নীল পাখির পালকের মতো?

জানি, তুমি আমায় ডাকবে—
(নীল বন কি কথা ক'য়ে উঠলো—
আর মেঘের গায়ে-গায়ে নেমে এলো স্বপ্নরা?)
আমার চোখ নরম হ'য়ে আসবে ঘুমে, নীলিমা,
তোমাকে নয়, তোমার স্বপ্নকে পেয়ে।

গোপনতা

অরুণ মিত্র

নানা গোপনতার মধ্যে আমি বাস করি,
আমার পায়ের আঙুলে লেগে নুড়ি বাজলে আমি শুনি ঝর্ণা
সে-আওয়াজ কি আর কারো কাছে পৌঁছয়?
একটা ঝিঁঝির ডাক যেই ওঠে সারা বন অন্ধকারে দুলতে থাকে
আর সারা শূন্য গাছপালার কথা চালাচালিতে ভরে যায়,
ছড়িয়ে পড়ে অরণ্যের ছায়া তারপর কাঁকরমাটির সবুজ
পাহাড় আঁকড়ে-ধরা শিকড়ের খবর আসে,
আমি তা বুকে চেপে রাখি। কেউ কি তা জানে?
কেই-বা জানে আমার রাজ্য-সমাচার?
অনেক গোপনতা ধরে রাখার ফন্দিও আমার অনেক,
যখন চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে শিরাতন্তু থেকে
আমি হোহো হাসিতে চমকে দিচ্ছি আকাশ,
দ্যাখো দ্যাখো কী ফুর্তিবাজ বলে কত হাততালি জোটে
তখন আমি যেন জয়গর্বে আরো ফুর্তিবাজ হয়ে উঠি,
আমি যে সময়ের চকচকে ধারের ওপর পা রেখে হাঁটছি
আমি যে এগিয়ে যাচ্ছি প্রকাণ্ড পাথরচাঙের ফাঁকে
সে-কথা কাউকে আমি জানতে দিই না। কেন দেব?
আমি তো জীবনমরণ খেলায় কাউকে আমার শরিক করিনি।
আমার গোপনতা নিয়ে আমি আছি
সবাই দেখছে চিকচিক চোখের কোণ ঠোঁটের বাঁকা টান
আর আমি দেখছি মুহুর্মুহু মেঘবিদ্যুৎ
বুকের মধ্যে শুনছি সমস্ত ওলটপালটের বাজনা,
গোপনতায় আমি বুঁদ হয়ে আছি।

এক ঝাঁক পায়রা

বিমলচন্দ্র ঘোষ

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা
সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে
চঞ্চল পাখনায় উড়ছে।
নিঃসীম ঘন নীল অম্বর
গ্রহতারা থাকে যদি থাক নীল শূন্যে।
হে কাল হে গম্ভীর,
অশান্ত সৃষ্টির
প্রশান্ত মন্থর অবকাশ,
হে অসীম উদাসীন বারোমাস!

চৈত্রের রৌদ্রের উদ্দাম উল্লাসে
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
শুধু শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা!

একফালি আকাশের কোল-ঘেঁষা কার্নিশ
রং চটা গম্বুজ দিগন্তে চিমনি,
সোনার প্রহর কাঁপে চঞ্চল পাখনায়
ছোট্ট কালের ঘোরে প্রাণ তবু তন্ময়
লীলায়িত বিস্ময়
সৃষ্টির এক ঝাঁক পায়রা।

রূপালী পাখায় কাঁপে ত্রিকালের ছন্দ
দুপুরের ঝলমলে রোদ্দুর
হে কপোত, পারাবত পায়রা
যে দিকে দু'চোখ যায় দেখা যায় যদ্দুর
রূপালি পাখায় আঁকা শূন্য।
আকাশী ফুলের শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
কম্পিত শত শত উড়ন্ত পাপড়ি
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই
দুপুরের ঝলমলে জীবন্ত রৌদ্রে
ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা।

একটি শুভ্র ফুলের জন্য

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

পথ খুঁজে পাবে না কোথাও।
হয়ত কোথাও কোনও গ্রামের ভগ্নাংশ নিয়ে
শহরের পঞ্জর গড়েছে—
সেখানেও নেই।
আহার বিহার সাজ-সজ্জা সেই তনুরক্ষা,
শহরের পর শুধু শহরে কর্কশ গণিত
যোগ-বিয়োগের ফলে,
অনেক স্বপ্নেরা সব অরণ্যের সাথে
ফুল ফল পাখী নিয়ে শহীদ হয়েছে।
এখন প্রতিটি দিন বিস্ফোরণে আসে।
তবু পথ খুঁজতে থাকো।
শিশু ঘুমপাড়ানিয়া কুস্‌মী দাসীর মুখে
গল্পগুলো যুদ্ধ করে মরে।
একটা বীরের মত গল্প যদি বেঁচে উঠে আসে
সেই হবে বীজ।
নূতন উৎসব নিয়ে, সে দেখাবে পথ।
লক্ষ্মীর পায়ে পায়ে আলপনা উঠে এসে
ভরাবে আঙ্গিনা
উৎসবের ঋতু নেই।
এখানেই উৎসব নন্দনে আনন্দিত।
মনের সংকট ভুলে, পথে পথে জীবনকে আলিঙ্গন কোরো।
কারণ, এ জীবনই তো জীবনের আততায়ী হবে;
কোনও একদিন।
কেবল একটু খুঁজো কাঁটা স্তূপ আবর্জনা পাথরের আনাচে কা
অঞ্জলির একটি শুভ্র ফুল।।

মায়াতরু

অশোকবিজয় রাহা

এক যে ছিল গাছ
সন্ধে হলেই দু'হাত তুলে জুড়ত ভূতের নাচ।
আবার হঠাৎ কখন
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে মেঘ উঠত যখন
ভালুক হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে করত সে গরগর
বিষ্টি হলেই আসত আবার কম্প দিয়ে জ্বর।
এক পশলার শেষে
আবার যখন চাঁদ উঠত হেসে
কোথায় বা সেই ভালুক গেল, কোথায় বা সেই গাছ
মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ।
ভোরবেলাকার আবছায়াতে কাণ্ড হত কী যে
ভেবে পাই নে নিজে,
সকাল হলো যেই।
একটিও মাছ নেই,
কেবল দেখি পড়ে আছে ঝিকির-মিকির আলোর
রূপালি এক ঝালর।

কাস্তে

দিনেশ দাস

বেয়নেট হ'ক যত ধারালো
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু,
শেল্ আর বোম হ'ক ভারালো
কাস্তেটা শান দিও বন্ধু!

বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো,
এ-যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে!

লোহা আর ইস্পাতে দুনিয়া
যারা কাল করেছিল পূর্ণ,
কামানে কামানে ঠোকাঠুকিতে
নিজেরাই চূর্ণ-বিচূর্ণ।

চূর্ণ এ লৌহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত-সমুদ্রে
ক্ষয়িত গলিত হয় মাটিতে,
মাটির—মাটির যুগ ঊর্ধ্বে।

দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই, চেয়ে দেখ বন্ধু!
কাস্তেটা রেখেছ কি শানায়ে
এ-মাটির কাস্তেটা বন্ধু!

আদিরাগ

পরমানন্দ সরস্বতী

কঠিন পায়ে যতই ভাঙ
স্মৃতির ঘর-দুয়ার,
ভালোবাসার বিশাল নদী
ভাঙবে না তার পার।

যতই মোছো স্বপ্নগুলি
যত্নে লেপ কালি—
ভৈরবীতে বাজবে অতীত
উষার পদাবলী।

চৌদ্দ পোয়া জমির উপর
রহস্যময় বাড়ি,
গোপন হাতে মন চলেছে
পূজার ঘন্টা নাড়ি।

একলা রাতে ঘুম আসে না
সল্‌তে জ্বলে স্মৃতির,—
মাটির ঘরে দেয়াল পুড়ে
দাগ পড়ে যায় কালির।।

একটি বেকার প্রেমিক

সমর সেন

চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি

সকালে কলকাতায়
ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে,
খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি;
মাঝে মাঝে ক্লান্তভাবে কি যেন ভাবি—
হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি;
আর শহরের রাস্তায় কখনো বা প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।
আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি ঃ
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।
কলতলার ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙে
আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

বেগনভিলা

হরপ্রসাদ মিত্র

কতোটুকু জানি বলো? আদিগন্ত পুবে বা পশ্চিমে
নজর সম্ভব নয় একযোগে উত্তরে-দক্ষিণে।
এ-শীতে বেগনভিলা কী আগুন ছাড়ালো ফটকে—
হঠাৎ গভীর ইচ্ছে নাড়া দেয়, জানাই তোমাকে।
কে তুমি, কোথায় আছ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে
আদৌ ছিলেই কিনা, আজকাল এমনো সংশয়।
স্বতই উদ্‌গত হয়, এমন কি সব মূল্যবোধে।

যৌবন, তুমিই জানো রক্তের আসল কলনাদ
নেপথ্য-সংবিৎই লেখে সময়ের যথার্থ সংবাদ।
যখন পৃথিবীময় দেওয়ালের বিবিধ পোস্টার
কারো বা নিপাত চায়, অবিরত কারো উচাটন
জ্বলে কুশপুত্তলির ছেঁড়া শার্ট, হৃদয়ের খড়,
ছোটে চিরম্লানমুখী সহিষ্ণুতা, ছাপোষা ভব্যতা,
আমরা হারাই আর ওরা বলে, ছিল না তো কেউ,
মনেও পড়ে না সত্যি কী আগুন বেগনভিলায়!
যৌবন, তুমিই জানো রক্তের গভীর স্রোতোবেগ!
আমিও উত্তাপ চাই, —ছেঁড়া কথা উড়েছে অনেক।
শব্দার্থে নিরুদ্ধ যতো হীনশ্রমী ভাবালু কবিকে
যৌবন, তুমিই বলো—শব্দ এক অনন্যীকরণ!
যথার্থ শব্দের স্বাদ ইন্দ্রিয়ে ও অতীন্দ্রিয়তায়—
অনিরুদ্ধ অভিজ্ঞতা যেমন এ বেগনভিলায়।

গোধূলি-ধূসর চোখ

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গোধূলি-ধূসর চোখ, হায় চোখ, একদিন
কখনও হয়েছো মেঘ, গভীর নীরব হ্রদ; তারাটুকু ক্ষীণ
মুকুরিত করেছিলে। অবাক হয়েছি কত বার।
সেই জ্যৈষ্ঠ বিকেলের মুদ্রিত পল্লব আর শিথিল শোবার
ভঙ্গিটুকু রেখে গেছো, দাওনি ঘুমের সেই সহজ সান্ত্বনা
ধোঁয়াটে চোখের জল, জলার জল, আর ক্ষুধিত তৃষ্ণা
আমাদের জন্যে রেখে অনায়াসে বুজেছিলে চোখ।
মনে কি মরচে পড়ে? বহু রাত পরে আজ করছি পরখ।

জন্ম- ১৯১৮
পেশা- চাকুরী

চটজলদি

গোপাল ভৌমিক

অকারণ ছটফট। বলে ফেল চটপট।
কত ধানে কত চাল কেটে যাবে সংকট।
পারবে না, তবে বাপু, খেতে হবে বায়ু
নির্দোষ নয় তাও, ভুগবে যে স্নায়ু।
স্নায়ুরোগ বিশারদ হাসি হাসি মুখে
শুধোবেন, ব্যথা কিছু হয়েছে কি বুকে?
জবাবটা ভেবে রেখো, নইলে সে দেবে সেঁকো,
বাঁচবে কে বলো শুনি, ঢিলেমির এই ঠেকো?
ঢিলে ঢালা ভাবুকতা এ যুগের ভাষা নয়
চটপট জবাবটা ফলপ্রদ অতিশয়।

বলছ কি সেটা নয়, বলছ কী ভাবে
তাই দিয়ে পেয়ে যাবে দুনিয়াটা তাঁবে।
মাথা চুলকানি ছাড়, ছাড় ঘাড় নাড়া।
বিপদের মোষ করে সব সময়েই তাড়া।
বাঁচবার ইচ্ছাটা হলে সম্প্রকট
বাদ দাও ছটফট। বলে ফেল চটপট।

রাজেশ্বরী

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আকাশেব নীলিমায় ছড়ানো বয়েছে
রূপসী জ্যোৎস্নার অমল শরীর,
যেন ধবধবে শাদা পালঙ্কে এলিয়ে রয়েছে
রাজেশ্বরী;
খোলা মাঠের মধ্যে এসে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে।

হাওয়ায় হাওয়ায় কেঁপে উঠছে
মৌন বৃক্ষের পাতাগুলি;
এখন শাদা আলোর তোরণের ভিতব দিয়ে
যে-কোন দিকে পৌঁছে যাবার সময়।

জন্ম- ১৯১৯
শিক্ষা- এম.এ
পেশা- সাংবাদিকতা

রকমফের

গোলাম কুদ্দুস

গিয়েছিনু সহচরী সাথে নানা স্থানে
তার এক নিরুদ্দিষ্ট স্বজন-সন্ধানে,
পেয়েছিনু খুঁজে শেষে অভীষ্ট শহর
যেথা চলছিল কাজ নব নির্মাণের চব্বিশ প্রহর,
দেখেছিনু আত্মীয়কে সহসা সেথায়
ধুলো বালি মাটি মাখা অবস্থায়
ঘর্মসিক্ত কর্মরত।
তারপর কত বর্ষ হল গত।
আমার সে-সহচরী নিজেই হয়েছে আজ নিরুদ্দিষ্ট, হায়!
কোথা গেলে পাব তাকে? কোন অলকায়?
আমিও হারাব জানি একদিন পাতা ঝরা চৈতালী-হাওয়ায়,
আমাকেও কোনো বন্ধু হয়ত খুঁজতে যাবে স্মরণ-সন্ধ্যায়!
অনেকেই কিন্তু দৃশ্যত থেকেও অদৃশ্য! আজব এও এক অভিজ্ঞতা!
ঘোর কলির লক্ষণ এই গুহ্য বাস্তবতা—
মানুষ নিজের কাছে হারিয়ে গিয়েছে নিজে!
নিজেকেই খুঁজে পেতে ফের বিশ্বময় সহস্র সংগ্রামে তরঙ্গিছে!

ঝুলতে ঝুলতে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

এখন আমার হাড়ে দুব্বো গজাচ্ছে
শিরদাঁড়ার ব্যামোয়।
ভিড়ের বাসে এক পায়ে ঝুলতে ঝুলতে
শিরায় টান ধ'রে
মুঠো যখন আল্‌গা হয়ে আসে

টেলিগ্রাফের তারে
বৃষ্টির শেষে জলের ফোঁটার মত
যখন আমি টলমল করি

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাতে
আমার খুব কষ্ট হয়।

আমি আজও মনে করে রেখেছি
বড়দের সেই বারণ ঃ
চলন্ত গাড়ি থেকে পেছনদিকে মুখ করে
কক্ষনো নামতে নেই।

আমার যে বন্ধুরা পৃথিবীকে বদ্‌লাবে বলেছিল
ত্বর সইতে না পেরে
এখন তারা নিজেরাই নিজেদের বদ্‌লে ফেলছে।

আমি এক পায়ে এখনও পা-দানিতে ঝুলছি।
মুঠো আল্‌গা হয়ে এলেও, আমার কপাল ভালো,
ঘাড় ফিরিয়ে
কিছুতেই পেছনে তাকাতে পারছি না।।

শিল্পের ধমনী

মণীন্দ্র রায়

জন্মের চেয়েও মৃত্যু দয়াময়ী। কারণ মৃত্যুই
স্মৃতি, চলমান তৃষ্ণা, শরীরের পার ঘেঁষে ঘেঁষে।
এবং জীবন, সে তো প্রতিদিনই বিদেশ-বিভুঁই,
যদি-না সে অনস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় ভালোবেসে।

আমি তাই দুঃখ খুঁজি, যে আমার নিয়তির মতো
কেন্দ্রশায়ী চেতনায় বসে আছে স্তব্ধ অনালোকে।
অগ্নিহীন দীপে তার অঙ্গারিত বাসনার ক্ষত
বুঝিবা আমারই স্পর্শে জ্বলে শুধু শিখার ঝলকে।

জন্মে আমি কী পেয়েছি? জননী ও জায়ার হৃদয়—
স্তন্যের সুনিদ্রা আর বন্যতর ঘুমের আসব।
বরং মৃত্যুও ভালো; প্রতিদিন বাঁচার সময়
প্রতিটি মুহূর্ত যেন মৃত বলে করি অনুভব।

কারণ যা নেই তাই স্মৃতি, তাই সুপেয় পিপাসা;
এবং তৃষ্ণাই শান্তি, কারণ সে গতির সরণি।
অনেক মরণে মরে তবু যদি মেটে এই আশা-
আমিও বেতালসিদ্ধ ছুঁয়ে যাব শিল্পের ধমনী।।

এখানে

চিত্ত ঘোষ

প্রহর এখানে শান্ত, সুনিদ্রিত রমণীর মতো
জলে হাঁস, পাড়ে হিঞ্চে, কলমি, থানকুনি
ডুব দিয়ে মাটি তোলা কী রকম আনন্দ জানো তো
জলের শ্যাওলার গন্ধ লেগে আছে মরা শামুকের খোলে, মনে
পানকৌড়ি লাফিয়ে পড়ে, ডুব দেয়, ভাসে
ছাতারে পাখির সভা ভেজা মাঠে, নিমগাছে হাওয়া
ছোটো ছোটো ঢেউ ওঠে প্রভাবিত অদ্ভুত বাতাসে
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় ঘন পল্লবিত জারুলের ছায়া।

দূরে এসে দূরত্বকে পরিপূর্ণ মনে হয় যেন
নিজের ভেতরে একটা জলাশয় স্পষ্ট দেখা যায়
গভীর ঘুমের মধ্যে নির্জনতা ভেঙে যায় কখনো কখনো
স্পর্শ করে দগ্ধতার সেই জায়গা সাময়িক নিরাময়তায়
বৃক্ষময় উপলব্ধি গাছপালা লতাগুল্ম উদ্ভিদ সকল
আবেগ অঙ্কুর ইচ্ছা জল চায়, ঠাণ্ডা জল।

মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চীৎকার করে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'The earth is filled with mercy of God'

অসীম করুণা তার, ঐ বধ্য-মঞ্চ, যাকে বলি মাতৃভূমি;
জল্লাদেরা প্রেম বিলায় কোলের শিশুকে, তাঁর লীলা!
কবিরা কবিতা লেখে, দেশপ্রেম, ক্রমে গাঢ়তর হয় গর্ভের ভিতর রক্তপাত—
মুণ্ডহীনধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে, 'রঙ্গিলা! রঙ্গিলা!
কী খেলা খেলিস তুই!'
যন্ত্রণায় বসুমতী ধনুকের মত বেঁকে যায়- -
বাজারে মহান নেতা ফেরি করে কার্ল মার্কস লেলিন স্টালিন গান্ধী
এক এক পয়সায়...

জন্ম- ১৯২০

অনাবরণ

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখে আমার দেখছো শুধু একটি ক্ষতচিহ্ন,
রয়েছে বুকে এমনতরো লক্ষটিরও বেশি
তবুও এলে কাটিয়ে বেলা করুণ ক'রে মুখ
বুকের দোরে নাড়লে কড়া কে তুমি পরদেশী?

পড়লে মোটে হাওয়ায় ওড়া একটি পাতা ছিন্ন,
রয়েছে আরো হাজারো পাতা এ থেকে ঢের ভিন্ন—
সে-সব দিকে না দিয়ে চোখ, হ'লে যে উন্মুখ
কাঁপিয়ে দিতে বয়স্কের শিথিল সব পেশী।

এত যে গেছে ঝড়ের রাত, যায়নি রেখে চিহ্ন?
কালের কীট করেনি ভাবো নি প্রেমের আয়ু জীর্ণ?
মুখে না পেলে সে-ই ইতিহাস, খোঁজোনি কেন বুক?
অবয়বের চেয়ে যে বলে হৃদয় আরো বেশি।

ভগ্ন বুক মগ্ন করি, দ্যাখো তো কী-যে খিন্ন
প্রকাশটাকে যে বাস ঢাকে, হোক তা উচ্ছিন্ন।
ঢাকতে ভালো লাগে না আর, নির্বাসেই সুখ—
কালিতে দাগা ক্ষত এ-বুক ছুঁয়ো না পরদেশী।

মুখে আমার ভাবছো বুঝি একটি ক্ষত চিহ্ন!
নাওনি খোঁজ, হৃদয়ে আছে লক্ষটিরও বেশি!
তাই তো বলি, ফিরেই যেয়ো করুণ ক'রে মুখ—
দোহাই, তুমি মসীম্লান কোরো না পরদেশী।

জননী যন্ত্রণা

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

জন্মে মুখে কান্না দিলে, দিলে ভাসান ভেলা
একূল-ওকূল কালিঢালা কালনাগিনীর দ'য়
রাত মজালো ডোবাল দিন ঢেউয়ের ছেলেখেলা
সামনে-যে জল, জল পেছনে ভরাডুবির ভয়।
জীবন চেয়ে পেলাম কেবল হাওয়ার হা-হা-হা-হা
পাহাড় থমকে পাথর, নদীর পা—টিপে পথ ভাঙা
বাপের চোখের অভিসম্পাত দূর আকাশের চাওয়া
একটি পাশে আছড়ে পড়ে মূর্চ্ছনা বোন : ডাঙা।
ঘাট চাইতে হাট পেরোলাম, গান চেয়ে কান্না
রাতের জন্যে ঘর যা পেলাম-পা তো টানে না
ছায়ার মতো এককোণে বউ, দুয়োরে তার ছা—
হাসতে জানে না বাছা কান্না জানে না।

এক-যে ছেলে, জোয়ান ছেলে, কই সে-ছেলে মা
ঘর-যে তোমার ঘরে-ঘরে, জননী যন্ত্রণা।।

জন্মে মুখে কান্না দিলে, দিলে ভাসান ভেলা
একূল-ওকূল দু'কূল-মজা কালনাগিনীর দ'য়
জলকে দিলাম সাঁতার দিলাম ঢেউকে হেলাফেলা
ভয়কে দিলাম ভরাডুবি-কান্না আমার নয়।
কালিঢালা নদী, বাঁকে ও-কার নৌকো, আলো
নেই-মনিষ্যি তেপান্তরে পথ চিনে কে যায়?
সে আমি সেই আমরা—আমরা কে মন্দ কেউ ভালো
কেউ মাঠে কেউ ঘরে কেউ-বা কলে-কারখানায়।
একটি তারা-পিদিম কখন হাজার তারা জ্বালে :
এক ছেলে হারালে—ছেলে এলাম হাজার জন্য
একটি আশা অনেক মুখের পাপড়িতে মুখ মেলে :
এক নামে যেই ডাকলে-অ-নে-ক হলাম-যে একজনা।

ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা—
জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা।।

জন্ম- ১৯২২

আবহমান, বৃক্ষের কাছাকাছি

অরুণ ভট্টাচার্য

বৃক্ষ বড় নির্জনতা ভালবাসে। বৃক্ষেরা সবাই
ফিরে দেয় অরণ্যের নিহৃত সুবাস—
সুতরাং মানুষেরা আবহমান
বৃক্ষের বন্দনা করে।

রমণীব ভালবাসা
দক্ষিণ বাতাসে ভাসে।
পতঙ্গ আগুনে পুড়ে যায়।
আমি তাই বার বার
অরণ্যের কাছাকাছি ফিরে যেতে চাই।
যেখানে.সময় শুয়ে থাকে আবহমান
কিছুটা প্রশান্তি বুকে নিয়ে।

জন্ম- ১৯২২
শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- অধ্যাপনা (অবসরপ্রাপ্ত)

দেশের-কী-হবে

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

দেশের-কী হবে। দেশের-কী-হবে। পাখি নয়। কাচনাচে পটু,
যেন তারা বিদ্যাধর। গাছে বসে অন্ধকারে, সারারাত, ডেকেছে কুরবে :
ফীচ্ছ! ফীচ্ছ! পিছু হঠো, পিছু—সে-ঝংকারে মুগ্ধ জনসাধারণ,
ভাবে ঃ মোক্ষের পিষ্টক, বুঝি কোনো কৃষ্ণচঞ্চু হরী,
এক টুকরো, ধরে আছে সুরঞ্জিত ঠোঁটে! দেবতা কি?
ডানাপরা দেবদূত? ব্রহ্মা বিষ্ণু স্বয়ং ইন্দ্রও নাকি,
ভক্ত পরবশ হয়ে যান—অবশ্যই ভুল হয় :
চুনতে, গুনতে। শিবে, জীবে, নশ্বরে ও অনশ্বরে, ক'রে ফ্যালে একাকার।
অর্থ আর ক্ষমতাই সারমাত্র আমাদের এ-সময়ে।
এমন ছিল না একদিন :
দেশমাতৃকার পায়ে তরফুলে কত লোক দিয়েছেন পুজো,
যাদের কাছেই শিখলাম সর্বপ্রথম শৈশবে।
দেশপ্রেম, বড় চণ্ডীমণ্ডপের কোণে ব'সে, সেই হাতই আজ;
পিছু থেকে এসে, ঘাড় ধ'রে মুখটি ঘুরিয়ে দিয়ে বলে :
আমি স্বপ্ন ঘৃণা করি। এদিকে না, ওদিকে না, ওদিকে না! ঐ!
আকাশের ঐ দিকে—তুখনীল রঙিন ফানুস।
তুমি, দেখছো না কেন? হায়, বদ্ধ কানা! দেশের-কী-হবে। দেশের-কী-হবে।

রিখিয়ায়

অরুণকুমার সরকার

বইতে পারি না আমি এই গুরুভার
এত প্রেম কেন দিলে এতটুকু প্রাণে।
প্রেম জাগে দু'নয়নে, প্রেম জাগে ঘ্রাণে
প্রেম জাগে তৃষাতুর হৃদয়ে আমার।

ও হাওয়া পাগল হাওয়া, কল্পনা উধাও
উজ্জ্বল রৌদ্রের সঙ্গে হেমন্ত দুপুরে,
কার স্বপ্ন বীজধান্য দু'হাতে ছড়াও
আকাঙ্ক্ষা-আচ্ছন্ন ঘুমে দূর থেকে দূরে!

সোনালী ধুলোয় ওড়ে তার লাল চুল
চুলের কস্তুরী গন্ধ তার কথা বলে
তার কথা লতাপাতা ছায়াবীথিতলে
মায়াবী মহুয়াবনে মাটির পুতুল।

মাটির পুতুল, প্রেম, ক্ষণিক সময়
আমার সামান্য আশা, পরিমিত দিন।
এই আলো, ঝলোমলো আহ্লাদী নবীন
অসহ্য অপরিসীম দৈবী অপচয়

আনন্দ আনন্দ ঝরে আমার কৃপণ
হৃদয়ে আনন্দ ঝরে মধু ঝরে চোখে
স্নান করি রূপরসগন্ধের আলোকে
দূর আর দূর নয়—আত্মীয়, স্বজন।

আমার স্ত্রী

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

তোমাকে দেখেছি কবে মহীয়সী ঐশ্বর্যে সৌরভে
স্বাচ্ছন্দ্য বা খুশীঘেরা অনিরুদ্ধ উদ্দাম উল্লাসে,
চুলের পতাকা মেলে দিব্য স্বাদে একান্ত উজ্জ্বল
বর্ষার ঘাসের মতো টকটকে সতেজ সবুজ
কিংবা এই শরতের গাঢ় নীল আকাশের মতো,
অথবা বসন্তবনে জীবনের সোচ্চার প্রকাশে?

দু-হাতে রুখেছো দস্যু—অভাবের দারিদ্র্য-দানব.
কতদিন অনশনে হাসিমুখে বাসাংসি জীর্ণানি
দিয়ে শুচিস্মিত বরতনু রেখেছো মহান্ করে।
দিবসে সংগ্রাম শুরু—সংসারের চাকরাণী যেন।
ন'টাতে স্বামীর ভাত, ছেলের স্কুল, অন্ধ শ্বশুরের
সেবা সেরে হয়তো বা দুপুরে সেলাই, তিনটের
জল এলে বাসনের কাঁড়ি মাজা, ক্ষার সিদ্ধ কাচা ঃ
সন্ধ্যায় হিসাব মতো বাঁধা কাজ—স্বামী-পুত্র-ঘর।
তারপর রাত এলে—স্নিগ্ধ স্বর—'কি গো ঘুম এল?'

জন্ম- ১৯২৪

আবোল তাবোল

সুকুমার রায়

মেঘ মুলুকে ঝাপসা রাতে,
রামধনুকের আবছায়াতে,
তাল বেতালে খেয়াল সুরে
তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।
হেথায় নিষেধ নাই রে দাদা
নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।
হেথায় রঙিন আকাশ তলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে,
সুরের নেশায় ঝরণা ছোটে,
আকাশ কুসুম আপনি ফোটে,
রঙিয়ে আকাশ রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ।
আজকে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে—
নাইবা তাহার অর্থ হোক্
নাইবা বুঝুক বেবাক্ লোক।
আপনাকে আজ আপন হ'তে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।
ছুট্‌লে কথা থামায় কে?
আজকে ঠেকায় আমায় কে?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ্ তব্‌লা বাজে—
রাম-খটাখট্ ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ্
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ্।
আলোয় ঢাকা অন্ধকার
ঘন্টা বাজে গন্ধে তার!
গোপন প্রাণে স্বপন দূত,
মঞ্চে নাচেন পঞ্চ ভূত।
হ্যাংলা হাতী চ্যাং দোলা।
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা
মক্ষিরাণী পক্ষীরাজ—
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।
আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

জন্ম- ১৯২৪

তুমি তো আকাশ আজ

অরুণাচল বসু

তুমি তো আকাশ আজ
আমি স্তব্ধ মাটি,
মাঝখানে দোলায়িত
অবশিষ্ট স্বপ্নের ছায়াটি।

আকাশে বজ্রের শব্দে
বিস্মৃতির ডাক,
আবেগের শীর্ণ শাখা
তাও বুঝি পুড়ে হয় থাক!

অতীতের রাত্রে ডাকে
উজ্জ্বল আগামী—
তুমি শূন্যে থাকো, মুক,
সাড়া দিতে চ'লে যাই আমি।।

রৌদ্রের দিন উধাও আকাশে নীল-নীলান্ত বেলা—
শাখারা দাপায় দু'বাহু বাড়িয়ে শূন্যে,
হল্কার হাট, লু-ওড়ানো মাঠ, লাঙল ছড়ায় ঢেলা
বাবলা-ছায়ায় রেখা এঁকে যায় ঘূর্ণি।

শালিখেরা নীড়ে ঘুঘু একপায়ে ঘুম-ঢুলু চোখ বোজা,
মন্থর হাওয়া দিক থেকে দিক পাড়ি
দিতে গিয়ে বাধা পেয়ে আমবনে ঢালে মুকুলের বোঝা

বৈশাখ! ওড়ে বহ্নির-তরবারি।

অপর পিঠ

জগন্নাথ চক্রবর্তী

যখন মুখ ঘুরিয়েছো
ভালো করে ঘোরাও,
তোমার দুটি মুখের সঙ্গেই
পুরোপুরি পরিচয় ঘটুক।

মোহগুলি ভাল করেই ভাঙো—
অলীক ঢেউগুলি যেন আর কোনদিনই
তীরে আছড়ে না পড়তে পারে।

যেমন একটা মেনে নিয়েছিলাম,
তেমনি আরেকটাও মেনে নেবো,

যদি মুখ ঘুরিয়েছো
ভালো করেই ঘোরাও।

জন্ম- ১৯২৪
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)

আড্ডা

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

মাফ করো, কোনো দলে ভিড়তে পারবো না
ভেবে দেখা আমি ছাড়বো না,
দলের ফন্দি থাকে, আর সেই ধান্দায়
বুদ্ধিকে বন্ধক রাখা দায়;
তার চাইতে আড্ডাই ভালো,
যখন যতটা ভালো লাগে সায় দেবো
বুদ্ধি খরচ করে তা মাথায় নেবো
নয়তো আমার কথা শুনতে পাবে
মনে করলে খাবে।
দল যদি উঠে যায় যাক
কিন্তু আড্ডা থাক,
নেই তার আহ্বায়ক, নয় সে সমিতি
নেই সভাপতি কিম্বা প্রধান অতিথি
আলোচ্যসূচীও থাকে না
ধারা-বিবরণী কেউ লিখেও রাখে না।
কথাবার্তা দিলখোশ
ইচ্ছাধীন আসা-যাওয়া, না এলে আফশোস।

জন্ম- ১৯২৪
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)

যাওয়া

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মাটিতে চোখ রেখে ঘুরে বেড়াত লোকটা,
কখনও আকাশ দেখেনি।
এখন
খাটিয়ার উপরে
চিতপটাং হয়ে সে শুয়ে আছে, আর
আশ মিটিয়ে আকাশ দেখছে।

জীবনে কখনও ফুলের স্বপ্ন দেখেনি লোকটা,
অষ্টপ্রহর শুধু
ভাতের গন্ধে হন্যে হয়ে ঘুরত।
এখন তার
তেলচিটে বালিশের দু'দিকে দুটো
রজনীগন্ধার বাণ্ডিল ওরা সাজিয়ে দিল।

এতকাল সে অন্যের বোঝা হয়ে বেড়াত।
আর আজ
তারই নীচে কোমরে-গামছা চার বেহারা।
আকাশ দেখতে-দেখতে,
ফুলের গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে
লোকটা এখন গঙ্গার হাওয়া খেতে যাচ্ছে।

জন্ম - ১৯২৪
পেশা- চাকুরী

প্রাকৃতিক

সুশীলকুমার গুপ্ত

পূর্ণের সঙ্কল্প ছিল, 'চাই' বললে পাওয়া যেত স্বচ্ছন্দ নিয়মে,
অথচ অকালে কেন নেমে এল গভীর সংঘাত?
বহুশ্রমে অর্জিত বাগানে
বেড়া ভেঙে ঢুকে পড়ে জান্তব সময়, জিত কথার মরাই
লুঠ হ'য়ে গেল, যত্নে পালিত উঠান ঘরদোর
যন্ত্রণায় কালো হিংস্র বাতাসের বিষাক্ত কামড়ে।

সভ্যতার দুরারোগ্য রোগে
পঙ্গু হ'য়ে যাচ্ছি ক্রমে, শূন্যতার চাষে
দীর্ণ পটভূমি, নীল নক্ষত্রের ছাই
হৃদয়ধ্বনিতে জমে, ছায়ার প্রবাহে
ইচ্ছার জাহাজ ডোবে উর্ণনাভ প্রেম
জড়িত স্বকৃত জালে, বজ্র খ'সে পড়ে বোধিদ্রুমে।

তবুও কোথায় যেন জ্বলে
ক্ষোভে দ্বন্দ্বে বর্ধমান প্রাকৃতিক প্রেমে পরিণামে
আরোগ্যের প্রতিশ্রুতি পাখি, রোদ হাওয়া স্রোত তৃণের মিছিলে!

অলৌকিক

জন্ম- ১৯২৪

নরেশ গুহ

কলকাতায় বেঁচে আছি শুধু এই মহাপুণ্যবলে
এখনো গলির মোড়ে প্রায়শ সন্ধ্যায় আলো জ্বলে,
ভোরে কলে জল আসে, কখনো বা পাশের বাড়ির
দ্বিতল রেলিঙে ঝোলে সদ্যস্নাত জাফরাণী শাড়ির
আঁচলের প্রান্তভাগ। কী আশ্চর্য, প্রহরে প্রহরে
পাড়ার বস্তির কোণে রাত্রি ছিঁড়ে দস্যুতার স্বরে
কুঁকড়োর ঘোষণা ওঠে। ক্লান্তিহীন কী অধ্যবসায়
একফোঁটা কালো মাছি দুপুর বিরক্ত ক'রে যায়
নানাখানা উড়ে উড়ে। চায়ের উদ্বৃত্ত কিছু চিনি
খুঁটে তুলে নিয়ে যায় এক সার পিঁপড়ে প্রতিদিনই
নিপুণ নিষ্ঠায়। আর জানালায় দু'গজ আকাশ—
দু'গজ বেগনি নীল কমলা কি ফ্যাকাশে পাঙাস—
বারোমাস উপস্থিত।

অন্ধকারে ফস্ ক'রে জ্বালো
সরু দেশলাই কাঠি, ঘর ভরে মৃদুনীল আলো!
বিলিতি এ্যান্টিকে ছাপা সদ্য কিনে আনা কোনো বই
বুক ভ'রে গন্ধ দেয়, ডরে ভয়ে সযত্নে লুকোই,
যেন কার প্রেমপত্র, বন্ধুদের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে।
(দিনে থাক, আলো জ্বেলে রাত্রে পড়া যাবে চেখে চেখে।)
আর কী আশ্চর্য কাণ্ড, ছয় রাত্রি যেন হয় পার,
হাসিতে আটখানা মুখ ফিরে আসে লাল রোববার,
ভাসমান লাল বয়া, ছয়দিন সমুদ্র সাঁতরিয়ে
জাহাজডুবির পর। আসন্ন এ-রবিবার নিয়ে
মনে বুঝি, জীবিকার পশুটার লোমশ থাবায়
বিদীর্ণ হলেও তবু শনিবার ঘরে ফেরা যায়
শিস দিয়ে।

আর দেখ, চিঠির বাক্সটা যেই খুলি,
রোজ কিছু চিঠি থাকে! অলৌকিক কে ডাকপিওন,
রেখে যায় রোদ্দুরের চৌকো খামগুলি!

জন্ম- ১৯২৫

একটা দিনের শেষ

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

একটা দিন গেল
কাঁটার পথে হেঁটে, অনেক কাদা ঘেঁটে
একটা দিন গেল,

মস্ত বর্ষায়, ক্লান্ত রিক্‌সায়
একটা দিন গেল!

একটা দিন গেল
আকাশে মেঘ, আর হাজারো চিন্তার
একটা কেরানীর দু'চোখ বেঁধে তীর—
একটা দিন গেল!

একটা দিন যায়,
তারার আলো কই, চাঁদের গান কই
একটা দিন যায়!

মস্ত দেশটার তীব্র চীৎকার
একটা দিন যায়!

জন্ম- ১৯২৫
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)

চলেছি সম্মুখে

প্রফুল্লকুমার দত্ত

অফিসে পাড়ায় ঘরে সভাসমিতিতে ট্রামে বাসে
সকলের সাথে চলি ফিরি
অথচ কবিতা
আমি ভয়ানক একা তোর পাশে
সমাজ সংসারত্যাগী প্রেমের ভিখিরী।

তোর বুকে বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব বলেই তো
বিশ্বকে সযত্নে চেপে রেখেছিস বুকে
প্রেমের ভিখিরী
দুর্বিনীত
হাজার মানুষ ঠেলে তোকে নিয়ে চলেছি সম্মুখে।

জয়তী

জন্ম- ১৯২৫

রাম বসু

হাতে হাত রেখে বললে
একটা কথা শোনাতে এলাম
আমি বেঁচে আছি।

এয়োতির চিহ্ন নিয়ে দিগন্ত তখন বাসর উন্মুখ
তখন আবীর উড়িয়ে অরণ্যের যূথবদ্ধ নাচ
আমার অস্তিত্ব-বীণার অকস্মাৎ মত্ত আলাপ
তবু তোমার দিকে তাকাতে সাহস হয়নি।

ইতিমধ্যে কত নদী মজে গেছে রিক্ত বনস্পতি
অতীতের নির্জীব অভিযোগে মৌন
অনাবৃষ্টিতে দগ্ধ কত বাড়ন্ত অঙ্কুর
অদৃশ্য বাণে ছিন্নভিন্ন শালিক দু'চোখ।

কী করে বাঁচলে তুমি?
তুমি কি শিরায় সঞ্চয় করেছ আদিম আগুন
পৃথিবীর অন্ধকার গর্ভ থেকে এনেছ উজ্জীবনের গান
শস্যের প্রান্তর থেকে হরিৎ স্বপ্ন, ছিনিয়ে নিয়েছ
পাখির কণ্ঠ থেকে সুরের সম্মোহন
তাই কি তুমি বিষ-নীল পাঁকে শান্ত শ্বেতপদ্ম?

তোমার দিকে তাকাতে পারিনি
মাথা নিচু করে বললাম
তুমি জয়তী, তুমি বেঁচে থেকো।

আমি অসম্পূর্ণ; আমি দূর থেকে দেখি
প্রত্যয়ের তারা তুমি সোহাগা আকাশে
নিচে ফেন-চূড় ঢেউ-এর আঘাতে ক্ষুব্ধ সাগর
আমি ডুবুরী, আমি রুক্ষ নীল শব্দের সাগরে
ডুব দিয়ে যাই; যদি পাই কথার মানিক
এই অপরাজিতা আকাশের তলায়, তবে
শান্ত নম্র গলায় বলব
নাও, জয়তী, আমার ভালোবাসার দান
আমায় ধন্য করো।

জন্ম- ১৯২৫

লাল অন্ধকার

মৃগাঙ্ক রায়

আর্তনাদ করে উঠলাম, 'থামাও, থামাও।'
থামল না।
রুক্ষ রুদ্র সূর্যকে ঢেকে ধুলো উড়ল।
মানুষ জন্তু ঘরবাড়ি শহর গ্রাম
বিকট চিৎকার করে
ধসে পড়ল,
তারপর ভীষণ বিবর্ণ তাপের ছোঁয়ায়
গলে দলা পাকিয়ে গেল।

আবার আর্তনাদ করে উঠলাম, 'থামাও, থামাও'।
কোনো উত্তর দিল না।
গতি তীব্রতর হল,
মেঘে মেঘে গম্ভীর ঘর্ষণের আওয়াজ হল,
আছড়ে পড়ে সমুদ্রের ঢেউ
ফেটে গেল,
মাটি ফাটল,
পাহাড়ে পাহাড়ে আগুনের চূড়া
দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

জিজ্ঞেস করলাম 'কে তুমি?'
কেউ সাড়া দিল না।
যূথবদ্ধ জানোয়ারের মতো ফুঁসে উঠে
ছুটে এল হাওয়া।
কেঁদে লুটিয়ে পড়ে বললাম, 'থামাও, থামাও;
একবার, শুধু এক মুহূর্ত থামাও;'
থামল না। দিন গেল।
আঁচলে আগুন লাগিয়ে ধুলোর অন্ধকার লাল হয়ে উঠল।।

জন্ম- ১৯২৫

পেশা- বায়ুসেনা, পরে শিক্ষকতা

ময়ূর

কেদার ভাদুড়ী

বেশ মনে আছে, বাবা একবার এক ময়ূর পুষেছিলো।
কারণ? বাড়িতে গোখরো সাপের বড়ো আনাগোনা, তাই!
বাবা ওকে কিছুই খেতে দিতো না, তবুও
বর্ষাকাল এলে ফুলে ডোল, পেখমে পেখমে ছয়লাপ।

তবে সবসময়ে নয়, মা কাছে গেলে তবেই
এমন পেখম মেলে দিতো, দাঁড়াতো, নাচতো, দেখবার...।
প্রথমে বুঝিনি আমি ও বাবা, মা লজ্জায়
বুকের আঁচল টেনে দিয়ে আড়ালে যেতেই, যার নাম রেখেছিলো কাত্তিক ঠাকুর।

জীবনে এর চেয়েও বড় দেহভোগ, সৌন্দর্যশিকারী (ভিখারি)
কখনো দেখিনি। আমি মার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে...

মনে করতো বুঝি স্নেহ হ'য়ে গেছি আমি
কিন্তু বাবা একদিন রাগে দোনালা বন্দুক নিয়ে গুলি করতেই মা,
যে কোনোদিন বাবার নাম মুখে আনেনি
বলে উঠলো : রা ঘ ব, রা ঘ ব!

আর আমি এই কালকুট্টায় পালিয়ে এসে হবনব হবনব ক'রে
নাম নিয়েছি সৌরভ। বোঝো।

জন্ম- ১৯২৬

স্বীকৃতি

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

যে মেয়ে আমায় ছাড়া চেনে নাকো আর কাউকেই;
আমি তাকে ব'সে ভাবি ক'টি যে প্রহর পরপর।
সে আমায় জল দিলে ভাবি তৃষ্ণা পৃথিবীতে নেই;
সে আমায় কথা দিলে ধ্বনি ওঠে গাছের মর্মর।

যে মেয়েকে আমি চিনি সর্বশেষ অধিকার নিয়ে,
সে আমার কথা ভেবে চুলবাঁধা শেষ করে নাকো।
আমি তার ভালোবাসা ভ'রে দেব বলো না কি দিয়ে
যে আমার হাত ধ'রে বলবেই : ওগো কথা রাখো।

আমি যে তাকেই চিনি যার ক্রোধে রৌদ্র ফাটে মাঠে,
যার মুখে হাসি দেখে নবীন বৈশাখও লজ্জিত,
তারই দুঃখে সূর্য বুঝি মাঝে মাঝে নামে লাল পাটে,
সে আমায় খোঁজে ব'লে ভিড়ে আমি হয়েছি স্বীকৃত।।

বিবেকানন্দ ও কার্ল মার্ক্সকে নিবেদিত

সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দের সঙ্গে আত্মার যোগ কর
তার সঙ্গে মানুষের এবং সেখান থেকে
বিপ্লবের অগ্নিবলয়ের সঙ্গে
বিপ্লবের অগ্নিবলয় থেকে চ'লে আসে মানুষ
এবং মানুষ উচ্চারণ করে ধ্বনি
তুমি কবি কেন্দ্রে ব'সে আছো
দেখো নিজেকে
সেখানে মিথ্যা উচ্চারণ হয় না
উচ্চারণ সরাসরি চ'লে যায় মানুষের বুকে
ঈশ্বর ওপরে
শূদ্রের কাল আসছে
অন্ন যার নেই, তার ধর্ম নেই
স্বাস্থ্যহীন মানুষ কাপুরুষ
তোমার হৃৎস্পন্দন
কার্ল মার্ক্সের সেই আওয়াজ
শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই

অ—উ—ম
একই ঋকমন্ত্র
ধ্বনিত হচ্ছে ভারতের প্রান্তরে প্রান্তরে
কবিতা আর তুমি
শব্দ আর ব্রহ্ম

জন্ম- ১৯২৬
পেশা- চাকুরী

গণ্ডার

মণীন্দ্র গুপ্ত

একশৃঙ্গ গণ্ডারের শিঙে বসে এক ছোট পাখি
মিষ্টি শিস দিতে দিতে তাকে গভীর জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।
বন আলো হয়ে আছে দুধলি লতার ফুলে।
পাখি আর গণ্ডার একসঙ্গে ভাবছে-
আহা, আজ কী শুভ দিন!

প্রায় আধমাইলটাক বয়স্যদের মতো গাছ, তার পরে
বনের আলো ভিতরের দিকে যেন গাছের তৈরি রাজসভা।
পাখি গণ্ডারকে সেদিকেই নিয়ে যাচ্ছে-
গণ্ডার সেখানে রাজা হবে না মন্ত্রী হবে? ধ্যা?
এসব পার্থিবতা তাকে মানায় না। সে গণ্ডার-খড়্গ—বিষাণ!
একো চর খড়্গবিষাণকল্প-
আড়াই হাজার বছর আগে স্বয়ং শাক্য বুদ্ধদেব
তাকে অনুসরণ করেছিলেন।

আহা আজ বড় শুভ দিন।
গণ্ডারের নাকের ডগায় বসে পাখি শিস দিচ্ছে-
মনে হচ্ছে গণ্ডারই বুঝি শিস দিতে দিতে চলেছে।

আজ মহাকাল পাহাড়ের উপরে মেঘ করে এসেছে।
পাখি আর সে সেই পথ ধরল।
তার বিশাল চেহারা, বুদ্ধি কম, দেখতে কুচ্ছিত, বুড়ো মানুষের মতো
ভাঁজ করা আঁচিলে ভরা চামড়া।
তার চোখ ভালো না—দূর দিগন্তের চাঁদ আর সূর্যাস্ত ছাড়া
পূরো আকাশটাকে সে কখনোই দেখতে পায় না।
অথচ মানুষের ভয়ংকর গন্ধ সে অদ্ভুতভাবে
আধ মাইল দূর থেকেও পায়।
কিন্তু থাক—দুষ্ট প্রাণীদের কথা ভাবতে আজ তার ভালো লাগছে না।

জন্ম- ১৯২৬
পেশা- সাংবাদিকতা (অবসরপ্রাপ্ত)

সেচন করো মনের

সিদ্ধেশ্বর সেন

ঘর সংসার বানাও কী তুমি বানাও
তাহলে তুমি আমার যুক্তি মানো

ক্যাকটাসে হৃদয়ে খরার স্তূপে
সেচন করো মনের একটি কোণ-ও,

সবুজ শুধুই সংকুচিত সবুজ—
কোথায় তোমার চোখের, রঙ-ও.

চোখের আরাম, মনেরও তাই আরাম—
মনও বাঁচুক প্রাকৃতিকের রূপে
নইলে কী সে সমাজেরও বিন্যাসে
ফেরাবে তোমার সহজকান্তি, অবুঝ?

তোমার দায় যে অনেক, তারই তো দাম
দিতেই হবে তোমার পরিবেশে

বা পরিবেশের বদলে, যাই-ই মানো
অবান্তরের কংক্রিটের স্তূপে—
সেচন করো মনের একটি কোণ-ও।

জন্ম- ১৯২৬
মৃত্যু- ১৯৪৭

হে মহাজীবন

সুকান্ত ভট্টাচার্য

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের গড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় ঃ
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি।।

জন্ম- ১৯২৬, কলকাতা
শিক্ষা- বি.কম, এল.এল.বি.
কাব্যগ্রন্থ- ১৭টি

আমি নড়িনি, কলকাতা

বিতোষ আচার্য

কী যে কাজল পরম আদর দু'চোখে পরিয়ে
বাল্যে পথে ছেড়ে দিয়েছিলে, কলকাতা
ভাল লাগেনি তখন, অথচ...
কৈশোর থেকে ছুট্ করিয়ে অশীতির দোরগোড়ায়
দাঁড় করালে যখন গর্বে ফুলে উঠল বুক
'মা' ছাড়া তোমাকে ডাকার অন্য কোনও মন্ত্র
আছে বলে জানা নেই আমার...খটাখট খটাখট
শব্দ তুলে মাকু চলছে তো চলছেই সেই কবে থেকে :
টানা আর পোড়েন—এই নিয়েই তো সব
জমাট বাঁধে বিচিত্র বুনট, রংবেরং এর প্রাসাদ
ঘাসে-ফুল-হরিৎ'এ মেশানো দরাজ আয়তক্ষেত্র
ফুস্‌ফুসের তাগদের জন্যে

বয়ঃসন্ধির ঘোরে যেসব নাদান কাঙালের মত
আর সবাইকে পিছনে ফেলে ছুটেছিল
ওপরে ওঠার সিঁড়িতে পা রাখবার জন্যে
তাদের দেখা গেল বাজারের গর্ভগৃহে
টেবিলে বুক নামিয়ে কড়ি গুনতে ব্যস্ত

সুদীর্ঘ পথের নানান বাঁকে বসে, জিরিয়ে
ভালো মানুষের গল্প শুনিয়ে অঢেল সময় দিয়েছি ঃ
গভীরে যাতায়াতের জন্যে তৈরি খিলানের নীচে দাঁড়িয়ে
সেইসব উষ্ণ মুখগুলো গল্পগুজব করছে এখন
সসম্ভ্রমে আমাকে পেতে চাইছে তাদের সঙ্গে

হাজার প্রলোভনেও আমি কিন্তু সেই পথ থেকে
এখনও নড়িনি, কলকাতা।।

জন্ম- ১৯২৬
শিক্ষা- এম.এসসি, ডি.ফিল
পেশা- অধ্যাপনা (অবসরপ্রাপ্ত)

কেউ বলেনি

ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা

বাদাম খাওয়া স্কুলের বন্ধু, ছিটকে যাবে—
কেউ বলেনি।
কেউ বলেনি, যত্নে পোষা দাঁড়ের ময়না
ছিঁড়বে শিকল।
কেউ বলেনি, সমের মুখেই ছিঁড়বে সেতার
কাটবে তেহাই।
হঠাৎ পলির চড়ায় চড়ায় স্বচ্ছনদী
পথ হারাবে।

কথা ছিলো, জ্যোৎস্না রাতে সবাই মিলে বনে যাবো
কেউ আসেনি।
দীর্ঘদিনের লতানে যুঁই, ঠিক যখনি ফুল ফুটবে
সে ফুল বেহাত, উঠল অন্য ফুলদানিতে—
কেউ বলেনি।
হল্যাণ্ড থেকে আনা সখের পোর্সিলেনের
ফুলদানিটা, হাতের থেকে পিছলে যাবে
সব আঙুলের ডগায় ডগায় উঠবে ফুটে রক্তচুণী
কেউ বলেনি।

তাকিয়ে আছি একলা এখন—শহীদ মিনার, মধ্যরাতে
আকাশ জুড়ে মিথ্যে খোঁজা মেঘের মধ্যে মৃগশিরা
কোথায় যাবো এই ভেবে যেই পা বাড়ালুম
ময়দানেতে—
বৃষ্টি এলো, অঝোর বৃষ্টি

বৃষ্টি আসবে নিরাশ্রয়ের অন্ধকারে, মধ্যরাতে
কেউ বলেনি।

জন্ম- ১৯২৭

কফেটুয়া
রাজলক্ষ্মী দেবী

'এই ভিখারিণী হবে রাণী'—আহা, উচ্চারণ ধ্বনিত করলো দশ দিক্।
উজ্জ্বল রেশম, মুক্তো, মাণিক্যের থালি হাতে নতজানু সহস্র সৈনিক।
চীরবাস, দরিদ্র হৃদয়, তোর দ্বারে এলো নরোত্তম, নৃপতি প্রেমিক।

সমস্ত প্রেমের মধ্যে এই প্রেম অন্তর্লীন। প্রেমের এম্নি এক ধারা।
একজন হবে ঝরা ভোরের শিউলি, আর অন্যজন অবিচ্যুত তারা।
সব দিয়ে একজন হবে কারুণিক,—তবু, অন্যজন হবে সর্বহারা।

না হয় তোমার মন ঔদাসীন্যে সুশীতল কোনো এক মর্মর-প্রাসাদ,
হাতির দাঁতের সিঁড়ি বেয়ে উঠে শেষে পাবো তোমার কুয়াশা-ঘেরা ছাদ,
না হয় তুমিও এক রহস্যের সিংহমূর্তি। মিশরের বিলুপ্ত সম্রাট।

তবু, কিছুই কি আমি দিই নি? নিবিয়ে দিয়ে কুটীরের একমাত্র বাতি,
ঝাড়লণ্ঠনের নিচে বিপন্ন বিস্ময়ে আমি আরব্য গালিচা এনে পাতি,—
তোমার ঐশ্বর্যে ভেসে কোথায় কোথায় যায় ভাঙা খেলনা-র সঙ্গীসাথী।

সম্রাট উন্মত্ত এক প্রলাপ বক্‌বো? আমি আজকে অত্যন্ত দুঃসাহসী।
এর চেয়ে ঢের ভালো হয়,—যদি খুলে দাও রেশমে কিংখাবে মোড়া রশি।
ভিক্ষুকের কাঁথা পেতে কুটীরের আঙিনায় দুইজনে মুখোমুখি বসি।

জন্ম- ১৯২৭

আমি ভাবতেই পারি না

অসীম রায়

আমি ভাবতেই পারি না আমি ভাবতেই পারি না কেন প্রশান্তির
এই নিঃশ্বাস
এখনো ক্ষীণ নয়, এখনো চন্‌মনে বাঁচার অভিযোগে শক্ত
মনের বৈরাগী, আকাশ ভাঙে যদি বাতাস কথা বলে ফিস্‌ফাস্‌
বনের সীমা যদি আলোতে জ্বলজ্বলে আঁধার হোল যদি আরক্ত।

আমি ভাবতেই পারি না আমি ভাবতেই পারি না কেন নদীরা
হবে না গিয়ে সমুদ্র
দীঘির বেনো জলে সময় বেড়ে বেড়ে হৃদয় ঢুলু ঢুলু শান্ত
দিবস নিশিগুলো সাজাবে থরে থরে, পরাণ-পিপাসা রবে অশূদ্র
দুহাতে কাদা-মাখা দুপায়ে ধুলো-ঢাকা জীবন যখন অক্রান্ত।

আমি ভাবতেই পারি না আমি ভাবতেই পারি না কেন মানুষ
হবে না আজ ইস্পাত
ধারাল বিদ্যুতে জ্বালিয়ে যৌবন বজ্রের মহাশব্দে
ভাঙবে ভাঙবে না পাহাড়পুরী এই ঘুমের মহা অভিসম্পাত
বাঁচবে বাঁচবে না নতুন করে ফের বাঁচার নতুন এই অব্দে।।

জন্ম- ১৯২৭
শিক্ষা- এম.এ
পেশা- শিক্ষকতা

ভীষণ আশ্চর্য এই

দুর্গাদাস সরকার

পরস্পর কেন যে চেনে না
নিজের বন্ধুকে কিংবা বিরুদ্ধ শক্তিকে
ভীষণ আশ্চর্য এই ঃ টাকা ফেললে লোক যায় কেনা!

ঋণী বোঝে ঋণের কী দায়
প্রেমের মর্যাদা বোঝে প্রত্যেক প্রেমিক
ভীষণ আশ্চর্য এই ঃ টাকা ফেললে প্রেম কেনা যায়!

মরা ডালে পরাস্ত করার
চলে যুদ্ধ পরস্পর যদি ছেঁড়ে শিকে
কেবল বোঝে না এই ঃ সে হারলেই তোমারো যে হার!

জন্ম- ১৯২৭, বাংলাদেশ
শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- সাংবাদিকতা

পালাতে পারি না

ধনঞ্জয় দাশ

আমি আর পালাতে পারি না।

কেননা যে-বৃক্ষে বাস
যার শাখা আমার আশ্রয়
আদিম শিকড় তার
ভরা-গঙ্গা পার হয়ে চলে গেছে
শত শত শতাব্দীর পার।

প্রাচীন এ-বৃক্ষ তবু যাদু জানে
আমাকে সে নিত্য বাঁধে কঠিন মায়ায়
সালোক-সংশ্লেষ কিংবা প্রস্বেদনে
দিন-রাত্রি মন্ত্র প'ড়ে
সে আমাকে ফুটতে বলে
তার ঐ প্রবীণ শাখায়।

অথচ জানে না সে
প্রাচীন বৃক্ষের কাণ্ড জীর্ণ হয়
কালাতিক্রমণদুষ্ট ত্বক ফেটে যায়
শুষ্ক শাখা টানে না মাটির রস
বিষাক্ত লতার ফাঁস নেমে আসে
শীর্ণ ডালে শুয়ে থাকে সাপের খোলস।

সব জানি তবু ঐ শাখার আশ্রয় ছেড়ে
চ'লে যেতে বড় মায়া লাগে
বৃন্তচ্যুত হতে খুব ভয়
তাই আমি পালাতে পারি না।

জন্ম- ১৯২৮

পেশা- সাংবাদিকতা

কলকাতার ক্যানভাস

কৃষ্ণ ধর

সকাল থেকেই অনবরত শব্দ জমে জমে পাহাড়
কোথাও মাটির তলায় বসছে
তিলোত্তমা টিউব ট্রেনের লাইন
কোথাও টেনে তোলা হচ্ছে নিচু রেল ব্রিজ
একশোটা জিরাফের চেয়ে উঁচু ক্রেন দিয়ে
পুরনো দাঁতের পাটির মতন।
হাইওয়ে ধরে ছুটছে কোথাও
দূরপাল্লার ট্রাকের ইঞ্জিন
গুলি-খাওয়া বাঘের গর্জনে
রাত্রির বুকে জ্বলজ্বল করছে তার ক্ষুধার্ত চোখ
ভোরের আগেই তার পৌঁছুনো চাই অন্য শহরে।
কোথাও নতুন টাউনশিপ গড়া হচ্ছে
নতুন হাসিল করা পলি জমিতে
মানুষের প্রিয় ঘরদোর বানানো হচ্ছে সেখানে
বালির ওপরে কচি ঘাস
ঘাসের মুখে প্রথম বাদলার জল
সাঁ সাঁ করে লকলকিয়ে উঠছে মাধবীলতার ঝাড়।
পাখির স্যাংচুয়ারির সমস্ত কলরব
ছাপিয়ে উঠছে মানুষের তৈরি শব্দ
শব্দের পেছনে শব্দ, কথার ওপরে কথা
দুরন্ত স্পিডের ভেতরে এক একটা
ফেলেনির ফ্রিজশট
তাতে ধরা পড়ছে ছিন্নভিন্ন সময়
তার যন্ত্রণাকাতরতা
সে এখন পালাতে চাইছে
এক কলকাতা ছেড়ে
অন্য এক কলকাতার দিকে।

জন্ম- ১৯২৮
পেশা- অধ্যাপনা

মহেঞ্জোদরোর ঘোড়া

বেণু দত্ত রায়

মহেঞ্জোদরোর ঘোড়া আজো পাঁচিলের দিকে
উঠে এসে ডাক দ্যায় — আমাদের কোনো ঘোড়া নেই —
ঘোড়াদের জল খাওয়াবারও দরকার পড়ে না

আমাদের নদী নেই — সেই কবে সিন্দুসভ্যতার
প্রাণদ সম্পদ ছিল — সবুজ ঘোড়ারা উঠে এসে
ঘাসে মুখ রাখত। অস্থির তার হ্রেসা আজ আর বাজে না —

আমাদের রক্তে কোনো মখমল নেই। জেল্লাদার
প্রাচীন আগুন নেই — আমাদের স্তিমিত শিরায়
রৌদ্র - বৃষ্টি জল — ঘাস মুছে গেছে —

আমরা যে ঘরকুনো হয়ে গেছি - হায়, আমরা যে
অতঃপর দশফুট — বাই দশফুট — তার নাম ফ্ল্যাট,
রকমারী— জীবনযাপন — তা এন্টেনা ছুঁয়ে চাঁদ ওঠে

মহেঞ্জোদরোর ঘোড়া ছিল নাকি? কোনোদিন?
টান্ — টান্ খাড়া জেদী স্বাধীন স্বচ্ছন্দ ঘোড়াগুলি!
আমরা বাজার থেকে টেরাকোটা ঘোড়া এনে দেরাজে সাজাই —

জন্ম- ১৯২৮

মৃত্যু- ১৯৫৬

অনুরোধ

চিত্ত সেনগুপ্ত

বৃষ্টি থামার পর যদি খোলো বাতায়ন গুলি
ভেঙে ফেলো শার্সির প্রহরী
দেখিয়ে অনেক তারা আর বহু ক্লান্ত পিরামিড
শিরে ক্ষীণ ছায়ার কবরী
আর আছে নিদ্রালস হাজার প্রান্তর।

তোমার হাতের দীপা কভু ঝড়ে নিভে যায়
যাই তবে প্রয়োজন তার
জোনাকির ভীরু আলো যাবে বহু বহু-দূর পথ
দূর হবে কিছু অন্ধকার।
শোনা যাবে বনানীর শুধু মর্মর

ঘুমায় জ্যোৎস্না আর সমুদ্রের রুষ্ট আস্ফালন
বিকীর্ণ ছরাম্বর দিক
খুঁজে মনের হারানো কী চারিদিক প্রতি প্রাতবে
আকাশের মতো নির্ভীক।
নদীর কল্লোলে ঘেরে মোহানার কালো সরীসৃপ।

কাঁপাইল ডানা দুটি যদি কোনো পাখি উড়ে আসে
দুষ্ট স্বপনে জাগি
ত্রাসের সঙ্কোচে যেন কোরো নাকো রুদ্ধবাতায়ন।
শুধু মোর লাগি
রেখো জ্বালি বাতায়নে নিস্পলক তব মানদীপ।

জন্ম-১৯৩১, কলকাতা
শিক্ষা-সি.এ
কাব্যগ্রন্থ-১১টি

মৌচোর

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

মধু সংগ্রহ করতে মশাল হাতে
চার-পাঁচ জনের একটি দল সুন্দরবনে ঢুকছে।
ওদের মুখের দুদিকে দুটো বাঘের মুখোশ,
বাঘ দূর থেকে দেখে
বুঝতে পারে না ওরা সামনের দিকে হাঁটছে
না, পিছনের দিকে।

মশালের আঁচ লাগিয়ে মৌচাক খালি করে দেয় ওরা,
বহুদিনের যত্নে একটু একটু করে গড়া ভাণ্ড
রসে টসটস্ করে,
তখন ওটা ভেঙ্গে বস্তাবন্দী করে নিয়ে যায়।
এই মৌচোরদের চিনতে পারে না বাঘেরা বা মৌমাছিরা।

যেদিন মুখোশের রহস্য বুঝতে পারবে ওরা।
সেদিন আর ঠকবে না—
সেদিন সবুজ রঙের মৌমাছিরা মধু খাবে
আর চতুর মানুষকে খাবে কালো-হলুদ বাঘ।

জন্ম- ১৯৩০
শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- অধ্যাপনা
কাব্যগ্রন্থ- ১৬টি

তবু স্বপ্ন তবুও প্রত্যয়

অসীমকৃষ্ণ দত্ত

অগ্রজ নীরেন্দ্রনাথ একদিন বলেছেন—
'আজ না হক তো কাল, না হক তো পরশু আবার
ফুটে উঠবে আলোর সকাল।'
কবিবন্ধু অমিতাভ এই তো সেদিন বললেন—
'আজ নয়, কালও নয়
তবু জেনো একদিন হবে।'
আমিও বলতে চাই, বলতে পারি না।
কার গোপন রোমশ হাত টুঁটি চেপে ধরে
গলায় বিকৃত ধ্বনি ভেঙে যায় আর্ত কলরবে।

রাতের আঁধার সাঁতরে ভোর আসে
জেগে ওঠে দিন,
মরা স্বপ্ন বেঁচে ওঠে, পথে পথে সারাবেলা, ফের
সন্ধে হতে না হতে স্বপ্নগুলো মরে যায়
অন্ধকারে মিশে যায় ক্ষিপ্রপদ সোনার হরিণ।

নিয়মমাফিক—
কাল আসে পরশু আসে
গল্পের রকমফের নাই...
অন্তহীন কালীদহে কলার মান্দাসে ভাসে
আমার লখাই
সাপে-কাটা আমার সন্তান,
বিষণ্ণ বাতাসে ভাসে অনিঃশেষ ভাসানের গান...
শকুনেরা মাতে মহোৎসবে।

তবুও বলতে চাই চুরি করে
প্রিয় কবি বন্ধুদের কথা
(ফুল চন্দন তোমাদের মুখে)
—আজ নয় কাল নয় পরশুও নয়,
একদিন হবে।

জন্ম- ১৯৩০
শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- অবসরপ্রাপ্ত

ঋষিলোক থেকে দূরে

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

প্রণত বিন্ধ্যকে তুমি আদেশ দিয়েছ
অবনত থাকো
সমুদ্রকে বলেছ ফিরে যেতে
যজ্ঞশেষে ব্রাহ্মণকে রুগ্ন গাভী দিয়ে
পুত্র নচিকেতা, তাকে তুমি মৃত্যুকে দিয়েছ।

ঋষিলোক বহির্ভূত অগণ্য অবাধ্য মানুষ
সেখানে তোমার কোনো দন্ডবিধি নেই
তারা জানে মৃত্যুতে কখনো
মধু বহন করে না বাতাস
সিন্ধু কদাপি ক্ষরণ করে না মধু
সমস্ত আদেশ তুচ্ছ করে
অশ্রুবিন্দুগুলি মৃত্যুকে দহন করেছে।

অন্ত্যেষ্টির পরে স্বর্গ ও সন্ন্যাস সমভাবে
মানুষের কাছে তুচ্ছ হতে থাকে।

জন্ম- ১৯৩০ সাল

সব নারী নদীর শরীর

চিত্ত ভট্টাচার্য

কোনো নদী নদী নয়, সব নদী নারীর শরীর।
জানি নাকো কোন জন রাখে তার নাম
তবু দেখি নাম পায় বয়ে যায় কাবেরী যমুনা
হোয়াংহো মিশৌরী নীল নীপার নিষ্টার।
কূলে কূলে অজস্র সংগ্রাম সভ্যতা সূর্যের বিকাশ।

আর কত নারী—হেলেন দ্রৌপদী সীতা শকুন্তলা রাধা বিনোদিনী।
মূর্তিমতী নদীদেরই দেহ। সে দেহের বাঁকে বাঁকে
কত না সুশ্যাম তট ভাঙে ধ্বসে পড়ে হাহাকার।
জড়িয়ে কত না পাকে পাকে রাজত্বের রমনীয় ঘটা!

আবার এদিকে তোমার দেহের মতো
ছিপ্‌ছিপে লাজুক লাজুক ঝির ঝিরে স্নিগ্ধ তনু
একান্ত ঘরোয়া প্রাদেশিক কত নদী
অবিশ্রাম গান গায় ফেঁপে ওঠে ফুলে ওঠে
চড়া পড়ে মরে যায়—অগণন আলোকে আঁধারে।
আর কত ঘর ভরে ওঠে বিচিত্র উৎসবে মনোময় রঙের ঝালরে;
অথবা গুঁড়িয়ে যায় ঝড়ে—ধুলোয় ধুলোয়
একাকার আকাশে আকাশে; সেখানেও তোমার সত্তার
করুণ কান্নার কাত্‌রানি। নারী, তুমি নদীর শরীর।

তোমাদের কোনো নাম নেই—
সতী অসতী কিংবা পাটরানী কিষাণ ঝিয়ারি
জননী জায়াই বলো নাম দিয়ে কখনও কি চেনা যায়
ধরা পড়ে—নিজেরাই নাম নেয় নদী হয়—নদীদের মতো।

কোনো নারী নারী নয়
সব নারী নদীর শরীর।

জন্ম- ১৯৩০
পেশা- চাকুরী

রামশাল ধানের পারা কথাটি

(কবি সুকান্ত-স্মরণে)

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

ইধার উধার ভাইলতে ভাইলতে
চোখ আমার থইকে গেল হে
যাদুঘর ত দেইখলম নাই একটিও!
ভাইবলম সুদখোর কালোবাজারীর
হাড়পাঁজরগুলান দেইখব সিখানে...

ত কবিয়াল বাবুরা মাচা বাঁইধে
সিবার আসর কইরলেন বড় জোর।
আমার বেটার পারা একজনের ফোটোতে
মালা দিলেন...বইললেন বড় কবিয়াল বটে।
ত আইজ্ঞা তখন আমি মাচার বাঁশ বাঁইধেছিলম
একবেলা খুরাকীতে। আর সে দিনকেই শুইনলম...
মজুদদার কালো বাজারীর হাড় পাঁজ
রাইখতে হবেক যাদুঘরে... ঐ কবিয়াল বই লেখে।
বড্ড মনে লিল কথাটি...
এক কাহন রামশাল ধানের পারা কথাটির দাম।
বাবু কবিয়ালের ঐ কথাটো লিলেন নাই কেনেব
যদি লিখেন ত ই দিখাতে
একটি যাদুঘর কইরতে লাইরলেন কেনে?
যদি লিখেন ত আমি চাষী দশরথের চেষ্টা
একবেলা খুরাকীতে ঘরামীর কাজ লিখন কেনে?
যদি লিখেন ত চারিধারে হঁযালের পারা
মজুতদার ঘুরে ভলিছে কেনে?
হঁ তাই তো শেষ ত যাদু ঘরে
তমাসা দিখেই রাইখবেন নাকি?

জন্ম- ১৯৩০
পেশা- শিক্ষকতা

আয়না

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

আমাদের এ বাড়িতে মস্ত একটা আয়না আছে ভেতরের ঘরে।
বাড়ির চেয়েও এই ভেতরের ঘর, আর ঘরের ভেতরে এই আয়না
যেন বহুগুণে গহীন ও একাকী।
রোজই আমি ভেতরের ঘরে গিয়ে আয়নাটিকে সঙ্গ দেব বলে
বহুক্ষণ চুপচাপ থাকি। আর ভাবি, আমাকে বাদ দিয়ে এই আয়নার
বুঝি কেউ নেই। আমি তার একমাত্র প্রেমিক।
আয়নাটা ফেরানো আছে সাদা একটা দেয়ালের দিকে।
যতক্ষণ আমি থাকি ততক্ষণ এই আয়না নীলিমা ও নক্ষত্রের
ভাষা স্পর্শ করে। আমি না থাকলেই যেন দেয়ালের সাদা নিয়ে
তার জেগে থাকা, স্তব্ধ ও সফেদ।

জন্ম- ১৯৩০
পেশা- চাকুরী

যে আলো-না, জ্বলেছিল
সুনীলকুমার নন্দী

হারিয়ে যায়নি, ফিরে আসে
এদেশের বুকচাপা অন্ধকারে কোনো একদিন
যে আলো-না, জ্বলেছিল
অনেক চোখের হয়ে অনেক দূরের কিছু চোখে।

সুফলা মাটির বুক খাক করে ব্যাভিচারী যত অন্ধকার
সরাতে, যাদের চোখে জ্বলে ওঠে আলোর মশাল—
এ বড় অসম যুদ্ধ, হয়তো-বা তাই
প্রতিহত হতে হতে তারা নাকি
বুকচাপা অন্ধকারে অন্ধকার হয়ে মিশে আছে।

তবে ওই শুদ্ধ অগ্নি, আলোর মশাল
একবার জ্বলে যদি, জেনেছি নেভে না—
ফিরে ফিরে আসে যেন অনন্ত শিখায়
অনেক চোখের হয়ে অনেক দূরের কিছু চোখে।

পাথর, পাথর

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

কোনোদিন দেখিনি,
ভরসা ছিল না
তোমার কান্না দেখব....
ভয় ছিল।

সাঁতার পুকুরে
ওয়াটারপোলো-খেলা কিশোরকিশোরী
জানে না—
কত কান্না ভিজে থাকে জলে,
জলের নিচে কান্নার গভীরতা কত।।

যেন ঐ মূর্তি তুমি
ঠোঁট দুটো সেরকমই
জলভেজা হয়ে আছে।

অন্য কাল

কবিতা সিংহ

কাল সমস্ত বিদ্যুৎ ছিঁড়ে গেছে
চাল শেষ
আজ কলের বুক সাঁ সাঁ করছে না
জল অনিশ্চিত

তাই আমি উঠছি
বসে থেকে থেকে   বসে থেকে থেকে
উঠছি!

চলেছি পায়ে পায়ে   পায়ে পায়ে
ছাপ তুলতে তুলতে   বালিতে কাদায়
বিদ্যুৎ পিছোয়   পা এগোয়
জল পিছোয়   তেষ্টা এগোয়
এভাবেই আমার দেহ থেকে খসতে থাকে
অহমিকা।
পেশির ভিতরে ভেতরে জমে থাকা নীল
বদরক্ত

প্রবাহিত হতে থাকে
পাকস্থলীর একদেয়াল ঘষা যায় অন্য দেয়ালে
খিদে পায়

আমি আলস্যের দিকে মুখ না রেখে
প্রতিবাদ হয়ে উঠি।

জন্ম- ১৯৩১, বাংলাদেশ
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)

কপাল

বটকৃষ্ণ দে

শুনেছি, কপালে সব হয়
যা-যা হয়, আর, যা-যা হয় না
সবই পূর্ব-নির্ধারিত রেখার লিখনে,
যা কিছু ঘটছে এই ইহলোকে কিংবা পারলৌকিক জীবনে।
সবই জেনো কপালের গুনে কিংবা দোষে
এই যে আমি আমি আর আপনি যে আপনি এরা কি কপাল নয়!
দেখেছি, কপালে থাকলে
কর্কশ ক্যাক্টাসেও ফুল আসে বারো বছরের আগে
কপালে না হ'লে
সন্ধ্যামালতীও ফুটতে চায় না সন্ধ্যাবেলা লনের বাগানে!
আমাদের সবার কপাল খুব ভালো ছিল, তাই
বীরভূমের আকাশে সেদিন ভৈরব হরষে বর্ষা এসেছিল
তার ফলে আমরা সবাই
গীতবিতানের বর্ষার গানগুলি শুনতে পেয়েছিলাম
এতো নিত্য দেখা সত্য কপালে ফললে তবে, মানুষের
ঘর হয়, বাড়ি-গাড়ি হয়, নারী আসে
প্রেমের জোয়ারে পুরো ঘর-বাড়ি ভাসে সংসার ফলন্ত হয়।
কপাল পুড়লে তেমনি
প্রেমিকা পালায়, কারো কারো স্ত্রী আসে।

দর্পণ, বয়স বাড়ছে
যুগান্তর চক্রবর্তী

দর্পণ, বয়স বাড়ছে, প্রতিবিম্ব কিছু ধরছো না।
না প্রেম, না পরিণতি, আত্মা কিংবা আত্মমগ্ন পাপ,
স্মৃতি শুধু ঝুলি ভরছে পোকা-কাটা গ্রুপ-ফটোগ্রাফ,
প্রাচীন তোরঙ্গে কিছু ছিন্নপত্রে, উর্ণাজাল বোনা
কিছু আত্মপ্রতিকৃতি। তুমি তারই নির্বিরোধী কোণা
খুপচি জুড়ে বড় তৃপ্ত, কানাচক্ষু লণ্ঠনের তাপ
প্রণয়ী পোকার দৃশ্যে শাদা দেয়ালের পরিমাপ
যতটুকু ধরে, তুমি তারই চিত্রে অর্পিত। দেখছো না—
দর্পণ, বয়স বাড়ছে, শরীর ধরছে না, রুক্ষ মুখ
চায় লক্ষ কোটি সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রের জটিলতা,
হাড়ের কাঠামো চায় প্রতিমার রক্ত-মাংস, কথা
খোঁজে সর্বাঙ্গের ব্যবহার, তুমি কবে চূর্ণ বুক
পেতে তার রূপ ধরবে, কবে তুমি বিশাল নগ্নতা
নিয়ে হবে শুদ্ধ, মুছবে প্রত্যহের আয়ুর অসুখ।।

জন্ম- ১৯৩২

ব্যক্তিগত

শোভন সোম

আমি আছি নিজ বৃত্তে
সুখীজন যথা হিসাব মাফিক দৈনন্দিন কৃত্যে।

বাগাড়ম্বরে পাথর ফাটে না, ফলে না খিদের অন্ন
ভক্তেরা তবু হাততালি দেয়, ধন্য ধন্য ধন্য।

সংগ্রাম যার তারই সংগ্রাম, স্বেদ যার তারই স্বেদ
মানুষে মানুষে নিপুণ যত্নে গড়ে তোলা ভেদাভেদ।

এই যন্ত্রের অংশ আমিও যন্ত্রেই অস্তিত্ব
যন্ত্র টেনেছে সুখী জীবনের হিসাববদ্ধ বৃত্ত।

তঞ্চকতার মঞ্চে আসীন ভদ্রলোকের বৃত্তি
এই জীবনের চরম লক্ষ্য, জীবনের পরিতৃপ্তি!

জন্ম- ১৯৩২
পেশা- অধ্যাপনা

মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়

শঙ্খ ঘোষ

ঘরে ফিরে মনে হয় বড়ো বেশি কথা বলা হলো?
চতুরতা, ক্লান্ত লাগে খুব?

মনে হয় ফিরে এসে স্নান করে ধূপ জ্বেলে চুপ করে নীলকুঠুরিতে
বসে থাকি?

মনে হয় পিশাচ পোশাক খুলে পরে নিই
মানব শরীর একবার?

দ্রাবিত সময় ঘরে বয়ে আনে জলীয়তা, তার
ভেসে ওঠা ভেলা জুড়ে অনন্তশয়ন লাগে ভালো?

যদি তাই লাগে তবে ফিরে এসো। চতুরতা, যাও।
কী-বা আসে যায়

লোকে বলবে মূর্খ বড়ো, লোকে বলবে সামাজিক নয়!

জন্ম-১৯৩১, কলকাতা
পেশা-অধ্যাপনা
কাব্যগ্রন্থ-১৪টি

নাগরিকতা

আলোক সরকার

ঘটনালব্ধ নাগরিকতা
তা
প্রাপ্তি আর অপ্রাপ্তির
হিসেবনিকেশে যত অভিনিবেশী
তত নিয়মতান্ত্রিক সৌরভূমি
মৌমাছি আর ধ্যানরত
ছায়াসন্ন্যাসীকে একসমতায়
মোহাবিষ্ট করা না করাকে
অবধারিত রেখে।
আমরা এখনও এই প্রজ্ঞায়
আস্থাবান—যা কিছু
নির্দেশক, অনতিক্রম নির্দেশক,
তার রক্তমাংস
যে ভাবে বীজের ধারাবাহিকতার
ক্রমবিবর্তন, সেইরকম
সহাস্য ধূলিকণা
গুরুতর স্থপতিবিদ্যার
পরিশ্রম যে উত্তুঙ্গ চূড়া রচনা করেছে
তার সখ্যের অনভিলাষ, তার অভ্যন্তরও
তার কোনও সচরাচর নয়।

জন্ম- ১৯৩৩
শিক্ষা- এম.এ
পেশা- অধ্যাপনা (অবসরপ্রাপ্ত)

ইতিহাস

আনন্দ বাগচী

নখের আয়নায় জ্বলছে নগ্নবুক আশ্বিনের ভাড়াবাড়ি
কুয়াশায় ভ্রষ্টা নদী রাজধানীর নষ্ট চাঁদ দেখ
কোটি কয় হৃদ্‌পিণ্ড লক্ষ কয় আঁধার মগজ
        শুয়ে আছে ক্যালেণ্ডারে, পঞ্জিকায়
        অন্ধকার পালঙ্কে, সঙ্গমে,
সংলাপে সমুদ্র দুলছে, চলে যাচ্ছে ইতিহাস

জন্ম- ১৯৩৩
পেশা- অধ্যাপনা

একটি কথার মৃত্যুবার্ষিকীতে

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

তুমি যে বলেছিলে গোধূলি হলে
সহজ হবে তুমি আমার মতো,
নৌকো হবে সব পথের কাঁটা,
কীর্তিনাশা পথে নমিতা নদী!
গোধূলি হলো।

তুমি যে বলেছিলে রাত্রি হলে
মুখোশ খুলে দেবে বিভোর বিভা
অহংকার ভুলে অরুন্ধতী
বশিষ্ঠের কোলে মূর্ছা যাবে!
রাত্রি হলো।।

জন্ম- ১৯৩৩
শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ৯টি

বাংলাভাষা : ১৬.১২.১৯৭১

উত্তর বসু

বুকের রক্তে উজান বেয়ে ঘরে এলাম একাত্তরে
বাহান্নতে যাত্রা শুরু কেউ ভাসেনি এমন করে
ভা'য়ের জন্যে মায়ের জন্যে   গানের জন্যে মানের জন্যে
খুশির শাপ্‌লা খালে বিলে নেচে উঠল থরে থরে
বুকে শোকের পাষাণ চাপা, আসান হবে কী মন্তরে!

নারীর লজ্জা ছিন্নভিন্ন, বুকের যাদু রক্তে মেলা,
ঘরের চালে আগুন জ্বলে ভীতত্রস্ত দৃষ্টি ফেলা
ভয়ঙ্করের খরস্রোতে   দেখেছিলাম ওপার হতে
তোমার কোলে শ্মশান, বুকে পাষাণ চাপা অবহেলা
মানবতার কণ্ঠ দাঁতে কামড়ে পশু করছে খেলা।

কোন ঘরে তোর পা দেব মা, সব ঘরেতে নেভা পিদিম
এখন তুমি মুক্ত কিন্তু মূল্য দিলে অপরিসীম
সব উঠোনেই উথালপাতাল   কান্নাভরা আকাশপাতাল
অন্ধ, ভীষণ অন্ধকার এ, কবর খুঁড়ে তুলিস নে লাশ
চক্ষে আমার তৃষ্ণা, আমার বক্ষ জুড়ে রক্তপলাশ।

তুমিই পারো, অসাধ্য সেই ডাকের তুমি অধিকারী
এমনি করে ডাক দিয়েছ এক একুশে ফেবরুয়ারি
ক্ষেত-খামারে পথে ঘাটে   খানা-ডোবায় নদী-মাঠে
লক্ষ ছেলে বক্ষ পেতে দাঁড়িয়েছিল সারিসারি
বিশটা বছর সেই ডাকেরই প্রতিধ্বনি, ভুলতে পারি?

আবার তুমি জাগিয়ে তোল মন্ত্রমুগ্ধ প্রাণের খেলা
নদীর জলে লহর, ক্ষেতে সোনার মত ধানের মেলা
তিরিশ লক্ষ ছেলের শোকে পাগল হতে দিসনে তোকে
ধনধান্য পুষ্পভরা ভাসুক আবার গানের ভেলা
আমরা সে গান বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিয়ে করব খেলা।

কক্সবাজারে সন্ধ্যা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

চাকমার পাহাড়ি বস্তি, বুদ্ধমন্দিরের চূড়া ছুঁয়ে
ডাকহরকরা চাঁদ মেঘের পল্লীর ঘরে ঘরে
শুভেচ্ছা জানাতে যায়, কেঁদে ফেরে ঘণ্টার রোদন
চারদিকে। বাঁশের ঘরে ফালা ফালা দোচোয়ানি চাঁদ—
পূর্ণিমার বৌদ্ধ চাঁদ, চাকমার মুখশ্রীমাখা চাঁদ!

নতুন নির্মিত বাড়ি সমুদ্রের জলে ঝুঁকে আছে।
প্রতিষ্ঠাবেষ্টিত ঝাউ, কাজুবাদামের গাছ, বালু
গোটাদিন তেতেপুড়ে, শীতলে নিষ্ক্রান্ত হবে বলে
বাতাসের ভিক্ষাপ্রার্থী! জল সরে গেছে বহুদূর।
নীলাভ মসলিন নিয়ে বহুদূরে বঙ্গোপসাগর
আজ, এই সন্ধ্যাবেলা।

ব্ল্যাকডগ মধ্যিখানে নিয়ে দুই কবির কৈশোর
দুটি রাঙা পদছাপ মেলোনোর তদবিরে ব্যাকুল--
ব্যর্থ আলোচনা করে, গানের সুড়ঙ্গে ঢুকে প'ড়ে,
স্বর্ণাক্ষর বর্ণমালা নিয়ে লোফালুফি করে তীরে!
রূপচাঁদা জালে পড়ে, খোলামকুচির মতো খেদ
রঙিন কাঁকড়ার স্তূপ সংঘ ভেঙে ছড়ায় মাদুরে
একা একা। উপকূলে।

বুদ্ধপূর্ণিমার চাঁদ কক্সবাজারের কনে-দেখা-
আলোয় বিভ্রান্ত আজ। অধিকন্তু, ভরসন্ধেবেলা!

জন্ম- ১৯৩৩, বর্ধমান
শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা

হাত ধরো, ক্লান্ত অবিনাশ

কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়

ঢেরদিন বাঁচা হয়েছে বলে
নাঙ্গা সন্ন্যাসী হতে চাই না আমি,
দেহের ঘেমো খোলস খুলে
বিশুদ্ধ আত্মার আত্মরতিতে
নিমগ্ন হতেও চাই না আর।
বন্দুকের নলের সামনে
এখনও রঙিন প্রজাপতি,
ভাঙা বাড়ির বিধ্বস্ত কার্ণিশে
এখনও ব্যস্ত চড়ুই,
জলপাই ঘাসের দেশে
কান্নার বিপুল ঢল, বিদীর্ণ স্বদেশ
জল দাও, জল।
রয়ে গেছে আয়োজন শব্দের বিস্তার
দামোদর, মেঘনার, তিস্তার
হা-হা হাসে মাতাল হাওয়ার চিৎকার।
অনেক, অনেক মূঢ় যুদ্ধের শেষে, ভিন্ন কুরুক্ষেত্র
অন্তিম লড়াই—
আলস্যের জলে ভাসে কবন্ধ আত্মার লাশ।
ওঠো, হাত ধরো, ক্লান্ত অবিনাশ।

জন্ম- ১৯৩৩

চৈত্র-বৈশাখের ঢপকীর্তন

পরমেশ মজুমদার

চৈত্র-বৈশাখ, বাজা রে জয়ঢাক, বাজা ঃ
এখন মাঠে-ঘাটে কে কার মাথা কাটে—রাজা?
রাজা তো কোথাও নেই হে, রাণীরাও বাঁজা;
তামাম প্রজাকুল মারছে বাসি গুলগাঁজা।

ক্রমে তা বেড়ে যায়, জাহান্নামে যায় দেশ ঃ
চৈত্র-বৈশাখ, তোরাই কাছে থাক, শেষ
প্রহরে ঘন্টার ধ্বনির মতো তার রেশ
ছড়িয়ে দে আগুনে বলুক লোকে শুনে, বেশ!

যদিও পথে ঘাটে প্রজারা বুকে হাঁটে—সাজা?
সাজা তো পেতে হবে, মেতেছে উৎসবে রাজা ঃ
বাজা রে জয়ঢাক, চৈত্র-বৈশাখ, বাজা
দুঃখশোক ছুঁড়ে—এদেশ রোদে পুড়ে ঝাঁ-ঝাঁ!

তবুও জ্বালাময় যে-শোক মালা হয়, তা-কি
গলায় পরেছিস?...তাহ'লে এই বিষটা কী,
এই যে না-পাওয়ার তীব্র হাহাকার মাখি
ধুলোর ঘূর্ণিতে—ঝড়েরই সুর দিতে নাকি?
নাকি তা ঝুঁটি ধ'রে জীবনই দ্যায় জোরে ঝাঁকি!

জন্ম- ১৯৩৩

তুমি এলে

পূর্ণেন্দু পত্রী

তুমি এলে সূর্যোদয় হয়।
পাখি জাগে সমুদ্রের ঘাটে
গন্ধের বাসরঘর জেগে ওঠে উদাসীন ঘাসের প্রান্তরে
হাড়ের শুষ্কতা, ভাঙা হাটে।

তুমি এলে চাঁদ ওঠে চোখে
সুস্বাদু ফলের মত পেকে পরিপূর্ণ হয়
ইচ্ছা, প্রলোভন,
ঘরের দেয়াল ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ে দূর
ভ্রমণের বন।

তুমি এলে মেঘ বৃষ্টি সবই মূল্যবান।
আমাদের কাঠের চেয়ার
যেদিকে শহর নেই, শ্রাবণের মেঘমল্লার
মাতাল নৌকোর মত ভেসে যায় ভবিষ্যৎহীন।
পৃথিবী পুরনো হয়
পৃথিবীর ছাইগাদা, ছন্নছাড়া দৃশ্যের বিভূঁয়ে
শতাব্দীর শোক-তাপ জ্বলা-জ্বালা-ছুঁয়ে
রয়ে যাই আমরা নবীন।

জন্ম- ১৯৩৩, কলকাতা

সোনার হরিণ

শ্যামসুন্দর দে

সারাদিন, সারাদিন হয়রান সোনার সন্ধানে
সারাদিন ফিকফিকে মৃত আবর্জনা মাখা নর্দমায়
জঞ্জালের গন্ধে আর পাঁকে সোনা খোঁজে ওরা।
কী প্রখর চোখের সন্ধান
যেন প্রতি ধুলোর কণায় আছে সোনার ঠিকানা।
গয়নার দোকানের সামনে নর্দমায়
হাপিত্যেস হন্যে নোংরা জমে। ওরা তাই সারাদিন
রোদবৃষ্টি শীতে ঝড়ে ঋতুতে ঋতুতে সারাদিন
অনিশ্চিত আশায় আশায় স্বর্ণ পিপাসায়
ধনুকের মতো পিঠে...নালি ঝাঁঝরির মুখে মুখ
গায়ে পাক কলঙ্ক কর্দমে
ঝুড়ির ভিতরে জল ফেলে জল ছাঁকে যদি ওঠে তিলোত্তমা স্বর্ণ রেণুরাশি
তিলে তিলে গুঁড়োগুড়ো স্বপ্ন দিয়ে গড়া
লোভী আর চকচকে সোনার পাহাড়!
সারাদিন সারাদিন পাঁক ধুলো ময়লা লাগা উদোম শরীরে
সোনায় কামনা জ্বেলে রৌদ্রকেই করে অবহেলা।
ওখানে কখন নীল আকাশের সূর্যাস্তে বিশাল
সোনার সমুদ্রে ঢেউ দেয় ব্যাপ্ত সান্ধ্য সীমানায়
কখন সূর্যের কাজ শেষ করে স্বর্ণ কারিগর
সমস্ত দিগন্ত জুড়ে নেমে যায় পাটে।
রাত্রে ওঠে হলুদ সোনালী মস্ত চাঁদ রাতের নীলিমা ভরা সোনার থালায়
নাচে যেন সোনার হরিণ মুগ্ধ ছন্দে স্বাভাবিক।
ওরা এখনো জানে না—
আকালে আকালে মাঠে রৌদ্রে জ্যোৎস্নায়
জীবনে সংগ্রামে যারা রক্ত জমা দেয়
তাদেরই রয়েছে অধিকারে বিশ্ব পৃথিবীর যত সোনামাটি সোনা।

চিঠি

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

সিন্ধু সভ্যতার মত চিঠি তুমি পুরাতন হয়ে গেছ কত...
ঠাঠা রোদ্দুরের মধ্যে মফঃস্বলী কিশোরের অপেক্ষার চোখ
কখন হারিয়ে গেছে
এস টি ডি আই এস ডি বুথে
এমনকি পি সি ও-র কাচের ওধারে
কথা বিনিময় হয়
মোড়ে মোড়ে ফ্যাক্সের কিওস্কে দাঁড়িয়ে
কী দ্রুত সিদ্ধান্ত সমাপন
নীলখাম ছবি আঁকা পাতা
ভাঙাচোরা হৃদয়ের ভুল বানানেরা
আর কোনোদিন তুমি মধ্যবিত্ত মধ্যরাতে জানালার ধারে
আমাকে বসিয়ে রেখে
ঘুমশব্দ কুচি কুচি করে
পারবে কি হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে...

সিন্ধুসভ্যতার মত চিঠি তুমি পুরাতন হয়ে গেছ কত...

জন্ম- ১৯৩৪
পেশা- অধ্যাপক

কবিতার জন্ম

কবিরুল ইসলাম

যে-কলমে আমি রোজ বাজারের ফর্দ লিখি
ধোপার হিশেব
কোন্‌টা ইস্তিরি হবে, কোন্‌টা-বা ধোলাই
টানি মাস কাবারের জের
ঘোড়ার চালের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে
বাজারে ধারদেনা।

কী আশ্চর্য, ক্বচিৎ কখনও সেই একই কলমের মুখে
ফুটে ওঠে একটি কবিতা
যে-রকম জলের গভীর থেকে মায়াবী বঁড়শিতে
মাছ উঠে আসে

একই কলমের মুখ ঝলসে ওঠে প্রিয় চুম্বনে।।

বারো নম্বর বাড়ি

রবীন সুর

প্রাচীন দুর্গের মতন পুরনো বাড়িটা তখন
হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় গা-ছমছম, ভুতুড়ে।
রাশভারি স্বভাবের বাবা অর্থাৎ
শাসন, প্রহার, দাপট কিন্তু শক্তি ও সাহস:
বিলটুদের কাছে এখন যেমন অরণদেব।

বারান্দার দক্ষিণে নারকোলগাছের ঝাটাপটি,
বাদুড়ের ডানা ঝটপটানো সজিনার ছায়াশরীর,
যজ্ঞিডুমুর পাতায় খসখস শব্দ
জেটির ক্রেন, চটকলের বাঁশি, ইমামবাড়ির ঘড়ি,
নদী পেরিয়ে জুবিলি ব্রিজের আড়াআড়ি
মালগাড়ির টানা গুমরানি—
লোকোশেডে ইঞ্জিনের একটানা শিস
আর দূর ব্যাণ্ডেলচার্চের গম্ভীর ঘন্টায় রাত যতো গভীর
আমরা লেপমুড়ি আরামে ঘুমে কাদা হ্তে হতে বুঝতুম
বাবা একা একা বারান্দায় পায়চারি করে
ভালি গলায় গুনগুন করছেন ঃ
দূরপাল্লার মেলট্রেন চলে যাওয়ার পর যেমন
ঘুমন্ত ঘরের জানালার শার্সি কাঁপে সেইরকম কাঁপানো শব্দ

চৌকাঠ

কুশল মিত্র

দরজা খোলার আগে আমি বুঝতে পারিনি
সেদিন তুমিই একটা লাল গোলাপ হাতে দাঁড়িয়েছিলে,
আর দরজা খোলার আগে
কী করেই বা বুঝবো—চৌকাঠে গোধূলির রাঙা পদধ্বনি
যে তোমারই ছিল

সেদিন এত বড় ডুবন্ত সূর্যের গোধূলি আকাশটাকেই বা তুমি
কী করে যে আমার ছোট্ট ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলে

সে সব বোঝবার সময় দিয়ে তুমি সেদিন আসনি।
তুমি শুধু একটা দুরন্ত ভঙ্গিমায় সেই গোলাপটার রূপ নিয়ে
বাইরেই দাঁড়িয়েছিলে।
কতক্ষণ? মনে নেই,—আমি তোমাকে
ঘরের ভিতরে ডাকবো
ভাবতে ভাবতেই কখন অন্ধকার হয়ে গেল

আর, আজ এতদিন পরে আমার মনেও নেই
তারপরেও তোমাকে আমি ঘরে ঢুকতে
ডেকেছিলাম কি না

আজ মনে হয়
ঘরের ভিতরের সেই গোধূলির রক্তাক্ত রঙ
আর দুয়ারের বাইরেই ঘন ঘন নিঃশ্বাসের মত
সেই গোলাপেব গোপন প্রেমের গন্ধ—
ঠিক এই দুয়ের মাঝখানে আমি
সারাটা জীবন শুধু সেই চৌকাঠ ধরে যেন দাঁড়িয়ে আছি

মুকুট

বিনয় মজুমদার

এখন পাকুড় গাছে সম্পূর্ণ নূতন পাতা, তার সঙ্গে বিবাহিত এই
বটগাছে লাল লাল ফল ফলে আছে।
চারিদিকে চিরকাল আকাশ থাকার কথা, আছে কিনা আমি দেখে নিই।
অনেক শালিক পাখি আসে রোজ এই গাছে, বটফলগুলি
তারা খুটে খুটে খায় বসন্তের হাওয়া বয়, শালিকের ডাক
এবং পাতার শব্দ মিশে একাকার হয়ে চারিদিকে ভাসে।
এখন অনেক মেঘ সোনালি রূপালি কালো আকাশে আকাশে।
একটি মুকুট সেই পাকুড় গাছের নীচে শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মদের ফেনার মতো সাদা সাদা দাঁত আমি অনেক দেখেছি।
জেনেছি আগুন যত দূরেই হোক না কেন তাকে দেখা যায়।
মুকুরের বুকে ঠাই পেতে হলে সরাসরি সম্মুখেই চলে যেতে হয়
পিছনে বা পাশে নয়; গ্রন্থ ছন্দোবদ্ধ হলে তবে আপনিই মনে থাকে
মৃত্যু অবধিই থাকে; মানুষ সমুদ্রকেই বেশি ভালোবাসে
তবে সবচেয়ে বেশি ভয়ও করে যায়।
সকল মুকুট ঘিরে এইসব চিরসত্য চিরকাল উড়ে উড়ে যায়।

জন্ম- ১৯৩৪

পেশা- সাংবাদিকতা

নিজের আড়ালে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে
মানুষ দেখে না
সে খোঁজে ভ্রমর কিংবা
দিগন্তের মেঘের সংসার
আবার বিরক্ত হয়
কতকাল দেখে না আকাশ
কতকাল নদী বা ঝর্ণায় আর
দেখে না নিজের মুখ
আবর্জনা, আসবাবে বন্দী হয়ে যায়
সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে

রমণীর কাছে গিয়ে
বারবার হয়েছে কাঙাল
যেমন বাতাসে থাকে সুগন্ধের ঋণ
বহু বছরের স্মৃতি আবার কখন মুছে যায়
অসম্ভব অভিমানে খুন করে পরমা নারীকে
অথবা সে অস্ত্র তোলে নিজেরই বুকের দিকে
ঠিক যেন জন্মান্ধ তখন
সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে।

স্থাবর অবয়বে

রবীন্দ্র গুহ

মাথা থেকে পা পর্যন্ত, পা থেকে মাথা পর্যন্ত শুধুই স্বপ্নের যাদুবিন্দু.
বুক থেকে বুকের ভিতরে চক্ষু থেকে চক্ষুর ভিতর, আর হ্যাঁ
শব্দহীন শব্দের ভিতর, উড়োজাহাজ,
আকাঙ্ক্ষার সর্বোচ্চ অলিন্দে দাঁড়িয়ে ইচ্ছা ও গল্পের মানুষ হাত নাড়ে।

উহাদের চমকপ্রদ দুর্দান্ত পোষাক, ঘামগন্ধহীন বুক.
রচিত ঠোঁট। শূন্যে শব্দে উড়িয়ে ধুলা-মানুষেরা
শান্ত প্রিয় কণ্ঠে বলে ঃ দাঁড়াও,
আমাদের নিয়ে চলো চরাচরের ছড়ানো রোদ্দুরে!

এখানে বিছানায় হিমঠাণ্ডা স্মৃতি
এখানে উদ্ভিদ গজাবে না
না, রক্ত শুদ্ধিও না
আমাদের সুঠাম স্বাস্থ্য রম্য আগাগোড়া একথা কি করে বলা যায়?
নেই-এর পর্যায়ে আছে আরো বহুকিছু
অরণ্য শীর্ষে চাঁদ, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, ফসলের ক্ষেতে কোমরে ঘুন্‌শিবাঁধা
শিশু।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত, পা থেকে মাথা পর্যন্ত শুধুই স্বপ্নের যাদুবিন্দু
আংশিক ছবির মত ছায়া
দিন মাস যাবৎ বৎসর ধরে উঠে আসে অক্ষয় স্মৃতি
উপলব্ধিতে ছড়ায় আগুন, পা থেকে মাথা পর্যন্ত মাথা থেকে পা পর্যন্ত।

স্বদেশ

অমিতাভ দাশগুপ্ত

টুঁটি ছিঁড়ে কিছু রক্ত ঢেলেছি করবীর মূলে।
ভুল হয়েছিল?
ছুটে চলে গেছি পাহাড়তলির নীল ইস্কুলে।
ভুল হয়েছিল?
মেঘ একটানে কালো টুপি খুলে হঠাৎ যেখানে
অবাধ ঝর্ণা,
ধর্মঘটের মত বোল্ডারে আছাড়ি-পিছাড়ি
ক্ষ্যাপাটে জোয়ার,
স্যাংচুয়ারির সবুজ গহনে হাতির খেদায়
অনিদ্র রাত,
এ-মুড়ো ও-মুড়ো উত্তর থেকে দক্ষিণে ফেরা—
ভুল হয়েছিল?

ভিখারী বালক স্বপ্নে পেয়েছে একথালা যুঁই।
তাড়িত স্বপ্নে
মায়ের বুকের দুধের মতন ফিনিকে ফিনিকে
ধানের বন্যা।
তিনখানা ইটে পাতা উনুনের আঁচে ফুটপাতে
গাঁওছুট্ বুড়ি
স্বপ্নে দেখছে দেশের ভিটায় লোক ঝমঝম
ভরা সংসার!
শহরে রক্ত কারবাইডের জ্বালায় ক্ষিপ্ত,
হা রে যৌবন,
এইসব কিছু মিলিয়ে আমার স্বদেশ
আমার রক্ত মাংস,
ভালোবেসে-বেসে চোখ চলে যায়—ভালোবাসা
সে কি ভুল হয়েছিল?

মুখাগ্নি

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

এসো এসো, কতদিন আসোনি বলতো।
আলিঙ্গননির্ণীত বাহু কতদিন ব্যাহত নীরব!
আজও ফুল চিনতে হচ্ছে না ভুল, কোন মেঘে জল হবে
ঠিক বুঝতে পারি, শব্দকেও কি অবলীলায়
এতদিন বুঝিয়েছি তা, এখন
বাইরে রোদ্দুর, কিন্তু তার তাপ আর
বোঝাতে পারছেনা আমাকে এটা কোন মানুষের ঋতু!

তুমি নেই, তাই আকাশও এখন নয়
সে-রকম বাহবা-সুনীল, স্তব্ধ সকলেই আজ!
এত কাছে এসেও এখন যদি ফিরে যাও
কবিতাই হাড় মাংসে জ্বলে উঠে আমাকে পোড়াবে!
আমার শ্মশান আমি রেখেছি শনাক্ত করে বহুদিন আগে
এসো, কাছে এসে আরো একবার এ বাহুকে
ব্যবহার শেখাও! তুমি নারী নও ভাষা নও এমনকি সন্তানও নও
তবু তোমারই ডানহাত জানি আগুন পৌঁছে দেবে
আমার অরব শব ঠোঁটে।

তুমি

মতি মুখোপাধ্যায়

তুমি তো কিছুই নাও না, ফিরিয়ে দাও
ফিরিয়ে দাও অক্ষত দেহের
সেইসব কড়ি ও ঝিনুক
আর বালি রাশি রাশি
সবই তো দাও ফিরিয়ে, দিয়েছো এতদিন
যা হয়তো নিয়েছিলে
কোনো এক মুহূর্তের নিষ্ঠুরতায়।
তুমি তো কিছুই নাও না, ফিরিয়ে দাও
যে কথা শুনে এসেছি এতকাল
লোকমুখে, জনশ্রুতিতে
যদি তাই, তবে কি ফিরিয়ে দেবে
তুমি কি ফিরিয়ে দিতে পারো
সেই তিরিশ বছর আগেকার আমি
সেই উজ্জ্বল মোহর?

জন্ম- ১৯৩৫

মানুষের জন্য অভয়ারণ্য

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এস ঘাস বুনি ঘন করে গাছ পুঁতি
কারখানা ইমারত পুড়িয়ে বিভূতি
ছড়িয়ে ভরিয়ে দিই ক্ষেতে ঘন সার
বনবাসে ফিরে যাই না হয় আবার

কার্বনশোষণ কিংবা ভূমিক্ষয়রোধ .
এরও চেয়ে জীবনের বেশি প্রয়োজন
স্মৃতিময় মূল্য আর অস্তিত্বের বোধ
বৃক্ষের বীজনে নিত্য হৃদয় শোধন

মানুষের চেয়ে কেউ বেশি বন্য নয়
অথচ সে-মানুষের জন্য নেই বন
মানুষেই মানুষের গাঢ়তম ভয়
অক্লেশে মনের মতো একান্ত আপন
প্রেয়সীকে করেছে সে তিলে তিলে ক্ষয়
এবং হয়েছে শেষে হায়েনা বা মেষ

বিপন্ন এ মানুষের জন্য এস তাই
অভয়ারণ্য গড়ে নিজেকে বাঁচাই

কণিষ্ক

মানস রায়চৌধুরী

নির্মলকে বললাম, ও নির্মল ঘর করবে?
আমার ভিতরে ঘর করো।
নির্মল তো নিরুত্তাপ গলায় বলেছেঃ
ঘর নয় ভিতরকে চাই।
সত্যিই তো ভিতরের মধ্যে আছে ভিতর ও বাহির
তোমাকে চাই কি বলে আকাশকে চাই না?
৭৪৭ ঘূর্ণী বিমানের পাখা থেকে ঠিকরে পড়ে
ঘরের টালির অগ্নিশিখা
পুড়তে পুড়তে নিজে বলি, আমাকে জ্বালাও, জ্বলতে দাও!

নির্মলকে বললালম ঃ ঘর করবে ঘর ভাঙবে বলে?
নিজের কাঁধেই নিজে হাত রেখে বলেছে নির্মল,
"যার জন্যে ঘর সে তো ঘরের বাইরে থেকে
এত অবিরল
ঘরে কেন আসবে সে? প্লুত গ্রীত এবং তন্মাত্র
আমার ভিতর ঘর সুখের বাতাসে উড়ে যায়।"

জন্ম- ১৯৩৫

এটুকুই এ-মুহূর্ত

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

ঘুরিয়ে দিলেই ফের কেউ উজানে ফেরে না
তবু ফিরি দো-চালার ভূতুড়ে ছায়ায়, বুকের ভেতর
বাজে হাওয়া ধানক্ষেত, মজে যাওয়া খাল

সমস্তই উজানের শোক, গল্প-গাথা, প্রত্নতত্ত্বে
বাদামী প্রকৃতি-প্রকৃতির লতায়-পাতায়
ফোঁটা ফোঁটা মৃত্যু জমে, নামে শীত রেখাভর্তি
আমার নিজের মুখ, প্রেমিকার নিটোল গলায়
রেখা জ্বলে, পুড়ে যায় শব্দের নরম তালি, ছিন্নভিন্ন

ভালবাসা; বহুদূর হেঁটে শেষে সমুদ্র-বেলায়
সেই শূন্যে? পায়ের দুপাশে হাঁটে, উঠে আসে
রোদ-পোহানোর ছলে সার বেঁধে কাঁকড়া আর নুন

সমুদ্র পালাতে চায় সময়ের কাঁধে চড়ে একা, রণপায়ের
যন্ত্রে ছোটে, কোনারক গেলে দেখবে ছেড়ে গ্যাছে
কালো সিঁড়ি মন্দিরের, চলে গেছে, নারকেল গাছের চারা
ফেলে রেখে এভাবেই চলে যায় জল...

ফেরা নেই, আসলে যাওয়াও নেই কোনোদিকে,
আছি-এটুকুই এ-মুহূর্তে-দাসখৎ
অর্থাৎ জীবন।

জন্ম- ১৯৩৫, কলকাতা
শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)

শুধু তুমি রবীন্দ্রনাথ

অমল গুহ

যদি কোন ছবি আমাকে বেছে নিতে হয়
তবে ঝড়ের ছবিই আমি পছন্দ করব
যদি কোন ফুল নিয়ে দ্বিধা সংশয় হয়
তবে রক্ত গোলাপ দিয়েই ডালা ভরব।
কুয়াশা ভরা আঁধার পথে হোঁচট খেলে
পাশের লোকটি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলে
তুমি মলে।
তার চেয়ে সমুদ্রের কাছে যাও
অনন্ত জলরাশি তোমাকে নিয়ে লোফালুফি করবে
অসীম দিগন্তে আকাশের দিকে তাকাও
মানসিক উচ্চতা তোমার মানবিক ইমারত গড়বে।
যদি কোন পথ চিনে নিতে হয়, উঁচু নীচু আঁকাবাঁকা
তবে কর্দমাক্ত গ্রাম্য পথ, অথবা লাল মাটির কাঁকর-পাকা
যদি কোন জীবনাদর্শ হাতছানি দেয় দূরাগত-বজ্রপাত
সে আর কেউ নয় শুধু তুমি রবীন্দ্রনাথ।

পেশা- অবসরপ্রাপ্ত বিচারক

তাঁতি, কবি ও সর্ষেফুল

সুখেন্দু মল্লিক

খাসা তো খাচ্ছিলি দুখানি তাঁত বুনে
একটি ভাগ্য ও দ্বিতীয় পুরুষকার
খামোকা কি যে হলো উতলা ফাল্গুনে
বাপের তাঁত বেচে কিনলি জোড়া ষাঁড়!

ধরবে বুঝি হাল বিধাতা ও জমির
সুতোর টানা পোড়েন—মাইরি হবে শেষ:
হায়রে তাঁতি, শাড়ি, গরীব ও ধনীর
নক্সা পাড়ে রঙে আঁচলে হতো সরেস।

কেউ তো কিনতোই কেউতো পরতোই
কেউতো বলতোই কইন্যা মোর তরে
বাহবা দিতো কতো কবির পদ্যই—
বলতো বোকা তাঁতি চাষে তা সাধ্যরে!

তাঁতি কি শোনে কথা ভাবে সে কিসে নত?
যেমন তাঁত বুনি ফসলও বুনবো রে
দেখবে ট্যারাচোখে তিনপুরুষে শ্যালা যত
আমার খেত জুড়ে সর্ষে ফুল ওড়ে!

প্রার্থনা

নীরেন্দু হাজরা

তোমার অসুখ যতো—হে যুবক আমার বুকের
তোরণে সাজিয়ে রাখো। মুছে যাক ভীতির সর্পিল
আহ্বান। ভালো হোক, সেরে যাক শুদ্ধ দুটি হাত
যে হাতে নিয়েছ তুলে অজান্তে, শাম্বের অভিশাপ
বিষক্রিয়া রক্তের ভিতরে
সেই রক্ত পান করে—
আমি হবো নীলকণ্ঠ, হে আত্মজ
সর্বদিকে নীল, নীল গ্রীষ্মের আকাশ
আমাদের সর্ব অঙ্গে বিষময় জ্বলন্ত অঙ্গার।

বলো প্রভু, আমাদের নিরাময় কিসে?
এ শরীর বিষপাত্র ঃ শোণিতে শোণিতে
কালব্যাধি দাপায় জীবন।
কখন কাটিয়ে ব্যাধি এ-মানব দেহ ফুলের বাগান হয়
পুষ্পের চুম্বনে! হলুদ দু-হাতে তরুণ যুবক
সত্যনিষ্ঠ সত্যকামের মতন রেখে যায় প্রশ্নের ভান্ডার—
শিউলি ফুলের আভা ছুঁয়ে থাকে যুবকের দুটি চোখে।
যুবকের মনে কোন পাপ নেই, হৃদয়টা যেন
আয়তনহীন বীণার আকাশ
ইস্পাত কঠিন হাতে পূর্বপুরুষের ভস্মাধার অপবিত্র
করেনি কখনো। যুবকের প্রেম ছিলো ঐ রাঢ় মাটির।
হে আত্মজ তোমার অসুখ আমি তুলে নিতে চাই
এ বুকে, সমস্ত দাহ। তুমি ভালো হও, সেরে ওঠো
নয়নাভিরাম—
আমি দেখি পোড়া চোখে একটি তরুণ বৃক্ষ
সুপর্ণ শরীরে
সুবাতাস ছড়াতে ছড়াতে
সূর্যের দীপকে স্বর্ণময়।

নতুন দরোজা

বাসুদেব দেব

শব্দের মধ্যে থাকে অনেক কৌশল
ব্যবহারের মধ্যে অনেক অবিনয়
সেই পুরোনো নদী পাহাড় বন
মানুষের জীবনযাত্রা স্বপ্ন কান্না
এ সব নিয়ে নতুন কিছু বলতে আসি নি
এমন কি আমাকে দেখেও তুমি বুঝতে পারবে না
ভিতরের একটা দাঁত কত কষ্ট দিচ্ছে এ বয়সে

প্রতিদিন নতুন করে শুরু হয় অঙ্ক
অঙ্ক না বলে একে গল্পও বলতে পারো
সেই সব পুরোনো জগৎ আর চেনা জীবন
সবই আমি রেখে এসেছি রাস্তার ওপারে
এপারে সবই নতুন, আনকোরা নতুন
এই নতুনের বিষ মোহ আমি পাচার করে এনেছি
কেবল তোমার জন্য, অলৌকিক নয়
এ আমার সৃষ্টি, আমারই
এদিকে সব নতুন ধরনের বাড়ি, বাড়ির সামনে বাগান
এ সব ফুলের নামই তুমি জানো না
নতুন নতুন চমৎকার সব নাম দিতে হবে এদের
ছেলেপুলেদের নামও হবে নতুন, কেউ কখনো শোনে নি যা
কোন অসুখ বিসুখ, চেনা কোন অসুখ বিসুখ থাকবে না
এমন কি, না, না, মৃত্যুর কথা আমি তুলছি-ই না
এ গল্পে তাকে দেওয়া হয়েছে ক্লাউনের ভূমিকা, হাঃ হাঃ
কেবল আমাকে তুমি খুলে দাও দরোজা
দেখো কি অদ্ভুত কাণ্ডটাই আমি করে দিই
না, এ সব জাদু নয়, এ আমার সৃষ্টি আমারই।

একা হব বলে

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

একা হব বলে বেরাস্তায় নামলুম।
একা—বেরাস্তাই বা কেন? প্রশ্ন থাক। ক্রমে
রোদ হারিয়ে ঘোর হয়ে উঠছে ছায়া—ছায়ায়
ছায়া কই? দশটা কাঠকোঁদা মুখ, ডালকাটা হাত-পা
যতই এগোই, ঘুরছে চারঘেরা।
যত যাই, জ্বলছে-নিবছে তীক্ষ্ণ শ্বাচক্ষু। ফিরেই যাই।
ফিরব কি—পাষাণ, বদ্ধ! যাওয়া ছাড়া নেই। ভাবি, এখন
মাকড়সার ফাঁসে না পড়ি। গাছ না গিলে খায়!

পোকা ঢুকছে নাকে কানে—ফেলে আসা সদরের মতোই
চিড়বিড় অশান্তি। ভাঙাচোরা উইঢিবির
দু-মানুষ নীচোয় পোঁতা যখে আগলানো
ঘড়া বাজছে শুনি—সাতবার শোনা গল্পে গল্পে
পথও ক্ষইতে থাকে—কিন্তু একা বসে ঘড়ায় ডুব দিয়ে
সোনার ধারানিতে জর্ হয়ে উঠব, সে আর হয় না।
দশটা কাঠকোঁদা মুখ, ডালকাটা হাত-পা ঘুরছে চারঘেরা।
কিসে ঘোরে? মূল গেল কোথায়? পাল্টা জবাব শুনছি

মনে মনে ঃ তোমারই বা মূল কাটা গেল কিসে? কবে?
কাছারি বাজার দশটা জমজমাট পাড়া, শেষে গাঁ-হারা গাঁয়ের
সীমা উতরে বন উজাড় বনে খড়পোরা কটা পশু
বন জাগে যেখানে, আর রোদহারানো ছায়ায় ঘোর হয়ে
যেখানে জ্বলছে নিবছে তীক্ষ্ণ শ্বাচক্ষু—পাশপাশ
দশটা কাঠকোঁদা মুখ, ডালকাটা হাত-পা ঘুরছে সারাক্ষণ
রেহাই দেয় না যেন লোকটাকে। যত বলে সে, প্রশ্ন থাক!
কানে কানে বলতে থাকে ঃ মূল কাটা গেল কিসে? কবে?

সম্রাজ্ঞী

রত্নেশ্বর হাজরা

পুতুল তোর ঘরে আছে কিংবা তুই-ই পুতুলের ঘরে
বলা মুস্কিল—
এটাও হতে পারে   ওটাও অসম্ভব না
যদি বলি : তোর মন উড়ছে
বেলুন স্থির
কিংবা আকাশ বা সমুদ্র কোনোটাই নীল নয়
তোর চোখের রঙই অমনি
তাহলেও বোধহয় ভুল হবে না।

মধ্যরাত্রে কে আগে জাগলো   তুই না বাঁশি
বুঝলাম না আজও
সময়মতো কার ঘুম ভাঙ্গে
কে কাকে জাগায়—
তখনকার গন্ধটা বাতাবীলেবুর ফুল থেকেই এসেছিল
না বাতাসই ছিল ওরকম—
কেন চিৎকার করলি : হাওয়া বন্ধ ক'রে দাও
আমার অঙ্গ জ্বলছে!

পর্বতশৃঙ্গ দেখেই তোর বুক গড়ে উঠলো   বিশ্বাস করি না
বরং তোর বুক দেখেই পাথর ভেবেছিলো
অমনি হবো—
বলিছি তো : সমুদ্র নয় আকাশও না
তোর চোখের রঙই অমনি
কিন্তু কে কাকে চেনায়
বলা মুস্কিল।

বেড়াল, গরম টিনের চালে

শিবশম্ভু পাল

গরম টিনের চালে একটা বেড়াল
আমি কিংবা দ্বিধান্বিত মাধবীর বেড়া

যখন লিখেছি চিঠি, নৌকাটি ছিল পাল-তোলা
চড়ায় আটকে গেল, হাড়গোড়, কপালকুণ্ডলা

পথ সে দেখিয়েছিল—খাঁড়ার পিছনপানে,—গলি
লাইটপোস্টের পাশে কাপালিক, রক্ত, নরবলি...

এবার কি বৃষ্টি হবে? সম্ভবত না
হলেই বা কী হবে? কোনোদিকে শেড নেই, তারার সান্ত্বনা

ততোক্ষণ তাকে আমি কবিতা শোনাবো

সামসুল হক

বরফের উপরে সে বসে আছে হাতে দুখণ্ড অঙ্গার
এ কি আমন্ত্রণ, না-কি আত্মসমর্পণ
মনে হয় নিজের সুন্দর ঘিরে এ প্রার্থনাস্তিক ষড়যন্ত্র
ও কি ভাত খায় ও কি ছেলেপুলে দেখেছে কখনো
ও কি এও জেনে গেছে ওর শত্রু ওর স্ত্রীকে মৃত্যুকালে
মা বলে ডেকেছে
আসলে আমার মতো স্বপ্নে স্বর্গ ফোটাতে চায় সে
না-কি এও ভুল এও ভুল

মনে হয় রান্নাঘরে ধানখেত যুদ্ধক্ষেত্রে একই স্তব সেরে
নিজের সুন্দরে বসে আরেক সুন্দর জ্বালাবে সে
ততোক্ষণ তাকে আমি কবিতা শোনাবো
এসো শোনো বরফ অঙ্গার

নৈশদিবালোকের কবিতা

দেবাঞ্জন চক্রবর্তী

এ কেমন রাত নাকি রাত নয় চারপাশে প্রতিভাত দিন
এ কেমন দিন নাকি দিন নয়, এ এক অদ্ভুত আঁধার
উত্তরের পথে ওড়ে গ্রীষ্মকাল, বাতাস সজীব হয়ে আছে
পাখির ডানায় মেশে সমুদ্রের ছন্দ যতি ঘ্রাণ
গাছ পাখি মানুষ ও পাহাড়—পরস্পর বন্ধু হয়ে আছে
মানুষকে চেনা যায়—ভ্রাম্যমান উদ্ভিদ সকল
যুবতীটি বই ফেলে   পোষাক যন্ত্রণা ভুলে
সমুদ্র-জীবনে নেমে যায়।

কবিতা

নচিকেতা ভরদ্বাজ

কবিতা মানেই এই রহস্যময় বড়ো জীবনের গান-গাওয়া
কবিতা মানেই তো এ-মরুপ্রান্তরে ফুল ফোটানোর খেলা
কবিতা মানেই তো নদীটির কানে কানে চুপে কথা কওয়া
কবিতা মানেই তো মুক্তির মহানন্দে
স্বচ্ছন্দে ভাসিয়ে দেওয়া শব্দের ভেলা
কবিতা মানেই এই জীবনের উদ্দেশ্যে একটি স্তোত্র রচনা
কবিতা, কবিতা ব্যক্তি-জীবনের রক্ত-মাংস
অস্থি-মজ্জা-স্নায়ু-প্রাণ করে উৎসর্জন
আকাশ-মাটির পুণ্য প্রতিমার অমল অর্হণা।
জীবনের অন্য নাম ভালোবাসা। এবং এ কবিতা জীবন।
কবিতা মানেই তো হৃদয়ের পুনর্ণবা আকৃতি ও অনির্বাণ বিপ্লবী ব্যাপার,
কবিতা মানেই তো জীবনের রূপ-রঙ-রহস্যকে প্রদক্ষিণ করে
নিজেকে জ্বালিয়ে নিয়ে অবিরাম হয়ে ওঠা প্রহরে প্রহরে।
কবিতা মানেই দৃপ্ত চৈতন্যের সূর্যের চারণ
কবিতা মানেই সব আকাঙ্ক্ষার অভীপ্সার উজ্জ্বল উদ্ধার
কবিতার নামে তাই প্রত্যহের ব্যবহৃত বিদীর্ণ ধূসরে
মুক্তধারা বইয়ে দেওয়া ফসল ফল রচনার বিপন্ন ব্যথার
স্বরলিপি ঃ পতিত মানব জমি স্বহস্তে আবাদ করে
সোনা ফলাবার শুদ্ধ চাষে আত্মনিবেদিত হওয়া!
কবিতার নামে তাই নতজানু
সূর্যকরোজ্জ্বল এই জীবনের মন্দিরের কাছে
আমরা সবাই এত সমবেত সার্বিক সম্পন্ন বিশ্বাসে!
কবিতা মানেই লক্ষ চোখ মেলে চেয়ে থাকা মাটিতে আকাশে
সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে ইন্দ্রিয় অতীত হয়ে অতল আশ্চর্য অনুভব
কবিতার অন্য নাম আত্মদান, আলোক উৎসব
অমৃত-যন্ত্রণার উর্ধ্বায়ত চেতনায় অনন্য আকাশ-বৈভব।

আয়নার সংলাপ

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

তুমি তোমার নিজের মুখের
আয়না হয়ে আছো!
রঙিন আয়না!

উদয়-অস্তের রঙ এসে
তোমার মুখের আয়না ছোঁয়;
ছায়া পড়ে মুখে;
রঙের গায়ে রঙ লেগেছে
রঙ মেখেছে স্মৃতিকথা, দিনরাত
রোদবৃষ্টির কুয়াশা-শিশির
হিমহিম উদাসীন মধ্যরাত
তোমার মুখের আশ্রয় চায়!

এক একদিন তোমার একান্ত
গোপন নির্জনে রাখা মুখোশ
অন্যরকম রঙ মেখে অন্যরকম
মুখ হতে চায়; আয়নার সব পারদ
মুহূর্তে জল হয়ে টপটপ ঝরে যায়
তোমার আয়নার মুখ পাল্টে যায়।।

চতুর্দশপদী ২

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

নিজেকে জানাই ঠিক জানা? না কি একেকটি গাছের
কাণ্ডজ্ঞান, আর কবে সেভাবে পাতার পর পাতা
ঝ'রে-পড়া গাছপাথর...মানবসমাজকে সে-কাজের
ভার দিতে গেলে, দেখি, মাটির কাঁধের 'পরে ছাতা
গাছকে দেখছে যেন গাছতলার মানুষ-হাফহাতা!
ভূতেরই মতো-সে ঠায় দাঁড়িয়ে না-থাকা ভাবীকালে
বসতে হবে। কাণ্ডজ্ঞানহীন উপবেশন, আড়ালে
কোথায় যে ঠুকরে-ঠুকরে-ঠুকরে নিজেকেই খাচ্ছে কাঠঠোকরা।

হঠাৎ কাঠঠোকরা কেন? খুঁড়তে-খুঁড়তে কতো দূর
পৌঁছায় কাঠকাটার দুপুররাতের নিশুতি যে!
শুধু, ঘড়ি-আঙটি-বোতামও তো যুগ-হয়ে জন্মেছে
একদিন। আজ সেই গাছের সমালোচনাটুকুর
কয়েকটি ছেঁড়া পাতা থেকে, দিব্য খুচরো জ্ঞান
আসে! কিন্তু থান ইটে অজ্ঞান, কবি অনুপস্থিত নিজে।

গুপ্তচর

উৎপলকুমার বসু

১.
স্নিগ্ধ তুমি, প্রথম রাত্রি চাঁদ অস্তে ভ্রমাকুল।

তুমি আরেক সিন্ধুর পারে জেগে ওঠো, আরেক নগরে
হলুদ পূর্ণিমা কাঁপে, ম্লান প্রবাসের জল
ছুঁয়ে যায় নৌকোগুলি, আধোজাগা, অর্ধেক ডুবন্ত,
আজো দীর্ঘ মাস্তুলের হাহাকারে শালবন জেগে ওঠে—
যেন লাগে পূর্ণিমা তোমার

কম্পিত ঘুমের পাশে। ওরা যায় দেশান্তরী। কোথায় আমার দেশ?
কোন ঘরে? কোন প্রিয়জনে? আমি কি সাইরেন, শব্দ?
অন্ধকার ঝোড়ো রাত্রে ছুঁয়ে যাই মর্মতল?

জন্মভূমি—কোথায় কোথায় ফোটে অগ্নিরেখা, সিন্ধুর কামান!

২
কখন মোরগ ডাকবে—আমি ঘরে ফিরে যাবো।

কান্তারে সমস্ত রাত শস্য-পাহারার ছলে জেগে আছি
এবং অলৌকিক জ্যোৎস্নায় এই রণভূমি ফসলে, সংগ্রামে, গান
ভরে গেছে—বুঝি মনে হলো
সুদূর আলোর পথে তোমাদের অপস্রিয়মান ছায়া
আবার উঠেছে জেগে। দীপ্ত নখর মেলে, হা হা শব্দে,
রক্তের তৃষ্ণায় যারা উড়ছ—বুঝি ভেবেছ সহসা
প্রান্তরে একাকী আমি বধ্য আছি। বুঝি জেনেছ গোপনে
এ-কাহিনী সকালের রৌদ্রের পালক দিয়ে ঢাকা যাবে।

কাঁটাতার

বিনোদ বেরা

উড়িষ্যায় বন্যা অতি বৃষ্টিতে বিপন্ন মেদিনীপুর,
হুগলী ২৪ পরগনার নিম্নাঞ্চলে একটিও আস্ত বাড়ি নেই,
সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি মুহুর্মুহু জানায় রেডিও।
ঘূর্ণিঝড়ে ধ্বস্ত ঢাকা চট্টগ্রাম নোয়াখালি—
ছিন্ন আগাছার মতো কতজন কোথায় যে
ভেসে যায়, মরে ঝরে যায়—
তারি সংখ্যা পরিসংখ্যানের বার্তা রটে
বেতারে কাগজে সারা পৃথিবীর সব সভ্যদেশে।
এপাশে মাসির বাড়ি হাসনাবাদে
জ্যাঠা থাকে বসিরহাটের এক গাঁয়ে—
অর্ধেক বন্ধু ও রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়রা
পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় ছড়ানো।

কিন্তু মধ্যে কাঁটাতার
অদৃশ্য দেওয়ালে মাথা কুটে মরে
অসুখী অর্ধেক মৃত অজস্র মানুষ।
সীমান্তে এঁটেল ভিড় দেখে,
রক্ষীদের ভাবসাব দেখে
খুলনার বৃষ্টির সঙ্গে সুন্দরবনের রোদ
হাসাহাসি করে।

সন্তর্পণে হাঁটি

তুলসী মুখোপাধ্যায়

প্রতিদিন বেড়ে যায় মাথানত প্রণামের ঘাঁটি
পূজা পীঠস্থান পেলে চরণ ছোঁবার জন্য বন্য মাতামাতি!
যতোটা অধরা ধরণী বিভূতি ছড়িয়ে নাড়ে শূন্যে কলকাঠি
মুঠোয় ধরার তাড়ায় ততোটাই কুবাতাসে খুনী, হাঁটাহাঁটি
প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে নিবেদিত প্রণামের ঘাঁটি!

এভাবেই তেতলার দেয়ালে দশতলা আকাশের নধর আহ্বান
এভাবেই কাঠের চেয়ার ছেড়ে গুরুপদী গদিতে উত্থান
এভাবেই পাঁচতারা হোটেল ডাকে তার ঝলমলে ডিনার টেবিলে
এভাবেই পলি মলি ডলির সুরভি আমি রোজ খাই গিলে!

এভাবেই বেশ কিছু প্রতাপ-প্রতিভা আমার বশ্য, পরাধীন
তবুও অন্তর-আত্মা কাঁদে—ডুকরে ডুকরে কাঁদে—
আর সেই ক্রন্দন লবণ জলে আমি বন্দী নিশিদিন—
নিহিত পাঁজরে আমি জন্ম-ভিখিরির মতো অতিশয় দীন!

প্রতিদিন বেড়ে যায়—বেড়ে যাচ্ছে প্রণামের ঘাঁটি
প্রতিদিন গতরে বাড়ছে আমার পায়ের তলার পদানত মাটি—
এবং প্রণম্য তালিকা নিয়ে ট্রাপিজের তারে আমি সন্তর্পণে হাঁটি!

যে গল্পের শুরু তার শেষ নেই

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

এই মাত্র শুরু এই মাত্র শেষ মাঝখানে একটা নদী...

নদীতে জল নেই ঢেউ নেই রামধনু নাচে
আমাদের সাতপুরুষের গাঁ গায়ে মাখছে বাণিজ্য বাতাস
আকাশ মাটিতে নেমে এসে রা কাড়ে গান গায়
এখন আর কোন গল্পই ফুরোয় না।

একটি যুবকের মানচিত্রে একটি যুবতী রঙ লাগায়...
মাঝখানে শস্যের গন্ধে নবান্নের উৎসব
বাঁশি বাজলে হেসে ওঠে অঘ্রাণ
একটি পাতার ফাঁকে একটি ফুল উঁকি মারে
পরিপূর্ণতা কাকে বলে আমি জেনে যাই
আমার জানা-শোনার মধ্যে কোন ফাঁকি নেই
সব অঙ্কের নির্ভুল উত্তর মিলে যায়।

চেনা নদী অন্য দিকে মুখ ফেরায় সূর্য রঙ পাল্টায়

এখন এই তো সূচনা প্রস্তাবনার কাল
আমার সব গল্পের শেষ থেকে শুরু।
এই ভাবে এক নিখুঁত নির্মাণ একতারা বাজায়।

শুকনো খড়ে আগুন লেগেছে
এবার একটু হাওয়া আসুক
উত্তাপে জল হাওয়ায় এইভাবে ক্রমশঃ আমাদের বড় হওয়া
ঘর সংসার গড়ে ক্রমশঃ দু' আঙুলে জীবনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাই।

আমাদের সব গল্পের শুরু কখনোই তা শেষ হয় না।

ক্রৌঞ্চ-মিথুনে

কার্তিক মোদক

তোমার জন্য ভয়, একটুতে তেল জল পড়ার মতো জ্বলে ওঠ,
আমাকে দেখলে
তুমি চুপটি বসে মেঘের ছবি দেখো তৃষিত আঁধারে
তখন আমি বুড়ো আঙুলে নখপুটে রাবণের ছবি
ভরা যুবতীর ভরন্ত ঢেউ তোমার চোখে মুখে তোলপাড় করে
চুলগুলি খুলে দাও এলোকেশী আকাশে
বাঁ গালে তিলটা স্পষ্ট, গাঁথা আছে চিবুকে
আকাশ ছোঁয়া জানলাটির ফাঁকে তোমার মুখটুকু ভাসে
মেঘমালার নয়নকলি ফুটে
ইচ্ছে করে তোমার পানে তাকিয়ে চুপটি থাকি মেঘেব মতো
আর কত দিন অপেক্ষা করব জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পৃথ্বীতলে
যে তুমি জাগিয়ে সারাক্ষণ বসে থাকবে ক্রৌঞ্চ-মিথুনে।

কবিতাই ক্রমশঃ

তুষার রায়

কবিতা লিখতে আজকাল, প্রথমাংশ থেকেই ভয়
কেননা প্রত্যেকটা লাইন পংক্তি আপনি ভাঙছে বিভাজনে
অনুঘটনও সমান তালে, শক্তির যেন শ্যাফট খুলে যাচ্ছে
কবিতা নিয়ে শেষপর্যন্ত ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে বিস্ফোরকের হাতল
যেন বোম বাঁধবার মতো খানিকটা
আকর্ণ আতা দাঁত বের করে রোমান্টিক হতে গেলে
দন্তপংক্তি ঝরে যাচ্ছে

নেশা জরাতে গেলেই কবিতা বুমেরাং যেন অস্ত্র, কিংবা
সোনা সাফ করতে এ্যাসিড, যেমন মরাত্মক ধোঁয়া বেরোয়
যেন দেহ ঘ্রাণ গান রক্তমাংস পুড়ে উঠছে ধোঁয়া
এমন সিপিয়া রং ধোঁয়ায়,
কবিতাই তখন গঙ্গার মতো সাফ করছে ফেঁশো পাঠকাটি
ময়লা কালো ঝুল যতো,
কবিতাই ক্রমশঃ গঙ্গার মতো তর্পণ করাচ্ছে তীরে, যখন
ডুব দিয়ে উঠলেই মনে হচ্ছে মন্দির দেখবো সামনে, কিন্তু
চোখ খুলতেই ঝলসে উঠলো ভেসে যাচ্ছে মড়ার পেটে কাক
এবং ড্রেজার ঝনঝন কাজ চলছে ভড় নৌকা খড়ের গাদায়
রন রন করছে রোদ,
আবার ডুবছি, ভয়ে ভাবছি, এবার মাথা ভাসালেই দেখতে পাবো
নিজের শরীর ভেসে যাচ্ছে, সোনা গলানো গঙ্গা যেন
এ্যাসিড হয়ে ফুটে উঠেছে
গাঢ় বাদামী বিষাদ ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে ব্রিজ।

আজো ঠিক

আশিস সান্যাল

আজো ঠিক ভোর হয়
যে-রকম ভোর হত কোটি যুগ আগেকার প্রথম শৈশবে।
তারা ফোটে অন্ধকারে
সুবর্ণরেখার তীরে প্রাকৃত উৎসবে
উড়ে যায় প্রজাপতি—
হাওয়ায় স্পন্দিত বুকে পৃথিবীর চোখে নামে ঘুম।
আজো ঠিক ভোর হয়—
ভেঙে যায় নির্ধারিত রাতের নিঝুম।

বয়স গিয়েছে বেড়ে—
কৈশোর, যৌবন
অতিক্রান্ত হয়ে তবু সময়ের আলোড়িত মন
বিস্ময়জড়িত চোখে
দেখে শুধু অস্তিত্বের চারদিকে গাঢ় অন্ধকার।
বাতাসে ছড়ায় শুধু
সংগ্রাম, সংঘাত আর বেদনার ঘ্রাণ;
বুদ্ধ, যিশু, হযরত,
এখনো সর্বত্র খোঁজে মুক্তিকামী মানুষের সার্বিক নির্বাণ।

এত ব্যাপ্ত আয়োজনে
তবু দেখি আজও প্রয়োজন,
পুরুষের কাছে প্রিয়
দুগ্ধবতী রমণীর স্নেহ আর্দ্র মন।
এখনো নারীর কাছে
একটি পুরুষ
অনেক বিজয় থেকে আরও বেশি দামি;
আজও ঠিক ভোর হয়—
হিরেব পাপড়ি মেলে ফুল দেয় প্রত্যহ প্রণামী।

যেন ওড়ে

রমেন আচার্য

কবিতা লেখার পর অকারণে বার বার তার
কাছে যাই। ভোরে উঠে বাসি মুখে তাকে
গিয়ে বলি : 'সুপ্রভাত, কাল ভাল ঘুম হয়েছে তো?'
এরকম প্রশ্নের ছুতোয় আরো একবার তার মুখ
দেখে নিই। জানি, রাতে সে পাশেই ছিল,
ভিন্ন ঘরে নয়। সারা রাত
শিউলি খসার মত হাল্কা গন্ধময়
শব্দের চুম্বন ছিল আমাদের ঘিরে।

ভোর রাত্রে আলো এসে শহরের দখল নিয়েছে।
স্বপ্ন নামে নিরস্ত্র নারীরা কাগজ কুচির মধ্যে ফেলে গেছে
শেষ খেলা, খোসা ও আক্ষেপ।

তাহলে কি এভাবেই খেলা ভাঙে! একদিনের আলোয় জেগে
নিভে যায় শিল্পীর প্রতিমা! অশ্বত্থ তলায় বৃষ্টি
দাঁতে কাটে রং মাটি খড়!

তবু রুদ্ধশ্বাসে প্রতিমার চোখ
আঁকা হয়। আঁকা হয়
চোখের পালক। যাতে হাওয়া এলে
ওড়ে।

গান্ধীনগরে এক রাত্রি
মণিভূষণ ভট্টাচার্য

গোকুলকে সবাই জানে, চিনে রাখলো ডি.আই.বি'র লোক
স্টেটস্‌ম্যান পড়ার ফাঁকে আড়চোখে, গোকুলের মা
অন্ধকার ঘন হলে বলেছিলো, 'আর নয়, এবার ফিরে যা'—
ফেরার আগেই খাকি রঙের বিদ্যুৎ দরজায়
রিভলভার গর্জে ওঠে গর্জায় গোকুল
রাষ্ট্রীয় ডালকুত্তা ঝুঁকে ছিঁড়ে নিলো এক খাবলা চুল
রাতকানা মায়ের চোখে কুরুক্ষেত্রে বেল্টের পিতল, বুট,
জলস্রোতে নামে অন্ধকার,
শবচক্র মহাবেলা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ.
পাথরে পাথরে গর্জে কলোনির সুভদ্রার শোক।

অধ্যাপক বলেছিলো, 'দ্যাট্‌স্ র-ঙ, আইন কেন তুলে নেবে হাতে?'
মাস্টারের কাশি ওঠে, 'কোথায় বিপ্লব, শুধু মরে গেল অসংখ্য হাভাতে!'
উকিল সতর্ক হয়, 'বিস্কুট নিইনি, শুধু চায়ের দামটা রাখো লিখে।'
চটকলের ছকুমিঞা, 'এবার প্যাঁদাবো শালা হারামি ও. সি.-কে।'

উনুন জ্বলেনি আর, বেড়ার ধারেই সেই ডানপিটের তেজি রক্তধারা,
গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা।

সংক্রান্তি

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

এ-সংক্রান্তির ছুটি উঠে গিয়েছিল বহুকাল।
আজ দেখছি, ফিরে এল ফের
নতুন বাবার হাত ধরে!

কে জেনেছে, এ-বাবার নাম কিংবা কীর্তির গরিমা!
চারদিকে অসংখ্য বাবা আজ,
আংটি জুড়ে অজস্র পাথর,
অঙ্গ জুড়ে অন্তহীন তাবিজ-কবচ!

ভণ্ডামিরও সীমা আছে, সীমা নেই শুধু চ্যানেলের।
আর তাই,
সংক্রান্তির আদি অর্থ, সংক্রান্তির শেষ লক্ষ্য—সবই
ঢেকে গেছে মানুষের উদ্‌ভ্রান্ত আবেগে।

মকরের পুণ্যস্নান মধ্যশীতে শেষ।
এখন শুধুই
দশ-কুড়ি-পঞ্চাশ কি সত্তর ভাগের চন্দ্রযোগে
জেগেছে জোয়ার।
কাতারে-কাতারে, লাখে-লাখে
দিগ্‌বিদিকে ছুটছে মানুষ

চৈত্রসেল শেষ আজ। শুধু বেঁচে সেইটুকু হুঁশ।

আকাশমার্গ

আনন্দ ঘোষ হাজরা

সূর্যতাড়নায় গলে মোম
পোড়ে পাখা;
অবরোহণের ভয়—
বিমানের চেয়ে আরো দ্রুতবেগে
আলম্বনহীন।

উদকমঙ্গল গাওয়া তার চেয়ে ভালো;
জল তো ধারালো নয় তপনপ্রদাহে
বিশেষত তীরের সমীপে
অনেক মানুষজন থাকে
জেলেদের নৌকো সমারোহ, মাছ—
কোলাহল করে।

দগ্ধ, পোড়া, নিবে যাওয়া দেহ নিয়ে
তাদের মধ্যেই নেমে আসি।

এক সময়ে শুধু একজন

দিব্যেন্দু পালিত

এভাবে দেখলে মেয়েরা হয় পাজি
না হয় বোকা ভাবে—
কিংবা এমন কিছু, শব্দে যা ধরা যায় না।

প্রশ্ন হল কে কাকে দেখছিল।
আমি তাকে, নাকি সে আমাকে?

এই যে তার দেখা দেখে ফেললাম আমি
সে কি অপ্রস্তুত হল, যেমন ধরা পড়ে গিয়ে আমিও!

আর তখনই আবার চোখ না ফিরিয়ে নিলে আমি কি দেখতাম
তার ফর্সা ও সুন্দর মুখে ছড়িয়ে পড়েছে লজ্জা, বা
এমনই এক আভা বর্ণনা যা ছুঁতে পারে না!
আর যদিও আমার চোখে পড়ার কথা নয় তবু
হঠাৎ-পাওয়া সেই অনুভূতিতে কি কেঁপে উঠেছিল তার বুক—
যেমন কেঁপে ওঠে কোনও কোনও গল্পে!
তার তখনকার নিঃশ্বাসে কি মিশে গিয়েছিল এক অন্যরকম সুগন্ধ
যা ছড়িয়ে পড়ে শুধু গভীর ঘুমে তার পাশ ফেরার সময়!

তারপর যখন অশ্রুত গতিতে নেমে এল সেই লিফ্‌ট
স্বয়ংক্রিয় নিয়মে হাট হল দরজা
আর আমি বেরিয়ে যেতেই দুই হয়ে গেল এক
তখন উপরে ওঠার জন্য দাঁড়ানো ভিড়ের দিকে তাকিয়ে
নিজেও বেরুবার মুহূর্তে সে কি ভেবেছিল এমন কোনও কথা
যা এক সময়ে শুধু একজনই ভাবে!

তাকে ডাকে

অনন্ত দাশ

সে অনেকদিন ধবে একটা কিছু পেতে চাইছে
চাঁদ নয়, আকাশ নয়
ধুলোমাটিব সংসাবে কিছু স্বপ্ন
যা অবচেতন থেকে জেগে উঠবে আকাঙ্ক্ষায
পৃথিবীব বুকে---

সে অনেকদিন ধবে একটা কিছু গডতে চাইছে
মূর্তি নয, ভাস্কর্য নয
স্বেদ বক্ত শ্রমে ঘামে
সে গডছে ভাঙাচোবা মানুষের শিল্পিত শবীব

সে অনেকদিন ধবে একটা কিছু ছুঁতে চাইছে
জল নয, স্রোত নয
শব্দ আর কল্পনা দিযে
নদীকে সে ছুঁতে চাইছে বুকের ভিতব

সে অনেকদিন ধরে একটা কিছু খুঁজে যাচ্ছে
দিন যায় মাস যায় দশক শতাব্দী যায়
ইচ্ছাকে আলেয়া ভেবে ছুটে যাচ্ছে দিগন্ত অবধি

সে অনেকদিন ধরে একটা ডাক শুনতে পাচ্ছে
স্মৃতি নয়, স্বপ্ন নয়
তাকে প্রতিদিন ডাকে মকবাতাস, শীতার্ত রাত
পাহাড়ের অলঙ্ঘ্য আকৃতি

একালের মঙ্গলকাব্য

উত্তম দাশ

তখনো ভোব হযনি,
চম্পকনগবেব শোক এখন তন্দ্রাব মধ্যে,
সনকাকে চাঁদ হযতো কিছু বলতে এসেছিলেন
শোক তাব মাধুর্য শেষ কবেছে, ফেলে গেছে ঘুমেব ক্লান্তি
চাঁদ ফিবে এলেন, কেউ নেই দেখাব
তবু, নিজেকে গোপন কবতে কবতে নদীব ঘাটে
ফাঁকা, বেহুলা তখন গাঙুবেব জলে চিহ্ন হযে গেছে।
এই প্রথম কেঁদে ফেললেন চাঁদ, একটা খিস্তি দিলেন মনসাকে
আব কাঁদলেন, যতক্ষণ প্রাণ চেযেছে।

বাংলাব নদীপথে ঘুবতে ঘুবতে বেহুলা স্বপ্ন দেখলো,
ইন্দ্র বেশ জাঁকিযে বসে গান শুনছেন
বললেন—কোথাকাব মেযে গো তুমি
গাযে ভাঁটফুলেব গন্ধ আর উদাস মাঠেব ছবি দুই চোখে,
কিছু বলবে? চম্পকনগব, মনসা, চাঁদ সদাগব, স্বামী, প্রাণ,
এসব শব্দেব কোন অর্থ নেই আমাব কাছে, তোমাব শবীবে
সুব আছে, প্রাণ তো তুমিই জাগাবে।

কেলুচবণেব বোল ফুটে উঠলো, কত দিন হলো নাচ ছেড়ে দিযেছে
কিন্তু তাল বাখতে গিয়ে শবীবকে সুব কবে তুলতেই হলো।
সত্যি, সত্যি জাগছে, প্রাণ জাগছে, গাঙুবেব একটা আবর্ত
একদম ভিজিযে দিযেছে, বেহুলা কেঁপে উঠলো,
তিন হাজাব বছব ঘুম হয নি, এমন জডানো স্বব—
লখিন্দব বললো, চোখে এত নুন ঢেলেছ কেন বেহুলা?

অন্য মূর্তির নড়াচড়া

অজিত বসু

পাখিগুলো পালিয়ে যাচ্ছে,
বলছে ঃ কেন ধ'রে রেখেছিলে?
অন্যমনস্কতার একটা হীরেঝলমল জায়গা ছিল
তোমারই মনের ভিতরে
কোনদিন মনে হয়নি?
খোলা জানলা
হু হু ক'রে অঢেল দানের মত
ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়া. .
সকালের সঙ্গে কী ভীষণ তফাৎ বিকেলের
বিকেলের আকাশ চোখ বন্ধ করতে করতে বলে—
অনেক তো হোলো
এবার হোক না একটু
নিজেব ভেতরে অন্য মূর্তির নড়াচড়া!

সমস্ত কিছু যা ধ'রে রাখা হয়েছে—
তা কিছুই ধ'রে রাখা যায়নি,
এই জাগ্রত চেতনার সামনে নিষ্পত্র হয়েছে গাছ
শুনশান হ'য়ে গেছে
যাবতীয় সমস্ত শোরগোল
সারাটা জীবন শুধু কে বলছে, যাই—
ভাঙছে, শুধু ভাঙছে আর ভাঙছে!

অন্যমনস্কতা, তার রং পাল্টাচ্ছে
ঐ খোলা দরোজা দিয়ে প্রবেশ করছে যে-শূন্য
সে-ই শুধু পাকে পাকে জড়াচ্ছে!

পাখি ডানা চালিয়ে, ডানা চালিয়ে মুছতে মুছতে চলেছে ইতিহাস।

নিজের ভেতরে নড়ছে আলোকিত হাওয়ায় অন্য কেউ—
অন্যমনস্কের আলোড়নের মত সে এক অনন্য কুণ্ডলী!

মানুষের পাশে আজ
পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মানুষের পাশে আজ মানুষ দাঁড়িয়ে নেই,
যে আছে সে ঘাতক নিশ্চয়।
একথা জানার আগে আমার মরণ যেন হয়—
একদিন এরকম প্রার্থনা করেছি, কিন্তু কার কাছে?
সে কোন্ ঈশ্বর, কোন মানবের কাছে?
কেন যে করেছি, বড়ো লজ্জা হয়,
দুর্বলের কাতর প্রার্থনা অর্থহীন।
আজ বুঝি—আমাদের রিরংসা
নিবৃত্ত হবে না কোনোদিন।
পশু হত্যা করে তার নিতান্ত জৈবিক প্রয়োজনে;
বধ করা ছাড়া তারা নিরুপায়, অস্তিত্ব বাঁচে না, খাদ্য চাই।
তারপর ঘুম, শুধু সুখনিদ্রা—ইচ্ছে নেই অযথা হননে।
আমি আজ কতো পেলে খুশি হবো?
কতো রক্ত পেলে তৃষ্ণা যাবে?
জানি না। জানার চেয়ে হত্যার তাণ্ডবে মেতে সুখি হই বেশি।
যেটুকু সোনার রোদ ঠোটে ফুটে ওঠে, ছদ্মবেশী
কোনো নরঘাতকের, কেউ তা বোঝে না। হাবেভাবে
বোঝার উপায় নেই, মনে হবে
মানুষের পাশে এসে মানুষই দাঁড়ায়।
কার ভয়?
অথচ তা সত্য নয়, যে দাঁড়ালো
রক্তপায়ী ঘাতক নিশ্চয়।

সুনামি কীসের প্রতিশোধ

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

চিনতাম না, এখন চিনেছি কালো, ধ্বংস সভ্যতার।
প্রত্যেক সকালে, দীর্ঘরাতে
বীভৎস, নিষ্ঠুর দেখি ভূগোলচেহারা
মানুষী মুখের রেখা ভুলে
মাতৃভাষা স্তব্ধ হয়, এ কোন পৃথিবী
কার স্পর্শে ছেলেখেলা—এত ঠুনকো বাঁচার জীবন?

কিছুই জানিনি আমরা, ও কলম কালি
ও পৃথিবী, ও সমুদ্র ভূকম্পের দাস,
বলো আরও কী কী বাকি আছে
তোমাদের গর্ভের আধারে?

সন্ত্রাসে আকাশজোড়া ঠুলি
উঠে আসে সমুদ্রউত্তাল
পরদাচোখে ঝটকা লাগে—জলে পোড়ে শব
কে চেয়েছে এত অতিশয়?

এ সমস্ত শুষে নেয় ছোটবড় মাথা
ভাবে সর্বনাশ
কথাটার নিহিতার্থ,—অন্য কেউ ভাবে, সর্বনাশ
এমনই দেখায় বুঝি চোখে, চৈত্রমাসে।
আমরা ভুলেছি অর্থ, শব্দকেই শুধু দেখি শুনি
এখন বাস্তব সত্য রূঢ়তার পাতালউত্থান।

পাগল

গণেশ বসু

জলছবি হয়ে গেল জলযান।
মৃগীরোগীর মতো কাঁপতে কাঁপতে, চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে গোঁত্তা মারল সমুদ্রের
শেষের শিথানে। উল্টে গেল একদিকে। হতে পারে এটাই কোনো দেশ, কোনো জাতি,
কোনো স্বপ্ন। আরেক টেমপেস্ট।
আমিও ছিলাম যাত্রী। কীভাবে ছিলাম, কেন, সেটা মনে নেই। হয়তো ঝড়ের টানে
ডেকের ওপর, হাজার হাজার মরিয়া মোষের দৌড়ঝাঁপ, মোচার খোলার মতো,
ভাঙাচোরা তক্তার মতো দুলতে দুলতে, ভাসতে ভাসতে...নাহ...আর নয়...
হিরের পাহাড় হয়ে জ্বলল সূর্য। সমুদ্রের কিনার ঘেঁষে বাইচ, ঝাঁকে ঝাঁকে
মাছের রুপোলি লেজ, জলপাইরঙা ঘাস, টানা টানা চোখ, অর্থহীন শব্দের ঝংকার।
কেউ কেউ আগেই পালায় নৌকো করে, কারো কারো চিৎকারে উড়ছিল
অদ্ভুত ভাষা, ধ্বনিগুলোয় দুর্বোধ সংকেত। তারা জানতেও পারেনি
জাহাজডুবির কথা, ঝড়ের খবর, ধ্বংসের ছবি।
নাট-বল্টুতে আটকে রইলাম আমি। ঝাপটা সইতে সইতে, ছিন্নভিন্ন
ছিন্নভিন্ন ছিন্নভিন্ন হতে হতে বালির রেণু। ভিড়লাম সমুদ্রের তীরে,
বালির ভিতরে বালি সূর্যের ডানা। চলকে উঠল হাসি।
এভাবেই কাটাল কয়েকটা বছর, পোশাক বদল, কৌশল বদল, রাস্তা বদল।

জাহাজটা তুলতে তৈরি হল কয়েকটা পাগল। ঝাঁপ দিল জলে,

ডুবতে ডুবতে
          ডুবতে ডুবতে

তারা পৌঁছোয়, পৌঁছোয় যথাস্থানে।

পাগল ছাড়া কেই বা তুলবে জাহাজ? কেউ কি ছুঁতে পারে স্বপ্ন!

এইটুকু চাই
তপন চক্রবর্তী

আপনি আছেন আমিও আছি এই যে থাকা এইতো বেশি
এই থাকাতে জড়িয়ে আছে এই জীবনের সকল রেশই।
আপনি থাকুন এমন ভাবেই প্রগল্‌ভ দিন এমনি হাঁটুক।
হাঁটতে হাঁটতে পদ্ম ফুটুক গন্ধ না হয় নাই ছড়ালো,
জান্‌বো তবু পূবের দিকে মুখ রেখেই রাত গড়ালো।
আপনি যদি থাকেন তবে হাঁটতে পারি এই চরাচর,
এক নিমেষে খুঁজতে পারি ফুল ফোটানোর সকল খবর।
আপনি শুধু অটুট থাকুন দু'হাত রাখুন অভয় দানে,
নেই ভাবনা হেঁটেই যাব চাইবে যেতে মন যেখানে।
মুষলধারে কুশল খবর নিত্য যেন তৃপ্ত করে,
আর কিছু না এইটুকু চাই এইটুকু দিন দু'হাত ভ'রে।

আপনি আছেন আমিও আছি এই যে থাকা এইটুকু চাই,
অন্য কিছু নাইবা পেলাম নাইবা চড়ি সুখের চড়াই।

বৃষ্টিধ্বনি ও জ্যোৎস্নাভিসার
মঞ্জুভাষ মিত্র

বৃষ্টিতে গান গেয়েছিলাম, বৃষ্টি কবে চলে গেছে
হৃদয়গোলাপ ফুটল ঝরল বৃষ্টিধ্বনি মনে আছে
ছাতিমগন্ধ শিরার ভিতর ঢালল মাদক নেশার মতন
আমার যত বলা কথার মৃত খোলস ছড়িয়ে গেল
হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল অঝোরকথা গানের মতন
এমন দিনে কোথায় তুমি হায় যুবতী পরশরতন
প্রজাপতি উড়ে গেছে ডানাটি তার মনে আছে
সে যে চলে গিয়েছে তবু স্বপ্ন দেখাও হৃদয়প্রভু
বুকের সোনার হারটি খুলে রেখে গেছে আমার কাছে
আমার ভালোবাসার কাছে তাহার গোলাপ রাখা আছে
শরীর দিতে এসেছিল, শরীর নিয়ে চলে গেছে
রক্তমাংসে গোলাপফুলে জাগো বাগান জীবনমূলে
কিন্তু জানি এখনও সে লুটিয়ে তার ঘুমের কাছে
যুবতীরূপ অঙ্গরঙ্গ জ্যোৎস্না জ্বলে চন্দ্রাতপে
পা ফেলে সে উঠে আসছে আমার তৃষ্ণাসিঁড়ির ধাপে
গিলে খাচ্ছে জ্যোৎস্নাভিসার, কুন্দকুসুম পুণ্যপাপ
মধুর ভাবের রঙ্গপুতুল রভসরসে হ'ল বিধুর
কুড়িয়ে নিলাম দু'হাত ভরে তার নাচুনি পায়ের ছাঁচ
কুড়িয়ে নিলাম তাহার মুখের বিদায়আলাপ ঝরা গোধূলি
তারা যেন পাপড়ি আমার, জীবনফুলে স্বপ্ন আমার
ডানাভাঙা মধুযামিনী প্রেমের খাদ্য জোগাও তুমি
রতিরঙ্গে মৃত্যুসঙ্গ, দোলো বৃষ্টি তরঙ্গিনী

স্বচ্ছন্দ রচনা

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

জীবন দেখায় দাহ
তবুও জীবন ভাল
বাঁচার জগৎ!
দিন জুড়ে সপ্তাহ
সব কিছুতেই আলো
আমার শপথ।
আমার কাছে মরণ
সে এক উত্তরণ
কী-সে আনন্দ।
গাছের পাতা ঝরণ
যেমনটি তার ধরন
তেমনই স্বচ্ছন্দ।
জীবনে মরণে বুঝি
একেবারে সোজাসুজি
সুস্থ আর সাদা,
প্রেম নেই তার ঠিকুজি
যাকে ভালবেসে খুঁজি
তাতে নেই ধাঁধা।
শিকড়ের সঙ্গে থাকি
আল্‌ভাঙা কাদা মাখি
রক্তে পড়ে ছাপ
স্বপ্নের থাকে না বাকি
সারা বিশ্ব হাতে রাখি
কী সে পুণ্য পাপ।

কিছু কথাবার্তা

জীবন সরকার

দেহ রাখলে
দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলো
আমার জন্য

আমার তো দেখার কেউ নেই
কথা কইবার কোনও লোক নেই
সুতরাং আমি একা

আমার কাছে দু'দন্ড বসে
কথা বলো। আমি একটু শান্তি পা:বো

আমি জানবো কোথাও একজন আছে
তার কাছে আমার জন্য
দু'ফোঁটা চোখের জলও আছে।

আমি সারাদিন আমি

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার মা সারাদিন মালা জপেন
আর আমি
আমার বোন সারাদিন উল বোনে
আর আমি
আমার বউ সারাদিন আলনায় জামাকাপড় সাজায়
আর আমি
আমার প্রতিবেশীরা সারাদিন বাড়ি তোলে
আর আমি
আমার বন্ধুরা সারাদিন লিফ্‌টে চড়ে
আর আমি

আমি সারাদিন শুধু আমি শুধু আমি

বলাৎকার

অভিজিৎ ঘোষ

ভোরবেলা থেকে রূপচর্চা সেরে   শত্তুরের মুখে নুড়ো জ্বেলে
ফ্যাসান প্যারেড করে স্কুলে ঢুকছেন নেকিরা;
কচি খুকু সাজা আহ্লাদী দিদিমণিদের দল।

হাসি মস্করা আর পারফ্যুমের অসামান্য সুগন্ধে
হাইস্কুলের ছেলেরা মন্ত্রমুগ্ধ—ওঃফ বাপরে!

রোদ্দুর লাফাচ্ছিল এখানে ওখানে এতক্ষণ।
প্রাইমারী ছেলেদের খেলার মাঠে, সবুজ লনে
সে ও দৌড়োলো প্রাণপণে পুবকোণে;
বড়দের গা ঘেঁসে দাঁড়ালো, পাশাপাশি।

কিছুক্ষণ উসখুস করেই ফুঁ দিয়ে বাঁশের ভেঁপুতে
বুড়ো খুকিদের চুমো দিলো; জড়ালো দু'হাতে
ফুসমন্তরে ঝরালো গোপনাঙ্গে ঘাম শ্রীরাধা সখীদের।

দিদিমণিরা কেউ তাকে পাত্তাই দিলো না; পালালো—

দ্রুত ক্লাসে ঢুকে গেলো, ঠাণ্ডায়। ওই বিশাল লনে কেউ
রইলো না। না ছেলেরা, না বুড়োধাড়ি খুকুর দঙ্গল..

ক্রোধে, ক্ষোভে, কামে ও বেদনায় অন্ধ রোদ
পাঁচিলের পাশে সদ্য ফুটে ওঠা
কলাবতী ফুলকে বলাৎকার করলো
বারবার

ফেরা

শ্যামল সেন

কথার ভিতরে কথা
শব্দের ভিতরে শব্দ বাজতে বাজতে
একসময়
গড়ানো-বেলায় এসে স্থির জলছবি হয়ে যায়।
তখন
ঘরের ভিতর ঘর ওঠে
রক্তকণায় বিমর্ষ লুটোপুটি
লোভী আগুনের মত জিভ বার করে
ভস্ম করে দেয় সব।

অরণ্যমুখী হয়ে ওঠে গৃহস্থ স্বপ্ন যত
ছায়া গিলে খায় মিহি রোদ্দুরের ভালবাসা।
কতকাল এভাবে অপেক্ষা করতে পারে
একজন ভিখারী হত্যাকারী অথবা
একজন প্রেমিক মানুষ?

জরুরি শিকারপর্ব শেষ করে
সেই মানুষের সামনে
একটাই পথ খোলা পড়ে থাকে—
করজোড়ে সূর্যপ্রণাম।
তারপর
নতুন শব্দের গোধূলিতে ঘরে ফেরা।

মানুষ
দীপেন রায়

রাস্তায় চলে যাই, সারবন্দী সময়-ঘেরা মানুষ,
বালতির সারি, ফুটপাথের সংসার থেকে
উঁচু বাড়ির পাকা দালানের সব মুখ
থরে থরে দাঁড়িয়ে! একজনের পাশে আর একজন

চাপা আবেগের একটা শিশু, অনাবিল
ছুটে যায় রাস্তার এক পাশ থেকে গলির ভিতরে।
আমাদের পায়ের কাদা, নোংরা জল
গোড়ালি ভিজিয়ে আমরা নিশ্চুপ, কেমন ঘাড় নিচু

অন্ধকারের দিকে, চেনা আলোর বারান্দা বা ঘর
কোনও কিছুই আমাদের অহংকার নয়—
রাস্তায়, কলের কাছাকাছি বালতি নিয়ে আমরা
ডিঙিয়ে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে এই সময়টুকুকে,

এই মানুষ সহনশীলতায় গাছের শিকড়ের
সবটুকু ঘনপাতার নিবিড় সান্নিধ্যের মগ্নতা,
এই মানুষ পাথর উপড়ে ফেলে নদীর স্রোতের
সবটুকু, বাঁক নিয়ে ঘুরে যায় অথবা ভাসিয়ে...

নির্মাণ

জিয়াদ আলী

বিশুদ্ধ বাতাসে তুমি স্নান করে মেলে দিও ভিজে এলো চুল
আমি প্রাণ ভরে তার গন্ধ শুঁকে নেব মধ্যযামে
আকাশে অজস্র তারা ফুটে উঠবে দোপাটির মতো
নিদ্রাহীন বিছানায় সংসারের স্বপ্ন খেলে যাবে।

এসব ভণিতা নয়
মানুষের জন্ম এই এরকমই শুদ্ধ নির্মাণে।

১২ মে ৮৪ রাত্রির সমস্ত শ্মশানবন্ধুকে
জয় গোস্বামী

ধায় রাত্রি ধায় রাত্রি আয় ধাত্রী ভাণ্ড খুলি তোর
লিখেছি সাতকাণ্ড আমি খণ্ড করে ফ্যাল আমাকে খণ্ড হাত খণ্ড উরু
দ্বিখণ্ডিত বস্তিদেশ, অণ্ডকাটা শিখণ্ডিত মণ্ডুঅলা দেহ
জগৎভূমে নৃত্য করে হাত পা ছুঁড়ে নৃত্য করে
অগ্নিভূড়ি ফাটিয়ে শেষকৃত্য করে তোর
করে না, কেউ করায় তাকে, ওঠে রে ধূম লক্ষ পাকে
যজ্ঞভূমে কাটা আঙুল লকলকিয়ে বৃক্ষ আঁচড়ায়
হা লকলক হো লকলক ভূঁয়ে গড়ায় জ্যান্ত চোখ
কী আনন্দে স্কন্ধ ছিঁড়ে শরীরহারা কামানো এক মাথা
যায় রে যায় শূন্যপথে কাটা গলায় অগ্নি পড়ে
শেষ কামড়ে কামড়ে ধরে বক্ষ হারা ভাণ্ড তোর লৌহলালা খায়

ধায় রাত্রি ধায় রাত্রি মাতৃধারা যায় রে গঙ্গায়...

লাল-পিঁপড়ে

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

লাল-পিঁপড়ে, যখনই তোমাকে দেখি, মনে পড়ে
আমার পিঁপড়ে জন্মের কথা।
তোমার চেয়েও কত আস্তে আস্তে আমি ঠেলে নিয়ে যেতাম
ছোট্ট এক চিনির দানা
আর এইটুকু ছোট্ট পিঁপড়ে-বৌ অপেক্ষা করতো কখন,
কখন ফিরে আসবো ঝুরঝুরে ঘরে,
কোনদিনই এসে পৌছতে পারতাম না আমি।
লাল-পিঁপড়ে, আমি সেই জন্মের কথা লিখিনি কখনো—
আজ যখনই তোমাকে দেখি, আমার মনে পড়ে
আর একটা সামনের জন্ম, পিঠের দু'পাশ দিয়ে
ঝুলে পড়েছে বিশাল চিনির বোঝা,
টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে বলদ,
পৃথিবীটা হয়ে উঠেছে বিশাল, চৌকো এবং লম্বা,
আর তার ঠাণ্ডা মরা চোখের ভেতর
ভেসে উঠেছে গত জন্মের কথা, যখন
সে হাঁটতো দু'পায়ে, যখন
তার দুটো হাত ছিলো, যখন
খবরের কাগজ না এলে কিড়মিড় ক'রে উঠতো দাঁত, যখন
হাজার হাজার ঘণ্টা অদ্ভুতভাবে বেঁচে থেকে
একদিন তাকিয়ে থাকতো লাল-পিঁপড়ের দিকে, যে ছিল
তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী পরিশ্রমী, যে করতো
কাজের মতো কাজ—একটা চিনির দানাকে
ঘরের এক কোণ থেকে আর এক কোণে নিয়ে যেতো, আর
ফিরে এসে
আবার বেরিয়ে যেতো আর একটা চিনির দানার খোঁজে।

যদি ফিরে আসি

মৃণাল বসুচৌধুরী

যতটুকু দিতে পারো দিও
যেটুকু পারো না
রঙীন কাগজে মুড়ে
        সেটুকুও রেখে দিও বিছানার নিচে
যতটা এগোতে পারো   এসো
যেটুকু পারো না
সে দূরত্ব সঙ্গোপনে
        রেখে দিও উদাসীন চোখের ভেতরে

যতটা রাখতে পারো রাখো
যেটুকু পারো না
চন্দন মাখিয়ে তাকে
        রেখে দিও স্মৃতিকোষে
                রক্তমাখা বীজে

নিঃশব্দ দহনে কাটে দিন
অস্থির ভ্রমণে কাটে দিন
প্রাচীন তৃষ্ণায় কাটে দিন

রেখে দিও
        সব রেখে দিও
যদি ফিরি
        কোনদিন যদি ফিরে আসি

ফেরা

কালীকৃষ্ণ গুহ

ফিরে আসার পথ অন্ধকার ছিলো। অনেক কোলাহলের পর চার্চের দিকে ফেরা। রমণীদের কাছ থেকে—তাদের চিৎকার এবং উল্লাস পার হয়ে—ফেরা। রাত্রি। পথের একপাশে কে দাঁড়িয়ে আছে? কাছে এলে চেনা যায় তাকে, তোমার অগ্রজ, ভূতগ্রস্ত। প্রথমে সে জড়িয়ে ধরে তোমাকে, তারপর অন্ধকারে লাফিয়ে ওঠে। কেবলই আর্তনাদ করে সে। শেষপর্যন্ত তাকে বাড়ি পাঠিয়ে তুমি চার্চের দিকে হাঁটতে থাকো।
'ঈশ্বর আছেন?'
একই উত্তর পেয়েছো বারবার : নেই।
'ঈশ্বর নেই?'
'নেই।'
'শূন্যতার শেষে কী আছে তাহলে?'
'কিছু নেই।'
তোমার হাতে এক উন্মাদ প্রেমপত্র। আরো অনেক উন্মাদনা ফেলে এসেছো পিছনে। বিশ্বাস ভেঙে পড়ছে ক্রমশ। তবু হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাওয়া। নক্ষত্রের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।
কিন্তু মৃত্যু-শয্যায় কে?...এগিয়ে যাও তুমি।

এই মাটি

ধূর্জটি চন্দ

গৃহ ছেড়ে চলে যেতে মাটির কথা মনে হলে
দুই হাতে ধরি তাকে এই বুকে গ্ন-দীর্ঘশ্বাসে!
চিরকালের জমা-দুঃখ ও ভালবাসার পশম
নিজেই ফাঁসিয়ে দিই ছুরি দিয়ে, বাল্লাবাল্লা হয়
তবু মন নয় পাথর, গৃহকোণে কদমের ছায়া
পড়ন্ত বেলায় আজ ম্লান হয়, মাটি মানে মায়া
কার কাছে রাখি তাকে, কার কাছে, কে দেবে আশ্রয়?
মাটির ওপরে থেকে মাটিকেই পর ভাবতে হয়!

জন্ম-কলকাতা

শিক্ষা-স্নাতকোত্তর

পেশা-চাকুরী

কাব্যগ্রন্থ- ২টি

অভিসার

অত্রি ভৌমিক

এখনো চোখ বুঁজলে
অন্ধকার রাত্রি আমি স্পর্শ করি।
রাত্রি কি জানে ও আমাকে কিভাবে তিলেতিলে
কবিতার দিকে নিয়ে যায়?

এখনো কবিতার রাতে
চোখ বুঁজে স্পর্শ করি সারি সারি
শীর্ণকায় শিশুদেহ, শুখনো স্তনবৃন্ত
দেশমাতার আমার।

এখনো অন্ধকার রাত্রি ধীরে ধীরে আমায়
কবিতার দিকে নিয়ে যায়
পৃথিবীকে শ্রেণীহীন করে সুসুপ্তির ক্রোড়ে।

আকাঙ্ক্ষিত বারিধারা এবং ফসলের মাঠে বেনোজল

সমর্পণ মুখোপাধ্যায়

অথচ দেখ তোমার দু'গালে টোল পড়লে, সবাই বলে
তোমাকে ভারী সুন্দর দেখায়; দ্বিধাহীন আহ্লাদে—
তুমি, কেঁপে ওঠো : শব্দের বিনিময়ে হয়ে পড়, এক
ব্রীড়াময়ী পৃথুল রমণী।

ভারী ভাল লাগে এসব নিরুত্তাপ ভাললাগা;
তোমার নিজের ভেতরে যে উত্তাপ, জর্জরিত অনুসন্ধানে
ডুবে পড়া নিষ্ফলা মাঠের মতো ঃ অনুরণনে
সে ছাতিফাটা।

বড় তাড়াতাড়ি পরাজয় মেনে নিলে হে!
চারিপাশে ঈশ্বর, সমাজ, লোকাচার, সংস্কৃতি—
সভ্যতা এবং আকাঙ্ক্ষিত বারিধারা, ফসলের মাঠে
বেনোজল ঃ

কি করে বলি,—"তুমি সুন্দর"!

আমাকে মুক্তি দাও

বিনয় দেব

আমাকে মুক্তি দাও—তোমাদের জনারণ্য থেকে
মিথ্যেই এ জীবনে আকাঙ্খার পসরা হেঁকে হেঁকে
ক্লান্ত আমি, অবশ্রান্ত দেহ-মন-প্রাণ।
মায়া মরু জীবনের অমৃত সন্ধান
ক'রে ফেরা, অনর্থক যাযাবরী রুচি।
তার চেয়ে উদার অনন্ত এক শুভ্র শুচি—
জীবনের ভাস্বর প্রতীক করো এ জীবন।
কর্মোচ্ছল-প্রাণোচ্ছল প্রাণের ইন্ধন
দিয়ে পূর্ণতার পরিপূর্ণতায়, বৃহত্তর
জীবন সংগ্রামে শুধু দুর্গম পথের যাত্রী করো।

তোমাদের এই ভীড়ে আমাকে নাই বা টেনে নিলে,
লিখিয়ে নিয়েছি নাম আগন্তুক উল্কার মিছিলে।
আমার রক্তে নাচে ইউফ্রেটিস-টাইগ্রীস-নীল,
পদ্মার প্রমত্ততা, মেঘনার অশান্ত কুটিল
কলোচ্ছ্বাস, সর্বগ্রাসী দামোদর, আফ্রিকার—
দুর্গম-অরণ্য রক্তে সর্বনাশী ব্যগ্রতার
ঢেউ তোলে। ডাক শুনি জল প্রপাতের,
আমাকে ব্যাকুল করে রুদ্রলাভা ভিসুভিয়াসের।

অন্ত্যজা

শুভ বসু

অনাবরণ যখন তুমি রাত্রে
আকাশের দিকে শরীরকে মেলে দাও
আকাশকে চাও রক্ত এবং মাংসের
পরাগে পরাগে ভরে দিতে, স্তনবৃন্তচূড়ায়
পথিক বাতাস এসে উদ্‌গ্রীব শঙ্খের মুখ খোঁজে,
উপত্যকার স্নিগ্ধ এবং নরম নির্জনতায়
নিরুদ্বেগ অন্ধকার শুনে নিতে চায় উৎসব ঘোষণা,

আমার হাত মাতাল তখন কান্তিমোহন মাংসের
অবার জগতে, অঙ্গুলিগুলি নরম শিখার মোম,
দুই ঠোঁট অতি ব্যগ্র আবেগে প্রত্যেক রোমকূপে
রোমাঞ্চ আনে, খর নিদাঘের মাঠময় ভরা বর্ষণ।

গহন রোমের রহস্যময় যে গহ্বরের পাশে
দুই উরু খুব গাঢ় মমতায় থমকায়, তার ভেতর থেকে
উঠে আসে যেন অনেক যুগের বীজবপনের জন্য কান্না।

তখন তোমার মুখের পাড়া জুড়ে
সময়ের রূঢ় দর্পকঠিন যোজন যোজন হুঙ্কার
রুখে দিতে খোলে আলোর হাজার পাপড়ি।

আমার জন্ম

পঙ্কজ সাহা

নিজেকে কাটি দুভাগ করে
এক ভাগে কমলালেবুর কোয়ায় বিষণ্ণ আলো
অন্য ভাগে বিন্দু বিন্দু আঙুর
আঙুল দিয়ে নেড়ে দিই নিজেকে
এক ভাগ গড়িয়ে যায় আরেক ভাগের দিকে
বিষণ্ণ আলো বিন্দু বিন্দু হয়
বিন্দুর বিন্দুর মধ্যে দেখা দেয়
তরল অন্ধকার
ঝড় ওঠে শব্দ ওঠে
ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে
একভাগ আর এক ভাগের সঙ্গে
লিপ্ত হয়েও
পরস্পরকে খুঁজতে থাকে

আমার জন্ম হয়।

যে যাকে ধরে রাখে

দেবারতি মিত্র

আমাদের পাড়ার পদ্মদিঘি শুকিয়ে মাঠ হয়ে গেছে—
সেখানে ছেলের দল বল নিয়ে হুড়োহুড়ি করে,
চুন্নি বুড়ি ঘুঁটে দেয়, ধোপারা কাপড় শুকোয়।
এই সেদিনও জল টলমল করত—
সন্ধ্যেবেলা মাছেরা তারার পিছনে ছুটে ছুটে ভাবত এটাই আকাশ,
বাঁশপাতার লম্বা হাতের ছায়া খাঁপতে কাঁপতে মিশে যেত
ছোট ছোট জলের ঘূর্ণিতে।
এখন চারিদিকে ইঁটকাঠ, রুক্ষশান, বৃষ্টি আর পদ্মাদিঘিতে দাঁড়ায় না
জলের সঙ্গ না পেয়ে চুইয়ে ছুইয়ে নেমে যেতে থাকে
নিজের মায়ের কোলে, পাতালপাথারে।
জলই জলকে ধরে রাখে, আর কেউ তা পারে না।

মেঘের মতো হালকা হতে চাই, বৃষ্টির মতো স্বচ্ছ।
ইন্টারনেটে গ্রিক ভাস্কর্যের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করতে করতে
পৌঁছে যাই সুন্দরের স্বর্গে।
মনে পড়ে অমরনাথের পথে ভোরবেলা হেঁটে যাচ্ছি—
চুলে লেগে গিয়েছিল গুঁড়ে গুড়ো বরফ, হিমালয়ের লুকোনো চোখের জল।

এদিকে অফিস উঠে গেছে, প্রতিবেশী ভদ্রলোক তাকিয়ে থাকেন ফ্যালফ্যাল করে,
আমার বোনের মেয়ে কিসা বারুদঠাসা শ্বশুরবাড়ি থেকে
একটুকরো পোড়া কাঠের মতো ছিটকে পড়ল পৃথিবীতে।
কি করব ভেবে পাই না। কি করব বুঝতে পারি না।
শুধু লিখে আমি কি ওদের কিছু করতে পারব?
অথচ মানুষই ধরে রাখে, আর কেউ তা পারে না।

দেখা

বিপ্লব মাজী

এ ভাবেই রাত্রি নেমে আসে, যেভাবে দেখছ তুমি
যেভাবে তোমার স্বর ছায়ার মতন নেয় পিছু পিছু

শব্দহীন প্রেম হেঁটে চলে শহরের নির্জন পথে...
একটা স্বপ্ন, নদীর কিনারে টিলার ওপরে ঝুলে আছে—
আমি লিখি বা না-লিখি স্বপ্নের ভেতর দোয়েলের মত গান

শিউরে উঠি, ভাবি যদি স্পর্শ করে সে, সেই ছোট্ট স্বপ্ন—

টিলার ওপরে একটা কাহিনী তৈরি হতে থাকে, সাদামাঠা কাহিনী

কত আদর চাও তুমি? অনুবাদ করি তোমার স্তব্ধতা—
স্বপ্ন দেখা সুন্দর হয়ে ওঠে, পা থেকে মায়া ঋজুবৃক্ষের মত দাঁড়িয়ে থাবি

ভাবি স্পর্শ করি, করি না, নির্বাণের মত সুখ, আনন্দ জাগে...

নতুন রাধ

কৃষ্ণা বসু

রাই গিয়েছেন নদীর ঘাটে জল আনতে একা,
প্রেমিক পুরুষ কোথাও নেই নদীর ধারটি ফাঁকা।
রাই গিয়েছেন অন্বেষণে উথাল পাথাল খোঁজা,
কৃষ্ণ গেছেন দিক বিজয়ে রথ গিয়েছে সোজা
রথ গিয়েছে সফলতায় পথ গিয়েছে দূরে
রাধার কি আর সফলতায় নারীর মনটি পোড়ে।
কৃষ্ণ কেবল প্রেম করে না যুদ্ধ করে জেতে
ভারত জুড়ে পুরুষ প্রবর খেলায় ওঠেন মেতে।
কৃষ্ণ যদি ভোলেন তাকে বাকী রইল কি?
রাজ্যও নেই শাসনও নেই রাজার ঝিয়ারি।
এমনি করে রাধার ছবি আঁকেন বিজ্ঞজনে।
কেউ জানে না কী রয়েছে নারীর মনের নির্জনে।
একটা কোনো সার্থকতায় একটা কোনো ক্ষেত্রে
বাড়তে চেয়ে ভুল করেছে[১২৫]
রাধার নত নেত্রে
অশ্রু তো নয় আগুন জ্বলে অগ্নিকন্যা ওড়ে,
অগ্নিকন্যা মেয়ের গল্পে নতুন ভুবন ভরে।

শ্রীদুর্গা

অমিতাভ গুপ্ত

আশ্বিন, ধ্বংসবীজের মতো নীলরঙ আকাশের, নিচে
চালচিত্র ঃ মুখের গর্জনতেল, মনে পড়ে, দিদিকে মানাতো
আমরা কয়েকজন আনমনে দেখে নিউ সবুজ অসুর
সাবর্ণ চৌধুরীর বাড়ি—কলকাতার সব চেয়ে পুরনো প্রতিমা
সবুজরঙের অর্থ ঘৃণা ঃ আমি আমার বন্ধুর কাছে দ্রুত
জেনে নিই, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এরকমই লেখা আছে নাকি
কেউ কি পেয়েছে টের, সবুজথাবার নীচে রোগাবোকা দিদি
বিবাহের উনিশ বছর ধ'রে ক্ষয়েঝরে, তারপর শ্মশানে শুয়েছে

২.
যখন রোপণ কর, জাগে প্রতিমার
গায়ের নতুন রঙ মাঠে, তারপর বীজ
ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে অপহরণের বোধে বাণিজ্যে ও পণ্যবীথিকায়

বাংলার কনকদুর্গা, এদেশেই থেকো।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার

অশোক পোদ্দার

রয়েল বেঙ্গল টাইগার কিভাবে
লঞ্চ হতে মানুষ মুখে তুলে নিয়ে যায় জানেন?
ঘটনাটি আমার ছোট ভাই মধু বলেছিল।

ছোট ভাই মধু, সুন্দরবনের কাছে থাকে।
যে লঞ্চ থেকে বাঘটি মুখে, যেভাবে একটি মানুষ
তুলে নিয়ে গিয়েছিলো, সে লঞ্চচালক, মধুকে
ঘটনাটি বলেছিল।

বাঘটি নাকি নদী সাঁতরে, লঞ্চের কোণাকুণি এসে
এক লাফে লঞ্চে, আরেক লাফে, একটি মানুষ
মুখে তুলে নিয়ে, লঞ্চ হতে জলে, নদীটি সাঁতরে
জঙ্গলে চলে যায়!

ছোট ভাই মধু, ব্যাপারটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়।
মধু বলেছিল ঃ দাদা বুঝে দ্যাখ
এই হল রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

শুধু জেট প্লেনের শব্দ

রানা চট্টোপাধ্যায়

কোন কবিতার কথা মাথায় আসছে না এখন
চুপ করে বসে আছি ঘরের ভেতর একা।
দূরে রাস্তার কোলাহল থেমে গেছে মধ্যরাতে,
কেবল একলা চাঁদ মেঘের ভেতর থেকে ডাকছে
আমার ডাকনাম ধরে।

মন কেমন করছে, মনে পড়ছে মা'র কথা
বাবার মুখ ছবির ভেতর
একই রকম থেকে গেল!
সময় চলে গেছে সাতাশ বছর। সাতাশ বছর!
আমিও কত বদলে গেছি, আয়নার দিকে তাকালে
চিনতে পারি না নিজেকে
অ্যালবামে হরিদ্বারের গঙ্গার পাড়ে ও-কে?
এর্নাকুলামের ব্যাকওয়াটারের ধারে যুবকটি
কি করছে?
স্বাধীনতার পতাকা হাতে এক বছরের ভারতকে
কিছু কি বুঝতে পারছে বাঘনখের সুতো বাঁধা
ওই অবুঝ শিশু?
সে এখন কোনখানে চলে গেছে!

কোন কবিতার কথা এখন মাথায় আসছে না,
শুধু জেট প্লেনের উড়ে যাওয়ার শব্দ
মধ্যরাত ভেঙে খানখান করে দিচ্ছে।

কয়েকটি বিচ্ছিরি শব্দ

মিহির চৌধুরী কামিল্যা

কয়েকটি বিচ্ছিরি শব্দ দিনরাত্রি বিছের দংশন
হাত মেলে ধরা যায় না চোখে হয় না কিচ্ছু অনুভব।
প্রতিটি মুহূর্ত তেতো।
যে চেতনা আকাশ সমান
সেখানেও শব্দ নেই।

সমস্তই থেমে যায়,
বিশাল তারার মতো ছুটতে ছুটতে পুড়ে যায়
প্রেম অশ্রু মন ভালোবাসা।
কয়েকটি ক্ষীণ শব্দ কৈশোরের প্রেমের মতোই
ঘুরেফিরে কামড়ে দেয়—
ভস্মীভূত করে দেয় লোনাস্বাদ, উষ্ণ বুক ক্লান্তির খাড়াই
হত্যা করে দুটি স্নিগ্ধ মন।।

ৎসং-এর পুনর্জন্ম

শম্ভু রক্ষিত

আমার সমঘন মগজটি আবার মন্দিরা ও যবনীগ্রহণ করে চাষ আবাদ,
মৎস্য ধরা, পলুপোষার কাজে জমায়েত হয়েছে
আমার ভয়দ লগুড় গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে উড়ে যাবার উপায় উপকরণ
সম্পর্কে বিদেশী বণিক দেশপতির কাছে ভক্তিভাব যোগাচ্ছে
আমার শাসিত দেহটি নিচ্ছে এই অংবিঅং ববম্ ববম্ মালকোষের তালিম
আমার অনুবির্তগণ অধরারুণ কুন্দবদন ছোকরাবেশী যুবতীর সুরত নিয়েছে

আমার পুরনো আধভাঙ্গা খেলতা আমার কোষের ভেতর এসে অদৃশ্য
ফলে আমার কিছু কোষ এখনো অক্ষত, কিছু অতিশয় হতে চলেছে

আমার ক্ষোভ : আমি আজও গাঁদাফুলের মালা গলায় পরে মাঙ্গলিক গান
গাইতে পারিনি।
(কোষকারীর দেশে তাই আমার চলচিত্ত লোকবিতা নিক্কণ পায়নি)

আমি মগহিভাষী, আমি ক্ষুদে প্রফুল্ল, আমার বাড়ি
নবদ্বীপে বুনো রামনাথের ভিটের ওপর
আমার মিশরকুমারী শহরে ছুটে বেড়াচ্ছে

হর্ষ! আমার কাছে একটি কালো বাউথাস
একজন সন্ত পেটার আবেলার্ড
অত্যন্ত হ্রস্বীকৃতভাবে, একেবারে কোণঠাসা অবস্থায়, অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে

আমি উলো বীরনগরের ঢিবিতে ভবেশ্বরীকে মমতায় সাজিয়ে রেখে বিদ্রুত
আমি পরমোৎসবের কার্পেটে শয়পত্রী ফুল এখনও ছড়াইনি

রামাই, সেতাই, নেলাই আমি নয়, ধুমসা ও মাদলের সংগতে ভেসে
সরবরাহ করতে চাই ভবিষ্যপুরাণ
বীরহাম্মীরের সঙ্গে মানতের হাতীঘোড়াও আমি গড়তে চাই

হ্যাঁচ্ছো! আমার গলায় কোন কাব-তেওহার পুজোর মালা নেই
কিন্তু মালার বদলে আছে এক বিত্রস্ত থলি

সেতু

অজিত বাইরী

এপার থেকে ওপারে যাবার
একটিই মাধ্যম ঃ সেতু।

সেতু ছাড়া দুই পারকে যায় না মেলানো।
দুটি মানুষ, দুটি দেশ, সময়ের দুই প্রান্তকে মেলাতেও
প্রয়োজন একটি সেতুর।

দুই পারকে চেনা দিয়েই শুরু হয় পারাপার।

আমি তোমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছি হাত;
তুমি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দাও।

দুই প্রান্ত থেকে দুটি হাত যখন মেলে
সেই হাত
মানুষের ইতিহাসে দীর্ঘতম সেতু।

ভাল থাকার নাম করে

নীরদ রায়

ভাল থাকি না—
শুধু ভাল থাকার নাম করে প্রতিবছর রং করি ঘরবাড়ি
বাংলা মিডিয়াম থেকে ছেলেমেয়েকে নিয়ে যাই ইংরেজি মিডিয়ামে,
কোনো কারণ নেই তবু পাশের বাড়ির তানিয়াদের শুনিয়ে শুনিয়ে
দোতলার ছাদ থেকে চিৎকার করে ডাকি—'ও ভাই আইসক্রিমওয়ালা—'
দশ বছর একবারের জন্যেও বেরোতে পারিনি বাড়ি থেকে—
অথচ পার্কের পাশে, এল.আই.সি অফিসের সামনে,
দুই বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ পনেরো বছর পর দেখা হলে
কাঁধে হাত দিয়ে বলে উঠি—এই তো মার্চেই ঘুরে এলাম গোটা সাউথ—

ভাল থাকিনা—
শুধু ভাল থাকার নাম করে রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেট বাজাই সন্ধেবেলা
নাট্যানুষ্ঠানের দশ টাকার টিকিট কিনে ফেলি পঁচিশ টাকায়
বিখ্যাত লোকদের পাশে গিয়ে ছবি তুলি, হাসতে থাকি দু-এক মিনিট,
একবারও যাইনি ডুয়ার্সের অরণ্যে ভুল করেও পড়ি না কোনো কবিতা—
অথচ বসার ঘরে টাঙিয়ে রাখি মাইল মাইল সবুজের হাসি,
দু-এক খন্ড রবীন্দ্র রচনাবলীর পাশে সাজিয়ে রাখি কত যে কবিতার বই—
রক্ত দিতে নয় শুধু মন্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে
রক্তদান শিবিরেও হাজির থাকি ঠিক দশটায়।

নিজেকে-খোঁজা

পরিমল রায়

হারিয়ে গেছি জনতার ভীড়ে।
তাইতো চোখের তারায় নিবিড় ভাবে
তোমায় বেড়ায় খুঁজে।

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
অহরহ অনুক্ষণ
ডানায় দিয়ে ভর
বলি কোথায় তোমার ঘর-সে তো আমারই বুকের চর।

রাজা উজির ভিখারি
লাজে রাঙা কুমারী
মধু মাখা দেবশিশু

বোধ থেকে অবোধ সৎছেড়ে অসৎ
নবীনের সারি বেয়ে আসে
যত প্রাচীন-সবইয়ে দিখে আমি।

অন্ত সাগরে তোমার নামে গুনতে গিয়ে ঢেউ।
দেখি সেথা আমি ছাড়া নেই আর কেউ।

শিক্ষা- এম.লিব (এসসি), পিএইচ.ডি
পেশা- অধ্যাপনা

স্বপ্নে কোনখানে

চৈতালী দত্ত

কে তোমাকে ডেকে আনে
অস্ফুট আহ্বানে?
কে তোমায় ডেকে আনে
হেঁতালের বনে,
নরম সোঁদালো রোদে—
কিংবা কোনখানে
সবুজ ধানের গন্ধে
নামহারা পাখিরাও জানে
কোন্ স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়
ভোরের কূজনে।

কোন স্বপ্ন ফিরে বাসা বাঁধে
আশ্চর্য মুক্তোর মত,
ঝিনুকের ব্যথা হয়ে
কাঁদে।

কোন্ স্বপ্ন গভীর রাতের বুকে
অঝোর বৃষ্টির ধারাপাত।
কোন স্বপ্ন ঘিরে জেগে থাকে
মায়াময় কুহকের রাত।।

পেশা- অধ্যাপনা
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

শীতের অতিথি

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

হেমন্ত শেষ, বনমর্মরে দিন
ভরে ওঠে, তুমি কেন ফিরে যাও হে পথিক,
উদাসীন
হে পথিক তুমি দু'চোখে জড়াও নীলাকাশ-চোঁয়া রঙ
তারপর তুমি চলে যেও দূরে
যদি মন যেতে পারে

হে পথিক, তুমি শুধু একবার পান করো গাঢ় রোদ
শীতের পানীয় ভরে আছে ওই জাফরানি ভৃঙ্গারে

হে পথিক, যদি কিছু ভুল থাকে নেই তার সংশোধ
চিরদিনই এই মনর্মমর হৃদয়ে-বাইরে জং

অবিকল

প্রমোদ বসু

এখন বলি প্রেমের কথা, এখনও দেখি মুখ।
এখনও ঝড়ে উথালপাথাল মেঘের মতো বুক।
এখনও চোখে শ্রাবণমাসে ঝরে অঝোর জল;
এখনও লিখি আগের মতো প্রণয় অবিকল!

এখনও রাতে স্বপ্ন আসে, যুবতী দেয় নাড়া!
আধ-ঘুমন্ত শহর তখন, ঘুমিয়ে থাকে পাড়া।
এখনও পথে দৃষ্টি টানে ইশারা সমুজ্জ্বল।
এখনও আমি আগের মতো প্রেমিক অবিকল!

এখনও তুমি বছর কুড়ি, এখনও তুমি টান।
এখনও শরীর শরীর জুড়ে, অনন্ত আনচান।
এখনও ভালবাসার কথা কেবলই সম্বল,
এখনও লিখি, দেখো প্রেমিক হুবহু অবিকল!

জলপাই কাঠের এসরাজ

মৃদুল দাশগুপ্ত

কোনোদিন কিছুই ছিলো না, কিছুই কিছুই নেই আমাদের আজ
আমরা কি বাজাবো না, জলপাই কাঠের এসরাজ?

ও কি ফুল? বুনো ফুল? গোলাপি পাপড়িময় চাবুকের দাগ
আমরা কি চলে যাবো? কখনও দেবো না ওকে পুরুষ পরাগ?

অনেক লণ্ঠন ওড়ে, হাওয়া বাতাসের রাত, কেউ এলো আজ?
বাজাবে না আমাদের? বাজাবো না জলপাই কাঠের এসরাজ?

শীতের ছুটিতে
চিত্রা লাহিড়ী

মাঝে মাঝে
ঘুমের মধ্যে একটানা
কুয়াশাপাতের শব্দ শুনতে পাই
এই শীতের রাত এই শহরতলি...আর
বর্ণাঢ্য শীতের ছুটিটা ঠিক যেন কার্ডিগানের
বাগানের মতো

কুয়াশাপাতের শব্দের মতো
তোমার একটা সুর ছিল...অন্য একটা হৃদয়
হৃদয়ের শব্দ থেকে উঠে আসতো গান
মধ্যরাতের ওষ্ঠ ছুঁয়ে সেই গান নেমে যেত
ঘাসফড়িং-এর সবুজ পর্যন্ত
আর হালকা বাতাসে
ছড়িয়ে যেত শাল সেগুনের মাঠে

আমি স্মরণকালের
শ্রেষ্ঠতম কার্ডিগান বুনেছিলাম তখন
মরসুমি ফুলের কাছে উজ্জ্বল বর্ণময় নরম শরীর রেখে
জল মাটি বাতাস বুনেছিলাম তোমার আঙুল
ছুঁয়ে শীতের ছুটিতে

সেদিন থেকে
অন্য কোনও শহরতলিকে আর
তেমন করে চিনতে শিখিনি...তেমন করে
অন্য কোনও কুয়াশার রাত
এখন শীতরাতগুলো
প্রান্তিক জুড়ে মুঠো মুঠো পাতা ঝরায় শুধু
বর্ণহীন যে পাতা শীতের পোশাক গড়ার

অবাধ কবিতা

ভাস্কর চক্রবর্তী

তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক। ডক্টরেট।
সমাজতত্ত্ব নিয়ে তিনি
বিস্তর ভাবনাচিন্তা করেন।
সমাজ একটা খাসা ব্যাপার।
যারা সমাজবিরোধী আমরা তাদের উড়িয়ে দিই
যারা অসামাজিক আমরা দূরে বসিয়ে রাখি তাদের।
তিনি আসেন আর
আমি দুর্খেইমের কথা শুনি
শুনি ওয়ার্থ, আর নগরায়নের কথা।
'বুর্জোয়া' শব্দটা কতো বছর হলো আমি আর শুনি না—
ট্যাক্সিতে চড়াই তো এখনো একটা ঝামেলা
চোখদুটো শুধুই মিটারের দিকে সেঁটে থাকে।
রাত্রিবেলা ঘুমোতে যেতে আমার আর ভালো লাগে না
মহাশয়া, আমি পাশাপাশি সাত ঘরের একটা শব্দ খুঁজছি এখন
রগরগে একটা উপন্যাস পড়ছি—
এত যে কচকচি আর আস্ফালন আর বারফাট্টাই
সবই দেখি চুপ মেরে যায়
পেটে দু-একদিন দানাপানি না পড়লেই।

সে এইখানে দাঁড়িয়ে রইল

ব্রত চক্রবর্তী

ঈর্ষা থেকে সরে সে দাঁড়াল যখন, তাকে অন্যরকম লাগল।
আলো এসে লাগল তার মুখে, রোদ্দুরের, তাকে অন্যরকম লাগল।
হাওয়া তাকে এমত দোলাল, যত্ন নিয়ে, এতটা-ই,
যেন সে কোথাও শস্য-সম্ভাবনা, ফসল আনবে,
তাকে অন্যরকম লাগল।
আকাশ ঝুঁকল এতটা-ই তার দিকে আজ, যেন প্রেমে পড়েছে, এতটাই,
ছড়ানো নীলিমা যেন তাকে বিলিয়ে বসবে, এতটা-ই,
তাকে অন্যরকম লাগল।
এক্ষুনি দর্পণ আনুক কেউ তার দিকে, যদি আনে,
যারা ওকে এতদিন ভয় পেয়েছিল, ভয় পেতে শুরু করেছিল,
তাদের দর্পণ যদি আজ ওর সামনে দাঁড়ায়, ও ভীষণ খুশী হবে, চম্‌কাবে,
ঈর্ষা থেকে সরে এলে এমন দেখায়,
দেখায় এমন যে, সে, কখনও ভাবেনি!
আসলে সে চায় আজ তাকে ঈর্ষা করা যায়,
তাকে ঈর্ষা করা হোক্, এরকম কিছু করে।
সে আবার শস্য-সম্ভাবনা, টের পায়, কোথাও,
ফসল আনবে, কোথাও, টের পায়,
ঈর্ষা থেকে সরে এলে এত কিছু হয়, সে ভাবেনি, কখনও!
সকলের সবাকার আকাশের নিচে পাশে
ঠিক এইখানে ও দাঁড়িয়ে রইল, তবে আজ দাঁড়িয়ে রইল ও,
রোদ্দুরকে হাওয়া ওই ব'লে দিল ওকে আজ নমো করা যায়,
হোক্ তাই, ঠিক এইখানে ও দাঁড়িয়ে রইল,
দর্পণ দর্পণ ওই এগিয়ে আসছে...

পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ৪টি

কার্পেট ও ছেঁড়া কাথা
রবীন বিশ্বাস

কার্পেট তার রঙ
লাল, নীল,
সাদা, কালো
তাতে কী?
ভাঙ্গা ঘরে
থাকে কী?

ছেঁড়া কাথা
তার রঙ
লাল, নীল
সাদা, কালো
তাতে কী?
অট্টালিকায়
থাকে কী?

শিক্ষা- এম.এ, পিএইচ.ডি
পেশা- অধ্যাপনা

প্রশ্ন

তরুণ মুখোপাধ্যায়

কিছু কি রহস্য ছিল, স্বপ্নের বীজ ছিল, অন্ধকারে?
তবে?
কেউ কি বিরহলীন সারাদিন ডেকেছিল বারেবারে?
তবে?
কবির বেদনা যত কলমে বিক্ষত হয়েছিল কবে?

ভোরের আলোয় কিছু মাখা ছিল ভালোবাসা,
জানো?
মাটির প্রদীপে কারা নদীতে ভাসালো গূঢ় আশা
জানো?
শিল্পীর বেদনা যত তুলিতে চিত্রিত হবে না কখনো?

পেশা- চাকুরী

বঙ্গভঙ্গে শতবর্ষ

সুবিমল চক্রবর্তী

যেখানে সুরের মূর্ছনায় গুলাম আলী
দেওয়াল ভেঙেছে
যে আকাশের নীচে সুর সঙ্গীত ভাষা
ধর্ম এক হয়েছে, এস বন্ধু দেয়াল ভাঙি।

আজও বাংলাদেশের কবরখানায় নজরুলের
অশরীরী আত্মা কাঁদে,
শুধু কি কারো অঙ্গুলি হেলনে?
আমরা তিন ভাই ব্যস্ত হই পাপেট প্রদর্শনীতে।
কারাই বা পিছন থেকে সুতো টানে
আমাদের ভাইয়ের শক্তি মাপতে, নাকি
তেল অথবা মানুষের রক্ত খেতে?
এক সুর এক সঙ্গীত একই ধর্ম, একই ভাষা
এক হতে তসলিমাও দেয়াল ভেঙেছে—
এস বন্ধু দেয়াল ভাঙি এক সাথে।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- শিক্ষকতা

আরশোলা

অনীক রুদ্র

শাদা খাম। রাত্রি পৃথুলা। বাড়ি ফিরে
কালো ভূত অক্ষরের দেখা।
উধাও স্মৃতির অঙ্ক। খরখরে বাদামি আরশোলা।
শুঙ্গ আঁকাবাঁকা।

পেটে ডিম জননীরা। প্রস্থিত স্মৃতির সূত্রে
অকারণ দেখায় নবীনা।
ডব্লিউ-ডব্লিউ-ডব্লিউ... আরো কিছু বর্ণক্রম।
জনকের অযৌন গণনা

শেষ হয় না কভু। নিভন্ত তারকা মুখে
পুব-আকাশে রবিচ্ছবি। উবু

আমি লিখি এতদূর। এই মর্মে
অতঃপর মুখ-বন্ধ খাম।
আরশোলাই জানবে শুধু, ভবিষ্যতে
কতখানি প্রাসঙ্গিক বিষয় ছিলাম

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৯টি

অতিগ্রহণের পরে

সোমনাথ রায়

কোনোদিন আমার মৃত্যুদিবস পালন কোরো না
কারণ আমার মৃত্যু হচ্ছে জন্মাবধি প্রতিদিন।
তোমাদের চোখে পড়ছে না অজস্র তীক্ষ্ণ আলপিন;
কখনো করাত ছুটে আসছে আর আমি আনমনা

আড়ালে দাঁড়িয়ে বরণ করেছি মরণের স্বাদ।
কিন্তু সে আমাকে বেশীক্ষণ ধরে রাখেনি, জীবনে
ফিরিয়ে দিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে, আবার সংগোপনে
কখনো উদ্যত ফণা ভেঙে বিষ করেছে বিস্বাদ।

মেঘে ঢাকা সূর্যালোকে মাঠময় যত বৃষ্টি হোক
কাচ ভেজা চিত্রপটে তার সোঁদা গন্ধ পৌছবে না।
কর্ম চিহ্নে হাত রেখো পা নামিও যদি ইচ্ছা করে—
সেদিন বিস্মৃত হব আমি যাবতীয় মৃত্যুশোক।
স্পন্দন নিঃশেষ হলে আর কোনো সান্ত্বনা লাগেনা
গোদান করো না আর সেই অতিগ্রহণের পরে।

শিক্ষা- ইন্‌জিনীয়ার
পেশা- অধ্যাপনা

বলতে পারিস?

বাসব চৌধুরী

বলতে পারিস—
কোনটা ছবি কোনটা ছায়া?
বলতে পারিস—
কোনটা মন আর কে বেহায়া?
বলতে পারিস—
সদ্যোজাত ওই শিশুটা
হিন্দু না কি মোল্লা দলে?
বলতে পারিস—
খুনোখুনির রাজনীতিতে
কাদের ভারি পাল্লা চলে?
বলতে পারিস—
ঠিক কি বোঝায়
বলতে নিখিল বিশ্ব?
বলতে পারিস—
জিনিসপত্র বুকে বেঁধেও
মানুষ কেন নিঃস্ব?

বাক্সকথা

অমল চক্রবর্তী

পেশা-চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

আমার ছিলো হলুদ ফুল, তাহার ব্রিফকেস
একদা দোঁহে মজেছি মোহে পানের বুকে চুন
আমি ছিলাম সোহাগী কাঠ সে ছিল তুরপুন
আমি তো তাকে দিতাম ফুল সে দিত দরবেশ
বাক্স খুলে রঙ দেখাত আমি কি ছাই জানি
কাকেই বলে মোরগঝুঁটি কাকে বা জামদানি

হলুদ ফুল হলুদ ফুল মনে কি পড়ে বড়?
বর্গফুটে মাথাটি কুটে এই সে এতো পাই
তথাপি চোখে লতিয়ে ওঠে কতো না পরছাই
তাহার কাছে বললে এটা চাবির ঝনঝন
বাজিয়ে শেষে ছোট্ট চাবি কুটুস করে খুলে
বলবে : 'দ্যাখো, এ ব্রিফকেস তোমারি, তুলতুলে'

আগুন খাও হলুদ বন লুকিয়ে যাও চির—
অঙ্গ জুড়ে পুড়ছে নীল বালিকা প্রজাপতি
শঙ্খ উলু চিতায় সাজো একুশ শত সতী
আলোয় আলো অন্ধ করে অন্ধকারে হিরো
ভিখিরি তোর বাজিয়ে থালা গা দেখি সেই গান:
'খিদে পেয়েছে খিদে পেয়েছে দু-একটা কামান

হাঁমুখে দাও, তাকিয়ে দ্যাখো এখানে এক দেশে
টানেল ভরে সূর্য ঝরে'
এটুকু যদি পাস
হলুদ বনে হারিয়ে গেছে যে সব হাড়মাস
বৃষ্টি ভিজে দাঁড়াবে ফের কদমে রাইবেশে
দেশের নাম যাহাই হোক এমন মৌতাতে
বাক্স ভরা বাজার এবার আফিম দেবে ভাতে

শিক্ষা-স্নাতক
পেশা-বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞ

সম্পাদকের প্রতি

সুজয় ব্যানার্জী

হা জার বছরের কবিতা নিয়ে
জা গলে আজ কোন কবি
র বির আলোর রশ্মি দিয়ে।

ব ছর আসে বছর যায়
ছা য়ায় ছায়ায় মৃদু পায়ে
রে খেছ ভাষাকে বুকে ঠায়
র বির আশা প্রাণ পায়।

ক বি তুমি চির তরুণ
বি শ্ব জানে তোমার গুণ
তা ই তুমি সদাই নবারুণ।

দীর্ঘ ছুটি

শতরূপা সান্যাল

যারা ছিলে সহপাঠি, তখন সকাল
স্কুলের সবুজ জামা টিফিনে পায়েস
টেবিলে তোয়ালে পেতে ছোট আয়োজন
অথচ সে ক্লাস ঘরে রোদ্দুর ঢোকে না!

যারা ছিলে সহপাঠি, হজমি চানাচুর
ছুটির ঘণ্টার পরে জটলা-ভীড়-ক্রেতা
দু'পয়সায় এ্যাতও কুল, ব্যস্ত ফেরিওয়ালা
ছোট ছোট কালো মাথা কচি কণ্ঠ-ডাক!

যারা ছিলে সহপাঠি, স্লেটে ও পেনসিলে
উল-কাঁটার গোনা ঘর, কাটাকুটি খেলা
ঘণ্টা পড়ে গেলে সে কি চীৎকার উল্লাস
আজ দীর্ঘ ছুটি, তোরা কে কোথায় সাথি!

যারা ছিলে সহপাঠি, ছোট মোজা জুতো
ফিতে বাঁধতে শিখে যাওয়া আনাড়ি আঙুল
আজ সে আঙুল ছুঁয়ে সময় গড়ায়
দীর্ঘ ছুটি যার পর স্কুল আর খোলে না!

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

সম্পর্ক ঃ আলো, আমরা এবং

অমলেন্দু দত্ত

আলো এসে রাতের এঁটো বাসনগুলো ধুয়ে মেজে
নিকানো দালানে যত্নে রাখে। রোজ ভোরে...

সিগারেটের মুখে জ্বলন্ত লাইটার ছোঁয়ানোর মতো
উদাসীন সহজ নিয়মে আমরা
মনকে অক্লেশে পোড়াই প্রতিদিন
কোনো অনুতাপ কোনো দুঃখ-বোধ নেই
কেননা ওরাও তো পোড়ে সহমরণের মতো!

হৃদয়ের অন্ত্যেষ্টি-যাত্রায়
পাটভাঙা পোশাকের উন্মার্গ বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে চলি,
নিরুত্তেজ পুরোনো সংলাপ বলি, অকারণে হাসি...
দিনটাকে *ঠেলেঠুলে* রাত্রির মধ্যযামে একা ফেলে আসি!

এঁটো কাঁটা অন্ধকার ফের জমে। গাঢ় হয়। আমরাই
গাঢ়তর করি...
আলোর হাতে-পায়ে নিষ্করুণ হাজা,
তবু সে আসে, আবার বাসনগুলো মাজা হলে
দালানে সাজিয়ে রাখে। কী অবাক, দেখেও দেখি না!

আলো সে তো ক্রীতদাসী। তার করণীয় করে, নতমুখে।
আমাদের বস্তুত কেউ না...।

সত্যিই কি 'বস্তুত' কেউ না?

শিক্ষা- ম্যাট্রিকুলেশন
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
গ্রন্থ- ১টি

বিচলিত আকাশ

অমলেশ পাল

সমুদ্র যখন উত্তাল
সৈকতে সৈকতে তখন
তোমার প্রতীক্ষায়
লবণাক্ত হৃদয়ে বক্তক্ষরণ,
সীমাব বাঁধন কেটে
অসীম মিলেমিশে একাকার
ঐ দিগন্তে,
চোখের ভাষা তোমার অনন্য
মাটির অনুভবে ভালবাসা
সুন্দর-অসুন্দরের সংঘাতে
মুছে যাওয়া দিনগুলোর স্মৃতি
মধুর, শীতের মধ্যাহ্নে।
চৈতালি হাওয়ায় সবুজ শৃঙ্খল
বর্ষ শেষে অনুদার,
নীল আকাশ উদ্‌ভ্রান্ত
শস্যবতী একটি মেয়ের
পথ চেয়ে।

উত্তরপর্ব

অজিত ভড়

অনেক উঁচু হয়ে গেছো তুমি
আরো উঁচুতে উঠে যাচ্ছে তোমার হেলিকপ্টার

তুমি তাপ দিচ্ছ—উত্তাপ দিচ্ছ
তোমার বাড়ির কুয়ো, পাশের পুকুর-কাছের নদী
সব শুকিয়ে বাষ্প—

তুমি হাসি দিচ্ছ, বাক্য ছড়াচ্ছ—
তোমার অজস্র হাসির টুকরো ক্যামেরা
নানা অ্যাঙ্গেলে আমাদের উপহার দিয়েছে,
তোমার অনেক মূল্যবান বাক্য—উদ্ধৃত হয়েছে
নিউজ প্রিন্টের পাতায় পাতায়

শিশুকালে বাল্যকালে আমরা একসঙ্গে খেলেছি—
ধুলো ঘেঁটেছি—জল মেখেছি—

আজ যতো ছুঁতে চাইছি তোমাকে—যতো
লাফ দিতে চাইছি—
ততো ছোটো হয়ে যাচ্ছি—দিন দিন

তুমি ওপরে উঠছো—অদৃশ্য হচ্ছো—
মাঝখানে বায়ুর আড়াল—
তুমি না মেয়ে না মানুষ, না শরীর না অশরীর
না-ধরা—না-অধরা হয়ে
—নি নি হয়ে যাচ্ছ ক্রমশঃ

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৭টি

যে যায় সে থাকতে চেয়ে যায়

অমিত গুপ্ত

পাতার পর পাতা এগিয়ে দিচ্ছে শীতের হাওয়া
কী আঁকি? টারসিয়ারী যুগের পাখিদের কংকাল ছাড়া
কিছু স্কেচ করা যাচ্ছে না।
ঝিপ ঝিপ জল রঙের ওয়াশে হলদেটে ক্লোরোফিল ধুয়ে
ফুটে উঠছে বোঁটা থেকে টানা মেরুদন্ড
দু-পাশে পরপর বাঁকা পাঁজর।

এত লম্বা মাঠে নিজের ছায়া বুনেছি কোন সকালে
ক্রমশ বাড়তে বাড়তে সন্ধ্যার আকাশ ছুঁয়েছে
তাতে এক পোঁচ কমলা-ফুলের আভা।
কান্ড থেকে প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসা
পাতাখসা সরু সরু ডালপালায়
আমি সেই তুলিটা খুঁজছি
যা দিয়ে রং-রেখাহীন শূন্যতাকে
ছাঁদে ফেলা যায়।

খুঁজে ফিরি

অম্বুজ মৌলিক

আজীবন গেল খুঁজতে তোমায়
তবু তো পাই না চোখে
কত কৃপা দিলে প্রিয়তম তুমি
প্রেম দুঃখ ও শোকে।।
নদী পথ কত পাহাড়, পাথার
ঘুরে কাটালাম দিন,
আয়ু চলে যায় ভেবেছি আমরা
তখন কত-না দীন।।
কত কিছু ছিল এ জগতে পাওয়া
অসার ভেবেছি সবে
মনে ছিল বুঝি আশাও প্রবল
তোমাতে মিলন হবে।।
জানি না কি ভুল করেছিলাম বা
ও চরণ পাবো আশা।
স্বজনেরা ভাবে এ তো পাগলামী
দুর্বাশা ভালোবাসা।।
দেবীর প্রণয় কারো যদি হয়
যে প্রাণ অমৃতধারা।
তার কি মেলে না অমর ভুবন
তিমিরে তা হবে হারা।
শেষ দিন তক তোমাকে খুঁজব
চাইনে তো বিশ্রাম।
চলে যাব দূরে নূপুরে নূপুরে
শুনবো তোমারি নাম।।

শিক্ষা- স্নাতক
গ্রন্থ- অনেক

খুলে দাও

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জানলাটা খুলে দাও
জানলাটা,
পর্দাটা তুলে দাও
পর্দাটা,
তার চেয়ে ভালো হয় আরো
যদি পারো :
খুলে দাও, খুলে দাও
বাধা-নিষেধের দরজাটা...

ঘানি ঘোরাতে ঘোরাতে ঘোরাতে
কত প্রহর চলে যায়,
হাতুড়ির ঘা দিয়ে দিয়ে
কারা ঐ বলে যায়
ভেঙে ফ্যাল্ ভেঙে ফ্যাল্
দরজাটা।

ঐ যে আসছে কারা
দিশেহারা
এখুনি হয়তো তারা
প্রলয় কাণ্ড বাধাবে
ঝটিকা-ঝঞ্ঝা ঝড়ে
লণ্ডভণ্ড করে

তোমাকে আমার মত কাঁদাবে
তার আগে
খুলে দাও খুলে দাও
বাধা নিষেধের দরজাটা...।

পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ৩টি

একবার ওকে স্পর্শ কর

অজিত ঘোষাল

অনেক অনেক মুহূর্তের পারে এসে
অনিকেত পথচলা...
লোকটা বড় কষ্ট পেয়েছিল একা একা।
একরাশ ফুলের পাশে বিছানা পেতে দাও
ছড়িয়ে দিও চন্দনের কিছু নির্যাস
স্বপ্নিল সোনালি হাতে একবার ওকে স্পর্শ কর।
চোখ নাকি কথা বলে!
ও কী বলছে, শুনতে পাচ্ছো?
ওর উদ্দেশ্যে লিখে দিও একটা এপিটাফ্!
নামহীন গোত্রহীন চরিত্রহীন মানুষটা...
তবু রেখে যাক একটি ছাপ
ও একদিন ছিল, এইটাই সত্য হোক্।
স্বার্থপরের মতো ওর মুকুট খুলে দিয়ে
তোমার লাভ কি?
তার চেয়ে তোমার হৃদয়টা একবার খুলে দাও না!
সবই তো জলছবি...
নকল মানুষের প্রশস্তি...
তবু দিনরাত্রির মাঝখানে ও সত্য হয়ে থাক!

শিক্ষা-এমএ. বি.টি,

মানুষ

অর্চ্চনা গুহ

এখনও মানুষ অপরের বিপদে দুর্ঘটনায়
বানবাসি, খরাক্লিষ্ট মানুষের জন্য
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।
নিজের জীবন বিপন্ন করে জলে ডোবা মানুষকে
ডাঙায় তোলে
কিছু মানুষ তো এখনও নারীর ইজ্জত, মায়ের মর্যাদা
রক্ষার জন্য আন্দোলন করে।
এখনও মানুষ অপরের জন্য মঙ্গল চিন্তা করে,
ঘাম ঝরিয়ে ফসল বোনে।
এখনও মানুষ নিজে বাঁচা ও অপরকে বাঁচানোর স্বপ্ন দেখে।
এখনও মানুষ প্রকৃতি, নারী ও শিশুর জন্য
প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ-মমতা মিশিয়ে দিতে পারে।
এখনও কিছু মানুষ সচেতন সৃজনশীল মানুষ
জীবনমুখী সাহিত্য ও শিল্প রচনার মধ্যে
মানবতার ধারাবাহিকতা বহন করে।
এখনও কিছু মানুষ তাই সত্যিকার মানুষ।
চিরন্তন মানুষ।

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

কিছু বলেছিল

অজিত চক্রবর্তী

সে কি কিছু বলেছিল
বলেছিল কি কিছু সে?
তবুও কেন, নরম স্বাচ্ছন্দ বিঘ্ন ঘটায়
জ্বলন্ত সূর্য পোড়ায় আকাশের ত্বক।

দর্পণে নিজের মুখ শকুনের ছায়া
তবু কিছু বলেছিল শুনিনি তখন
শুধু মনুষ্যহীনতার মরু বাতাস
ফিকে হাসি হাসে।

নীপ বীথির ঘর্মাক্ত কম্পন
সূচ্যগ্র বিন্দুতে জাগে তৃপ্তির আশ্লেষ
স্রোতসী নদীর মত সেই নারী—
হয়ত কিছু বলেছিল,
বলেছিল কিছু বিনম্র ভালবাসার কথা
কল্পনার স্বপ্ন স্বর্গে
খোদাই করেছিল সবুজ নক্ষত্রের লিপি।

এখন অতল জলের তলে
সিঁড়ি ভাঙে পথের বালিকা।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

মৌন তাপসী

অনিল কুমার দেব

নীরব নিস্তব্ধ শুধু ধু-ধু রিক্ততা
তবুও বিষণ্ণতার মাঝে মায়ার মুখোশে
আপনাকে হারিয়ে আবার খুঁজি।
সাগরের বালুচরে যদিও অনুর্বর
সজীবতাহীন একটানা নির্জনের
মাঝে কিসের সাড়ায়
ফিরে আসি বেদনার ছোট্ট নীড়ে।
জানি এইখানে সাগরের পলিপড়া
একটা হতাশার জাল বোনে
নিজেকে উজাড় করে,
সাগরের কাঁকর নিয়ে
নির্বোধ কাকের মত স্বপ্নকে ঘিরে
ধীরে ধীরে জীবনের খড়কুটো দিয়ে
গাছের ডালে ভালবাসা বাঁধা
তপস্যার ছলে—
পৃথিবীর কাছে রেখে যায় একটি জিজ্ঞাসা।

পেশা- চিকিৎসা
গ্রন্থ- ৫ টি

ফেরা উৎস মুখ

অঞ্জন কর

ভাসি, তাই চোখের তারা জ্বলন্ত অঙ্গার হয়ে থাকে
ভুল ঠিকানা ছেড়ে পাখি নিত্যনতুন ঠিকানা বেছে নেয়
নফর মিস্ত্রি লেন, পুরনো বারান্দা পড়ে থাকে
শিকড় বাকড় শুদ্ধ বটগাছ নিমফলে সর্বস্বান্ত আজ
আমি তোমার সঙ্গে স্থিত, সোনালী গর্ভে লীন হবো ভেবে
পাতার সান্নিধ্য ছেড়ে চলে আসি
দূরত্বের আবির্ভাব জেনে তার কাছে, সেই পাখি,
যার ডানা কার্পাস তুলোর ঝড়ে উড়ে যায় দূরে

বর্তমান সামাজিক বধিরতা ভেঙে এই জনস্রোত
জেগে থাকবে, অযোধ্যায়, পোপের গীর্জায় নিশ্চল
আমরা অক্লান্ত চুপ, নধর বধির, পারস্পরিক
পুরুষানুক্রমে মন্দিরে মসজিদে নষ্ট করে জ্বালি
সব স্থিতিস্থাপকতা

বিশ বাইশ বছর পর হয়তো আবার কোনো ধর্মষাঁড়
আবির্ভূত হবে, যেখানে মেঘে মেঘে অন্ধকার সব স্রোত
কথা বলা শুরু সেখান থেকে আবার

হিম উৎস থেকে ততদিন আমাদের ভেসে ভেসে চলা!

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত)

সম্প্রীতির শপথ

অধীর কুমার সেনশর্মা

সম্প্রীতি লুণ্ঠিত আজ, জোট বাঁধো সব এক সাথে।
হায়নারা ধারালো দাঁতে আসে ঐক্যের বাঁধন ছিঁড়ে নিতে।
তোমরাও আগুন জ্বালো তোমাদের শপথ কঠিন চোখে চোখে।
রক্তের বদলা নিতে হবে, সেদিন আজ তোমার সম্মুখে।
কতঘর পুড়ে গেছে, জনপদ হয়েছে শ্মশান,
তোমার স্বজন বন্ধু ভাই হারিয়েছে প্রাণ, ভেসে গেছে রক্তের নদীতে।
তোমরাও লক্ষ কোটি প্রাণ জেগে থাকো প্রহরে প্রহরে।
প্রতিশোধ নিতে কদম বাড়াও দিকে দিকে অসংখ্য
কারখানা আর কলোনী ছাউনিতে। তারপর কালরাত্রি শেষে
শয়তানের কবর খোঁড়ো এ বাংলার দুর্জয় মাটিতে।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- শিক্ষকতা

এক আশ্চর্য নারীর সঙ্গে

অসীম রায়

ইচ্ছে নদীর কাছে যেভাবে হারিয়ে যেতে বলো
সেভাবে হারাতে হারাতে একদিন হয়তো বা নিঃশেষিত
রাঙা কামনার পড়ন্ত অশ্রুকণা
আকাশ বন্যায় ডুবে গেলে জেনে কী লাভ মেঘের শৈশব?

ক্রমাগত সুড়ঙ্গ পথে নেমে যেতে যেতে এখন
গুহার ফাটলে আপাদমস্তক ঢেকে যাওয়া এক ভাস্কর্য
হয়তো ঘাসপাতা নিয়ে খেলতে খেলতে বেলাশেষে
অজন্তা ইলোরার নতুন রহস্য উদ্‌ঘাটনে কোনোদিন গুহাভ্যন্তরে এলে

তখনই এক আশ্চর্য নারীর সঙ্গে মিথুনোন্মুখ
এক ভাস্কর্যায়িত যুবকের সম্ভোগ শৃঙ্গার, এলো প্লাবন

তোমায় ছুঁলে

অপূর্ব গোস্বামী

তোমায় ছুঁলে আকাশ পাতাল
মেঘের আনাগোনা।
তোমায় ছুঁলে জ্যোৎস্নারাতে
প্রাণভর যন্ত্রণা
তোমায় ছুঁলে উঠবে যে ঝড়—
নিশুত আঁধার রাতে।
তোমায় পেলে শূন্য বুকে
শান্তি পাবো তাতে।

শিক্ষা- এম.এ, বিএড
পেশা- শিক্ষকতা
গ্রন্থ- ২টি

জলযানের কথা

অলোক সামন্ত

জলযান ডুবে যাবে জেনে গেছে যাবতীয় রোদ
প্রজননে ক্লান্তিহীন সব ছিদ্রগুলি
লম্পট হাওয়ার মতো ধেয়ে আসে
তরল জীবন কিংবা মৃত্যু অনর্গল
অথচ হিমশৈল নেই কোনো সন্দেহগলিতে
জলযানও টাইটানিক নয়
তবু সে তো ভেসে চলে, ভাসে অবিরাম

সোনালি শব্দের ঢেউয়ে আদি জলযান
কবে যেন ডুবে গেছে বহু দিন আগে
যাকে দেখি সে তো শুধু জলযান স্মৃতি
স্মৃতি কিংবা স্বপ্ন হয়ে ভাসে অবিরাম
তারই তলদেশে সব ছিদ্রের দাপট
স্মৃতি কিংবা স্বপ্নের ভিতর
ধেয়ে আসে লবণাক্ত স্রোতের শিকল।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

দর্পণে মুখ

অশোক চট্টোপাধ্যায়

বিষণ্ণ গোধূলি এসে ছুঁয়ে গেছে প্রান্তরের ঘাস
অমল-বিশ্বাস ক্রমে ধূলিলীন নিয়মের দাস
এবং অভ্যাস
তাকে ক্লান্ত তুরঙ্গর মতো বিশ্রাম শেখায়।
সবুজ আলোর সংকেত এখন হলুদ রঙ
বিকেলের মতো
তোমার মুখের পরে মেদুর পাণ্ডুর চাঁদ ওঠে
পাতার মতোন ঝরে যায় আজীবন সমস্ত সঞ্চয়।
অথচ সারল্যে সেজে কুমারী বয়স
চুরি করে নিয়েছিল সময়ের কাছে।
দর্পণে নিজের মুখ দেখে তবে চম্‌কাও কেন?

পেশা- শিক্ষকতা

সোহাগ চুম্বন

অদিতি শর্মা

আকাশকে চুম্বন ফিরিয়ে দিলে
পৃথিবীটা সবুজ হত।
একটু যৌবন এলেই
ছুটে আসত ভ্রমর

একটু স্মিত হাসিতে
ফুটে উঠত দোলন

একটু সহযোগী হলেই
নেচে উঠত নদী
পৃথিবীকে চুম্বন করে
আকাশ রঙিন নিরবধি।

শিক্ষা- এম.কম
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

ঋতুরাজ

অনিল দাঁ

পাতা ঝরানো দিনের শেষে ফাগুন ঘুরে আবার আসে
বিবশ ভাষা চওড়া আশা আকাশ পথে বাতাস ভাসে
দোলনা চড়ে মনের কথা রিমোট ভরে আর্তিচোখে
ছেলের দল ধুঁকছে মাঠে পোশাক ছেঁড়া সিক্ত মুখে।

ভুবন জুড়ে রাত্রি বাড়ে অন্ধকারে জমেছে মেঘ
উচ্চগ্রামে বাজার দর ধনীরা সব খাচ্ছে পেগ
মানুষ মাঝে শব্দ শুনি কোথায় পড়া কোথায় স্লেট
নেতার বাড়ি আড্ডা জমে ভক্তহাতে শুকনো প্লেট।

মাটির পরে ফুলের চারা পাবে না জল দিশেহারা
হলুদ মেখে দাঁড়িয়ে বর মেয়ের দল মাতায় পাড়া
গেরস্তালি হাঁফায় রোজ বদলে ফেলে নিজের সাজ
রিবন বাঁধা ফাইলগুলো পিছিয়ে দেয় দিনের কাজ।

বসন্তের বার্তা নিয়ে এগিয়ে এল ঋতুরাজ
ফুলেরা সব জলসা করে পাল্টে দেবে এই সমাজ
বাসন্তীরা হচ্ছে খুশি সবুজ মাঠে সরষে ফুল
কোকিল দূরে গাইছে গান ঝুলছে গাছে আম্রমুকুল।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২২টি

জীবন

অশোক রায়চৌধুরী

মরণ পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছি আমি
জীবনের দিকে। সূর্য অস্তগামী।
    জীবন কোথায়? জীবনকে খুঁজি আমি
    জীবন চলেছে মৃত্যুর পথগামী।

হঠাৎ দেখি যে পশ্চিম এই পারে
আলোর আঁচল উড়ছে অন্ধকারে।
    তখুনি আমার শব্দ-অশ্রুজলে
    ফুল হয়ে ফোটে কবিতারা শতদলে।
জীবন পাহাড় ডিঙিয়ে তখন আমি
মৃত্যুর দিকে। মৃত্যু ঊর্দ্ধগামী।।

কাব্যগ্রন্থ- ২টি

নষ্টবীজের পাশে দাঁড়াও

অরুণকুমার চক্রবর্ত্তী

একটা কালো পেরজাপতি মাংসঘরে সিঁদ্ কেটেছে,
রক্ত এখন বার্তাবাহক, বর্মটাকে তাকেই পরাও;
হোক মানসী তিলোত্তমা মাংসখেলায় পারঙ্গমী—
শ্রেষ্ঠ সুখের দেহের বাগান, আগলে রাখো, লাগাম পরাও,
পেরজাপতি কালোবরণ সুখের চূড়োয় বিষ ঢেলেছে,
মৃত্যুরঙন্ হিমেলপ্রপাত, ধ্বস নামছে, তাকে থামাও
এক সহবাস ব্রহ্মচর্য বস্‌রা গোলাপ সুরঙ্গমা
নষ্টবীজের নষ্টবাহন বর্মটাকে তাকেই পরাও,
মানুষ; তুমি মানুষ হোয়ে নষ্টবীজের পাশে দাঁড়াও।

শিক্ষা- এম.এ, পিএইচ.ডি
পেশা- চাকুরী

তোমার জন্য

অজিত মণ্ডল

১. যে গান অহরহ পোড়ায়
তুমি ছড়িয়ে দাও হাওয়ায়।
নীরব অভিমানে ছবি আঁকে
পায়ের গোলাপী নখ।

২. চিরবন্ধুরা ঘিরে আছে তোমাকে
অহংকারী চোখ বলে ওঠে—কাপুরুষ!
কে জানে কার ভালবাসা
কোথায় শূন্যতা খোঁজে।

৩. তোমার হাত ছুঁয়ে আছে অন্য হাত
অচেনা আঙুল জড়িয়ে ধরেছে ঠোঁট।
কঠিন গদ্যের স্মৃতি ওই চোখ
আমাকে কেবলই আহত করে।

৪. বুকের ভেতর খুঁজো না আমাকে
তোমার মতই পুড়ছি ভীষণ অঙ্গারে।
অনিকেত জীবনের বিষণ্ণ প্রবাস
দূরে ক্যারাভান নিবিড় হাতছানি।

গ্রন্থ- ২২টি

আগুনের সিঁড়ি

অমৃত মাইতি

আমি আগুনের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঠেছি
আগুন আমায় পুড়িয়েছে
নিঃশব্দে পুড়িয়েছে
আমার যৌবন পুড়েছে
আমার স্বপ্ন পুড়েছে
আমার ঘর পুড়েছে
আমার চোখের জল পুড়েছে
আমার কামনা বাসনা সব পুড়েছে
আমি পুড়ে পুড়ে বাষ্প হয়ে
মেঘ হয়েছি
আমি দিঘির স্থির জল হয়েছি
আমি লাল শালুক হয়েছি
আমি পদ্মের পাতা হয়েছি
আমি পুড়ে পুড়ে আবার মেঘ হয়েছি
তবু আমি পুড়ে যাবো না—
আমি নিজে আগুন হয়েছি
এ দহন জ্বালা পোড়া যাবে না
আমি আগুনের পালক হয়েছি
আমি আগুনের সন্তান হয়েছি—
আমার জ্বালা পোড়া যাবে না।

গ্রন্থ-৭টি

উলঙ্গ

অতনু চক্রবর্তী

যদি খুলে ফেলো পরিচ্ছদ
লজ্জা চলে যায়—
তবু থেকে যায় আবরণ।

যদি তুলে ফেলো ত্বক
সৌন্দর্য চলে যায়—
তবু থাকে আচ্ছাদন।

যদি ছিঁড়ে ফেলো পেশি
শক্তি চলে যায়—
তবু থাকে আস্তরণ।

যদি ছুড়ে ফেলো অস্থি
মনে হয় কিছু নেই—
তবু থাকে আত্মা আড়ালে।

অথচ এ সব যদি থাকে
শুধু ভালবাসা চলে গেলে
কত সহজেই তুমি,
উলঙ্গ...নিঃস্ব হয়ে যাও।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর পি.এইচডি, এম.এম.বি
গ্রন্থ- ১৫টি

এই জীবন

অমিতাভ চক্রবর্তী

সাত শালিক দেখলেই
মন উতলা হয়ে ওঠে,
রঙীন চিঠি আসবে ভেবে;

সাত সকালে উঠোনে
দুই শালিক দেখে ভাবি।
যদি ওদের দু জনের মতন
সুখী হতাম!

কিন্তু আমার
এক শালিকের মতন
সারা দুপুর ভাতের গন্ধে
পাথর ভাঙা জীবন;
অথবা তিন শালিকের মতন
ঝগড়ায় সারাটা দুপুর
গড়িয়ে গড়িয়ে বিষণ্ন বিকেলে।

মেম মেম ভাব
অরুন্ধতী গাঙ্গুলী

মেম মেম ভাব
ইংলিশ স্কার্ট
চুল সব ছাঁটা কাটা
ইংলিশ সাজ।
মাথার টুপিটা ছাড়া
ইংরাজী মাথা নাড়া।
কথার বুলিতে কিছু ইংলিশ আর্ট।
সরি বা Stupid ছাড়া
বেশি কিছু জানে এরা
ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে শেখা আর্ট।
মাছ দেখে বলে ওঠে বাপ্‌রে কি কাঁটারে।
চচ্চড়ি দেখে বলে বিচ্ছিরি ডাঁটারে।
খেতে বসে কাটলেট, বিরিয়ানি টোষ্ট খায়
মুরগীর ঠ্যাং পেলে বেশ খুশী বোঝা যায়।
তবুও মনটা টানে বাঙালির আহারে
লুচি ভরা থালা দেখে হাতটা যে বাড়ালে।
চারিদিকে দেখে নিয়ে মুখে পুরে সন্দেশ।
খাওয়া শেষে বলে ওঠে বাঙালির খাওয়া বেশ।।

শিক্ষা- এমএ. এলএলবি
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
গ্রন্থ- অনেক

রক্তপলাশ

অরবিন্দ ঘোষ

ভোরের আলোয় দেখি রক্তপলাশ,
অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় জর্জর বাতাস।
রূপ বর্ণ আছে, গন্ধ নেই, প্রেম নেই,
অন্তরাত্মা কাঁদে তার ভরা বসন্তেই।
অন্ধকারে ফুটে থাকে গাছে লাল ফুল,
আকাশ ও পৃথিবীর ভাসিয়ে দু'কূল।
পৃথিবীর বুকে ফুটে রক্ত পলাশ,
স্বপ্নময় মানুষের স্বপ্ন ইতিহাস।
বর্ণময় পৃথিবীর এই অভিশাপ,
একা একা জেগে বুকে জ্বলন্ত সন্তাপ।
কোথা থেকে খুঁজে পাই জীবনের মিল,
রক্তপলাশ বচে আশ্চর্য মিছিল।
উদ্ধত আকাশ চিরে উড়ে যায় চিল,
হিংস্র নখে দীর্ণ করি আমার নিখিল।
রক্তপলাশের সাথে কী আশ্চর্য মিল,
অন্ধ রাত, স্তব্ধ দিন হয়েছে আবিল।
গাঢ় হয়ে বাত নামে দিগন্তে সুদূরে
রক্তপলাশ ফোটে মাটিব নূপুরে।

বিশল্যকরণী

অনির্বাণ রায়চৌধুরী

একটি গাছের সন্ধানে আছি সংবাদ দিতে পারো
বিশল্যকরণী নাম পুষ্পপর্ণহীন গুল্মলতা
জ্বলন্ত স্ফটিকপুঞ্জ অন্ধকারে, প্রত্যাশায় যার
পড়ে আছে অচেতন ছিন্নমূল আমার আত্মজ!

নিবিড় নিশীথে যেন কারা হাঁটে মৃতের পাহাড়ে
চোখে মুখে ক্রূরতার জিঘাংসার নিদারুণ দাহ
ফলন্ত শস্যের মাঠ শুষে দিনে আসে পঙ্গপাল
সমুদ্যত বেয়নেট মুক্তিকামী মানুষের বুকে;

লোভের আগুনে জ্বলে অহংকারী দুর্মদরাবণ
ব্যাভিচার অন্যায়ের সীমাপরিসীমাও মানে না
বিজনে বন্দিনী সীতা মূর্ছিত লক্ষ্মণ শক্তিশেলে
এ অকালে, বিশল্যকরণী চাই সঞ্জীবনীসুধা;

বিশল্যকরণী ভিন্ন এ-জীবন মৃত্যুর সামিল
মা জননী, খোলো দ্বার, পূর্বপ্রান্তে রক্তিম প্রভাত।

শিক্ষা- প্রযুক্তিবিদ্যা
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ৬টি

আলো

অরূপ পান্তী

মেঘ ছিল সমুদ্র ছিল
সাদা অভিমান বোঝবার উপায় ছিল না
অভিমানী সমুদ্র-ঢেউ ডোবাতে চেয়েছে যেই
এক নিঃশ্বাসে ভেসে ওঠো তুমি
দরজা বন্ধ, খোলা জানালায় আলো
আলো ঐ আকাশ জুড়ে
দিগন্ত থেকে দিগন্তে
মাকড়সার জাল ছিঁড়ে ঝুলকালি সরিয়ে
জানালা খুলেছ কাল
প্রাণপতন থেকে উঠে এসেছে পুরানো কলম
আর ঝিরঝিরে বৃষ্টি
তুমি লেখ দুঃখ কথা, অবিরত
'সুখ' শব্দটি লিখো না আগে
'আকাশ' শব্দে নৈঃশব্দ
অসংখ্য তারা-ধূমকেতু
নদী শব্দের পাশে দাও হাইফেন
'জীবন' শব্দের পাশে রাখো বিশ্বাস
দাম্পত্যে দেখি 'স্বামী' শব্দটি ভুল। কাটো।
'প্রিয়' শব্দটি রাখো আগে
কুয়াশা কেটে গিয়ে আলো, এবং 'আলো।।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী

বাগান-সমস্যা

অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রোধের দানাগুলো সংহৃত করার আগেই
গড়িয়ে পড়ল, ভূমিপুত্রে গেঁথে গেল
অলৌকিক ক্রোধের বাহার।

স্ফটিক বাগান থেকে পরীশিশুদের দল
দৈত্য-মানুষ থেকে খেলাচ্ছলে তুলে নিল
গোলার্ধ মেটাল ডিটেকটার।

ক্রমশ চিহ্নিত হচ্ছে প্রতিটি মানুষের বুক
ইস্পাত শনাক্তকরণে, রক্ত গোলাপ আঁকা
প্রতিটি জামার নীচে ধাতব হৃদয়াধার।

যারা বলে ঝুঁকে আছে বৃক্ষ পত্রহীন
বাগান-সমস্যা, জানে তারা যাদু ফুঁয়ে
ছাই ভস্ম ওড়ে—এ ভূবন করে ছারখার।

শিক্ষা- এমএ, বিএড
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

অপাঠ্য অনুবাদ

অঞ্জন সেনগুপ্ত

একটা সাহিত্যের শরীর, তা সে
উপন্যাস, গল্প বা কবিতা
হতেই পারে। তাকে ভিন্ন ভাষার মারপ্যাচে ফেলে
পাঠকের সামনে পরিবেশন করা
খুব একটা কষ্টসাধ্য নয়, শুধুমাত্র
তার নির্যাসটুকু ধরতে পারলেই হল!

অথচ একটা পুরুষের গোটা জীবন কেটে যায়
একটা নারীকে অনুবাদ করতে, পূর্ণ হয় না,
আধখ্যাচড়া থেকে যায়।

পৃথিবীর তাবড়-তাবড় অনুবাদকেরা এ ব্যাপারে
শূন্য পেয়ে এসেছেন। অবশ্য তাদের দোষ নয়
দেবতারাও তো জানেন—পুরুষতো কোন্ ছার।

আমার তিরিশ-তিরিশটি বছর কেটে গেল
অজস্র পাতায় আঁকি-ঝুকি,
বারবার কাটি-ছিঁড়ি আর হাওয়ায় উড়িয়ে দিই সব!

বারবার দেখি আর নতুন করে পাঠ নিই
দুর্বোধ্য ভাষাটাকে কিছুতেই ছুঁতে পারি না।
অথচ একটা নারী কত সহজেই না
পুরুষকে ছুঁতে পারে
সঠিক অনুবাদকের মত—তবু, সবটা পারে কী

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২৬টি

চাতক

অমিয় কুমার সেনগুপ্ত

আবহ দপ্তর কবে বলেই দিয়েছে
আদৌ বৃষ্টি হবে না। কাজেই,
চাতক, তৃষ্ণার্ত থাক, তৃষ্ণা-বুকে কেঁদে-কেঁদে ম।

আকাশে আগুন। বাতাসেও
আগুনের আঁচ! এ মাটিতে
আগুনের বিভা, যেন ঝরে পড়ছে গলন্ত পিন্ডের মতো, কতো।

জলের ইঙ্গিত নেই। অন্য পাখিরা
এখান-ওখান থেকে নালা-নর্দমার
জলপানে তৃষ্ণা মেটায়।
তোর বড়ো বেয়াড়া স্বভাব। তুই বৃষ্টিজল ছাড়া কিছু আর
ঠোঁটেই নিবি না। তুই আকাশেই বৃষ্টিকণা চেটে
তৃষ্ণা মেটাতে চাস, মাটিতে নামতে তোর কী যে আছে বাধা—
কিছুই বুঝি না!

তুই তো মরবিই! তোর বড়ো দোষ! বড়ো
একগুঁয়ে তুই!
সময় ও পরিস্থিতি বুঝে
চলতে আদৌ শিখলি না! একটু অ্যাডজাস্ট করে যদি...
যদি
একটু পাল্টানো যেতো, ধর্মচ্যুত যদি
একটু হতিস...

কী আর বলবো তোকে! আকাশের অগ্নিবৃত্ত ঘিরে
ঘুরপাক খেতে-খেতে কেঁদে-কেঁদে ম, আজীবন।

শিক্ষা- এমএ, বিএড
পেশা- গৃহবধূ
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

মিথ্যেতেই ঘুরপাক খাওয়া
অনিতা চট্টোপাধ্যায়

গোটা জীবনটার উপর ব্লটিং পেপারে
রক্ত চুষে নিয়ে যাচ্ছে, ক্রমাগত।
নতুন করে রক্ত কোষ তৈরী হতে না হতেই
ব্লটিং এর চাপ
আশ্চর্য
তবু কেমন এ্যানিমিয়া শরীরে চোখে ঠোটে
আকণ্ঠ পিপাসা জমে থাকে
ঈশ্বরের চৌহদ্দি পাড়ায় প্রতিস্পর্ধী শুধু তার দূত
আর সব নকলনবিশ
খায় দায় চলে ফেরে
বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ে যায় ব্লটিং-এর সেঁক
মেনে নেওয়া ভাল জেনে, মানতে হবেই, বুঝে নিয়ে
ব্লটিং পেপারে চোষা নিরক্ত হৃদয়ে
হৃদয় দান করে ফেলে অনেকেই, হয়তো আমিও
কিন্তু না—আমি বাদে।
কেমন আশ্চর্য ভাবে আকণ্ঠ পিপাসা বুকে জমে
সেঁক তাপ ক্রমাগত নিয়েও যদি বা
বলতে পারি
ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী দূত
আর সব ঝুট মিথ্যা
অনেক সংকল্প সেরে মুখ মুছে
মিথ্যেতেই ঘুরপাক খাওয়া।।

ভোলাডাঙ্গার মধু

অনিল দাস

প্রেমের স্বভাব জন্মগত, ভোলাডাঙ্গার মধুকে বলেছি
তাকে চিনি বলেই বারবেলায়
টেনে হিঁচড়ে নিচ্ছি
শরীর থেকে উপড়ে দিচ্ছি কাঁটা, কাঁটা খেলার
হার্দিক শুভেচ্ছা।
যেখানে যে পোড়াদাগ, সন্ধ্যাতারার মতন
জ্বলজ্বলে দিনরাত্রি গনগনে উনুন ঠেলে
মাথার উপর চাঁদ, প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমার মত
ভোলাডাঙ্গার মাঠে দাঁড়ালে চাঁদকে দেখা যায়
কেউ বলে চন্ডালিকা, দু'গালে কষায় দু'থাপ্পড়
তখন মাধবী লতায় নেমে আসে অন্ধকার
অপেক্ষার পর ফুল, সাদা কাগজের মতো পাঁপড়ি ঝরে

আমি তখনও মধুকে ডেকে বলছি, জীবন সত্যি না স্বপ্ন!
পুনর্বিবেচনা রাখা হোক।

মানচিত্রহীন দেশ

অমর ঘোষ

প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর
গুলি নয়, ফুল ছোঁড়ো পরস্পরের দিকে—
ফুলে ফুলে মুছে যাক রেখা বারুদহীন আবহে
শিশুরা খেলা করুক নির্ভার উপত্যকায়।

লোহালক্কড় ফেরিওয়ালা কিনুক সমস্ত অস্ত্র
সেনারা ফিরুক যে যার সাবেকি গম ক্ষেতে
কাকতাড়ুয়া তৈরি করুক
ড্রাম বাজাক
আর লোকনৃত্যের মহড়া দিক গণতন্ত্র দিবসে।

প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর
গুলি নয়, ফুল ছোঁড়ো পরস্পরের দিকে—
আর মানচিত্র পোড়ানো হোক পিকনিক পার্টিতে।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

স্বীকারোক্তি

অর্চনা ঘোষ

আমার বাগানে সদ্য ফুটেছে গোলাপ একটা দুটো
বাসনা ও আমি প্রতিনিয়তই স্বপ্নেতে ভরি মুঠো
সুচারু খোঁপাতে, ফ্লাওয়ার ভাস, সন্ধের মজলিস
বাসনার হাতে সতেজ গুচ্ছ প্রেমিকের বখশিস
আমরা দু'জনা কথাটি রাখি না কোনোদিন ঝোড়োরাতে
গোলাপের কাঁটা উটকো বাতাসে ঘুমোয় আগুন-তাতে
দুরন্ত সুখে আমি ও বাসনা
শখ করে স্পীডবোটেও ভাসি না
পায়ে পায়ে হাঁটি মোহনার সুখে মেতে
বাসনা ও আমি হাতে হাত আঁধারেতে
স্বপ্নটা দেখি কুয়াশা আড়াল তবু জল ঢেলে যাই
বাসনার হাতে মোমবাতি কাছে আমছে আকাশটাই
আমি বুনে যাই অজস্র কুঁড়ি তার
বড়ো সুখে আছি স্বীকারোক্তি আমার ও বাসনার

ধ্বংসের মুখে?

অচ্যুত প্রামাণিক

শকুন কেমন নামছে নিচে, বৃষ্টি নামবে এখনি,
মেঘগুলো সব ভেসে বেড়ায়—বৃষ্টি হবে।
হাওয়ায় দোলে গাছের শাখা উড়ছে পাতা,
মেঘে মেঘে ঘর্ষণেতে তড়িৎ-আলো।
এমন ক'রে বুঝতে পারে বৃষ্টির পূর্বাভাষ,
এ ভাবেই তো পৃথিবীর ধ্বংসের প্রকাশ!
পৃথিবীতে জনসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে,
সকল দেশেই অশান্তি চরম আকার ধারণ করেছে।

এই সময়ের অবস্থা আরও করুণ বলেই মনে হয়—
সকলেই নিজেকে বিজ্ঞ বলে প্রকাশ করতে চায়।
যারা ভ্রষ্টাচার নিষ্ঠুর নারী ধর্ষণকারী হয়,
তারাই দেশসেবার মন্ত্র উচ্চারণের নায়ক হয়ে যায়।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
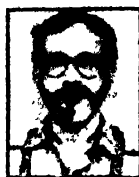
ফিরিয়ে নাও

অশোক দে

ফিরিয়ে নাও তোমার জল তোমার অবগাহন
রক্তে আমি ডুব দেবো না আর
রক্তে আমি ডুব দেবো না
হাত ধোবো না পা ধোবো না
রক্তে আমি পাপ ধোবো না আর

ফিরিয়ে নাও তোমার আলো আলোর প্রিয় চাকা
হা হতোস্মি মরীচিকায় ধুলোর মতো ওড়া
উড়বো না আর পুড়বো না আর আগুনঘোড়া রথে
উঠবো না আর ছুটবো না আর অন্ধ মরীচিকা
অখণ্ড এক খণ্ড খণ্ড বিস্ফোরণে ঢাকা
ফিরিয়ে নাও তোমার আলো আলোর প্রিয় চাকা

ফিরিয়ে নাও তোমার জল জলের অবগাহন
রক্তে আমি ডুব দেবো না আর
রক্তে আমি ডুব দেবো না
হাত ধোবো না পা ধোবো না
রক্তে আমি পাপ ধোবো না আর!

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- শিক্ষকতা
গ্রন্থ-২টি

অনিকেত

অলোক দাশগুপ্ত

অনিকেত ঘুমিয়ে আছে
দীর্ঘ বছর ধরে আমার শিয়রে,
জাগাইনি ওর ঘুম
ওর জাগ্রত অভিমান
আমার ঘর শূন্য করবে বলে।

অস্তসূর্য দেখিনি আমি বহুদিন
পরিশ্রমের সূর্য আমায় বিদ্রূপ করে
নিভছে একটি একটি করে
কূপমন্ডুক হয়ে আছি ঘরে,
অনিকেত জাগাইনি আজও
ও ঘর ছাড়বে বলে।

কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

রহস্য-কাহিনি ২

অনীশ ঘোষ

ঘরে-বাইরে অনবরত তাড়া খাওয়া মানুষটা
যেদিন হুট করে মরে গেল
সেদিন কিন্তু পাড়ায় বেশ ভিড় হয়েছিল।
'আহা-আহা' বেদনায় প্রায় সকলেই একাত্ম
'বড় ভালমানুষ ছিলেন' বলেও অনেকে দুঃখিত হল।
বেঁচে থাকতে কাক তাড়ানোর মতো 'দূর দূর'
করেছে যে স্ত্রী পৃথিবীর এক নম্বর অপদার্থ চিহ্নিত করে
সেও সারারাত কেঁদে কেটে বিশেষ ব্যাকুল!
এতে অবশ্য ওই মৃত লোকটির
পুলকিত হওয়ার মতো কোনও কারণ ঘটেনি
কেননা সে জানত এই শোক টেনেটুনে বড়জোর তেরো দিন
সে জানত সব ভালমানুষই আসলে এক-একটা ব্যর্থ মানুষ!

সুরা নামক বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃত লনে বসে
লোকটি এইসব দর্শনে ব্যস্ত থেকেছে অনেক সময়
কিন্তু তাতে তো আর সফল মানুষ হওয়ার
রসায়ন আয়ত্তে আসে না
সবার ওপরে অর্থ সত্য এ কথাটা আজকাল
একটা বালকেও জানে
সে পাত্তা দেয়নি বলে অর্থই শক্তির উৎস
বাক্যটি অন্যরকম হয়ে যেতে পারে না!
তাই মরে গেলে কী আর এমন হবে—
সংসারে অবাঞ্ছিত লোকটার জন্যে এই পরিণতি অনিবার্য ছিল।

শেষেরও শেষ

অপর্ণা আচার্য

মুখ ভরা বিষ নিয়ে সাপেরা বাইরে আসে,
লোকালয়ে, বন্ধু মুখের অন্ধকারে যথাসম্ভব
আত্মগোপন বিষের ভাণ্ডার।
শুধুমাত্র আত্মরক্ষার তাগিদ—
হিংসার বদলে হিংসা, বিষোদ্‌গার।

তবুও নিজমূর্তি গোপন ইচ্ছায়
দীর্ঘ সময় শুধু গর্তের ভেতরে বাস।
মানুষ তো সাপ নয় যে, গর্তে যাবে—
নিজের ভেতরের হিংসা যতক্ষণ পারে সর্বনাশা রূপ দেখাবে
যেখানে হিংসার প্রশ্ন নেই, সেখানেও সে আছে
যেখানে প্রতিহিংসার প্রশ্ন নেই, সেখানেও সে আছে
যেখানে মধুর পাত্র, সেখানে এক ফোঁটা
তপ্ত গরল ঢালবেই ঢালবে।
কারণ, মানুষ তো আর সাপ নয় যে—
গর্তে যাবে
মানুষ তো শেষেরও শেষ দেখে যাবে।

শিক্ষা- বিজ্ঞান শাখার ছাত্রী

এক স্যাঁতস্যাঁতে জীবন

অমৃতা ধর

তাই আজ জানালা খুলে দিলাম,
নোনা ধরা চার দেওয়ালের
স্যাঁতস্যাঁতে ক্লান্ত জীবন।
ছাদের কোণে অশ্বত্থের চারা
রৌদ্র পিপাসায় তৃষ্ণার্ত!
ভেজা হাওয়া সেই ঘর ছুঁয়ে যায়—

পুরনো ছেঁড়া ক্যালেণ্ডার
ছেঁড়া চট আর তেলচিটে চাদরের
ছোট্ট একটু আশ্রয়।
ভাঙা দরজার শেকল তোলা—
বন্ধ ঘরের ত্রাস।
পৃথিবী আজ বন্দিনী তাই।

আমার অশ্বত্থ চারা
তুই-ই বাঁচালি আমার জীবন।
আমার খোলা জানালা দিয়ে
আজ জীবন ঢুকে পড়ে,
স্যাঁতস্যাঁতে মেঝের ওপর
এক চিলতে রোদ
যেন মুক্তি ডেকে আনে।

শিক্ষা- উচ্চমাধ্যমিক
পেশা- ব্যবসা

তুমি
অনিল দেবনাথ

প্রস্ফুটিত যৌবন লাস্যময় হাসি
আর চোখের মণিতে যে বিদ্যুৎ
এক সময় নদী হতে থাকে
আমি তখনও তোমাকে দেখি
আমার দু'হাতের অঞ্জলির মধ্যে
তুমি কতো পবিত্র
তোমার নিটোল বর্ণময়তায়
শব্দের শরীর হয়ে আছো।
যেন কনক চাঁপার গন্ধের মতো
আমাকে ডুবিয়ে দিচ্ছো ভাসিয়ে দিচ্ছো।
অনন্ত রৌদ্রে
ভরিয়ে দিচ্ছো ভালোবাসার নিবিড় বন্ধনে।

শিক্ষা- স্নাতক

প্রতিদিন প্রবাহ

অশোক দাস

প্রতিদিন সকালে সূর্য ওঠে
প্রতিদিনই বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা আসে
প্রতিদিনই পাখিরা বাসায় ফেরে
প্রতিদিনই নতুন শিশু জন্ম নিয়ে 'মা' 'মা' ডাকে
প্রতিদিনই শ্মশানে চিতা জ্বলে
প্রতিদিনই সমস্ত রাস্তাঘাটে সহস্র মানুষের ভিড়
প্রতিদিনই রাত্রি বেলায় রাস্তা ফাঁকা
প্রতিদিনই মানুষগুলো ঘুমিয়ে পড়ে
প্রতিদিনই মানুষগুলো আবার জেগে ওঠে
প্রতিদিনই খিদে পায়, ক্লান্তি আসে
প্রতিদিনই কতশত মানুষ গান গায়—কবিতা লেখে, ছবি আঁকে
প্রতিদিনই কোননা কোন মানুষ খুন হয়
প্রতিদিনই ফুল ফোটে গাছে গাছে
প্রতিদিনই ফুলগুলো আবার শুকিয়ে যায়
প্রতিদিনই ভোরের স্নিগ্ধতা আর শিশিরের শব্দ
প্রতিদিনই নদীর বয়ে চলা ধ্বনির কলকলি
প্রতিদিনই অভাবের তাড়না কুরে কুরে খায়
প্রতিদিনই মনে হয় আবার নতুন করে বাঁচি
প্রতিদিনই শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান
প্রতিদিনই জনসভা বক্তৃতা করতালি মিছিল
প্রতিদিনই সমাজময় ছড়িয়ে থাকে ভিখারীর লাইন
প্রতিদিনই মনে হয় আর নয় এবার থামার পালা
প্রতিদিনই মনে হয় জীবনের অনেকটাই তো বাকী।

গণতান্ত্রিক

অশোক মুখোপাধ্যায়

সকলেই বলছে, পায়ে পড়।
ছেলে বলছে, বাবা পায়ে পড়। মেয়ে বলছে, পায়ে পড়।
স্ত্রী বলছে, কি হচ্ছে কি, তাড়াতাড়ি পায়ে পড়।
প্রিয় শিক্ষক, যাঁকে কখনো জীবনের ধ্রুবতারা
বলে ভ্রম হত, তিনিও বলছেন, কি করছো বলতো, পায়ে পড়।
পাড়ার সেই মানুষটি, ঘাড়গুঁজে যিনি
তিরিশ বছর একই পোষাকে চাকুরি করেন,
যাঁকে আমাদের বিবেক বলে ভুল হত,
তিনিও বলে গেলেন, পড়তে যখন হবেই,
অযথা জটীলতা বাড়াচ্ছেন কেন, যান পায়ে পড়ুন।

আমি কিছুতেই পায়ে পড়ব না
'সত্য কি, তা আমি জানব'
আমি অয়াদিপাউস, রাণী বলছে, 'ভুলে যাও রাজা, যদি বাঁচতে চাও।'
অভিমন্যুর মত আমি আর্তনাদ করছি; আমারই
পরমাত্মীয়েরা আমাকে মারছে।
আমার গায়ে কেরোসিন ছড়িয়ে দেওয়া
হয়েছে, আগুন ধরান হল, আমি পুড়ছি।
বন্ধুবৎসল সহকর্মী চিৎকার করে উঠলেন,
'আপনার জীবনে এখন আর আপনার পূর্ণ
অধিকার নেই, এই ভুল করবেন না'।

কি নির্মম কষ্ট, পুড়ে গেছে সর্বাঙ্গ,
আমি নীচু হলাম, আমার পোড়া হাত খসে পড়ল সরকারের পায়ে।
ধ্বনি উঠল, 'রাজা, রাজা, তুমি আমাদের রাজা'।

শিক্ষা- স্নাতোকোত্তর
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

উদ্বাস্তু

অনিমেষ রায়

অনেক স্বপ্ন! অনেক আশা!
কখনো ঘরে, কখনো বাইরে,
কখনো মেঘেরা হাতছানি দেয়
সকালে-বিকালে
কালো-আঁধারি রাতকে।
কাঁধে ঝোলানো থলেটি
কখনো খালি, কখনো ভর্তি
—সস্তা জিনিসের পাহাড়ে।
চলার পথটা মসৃণ;
আবার সীমাহীন প্রাচীরের বন্ধন।
কাছের বা দূরের মানুষেরা
নিজ নিজ মত
সাজায় ঘরবাড়ি যত
নানা চেনা-অচেনা উপাদানে।
কাছেই মরা নদী, শুকনো পাহাড়
বা ধূসর মরুভূমির প্রান্তর।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
গ্রন্থ- ১টি

চিরন্তনী আঁধারে

অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

চিরন্তনী-আঁধার সপ্তর্ষীর নীল চূড়া স্পর্শ করেছে বোধহয়
নিহার-ভাঙা ভোরের চখা-চখি, আর শামুখ-ভাঙা
চলে গ্যাছে সন্ন্যাস-ডানা মেলে অমিত ঠিকানায়...

উঠোন-জোড়া শিশুরোদ বাদ্‌লা হাওয়ায় দুলছে দ্যাখো
সেই দুপুরের-দুপুর-ভাঙা পায়ের চিহ্ন—বেলাভূমির
মানসতীরে খেলছে খেলা উঠোন জুড়ে...।

চিরন্তনী আঁধার রাস্তার দু'ধারে স্পর্শ করেছে...নাটাফল
তার ধূসর রঙের মতো সাত-ভাই পাখিরা
কৃষকের পিছু হাঁটে—গোলাপী রোদ্দুর ঘিরেছে
তাদের কোন্ অবেলার গানে...!

পেশা- ব্যবসা
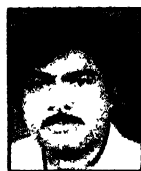
শুধুই তোমাকে

অমল মুখোপাধ্যায়

ভালবাসার ক্যানভাসে
ফুটে ওঠে এক একটা রঙ,
দু' চোখে তার স্বপ্নের আকাশ,
নতজানু বসে থাকি তোমার ছায়ায়।

এভাবেই ডুবে যাওয়া ভিতরে গভীরে,
শরীরে মিশে যায়
আগুন আর জল,
মগ্ন নদী, ঢেউ শুধু ঢেউ,
আমি জানি এইসব না-পাওয়ার কথা,
আর ভালবাসা জানি...
বুকের শিকড়ে বৃষ্টিপাত হয়।

উড়ে যায় শব্দের পাখি
কবিতার প্রতিটি অক্ষর
দিয়ে যাই শুধুই তোমাকে।

পেশা- শিক্ষকতা

জিজ্ঞাসা

অমিয় কুমার জানা

আকাশ যেন আজ বড্ড চঞ্চল,
সাঁতরাচ্ছে কোথাও ব্যাঙাচি মেঘ
কার আমন্ত্রণে এমন তাড়া?
সূর্যের ধুন্ধুমার কিরণে জেগেছে মাটি
জরুরিবার্তা নিয়ে আসছে ছুটে প্রজাপতিরা।
ঝাঁকে ঝাঁকে ফুলে ফুলে তবে কি বসন্ত খুবই কাছে?

পতিতা জমির পেটে গুচ্ছফুল পুঁতে
দানাপানি জোটায় যে বেজন্মা গুল্মদল
যাদের অনটন আগুনে শরীর তামাটে রং
যাদের পাপড়িতে ঘটি বাটি হারানোর দগদগে ঘা
যাদের জীবিকা থেকে পূর্ণিমা ক্রমাগত নিভে যেতে যেতে
যৌবন পূর্ণগ্রহণে—
তাদেরই পাপড়ির আঠায় ভূমিষ্ঠ হল একটি ভ্রূণ
একতরফা পরাগমিলনে গড়া ভ্রূণ কি স্বাস্থ্যবতী হবে?

বসন্ত ভাগাভাগির জাবদা হিসেবটুকু যারা বিলোতে চেয়েছিলে,
ভীরু-জাগরণের শরীর ধরে যে নল-জাতক
প্রেমের জন্ম দিয়েছিল তা আর কতদিন ?

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

মায়াবী সড়ক

অমলেন্দু বিশ্বাস

যখন কুয়াশা হাসে; থির থাকে পুকুরের জল
তখন ভেবেছি আমি বহুবার, টোকা দিলে ফের
ঘুমন্ত পরিখা থেকে বুড়বুড়ি কেটে জেগে উঠবে
রাত্রির কলস ভেঙে স্বপ্ননীল সাদা জিনপরী

যেন নিশি পাওয়া লোক কাউকে না বলে কয়ে
বেরিয়ে পড়েছি এই প্রত্নভূমি মায়াবী সড়কে!
সঠিক সড়ক নয়। এক চিলতে রোগা পথরেখা
দূর অপসৃয়মান। তারপর পরিখা কাঞ্চন
এই অঘ্রাণের নীল দীপাধারে ধরে রেখে
পরীকথা কানে আসে নূপুরের সহাস্য নিক্কন
আমার বিহ্বল চোখ ছুঁয়ে যেত যে চন্দ্রমা
নিশিপথে রেখে দ্যায় নীল বিরহীর দীর্ঘশ্বাস

মায়াবী রেকাবে আমি তুলে রাখি আজানের রঙ...

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- চাকুরী

নিসর্গ চিত্র

অমৃতেন্দু মণ্ডল

মনখারাপের মতো নরম হয়ে আসছে বিকেল
তার ঠিক পাশেই আমার ঘর
ঘরের চুরমার দরজা। বিক্ষিপ্ত জানালা।

এখান থেকে পাখিদের ঠোঁটে ঠোঁটে কথা দেখা যায়
শোনা যায় তাদের চোখের মর্মরতা

একটি মৃতপ্রায় রোদের হঠাৎ ঝুঁকে পড়া...
বিকেলের পায়ের কাছে মরে পড়ে থাকে।
কিছু পরে চাঁদ এসে কুড়িয়ে নিয়ে যায় তাকে।

সন্ধ্যার খোঁপা ভেঙে পড়ে—এলানো চুলের রাশি
তার ভেতর থেকে মৃত সেই আলোর দ্যুতি নিয়ে
আকাশে উঠে আসে চাঁদ।

শিক্ষা—স্নাতক (প্রযুক্তিবিদ্যা)
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

আবিরের রঙ

অমিত মুখোপাধ্যায়

আমাদের যমুনার কূল ছিল না
ছিল না বাঁশি হাতে কদমতলায়—
আমাদের ছিল দেবলস্যারের কোচিং ক্লাস
আর স্বপ্নাদির গানের স্কুল থেকে ফেরার
ছোট্ট পথ হঠাৎ ফুরিয়ে যাওয়া।

আমাদের ভ্যালেন্টাইন্ ডে ছিল না
ছিল ফাগুন শেষে দোলখেলার দিন
আর তোদের চিলেকোঠার বন্ধ দরজার ভেতর
তোর না-না-না শব্দে
বাইরে আমার হাতের মুঠোয় থমকে থাকা আবির।

আজ আমার শূন্য হাত আর শূন্য চোখের সামনে
তোর সিঁথিতে ও কার আবিরের রঙ?

শিক্ষা- উচ্চমাধ্যমিক

পথ চাওয়াতেই আনন্দ আমার

অনাদিরঞ্জন বিশ্বাস

একদিন বলেছিলে—পত্রস্নানে কেটে যাবে দেখো
তোমার জীবন, ভোর, মধ্যাহ্ন, যামিনী, আর
আমি তার উৎসমুখ হব; তবে কিছুটা সময়
ছায়াময় তমিস্রাজড়িত রাত পার হ'তে হবে, কথা দাও।
...ধ্রুববাক্য মেনে নিয়ে তোমার আদেশ
তারপর থেকে—
স্তব্ধ গীত-শব্দপুঞ্জ আকাশবারতা কতকাল...

...সেই নীরবতা
আজ শিলীভূত সেতুর সোপান। গান
তুমি আজো গাও তবে তার সে রণন
অজগর পথ আর লেবেল ক্রশিং
বেয়ে, পার হয়ে খালধার ছুটে আসে
বিরূপাক্ষ জলের এপারে
সমুদ্রমেখলা দেশে হেমবর্ণ বালুকাবেলায়।

আমিও জ্বালাই দীপ পত্রস্নানে ঋদ্ধ হব জেনে
মধ্যবর্তী ছ'বছর মুহূর্ত বানিয়ে।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

পালাবদল

অতনু ভট্টাচার্য

চাঁদমামা এখন আর এ গলিতে নেই
তাপ ছড়াচ্ছে অনেক উপর থেকে
একটা দীর্ঘ পথ পাক খেতে খেতে
কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, তাও
পৃথিবী কেমন মধুক্ষরা।

টেলিফোন আবার স্রোতস্বিনী হলে
তোমার মুখে ইতুলক্ষ্মীর ছড়া,
তুমি দেখেছো কি ভাবে
স্বাতী নক্ষত্রের জল
জমে মুক্তো হয়?

তুই কাঁদছিস মা
পাগলি মা আমার
তোর দেহে যে সন্তান
প্রোথিত হবে তাকে দেখেনে
নির্মাণ শেষ হয় নাই
ভাবতে ভাবতেই আমি
ভ্রূণ হয়ে যাই

শিক্ষা- বি.এসসি, বি.এ
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

ভাষা

অমলেন্দু বিকাশ দাস

শব্দপুরাণ থেকে ভেসে আসছে ভাষা
ফুট্‌ফাট্‌ ভাষা ফুটছে
মিহি সুরে ভাষা কাঁদছে
হি-হি-হাহা অট্টহাসিতে ভাষা হাসছে
অলীকব্রহ্মে ছুটে ছুটে উড়ে বেড়াচ্ছে ভাষা
হরতালের। দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশে
আকর থেকে আখরের মোচড় দিতে দিতে
রং বদলের মেলা আর মেলার বিপণিতে
বিচিত্র চিত্র ভঙ্গিমায় হাত বদল হতে হতে
ভাষা এখন তালুর গুহায় অভিমন্যুর মত
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেয়।
ভাষায়-ভালোবাসা শ্বাস-হতাশা বিদ্বেষ-কালিমা
ঝরে ঝরে পড়ে রক্তশিশিরের পদতলে...

বাবা/১৫

অতীশচন্দ্র ভাওয়াল

বাবা কখনও মন্দিরে যাননি
কিংবা মন্দিরের পাশ দিয়ে যাবার সময়
কপাল ছুঁইয়ে প্রণাম করেন নি,
বাবা কখনও তীর্থ করতে যাননি
হরিদ্বার কিংবা কাশী-বৃন্দাবন গিয়ে
পুজো-আর্চাও করেননি,
বাড়ি করার সময় বাবা
বাড়ির মাস্টার প্ল্যান থেকে, সযত্নে
ঠাকুরঘর বাদ দিয়েছিলেন
পরিবর্তে লাইব্রেরি রুম,
বাবা প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে
কাকেদের জন্য উঠোনে ছড়িয়ে দিতেন
রুটি কিংবা মুড়ি,
ভিখিরিদের দিতেন এক টাকার কয়েন
পুজোর পর ওদের মিষ্টি মুখ করাতেন বাবা
হাতে গুঁজে দিতেন দশ টাকার নোট,
বাবা নাস্তিক না আস্তিক ছিলেন
এই নিয়ে আমরা বেশ ধন্ধে ছিলাম,
বাবা কি এদের মধ্যেই ঈশ্বর খুঁজে বেড়াতেন?

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

পীতাম্বরী নীলা

অতনু মুখোপাধ্যায়

পীতাম্বরী নীলা অহরহ সাহস জোগায়
আমি নিরাপদে ভাবি সারাক্ষণ ভাবি...

একটি পাখি দূর থেকে উড়ে আসছে
আমার কাছে ক্রমশ কাছে একেবারে কাছে
যখন দিগন্ত সেজেছে লাল পাহাড়ে
যার অতলান্ত তলে পৃথিবীর মানুষ
সবুজ শ্যামল বন বনান্ত ধূসর মৃত্তিকা...

মাটির খুব কাছে আমি আর আমার সাজানো বাগান
ফুলেরা ভিজছে নিয়ত প্রস্ফুটিত হাওয়ায়
আমার আঙুলে ধরা তুলি পাতায় পাতায় অনাবিল রঙিন টান
আঙুলে জড়ানো আংটি পীতাম্বরী নীলা
আমি নিরাপদে ভাবি সারাক্ষণ ভাবি...

শিক্ষা- স্নাতক

পেশা- শিক্ষকতা

স্বপ্ন

অপূর্ব সাহা

পাতার বিন্যাস যদি ঢুকে যায় মানুষের মনে
পাতার মানুষ তবে সবুজে রাঙাবে
ঠোঁট, নাভিমূল, নিশ্বাস বায়ুর লোধ্ররেণু
পদ্মচিত্র ডানা মেলে প্রজা ও পতিরা
কখনো ফুলের বুকে, কখনো ঈশ্বরী বা
ছুঁয়ে দেয় ওষ্ঠ নীল, দিগম্বর পুরুষাঙ্গধাম
তিরতির নদী বয় জলধারা উপলব্যথিত
ঝরাপাতা ভেসে যায় শূন্য উপবনে
বিন্যাস পাতায় নাই, ঝরা মানুষেরা লুব্ধ
খাবি খায় অহর্নিশ পরশপাথরে।।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ২টি

কবন্ধ ছাগ ও ধ্রুব

অলক দাশগুপ্ত

এখন সন্ধ্যা বড়ই অনাড়ম্বর
খাঁ সাহেবের বেহালা নিশ্চুপ থাকে
জুড়িগাড়ি চড়ে সান্ধ্যভ্রমণে বেরোন না
কোন উজ্জ্বল রাজপুরুষ, চাঁদা বাইজির
ঝলমলে মেহফিল কিংবা গাঁথিঘরে ব্যস্ত
বড়ুয়া, সলিলকৃষ্ণের কবিতা ও হোলির গান
এ শহর শোনে না বহুদিন...
খাঁ খাঁ রাজপথে পড়ে না সেই
অগুরু ও নাগকেশরের স্নিগ্ধ ছায়া
ভয় নেই মত্ত হাতি আর ছেলেধরা পরীটিরও
তবু ভয়...
ভয় দ্রুতগামী সাদা মারুতির ফগ্‌লাইটে
ইয়ামাহা যুবকও কোন দিন দেখেনি ভুবনেশ্বরী মন্দির
তার রে-ব্যান জুড়ে মিস ইউনিভার্সদের বরতনু
ডাক বাংলোর শীতলঘর উষ্ণ হয়
খুনসুটি আর উদ্দাম সহবাসে
দু'পশলার পর জলমগ্ন পথ, আরক্ত সিঁদুর
উৎকণ্ঠিত মুখ এবং কটা রুটিন হত্যা,
অনাহুত লোডসেডিং আর ক্রমাগত বেড়ে চলা কংক্রিট শহর
বিরক্ত তরুণ কবিরা তাই আজ কেবল
নর্দমা আর ক্লিশে মুখের কথাই লেখে।
বড় বেইমান বাতাস, বিগত দিনের
গন্ধ নেই শরীরের কোথাও...

কেবল এক একটি দিন মর্নিংস্কুলগামী
কোন শিশু চৌরাস্তার মোড়ে সবাইকে চমকে আচমকা ফুঁপিয়ে ওঠে
—"এতো রক্ত কেন? "

ডট্ কম

অলক সাহা

সবই দেখি, অথচ দেখি না।

মহাবর্ষ-ঢেউ আর বিশ্বায়ন, বিপণন কথা
তুমি স্বার্থ আমি স্বার্থ পণ্যদক্ষ বাজার সংস্কৃতি
ওয়েবসাইট আর ই-মেলের বিশ্ব ডট্ কম
আমাদের ঘিরে ধরে।

ঘরে আমি, এই দেশে, অন্য দেশে অন্য কোনোখানে
হাজার মাইল দূরে তুমি আছো, মনিটরে,
ফোন, সেল ফোন।

আমাদের সব কিছু বাস্তবের পটভূমি ছেড়ে
এই ভাবে সরে যাচ্ছে বাস্তবের প্রতীয়মানতায়

তাই সব শুনি তবুও শুনি না,
সব দেখি অথচ দেখি না।

এভাবে আমরা ক্রমে একা হচ্ছি, আরো বেশি একা।

শিক্ষা- এমএ. বিএড
পেশা- শিক্ষকতা

গভীরে

অশোক দাশ

ইচ্ছে ছিল
স্বপ্নের চাঁদটাকে হাতের মুঠোয় ধরব।
কিন্তু সময়ের পাদানিতে
চড়তে চড়তেই
পথ শেষ হয়ে গেল।
পাথরের দেওয়ালের হাহাকারে
গহন মনের স্বপ্ননীল ইচ্ছেগুলো
মুছে গেল একদিন।
প্রতিদিনের সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দেখেও
পৃথিবীটা ঘুরছে—
মনে হয়নি কখনো।
ঘুরতে ঘুরতেও
স্থির হয়ে থাকার অনুভূতি
অবশ করেছে চেতনাকে।
তাই চলতে চলতেই
থেমে যাওয়ার ইঙ্গিত
বিবেকের প্রতিটি কোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে।

শিক্ষা- বি.এ
পেশা- ব্যবসা

আধুনিক দুর্যোধন

অরুণ কুমার মেহেরা

ওরে কবে টাকা দিবি বল? কবে দিবি বল?
রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে শোনা যায় অর্থলোলুপ
পুত্রের হিংস্র কোলাহল
মার্কসবাদী পুত্রের হিংস্র আক্রমণে গান্ধীবাদী পিতা
খোঁজে নিরাপদ আশ্রয়
অর্থলোলুপ পুত্র অর্থলোলুপতা জাহির করে চলে
বন্ধু স্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বন্ধুর কৃতকর্মের সমর্থনে
যুক্তির জাল বোনে
সময় নীরব দর্শক হয়ে যায়।

শিক্ষা- বি.এ, এম.এ. বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

বৃষ্টিপুরাণ
অজিত ত্রিবেদী

বৃষ্টি নামবে না তবু মেঘ করে এল
এ-আকাশ সে-আকাশ শুধু তৃষ্ণা ঘুরে মরে
কচি দূর্বার রেণুময় স্বপ্ন ছেনে ছেনে
পাগল হৃদয়,

দু'বেলা চাতকমৃত্যুর সাথে খুনসুটি খেলে
সময় ভুলেছে ঋতু, অসম্ভব দুপুর ছড়ায়
আধো ঘুম জাগরণে একা গান সেতু পার হয়
বাঁশিটি হেলে থাকে, ছিদ্রে তার জন্ম গড়ায়...
এখন উধাও সুর, শব্দপিঞ্জরে আর
বাজে না নূপুর

কোনখানে পা ফেলে হেঁটে যায় কালের রাখাল
সেখানে জন্মানো কোন ঘাসে
মুখ রাখে ধেনু
আসলে সেই গল্পের শেষে মুড়নো
নটে গাছটির 'পরে
বহুদিন বিদেশী আলোর রাজ্যপাটে
বিঁধে আছি ভ্রমঘুমে

সব মেঘে বৃষ্টি, ফুলে ফল, হয় না—
ফুল ফুটবে, মেঘ হবে, বারবার
একথা মেঘ ও ফুলই জানিয়েছে প্রথম,

ছিন্ন শেকড়, শুকনো সোঁতা—ভাবো
কতদূর চলে এসেছি আমরা
এখন চাইলেই কি আর বৃষ্টি আসবে
সহজিয়া কোন মেঘে!

পেশা- সাংবাদিকতা
গ্রন্থ- ৫টি

দেবীমূর্তি

অনির্বাণ ঘোষ

যে মেয়েটি লালপেড়ে শাড়ি পরে এল
একরাশ চুল জড়িয়ে ধরেছে ভোর;
রেকাবিতে ফুল-চন্দন-বেলপাতা
জিজ্ঞাসা করি, 'নাম কী রে মেয়ে তোর?'

মেয়েটি তখন হরিণীর মতো চেয়ে
হাতের রেকাবি মাটিতে নামায় ধীরে!
আনমনে বলি—প্রতীক্ষা শেষ হল,
এতদিন পরে আশ্বিন এল ফিরে?

বলি তার মায়াবিনী চোখে চোখ রেখে
'সব কথা মন খুলে বল, ভয় কিসে?'
মেয়েটি বলল অস্ফুট মৃদু স্বরে,
'একটু পরেই মেঘ হয়ে যাব মিশে!'

বৃষ্টির দিন ও রাত

অমৃত দেবনাথ

বৃষ্টি যখন জল ছিটিয়ে জল
হৃদয়কে করে পিরামিডের মমি
আকাশ মেঘে লুকোচুরি খেলায়
থাকে শুধু একটু পতিত জমি

বাতাস এসে হঠাৎ দমকা হাওয়ায়
মনেও তোলে একলা উতল হাওয়া
তখন তুমি আলতো ছোঁয়ায় ধরো
ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় তোমার স্মৃতি পাওয়া

সারাটা দিন সারা জীবন ধরে
তোমার ছায়ায় আমার পরে শ্বাস
পাহাড়ী জল গায়ে মাথায় মেখে
স্বাধীন তুমি হয়ো না আ-কাশ

বৃষ্টি হঠাৎ জল চোয়ানো চালে
মনে পড়ায় মেঘ-মল্লার তান
তারই মাঝে অবাক হয়ে শুনি
তোমার গলায় নির্মলা মিশ্রের গান।

জন্ম- উত্তর ২৪-পরগনা
শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- সাহিত্যচর্চা

কি হবে অঙ্ক কষে আর

অশ্রুকণা অধিকারী

কি হবে অঙ্ক কষে আর
হিসেবে হিসেবে ভরে গেছে আমাদের জীবনের সব কটি পাতা,
উত্তর মেলেনি এখনো,
ঝরে গেছে কত ফুল! ঝরে গেছে কত তারা।
কত সুর থেমে গেছে—আকাশের পথে যেতে যেতে ঃ
ঘুরে গেছে কত হেঁয়ালি সময়—
জয়ী করে, অনাদি—চিরন্তন, কালের ইশারা!

অসীমের মাঝে শুধু শূন্যতা
জীবনকে ছুঁয়ে দিয়ে যায়,
স্বপ্নের মতো বেঁচে থাকা—নিয়মের বাধ্যতায়!

কি দিয়ে মিলাবে হিসাব? সংখ্যার শেষে শূন্যতা ঃ
কালের ব্যাপ্তিতে তাই
অঙ্কের সীমারেখা নাই;
ভ্রান্তের মগ্নতা মাঝে—ভুল সব অঙ্কের পাতা।।

শিক্ষা- এমএ. বি.এড, পিএইচ.ডি

মুখ দেখা

অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়

কোনো দিন আর দেখবো না তো তাকে—
ফিনফিনে এক ওড়না হলুদ বুকে;
দুচোখ জুড়ে উষ্ণজলের রেখা
দম্‌কা হাওয়ার সে রূপ আমার দেখা।
জুঁই-মালতির গন্ধে ভরা দিন
ছেঁড়া পাতায় পামের ছায়া ক্ষীণ
সবুজ ধানের সোহাগ ভরা মাঠ,
ডাকবে না তার উদ্যত দুই হাত।
ফসল কাটা মাঠ মজুরের গান
ভর-দুপুরে পাখ-পাখালির স্নান
রৌদ্রেপোড়া সবুজ রঙের ঘাস
বকের ঠোঁটের তীব্র কোনো ত্রাস
নিষেধ মানা অলীক অন্ধকার
বিড়ম্বনা আনবে না তো আর।
অনেক দূরে ডুবছে খোলা হাট
ধানসিঁড়ি আজ আত্মহারা মাঠ
সবার আগে ছুটছে যে সময়
সবার মনে কেন এমন হয়!

কোনো দিন আর দেখবো না তো তাকে
কিংবা তাকে ভুলতে যে উন্মুখ
তাইতো আমি জগৎ ভুলে আছি
ভোলার উপায় নেই শুধু তার মুখ।

পেশা- সাংবাদিকতা

পার্থিব

অশোক কুমার রায়

প্রতিকৃতিতে ছিল অদৃশ্য মাদকতার জাল
যে জাল ছিন্ন করতে পারে না কেউ
নিশীথে খুঁজেছে মন মাদকতার মানে,

মানেনি কোন শাসন, বারণ
উপেক্ষা করেছে ভ্রূকুটিকে, রক্তচোখকে
তবুও খুঁজেছে মন মাদকতার মানে।

পার্থিব মেলেনি কিছুই
শুধুই পেয়েছে—
বাঁচার তাগিদ;
বাঁচার আনন্দ।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- গ্রাফিক আর্টিস্ট

বলো, বলো

অর্কপ্রভ চৌধুরী

বসে বলো কথা
দাঁড়িয়ে কথা শেষ হয় না যে।
আগ্রাসী যতিচিহ্ন টানো
আনকোরা প্রাণের তুলোট কাগজে।
পরীক্ষিত বাচনে সম্পূর্ণ কর বিনাশ
নিগূঢ় ধারণের অনাগত বীজের।
চিন্তাহীন মনে দুঃখ থাকে না
কান্না থাকে না, যন্ত্রণা থাকে না
অন্তহীন লোভের প্রতিফল প্রভাব ফেলে না
কালো গাড়ির পেছনের সিটে
　　　　দিব্যি ঘুমিয়ে পড়া যায়।
তাই বলো কী করবে, মারবে না ধরবে—
উত্তরের আশায় উন্মুখ পৃথিবী।

বৃষ্টিধারায়, ভালোবাসায়

অমিত রায়

ঠিক বুঝিনি, স্রোতস্বিনী হঠাৎ কখন বলল হেসে
ভাসিয়ে ছিলে জীর্ণ তরী তাই কি গেলে নিরুদ্দেশে
এইখানে তার নোঙর ছিল এইখানে তার ঘাটের রানা
স্পর্শ করে বাড়াওনি হাত কে ক'রেছে তোমায় মানা,
ঠিক বুঝিনি, পাখির কথা ভাষায় ছিল দূরের বাণী
শীতের দিনে উতল হাওয়ায় দাও বাড়িয়ে আঁচলখানি
বন-শিরিষের পাতায় পাতায় লেখা চিঠির বর্ণমালা
এর পরে তো বসন্ত সেই লাল পলাশের আগুন জ্বালা,
ঠিক বুঝিনি, ধরিত্রীকে ঘাসে ঘাসে আভূমিতল
জড়িয়ে রাখে সমস্ত যে দখিন হাওয়া সমুদ্রজল
কেমন ক'রে হারিয়ে গেলে নদী তোমায় শেখালো ভুল
এই তো ডালি দিলাম ভ'রে দুই হাতে নাও অজস্র ফুল,
ঠিক বুঝিনি, কারো কথায় সময় শুধু গেল বলে
প্রদীপ যখন জ্বালবো ঘরে তখন আমি নেব কোলে
ঘরের কথা দূরের কথা তখন আমি দেব ছুটি
জানবে না কেউ যখন তখন সাজাই আমি খেলার ঘুঁটি,
ঠিক বুঝিনি, ঝর্ণা বলে কি মূরছায় এসব ভেবে
পাশে আমার বকুল ছায়া আজ এস না, গন্ধ নেবে
এই তো এলাম নদীর কাছে এরপরে তো সাতসাগরে

চন্দ্রাতপের ভাসিয়ে ভেলা ফিরবো আমি নিজের ঘরে,
এসব কথার কি মানে হয় ঠিক বুঝি না, বুঝব তবে
বুঝব এবার বৃষ্টি ধারায় ঋতুর ফসল তোলা হবে
মুঠোয় আনি দিনের কড়ি ম্লান গোধূলির বাজায় বাঁশী
দূর হতে কে বলছে আমায়, ভালোবাসি! ভালোবাসি!

বিষণ্ণতা

অমিতাভ বিশ্বাস

বোগেনভেলিয়ার কাছে
বিষণ্ণতাকে আমানত রেখে
একটু ভালোলাগা
ধার করে আনবো আমি।

শেষ পর্যন্ত কোন ফুলই যদি
আমার বিষণ্ণতাকে গ্রহণ
কবতে রাজি না হয়,
আমি তখন ছুটে যাবো নদীব কাছে—

সেই নদী, যাকে আমি অনেকক্ষণ খুঁজছি,
সেই নদী, যেখানে একবার.ডুব দিলেই
আমাব সমস্ত বিষণ্ণতাকে অনায়াসে
ধুয়ে ফেলতে পারবো আমি .।
বৃষ্টি-নদীজলে
ধুয়ে ফেলছি বিষণ্ণতা. ।

শিক্ষা- এমবিবিএস, ডিটিএম এণ্ড এইচ
পেশা- চিকিৎসা

ভোর হয়েছে এবার

অরিন্দম চক্রবর্ত্তী

আলো আসবে আবার—দিগন্ত ভাসিয়ে,
সূর্য্যপ্রদীপে উদ্ভাসিত রাত্রির ডানায়—
আঁধারের বুক চিরে চুঁইয়ে পড়বে—আলোর ফোঁটা,
নতুন পথিকের পথে।
যদি কিছু ফেলে আসি আজ,
থাক সে-অজানিত পথিকের আশায়
নতুন বরণে জন্ম নেবে বলে।
অমরাবতীর পথে পায়ে পায়ে,
চলো আজ প্রিয় একসাথে,
যত দুঃখ যত বিচ্ছেদ যত যন্ত্রণা যত কান্না,
পায়ে পায়ে লীন হোক—বিস্মৃতির অন্তরালে
পদচিহ্নে ফুটুক—সোনালী অঙ্গীকার।
বড়ো আনন্দ চারিদিকে প্রিয়
দেবার পালায় আজ, রইল না কিছুই নেবার।
কোন আকুলতা নয়, কোন বন্ধন নয়
শুধু ওড়ার ডাক এল পাখীর কাছে।
নীড় ভাঙার পালায় রইল, নীড় গড়ার প্রতিশ্রুতি
কথা বলার লগ্নে থাকল, নির্বাক প্রেমের অব্যক্ত শিহরণ।
আবরণ সরিয়ে, গোধূলি এসেছে কাছে আজ
তার মোহন বাঁশীতে পূরবীর মধু।
পাখীর বুকের উষ্ণতা নিয়ে, পূরবী ডানা মেলে আকাশে
সুরের খেয়া বেয়ে রজনীর যাত্রা হয়েছে শেষ।
ললিত জাগে—অনন্ত নীলিমায়।
চেয়ে দেখো, বঁধুর শাঁখা ছুঁয়ে,
রাঙা উষা লুটোপুটি খাচ্ছে
রঙের মেলায়—চেনা বুলবুলিটা ডাকছে
বন্ধু জাগো জাগো, ভোর হয়েছে এবার।

কাব্যগ্রন্থ- ২টি

ভেসে যাইনি কিন্তু ডুবে যাচ্ছিলাম

অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত লোকটি তখনও পড়ে গোঙাচ্ছিল কিন্তু তার কথা কেউ শোনেনি;
তুমি যতটা ভেবেছিলে তার থেকেও আমি ছিলাম অনেক দূরে
এবং ভেসে যাইনি কিন্তু ডুবে যাচ্ছিলাম।

হতভাগাটা সব সময় তাকিয়ে থাকতে ভালোবাসত
এবং এখন সে মৃত
নিশ্চয়ই খুব ঠাণ্ডায় তার প্রাণের শব্দ থেমে গেছে,
লোকে বলল।

ওহো, না না না—সব সময়ই খুব ঠাণ্ডা ছিল
(তবুও মৃত লোকটি পড়ে গোঙাচ্ছিল)
আমি সারা জীবন অনেক দূরে ছিলাম
এবং ভেসে যাইনি কিন্তু ডুবে যাচ্ছিলাম।

পরিসমাপ্তি

অনিরুদ্ধ বিশ্বাস

সেই কবেকার হাওয়ায়
ভেসে আসা একটা শিমুলের বীজ
এখানে জন্ম দিয়েছিল একটা চারাগাছের
অনেক প্রতিকূলতা কাটিয়ে বড়ও হয়েছিল
সুদীর্ঘ রুক্ষতার পর আকাশে মেঘ জমেছিল
আশা জেগেছিল একান্ত গভীরে
এবারের বর্ষা-স্নানে সবুজ হবে, ফুল ফোটাবে
অথচ সেই মেঘ বর্ষার বদলে
সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে চলে গেল
নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সবুজ
ফুল সাহস হারিয়ে ফেলল
আর কোন দিন ফোটার
অন্তর্লীন হয়ে গেল
বীজের অন্তর্নিহিত আশা।

নিসর্গ নির্জনে

অনুপ চট্টোপাধ্যায়

বীজ ধান জমি ছেড়ে সাদা পাখা ওড়ে
উধাও দূরে দূর ছায়া ছায়া গ্রাম
তখনও মেঘের খেলা বর্ষা যায়নি
কখনও আকাশ ভাঙা রৌদ্র অবিরাম
বটের ছায়ায় মেশে জলের কাঁপন
লাল ফল সোহাগের স্বর্ণওষ্ঠে ঝরে
টুপটুপ ডোবে ভাসে হৃদয়ে পুকুরে
ঢেউ তোলো ঢেউ হোক প্রাণের আগুন
বটপাতা সংসার কাকলী মাখানো
এখানে প্রাণের তাপ কিছু স্বস্তি পায়
বটফল খসে পড়ে বিষণ্ণ শরীরে
আঘাত স্পর্শ আজ চক্ষু ছেয়ে যায়।

শিক্ষা- ছাত্র

এত চোখ

অমিত মজুমদার

হঠাৎই যুবক যুবতী খেলতে
বসে গেল পৃথিবীর শেষ মেঘলা

আমার চোখ ক্যামেরায়
ক্যামেরার চোখ ফ্রেম বাই ফ্রেম
আরো কয়েক কোটি চোখ
এখানে ওখানে

এত চোখ ফাঁকি দিয়ে কি করে
ক্লোজ আপ নেবে ক্যামেরা?

শিক্ষা- উচ্চমাধ্যমিক
পেশা- ছাত্র

বার্তা

অনির্বাণ পাল

আর একটু সময় ধরে
অপেক্ষা। ফুলে, ফুলে,
আমার অভিমান পৌঁছে
দেওয়া।
কথাটা অনেক সময় মিথ্যা
হলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে
সত্যি, জন-অরণ্যে মিশে
যায় সমস্ত বেদনা—

পাতায়, পাতায় আমার
অভিনন্দনবার্তা...

শিক্ষা- ছাত্র
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

পথ

অসীম হালদার

আজ পথ চলতে বড় ভয় হয়
রয়ে গেছে দুর্গম ধোঁয়াটে পাহাড়।

ওদিকে তুষারের স্তূপ
চেনা-অচেনা মানুষের পায়ের ছাপ।

আজ আকাশটাও মেঘলা
শুকতারা দেখা বড় কঠিন।

হে নাবিক আমায় পথ দেখাও
নইলে শহরের ম্যানহোলগুলি—
গ্রাস করে নেবে!

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর পাঠরতা
কাব্যগ্রন্থ- ১৯টি

মানবিকতা খুনের বদলা চাই
অর্পিতা মণ্ডল

একপা এগিয়েই
তৎক্ষণাৎ পিছোই দু'পা।
ফেলে আসা কাদা গায়ে মাখি,
জল সাবানের প্রয়োজন পড়ে না।
ক-ত সোনা, রূপো হীরে জহরৎ
পড়ে আছে পেরিয়ে আসা পথে।
গর্বিত মন তা চায় না।
পাঁকের কাদাতেই তার পরিতৃপ্তি।

এগিয়ে যাওয়া মানুষ, সু-সভ্য আধুনিক সমাজ
নিজের স্বার্থে প্রাণপণে আঁকড়ে রাখে
মধ্যযুগীয় জঘন্যতা।
ঠুলি পড়া চোখ অন্ধকার-ই বোঝে।
একের পর এক খুন হচ্ছে মানবিকতা—

যুগের স্মৃতিকে বুকে নিয়ে
আবার গর্জে ওঠে মনুষ্যত্ব।
বলিষ্ঠ কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয়—
'মানবিকতা খুনের বদলা চাই।'

ঐ যে উলঙ্গ ছেলেটা

অক্ষয় কর্মকার

ঐ যে উলঙ্গ ছেলেটা
মেলার পাশে দাড়িয়ে
মেতে সব দেখছে তাকিয়ে
বেজেছে ঘণ্টা বেজেছে শঙ্খ বেজেছে কতক ঢাক,
বেলুন ঝান্ডা মোয়ার মন্ডা দোকানি মারছে হাঁক;
শরতে শিউলি শিশির মাসে
গোয়ালা দই নিয়ে বাঁকে;
কত কোলাহলে জনতার মনে
নক্সাকাটা ঝুরির পোশাকে দেবী সেজেছে আটে
ঐ যে ছেলের উলঙ্গতা দেবীকে ভেংচিকাটে;

বাজির আওয়াজ বাজার তারেই হৃদয় টিকে,
মেলার পানে তাকিয়ে সে তো নেওয়ার স্বপ্ন দেখে
ক্ষুধার বাতায়নে ছোট্ট হৃদয় নাড়ে
উলঙ্গ ছেলেটার নীরব অশ্রু ঝরে।

কালো মেয়ে

অনিমেষ রায়

এ শহরের সবচেয়ে—কালো মেয়ে
রোজ রাতের পোস্টকার্ডে ডাকটিকিট সেঁটে—
আমাকে ভালোবাসার হুমকি দেয়
একদিন মহানগরী ঘুমিয়ে পড়লে
চুপি-চুপি এস.টি.ডি. ফোনে আঠারো বছরের
বিদ্যুৎ চল্‌কানো যুবতী জানায়—
তার নাম রাস্তা।

জন্ম- কলকাতা
শিক্ষা- এম.এ

কনকাঞ্জলি

অদিতি ঘোষ

উনুনের ধোঁয়া রঙে মার শাড়ি ধূসর মলিন
ভোর ভোর শালিকের দাঁত মাজা, জানলা পালানো
একফালি আলো, শৈশব ডেকে যায়—ওঠো মেয়ে
বড় হও, হাঁস-ডানা-আলো দিয়ে দইচিঁড়ে মাখো
দু'চোখে রঙিন স্বপ্ন, তাই দিয়ে ভাত মাখো
ফুলে ফুলে আলো বিছানায়, ও মেয়ে কান্না কেন?
পেয়ারাতলা, কলঘর বহুদূর ফেলে রাখো
অবিরাম হাতুড়ির বোল, বিধবা পিসির হাঁড়ি
এয়োরা কলস নিয়ে ঘটি বাটি, দূরে ঝাল ঝোল,
ফুলঝুরি, ঝাড়বাতি, মেঠো সুর, বাবা ভারি পায়ে—
কনকাঞ্জলি নামে মুঠো মুঠো ছেলেবেলা হাতে
ধোঁয়া স্মৃতি...আঁচলে অতীত...মা ফিরে যায়।

জন্ম- মেদিনীপুর

কিছু মানুষের জন্যে কিছু কিছু মানুষ

অমিতাভ দাস

কিছু মানুষের জন্যে কিছু কিছু মানুষ সেতুবন্ধ হয়ে
মুক্তির ওপারে দিয়ে আসে
সব বিলোনো আউল-বাউলের মতোন একতারা বাজিয়ে
হাসিমুখে নির্ভার ধূলোমাখা পর্যটনে চলে যায়

কিছু মানুষের জন্যে কিছু কিছু মানুষ বাকসিদ্ধ পুতুলের মতোন
কারো না কারো অভীষ্টপূরণের খেলা দেখাতে চৌমাথায় তৎপর হয়ে ওঠে
নিজের বলতে শূন্যতার ভাগফলে নিজেকে ভরিয়ে কতসুখে ডগমগ লতার মতোন
বোধে ও বিশ্বাসে বৃক্ষ ছাড়িয়ে আকাশের দিকে বাড়তে থাকে

কিছু মানুষের জন্যে কিছু কিছু মানুষ পায়ের নিচে অশেষ পথ হয়ে
অনন্তকাল সুখী সিঁড়ির মতোন চলতে থাকে
লোকনন্দিত কৃতজ্ঞতার পুরুষ না ভেবে দণ্ডিত আসামীর মতোন
লজ্জারুণ বসে থাকে

কিছু মানুষের জন্যে কিছু কিছু মানুষ এই জটিল মানুষজন্মে
শ্যাওলার মতোন বিচ্ছিন্ন ভাসতে ভাসতে বিবর্ণ চিঠির মতোন
এ দুয়োর সে দুয়োর এহাত সেহাত ঘুরতে ঘুরতে
ধূলোর সঙ্গে সই পাতানো ধূলো হয়ে উড়তে উড়তে
ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাতে ভাসতে-ভাসতে ভিজতে-ভিজতে-পুড়তে-পুড়তে
আত্মসুখ বলতে মনীষীর মতোন উজ্জ্বল পাথর হয়ে
নিশানা দেখাতে নির্বিকার আঙুলতুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে চিরকাল...

জন্মস্থান- বাংলাদেশ
পেশা- শিক্ষকতা
গ্রন্থ- ৫টি

রাঙাদিদি

অরুণ ভট্টাচার্য

মাঠের ধারে নদীর পাড়ে তাল তমালের সার।
শরৎ মেঘে কাশের ফুলে মন করে তোলপাড়।
মাঠের ধারে নদীর পাড়ে সবুজ বনবীথি
দিঘির পাড়ে পদ্ম তোলে আমার রাঙাদিদি।
রাঙাদিদি মায়ের মত সোহাগ করে মেলা।
কাঁদলে পরে পরিয়ে দিত বৈঁচি ফলের মালা।
শরৎনদী জল থৈ থৈ, মেঘের নাচন শিখির
হৃদয় নাচে আনন্দেতে, জলেও ঝিকিরমিকির।
পদ্মদিঘির কালো জলও বানের জলে ঘোলা,
মাঠ থৈ থৈ, গাঁ থৈ থৈ নেই পদ্মের দোলা।
মণ্ডপ আজ জলের তলে নেই সে সাঁঝের বাতি,
গাঁ নিঃঝুম, মাঠ নিঃঝুম, এ কোন, আঁধার রাতি।
শরৎদিনে কাশের বনে নেই কেন আজ দোলা
বানের জলে মৃত্যু ছবি যায় কি সে সব ভোলা?

জন্ম- মুর্শিদাবাদ

পুতুল-খেলা মেয়েটি

অজয় কুমার সাহা

পুতুল খেলার বৌ-বর সাজতে-সাজতে
চৈতালী বাতাস
কখন যে সত্যিকারের শাড়ি পরা বৌ
জানে না নিজেই।

চৈতালী আজ শাড়ি পরে;—
তবে পুতুলের জন্য নয়;
জীবনের জন্যই আজ তার শাড়ি পরা।

চৈতালী এখন নিজেই একটা পুতুল।

পুতুল জানে;—কোন একদিন
পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এসে;
সেনাপতি কার্তিক বিনারক্তপাতে
জয় করে নেবে ভালবাসাসহ
উত্তরের দুই অঙ্গরাজ্য!
অধিকার নেবে পুরো রাজধানীর।

চৈতালী এখন হেরে যাওয়া এক রাজা।

চৈতালী এখন পুতুল খেলে না;
পুতুল এখন খেলে চৈতালীর সঙ্গে।

জন্ম- পুরুলিয়া
শিক্ষা- বিএ, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

গৌরীকে কয়েক ছত্র

অনিল মাহাতো

পাঁচ আঙুলের ফাঁকে
মেঘ এসে খেলা করে যদি
আমার আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকে
একরাশ অন্ধকার চুল
আমি অন্ধকার ভালবাসি
কেননা, অন্ধকারেই জন্ম নেয়
প্রিয় কবিতার ভ্রূণ।

আমার রক্তে-রক্তে জমা আছে ভালবাসা
ভালবাসার জন্যে আমি প্রদীপের সল্‌তে জ্বেলেছি
ছড়িয়ে দিয়েছি ধূপ-চন্দনের সুবাস
আমার বালিশে তুমি শুইয়ে দাও
ভালবাসার অসুখ
ভালবাসার শরশয্যায় শুয়ে শুয়ে
আমি আমার মৃত্যু দেখাবো
আমার রক্তের মধ্যে একরকম পাখি উড়বে
খু-উ-ব ভোরে
ভালবাসার!

চোখের আলোয়

অরবিন্দ সরকার

তুমি আমার সেই একান্ত
বারান্দায় হেঁটে বেড়াও
আলো-আঁধারি ছায়ায়
বড় মায়ায় তোমাকে দেখি
জ্যোৎস্না পড়ে—
তোমার মাধুরী মাখা মুখমণ্ডলে
দৃষ্টিতে ধুইয়ে দাও মালিন্য
তোমার স্পর্শে সাত ভুবন নেচে ওঠে
তুমি আমার সেই একান্ত
ঘুম চুম্বনে আমাকে আদর কর
কাছে ডাক
অনুরাগে রবীন্দ্র গান শোনাও—
'চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে'।

বৃষ্টির স্বপ্ন

অপর্ণা নন্দী

শরৎ আকাশে মেঘ ঘন ঘোর কালো
নেমে আসে রাত্রি এক, মুছে দিবা আলো
শারদ আকাশ হতে শুভেচ্ছা, ধারা ধারা শ্রাবণ
ধুয়ে মুছে দিয়ে যায় কলুষ মনন।

অন্তর বাহির গলে বারি ধারা ধায়, মত্ত স্রোতস্বিনী
হারালো কূল, হারালো পথ, ভরা যৌবনা যিনি
কে বাঁধে! কে রোধে তাকে, বালুকা বাহু ডোর?
ভেঙে ভেঙে ভাসালো নদী গেরস্থালী, ভোর।

একাকিনী আমি তাই
নিঝ্‌ঝুম বান ভাসি রাতে
ফিরে-ফিরে, ফিরে যাই আলুথালু
উত্তর হাতড়াই—

মাঠ ঘাট পুড়ে ছিল, বৃষ্টি ছিল স্বস্তি স্বস্তি ফোটা
বুকে বৃষ্টি স্বপ্ন ছিল, নদী জলে নদী হই,
আঁধারে আঁধার, জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্না হয়ে ওঠা।

নিবিড় নীল রহস্য, ছলাৎ ছলাৎ নদী
তার গহীন চুল, নিরুদ্দেশ ভ্রূ—
ভঙ্গীতে ভাসাল সব যদি
আমার যে চৌকাঠ আছে হায়!

ছিন্ন প্রায় জল রেখা তোকে কোন বন্ধনে বাঁধি।

জন্ম- বর্ধমান
শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী

মান্দাস

অমল গরাই

তীরে আলো দেখেই নৌকো এগোলো
রাতে আঁধারে পথ চেনা দায়।
সাদা পতাকার মতো
    পতপত করে উড়ছে পাল।
তোমার মৃতদেহের পাশে
    আমি রান্না চড়িয়েছি।

আমি জানি, রান্নার সুবাস
    তোমার নাকে গেলেই
তুমি জেগে উঠবে
হাত মুখ ধুয়ে বলবে—
    তাড়াতাড়ি দাও,
    খুব ক্ষিদে পেয়েছে...

তোমার গায়ে ঢাকা দেওয়া
    সাদা কাপড়টা নেই
ওটাকেই আমি পাল করেছি।
দেখে শুনে নিশ্চয়ই হাসবে;
    ভাববে, আমার পাগলামি।
আসলে, আর কোন উপায় ছিল না।

এখন শুধু রান্না করে
    বসে থাকব
তোমার জাগার অপেক্ষায়।

জন্ম- কলকাতা
পেশা- চাকরী
গ্রন্থ- ৩ টি

মাইলস্টোন

অদিতি বণিক

সঙ্গে কেউই যায় না
মৃত্যুর মতই সমস্ত পথযাত্রা।
ডানে বাঁয়ে কত ফুল ফোটে, ঝরে যায়
একটু দেখা, হয়তো ভালবাসা
শেষে স্মৃতি, নতুন সুবাস
ফুল সরাতে সরাতে
একদিন সস্তা খাট, ধূপকাঠি
তুমি আমি আর নেগেটিভ নেই।

মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে
হঠাৎ লোকটা দেখে পেছনে কেউ নেই।
বেয়নটের সামনে বুক চিতিয়ে
দাঁড়িয়ে আছে একা।
তাহলে শব্দগুলো সাজানো
কি ঠিকঠাক হয়নি?
হাওয়ায় উড়ে গেছে পতপত স্বাধীন পতাকা?

সঙ্গে কেউই যায় না
নীরবতা ভেঙ্গে কিছু শব্দ
উঁকি দেয় অলিগলি
আয়নায় ভাঙচুর এক টুকরো পূর্ণিমা হাসি
তারপর ব্যতিক্রম হয়ে যায় দূরপাল্লার পাখি
যাকে কোনোদিনই ধরা যায় না।

জন্ম- বাংলাদেশ
শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ-৭টি

কেউ চিরদিন এক থাকে না

অমল কর

কেউ চিরদিন এক থাকে না
বাতাসের উপর বাতাস দাঁড়ায় না
রূপান্তরে বিবর্তনে পাথর গুঁড়ো হয়
শুঁয়োপোকা প্রজাপতি হয়ে ওড়ে
বাষ্প কখন মেঘ হয়ে পথ হেঁটে
বৃষ্টি ঝরে। বরফ নদী হয়ে ওঠে।

ক্রমাগত গেরস্থিতে মানুষ-মানুষীর
কত শত আকচাআকচি;
একসঙ্গে থেকেও কেমন নিঃসঙ্গ।
দিনে দিনে তিলে তিলে একে অপরের
চোখ পড়ে কৃষ্ণপক্ষে; দু'জন দু'জনার
খোঁজে ব্যর্থতা। অপূর্ণতার কষ্ট কামড়ে
ঝাঁঝরা করে বুকের কপাট।
একজন অনায়াসে দিগন্ত ঢালে
বেহুলার দীর্ঘশ্বাসে আরজন শূন্যতা গেলে।
জীবনের ভাঙাবেড়ার অজস্র ছেঁদা
কখন এক সময় জানালা হয়।
কত বড়ো বেদনায় চিরচেনা কখন যে
অচেনা হয়ে যায়।
স্বপ্নে গড়া স্বপ্নের মানুষ কখন
হ্যাটা হয়ে বাতিল।
শকুনক্রান্তিতে ভরে ওঠে বৈদূর্য আকাশ।
দিন আর জীবন ব্যথা-ইতিহাস নিয়ে
কখন কবর হয়ে যায়।
উদ্ধার বড়ো কম হে! নিস্তার কোথায়!
কবে দিনগুলো হেসে উঠবে দরজায় দরজায়!

একটি মুখ

অপর্ণা আচার্য

উজানের ঢেউয়ে ক্রমাগত ঘষটায় স্থিতিশীল মুখ
এ মুখের ছায়ায় আমার দীর্ঘ বসবাস
এ মুখ আমার চেনা, বিরল বিশ্বাস
এ মুখ দিক খোঁজে, অন্য কোনও দিক
এ মুখ দেখেছিল অন্য কোনও মুখ
এ মুখের ভার বোঝা হয় অন্য কোনও মুখের
এ মুখ ঝলসে ওঠে অন্য দৃষ্টি বিনিময়ে।
এ মুখ বুভুক্ষু, ক্ষুধার অন্ন পাওয়ার ছল
এ মুখ ওঠে বসে অন্য মুখের বোধে
এ মুখের আশেপাশে গড়িয়ে নামে সহস্র শিলামুখ

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- সাংবাদিকতা

নতুন সমাজ

অমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিয়ে
এক ঝলক রক্তের বিনিময়ে
অন্ন জোটাতে
দাসত্বে পরিণত করছে যারা
তারা কি ভাবে নতুন সমাজ গড়বে।।
সূর্য্য চন্দ্র উঠবেই উঠবে
পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়বে
মিথ্যা অহংকারে
নিজস্ব সত্তাকে বিক্রির করে
কেমন সমাজ তারা তৈরি করবে।।
দেহ কারবারিরা দেহের বিনিময়ে
অন্ন জোটাতে হিমসিম খেয়ে
ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে.....
একদিন থমকে যাবে এই সমাজের দ্বন্দ্বে।।
অক্টোপাশের বাঁধনে বাঁধবে
তোমায় আমায় সকলকে
ক্রীতদাস এই জীবন নিয়ে
সামাজিক একই বাঁধনে
তোমায় আমায় সকলকে কি দেবে!!
যারা নতুন পৃথিবীতে জন্ম নিচ্ছে
তারা নতুন ভাবে কি শপথ নেবে
এক রক্তিম মাংস পিন্ড
সারা দুনিয়াকে ছারখার করে
নতুন সমাজ তৈরি করে দেবেই দেবে।।

রামকিঙ্কর

অচিন্ত্যকুমার সাঁতরা

ভেতরে এতো আলোর আলোড়ন, লুণ্ঠন!
এতো নিষ্কাম ভোর
প্রজ্ঞার অন্তিম উদ্যানে
যাঁর এমন অবাধ স্বাচ্ছন্দ
তাঁকে সাধক বলা চলে না!
অন্ততঃ সাধক বলায় যে
তানগান লয় লহরি

তাঁর সম্মুখস্থ হলে টের পেতিস
জগত কত তুচ্ছ
ঈশ্বর, প্রকৃতি আর কবিত্ব
কি এক অনির্বচনীয় ঘাম ঘ্রাণ
রৌদ্রভাব মার্গশীর—
উনি সাধক নন

বল্ তুই বীজমন্ত্র
বল্ তুই ফ্রেমিঙ্গো।

মাটির ঠাকুর

অনামিকা দে

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে—
ছোট এক নদীর ধারে আমাদের বাড়ি।
যেখানে থাকি শুধু আমি আর আমার ঠাকুরমা।
ঠাকুরমা রোজ সকালে আমাকে বলে,
বুনো ফুলের গাছ থেকে পুজোয় ফুল আনতে।
আমাকে রোজ যেতে হয়, ফুলও আনি।
কিন্তু আমার মনে একটাই প্রশ্ন—
আমাদের মাটির ঠাকুর কিই বা আমাদের করতে পেরেছে?
আমাদের জন্য কতটুকুই বা সে ভাবে?
এত পুজো দেওয়ার পরে ও কেন নিষ্ঠুর ভাবে
আমার বাবা মাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিল?
কেন? কেন? মাটির ঠাকুর বলে?
হতেও পারে।
ওই যে দত্ত বাড়ির সোনার ঠাকুর
দুহাত ভরে ওদের কত কি দেয়।
ওরা কত ধনী, মানী, শ্রদ্ধাবান।
সোনার ঠাকুর ওদের কিছুই অভাব রাখেনি।
আর আমাদের মাটির ঠাকুরকে রোজ পুজো দেওয়া হয়,
তবু আমরা নিঃস্ব, রিক্ত।
আমাদের মাটির ঠাকুর শুধু পুজোই নেন
দেন না কিছুই।

একটি কবিতার জন্ম

আরতি মজুমদার

আমাকে নিয়ে যা হয় কিছু লিখো বলে
কোনোদিন অনুরোধ করেনি সেই মেয়ে।
তবু ঐ মেয়ের লেখায় মুগ্ধ হয়ে
তাকে নিয়েই যখন লেখো চতুর্দশপদী কবিতা
মনে পড়ে যায়
রবিঠাকুরের ভিক্টোরিয়া আর আন্না
এবং জীবনানন্দের বনলতা সেনের কথা।
ওরা তো কেউই কবি ছিলো না!
তবু কবির কাব্যে তারা
অসামান্যা সব নায়িকা।
ওরাই তো বিজয়া, নলিনী এবং বনলতা।
কিন্তু এ যুগের ঐ সাধারণ মেয়ে
তোমার কলমে যখন কবিতা হয়ে ওঠে
তখন বাঁকা চোখে বলবে অনেকে
ও যে এক মেয়ে
তাই পুরুষের এই মুগ্ধতা!
জনান্তিকে বলে রাখি
কবি হওয়ার স্বপ্নে
যা পায় তাই লেখে ঐ মেয়ে।
সেজন্যে কেউ কেউ কবি ভাবলেও
অনেকেই তাকে ভাবে অকবি!
অথচ রবিঠাকুরের 'সাধারণ' মেয়ের মত
তাকে তুমি জিতিয়ে দিলে তোমার কবিতায়
কিন্তু নারী বলেই নয়?
শুধুমাত্র তার লেখার মুগ্ধতায়
চতুর্দশপদী ঐ কবিতার জন্ম হয়।

শিক্ষা- গবেষণারত
কাব্যগ্রন্থ- ৬টি

উদাসী বাউল

আরতি কাহালী গোস্বামী

অব্যক্ত বেদনা এ যে!
পারো না সইতে আর
দিয়েছো ভাসিয়ে স্মৃতিমালা সব
   অজয়-কোপাই নদীর জলে

আজও চোখ ছলছল আঁখিজলে
এ যেন রতির হাহাকার
   মদনের তরে

কে তুমি বুভুক্ষু-ভৈরব
দুলে চলছো দুরন্ত স্রোতসম
বর্ষা-ঘূর্ণি অজয়ের জল
   সাগর পানে?

কথা নয়, এ যেন
ব্যথার অক্ষর মালা;
বেড়াও উদাসী বাউল
   অজয়-কোপাই তীরে।

পেশা- চাকুরী

সুরঞ্জনা তুমি

আরতি মুখোপাধ্যায়

মসৃণ ত্বকের নিভাঁজ মুখোশে লুকিয়ে রয়েছে
নষ্ট চাঁদ। কেমন করে একে আড়াল করবে
সুরঞ্জনা...! তোমার ঠোঁট, চিবুক, গ্রীবার ভঙ্গি,
আয়তদৃষ্টি— মুগ্ধ পতঙ্গের মরণফাঁদ।
ভেষজ নির্যাসে মিলিয়ে দিয়েছো বলিরেখা
ছড়ানো ছিটোনো সময়ের আঁকিবুকি
সন্তানের জন্মরেখা অবধিও...

নদীতে জোয়ার—
চাঁদ হাসে বিনম্র কৌতুকে...

শিক্ষা- এমএ
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৪ টি

হ্যাঁ ঘুরে দাঁড়াও

আবুল মোমেন

ঘুরে দাঁড়াবার কথা ছিল
ফিরে তাকাবার নয়। তবু কেন
সজল তাকালে ফিরে?
দাঁড়াবার সাধ্য নেই আজ?
বেশ, তবে স্রোতের প্রবল তোড়ে
ভেসে চলে যেতে, ফিরে কেন
তাকাতে গেলে করুণ সজল চোখে?

যে ভেসে যাবে আর
যে দাঁড়াবে ঘুরে
তারা যদি করুণা ছড়ায় শুধু
তবে ঘুরে দাঁড়াবার আর
থাকবে না কেউ।

ঘুরে দাঁড়াবে না যারা
তারা যেন ফিরেও না চায়—

হয় ভেসে যাও সোজা
নয় ঘুরে দাঁড়াও এবার—
দাঁড়াও, হ্যাঁ ঘুরে দাঁড়াও।

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

না-বলা কথাগুলো

আশিস সরকার

না-বলা কথাগুলো
সহসা এমন করে ভিজিয়ে দিল
শেষ শরতের বিকেলে, ম্লান আলোয়,
হৃদ্‌পিণ্ড থেকে মস্তিষ্কের কোষে।

কথাগুলো বলা হয় নি
উষ্ণ ঠোঁটের প্রান্তে এসে জমা হয়েছে
সেই কবেকার প্রত্নপাথরের মত
ভিজে ভিজে শ্যাওলায় ঢেকে গিয়েছে।

ছোট পৃথিবীর—নাই-এর দেশের ছোট নগর পাশে ছোট্ট গ্রাম
তারই একটা ছোট্ট মণ্ডলের হাড় জিরজিরে এই বুক
তারই ভেতর বকম বকম একা-একা—
প্রতিটি দুপুর; পশলা মেঘ, হলুদ বিকেল
ঝুপসি সন্ধ্যেতে উদাসী সন্ধান
কেউ কি ভালো আছো...
কারো সাথে কি দু'দণ্ড কিছু বলা যায়—আবেগে।

না-বলা কথাগুলো—আমার একার, গত জন্মের—এ জন্মের
সহসা এমন করেই ভিজিয়ে দেয়
সহসা উড়ে যায় পরিযায়ী বিষণ্ণ পাখির মতো
সহসা শুকিয়ে যায় মজে যাওয়া নদীর মতো।

যে দিকেই মুখ খোলো—অবসাদে বিবর্ণ ফিরে আসে কথারা
কথারা জমা হয় পাললিক স্তরে—শ্যাওলা ও হিম শীতলতায়
এরই মধ্যে ভালো থাকতে হয় ভালো আছির চৌকাঠ পেরিয়ে
সংক্রান্তি সময়ের অপেক্ষায়।

শিক্ষা- এমএ, এলএলবি
পেশা- আইনজীবী
কাব্যগ্রন্থ- ৬টি

সুধাময় সুখ পুষে রাখি

আবদুস সামাদ

সাপের খোলসেই খামোকা তোর
নাস্তানাবুদ নাকের ডগায় রোজ
মাছরাঙা ঠোঁটের মাপকাঠিতেই মাটি গেড়ে বিস্তর
জলের শেকড়ে বাকড়ে বেড়ে ওঠে জলকর।
ফলে তোর ওই কাক-জোছনায় তোড়জোড়
আঁধার ভাঙছে মোরগের বাঁকে হয় ব্যাঙাচি ভোর।

তবুও কি ঠাঁই নেই তোর অকালে
কারও প্রতীক্ষার তিলক-কপালে?

আমি তাই সুদখোর সকালে
খাতকের খেলাপীঘোর আকালে
ঘাতকের রাত কালিতেই লিখি
কেবলই রোদমাখা দিনলিপি।

এইভাবেই তোর হয়ে জলের তোড়ে
আমি খেলি জলকেলি, জল দিয়ে জলে
অবিকল জল লিখি, মাছ দিয়ে মাছ লিখি,
গাছ দিয়ে গাছ লিখি।

আর এইভাবেই তোর হ'য়ে সময়ের অতিকায় আতিথ্যে
বেশ পাকাপাকি
তোতে আমাতে বুক দিয়ে ভালোবাসা মাখামাখি
ক'রে আমি সময়ের সুধাময় সুখ পুষে রাখি।

আত্মাকে বোঝ

আরাধনা গুপ্ত

জীবনধারণ তো হোল
কিছু ভাল মন্দ কাজও হোল
শরীর তো কাজের জন্য।
কিন্তু ভেতরে আছেন আত্মা
তাঁকে জেনে বুঝে নিতে হবে যে।
চর্চা সেদিকে হলে
পরলোকে আলোর সঙ্গে থাকা যাবে।
নতুবা সূক্ষ্ম দেহে অন্ধকারে থাকা
ইহলোকের সচেতন কাজই
খুলে দেবে পরলোকের সুখের রাস্তা
আত্মাকে জেনে মনন করে
আত্মার শান্তি খোঁজার পথে চিন্তা
দিনরাত অতিবাহিত করাই বড় কাজ।
লক্ষ্য হোল পরম শান্তি
তুমি নিজেকে জান, চেনো
আত্মাকে সার কর ও সফল হও।

শিক্ষা- বিএসসি, বিএ
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৯টি

প্রেমে

আবদুস শুকুর খান

তোমাকে যখন দেখি
তখন সমস্ত পৃথিবী মুছে যায়।
এই ঘর-বাড়ি, গাছ, অরণ্য, নক্ষত্র আলো
এই মাটি, শূন্য-দিগন্ত
সবই অদৃশ্যে চিত্রার্পিত, ছবি।

তোমার বুকে হাত রাখলে
পাহাড়ের উষ্ণতা; অরণ্য আশ্চর্য অনুভব
নদীর সমূহ উচ্ছ্বাস স্পর্শ দিয়ে ধায়।
ফুল-জ্যোৎস্নায়, মথ ডানায়
গন্ধ নির্যাসে বিহ্বলতা ছেঁকে ধরে।

দূর থেকে যখন দেখি
মনে হয়—নক্ষত্রপুঞ্জ যেন আকাশে উজ্জ্বল
কাছে গিয়ে বুঝি
তুমি অতীব অন্ধকার, অলীক।
স্বপ্ন খেলায় তুমি
ঈশ্বরীয় ধূসর ওড়না
তোমাকে ছুঁয়েও ছোঁয়া যায় না
তোমাকে ভেবেও ভাবা যায় না
যায় না...

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- ব্যবসা

মনমাতানো

আহমদ খালেদ কায়সার

ছিঁটকালে চুল ছিঁড়লে বকুল চুম্বনে ফেলে দাও যে,
গন্ধ শুকায় দেহের ভাষায় তপ্ত তোমার ব্লাউজে।

মনটুকু যার টুকটুকে পাল খুলেছিলো তার গ্রন্থি,
আপন নেশায় মেতে আছে তাই ছড়ানো সুরের যন্ত্রী।

মোহের আশায় মন ঢেকে যায় কল্পলোকের শয্যায়,
রঙধনু ঠোঁটে মাদকতা ছোটে মেয়েলি মনের লজ্জায়।

চাহনির ধার ভোরের আঁধার নিশীথ দেহের তৃষ্ণায়
মনভুলানোর স্বপ্নের ঘোর মন পাখিটার পাখনায়।

ছোঁয়াচে খেলার নিয়েছিলো ধার আপনসখার স্কন্ধে,
কাঁপানো শিশিরে বসে যায় ধীরে মনমাতানোর ছন্দে।

শিক্ষা- এমএ, বিএড. পিএইচ.ডি

আলাপ

আদিত্য মুখোপাধ্যায়

বালকের সঙ্গে আলাপ না হলে বোঝাই যেত না
নদীর উঠোন থেকে হেঁটে আসা গ্রামের মহিমা,
খুশির-কুচির মতো ছড়ানো-জড়ানো
মেঘরঙ সাদা কাশফুল,
রাংতা-জরির গন্ধে মাখানো রোদ্দুর
কচি হাতে আঁকা যেন পৌষের-আটন।

অথচ আড়ালে সেই কালির কলম
কাটাকুটি দিয়ে যায় পরমের নাম,
'সুখ-শান্তি' এ দু'টো শব্দের দানছত্রে
যথেষ্ট সন্দেহ আছে বাংলা-স্যারেরও।

তথাপি সে আলপনা ছুঁয়ে থাকে নরম আঙুলে
বরফ-কুচির মেয়ে, শরগাছ, দ্রোণপুষ্প, আমের-মুকুল,
প্রত্যেকেই জানে
আলাপে অসুখ সারে, যুদ্ধ-ও থামে।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

অবুঝ

আশুতোষ রানা

লোকে জানে যে—
রাখে হরি তো মারে কে রে!
কিন্তু ওই যে হরিয়া মাতাল
হরহামেশাই খুন করে যায় যাকে তাকে,
সে সব রেকর্ড কেই বা রাখে?

খালি তো হাতের মার নয় হে,
ভাতেও মারে তার কেষ্টবিষ্টু জাতভাইরাই।
আর ওদেরই গুষ্টিসমেত বাচ্চাকাচ্চা,
আচ্ছা বাপের ব্যাটা বেটি
সব্বাইকে মানতে হবে।

মোড়লগিরির ভলান্টারি সার্ভিসও দেয়
দুনিয়া জুড়ে প্রতিটি ঘরে
এবং যদি রাগচন্ডাল মাথায় চাপে,
পাকাধানে মই চালাতে
ওদের কোনো জুড়িও নেই।

ভক্তিভাবের বানের জলে ভাসায় ওরাই
দুর্বিনীতের ঘরবাড়ি মায় জমি জিরেত।
অর্থ এবং পেশীর জোরে জ্ঞান বিজ্ঞান মুঠোয় ধরে।
মিশেল বীজের ধর্ম এবং ভাগ্য চাষে
হরিবংশই বেনিফিটেড্।

হরিরাই যে হরিয়া মাতাল দুনিয়া দাপায় ভাবাবেগে,
ভক্তমানুষ—যুক্তি দিয়ে বুঝছে কই!

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

ভ্রমণ

আবুল মাজান

কিছু কিছু ব্যথা আছে
নীরব ভ্রমণে সঙ্গী
কিছু কিছু প্রেম আছে
ভিতরে ভিতরে জঙ্গি

আমার ব্যথারা ভ্রমণে আছে
আমার প্রেমেরা ভ্রমণে গেছে

কিছু কিছু যুদ্ধ আছে
একা একা লড়তে হয়
কিছু কিছু শান্তি আছে
ভিতরে যুদ্ধের ভয়

আমার যুদ্ধরা যুদ্ধে আছে
আমার শান্তিরা যুদ্ধে গেছে

ব্যথার সাথেই আমাদের শেষ ভ্রমণ
বাকিদের রয়ে যাবে অমোঘ পর্যটন...

শিক্ষা- এমএ
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

নিত্যবসত

আশিস গিরি

স্থাপন প্রামাণ্যে মিথ্যা, আপেক্ষিকে খেদ
নিত্যতা ভাঙা কাঠ বহুবর্ণে ভেদ

সবকিছু ঠিক নেই, থাকে না কোনকালে
এক্কা-দোক্কা রোজচোর, স্বপ্নে ফোটা হাঁড়ি
অষ্টবর্ণে জেগে আছে পটচিত্রে বাড়ি
পরিপার্শ্বে হাওয়াধুম হাওয়া লাগে ডালে
স্মরণে অনন্তগামী দোলা খায় পালে।

অতএবে শঠতা ন্যুব্জ, আপাত মগ্নতা
অঙ্গভার ক্ষমাহীন সম্পূর্ণতা ছেঁড়া
তরল স্থিতিতে যুদ্ধ যাপনের বেড়া
অনুসৃত সহযোগ, বিকল্প ভগ্নতা
মধ্যরাত ত্রিগুণ ক্লান্ত বিষণ্ণ নগ্নতা!

এ দিগন্ত সমুন্নত, ও দিগন্ত নিচু
মধ্যাঞ্চলে বসত নিত্য পরিচিত কিছু

শিক্ষা- উচ্চমাধ্যমিক
পেশা- সাংবাদিকতা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

একটি আলোর দরজা

আশিস মিশ্র

একটি আলোর দরজা
রাত্রি গভীর হ'ল
প্রবেশের কথা ভাবছ
রাত্রি গভীর হ'ল।

তিনটি মেয়ে হাঁটছে
শুরু হবে নিম-তরজা
ভুলবে না তিন সত্যি
খুলে দেবে সেই দরজা।

একটি আলোর দরজা
তার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে
প্রবেশের কথা ভাবছ
তার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে।

আসা-যাওয়া হ'ল বন্ধ
জমাট কবিতাগুলো
খাতার ওপরে অন্ধ
জমাট কবিতাগুলো।

শিক্ষা- এমএ, বিএড
পেশা- অধ্যাপনা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

অপু ও দুর্গার কবিতা

আবদুস সালাম সমু

অবৈধ কুঙ্কুম মেখে দুর্গা আজ শহরগামিনী

ঘোলাজলে ডুবে যায় ডুবে মরে অপুর জীবন

অনন্ত পাঁচালী জুড়ে নেচে ওঠে ভিডিও-বিতান

রেলগাড়ি কতদূর, তুমি জানো, বিভূতিভূষণ

পেশা- চাকুরী

ভাঙন শব্দ ভেসে আসে

আত্রেয়ী জোয়ারদার

তোমাকে অলীক স্বপ্নে শীতল বিগ্রহ বোধ হয়।
দু-চার টগর জবা—
নকুলদানার থালা, সাদা চন্দনে,
হলুদ ঝালর ঘেরা কাঠের আসনপিঁড়ি
কোশাকুশি, ঘোলা গঙ্গাজলে,
পিলসুজখানি জ্বেলে আমি জড়োসড়ো বসে থাকি।

কোথাও কাচের শার্সি ভাঙে,
মিহি ঝিন্‌ঝিন শব্দ ভেসে আসে ঘুমে চেতনায়।
কবে বলেছিলে 'ভালোবাসি'!
আদ্যন্ত ভ্রমে তার দোমড়ানো আগাপাশতলা
প্রবল দাহ্য হয়ে আছে।

কখন্ বিগ্রহ কাঁপে, কেঁপে ওঠে—ভেঙে যায়;
কাচ ভেঙে যাওয়া যন্ত্রণা ভাসে
ঘুমে চেতনায়।

সিসমোগ্রাফে কোনও কম্পন ধরা পড়েনি।

শিক্ষা- স্নাতক
গ্রন্থ- ২টি

প্রেম জলরাশি

আলতাফ হোসেন

তুমি যদি এসে কোনো নদী সমান্তরালে
বুকে নিয়ে থাকো আমার অদ্ভুত ছায়া
ঈষৎ দূর ঘেঁষে কচুরিপানার গায়ে
মাখিয়ে দেব শুধু আমি আমার হিল্লোল প্রেম
অশ্বজন্ম ইচ্ছেয় কোনো মায়া দেবতার মতো
ছায়াঘন নীলাভ স্ফূর্তিতে
নিরুপম ঘটে যাবে শরীর বিস্ফোরণ
অন্ধকার আবেগে যদি পাখি ওড়না দিয়ে
জালে আটকে ফেলি তোমার বিচরণ

আগুন রক্ত ফাঁস গোলাপের মতো
এঁকে দেবে শুভ্র নদীজলে
প্রেমের প্রগাঢ় পার্বণ

কাঁটা নেই, তবু আহত করে দেব
তোমার ফুল গন্ধ
সুড়ঙ্গের গভীর গুহামুখে
শুধুই ভাসিয়ে দেবো
আমাদের ইচ্ছের প্রেমজলরাশি...

জন্ম- বর্ধমান
শিক্ষা- স্নাতকোত্তর, বি.এড
পেশা- অধ্যাপনা

আমি নারী তাই

আসরফী খাতুন

আমি নারী তাই সৃষ্টির বোঝা শরীরে ধরি
আমি নারী তাই গঙ্গার স্রোত ধারণ করি
আমি নারী তাই পাশাখেলায় রাজসভায় বিকোই
আমি নারী তাই পাঁচ পতিকে নিয়ে ঘর করি
আমি নারি তাই গাছকে পতিদেবতারূপে মানি
আমি নারী তাই দেবদাসীর শৃঙ্খল হাতে পরি
আমি নারী তাই পণ দিয়েও বিক্রি হয়ে চলি
আমি নারী তাই আজো সতীত্বের পরীক্ষা দিই
আমি নারী তাই রাস্তাঘাটে রোজ ধর্ষিতা হই
আমি নারী তাই স্বামীর লীলাখেলা সহ্য করি
আমি নারী তাই সতীনের সঙ্গে ঘর করি
আমি নারী তাই উপবাস করে স্বামীর আয়ু বাড়াই
আমি নারী তাই স্বামীর চিতায় জ্যান্ত উঠে জ্বলি
আমি নারী তাই সব অপবাদ নীরবে সহ্য করি
আমি নারী তাই মুখ বুজে শুধু অগ্নি-পরীক্ষা দিই
আমি নারী তাই পাতালে প্রবেশ করে লজ্জা ঢাকি।

জন্ম- বর্ধমান , রামকৃষ্ণপল্লী

শ্রীশ্রী জগন্নাথের ধামে

ইলা রায়

হে মহা সমুদ্র আদিম অনন্ত কাল হতে
তোমার এই অপার মহিমা প্রকাশ
তুমি প্রচণ্ড উত্তাল তরঙ্গে বার বার আছড়ে পড়েছ
তোমার নীলিমার নীল বুকে বাড়ে রাতে
সেই নীল সুমুদ্রের সাদা ফেনারাশির
ঢেউয়ের তরঙ্গের থরে থরে
সেই জলের ফেনা রাশির তরঙ্গে
আমার দেহমন নেচে উঠেছে তার সঙ্গে
আমি মনে প্রাণে তারই রূপকথা
বলে যাচ্ছি গেঁথে যাচ্ছি অপূর্ব উল্লাসে
সেই চিরন্তন রূপগাথা
শ্রীশ্রী জগন্নাথের পদতলে মন মেতেছে।
ফিরে আসতে চায় না সে আর
শ্রীশ্রী জগন্নাথের অপূর্ব লীলা ক্ষেত্র হতে।
তবুও ছেড়ে এলাম ব্যথা ভরা হৃদয়েতে।
সুভদ্রা, বলরাম ও জগন্নাথ দেবের তীর্থ থেকে
শত সহস্র প্রণাম জানিয়ে এলাম বর্ধমানের মাটিতে।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর,
পেশা- শিক্ষকতা

মৃত্যু ছুঁয়ে হাসে জল
ইন্দিরা ঘটক

ও জল, যদি জীবন হবি মরণ-ফাঁদটি কেন পাতিস্?
ও নদী, জলে শরীর যদি প্রাণ-ভোমরা কোথায় রাখিস্?
আমার সুখের লাল ছায়াটা তোর জলেতেই খেলে হোলি,
তোর যদি না মনই থাকে মনের কথা কাকে বলি!
আমার তীব্র সুখের প্রহর—মোহরগুলো—গড়িয়ে গেছে তোর কাছে
শকুন্তলার অঙ্গুরীটা গ্রাস করল সে কোন্ মাছে!
আমার অ-সুখ গোপন মুঠোয় দিয়েছি ফেলে তোর বুকেতে
মগ্ন-দুখের শুদ্ধ-সুখের স্রোত বহে যায় দুই পারেতে।
ও নদী, তুই মালিনী যদি আয়না-বুকে ভাসছে নাকি
আমার শকুন্তলা-ছায়া! বল্ না এ মুখ কোথায় রাখি—
স্ফটিক-স্বচ্ছ আয়না যদি মলিন হল, ভেঙেই গেল
উথাল-পাথাল মাতাল জলে। কুটিল স্রোতে মরণ এল!
নীল আকাশের কোথায় ছায়া, রোদের সঙ্গে জলের খেলা
জীবন যদি শ্মশান-ভাসান জলে কেন শবের মেলা!
নিলাজ বিষ-হাওয়ায় নদী তোর ঘাঘরা চুরনি ওড়ে
এল ছুটে উন্মাদিনী দিগ্বসনা, আকাশ কালো চুলের ঝড়ে,
দুকূল ভেঙে লোল-জিভে লাখ প্রাণ নিলি তুই করাল গ্রাসে।
মৃত্যুরূপা কালী যে তুই নদী, ও প্রাণ-ভোমরা মরণ পাশে।
তোর মিঠে জল তরল-গরল, এ দুখ আমি রইবো ধরে?
মগ্ন-দুখের শুদ্ধ-সুখের জীবন বইব কেমন করে?

আমার আমি

ইলা রায়

অতীত স্মৃতি আর অনাগতের প্রত্যাশা
মাঝে মাঝে পাক খেয়ে
কূল ছাপিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে আমাকে;

এরই মাঝখানে আমার আমি
ভেসে চলেছে তাল মিলিয়ে মিলিয়ে।

একদিন সত্যি চলে যাবো
ঝরে যাবে—
'আমি'র স্মৃতি ও আবেগ;

হারাবো না তাকে—
যে আছে আজও জীবন্ত
আমার 'আমি'র ভিতর।

জন্ম- কলকাতা

গ্রন্থ- ৫টি

আলোক স্নান

ঈশিতা গোস্বামী

যাবো ঠিকই।
সেই সময়প্রান্তরে, যখন উন্মুখ, নিলাজ আমি
বলব সোল্লাসে দেখ, আমি বিজিতের দলে।

চোর-চোর খেলায় দিয়েছি ক্ষান্তি
রক্ত-ক্লেদ যা কিছু মেখেছি সব ধুয়ে নেব
অলকানন্দার জলে।

লক্‌লক্‌ গহ্বর সব পেরিয়েছি অনেক—
খন্ডহর নয় আর, বরং নির্বেদ আছে হিমালয়প্রমাণ
এখন শুধুই নিস্তল আলোয় স্নান।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- সাংবাদিকতা
গ্রন্থ- ১টি

ভালোবাসা মানুষের সুরভি
ইকবাল দরগাই

যেভাবেই মেঘময় চুল খুলে আকাশে বিছাও,
ঘামের শিশিরে তার ছায়া কাঁপে অমল বিভায়।
আর আমি যেন নিজের প্রতীতি নিয়ে ডাক দিই
আর কত নৈঃশব্দের অতল গভীরে রবে ছায়া?
জলের খেলার মধ্যে মানুষের জন্ম-ইতিহাস
শতাব্দীর বীর্যময় রূপ নিয়ে এখনও দীর্ঘ পায়ে
হেঁটে লোকালয়ের ছবি আঁকে,
ছবি আঁকে মহাজীবনের।
তুমি আজ আলোক-চিকুর রেখে সযত্নে শয্যায়,
দেবদারু শিশুর জন্মে অভিলাষিনী এক অপরূপা নারী।
তুমি আর কতদিন ছবির আড়ালে রবে ছায়া?
সূর্য বন্দনারত আমি যদি কর্ণের মতো
দ্রৌপদীকে কাঙ্ক্ষা করি সঙ্গোপনে,
তবে মিথ্যাচারী বলে ইতিহাস
কী দেবে কলঙ্ক বলো শুনি?
জলের ভেতরে মাটি, মাটির ভেতরে জাগে প্রাণ,
আমার শরীর কখনও কর্ণ, কখনও অর্জুন
যেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিক এক যোদ্ধা।
অঞ্জলি ভরা ভালোবাসায় পুরুষাকারে নৈবেদ্য সাজায়।

আমি তাদের মতো প্রেমিক কিংবা যোদ্ধা,
ভালোবাসার বীর্যময় এক পুরোহিত।
এই বলে ডাক দিই—
ভালোবাসা, ভালোবাসা
ভালোবাসা মানুষের সুরভি।

আরশির সাথে

ইন্দ্রসারথি

রোজ রাতে কালো মেয়েটা স্বপ্ন খোঁজে।
প্রেমিক জোটেনি কপালে আজও।
পথে ঘাটেও মেলে না কুড়োনো প্রেম।
দিনের অশান্ত শোষণে ঠাট্টার ঠোঁট রাঙানি
তীব্র ঝঞ্ঝার।

আজও কেউ বলেনি। তোমাকে বড়
ভাল লাগে। তুমি কত সুন্দর। কত
সুন্দর তোমার হাসি।
জানি এ বেমানান।
কিন্তু মায়ের মুখে যখন শুনি 'তুই
আমার সোনা মানিক। কালো তাতে
দুঃখ কি? কালো আছে বলেই তো
আলোর এত কদর।'
নিজেকে তখন সাজাতে বড় ইচ্ছে করে।
আমি বলি মাগো 'একদিন আমাকে
আলো করো না। দেখি আলোর কেমন
সুখ,
মা বলে 'তাকি হয় মা।' তবে
আলোও খোঁজে আলেয়া।
রাত্রির অবকাশে উত্তর খোঁজে আজও
একলা কালো মেয়েটা। আগামির
সূর্যে কালশিটে দাগ।
কেবল আয়নার নিদারুণ করুণা না।

ভালোবাসার পদ্য

ইতি রায়

ফুলের গন্ধে মৌ-পিয়াসি
মৌমাছিরা আসে,
ভালোবাসার জন্যে মানুষ
নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে,
রাজা থাকেন সিংহাসনে
মনের রাজার রাজ্য জোড়া
অনেক কথা বলার থাকে
নীরব কথার মাঝে
আকাশ জুড়ে অনেক তারা
মুখর মৌন সাজে।

পেশা- আর্কিটেক্ট
গ্রন্থ- ১৬টি

সরস্বত্যৈ নম ঃ

(বুনভাইকে)

ঈশিতা ভাদুড়ী

সরষের তেলে আধ চামচ গুঁড়ো হলুদ আজ বসন্তপঞ্চমী

হলুদ বাসন্তী শাড়ি
        দুই বেণী কিশোরীবেলা
মনে যে পড়ে তোকে দেখে।
ইস্কুলে মরি মরি খিচুড়ি কলাপাতা
দু'গাল টোপা কুলে সরস্বত্যৈ নম ঃ ....
মণ্ডপে মণ্ডপে কিশোরী দুই চোখ স্বপ্ন
তিলকুট সারাটা সকাল কদমা আর আখে...
মনে যে পড়ে
        খাগের কলমে সরস্বত্যৈ নম ঃ
        গোলাপছড়ি কিশোরীবেলা তোর মুখে...

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- সঙ্গীত

সেই নারী রাত এগারোটায়

ঈপ্সা ঘোষাল

সেই নারী রাত এগারোটায় বসে থাকে
গালে হাত দিয়ে কারুর অপেক্ষায়।
ঢং ঢং ঘন্টা বাজে এগারোটায়
স্বামী তখন কফি হাউস ছেড়ে রাস্তায়
ইনটেলেকচুয়াল বুলির কচকচানিতে ঢাকা পড়ে।
রক্তিম পেয়ালায় শেষ চুমুকটা দিয়ে
এলোমেলো পায়ে বেরিয়ে আসে
"স্ত্রী" নামক কোনো নারীর বন্ধনে
আবদ্ধ হবার তাড়নায়...
সেই নারী রাত এগারোটায় দরজা বন্ধ করে
—কতো আলাপচারিতায়...
সেই নারীই রাজনৈতিক মিটিং-এ বুঁদ হয়ে থাকে
—রাত এগারোটায়।
সেই নারী গ্রাম্য বধূ হয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে
মদ্যপ স্বামীর মার খেতে খেতে সংসারে ব্যস্ত থাকে।
—রাত এগারোটায়।
সেই নারীই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে জেহাদ
ঘোষণা করে—
নিজের মতামতকে লিপিবদ্ধ করে রাখতে
—সেই রাত এগারোটায়।

জন্ম- বাঁকুড়া

মুশাফির ফিরে

উৎপল মুখোপাধ্যায়

গভীর রাত্রিতে তৃষ্ণা জেগে উঠে আমাকে পোড়ায়
আকাশে নক্ষত্রগুলো দহনের তাপ নিয়ে কাছে আসে
ধূমায়িত আকাঙ্ক্ষাকে সত্য হতে দেখিনি কখনো
নীলাভ নিয়ন দ্যাখে রাতভর সমস্ত প্রদাহ।

মৃত বর্তমান জোনাকির মত জাগে আবছা আলোয়
স্রোতের শীর্ষে নড়ে পাওয়া ও না-পাওয়া
সমস্ত রাস্তায় কল্পনার মোমবাতি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়
জ্বালতে গেলে মহিম দহন আছড়ে পড়ে সম্যক উজানে।

এ অবিরাম মুগ্ধপাঠ আমার মুখস্থ হয়ে আছে
পাখীরা জানেনি কেউ এখানে লুকানো ছিল মুগ্ধ আশ্রয়
বাসাও বাঁধেনি তারা কলরব সরে গেছে দূরে
এখন দুঃখের তাপ কশাঘাতে নীল করে তৃষ্ণার দেহ।

মুশাফির ফিরে রোজ—হয়তো জাগবে চাঁদ হর্ম্য জানালায়
অনেক অজানা শব্দ শোনা যাবে দাউ পিপাসায়।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

তোমাকে নিয়ে এখন

উৎপল কুমার গুপ্ত

তোমাকে নিয়ে এখন চারদিকে রমরমা ব্যবসা, তোমার নিজের কোনও
ইচ্ছেই নেই
এমন কি তোমার বেশবাস কেমন হবে, তা'ও ঠিকঠাক
করে দিচ্ছে ওরাই
যার জন্য তাকালেই দেখতে পাই কখনও বিকিনি পরে
বসে আছ
কখনও বা সবার সামনে স্নান করছ—স্নানের জলে ভেসে যাচ্ছে
শাড়ি জামা—
কালিদাস শকুন্তলাকে তবু বল্কল দিয়েছিলেন
দিয়েছিলেন ফুলের গহনা
তাতেই আলংকারিক যৌবন দেহশ্রী জড়িয়ে এমন এক ফুলশর
নিক্ষেপ করল
যে রাজা দুষ্মন্ত পর্যন্ত আহত হলেন
সেদিন পর্যন্ত তুমি—তুমিই ছিলে!

এখন কষ্ট হয় তোমাকে দেখলে—কারণ প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে গিয়ে
নিজের আর কিছুই বাকি রাখনি
যেন দরজাটা খুলে রেখে বলছ, এসো, এই তো আমি
কী নেবে, নাও
যা চাও, তা-ই পাবে।
তাই আজ আর তোমার ভ্রূ'র মতো বাঁকা চাঁদ আকাশে ওঠে না
জমে না রহস্যের রঙিন মেঘ
তার বদলে শূন্যতা আর শূন্যতা
দেখি, রাস্তায় লুটোচ্ছে, সামনে দাঁড়িয়ে আছে
উড়নচণ্ডী যুবক
এই কী তোমার রূপ? দেখি, সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে, আর তুমি
নেমে যাচ্ছ নীচে
নীচ থেকে নীচে
আরও নীচে

অপেক্ষা

উৎপল ভট্টাচার্য

ঝরছে শুকনো পাতা সবুজের অপেক্ষায়
হাওয়ায় অবিন্যস্ত চুল ষোড়শীর বিলির অপেক্ষায়
মাতৃক্রোড়ে শিশু মাতৃদুগ্ধের অপেক্ষায়
অপেক্ষায় আজও বসে আছে সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরী।
লগ্নভ্রষ্টা নারী বসে আছে কার অপেক্ষায়
যুদ্ধে নিহত একমাত্র পুত্রের মা স্থবির, কিসের অপেক্ষায়?
রাত্রি শেষে ভোরের সূর্য আগামীর অপেক্ষায়।
ক্রমশ, অপেক্ষার পর অপেক্ষা
আরও অপেক্ষা...।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

সেই কবিতাকে এখন

উমা প্রসাদ সমাদ্দার

বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে বলি, কেউ কথা রাখে না, ঠিক নয় সায়ও নেই
ব্যালকনির ছোটো বকুলতলা সাক্ষী উঠোন সিঁড়ি ভাঙেনি ন'তলার
পাতা-জিভ ক্লোরফিলের মুখে, আড়ি নেই, ধূসর "ফেমিনা-র শো"য়ের
কাটাছেঁড়া কাছেই
শ্রান্ত হবে না সঙ্গম কথা রেখেছে ভায়াগ্রা মাঝরাতের তন্ত্র
কথা রেখেছে ত্রিশূল ইজের যোনি মাথায়
মাঝে মড়ার মাথা রাখলেই দুপাশে রজনীগন্ধা দুলছে দুলবে
কোনটা শর্করাহীন পাকস্থলী বলে দেবে পিঁপড়ের সারি এখনও

অন্ধকার নয় চাঁদ দূরে সরে গেলে আমরাও কাছে যাবো
জানিয়ে গেছে আমেরিকা থেকে "নাসা"

সন্ত্রাসমুক্ত তাস তোর ঘরই থাকবে

কেউ কথা রাখেনি, ঠিক নয়। বৃষ্টির দিন পেছন ফিরলে প্রেম,
সেলফোন কথা না বললে
কথা দিয়েছে চাউমিন (দু মিনিটে) পাশে থাকবে সারাজীবন

লতানে উদ্ভিদের সে প্রেমও কী কোনো টোকায় ঝরে না? কেন
জন্ম জন্মান্তর শরীরে শরীর বুঁদ!
প্রেমও মাটি তার নীচে জলও, কখনও কেরোসিন আলাদা লুকিয়ে
রেখে বৃক্ষকে জড়ানো নেই তাই।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

বিষকন্যা

উমেশ শর্মা

বিষকন্যা, তুমি খুলে দাও দ্বার
বিকিনি আর প্যান্টি ছাড়াই
তুমি দেখতে চমৎকার।

কন্যা তুমি অঙ্গে ঢেউ তোল আরও
অঙ্গ-বিভঙ্গে নাচে আর গানে
গায়ে লেপ্টে থাকো কারও।

বিষকন্যা, তোমার ঘর তো কোন নাই
ক্যাবারে আর নেশার ঘোরে
তোমার কি সার্থক জীবনটাই?

বিষকন্যা, তুমি নারী নও আর
বিকিনি আর প্যান্টি ছাড়াই
শিল্পী জানায় অশেষ নমস্কার।

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১৫টি

ঠিকানা : ঝাড়খণ্ড

উজ্জ্বল সিংহ

এখানেই ছিল 'দামিন-ই-কোহ্'-র একশো মাইল জমি
পাহাড়-বনের মোচড়ে ও বাঁকে রুক্ষ-ধূসর ঢাল,
আকাশ-ডোবানো আলোয় বাজত পলাশের ঝুমঝুমি
পাথরের কালো ফাটলে ঘুমোত পাহাড়িয়া-সাঁওতাল।

ফলমূল ছিল ঝকঝকে রোদ চকচকে হাওয়া-মাখা
বনে-বনে ছিল স্বচ্ছতোয়ার লজ্জাবনত চুমা,
সহসা আকাশে মেলেছিল মেঘ বুভুক্ষু তার পাখা
টাঙ্গি-কুড়ালে ক্ষতবিক্ষত ছয়খানা মহকুমা।

পেটে জনাবের আধপোড়া দানা কোমরে গাছের ছাল
টিপসই দিয়ে নিয়েছি যে-ধান রক্তে মেটাব দাম,
ফুটিফাটা মাঠ লহু-বৃষ্টিতে আষাঢ়ে হয়েছে লাল
মোরগ বেচতে মাঝিরা গিয়েছে হাটবারে মিহিজাম।

গ্রামান্তরের সীমানা ছাড়িয়ে শুরু হল অভিযান
জমিদার তোলে অট্টালিকায় সোনার বহুব্রীহি,
শপথের রঙে চন্দ্রালোকিত ঠাকুরবাবার থান
ধ্বংসের স্তূপে তীর্থক্ষেত্র ব্যর্থ ভাগনাডিহি।

পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলল মাঝিরা জীর্ণ ধনুক-কাঁড়
বন্ধ্যা বাথান ওড়ে ধুলোঝড়ে ধু-ধু জঙ্গলি-টাঁড়।

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

আইভিলতা

উত্তম চৌধুরী

আমারও বৃক্ষ আছে
উদ্যানের কাছে আমি রেখেছি হাত
দেখেছি হাল্কা পাতার ছোঁয়া
অনুরাগ আর গাঢ় চুম্বনের মুখ।

সরে যাও গেটের তির্যক ছায়া
ওখানে মায়ের জন্য
আইভিলতার গাছ রোপন করেছি।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

ভ্রমণ চারানো বিষাদ

উত্তর বিশ্বাস

বৃষ্টি তাড়িয়ে রোদ্দুর খেলছে হাওয়া। পাহাড় গড়ানো ট্রেক।
বিড়ির আগুনে ঝরে পড়ছে শৈশবের মিথলজি। এই প্রথম
গোলাকার টেবিলের পাশে বসে হাত ছাপাই দেখলাম।
দেখলাম উজ্জ্বল কাঁটাতারে মস্করা আর রমনগাঁথা। দেখলাম
উড় পেনসিলে লোহিত কণিকার স্থানান্তর পদ্ধতি।

এইসব দেখতে দেখতে ঘাড় ঘুরিয়ে তোমাকে দেখি
দেখে নিই নদীর স্বভাব চরিত্র এবং
খননকার্যের রোমান্টিক ইতিহাস।

ও আকাশ বিকালের ক্রিয়াশীল লিখতে লিখতে
প্রপাত মুছে বাঁশি বাজাও। কুয়াশা জড়িয়ে কম্বলে আঁকো
বহুগামী বিষণ্ণতায় এসরাজ। নতুন করে দেখি
ফেরি ভেসে যাওয়ার মিনার‍্যাল দৃশ্য। আজ মধ্যপদলোভী
বিরহের দিন। গুঞ্জন বেষ্টনে ফসলের মাঠ থেকে
ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে রূপসী বাংলার প্রথম প্রেমিক।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
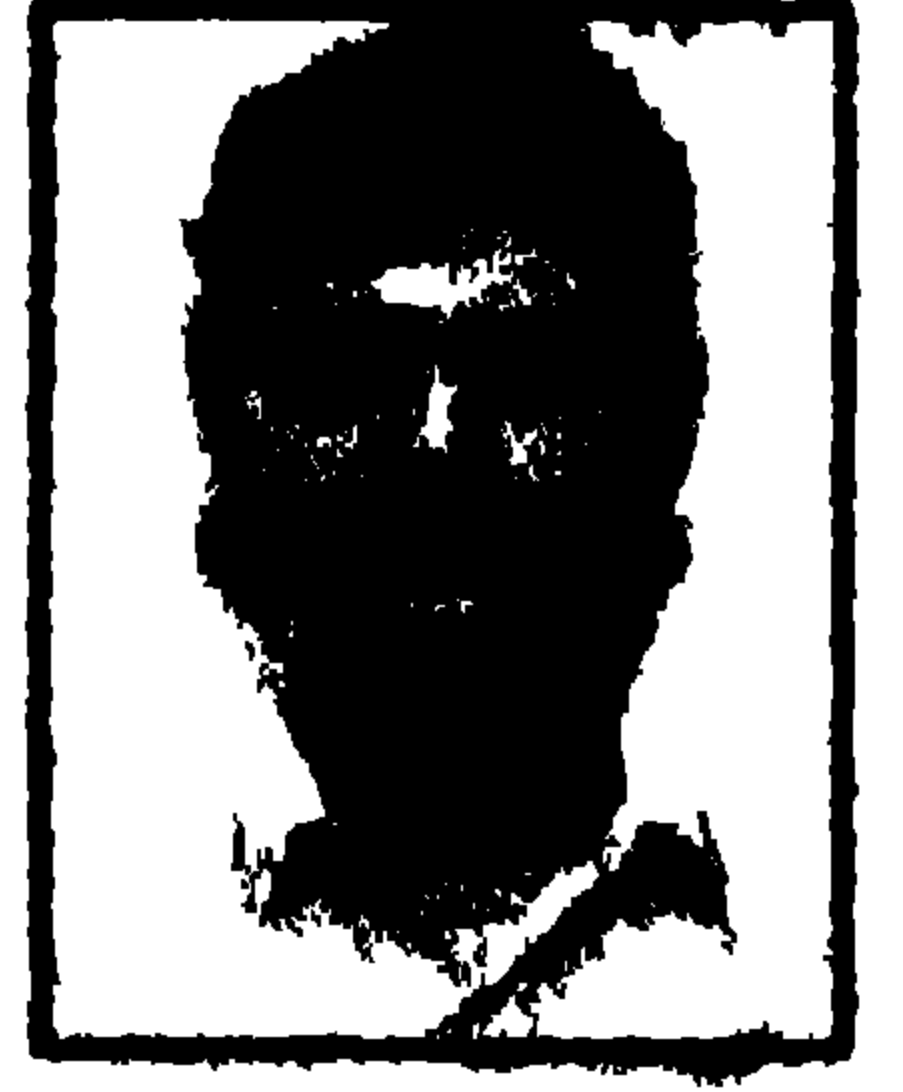
রেশমী পালতোলায়

উপগুপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই কবে বাবার সাথে পুরীর সমুদ্রে ঢেউ দেখা
তারপর ঢেউয়ের কথা আর মনেই পড়ে না
অথচ আজ দ্যাখো
ঢেউ-এর পর ঢেউ ভাঙছে
আর আছড়ে পড়ছে বুকের নীচে
বেলা তিনটে থেকে শুধু ঢেউ ভাঙাভাঙি,
শন্ শন্ শব্দ-হাওয়া
হৃদকমলে আনন্দের ছলছল জল
ছুঁয়ে যাওয়া

চোখ বুঁজলেই কালো তাঁত, সমুদ্র-নীল রেশমী পালতোলায়
তোমার আসা-যাওয়া।।

পেশা- চাকুরী

আকাঙ্ক্ষা

উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়

আজও সেই সময়
তবুও সময় নেই, বড্ড ব্যস্ততা
আধুনিক যন্ত্র, আধুনিক মন
ভালবাসা, উপকার নয়—চাই অর্থ, ধন।
সাহিত্যকে এড়িয়ে অর্থই জীবন।
কৃষিতে মিষ্টতা নস্যাৎ ক'রে পরিমাণ।

শাশ্বতী একবারও চেয়েছ কি,
গর্ভধারণ মুহূর্তে একটি মানুষ?
আনন্দে জন্ম নয়, জন্ম দিয়ে আনন্দ।
ভাবো, রূপায়িত করো সেই রাত্রি,
তোমার চিন্তার ফসল, আমার আকাঙ্ক্ষা।

খোলা হৃদয়ের বাতায়ন, সবুজ বৃক্ষরাজি,
মাতৃস্তনে—লালিত শিশু,
শুধু তুমি—
তুমিই পারবে নারী
রচনা করতে স্বর্গ এই পঙ্কে।

উগ্র আধুনিকতা নয়—নারীত্ব, মাতৃত্ব।

শিক্ষা- এম.এ

পৌরুষের অধিকার

উষসী বন্দ্যোপাধ্যায়

নিশ্চিত লাম্পট্যে আছে তোমার
চূড়ান্ত উত্তরাধিকার
চোখ রাঙাবে না কেউ
আঙুলও তুলবে না কেউ
কেউ-ই খসাতে পারবে না
তোমার সম্ভ্রমের কণাটুকুও
এই তো পৌরুষের সিঁড়ি
কিন্তু নারী, তুমি ভুল করেও
যেও নাকো ওই বিচিত্র খেলায় যোগ দিতে
অশেষ বিড়ম্বনায় নড়ে উঠবে তোমার মৃতদেহ
সেই নরকের আগুনে হাত সেঁকবে সবাই
তুমি কিন্তু ছাই হয়ে উড়ে যাবে...

শিক্ষা- মাধ্যমিক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

একটি চিহ্ন

উত্তম দেবনাথ

এত নিখুঁত মুখ হাতড়ে বেড়ায়
কোন রূপই তো নেই!
তোমাকে ফুসলিয়ে ওঠালে
জানোয়ারেরা শত সহস্রের দাগ
এঁকে দেবে মুখমন্ডলে।
বাধা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা,
তার আগে একটি চিহ্ন;
আমাকে আঁকতে দাও।

জন্ম- পুরুলিয়া

কলমীলতা

উত্তম মাহাত

অন্যাদের মতন
কলমীলতাও একটা লতা,
অবহেলায় বেড়ে ওঠে
জলাভূমির মধ্যে।

সব মাটিই খাপ খেয়ে যায়,
সব জলই মাপ খেয়ে যায়,
সব কিছুই গা সওয়া তার কাছে।

জীবনটাই এমন বলে
টিঁকে থাকে প্রবল স্রোতেও।

মাটি ছাড়া থাকতে পারে না।
মাটিতেই পুঁতে রাখে নিজের শেকড়।

জন্ম- দক্ষিণ ২৪ পরগনা
শিক্ষা- বি.এ
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

আমার রাজ্যে রাত নেমেছে

উৎপলকুমার ধারা

রাজ্যে আমার রাণির মুখে
সেই হাসিটি নেই
সুখের নদী শুকিয়ে গেছে
রাত নেমেছে যেই!

রোদ তাড়িয়ে রাত নেমেছে
আমার রাজ্যে আজ
মেঘ গুড়-গুড় বুকের ভেতর
হাওয়ায় কঠিন ঝাঁঝ !

রাজ্যে আমার ফুল-পরীদের
লাল টুক্-টুক্ পা-য়
বাজছে না আর ফুলের নূপুর
শুকিয়ে গেছে হায়!

সোনার খাঁচার সুখ-পাখিটাও
ঘুরিয়ে আছে মুখ
আমার রাজ্যে রাত্রি এখন
একটুও নেই সুখ!!

জন্ম- কলকাতা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

ভাষা সৃজনী

উমাশঙ্কর

উল্লাস সৃজনী, দৃশ্য হয় বরা পরিবৃতি—
আর স্বর্ণালি রোদ্দুর—মুক্তো বৃষ্টি ঝরে,
ওঃ, সে কী বিভূষা!
বৃষ্টিরোদ খেলা...
পৃথিবী, প্রলম্ব গাছেরা দাঁড়িয়ে আছে—
শোভিত নির্লোভ
পাতার কাঁপন ফাঁকে ম্রিয়মান রবিকর,
শুধু ওই দূর থেকে উড়ে যায়...
পাহাড়ি ঝর্ণা আর পাখির কলতান, নদীর ছলাৎ ঢেউ
গুনগুন অলিকুল...
মানীনী অরণ্য, রোদন বিচিত্রা—
রঙিন পাখায় ইড়িকা ছিল আবৃত।
এই সব ছিল ভাষাহীন ভাষার সৃজন—
অনন্ত ভূধর খেলা।
নক্ষত্রবলয় ঘেরা প্রতীতি ঝিলিক...
আর, কবে থেকে পুনাম বইয়ে দিলো অশ্রু—
তোমার জন্য মা,
আর, কবে থেকে রামা এসে
মেলে ধরেছিল তার মদগন্ধা যোনি,
তোমারি জন্য শৃঙ্গ পুনাম।
এক দিকে সৃজনী তুমি বরুণা
এক দিকে সুরাহা তুমি বৃক্ষ শাসন,
সবাই ছড়িয়ে দিলে ভাষা—
তাই নিয়ে বাইবেল, ত্রিপিটক, গীতা
তাই নিয়ে আগুন-কথা অশ্লীল চোখ
তুমি মাতঃ
তুমি পিতঃ।

জীবনের কথা

উষা মুখোপাধ্যায়

অনেক পাখির কলকাকলির মাঝে আমি কাটিয়ে দিলাম এতকাল
আমার থাকবে না কেউ শেষ বেলা—খুবই স্বাভাবিক

এত যে পাখিরা ছিল, গাছপালা, শৃগালেরা, আদরের নারীদল
সময়ের গাণিতিক মাপে তারা সংখ্যা তো নিশ্চয়
কার্যত মহিমময়, সাময়িক ওজস্বী ও কামনারঞ্জিত
আমিও স্মরণে রাখি সেই পারম্পর্য যাকে স্মৃতি বলা যায়

দুঃখ-সুখ-আনন্দ ও উত্তেজনা বিহ্বলতাসহ, পাঁচমিশেল
ভাবতে ভাবতে গমন হল যে জৈবজাগতিক কর্মপন্থা দিয়ে

সে সবের বিশ্লেষণ কিংবা নবমাত্রাদান কিছু নয় আজ প্রাসঙ্গিক
অন্তত আমার কাছে, আবিষ্কার হবে বলে নীলচন্দ্রিমার প্রতীক্ষায়

আজব আগ্রহপূর্ণ থাকা কোনদিন, বুঝি নি কীর করে শোভা পায়!

অসুখ

উজ্জ্বল বিশ্বাস

তোমার হাতে হাত রেখেছে হাস্নুহানা
তোমার কপাল পূর্ণচাঁদের বাস্তুভিটে।
তোমার চিবুক জয় করেছে ভোরেব শিশির
তবুও তোমার মনের কী হাল কেউ জানে না।

সকাল বেলায় ডাক পেযেছি হাবিযে যাবার
তোমায় ডেকে ডেকেও শেষে পাইনি সাড়া,
তাই এসেছি একলা চলে, কিন্তু একি!
তোমাব চোখে দুঃস্বপ্নের সেই ইশারা—

বুঝতে পারি জীবন বাঁধা জটিল জালে
ভাঙ্গা আকাশ টিল্ ছুঁড়েছে ঘরের চালে
এমনি করেই এক পা দু'পা পথটা পেবোয়
চাঁদ চোঁয়ানো জল জমেছে তোমার গালে।

হয়ত প্রলাপ

ঋত্বিক ঠাকুর

আত্মস্থ আগুনে বাঁধা প্রলাপের ইচ্ছে ডানাদু'টি
মেলে দিতে দিতে কখনও সে আকাশের শিকলি পায়
ফিরে আসে আফিম অক্ষর নিয়ে মেঘের বাসায়
দু-দণ্ড কাটাবে বলে। আমি তার কাছে চাই ছুটি
ধুলোর কেতায় যদি দেখে যেতে পারি সেই নীল
যার কাছে কোনও দিন ধুতুরো ফুলের বিষ নেশা
আত্মঘাত চেয়েছিল সূর্যের বিশ্রামে অভ্রভাষা
অহংকার ঢেলে দিয়ে অন্ধকারে ঐশ্বর্য আবিল
ঠোঁটের ব্যথায়। মুখ থেকে ঝরে পড়ে ক্লান্তরতি
ফেনা, লাভার গুহার থেকে উঠে আসে বারাঙ্গনা
নদী। দু-হাতে সাজানো তার মোহনার উন্মাদনা
শঙ্খমুখ বিলাস ভেলায়। হয়ত সে বৃহস্পতি
রাজার সভায় রোজ লেখে নিয়তির অন্ধ খত
যেভাবে আমার জ্বরে আজও পোড়ে কীর্তিনাশা মথ।।

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- চাকুরী

একটা চাকরি

ঋতম দত্ত

একটা চাকরি পেতেই হবে,
একটা চাকরি চাই
একটা চাকরি না হলে নয়—
চাকরিটা আমি পাবোই পাবো।
একটা চাকরি দেবে বল?
না হলে কিন্তু ছিনিয়ে নেবো
যা বলছো, তাই করবো।
ভোট বিপ্লব বা অন্য কিছু
বললে তোমার গোলাম হবো।
সমস্তটাই বিকিয়ে দেবো।
মারবো, মরবো, করবো সবই
তবুও চাকরি না যদি পাই
তোমায় আমি দেখেই নেবো।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

মেধাবী ব্লেডের ভাষা

ঋতম মুখোপাধ্যায়

আমার কবিতাকে আমারি অভিমুখে তুমি
ফিরিয়ে দিয়েছিলে অমল কৌশলে কবে?
জলের গহনায় সেজেছে দেখো তৃণ-ভূমি
হৃদয়ে মুঠো মুঠো গোলাপ ফুটে ওঠো তবে

তোমাকে ভালোবেসে মেধার ব্লেড থেকে ঝরে
কথার জলধারা গভীর প্রাণ থেকে প্রাণে
স্মৃতির শূন্যতা তোমারি চোখে ধরা পড়ে
জ্যোৎস্নারাত্রিই আমার সবকথা জানে

জানে কি রাত্রিও একাকী চাঁদ মেঘ মাখে
শ্রাবণী পূর্ণিমা আকাশে মন খুলে দিও
ভোরের আলো ঐ আমাকে মৃদু হেসে ডাকে
বৃষ্টি থামা প্রাতে প্রেমের ভাষা পড়ে নিও!

জন্ম- কলকাতা
শিক্ষা- এম.এড, বি.এড.
পেশা- শিক্ষিকা

রাতের ঘুম

এষা চট্টোপাধ্যায়

কাঁথায় শুয়ে মায়ের কাছে,
কচি ঠোঁট দুধে ভিজে
রাতে ভালোই ঘুম হল।
দিন কাটল পড়া করে
খেলাধূলা সাঁতার কেটে
রাতে ভালোই ঘুম হল।
বেড়িয়ে এসে একা খাটে
মধুর পরশ নিয়ে ঠোটে
রাতে কেমন ঘুম হল?
বড় খাটে ফুল ছড়িয়ে
টুকটুকে বউ পাশে নিয়ে
রাতে আদৌ ঘুম এলো?
বাচ্চাটার আজ পেটে ব্যথা
ঘনঘন ভিজছে কাঁথা
রাতে অল্প ঘুম হলো।
বুড়োবুড়ি পাশাপাশি
পুরানো কথা হাসাহাসি
অনেক রাতে ঘুম এলো।
সিঁদুর মাথায় খাটে চড়ে
আজ সে গেল পরপারে
রাতে কি আজ ঘুম এলো?
চলে এসে ছেলের কাছে
কোলের কাছে নাতনী আছে
রাতে তবু ঘুম হ'ল।
ট্রেনে চেপে আজ বিকেলে
শ্বশুর বাড়ী গেল চলে
রাতের ঘুম আজ নাইবা এলো।

শিক্ষা- এম.এ
কাব্যগ্রন্থ- ৬টি

ভুল ঠিকানা

এস. মহীউদ্দিন

বুকের গভীরতায় ছুঁয়ে যায় কিছু মরসুমী ফুল
আমি নির্জনে গেঁথে রাখি একটি রজনীগন্ধার মালা

অভিমানে নয় অহংকারেও নয়
গর্বিত হৃদয়ের উপহারে ভরে দেবো
তোমার সাফল্যের উৎসব

অথচ আজ
পূর্ণিমার স্নিগ্ধ বাতাসে ভাসিয়ে দিলে
বেদনা-ভরা সংবাদ : তুমি নাকি
নির্বিকার দক্ষিণায় ফিরিয়ে নেবে প্রেমের গভীরতা?
তুমি নাকি ফিরে যাবে মেঘ নদীর সীমানা ছাড়িয়ে
ভিন্ দেশের ঠিকানায়।
এভাবে
ফিরিয়ে দেওয়া-নেওয়ার স্ববোধে
তুমি যদি জেগে থাকো—তবে, কেন
হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে এলে? কেন
নিঃশ্বাসের ছন্দে ছন্দে সাজালে হৃদয়ের স্বরলিপি?
কেনইবা গভীরতায় গড়ে দিলে
ভালোবাসার ভুল ঠিকানা।

চিরদিনের জিজ্ঞাসা

এস. এম. দাউদ আলি

তোমার অনেক পরিচয় আছে;
আমার কোনো পরিচয় নেই,
কেন আমার পরিচয় নেই?

তোমার অনেক আত্মীয় আছে,
আমার কোনো আত্মীয় নেই,
কেন আমার আত্মীয় নেই?

তোমার মা পবিত্রময়ী;
আমার মা পবিত্রময়ী নয়,
কেন আমার মা পবিত্রময়ী নয়?

তোমার বাবা আছে;
আমার বাবা নেই,
আমি কেন যীশুখ্রীষ্ট নই?

জন্ম- বীরভূম জেলার কানপুর

যে জন

এব্রাহিম আকবাস বৈদ্য

হে বিশ্ব বরেণ্য স্মৃতির সেরা
বাজালে মম হৃদয়ে শঙ্খ ধ্বনি
ভোর আকাশে সুখ তারা হে'ন
বাংলা ভাষায় সোনার খনি।

তব গাহি গান আপনার পথের
আশিশ করো হে মোরে।
মুক্ত বাতাসে কুসুম কাননে
গন্ধে মাতালে হে কাক ভোরে।।

আঁকিলে ছবি চিত্ত চেতনায়
বঙ্গ দেশে সোনালী সাঁঢ়ে,
সবার সেরা নেই তুলনা
যে জনে মোদের মাঝে।।

সাধিছ সাধনা নিষ্ঠা কর্মে
জীবনে চলার পথে
দুঃখ-যাতনা সহেছো সবি
সকলের সেরা হতে।।

এসো হে এসো বিশ্বদ্বারে ফিরি
ধুঁকিছে দেশ বিপযস্ত সমাজ জীবন
বহিছে হেথা রক্ত গঙ্গা
টুটিছে হৃদয় ভাতৃবন্ধন।।

হৃদয় মাঝে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালি
"এ অসম" আপনারে খুঁজিছে,
বঙ্গ দেশের বিবিধ রতন আজও
যে জন মোদের মাঝে।।

শিক্ষা- এম.এ.
পেশা- সাংবাদিকতা

প্রতিমা বিজ্ঞান

ওমর কায়সার

পদ্মের ওপরে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো
বাঁহাত কোমরে আর ডান হাতে পদ্মের মৃণাল
এমন তোমার মূর্তি ধাতব মুদ্রার পিঠে উৎকীর্ণ আমার আদেশে;
তুমি তো সুভদ্রা ছিলে আর আমি প্রথম নৃপতি
প্রত্নের এখন শেষে পেয়ে গেছি তোমাকে আমাকে।
প্রতিটি জনমে আমি তোমাকে বানাই
স্বপ্নেও শক্তিতে, অনিদ্রায়, জলের ঘূর্ণনে, পাঁজরে পাঁজরে,
প্রাকৃতিক অস্তিত্বের ঘোষণায় তোমার ভাস্কর্য পোড়া মৃত্তিকার ফলকে ফলকে।

আমার রক্তের প্রিয় অধীত বিষয়
ভারতীয় প্রতিমা বিজ্ঞান।

শিক্ষা- বিদ্যালয়গত
পেশা- চাকুরী

অঙ্গীকার

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়

নবপত্রের হাওয়া কি লেগেছে মনে
ভীষণ জোয়ারে ছুটেছে তোমার হৃদয়
অঙ্গে নিয়েও পত্রবিহীন শাখা
প্রিয়তম তবু
থেমো নাকে আর
মন-সমুদ্রে উথাল নতুন গাথা।

দেখো পশ্চাৎ, সম্মুখে আজ, তোল ঘূর্ণি ও ঝড়
কাঁপাও আবেগে দিগন্ত থরো থরো
গভীর আশায় শন শন করে দিগন্ত উন্মুখ
শুধু, আজ হাল ধরো আজ
অঙ্গে নিয়েও পত্রবিহীন শাখা
আশা-বেদনায় ফুলে ফুলে ওঠে বুক।

বজ্র-মননে নিষ্ঠায় চলো রৌদ্র আলোকে ধুয়ে
মজুর-মাদলে পলাশ মুখর মন
লড়তে গিয়েও
ভাঙে যদি দেখো—এই দেহ নশ্বর
তবু চলো আজ
হারাবার শুধু শূন্য পাত্র
হাতুড়ির সাথে কাস্তেটা ধরো বাঁকা।

পেশা- চাকুরী

কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

স্বপ্নভূমি

কমলেন্দু দীক্ষিত

বীজ থেকেই অঙ্কুর
তাই বীজের আরেক নাম প্রাণ
তবু বীজ ছড়ালেই গাছ জন্মায় না
বীজকোষে ঘুমিয়ে থাকা
স্বপ্নটাকে জাগিয়ে দিতে হয়
প্রায় একযুগ আগে—
বোলপুর-প্রান্তিকের মাঠ থেকে
এক কণা স্বপ্নের দানা কুড়িয়ে এনেছিলাম
কবিগুরুর নিঃশ্বাসের গন্ধে মজে থাকা
এক ডুরডুরে স্বপ্নের বিশল্যকরণী
একযুগ পরে দেখলাম
আমার যে স্বপ্নকে এক ঈর্ষার লম্বা হাত
কবরে পুঁতে দিয়েছিল
এখন ওখানে গেলে সে দেখতে পেত
কার মমতায় শুশ্রূষায়
সেই অমৃত সন্তান বেঁচে উঠেছে
সে এখন পরিচয়ের উত্তরীয়
সারা অঙ্গে জড়িয়ে ফিনিক্‌স পাখির মতো
একটু একটু করে আকাশে উড়তে চাইছে—

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- নৃত্যশিল্পী

ক'জনে বা ভাবতে পারে

কৃষ্ণা গাঙ্গুলী

ক'জনে বা ভাবতে পারে
মানুষজনের দুঃখটাকে
ক'জনে বা বিপদ জেনে
বাঁচাতে চায় মানুষটাকে

আপন সুখে আপনি মেতে
সুখের ঘরে মজে থেকে
সে সুখ মনে পায় কি শেষে
যে সুখ ভাবায় ও মনটাকে

এই ক্ষণিকের জীবন নিয়ে
ভুল ঠিকানার ঘরে গিয়ে
ভুলের মাশুল দিয়ে দিয়ে
খুঁজি না সেই সত্যটাকে

যখন প্রদীপ নিয়ে হাতে
অন্ধকারে চলবে পথে
সেই আলোতে দেখতে পাবে
সাথীর চরণ চিহ্নটাকে।।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- চাকুরী

মানুষ এখন

কুমকুম বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন মানুষের বড়ো দুঃখ
এখন মানুষের বড়ো সুখ
এই দুঃখ-সুখের জীবন দোলায়
মানুষ এখন দুলছে।

সে পাকদণ্ডীর পথ ভুলেছে
ভুলেছে তার উত্তরণের অভিযান
মানুষ এখন ভুলছে।

তার এখন বিস্মরণের পালা
অথচ কণ্ঠে জয়ের মালা
আবার মাথায় কাঁটার মুকুট
মানুষ এখন জ্বলছে।
রি, রি, রি, রি, রিরংসাতে
নিজের আত্মা দলছে।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)

মাঘরাত্রি

কমল মুখোপাধ্যায়

মাঘের রাত্রি ধরে হিম শিশিরের দানা
কীটের ডিমের মতো পাতার শরীরে লেগে থাকে,
মুমূর্ষু মানুষের পান্ডুর চোখের মতো
নিভু নিভু আকাশের নক্ষত্রের আলো,
একটিও পাখি নেই বাইরে কোথাও
পিঁপড়ের সারি গতি-চিহ্ন মুছে হয়েছে উধাও,
ক্ষিপ্র টিকটিকিগুলো
আরশোলা শিকারের তীব্র ইচ্ছা ছেড়ে
শ্লথগতি স্ফীতপেট বধূদের নিয়ে
অজানা আশ্রয়ে গেছে শীতের প্রকোপে,
শহরের পথে শুধু রাক্ষুসে লরি সারিবদ্ধ চলে
ক্ষমতার অতিরিক্ত মালে তাদের গতিও মন্থর
হিংস্র চোখের মতো হেডলাইট জ্বলে,

রাস্তার পাশে ঝুপড়ি লাগোয়া খোলা স্থানে
বিহারি শ্রমিক কাঠপাতা জড়ো করে আগুন জ্বেলেছে,
ভোজপুরী সুরে আর আগুনের তাপে মোমের মতন
ঝরে যায় শরীরের ক্লান্তি-অবসাদ,

এই সব পাখি কীট মূর্খ শ্রমিক নিসর্গের খুব কাছে থাকে
সভ্য মানুষের যতো হৃদয়বেদনা এদের ছোঁবে না।

সুখের রেখা

কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী

সুখকর মাটির সুগন্ধ
সবুজ হলুদ অদ্ভুত ছন্দ
পাতায় পাতায় নবীনের বাতায়নে
শিশুধানে নবান্নের দুধে ভাতে
রসালো গন্ধে অদ্ভুত স্বাদ।
শীতে হাড়হিম কাঁপানো
খেজুরের মিষ্টি রসের সুখে
সর্ষে, ঝিঙে ও কলাই ফুলের
অদ্ভুত মহামিলন মেলা।
রাখাল ছেলেটি পাচন হাতে
আপন মনে সূর্যি মামার
গান গেয়ে চলে যায়,
মাঠের প্রান্তরেখা ধরে।
দূরে ডোবার ধারে বক ও
মাছরাঙা শিকারের আশায়
নিটোল জলে আপন ছবি আঁকে।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ৮টি

কলোসিয়াম

কিরণ শঙ্কর মৈত্র

ভীষণ শাসনে রাখেন তিনি
এদিক-ওদিক তাকাবার উপায় নেই—
জানালাটা খুলতে মানা
ভালো নয় শরীরে বুনো ফুলের গন্ধ
বদনাম কামিজে মেঘ জমলেও
হায়, অকাল বর্ষণ কেন অবেলায়!

ভীষণ শাসনে রাখেন তিনি
অমোঘ লাল-হলুদ-সবুজের বিধান
অনাসৃষ্টি হেমন্তে মৌটুসি গান ঃ

হঠাৎ বিকেলের আলোয় দেখি
তুচ্ছ করে শাসন-ভ্রূকুটি
ফুটে আছে রোম্যান কলোসিয়ামে
কিছু লাল ফুল!

শিক্ষা- প্রবেশিকা

পেশা- শিক্ষকতা

কাব্যগ্রন্থ- ২টি

যেতে যদি হয়

কৃষ্ণা ভট্টাচার্য

যেতে যদি হয়—যাবো
তা বলে এখন কেন?

যদি ভাবি আমি থাকবো না,
        সেদিন সকাল হবে
নিঠুর সূর্যটা সেদিনও সাত ঘোড়ায় চেপে
        দিগ্‌বিজয়ে বের হবে—
বনের যত শ্যামা, দোয়েল
নিজ নিজ সংগীতের ঝরণা ধারায়
অন্ধকারকে ধুয়ে মুছে সাফ্ করে দেবে।
সে দিনও আমি ঠিক জানি
আমিই যাব—আর সব ঠিক থাকবে।

ঐ বাজ পড়া গাছটা সেদিনও
নির্লজ্জের মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে
ধান কাটার পরে ন্যাড়াগুলো
        খোঁচা খোঁচা হয়ে পায়ে ফুটবে—
আর মাটি শুকিয়ে ধুলোয় ধুলোয়
        চারদিক অন্ধকার হয়ে যাবে।

এবং তখনও পূর্ণিমার ও চাঁদটা
লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে এলোকেশে হাসবে।
সকালে বিধু গয়লানি মায়ে-পোয়ে
        দুধ দুইতে যাবে।

শুধু আমি থাকবো না—আর সব স-ব
        ঠিক ঠিক থাকবে।
তাই তো যেতে ইচ্ছে করে না।
যদি নেহাতই যেতে হয়—যাবো
        তবে এখন নয়।

শিক্ষা- ইঞ্জিনিয়ারিং
পেশা- চাকুরী

মন যে কথা বলে

কান্তিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মন যে কথা বলে,
মনেতেই তা থেকে যায়
একথা কাউকেও বলা যায়
যদি মনের মত কেউ হয়।
দৃষ্টিতে বহু কথা হয়,
চার চোখের মিলনেতে,—
যার ভেতর থাকে প্রেমের স্পর্শ,
দৃষ্টিই তাকে করে বশ,
নিজের নিয়মেতে।
আমার মনও বড় কথা কয়,
ভালো কিছু দেখলেই হয়,
তাকে দৃষ্টি বোঝাতে গেলে,
দেখি সে দূরে দূরে চলে যায়।

তবে কি আমার কিছু ভুল,
রয়ে যায় ঐ দৃষ্টিতে
প্রেমিক যুগলেরা হয় সফল
আমার দৃষ্টিই লেগে যায়, অনাসৃষ্টিতে।
তবে হয়ত সময় ঠিক নয়,
সব সময় মনে, কি রকম থাকে এক ভয়।
হয়ত কোন অশুভ ছায়া,
এসে পড়েছে, আমার দেহে, মনে হয়।

সে হয়ত, কিছু ভালো ভাবতে দেবে না,
জ্বালাবে, জ্বলবো প্রতিক্ষণে।
এই ছিল বুঝি বিধাতার রাখা,
অমোঘ সন্দেশ, আমার জীবন রণে।

জন্ম- বাংলাদেশ
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ৪টি

এই বৃত্ত

কমলেশ রাহারায়

এই বৃত্ত সম্পর্কবিহীন নয়
কতো শব্দ সীমানা পেরিয়ে এসে বলে
এসো আবার বজ্রবিদ্যুৎ হই
এবার বৃষ্টি দিচ্ছি, তুমি অস্ত্র ধুয়ে নাও

গতকাল তোমাকে ভাবতে ভাবতে
হিমঘরে এক ফালি করুণ রঙিন চাঁদ
আর ছেঁড়াছেঁড়া তুচ্ছ মেঘ
কোথায় যে নিয়ে গেল আমার আমিকে
তুমি জানো, জারুল বকুল কেউ জানে?
সকলেই ভীষণ উন্মুখ এবং পাথর পতঙ্গ
যারা অভিন্ন হৃদয় দিয়ে বিজয় নিশান তুলেছিল

নিজের বৃত্তে দেখি সম্পর্কবিহীন কেউ নেই
ডালে ডালে গুচ্ছ পাতা যেমন কানাকানি করে
ফাটলে তৃষ্ণার জল যেমন আত্মসুখ দেয়
এবং জীবন সমীক্ষা যে পথে নেমেছে আজ—
দেখলাম ঠিক আছি

শিমূলবাড়ি টি এস্টেটে সকাল

কমল চক্রবর্তী

সব পাতা তুলে নিয়ে যাবে দালালেরা
যুবতীরা কুঁড়ি ছিঁড়তে এলে মালপাহাড়ীর গান ঠোঁটে থাকবে রোজ
দেখতে পাব সেঁকা পাতা কুঁড়ি ভোরের আলোয় টাল হয়ে
দেখতে পাব বাগানে নেমেছে খণ্ডসিঁড়ি
ধোঁয়া মাখা বক উড়লে পশ্চিমে আকাশ শুয়ে পড়ে
সাহেবের টুপি কামড়ে উড়ে যায় কাক

এই দেখতে এসেছি এখানে
এই ফোড়েদের রুষ্ট ডাক
পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে দিন যায়
আগুনের শক্ত তাওয়া সেঁকে ফেলে বাগানের সমস্ত মুকুল
যুবতীয়র হাত পা মাথা থেকে শত শত পাতা জন্ম নেয়

কুয়াশা নিকটে এলে দুই বাঁক, একদিন পাংখাবাড়ি
অন্য বাঁকে হাত রাখতে রাখতে সূর্য ডোবে
ঝোপ ও পাতার মধ্যে, ধোঁয়া মাখা বক বসবে ডালে
কি দেখতে এসেছি এখানে বাগান?
নাকি মালপাহাড়ীর মেয়ে পাতার শরীরে গায় গান
দুই দিকে শ্রেষ্ঠ দুই বাঁক, একদিকে পাংখাবাড়ি
অন্য বাঁকে ঠোঁট রাখতে রাখতে বেলা যায়।

শিক্ষা- পি.ইউ
পেশা- ব্যবসা
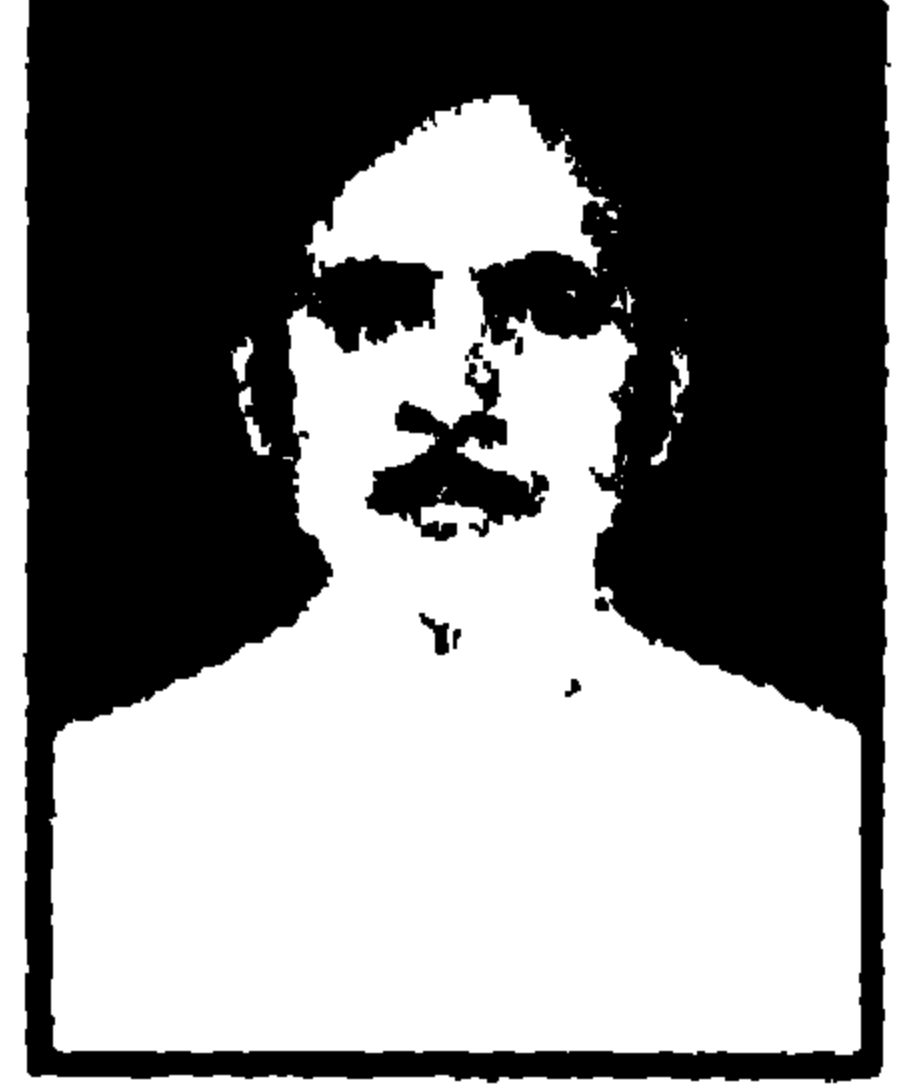
শিকড়ের সন্ধানে
কাশীনাথ ঘোষ

আত্মগর্বে ভুলে গেলে জন্ম-কাহিনী
সারাদিন গিলে খাচ্ছ সবুজের লিপি
ফিরে দেখ সূতপুত্র নয়কো তুমি

রক্তিম লালিত্বে বাড়ছে তোমার প্রিয়তমা মুখ
তবু গুটি গুটি যুদ্ধে যাও এত লোভাতুর?
আলো থেকে অন্ধকার দীর্ঘ সময় ধরে
যে দুটি পাতা আগলে রেখেছে
তোমার হেম জ্যোৎস্নার কণা
সে জননী তোমার,
ও দুটি শীর্ণ হাত তারই।

তুমি সূতপুত্র নও,
শিকড় সন্ধানে ফেরো একটি বার,
দেখ তোমার অট্টালিকা 'পরে
দুটি পাতা এসে ঢেকেছে রৌদ্রের খরতাপ।

শিক্ষা- এম.এ, বিএড
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৮টি

সুজ্যি সিনান

কৃষ্ণদুলাল চট্টোপাধ্যায়

লতুল কিছু ল্যাখব ব'লে
যেই না ধরি কলম
মনের কুনে ল্যাপটি লাগা
মন মোহিনীর মলম
ব্যথার পাহাড় বরফ ক'রে
দিব্য রবির আলা
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকেও
জুড়ায় জীবনজ্বালা।
রবি মানেই রবীন্দ্রনাথ
কবির 'কবিগুরু'
চখের ছামু যাঁর ছবিতে
হাজার জীবন শুরু
থোড় বড়ি আর খাড়া থ্যাকে
খাড়া বড়ি থোড়
যুন খানে যাও পাতেই হবেক
জড়াশাঁকোর মোড়।
লাচার হঁইয়ে ও গঙ্গা জলেই
গঙ্গা পূজা করি
কালের কবি 'রবির' আভায়
সূজ্যি সিনান করি।

শিক্ষা- উচ্চ-মাধ্যমিক
পেশা- ব্যবসা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

স্মৃতি টুকু রবে শুধু

কার্তিক মণ্ডল

মৃত্যু যেদিন নিয়ে যাবে শ্মশানে
দেহ মিলাবে পঞ্চ ভূতে
কেহ কি রাখবে মনে আমাকে
স্মৃতি টুকু রবে শুধু এ ধরাতে।
কেহ রাখবে না মনে চিরকাল
পড়ে রবে জড় পদার্থ জঞ্জাল
ভুলে যাবে মোরে আদরের স্বজন
গাইবে শুধু মহৎ কর্ম্মের জয়গান।
কেহ রাখবে না মনে মাটির দেহকে
কাজ ফুরালে বিসর্জন দিবে আমাকে
সুন্দর দেহ রাখবে কি মনে পৃথিবী
পড়ে রবে শুধু প্রেম, ভালবাসার স্মৃতি।

কাক

কার্তিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

২৪শে জুন, সকাল সাতটা ঃ

জেলখানার ছাদে খাবার খুঁজতে এসে একটা কাক বাজ হজমের
আওতায় আট্‌কা পড়ে। কাকটি গলা ফাটিয়ে ডাকে ও পাখা
ঝাপটায়। কিছুক্ষণের মধ্যে কাকে কাকে ভরে যায় জেলখানার ছাদ।
হই-হল্লা বাড়ে। আটকা কাকটি আরো জোরে জোরে
পাখা ঝাপটায় ও চেঁচায়।

২৫শে জুন, সকাল সাতটা ঃ

মাথা নীচু করে কাকটা দোলে, তার চারপাশের আকাশ
ডানায় ডানায় ছলবল। ঝুলতে থাকা কাকটা থেকে থেকে
পাখা নাড়ায়, যেন হঠাৎ হঠাৎ খিঁচুনি লাগা পাখা।
ঠোঁটটা ফাঁক হয়েই থাকে।

২৬ শে জুন, সকাল সাতটা ঃ

হাওয়ায় দোলে হিমকাক। তার শরীর টপ্‌কে টপ্‌কে
রোদ এঁকে বেঁকে ছাদের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।
আর কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন দিগন্ত ভাঙা কালো কালো
ডানার আকাশে তলিয়ে যেতে থাকে জেলখানার
উঁচু পুরু ছাদ।

পেশা- শিক্ষিকা
গ্রন্থ- ২টি

বসন্তের দিনে

কল্যাণী নাগ

এমনি বসন্তের দিনে—
তোমার হাওয়ার একটুকু ছোঁওয়া লেগেছে মোর প্রাণে।
রচিব প্রিয়ে একটি কবিতা তোমার তরে।
তাই বসেছি আজ ফাগুন সন্ধ্যায় বাতায়নের ধারে,
মলয় এসে আঘাত হানে দ্বারে, বলে—
খোল খোল দ্বার, হও প্রিয়ে বার,
এনেছি কত সুসংবাদ,
চোখ মেলে দেখ একবার।

এমনি বসন্তের দিনে—
দোলা লাগে মোর প্রাণে।
লাল পলাশের পাঁপড়ি গুলি জেগে ওঠে
মলয় আর বাসন্তির মিলন সুখে।

পেশা- শিক্ষকতা

চৌকস জীবনচর্যায়

কল্যাণ কুমার ভট্টাচার্য

বোধ বিবেকের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে
জীবনের সংজ্ঞা কোথাও মেলে না
ভাল মন্দর আপেক্ষিক তত্ত্বে
তুঙ্গে ওঠা কবি লড়াইয়ে
বিধ্বস্ত মেধা ও মনন,

তথাপি,
প্রেম অপ্রেম দিলখুশ ভূমিকায়
গাঁথে দিবারাত্রির কাব্যকথা
অভিনব অক্ষর বিন্যাস
মেধাবী বাতাস সৌরভ ছড়ায়—
ঘ্রাণ নেয় গোধূলি বিকেল

অবশেষে—
মোক্ষম জবাব মিলে যায়
চৌকশ জীবনচর্যায়;
হিসেবের লঘুকরণে।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- সাহিত্যচর্চা

মা

কাশীনাথ দাশ চাকলাদার

ভুলবো না সেই প্রথম মুহূর্তকে,
আঁকড়ে ধরে রেখেছিলাম তোকে।

তোর দু'চোখে হঠাৎই চমকালো,
জন্মদিনের সকাল বেলার আলো।

তিলে তিলেই আনন্দে অস্থির,
বুকের আতায় জমিয়েছিলাম ক্ষীর।

সেই ক্ষীরে তোর শরীর গড়েছিস,
যেমন দুধে, ভরে ধানের শীষ।

এই মুহূর্তে সেই মুহূর্ত তোর,
দুধের দাঁতে স্মরণ জনম-ভোর।
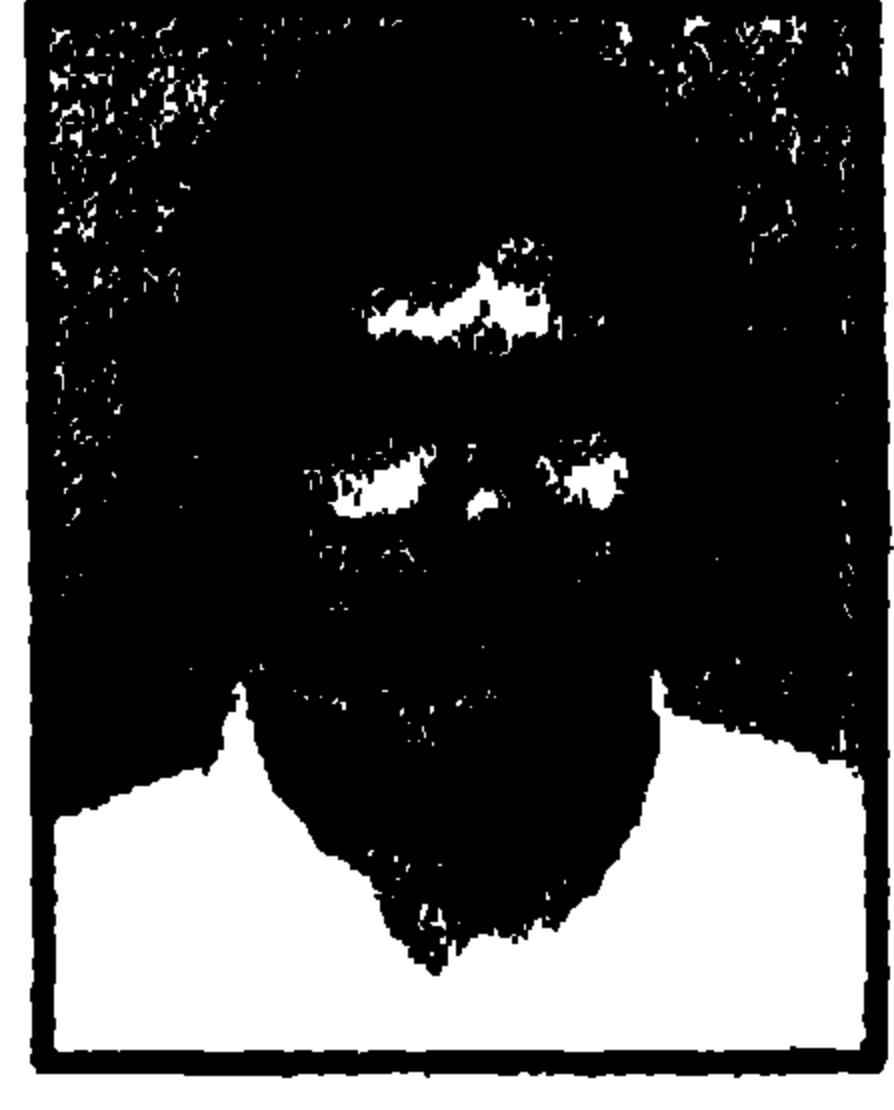
পুরনো দুঃখগুলি

কমলেশ গোস্বামী

মরচে পড়া ডাইরির পাতাগুলিকে উল্টে পাল্টে
মাঝে মধ্যে পুরনো দুঃখগুলিকে
একটু পরখ করে নিতে চাই
চিৎকার করে ডাকি না ওদের আয় আয়
তবু ওরা গুটি গুটি পায়ে কাছে এলে
গুবরে পোকার মতো উল্টে দিই কখনও
চিত হয়ে থাকা দুঃখগুলি তখন ভাবনার দাঁড় টেনে
আশ্রয় খোঁজে আর সুযোগ পেলেই
উপুড় হয়ে আস্তে আস্তে এগোতে থাকে
পুরনো দুঃখগুলির কথা
ভাবতে ভাবতে আমিও চলে যাই দূরে!

শিক্ষা- পিএইচ. ডি
পেশা- শিক্ষকতা

আকাশ

কুমারেশ দে

একদিন আমি আকাশকে দেখেছি
সে আকাশে চাঁদ ছিল কিনা মনে পড়ে না
সেদিনকার ভোরের লালরঙে ধোয়া আকাশটাকে
রঙীন কাগজের মতো দু'হাতে ছিঁড়ে
পরিচিত এক লোকালয়ের ময়লা আকাশের নিচে দাঁড়িয়েছি
সে আকাশে আজ রামধনু ওঠে না
শকুনের মতো চোখ নরকের অন্ধকার খোঁজে
আকাশ বৃষ্টিতে ভেজে না
সারারাত চেনাজানা চারাগুলো
মাটিতে ঝরে পড়ে হেমন্তের শিশির হ'য়ে
আমি অনেকদিন চশমার কাঁচ রুমালে মুছে আকাশকে দেখেছি
দেখেছি তার মুখে নাগরিক ধুলো-বালি
কালো ধোঁয়ায় ভরা
মানুষের শরীরের ঘামে ভেজা
সেখানে রক্তবমি করে বুদ্ধের সায়ক-বিদ্ধ হাঁস
সে আকাশ রোগজীর্ণ
রক্তহীন হলুদ চোখের মতো তারাগুলো ম্লান
বাতাস ফুঁ দিয়ে তারাদের নিভিয়ে দেয় রোজ
আকাশে অন্ধকার নামে
সে আকাশে আমি আজ চাঁদকে দেখি না।

শিক্ষা- এম.এ, পিএইচডি
পেশা- অধ্যাপনা
গ্রন্থ- ২টি

আরও একদান

কাজল সেন

আজ তাহলে খেলা খেলা হোক একদানই কাল হবে আরও একদান
ছক্কা পাঞ্জা বা সাহেব গোলামে বাঁধা থাক বিবি দ্রৌপদির শাড়ি
যা কিছু হাতের কাছে হাতধরা এই যেমন নতুন উচ্চতা
উচ্চতার চারপাশে ছড়ানো শূন্যতা
স্বদেশের ভাবনা নিয়ে কেউ হয়তো বিদেশেও যায়
বিদেশ সেও তো এক দেশ
আরও কত কী যে গড়ে নেয় গড়ানে সময়
মাটি জন্ম দেয় রকমারি ফল

আমি বলি আর কোনো উপমা না টানলেও চলে
আমরা সবাই যে যার প্রত্যেকের নিজস্ব উপমা
হয়তো কিছুটা আমবাগানের আম এমনও বলতে পারে কেউ
টুপটাপের দিন কবেই শেষ শান্ত ঘাসে এখন শুধুই জলোচ্ছ্বাস
এক্কা দোক্কা খেলার মাঝে কে যে কখন রেখে যায় একবগ্গা টেক্কা

যারা চাষবাস করে খায়
শুধু চাষবাসেই তাদের থাকে না মন
সোজা কথার সোজা মানে বুঝতে গিয়ে সটান বেড়ে যায় তালগাছ
আমি যদি দোয়েল পাখির নাম রাখি দোয়েল টিয়া পাখির টিয়া
তাতে কী কিছু আসে যায় কারও
কোরা শাড়ির যোগানে লাগে কী কোনো টান
পাশের বাড়ির ময়নাকে আর ছোঁয়া হলো না আমার
দেখে দেখেই পাগল হলাম
হাতে শুধু কালকের আরও একদান

পেশা- চাকুরী

ভুলের স্মৃতি

কল্লোল ব্রহ্মচারী

কলেজ স্ট্রিট ট্রাম রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে
আমার কোন্‌দিকে যেতে হবে মনে পড়ে না।
ভুলে যাবার রোগ ধরেছে আমাকে
কি যেন একটা অদ্ভুত নাম রোগটার,
আমারই মতো অদ্ভুত।
হঠাৎ কে ডেকে ওঠে, সুন্দরী যুবতীর নরম কণ্ঠস্বর।
খুব চেনা, অথচ অপরিচিতা, স্মৃতি হাতড়াই।
মনে পড়ে কলেজের বন্ধু শুভময়ের বোন, বকুল
আমার প্রথম প্রেমিকা, কবিতার অনুপ্রেরণা—
প্রথম কবিতা ওর হাতে দিয়ে তারপর
কতো কবিতা লিখেছি, বকুলের পড়া হলে তবে
পাঠিয়েছি পত্রিকার দপ্তরে।
বহরমপুর ছেড়ে কলকাতা, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়।
এখন আমার আঠেরোটা কবিতার বই।
মোট ছাপা কবিতার সংখ্যা কখনো গুনিনি।
ট্রামরাস্তায় দাঁড়িয়ে এবার নতুন বকুল বললো,
তোমার সবগুলো কবিতার বই আমার কাছে আছে,
প্রত্যেকবার মলাট উল্টে ভেবেছি দেখবো আমার নাম।
আমাকে একেবারে ভুলে গেছো সত্যেনদা?
বলা গেলো না সমস্ত কবিতা তোমাকে ভেবেই লেখা
আলাদা উৎসর্গ পত্র ছেপে লজ্জা বাড়াতে চাইনি আর।
ভুলো মন আমি দাঁড়িয়ে রইলাম,
চলমান গাড়ির ভীড়ে বকুল হারালো আবার।

পেশা- চাকুরী
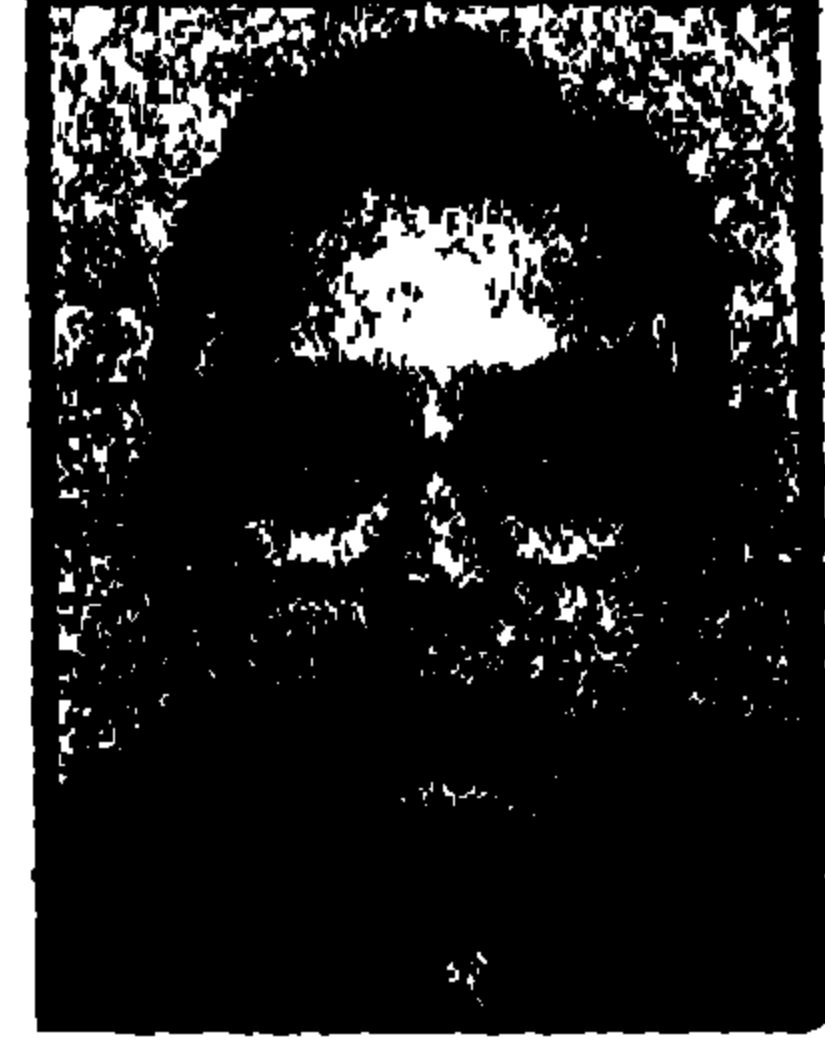
সংজ্ঞা নেই জীবনের...

কমলকুমার দত্ত রায়চৌধুরী

সংজ্ঞা নেই জীবনের—দুর্ধর্ষ বোধগুলি শুধু কাজ করে
শরীরের সর্বত্র, আকাশ আকাশ নয় যেন এইখানে,
মৃত্তিকার সাথে তার ফারাক ক্রমেই কমে, সাগরের ও শিকড়ে
মৃত্তিকার রেখাপাত কিভাবে যে গাঢ় হয় কার আহ্বানে!
ক্ষুধা, প্রেম, বৈষম্য প্রভৃতি বিতর্কেরা যেন এক অভিন্ন আলোড়ন
মনে হয় চেতনায়—স্বাতন্ত্র্য নেই কারো, একই অবয়ব ওরা সূর্যের তেজে
থেকে ক্রমশই গ'ড়ে নেয়, রাতের অন্ধকারে এইসব যাত্রীরা একই পাটাতন
থেকে সমুদ্র-বিক্রম যুঝে চলে, ভোগ করে একই ভ্রান্তি, অভিন্ন আমেজ
বেয়ে ব্যর্থতা-সফলতায় হৃদয়ের নির্জীবতা মুছে নেয়, এক অস্বাতন্ত্র
ক্রমেই এ-বিশ্বকে হ্রস্ব-তনু ক'রে তোলে অদ্ভুত ক্ষমতার কৌশলে,
বস্তু সত্তার সব দৃশ্যমান প্রসারতাই মনে হয় বহুরূপী বিচিত্র যন্ত্র
এক সার্বিক সাধারণ শক্তি-জাত-চেতনার নির্বিশেষ ঋত্বিক চলাচলে
জান্তব গুণগুলি ঝ'রে পড়ে অবিরাম ধ্যানের সমর্পিত ফুল হ'য়ে
জীবনের বেদীমূলে—জোয়ার-ভাটারা খোঁজে শ্রেষ্ঠতা অভিন্ন একই সে বলয়ে!

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

অদৃশ্য

কাশীনাথ মণ্ডল

দেহ নেই
অবশিষ্ট চকচকে গ্রীল ধরে দাঁড়িয়ে
সুগম চেহারা
দেখি শব্দের মরুভূমি
দেখি গম্ভীর
ওখানে সূক্ষ্ম তার
শুধু ভাব শুধু অদৃশ্য
ছড়ানো মাটির কলসী
মানে সেও অদৃশ্য চিহ্ন
চড়াইয়ের বাসা আর এক প্রকার অদৃশ্য
বালি বালি ভাব অন্য অদৃশ্য
কোনো স্থপতিকে দেখা যায় না।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

গড়িয়াহাট মোড়ে

কালিদাস ভদ্র
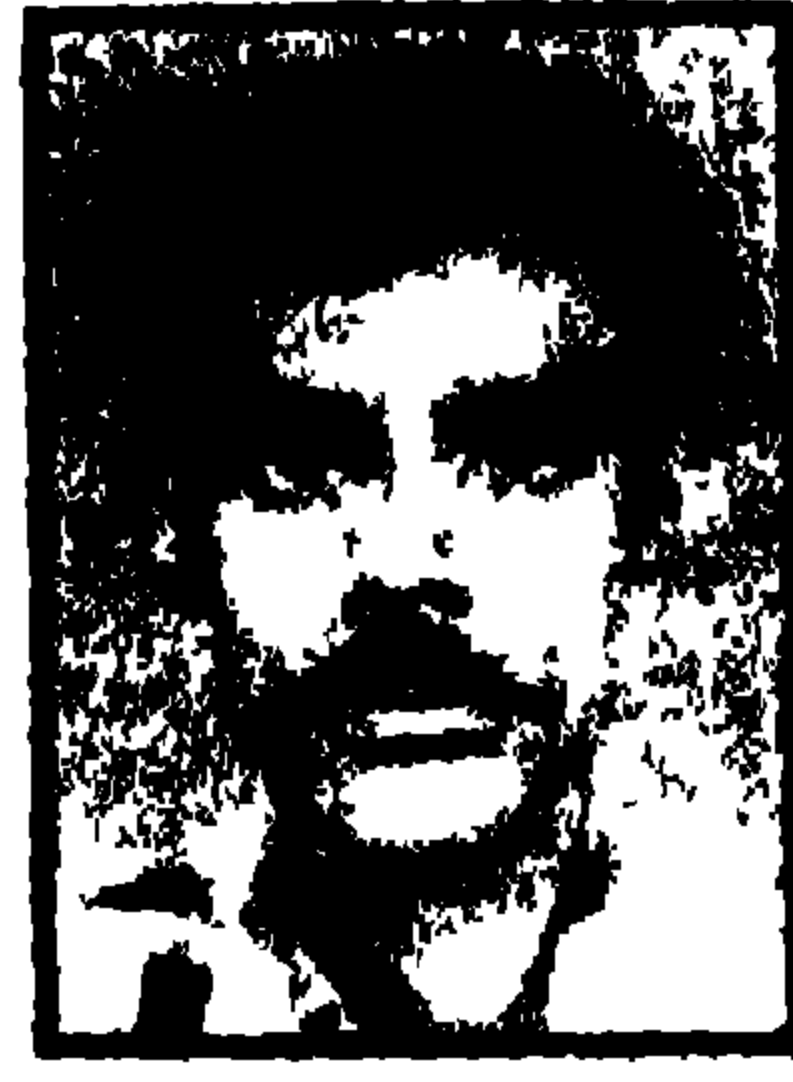
ভালোবাসা দাঁড়িয়ে আজও
রেনট্রি গাছের নীচে

গড়িয়াহাট ফ্লাইওভার থেকে
দেখি তোমায় পাতার কারুকার্যে
পাতাবাহার তন্বী তখন
পড়তে যেতে বাসন্তীদেবী কলেজে
খুব সকালে দাঁড়িয়ে থাকতে
ঠিক এমনি সবার পুরোভাগে।

পাতাবাহার দাঁড়িয়ে আছ
নতুন করে আবার
রেনট্রি গাছের মতো
গড়িয়াহাট মোড়ে, বাসস্টপে আজও...

শিক্ষা- স্কুল ফাইনাল
গ্রন্থ- ১টি

আগুন বাসর

কনিকা চট্টরাজ

আগুন বাসরে যদি আগুন জ্বালানো যায়
তবে আগুন হও, পাতার মেখলা পরো আজ,
এমনই নাচ নাচো, যেমন করে
দুর্বৃত্ত মেঘের ঘরে বিজলি কোমর নাচায়...
যন্ত্রণার ঝাঁপিতে টোল পড়ে নিটোল হোক সুখ,
জল চাতালে ভাটিয়ালী বসে থাক একা
মাঝিরা পাতার আগুনে নৌকা পোড়াক,
অভিসারী রাত চাঁদভাঙা রেণু
ছড়াতেই পারে, আগুন বাতাসে আজ।

শিক্ষা- ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রী
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ২টি

বাংলাদেশে '০৪

কমলেশ দাশগুপ্ত

আজকাল নতুন কোনো শব্দই ঘোরে না আমার দরোজায়;
একদম ফাঁকা, নিরেট সীসেয় মোড়া
একটি ঘর কিম্বা ছকে
সকাল থেকে সন্ধে;
কতবার ঘোরাফেরা, কথা বলা
সেই একই শব্দবন্ধে।

শুধু শজারুর কথা মনে পড়ে যায়
বাদ-প্রতিবাদে কেমন একাকী খাড়া।
হাজার কাঁটা তুলে সমস্ত শরীরে
সেও এক ছকে, একটি ঘরে,
নিজের ভেতর নিজে অদ্ভুতভাবে বেড়ে
যেন এক পরাজিত নগরের সৈনিক
দাঁড়িয়ে ঠায়।

এখন কোনো শব্দই ঘোরে না আমার দরোজায়।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

চলতে চলতে চলতে চলতে

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চলতে চলতে চলতে চলতে
কখন যে পথ হারিয়ে যায় চোরাবাঁকে—

বলতে বলতে বলতে বলতে
কখন কথা ফুরিয়ে যায় কথার ফাঁকে—

বুনতে বুনতে বুনতে বুনতে
ভালোবাসার গ্রন্থিগুলো কখন যেন এলোমেলো—

এক ঝাপটে দমকা হাওয়া
উপড়ে ফেলে ঘরের চালাঘরে আসার পথ চেনালো।

চিনতে চিনতে চিনতে চিনতে

চেনা মানুষ অচেনা হয়।

ভালোবাসার গ্রন্থিগুলো
আপন মনেই এলোমেলো ছড়িয়ে যায়—
কখন কথা ফুরিয়ে যায়।
কখন যে পথ হারিয়ে যায়।

পেশা- শিক্ষকতা
গ্রন্থ- ৪টি

বন্দনা

কুমুদ রঞ্জন দাস

অপূর্ব বিস্ময়ে দেখি তোমার মূরতি।
শ্বেত-পদ্মাসনা তুমি দেবী সরস্বতী।।
মরাল বাহনা তব হাতে ধর্মগীতা।
বসনে শুভ্রতা যেন অপূর্ব সজ্জিতা।।

পাঠায়েছ এ ভুবনে আলোকের বাণী।
অন্ধকার ঘুচায়েছ তুমি বীণাপাণি।।
এ বিশ্ব বিষাদময় কতরূপে ক্ষুধা।
সেথা তুমি দানিয়াছ সঙ্গীতের সুধা।।

সঙ্গীত-মাধুর্যে আজ মুগ্ধ বিশ্ববাসী।
বিরাজে সর্বত্র এক সুমধুর হাসি।।
জ্ঞানালোকে উদ্‌ভাসিতা তুমি বাক্‌দেবী।
তোমার সৌন্দর্য-রূপ সদা মোরা সেবি।।

দিয়াছ কবিত্ব-শক্তি তুমি সরস্বতী,
তোমার সাধনে মোর যেন থাকে মতি।।
তোমার অমৃত বাণী ভুবনে প্রচার।
জাগিছে সততঃ যেন মাঝেতে সবার।।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ১টি

আগাছা

কালীপদ প্রধান

একটা ছোট্ট স্বপ্ন ছিল সেদিন
এক ফ্রেমে দুটি ছবি বেঁধে
সাজানো গৃহকোণ।

একটা ইচ্ছা ছিল তখন
পাশাপাশি এক পথে হাঁটবো
হাত ধরাধরি করে আজীবন।

একটা শপথ ছিল মনে
সংস্কারমুক্ত সমাজ...
গড়বো আলাদা পৃথিবী এক।

আগাছা—স্বপ্ন, ইচ্ছা, শপথ
উপড়ে ফেলেছ তুমি
নির্দয় হাতে।

শিক্ষা- স্নাতক
গ্রন্থ- ১টি

ভ্যালেনটাইন ডে

কস্তুরী ঘোষাল

পদ্মকুঁড়ির মতো 'প্রেম' ছিল হৃদয়ের বাম অলিন্দে।
কুঁড়ি থেকে ফুল হবার আগেই কীটদষ্ট হবার আশঙ্কায়
মৃগনাভী গন্ধ ঢাকা ছিল মনের গভীরে।
ফোটার অবকাশই তার ছিল না বহুদিন।
শীতের সকালে, খর বৈশাখের দুপুরে, শ্রাবণ সন্ধ্যায়
সে ঝরে পড়তো হৃদয়-সমুদ্রে; একা কোথাও কেউ শুনতো না,
সেই কুঁড়ির অব্যক্ত বেদনা, অস্পষ্ট গোঙানি।
একদিন বসন্তের উতল হাওয়া, চুম্বনে চুম্বনে
জাগিয়ে দিল পদ্মকুঁড়ির কোরক। আনন্দের
হাওয়ার দোলায়, শত পাঁপড়ি মেলে, আলিঙ্গনে
পদ্ম স্বাগত জানাল প্রেমকে... তোমাকে....
বললো, 'এসো, আমায় কিছু দাও...'
তৎক্ষণাৎ প্রেমাস্পদ নিজেকে বিসর্জন দিলো প্রেম বাহুডোরে।
বসন্তকে দীর্ঘস্থায়ী করার বাসনায়, পদ্মকুঁড়ি
ঈশ্বরের চরণে হল নতজানু...
শত-বিদ্বেষ, ঈর্ষা-অভিমান, চোখের জল, কতদিন
সেই প্রেমকে করেছে আঘাত; অহেতুক কত
বাক্যবান ক্ষতবিক্ষত করেছে পদ্মশরীর।
তবু সযত্নে লালিত সেই অমলিন প্রেম কখনও হয়নি পঙ্কিল।
নিশিদিন সেই প্রেম, শিয়রে বাতাস করে।
হৃদয়ে ফোঁটা প্রেমপদ্ম, গেয়ে ওঠে গান :
"না, যেও না, রজনী এখন বাকি. ..
আরও কিছু দিতে বাকি... বলে রাত জাগা পাখি..."

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর ইঞ্জিনীয়ারিং
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

ঘৃণার অক্ষর মুছে

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘৃণার অক্ষরে লেখা অগণিত মানুষের নাম
মুছিয়ে নদীর জলে প্রিয় নাম লিখে রাখলাম।

ভুলেছি ইষ্টনাম; গায়ত্রী, ঈশ্বরী সবই তুমি
জপমালা ভুলে আমি ঐ করপল্লব চুমি।
অষ্টোত্তর শত যতো লিখি প্রিয় নামই থাকে;
যতদূরে যাও সখি, স্মৃতি তবু বাঁধে সাতপাকে।

এড়াবার চেষ্টা বৃথা—সত্তাতে মেশে অশ্রুকণা,
তরঙ্গে বিম্বিত সখি, তুমি—কোনো বিগ্রহ না!

পেশা- গৃহবধূ
গ্রন্থ- ১টি

কিছু ব্যক্তিগত

কৃষ্ণা ঘোষ

আনন্দী তোর আনন্দ কই
প্রাণান্তকর এই পুজোতে
কুলহীনতার দুর্বিপাকেই
পূর্ণিমা-চোর নিত্য আসে

প্রতি বছর দারুণ শীতে
ঝরা পাতার কান্না নিতে
শেষ পাতাটির রক্ত ছিটে
শেষ সোহাগের অন্ন ঠোঁটে

ফেলছে চিরে সময় কারো
রাতের ফাঁকে রাঙতা জড়ো
পুজো এবং বরণডালায়
প্রসাদ কিছু ব্যক্তিগত

এমনি আজো হাওয়াই কখন
ঝড় হয়ে ফুল ঝরায় কতো
যন্ত্রণা তার কুড়িয়ে যখন
গড়াই ফুটো ঘটির মত

শুকনো ব্যথার পাঁচিল গলে
ঝলসে যাওয়া আকাশটাকে
আগলে রাখিস আপন করে
পুণ্যতোয়া নদীর ফাঁকে।।

বিত্তহীন

কনক ঠাকুর

আত্মীয় পরিজন কেউ চেনে না আমাকে
প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব কেউ না
রাস্তায় ডেকে কথা বলে না কেউ
ছোটরাও নাম ধ'রে ডাকে
আগে যারা দাদা কিংবা কাকু বলতো
তারাও না
প্রেমিকা এখন মুখ ফিরিয়ে নেয়
কারো কিছু আর চাওয়ার নেই নাকি

এখনো আমি সেই কনক ঠাকুর
এখনো আমি রবীন্দ্রনাথ পড়ি
এখনো আমি বাংলায় কথা বলি
রহস্য খুঁজে বেড়াই দিনের পর দিন

হঠাৎ একদিন মা ব'লে উঠলেন
'খোকা তুই আজ বিত্তহীন বাবা'।

শিক্ষা- স্নাতক

অহঙ্কারী নদী

কাজল ভাদুড়ী

ধরে রাখতে চেয়েছি তোমায়,
ঋণাত্মক শব্দ গেঁথে গেঁথে
অহঙ্কারী নদী, ফল্গু হয়েছ তুমি!
শীত কাঁথা টিপ-টিপানি বৃষ্টি নিয়ে
তুমি ঘুমিয়ে আছো।
আঁটো-শাঁটো বিনুনিটা
শীত ঘুম সাপের মতো চুপচাপ।
মুগ্ধ মৌনতা তোমাকে ডেকেছিল গহীন অরণ্যে,
তুমি শুনতে পাওনি।
অতঃপর মোরগ ডাকা ভোরে
ফিরে গেছে রাতের আগুন।

পেশা- সাহিত্যচর্চা
গ্রন্থ- ১টি

একশ কালো ঘোড়া

কাশীনাথ ভট্টাচার্য

এখন বাজার অর্থনীতি।
বাজারে বাজারে মুখোমুখি তুমি
আমি এবং অন্যেরা আছে।
পাড়ার দোকান থেকে কেনা
বিদেশী রঙিন কলমে
ইদানিং আমি চিঠি লিখি,
তোমার টেবিলে মেল আসে, তুমি
উত্তর দাও। নতুন ওয়েবসাইটের খবর
এখনও জানা হয়নি আমার।
জানতে ইচ্ছাও করে না, কারণ
অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা অস্তিত্বে
আমার ঠিক বিশ্বাস নেই!

আমার মাথার ভেতরে বাঁধা
একশ কালো ঘোড়া
ইচ্ছেমত ছুটতে ছুটতে সারা পৃথিবীর
অক্ষর ওলোট পালট ক'রে খবর আনে
বর্ণে বর্ণে পৃথিবীর কাছে যাই
এখানেই অন্বেষণে আমার শান্তি,
তুমি বলবে, এ যে পেছন ফিরে হাঁটা,
কি করব বলো, এখন
পেছনটাই আমার সামনে মনে হয়।

জন্ম- মেদিনীপুর
পেশা- শিক্ষকতা

ভয়

কৃষ্ণ সৎপথী
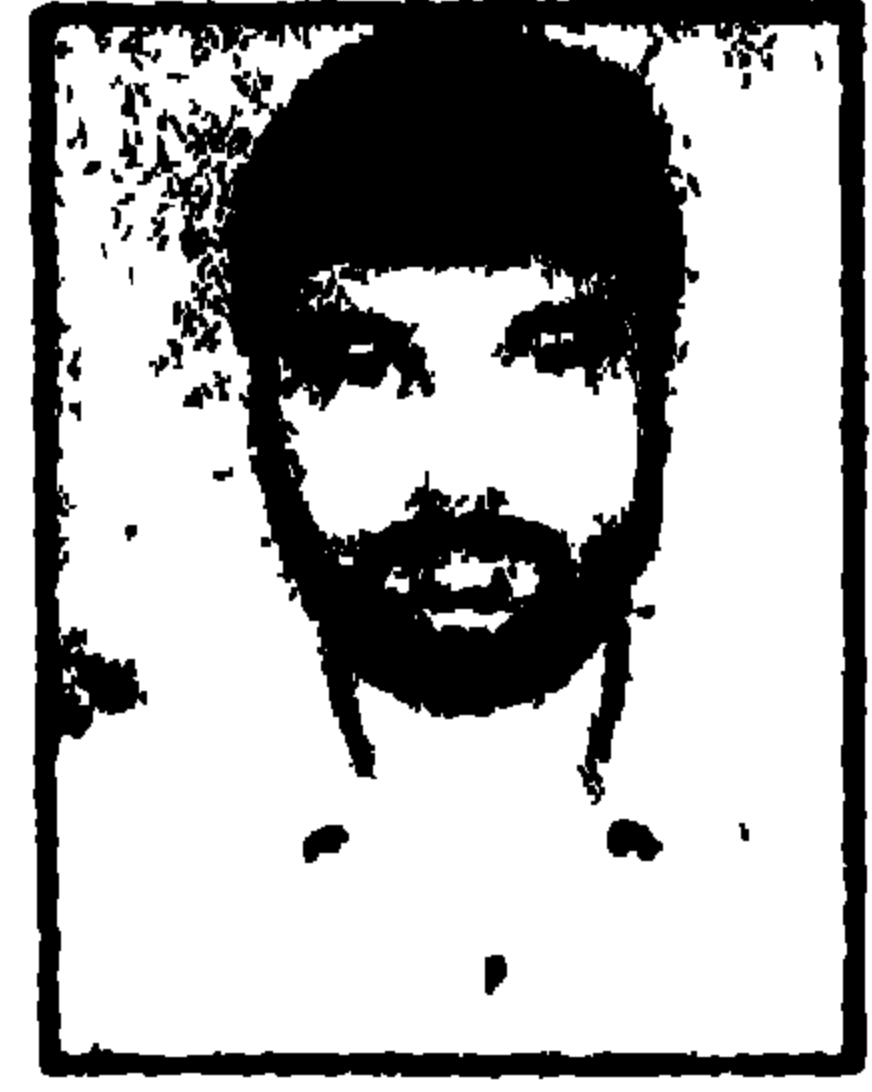
ভয় আজ চারিদিকে
কথা বলার ভয়
কেননা শাসকের বন্দুক
অলক্ষ্যে তোমাকেই
লক্ষ্য রেখেছে।

প্রেম করার ভয়
কেননা প্রেমের অন্ধকারে
কালব্যাধ লুকিয়ে আছে।

মন্দিরে যেতে ভয়
কারণ পাশবিক অত্যাচারীরা
সেখানে পূজারি সেজেছে।

চোখ

কাজী হাবিবুর রহমান

প্রবাহিনীর অস্থি সন্ধি অনুগ তুমি
তাই, জীবনের নদী ভেঙে ভেঙে
আঁচলে তুলে নিলে সোনাঝরা কাদামাটি।

শিল্পের নিখুঁত কারুকার্যের মতো গড়েছে

নোনা মাটির বুকে আশীবিষ হাঁটে
আজ, আঁচলে শুধু, দাউ দাউ
পাহাড়ের উচ্চতা পাইনা হিসেব কষে।

দামী জিনিষটা যায় নীলাম্বুর বুকে।

শিক্ষা- বি.কম
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

একুশ শতকে
কৌশিক বর্মন

মাঝরাতে উঠি কোলাহল থেমে গেলে
স্মৃতি কথা বলে মাউসেতে রেখে হাত
খাম খুলে গেলে সুগন্ধ উড়ে আসে
বিষন্ন রাত,—একুশ শতকে 'লাভ্'।

ই-মেল খুললে রাশি রাশি চিঠি জড়ো
হার্ডডিস্ক জুড়ে মৌমাছি বাসা বাঁধে
লাল-নীল খামে সুগন্ধ হেসে ওঠে
কি-বোর্ডে আঙুল অবিরাম খেলা করে।

ইন্টারনেটে পাঠিয়ে দিয়েছি চিঠি
প্রিয়াংকা কাল খুশি হবে চিঠি পড়ে
পৌলমীকেও এখনো হয়নি বলা
কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি আমি।

তিনখানা চিঠি কোনক্রমে করে 'সেভ',
ই-মেল খুলে থম্ মেরে বসে ভাবি
মনিটর স্ক্রিনে কার মুখ কথা বলে
খুব চেনা, তবু চিনতে পারি না আমি।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি
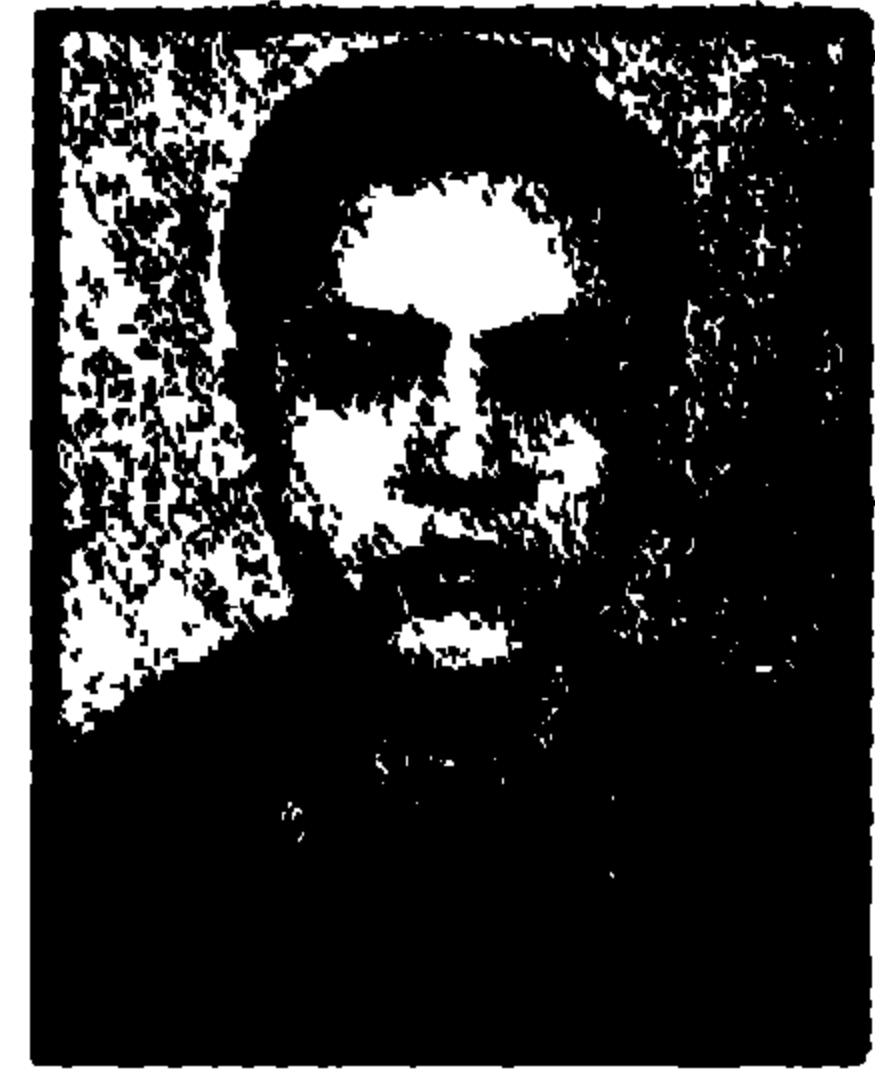
আপন কথা

কবিরুল ইসলাম কঙ্ক

আপন কথা সবাইকে বলা যায় না
আপন কথা বলতে চাই নির্জন প্রান্তর
আপন কথায় আছে ব্যক্তিগত ব্যথা
আপন কথায় চাঁদ বিষয়ক পংক্তি

গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল নিদারুণ কিছু স্বপ্ন,
রোজনামচার খোসা ছাড়িয়ে, এবং আরও
কিছু ব্যক্তিগত গদ্যপদ্যের বিরক্তিকর কথা শুনিয়ে
একটু বাতাস
অনেক কষ্টের সেই আপন মুহূর্ত, কখন ধরা যায় না
আপন মুহূর্তে প্রয়োজন রূপশিল্পের রামধনু
অথবা ভালোবাসার আখ্যানমঞ্জরী

সুজনেষু,
আপন কথা নিয়ে বসে থাকি পুবের বাতাসে
আপন কথায় আমার নির্জন একাকীত্বের ভাসান।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৬টি

বেঁচে আছি

কেশবরঞ্জন

ঈশ্বর আমায় কথা দিয়েছিল

রাত ভোর জেগে জেগে
একদিন মনে হলো—
সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো
সত্যিই কি মানুষ ? না—
মানুষের পোষাকে!
মেঘেরা কোথায় হারিয়ে গেছে
অজানা কোন অচিনপুরে।

মধ্যরাতে হেঁটে যায় পূর্ণিমার চাঁদ।
ভোরের পাখির কণ্ঠে
শিকল ছেঁড়ার গান।

ঈশ্বর আমায় কথা দিয়েছিল
রাত ভোর জেগে জেগে...

মাটি চুম্বন করে বেঁচে আছি।

জন্ম- নদীয়া
শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- ব্যবসা
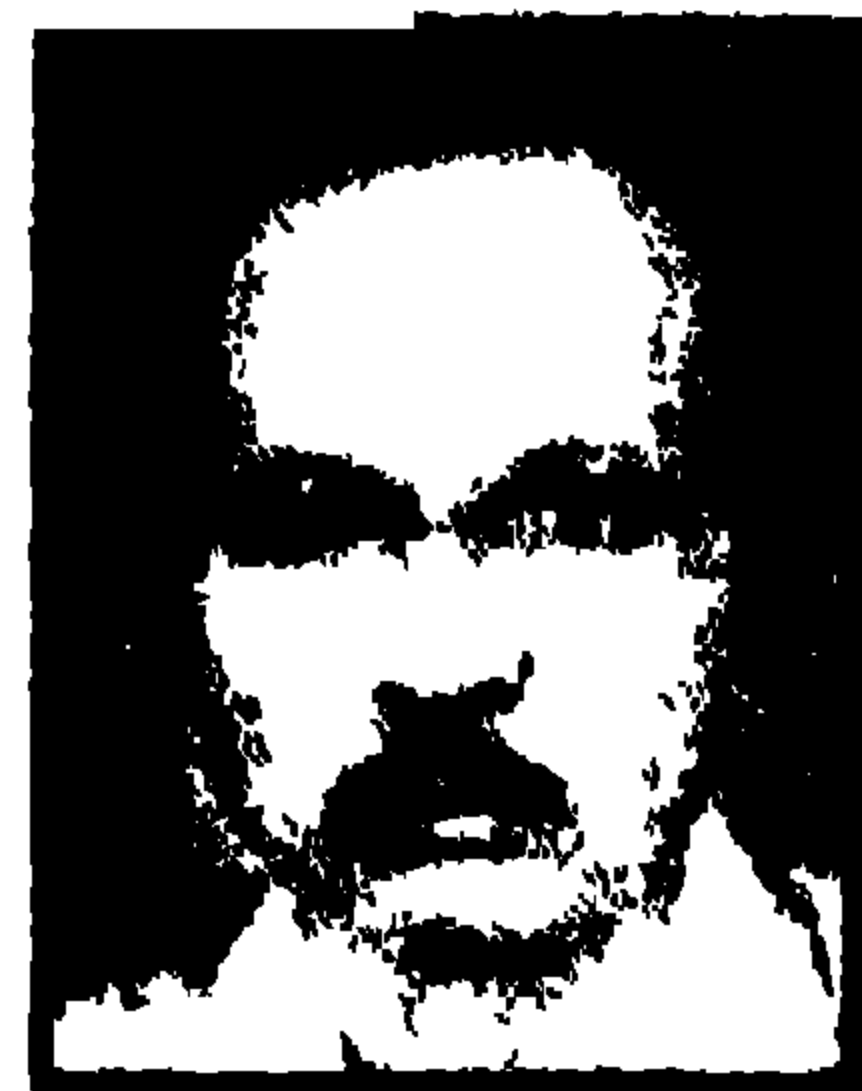
বৃষ্টি

কল্যাণ মিত্র

হুড়মুড় করে একরাশ মুড়ি ফোটার শব্দ হল হঠাৎ
গাছে, পাতায়, টিনের চালে

তুমি জল ছিটোলে
আমার সাহস বেড়ে যায়
বসন্তের গুটি-জর্জর শরীরটাকে টানতে টানতে
আমি জানলা খুলে দিলাম।

একটা কাক পাঁচিলের ওপর ব'সে
তার অবিন্যস্ত ভেজা পালক ঠিক করছিল
উঁচু মাথাটা ঘাড়ে সেঁধিয়ে আর একটা কাক
নির্বিবাদে বসে ছিল তার পাশে,
আমি তাকিয়ে থাকলাম

একটু একটু ক'রে উঠোন ভেসে গেল।

জন্ম- উত্তর ২৪ পরগনা

তুমি কি আসবে?

কিঙ্কর দেবনাথ

তুমি কি আসবে, শেফালিকা,
আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে?
দিগন্তের ক্লান্ত পথ বেয়ে
যেভাবে মেঘেরা আসে চৈত্রের
নিরন্ন আকাশে সজল শ্রান্তি
নিয়ে।
ঠিক তেমন করে কি তুমি
আসতে পারো না শেফালিকা
আমাদের ম্লান মধ্যবিত্ত জীবনে?
সমুদ্র তরঙ্গের উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা
নিয়ে, শতাব্দীর জরাজীর্ণ এই
ধ্বংস স্তূপে?

জন্ম- ঝাড়খণ্ড
শিক্ষা- বি.এসসি. (ইঞ্জিনীয়ারিং)
পেশা- শিক্ষকতা

আবর্তন

কমলেন্দু সাউ

যতটুকু মাধুর্য ছিল, ছিল কোমলতা
প্রেম, প্রীতি, দয়া, মায়া, পাতা ছিল যার আসন অন্তরে আত্মার গভীরে,
মানুষের অব্যক্ত অশ্রুত আত্মলিপ্ত ঔদাসীন্যের তিমিরে,
তার অনেকটাই উড়ে গেছে উদ্বায়ী হয়ে,
উত্তপ্ত কাম-জর্জর মানসিকতায় স্বার্থান্ধ সুবিধাবাদিতায়,
ন্যায়, নীতি নিছক আপন খেয়াল চরিতার্থ করার আর
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লাস্যিক ভাষ্যিক গতানুগতিক আঙ্গিকে
উপস্থাপিত করার আপ্রাণ অথচ অক্ষম প্রয়াসে।
দম্ভ, বলদর্পী কালকেউটে হয়ে জড়িয়ে ধরেছে
অথর্ব, জরাজীর্ণ তথাকথিত উন্মুক্ত সভ্যতাকে,
ক্ষণে ক্ষণে বিশ্বাসে দগ্ধ স্তব্ধ করছে লকলকে জিহ্বা দিয়ে কালফণী
ফেনায়িত করে তুলছে চিরন্তন প্রেমের পথ।
থামিয়ে দিচ্ছে শত সহস্র বুভুক্ষুর মুখে
অন্ন যোগান দেওয়া আর্ত সেবার হাত।
মদান্ধ, ধর্মান্ধ, আপন সঙ্কীর্ণতায় বন্ধ মনের দুয়ারে
রক্তের আলপনা দিয়ে অক্ষম কল্পলতায় রাজতিলকভাবে।
কামনা, বাসনা আর শোষণের বিভেদের আগুন জ্বেলে
ভুয়ো মুক্তি ঘোষণার আনন্দে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করে।
চক্রবৎ পরিবর্তনের অমোঘ কাল নিয়মকে উপেক্ষা করে ভুলে থাকতে চায়
চর্বিত চর্বণ আপন উপলব্ধিতে।
অথচ মহাকাল প্রতিনিয়ত চক্রেচক্রে
ছন্দে ছন্দে চক্রের ন্যায় সঞ্চরণশীল।
শেষের শুরু সৃষ্টির গোড়াপত্তনেই।
নবীন উজ্জ্বল প্রদীপ হয়ে জ্বলে উঠতে,
শীতে ঝরে যাওয়া পর্ণের পরিবর্তে
নবকুসুমের প্রস্ফুটনের ন্যায়।

জন্ম- বাঁকুড়া
শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

তোমাকে যা বলতে পারিনি

কান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়

দিগন্ত বিস্তৃত কালো মাঠ
সারিবদ্ধ গাছের ছায়া
স্বপ্নের ঋণ,
এ'সব নিয়ে
অনেকবার এসেছি তোমার কাছে।
তোমার সামনে দাঁড়িয়ে
হাজার চেষ্টা করেও
তোমার নিষ্পলক দৃষ্টির মাঝে
বলতে পারিনি সে কথা।
রক্তাক্ত পৃথিবীর মাঠ,
ভালোবাসাহীন দুর্ভিক্ষের প্রান্তর।
তাই নীল আকাশ,
স্খলিত আবেশের
একটি গভীর চুম্বন,
এ'সব কথা বলতে সঙ্কুচিত হয় মন।
তোমাকে বলব বলে
তোমার সান্নিধ্যে এসেছি বার বার।
হাজার চেষ্টা করেছি
তোমাকে বলব বলে। কিন্তু
বলতে গিয়েও
আজও বলতে পারিনি সে কথা।

জন্ম- হাওড়া

শরতের ফুল

কাশীনাথ দোলুই

পুজোর হাওয়া লাগলে প্রাণে
তোমার কথা মনে আসে;
তখন শুধু তুমি থাকতে
চুপটি করে আমার পাশে।
অস্তগামী হলুদ বিকেল
পড়তো ঢলে তোমার মুখে;
ধীরে ধীরে তোমার ও'চোখ
পড়তো আমার গোপন-চোখে।
কত কথা বলা হতো
কত আবার থাকতো বাকি;
ওড়না থেকে ওঠা সূতোয়
বাঁধতে আমার হাতে রাখী।
ওড়না নিয়ে হঠাৎ কখন
খেলত মনের মাতাল-বাতাস;
চাঁদের-হাটের শুভ্র আকাশ।
ধীরে ধীরে চলে যেতেম
ভালবাসার সেই-সেদেশে;
তোমার আমার স্বপ্নগুলো
যেথায় পরস্পরে মেশে।

জন্ম- মুর্শিদাবাদ

সূর্যপুত্র

কাজী কল্পনা ইসলাম

শেষ পরিক্রমণ
ঘি-চন্দনকাঠ বাজনা সমারোহ
অনন্ত পথের বাধা।
কষ্টে জোগাড় ভিজে খড়নুড়ো
হৃৎপিণ্ডের উচ্ছলিত ফুৎকার
কুণ্ডলী পাকানো ক্ষীণকায় ধোঁয়া
কাঙালীর মাতৃভক্তি পরিচয়সূত্র
অভাগীর স্বর্গযাত্রার অমূল্য সম্পদ
হাজারো পুত্র গর্ভধারণ করে
এক সূর্যপুত্রের জন্ম সেদিন।

শিক্ষা- বি.কম
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ৫টি

শায়ের
কাজী আমিনুল ইসলাম

আমি বৃষ্টিবন্দি
আমি বৃষ্টিবন্দি
দহন জ্বালা থেকে বাঁচতে শৈল শহরে!
ভয় কেন প্রকৃতি যে মানুষেরই সঙ্গি।

তোমার যৌবন খোদার আশিস
তোমার যৌবন খোদার আশিস
কেন বেচে নিজেকে করবে শেষ!
যতনই মানবের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়।

বয়সন্ধি, বিকেলবেলা

কৌস্তভ মুখোপাধ্যায়

ছুটি হয়ে গেছে স্কুলে
কোচিং ক্লাশের তাড়া
মেয়ে, তুই মেট্রোস্টেশনে
আনমনে ঘোরাফেরা।

মেয়ে, তুই ভাবছিস আজ কাকে?
সবকিছু আজ উল্টেপাল্টে গেছে!
পিরিয়ডিকালের রেজাল্ট হয়েছে খারাপ
কেরিয়ার তোর কোথায় হারিয়েছে?

মনে পড়ছে গতবছরের পুজো....
মনে পড়ছে দুন এক্সপ্রেসের কথা....
ছেলেটাকে তোর ভালোলেগে গেছে বুঝি
ছেলেটাও কি ভাবছে তোর কথা?

শিক্ষা- এম.এ, পিএইচ.ডি
পেশা- শিক্ষকতা

দুঃখ চিরন্তন

কৃষ্ণবন বিশ্বাস

—কী যেন কী খোয়া গেছে অনেকদিন আগে
অবুঝ বলেই অস্পষ্ট কিন্তু মনে আছে
ক্লান্ত স্মৃতি চলার পথের দরজা খুলে দেয়
স্বপ্ন সেনা নির্লিপ্ত জানায় অভিলাষ
'হয়ে উঠবার' সৃষ্টি সত্তার তীব্র অহংকার
আশা—আলোর পথ চেয়ে কঠিন নিষ্ঠাবান
কিন্তু শঙ্কা থেকেই গেল আকাশখানা কালো
নিশাক্রান্ত অমাবস্যার দুর্বিপাক এলো
সাথে এলো পাগলা ঝড়ের নষ্ট প্রতিনিধি
হারিয়ে গেল আমার মনের স্বর্ণ সম্পদ
তখন আমার মনের মধ্যে মৌল নিরবতা
ভাবতে বসি নিরাসক্ত অসাধ্য প্রবণতা
জানি আমি সত্য শুধু আত্ম-পরিক্রমা
ইচ্ছা ছিল মূর্তবায়ু হজম করে নেবো
কী যেন কী পাই নি বলে তাপ পরিতাপ ছেড়ে
নিখিল বিশ্বে স্বজন খুঁজে নেবো
তাই-বা-কৈ পেলাম কোথায় শূন্যতে কৌতুক!
কীসের জন্য হাতড়ে বেড়ায় তপ্ত মনের ঘর
ঘরশূন্য স্মৃতিই শুধু দুঃখ চিরন্তন!

শিক্ষা- বি.এ, বি.টি
পেশা-শিক্ষকতা

ফিরো এসো

কামাক্ষ্যা প্রসাদ বিশ্বাস

এদিক ওদিক সেদিক
ঘুরেছে অনেক দেশ
আর নয় ফিরে এস প্রিয়
জোছনা নেমেছে দেখো মাটিব দাওয়ায়।
লতায় এসেছে কুঁড়ি
ফুটে যাবে ফুল
পেতেছি আসন বুকে
লগ্ন হও তুমি।
বাতাসে দুলছে জল
আকাশে উঠেছে চাঁদ
হাতে হাত রাখো প্রিয়
চোখে রাখো চোখ।
দুচোখে জেগেছে প্রিয় সুনীল সাগর
এই ঠোটে চোখ নাক
চেয়ে আছে পথ
ফিরে এসো তুমি।

কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

বিজ্ঞাপন

কৃষ্ণা ভৌমিক

বিজ্ঞাপনে
নিজেকে মেলে দেয় নারী
পর্দায় ভেসে ওঠে অন্য মুখ
যে কিনা আধুনিকা
শুচিস্মিতা

মিডিয়ার করায়ত্ত
হে বাণিজ্য সভ্যতা
তোমার মূলধন নারী

হে শিক্ষিতা নারী
তুমি তোমার বিরুদ্ধে
ভুল প্রতিবাদী হয়ে
প্রতিদিন ভেঙে ফেলছো
তোমার ব্যক্তিত্ব।

পেশা- চাকুরী

ফিরে যাওয়া

খগেন্দ্রনাথ ঘোষ

যেতে হবে—
কোথায় যেন যেতে হবে,
জানা তো হলোনা।
জানো নাকি—
কোথায় যেন যাওয়ার ছিলো,
তুমিই বলো না।
জানে শুধু নদী
মেঘ হয়ে ঝরে পড়ে,
নদী হয়ে বয়ে যায়
সাগরসঙ্গমে।
এসেছি যেখান থেকে
সেখানেই ফিরে যেতে হবে
মাঝখানে বয়ে যায়
    অনন্ত সময়।।

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

গুরুদক্ষিণা

খুরশীদ আনোয়ার

হিমকামড়ের দাগ লেগে আছে আমৃত্যুর ক্ষতে!
দীর্ঘ ন্যুব্জ আর কতকাল আপনার দেরাজের কাছে?
পদ্য-জঞ্জালের পাহাড় উঠেছে কবি-ময়নার
ওপর। আপনি সে কী নির্বিকার যাজকের শুভ্র তথাস্তু?
সম্পাদক সমীপেষু,
প্রকাশক নন আপনি, স্বয়ম্ভু পুরুষ এক পদ্যেশ্বর
একটি কবিতা মুদ্রণের জন্য
আমার তর্জনী কেটে মহার্ঘ রাখছি আপনার পদতলে।
এ আমার গুরুদক্ষিণা, প্রতিভা অঞ্জলি।
মনে পড়ে? একলব্য তার বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে রেখেছিল
দ্রোণাচার্যের পায়ে, ক্ষতি কি
আমিও রাখছি এই চৌকস তর্জনী
রাজসিক তরবারিতলে।

আমার বিশ্বাস, এখনও দুর্দান্ত শক্তি আপনার কর্তনসুন্দরে...
আমাকে কুটি কুটি করে ওড়ান আকাশে
ভাসান নদীর জলে, আমি এক অচ্ছুত শ্রেণীজ লোক বলে

এ আমার নিহত তর্জনী কবিতার গোলাপ ফোটাবো না
যে রকম একলব্য অর্জুন অনতিক্রমণ ভালোবেসেছিল।

জন্ম- কোচবিহার
শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- শিক্ষকতা

মিছিল

গোপাল চন্দ্র দাস

ভেড়াদের সর্দার ডেকে বলে সবারে,
এপাড়ে খাদ্যাভাব চলো যাই ওপাড়ে।
জাতীয় সড়ক-পথ হয়ে যাব পাড়,
যেই পথে গাড়ি-ঘোড়া চলে সারে-সার।
মেষপাল একসাথে নামে রাজপথে,
দুই পাশে গাড়িগুলি থামে শতে শতে।
চালক বাজায় হর্ণ কানফাটা রবে,
তোয়াক্কা করে না তারা চলে কলরবে।
প্রাণভরে ভেড়া-শিশু করে চিৎকার,
অকালে মরণ বুঝি হবে এইবার।
দলপতি হেঁকে বলে নাই কোন ভয়,
গণতন্ত্র দেশে হয় মিছিলের জয়।
মিছিলেতে কোন গাড়ি দেয় যদি হানা,
চালকের হয়ে যাবে জেল-জরিমানা।
মিছিলে ও অবরোধে কত হয় ক্ষতি,
পথেতে পীড়িত জনের হয় দুর্গতি।
মোদের বেলায় কেন, হবে অবিচার,
পশু বলে কেড়ে নেবে সব অধিকার?
বাস-লরি, মন্ত্রী-গাড়ি সব গেল থামি,
নির্দয় চালায় লাঠি পুলিশেরা নামি।

পেশা- ব্যবসা
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

ভালোবাসা

গীতা মুখোপাধ্যায়

কেমন করে জন্মালি
এত অল্প সময়ে?

বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে
তোকে এভাবে পাওয়া যায়?
তাই কি মনে উদাস হাওয়া?

সারাক্ষণ
তোর চিন্তায় বিভোর, অন্যমনস্কতা।
হায় বইমেলা
তুই আবার কবে আসবি?

পেশা- শিক্ষিকা (অবসরপ্রাপ্ত)

বকুলদিনের হিয়ালিপি

গীতা বিশ্বাস

এখনো তোমাকে খুব ভালবাসি
তুমি যে পূর্ণা তিথি।
যদিও সহসা মননে আনি না
বিগত দিনের স্মৃতি।
এত ভালোবাসা—এত ছেড়ে থাকা
খুব বিপরীত লাগে,
নিবিড় বাঁধনে জড়তার বোধ
পরশে জীবন জাগে।
বুকের ভেতরে ফুল হয়ে ফোট
তুমি তো জান না নিজে
আবছা দেখায় আলতো শোনায়
না জেনেই দাও কি যে!
চোখে চোখ রেখে দেখি না বিশেষ
কথাও বলি না তত
চোখেব পিপাসা জলে ধুয়ে ফেলি
মুছি আলাপন যত।
আমার মনের ভিতর বাহির
পড়েছ পুঁথির মত,
তুমি জানো আমি ক্ষমা করে দেব
জমা অপরাধ শত,
সেই খানে জোর তোমার ভিতর
বিনা দামে নিলে কিনে
ক্ষণিকের এক মধুর সাধনে
ব্যাকুল বকুল দিনে।

শিক্ষা- ইন্টারমিডিয়েট
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি
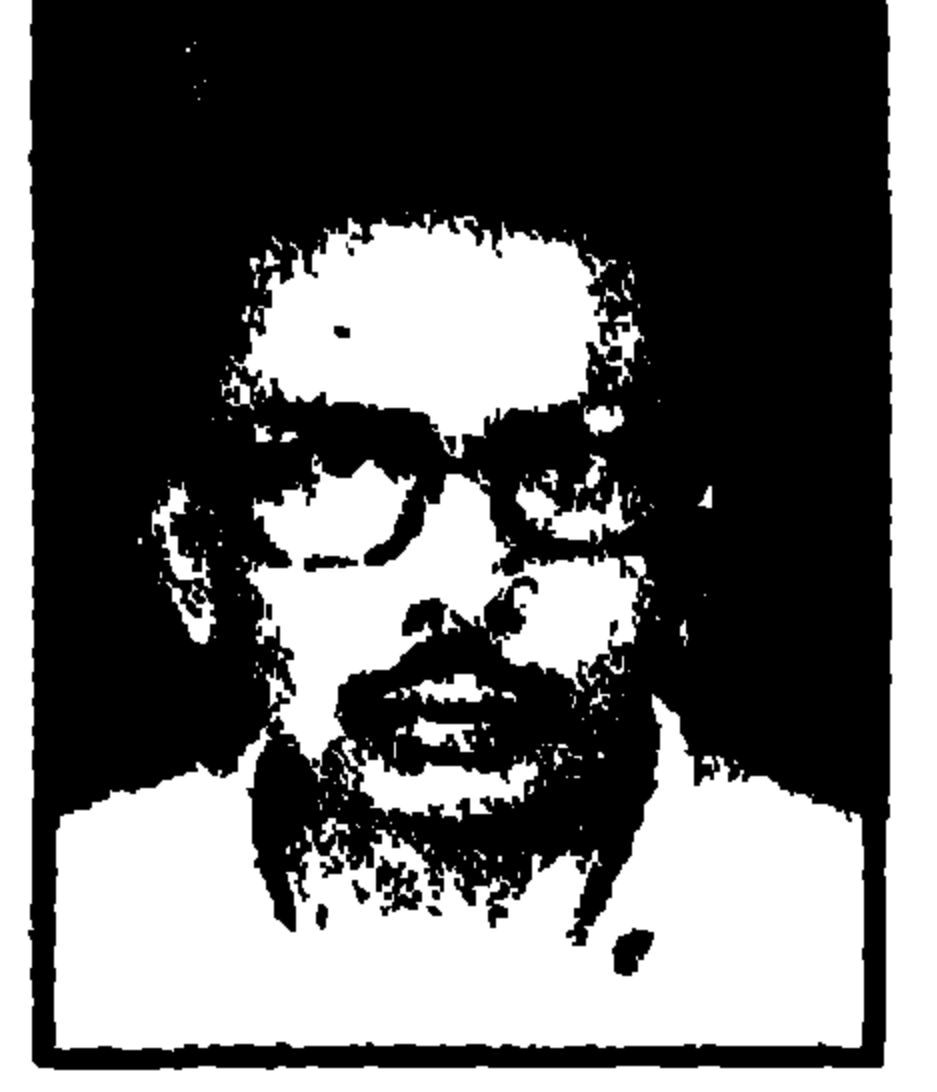
ফেরিঘাটের বিকেল

গোবিন্দ গোস্বামী

সবাই কেমন যেন এক সময় একা হয়ে যায়
হাজার মানুষের ভিড়ে
নিঃসঙ্গ আকাশের বিষণ্ণ সড়কে
পায়ে পায়ে বড়ো অসহায় দিন হেঁটে যায়
হাঁটতে হাঁটতে এক ভাঙাচোরা সাঁকোর ছায়ায় দাঁড়িয়ে
কেমন নিরুত্তাপ পাতা ঝরা বিবর্ণ কৃষ্ণচূড়ার ডালের ফাঁকে
হারানো সময়ের জন্য সজল চোখের খোঁজে
নীল দিগন্তের সামিয়ানায় বিছিয়ে রাখা হাহাকার

বড়ো একা হয়ে যাচ্ছে সবাই
উচ্ছল ঐশ্বর্যময় প্রাচুর্যের প্রচ্ছন্ন আড়ালে
এক দীনহীন ভিখিরির বেদনার্ত প্রতিচ্ছবি
শূন্য হৃদয়ের চিত্রকল্পে ভাসমান ভালোবাসা
শেষ খেয়ার পড়ন্ত আলোর ভিড়ে না-ফেরার ঢেউ গুনে
সবাই কেমন হারিয়ে যায় পরিযায়ী পাখির মতো

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি
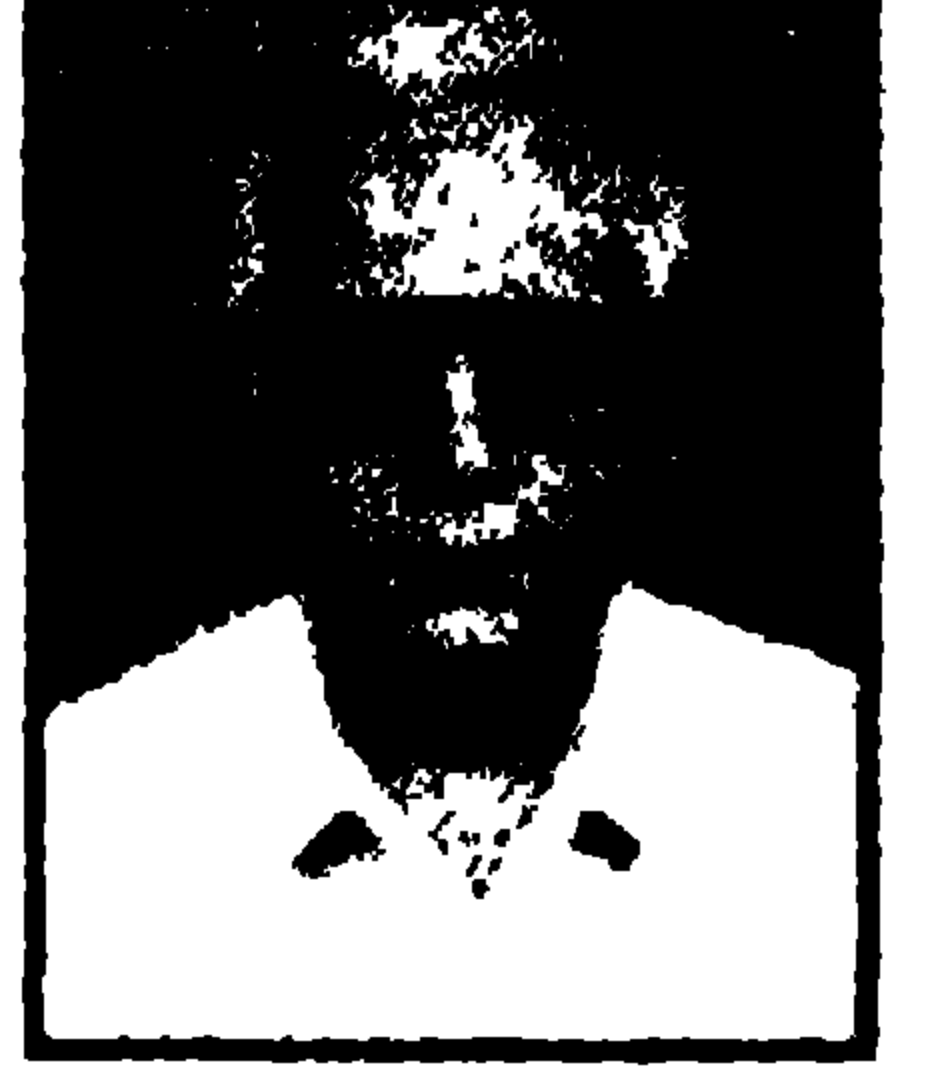
ইমারত

গৌরাঙ্গ সেনগুপ্ত

এক টুকরো ভিটেমাটি
ক্রমশ দেখি এক দুই তিন
বহুতল ইমারত আকাশ-চুম্বি হয়।

একশ' স্কোয়ার ফুট—দশ বাই দশে
ড্রইংরুম, বেডরুম এবং ডাইনিং স্পেশে
নিজস্ব আস্তানা।
সুখী কবুতরের মতো মুখোমুখি বসে
বকবক শুধু সারাদিনমান।

কখনো বা বাইরের অস্থিরতা
আছড়ে পড়ে মুহুর্মুহু ঘরের ভিতর
আচম্বিত শব্দে কেঁপে ওঠে হাড়
সুখের বাতিটি তখন
থরোথরো কাঁপে অস্থির হাওয়ায়।

বহুতল ইমারত ঠায় তবু দাঁড়িয়ে থাকে
মাথা তুলে নির্ভয়ে নিশ্চল।

এক টুকরো সকাল

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুক্ষণ আগে এই গলিতে
এক টুকরো সকাল ছিল
জানালা খুলে দিলে
এক টুকরো সকাল ঘরে এসে
সঞ্জীবনী ছড়িয়ে দিত
এখন ক্রমশ বেলা বাড়ছে
বেলা বাড়তে বাড়তে দুপুরের টুকরো-টাকরা ক্রোধ
যেন যন্ত্রণার ছুঁচ ফুটিয়ে দেয়

প্রতিদিনই এই গলিতে
কিছু নতুন সংকেত তৈরী হয়
এই সব সংকেত অবলম্বন করে
পাখিওলা পাখি নিয়ে আসে
মাছের চোখ তৈরী করতে শিলকোটাও আসে
বিক্রীওলা আসে কাগজ কিনে নিতে
আমি শুধু আমার ভেতর থেকে
সব নীরবতা মুছে দিয়ে
কিছুটা অধীর হয়ে
নতুন সংকেতে ফিরে আসতে চাই

কিছুক্ষণ আগে এই গলিতে
এক টুকরো সকাল ছিল
বেলা বাড়তে বাড়তে শুধু রুক্ষতা আসে
এর বেশি কিছু নয়।

পেশা- শিক্ষকতা

কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

জলঝড়

গুরুপদ মণ্ডল

ক্রমশ ঢুকে পড়ি ঝঞ্ঝাবর্তে
গোটা শরীর জুড়ে এখন জলঝড়
শ্বাসনালীতে জমে ওঠে হিমবাতাস
উষ্ণতার সীমানা এখানে কোথায়!

কেউ কী একটু আগুন দিতে পারো
গন্নগনে আগুন

দুহাতে সেঁকে নিই এই থরথরানি দেহ
কোথাও নেই এক ঝলক দিনের দুপুর

তুষারঝড়ে পড়ে থাকে অনঢ় পাথর...

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

সেই থেকে

গোপা আচার্য

নদী থেকে একটা বাতাস এসে বলেছিল—
'ঢেউ গোনো।'
সেই থেকেই চলছে হিসেব-নিকেশ।

বাতাস থেকে একটা বীজ এসে চেয়েছিল—
'রোপণ করো।'
সেই থেকে ঘেঁটে যাওয়া জল-মাটি নিয়ে।

আকাশ থেকে একটা নক্ষত্র এসে হেসেছিল—
'আলো জ্বালো।'
সেই থেকেই সলতে পাকানো।

পাখীর কণ্ঠে সুর এসে গেয়েছিল—
'ভালোবাসো।'
সেই থেকে হাত বাড়িয়েই যাওয়া।

বৃক্ষ থেকে ফুল হেসে ঝরেছিল—
'মালা গাঁথো।'
সেই থেকে গাঁথা আর গাঁথা।

কাকে যে পরানো—এখনো জানি না।

অলীক মৌচাক

গৌতম ভট্টাচার্য

তোমাকে দিয়েছি অনায়াসে
হৃদয়ের সাবলীল জেগে ওঠা,
সুন্দরের মুগ্ধ আবিষ্কার—ক্রমান্বয়ে
গূঢ় আকর্ষণে কাছে আসা, গ্রস্ত হওয়া,
আর—প্রথম সংরক্ত উচ্চারণ,
দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, দূরে গিয়ে
ভয়ে ভয়ে থাকা, অসহায় ক্রোধ
স্ফীত অভিমান, ভুল বোঝাবুঝি,
খোলামকুচির মতো ভাঙা প্রতিশ্রুতি,
রক্তের মিশে যাওয়া অপমান—
গোপন জনন-ইচ্ছা, ভুল ছন্দ,
শব্দ নির্বাচন—তোমাকে দিয়েছি সব।
প্রতিদানে তুমি আকাঙ্খা ও অতৃপ্তির
অনন্ত দহনে আমাকে অস্থির করো—
নিষিদ্ধ এলাকায় নিয়ে গিয়ে
ছেড়ে যাও কঠিন কৌতুকে, আর
নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে লক্ষ্য করো
গোলক ধাঁধায় ঘেরা জটিল জঙ্গলে
কেমন উদভ্রান্ত এক আচ্ছন্ন আতুর
মগ্ন মৌমাছির মতো আনমনে
শ্রান্তিহীন গড়ে তুলতে থাকে
কোন অফুরান অলীক মৌচাক।

শিক্ষা- উচ্চমাধ্যমিক
পেশা- ব্যবসা
কাব্যগ্রন্থ- ৭টি

শস্যদানার দিকে

গোপাল কুম্ভকার

শস্য দানার দিকে হেঁটে যায় পাখিদের পা
সূর্য ওঠার আগেই
মানুষেরও পায়ে পায়ে বেজে যায় রুটির ঘুঙুর
এ ভাবেই থোড় বড়ি খাড়া
জীবন আর আয়ু বড়ো পাশাপাশি হাঁটে।

দুপুর গড়িয়ে সূর্যাস্তের দিকে হাঁটতে হাঁটতে
দু'পায়েই রক্তপাত
পথ তো ফুলের মোরামে ঢাকা নয়!

নদীর আবহে যে সুর ঝরে পড়ে
তাতে কি স্ফুটিত নয় সাগরের স্তব?
স্মৃতির সরণি বেয়ে হাঁটে চেনা মুখ
মৃত্যুর পদধ্বনি কাপুরুষ প্রায়শই শোনে।

শস্যদানার দিকে চলে যাচ্ছে পাখিদের পা
ভাত ও রুটির দিকে বেঁকে যাচ্ছে মানুষের পা
এ ভাবেই গড়িয়ে যাচ্ছে সুবর্ণ গোলক।

গ্রন্থ- ১টি

কবিতার ঠিকানা

গোবিন্দ সামন্ত

আহ্নিক গতির ব্যাকরণ মেনে
সন্ধ্যা তখন রাত্রির গহ্বরে
উলঙ্গ নির্মেদ আকাশ—নিটোল চাঁদ
জলে ডুব দিয়ে উঠে আসা যুবতীর মতো
শিশির স্নানে গাছেরা নিবিড় হয়
রাত্রির কাছে, রাত্রির মিলন সঙ্গমে।

ঘোষ-বোস-দাশ অথবা প্রতিবেশী ছাদে
হয়তো ছিল কোন উৎসুক মুখ—
দেহ মনে সংগ্রাম, বাইরে সংগ্রাম, সংগ্রামী মানুষ
তখন কি আলাপের সময়
উত্তরের পাহাড় ডাকে
মৌসুমী সাগর

নিঃসঙ্গ প্রকৃতির শেষ হয় প্রতীকী প্রতীক্ষা
আলোর মত সে অমোঘ সত্যের মুখোমুখী আমরা

বর্ণমালাই সব কবিতার ঠিকানা
দর্শন, বিজ্ঞান, জীবনের সব তথ্য
ন্যুব্জ, নতজানু হয় সেখানে।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
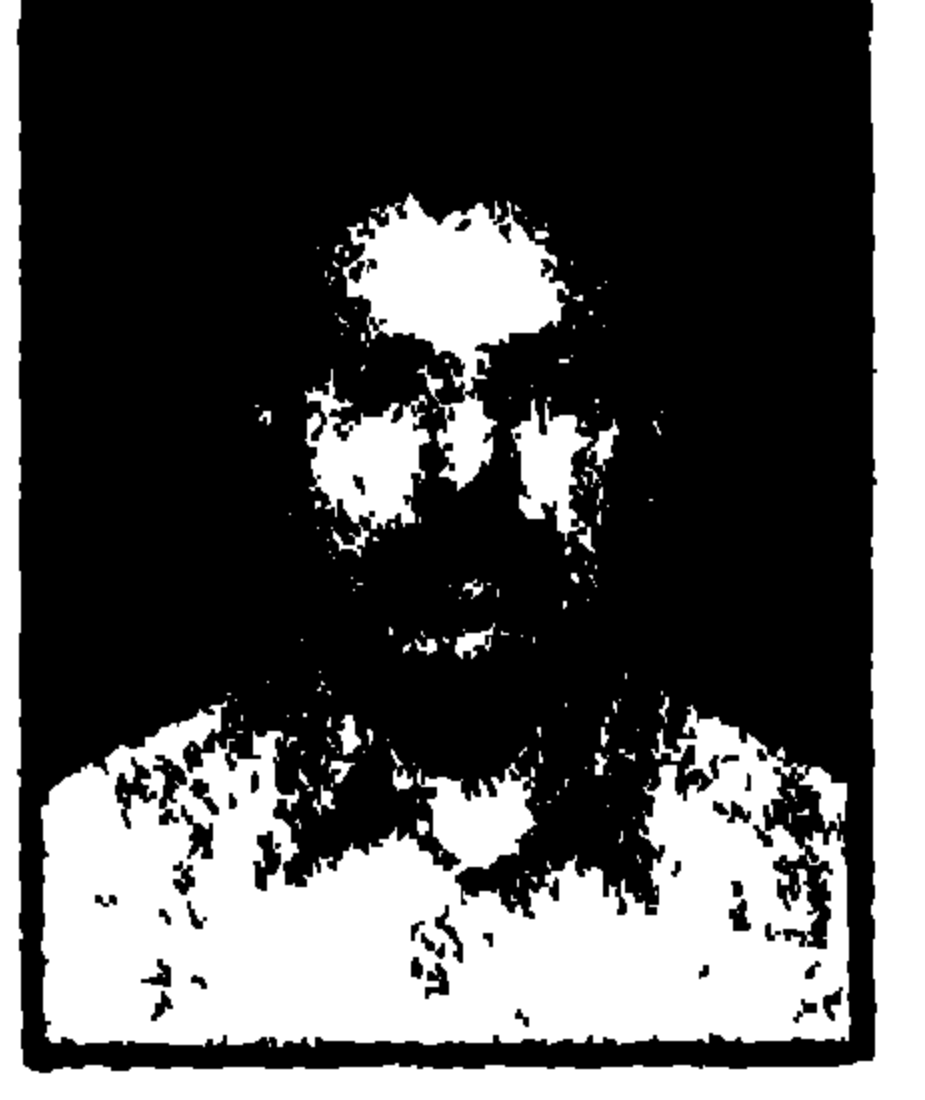
আমলাশোল

গৌতম চক্রবর্তী

বুড়ো জ্যোতিষী বলেছিল—
দ্যাখ কালো মেয়ে তোর কোল মোছাটা—
সূর্যি হবে।
কালো মেয়ের কোল মোছাটা
সামাজিক ব্ল্যাকহোলে পড়ে
শুকিয়ে শ্মশানে গেল।
এখন, আধপাগলী মোড়ের মাথায়
বসে বিড় বিড় করে নিজের মনে।
একদিন ঝাঁপিয়ে পড়লো সে
দেখামাত্র বুড়ো জ্যোতিষীর ঘাড়ে।
'ছাড় আবাগী ছাড়—যা বলেছিলাম
তাই হয়েছে—তোর কোল মোছাটা
সত্যিকারের সূর্যি হয়ে
মানবিকতার মুখ পুড়িয়েছে
একুশে আকাশ চেরার যুগে';
বুড়োর বগলদাবার খবরের কাগজগুলো
উড়ছে তখন বাতাসে
সাক্ষ্যহীনের পাখনায়।
গ্রীষ্মমান অরণ্যে সেদিন দেখতে পাইনি
দম্ভ তারুণ্যের কোনও শিমূল বা পলাশ
যা দেখতে পেয়েছিলাম—তা কেবল,
রাস্তা জ্যাম ট্রাফিক আর শ্বাসরুদ্ধ ধোঁওয়া।
চলবার পথ নেই—বাঁচবার শ্বাস নেই
বিচারের ভাষা নেই।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

গল্পোটা কেউ জানে না
গোপা ঘোষ পালচৌধুরী

আমি বার বার খুঁজে বেড়াই ওকে নিদ্রায় ভ্রান্তিতে অনবসরে,
এক নির্বাক পৃথিবীতে।

তুমি বলেছিলে ক-ত কথা
সেই হাজার হাজার বছর ধরে,
শেষ হয়নি আজো,

মধুর সঙ্গীতে ভরে ওঠে আকাশ
সেই একটিই তারা মুছে দেয় কালো মেঘ,
যন্ত্রণা যত,

আমি পথ হাঁটি নিঃশব্দে
মানুষের ভিড়ে,
আমাকে দেখে না কেউ।

ওরা ভীষণ ব্যস্ত তাই
ভীষণ ক্লান্ত
ওরা গোনে না আকাশ তারা মেঘ চাঁদ।

ওরা কথা বলে আনন্দে,
আমিও তাই,
এক রাতভর চাঁদ-নন্দিনী।

নন্দিনী হাসে খিলখিল করে,
নন্দিনী গান গায়,
নন্দিনী কাঁদে না।

ওর খুঁজে বেড়ানো দেশটা
ভেঙে পড়ে প্রত্যহ,
ওর গল্পোটা কেউ জানে না।

পেশা- সাহিত্য
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি
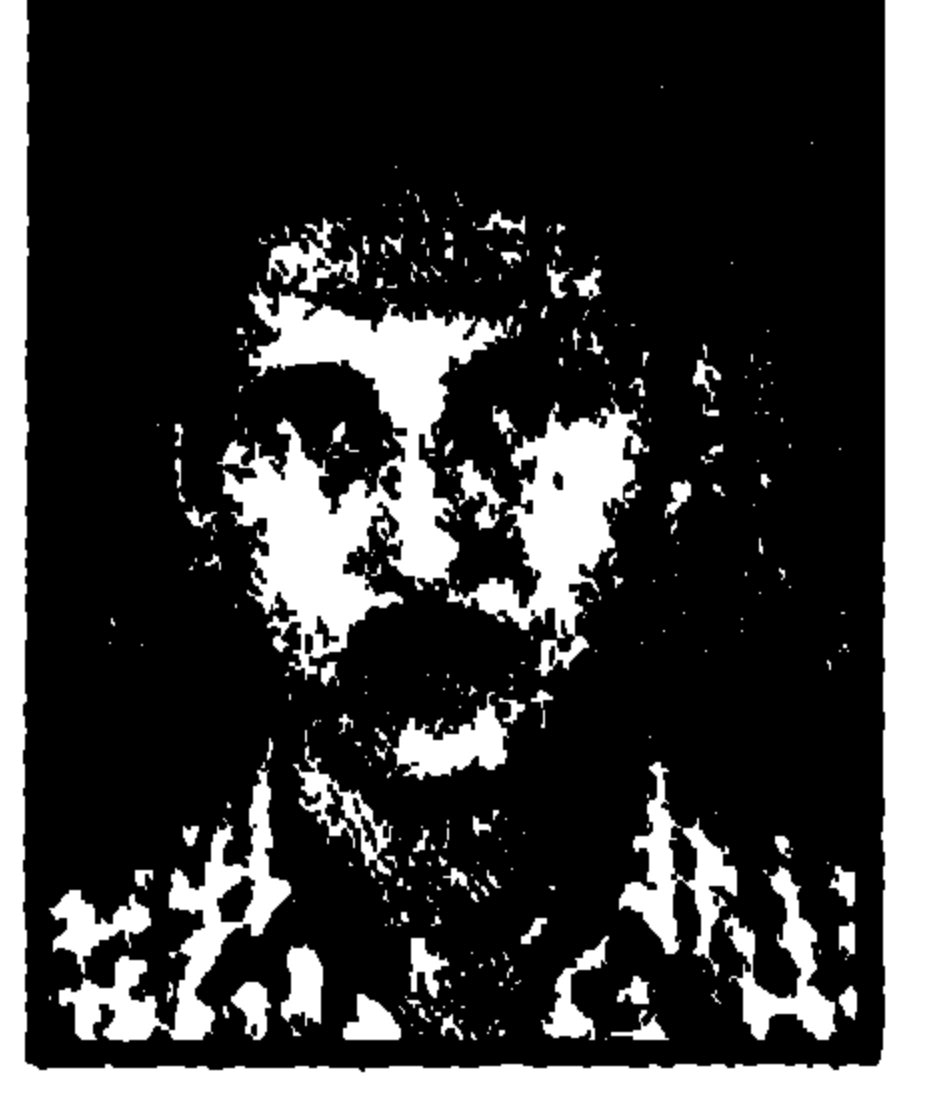
পুজোর ময়ূরাক্ষী
গোপাল রায়

ময়ূরাক্ষীর বালিতে পা ডুবিয়ে
শীতল সুখস্পর্শের স্মৃতি ছানি
সপ্তমী পুজোর ভোর নদীর গর্ভ থেকে উঠে
নাম না জানা জংলা ফুলের গন্ধ ছড়ায়
তোমার সবুজ পাড় হলুদ তাঁতের শাড়ি জুড়ে।
আমারই সদ্যোজাত সন্তানের দৃষ্টি পেয়ে
দু'হাতে ভোরের রেণু মেখে আমি অবাক হয়ে দেখি।

নদী চায় তোমার মতো হ'য়ে
তোমাকে ছুঁতে।

কাব্যগ্রন্থ- ৮টি
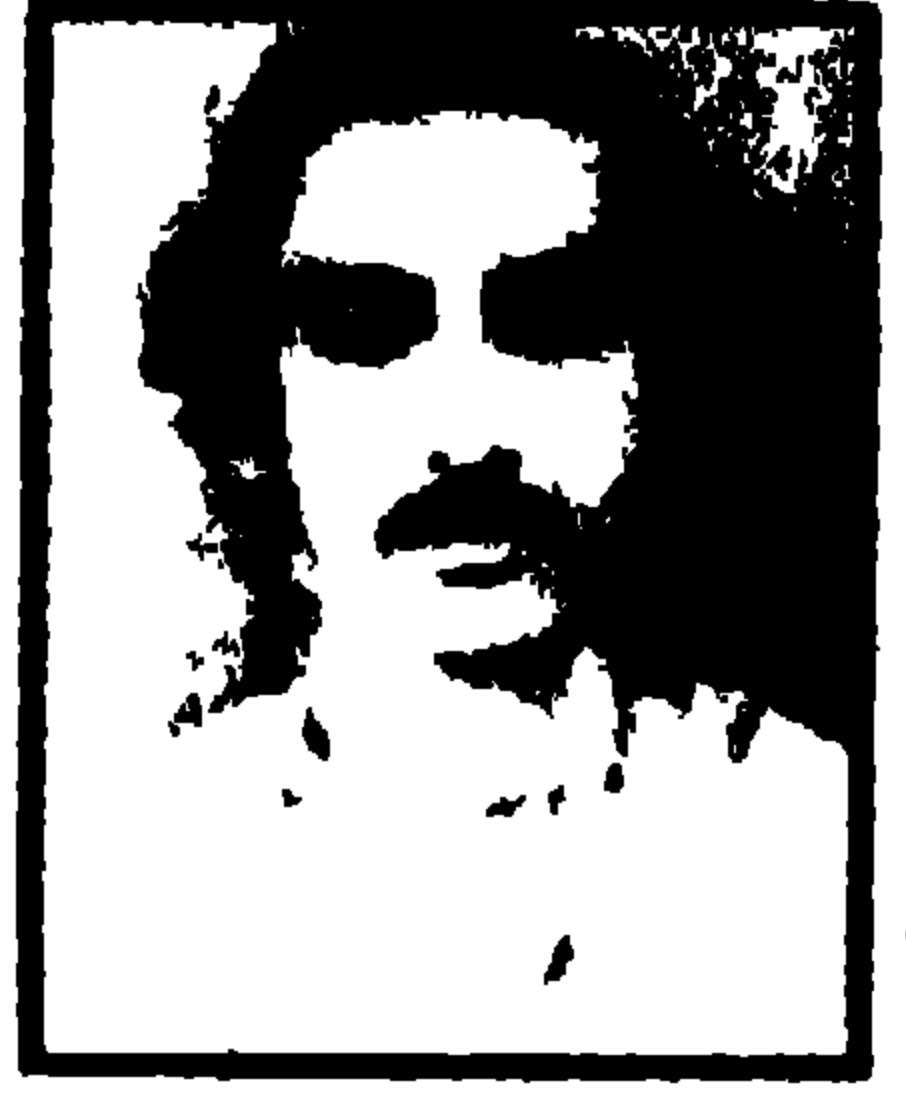
কলোসাস

গোপাল রায়

ইতিহাসে বিস্ময় তুমি কলোসাস
উদার আকাশে ব্যাপ্ত উন্নত হৃদয়
এখন লুপ্ত তার বস্তু পরিচয়
মানুষের মনে তবু থাকে ইতিহাস।
বীরশ্রেষ্ঠ ছিলে তুমি জড়ত্বের নাশ
সূর্যের আলো তাই হতো সবিনয়
কতো সুরে গেয়ে যেতো অজর অক্ষয়
ফলিত হত যে ভগ্ন আত্মার আশ্বাস।

তোমার শিল্পীর কবে লুপ্ত পরিচিতি
তার স্মৃতি তবু জাগে, বিস্ময়ের স্থিতি।

বিশালত্ব ছিলো তার মর্মে মর্মে মিশে
কালস্রোত তার কাছে প্রতি আবর্তনে
প্রণাম জানিয়ে যায় ঢেউয়ের নর্তনে
না দেখা পায়ের নিচে হারায় সে দিশে।

পেশা- চাকুরী

কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

অপরিবর্তনীয়

গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

সেই মেয়েটি যখন ছিল ছোটো
আমি তাকে একটি পুতুল
উপহার দিয়েছিলাম।
পুতুল খেলতে খেলতেই—
মেয়েটি বালিকা থেকে
যুবতী হল;
তার জীবনে এল বর্ষা এবং বসন্ত।
চন্দ্রকলার মত ক্রমশ—
বাড়তে বাড়তেই—
তার জীবনে এল হাজার পরিবর্তন।
একদিন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি;
এবং একটি কালো নুড়িকে সাক্ষী রেখে
দাঁড়ালো সে ছাদনাতলায়।
তারপর বহুদিন কেটে গেছে;
বসন্তও ফুরিয়ে গেছে তার
জীবন থেকে;
যুবতী থেকে সে আজ জননী।
আমি কিন্তু সেই আমিতেই
রয়ে গেছি;
আমার দেওয়া পুতুলটা—
এখনও ঠিক আগের মতই আছে।
এখন পুতুলটিকে নিয়ে খেলা করে
আর একটি মেয়ে;
"সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।"

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

মাতৃরূপেণ

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

ধোঁয়া ওঠা একটা চটচটে জ্যৈষ্ঠ
        আরও এক কদম বর্ষার দিকে।
ক্লান্ত লাল সূর্যটাকে ছুটি দিয়ে
        পুরো চাঁদটাই ইজারা নিল
বিমর্ষ পৃথিবীর।

হলুদ আর লাল ফুলের
ঝুমকো মাথার গাছগুলোকে
        হালকা আদর করে
বাতাস বলল, আমি আছি।
নারকোল মাথার চুলগুলোকে নাইয়ে
সোনালি জ্যোৎস্না বলে, আমিও।

বসন্ত প্রেয়সী সন্ধ্যা এখন যেন মা।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চিত্রশিল্পী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

বয়স

গীতা কর্মকার

তোমাকে দেখিনি
তোমার তীক্ষ্ণ শিস্ শুনেছি
লেবুপাতার আড়াল থেকে
যদি কার্ণিশে দাঁড়াতাম কিংবা
রান্নাঘরের জানালায় হয়তো বা দেখা যেত
কিন্তু না, খোঁজ হারিয়ে গেলে আমার জন্য
কি থাকবে দোয়েল,

আকাশে মেঘ জমতে শুরু
করেছে হয়তো ভাসাবে। হয়তো কেন ভাসাবেই,
এত সব ভাসমান ইতস্ততঃ জীবন যাপন
এত সব কৌটিল্য বিধি পেরিয়ে জেগে থাকবে কি
আস্ত একটা লেবু ডাল?

পথের দুধারে অস্থায়ী অতিকায় প্রাসাদ।
আলোকসজ্জা। জনতার ভিড়ে মিচকে
শয়তানির মত লোডশেডিং। অন্ধকার
থেকে জেগে উঠে আবার অন্ধকারেই
ছুটি। বিশ্বস্ততা 'কু'গায়। ঠিক মত আলাপ
শুরু হবার আগেই খরচ হয়ে যায় আস্ত আয়ু।

তির্যক পথেই ডানা মেলবার দায়।
পথ ছেয়ে ক্রমশঃ পা-পথে সরে আসছে
দুর্ঘটনা। মুখোশগুলো দিন দিন কত উন্নত
ক্রটীহীন। ভূমিষ্ঠ দিন ফেরবার আয়োজন
করে। যারা অপেক্ষা করেছিল তোমার জন্য
তারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে।
আগামী সকালের জন্য জমিয়ে রাখছি
পক্ষীপ্রলাপ, দোয়েলী শিস্ কথোপকথন।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ৭টি

দ্রাক্ষাদাহ

গৌতমকুমার দে

দ্রাক্ষাফলে নিষেধ নেই তবু
এই রাত্রি নিষেধাজ্ঞার—
পূর্ণপাত্র ওষ্ঠে নিয়ে বিবসনা পরীরা
খুলে রেখেছে আলোর ঝালর।

ছদ্মবেশে বুঝি ভ্রমর ফিরেছে
উদ্যানে নেই প্রজাপতি-ফুল।
জলসাঘরে হাতে হাত রেখে
অন্ধকার চিনে নিচ্ছে নির্ভুল।

জিরাফের পেট চিরে সেই মানুষ
ফিরে যায় আদমের কাছে
দ্রাক্ষাফলে নিষেধ ছিল না তবুও
ভালোবাসা ঘাস হয়ে পড়ে আছে।।

পেশা- ব্যবসা
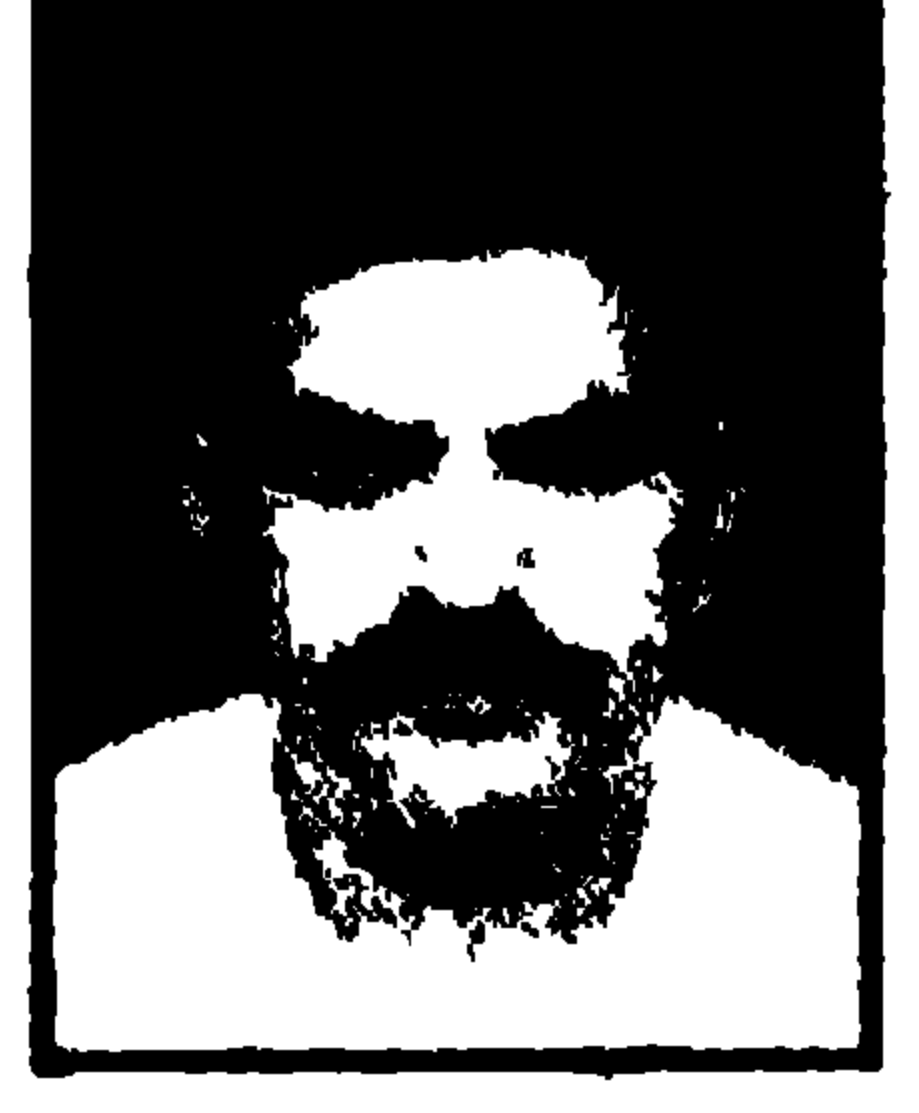
যাবে নাকি

গৌতম চৌধুরী

আমি যাচ্ছি...
তুমি যাবে নাকি
আমার সঙ্গে
গাজনের মেলায়।

আমি যাচ্ছি
তুমি যাবে নাকি !
আমার সঙ্গে—
এই নগর অসভ্যতা
প্রতারণার ছলচাতুরি
দুপায়ে মাড়িয়ে
সত্যি সভ্যতার দেশে
নীল আকাশ আর
ঝলমলে রোদ্দুরের খোঁজে...
যাবে নাকি!
মাঠ-ঘাট, নগর পেরিয়ে...
আমি যাবোই
তুমি যাবে নাকি!

মেঘসংবাদ

গালিব ইসলাম

ক্রুদ্ধ নৈঋত থেকে হে বৃষ্টিতাড়িত
সকালবিকেল একবার ঘুরে দাঁড়াও, প্রহর
থমকে আছে দ্যাখো শ্রাবণপ্রবাহ কীভাবে ঝুঁকেছে
বৃষ্টিকালের মরমিয়া শস্যসীমার দিকে

নৈঋত রয়েছে কি অবিশ্বাসে, রিক্সঅলার
টুনটান শব্দে, অভিমানে?

এসো টুকে রাখি অন্য জীবনের কথা
এসো ঘুমসীমা প্রত্যহ কাটাই, যাপনের একালে
কোথায় পালাবো

শ্রমবণ্টন সন্ধ্যায় নদী কি ফলকচুম্বন
সেরে নেবে এখনই? দারিদ্র্যসীমার ওপার
থেকে তৃষিত মেঘ হয়তো
সেই সংবাদই দিয়েছে।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- শিক্ষকতা

মিছিল
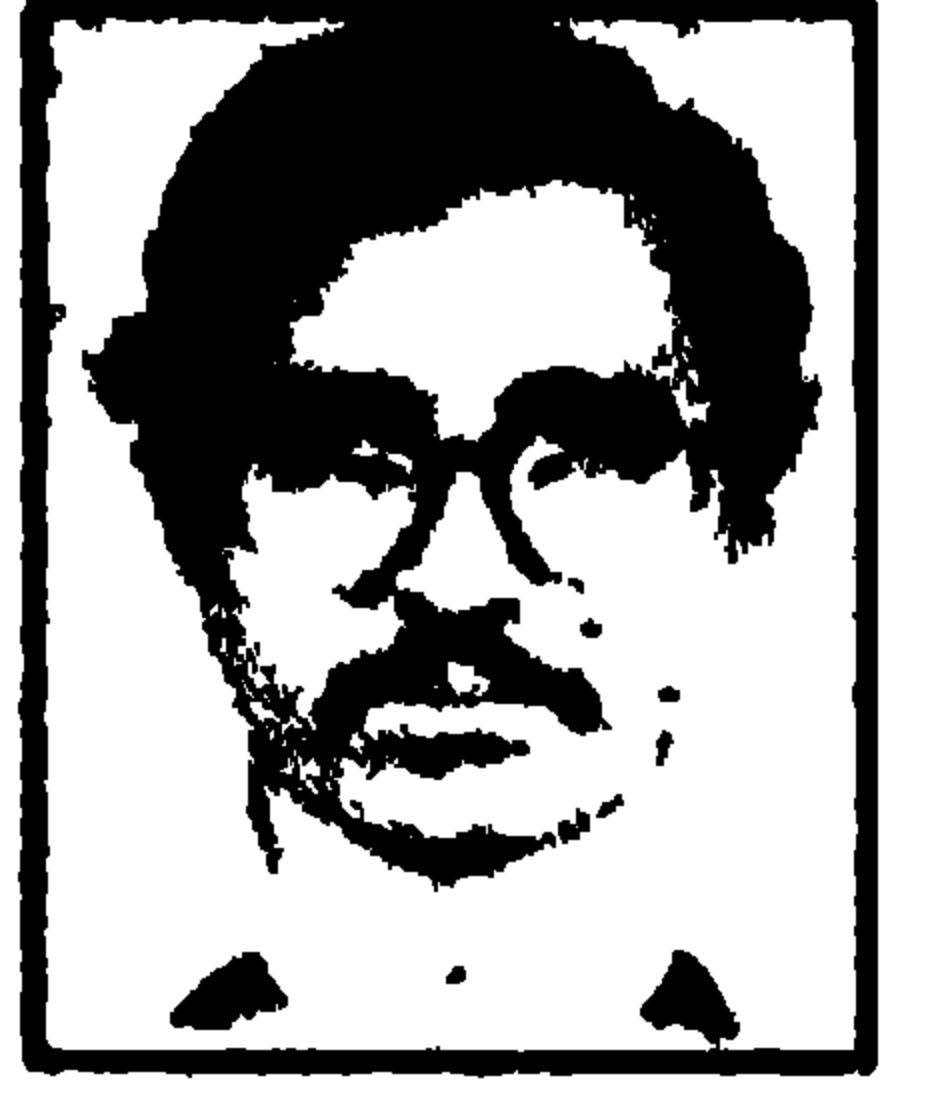
গোপালচন্দ্র দাস

ভেড়াদের সর্দার ডেকে বলে সবারে,
এপাড়ে খাবার নাই চলো যাই ওপাড়ে।
জাতীয় সড়ক-পথ হয়ে যাব পার,
যেই পথে গাড়ি-ঘোড়া চলে সারে-সার।
মেষপাল ঢেউ হয়ে নামে রাজপথে,
দুই পাশে গাড়িগুলি থামে শতে শতে।
চালক বাজায় ভেঁপু কানফাটা রবে,
বেপরোয়া গড্ডল চলে কলরবে।
প্রাণভয়ে শিশু করে ম্যা-ম্যা চিৎকার,
অকালে চাকায় বুঝি চায় প্রাণ তার
দলপতি হেঁকে বলে নাই কোন ভয়,
গণরাজ দেশে হয় মিছিলের জয়,
মিছিলের পথে কোন গাড়ি দিলে হানা,
চালকের হয়ে যাবে জেল-জরিমানা।
মিছিলে ও অবরোধে কত হয় ক্ষতি,
পীড়িত জনের হয় বহু দুর্গতি।
ভেড়ার বেলায় কেন হবে অবিচার
পশু বলে কেড়ে নেবে সব অধিকার?
বাস-লরি, লাল-আলো-গাড়ি গেল থেমে,
হঠাৎ চালায় লাঠি পুলিশেরা নেমে।

কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

মুক্তি

গণেশ ভট্টাচার্য

দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল কে যেন
আমি বললাম, খুলছি—

তারপর দরজা খুলে দেখি
কেউ নেই!

অনেক পরে সুমিতা বলল,
        কিরে, দরজা খুললি না?
ওর জিজ্ঞাসায় মিশে ছিল এমন এক মোহ
আমি অবাক হলাম; একটু উষ্ণ হাওয়া
আমাকে ছুঁয়ে দূরে কোথাও চলে গেল
অসীম শঙ্খের মতো বেজে উঠল বাতাস...

আমি বললাম,
        দরজা খোলাই রেখেছি
        সেই দরজা দিয়ে ঢুকে পড়তে পারে
            যে কোনও সত্যিকারের মানুষ।

শিক্ষা- বি.কম, বি.এ
পেশা- ব্যবসা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

ফ্ল্যাটবাড়ি

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা এবার এক ফ্ল্যাটবাড়ি চলে যাব
ঝিকিমিকি
যেখানে কুয়াশা সরিয়ে তুমি চিনে নেবে আবাসনের রঙ
যেখানে জামরুলের ডাল ছুঁয়ে ছাদ থেকে হাত বাড়ানো
যাবে না কোন দিন।
সুদীর্ঘ পথ হেঁটে পথের নিশান্তে বসে কোন যাযাবর
বিশ্রাম নেবে না আমবনে

এবার আমরা এক ফ্ল্যাটবাড়ি চলে যাব
জোনাকি
যেখানে আলোর ঐরাবতে ফুঁসে উঠবে আমাদের মন
আর কলম ভাঙবে প্রলয়ঙ্কর যাপনে
নিজের অজান্তে যদি সাইবেরিয়া থেকে কোন পাখি
উড়ে আসে একদিন
তাকে বসার কোন জায়গা দিতে পারব না।

এবার আমরা একটা ফ্ল্যাটবাড়ি চলে যাব
পিনাকী
যেখানে বন্ধুত্ব ব্যবধান হবে
রাস্তা জুড়ে সারাদিন, সারারাত প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়ি
শুরু হয়ে গেলে তাকিয়ে দেখবো ব্যালকনি থেকে।

শিক্ষা - স্নাতক
পেশা- শিক্ষকতা
গ্রন্থ- ২টি
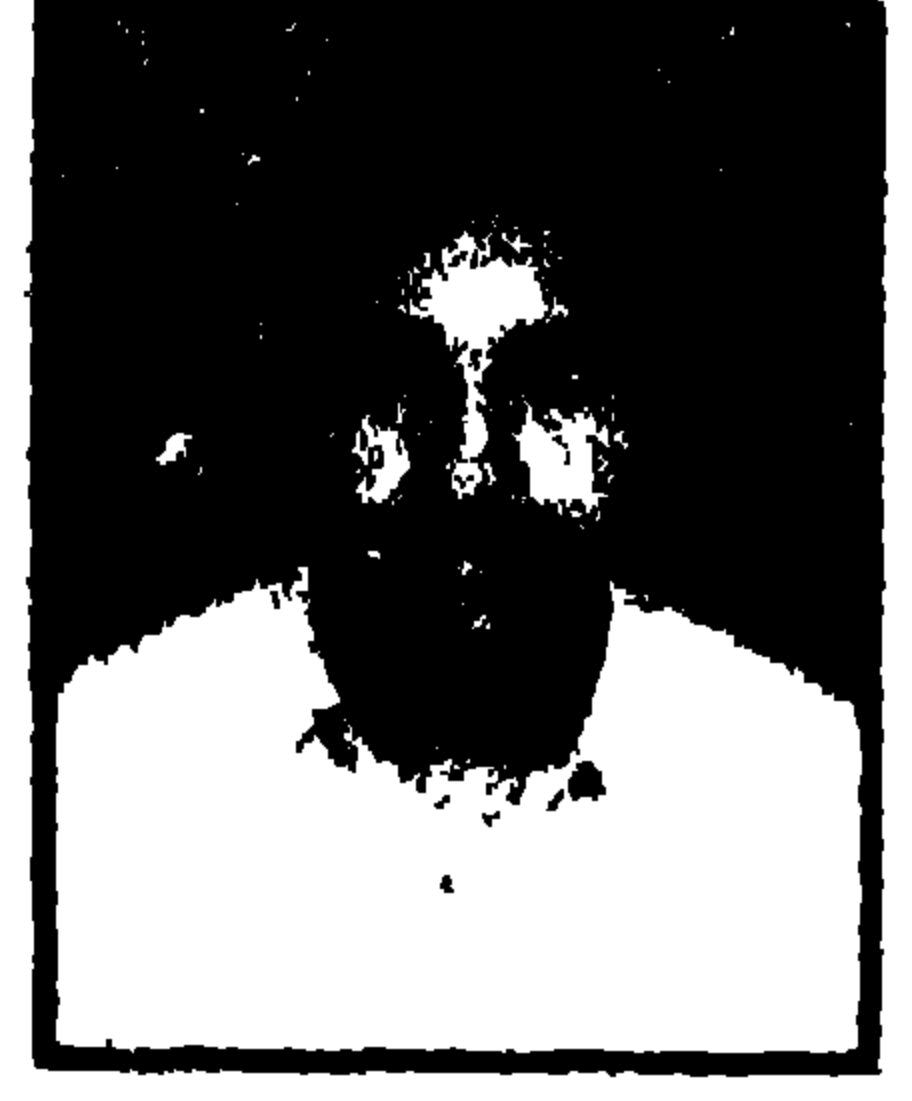
অন্যভুবন

গৌতম সাহা

কতদিন পর আজ মাদুরের গল্প শুনতে বসেছি
জ্যোৎস্নায় ভিজে ভিজে আমরা ক'জন
নীলকণ্ঠ পাখিদের থেকে রঙ নিয়ে
ঢেলে দিয়েছি
স্বপ্নের পালক থেকে কিছু জল এনে
ধুইয়ে দিয়েছি এক শুষ্ক মরুভূমি

কতদিন পরে মাদুরের সঙ্গে আরও মাদুর হয়ে
আমরা শুনব আরব্যরজনী।

শিক্ষা- বি.এ
পেশা- শিক্ষকতা
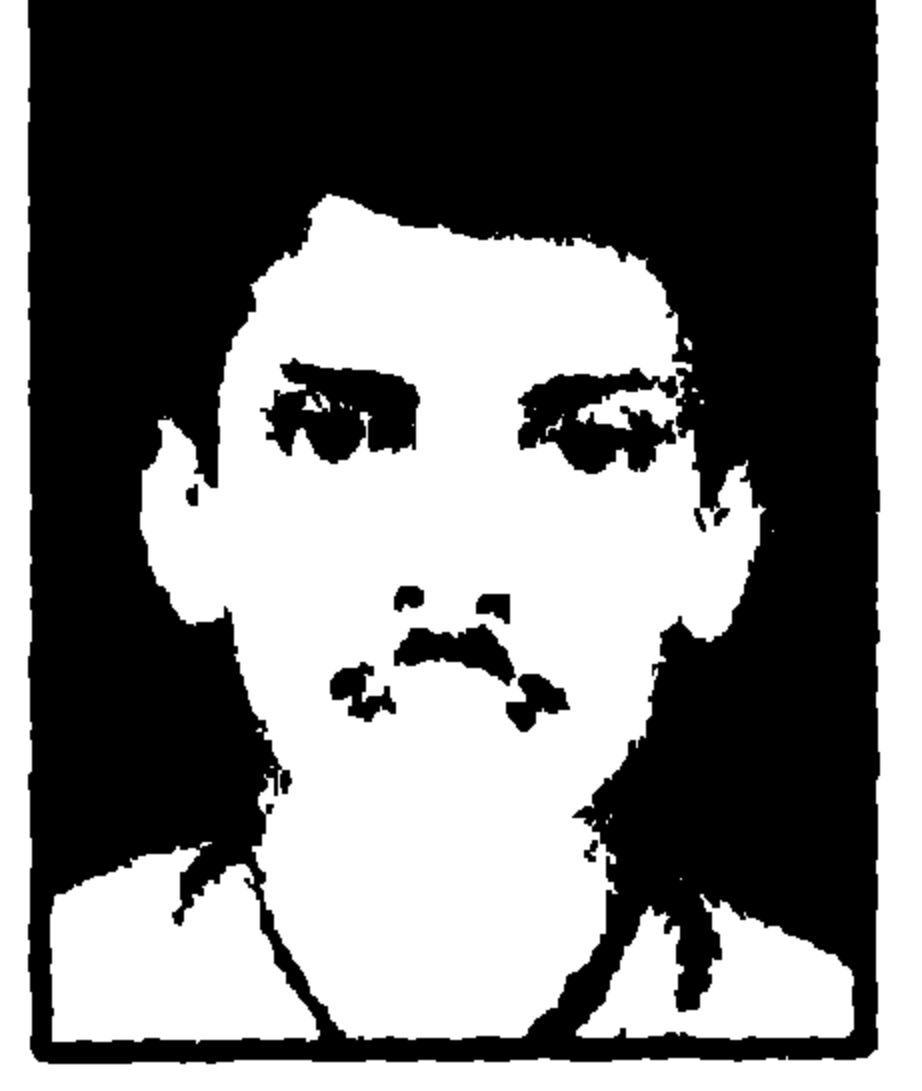
আমার হলুদ নদী
গৌতম বিশ্বাস

প্রতিটি নদীর এক একটা ইতিহাস আছে
আছে যৌবন, বার্ধক্য, জরা,
কিংবা শুরু আর শেষ,
আমার নদীটার সবটা-ই বর্তমান
সে বয়ে চলে আজীবন বসন্তে
আমার মনের গভীরে জন্ম নেওয়া
একান্ত আমার-ই হলুদ নদী।
পাথুরে সীমান্ত নয়
সবটাই শস্যসবুজ সমতল ভূমি
অজস্র জনপদ, প্রাণের মিছিল
মুঠো মুঠো স্বপ্নের ইতস্তত ঘোরাফেরা
রাতদিন, দিনরাত।
নির্জনতার শব্দ শুনতেই জন্ম দিয়েছি তাকে
যার একটাই ফেরীঘাট,
একটা নৌকা, আর
একজন-ই মাঝি।।

শিক্ষা- বি.কম

কাব্যগ্রন্থ- ২টি

পশ্চিমবঙ্গ

গোপীনাথ মহাদানী

ইংরেজি রাজনীতি, আর শহীদের রক্তে
গড়ে উঠেছে যে রাজ্য
তার নাম পশ্চিমবঙ্গ।
আমি গর্বিত হয়ে যে ভাষা বলি,
সেই বাংলা ভাষার
পীঠস্থান এই পশ্চিমবঙ্গ।
ডুয়ার্সের জঙ্গল থেকে রাঢ় ভূমিতে
গজিয়ে ওঠা সন্ত্রাস, যে ভূমিকে
কলুষিত করেছে
তার নাম পশ্চিমবঙ্গ।
যেখানে নেই রাম-মন্দির-বাবরি-মসজিদ
আছে সুকান্ত-নজরুল,
আছে মন্দিরের পূজা
আর মসজিদের নামাজ,
তার নাম পশ্চিমবঙ্গ।
যেখানে ধান আর পাট ক্ষেতে
কাজ করে নগ্ন কৃষক,
যেখানে পবিত্র গঙ্গা নদী
মনের পাপ মুক্ত করে
দেখায় উজ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন
তার নাম পশ্চিমবঙ্গ।
যেখানে পলাশী থেকে নকশালবাড়ী হয়ে
বিগ্রেডে থামে বিপ্লবের মিছিল
তার নাম—
আমার তোমার
স্বাদের স্বপ্নের পশ্চিমবঙ্গ।

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

বন বাংলোয়
গীর্বাণী চক্রবর্তী

সকালে জানলার ফ্রেমে নীল হিমাচল,
অরণ্য আবাসের সোনাঝরা দিন কেটে
যায় রোদ্দুরে ছায়ায়, বন বাংলোর
চওড়া করিডোরে স্বচ্ছন্দ আনাগোনা
উজ্জ্বল ট্যুরিস্টদের, জারুল সেগুন
বনে টুপটাপ পাতা খসে আপন খেয়ালে।

অদূর শালকুঞ্জে ফুলের সুগন্ধ
দু'পাশের ঘন ঝোপে ছুটে যায় ভীরু
খরগোশ। নালায় ছলছলায় জল
পড়ে থাকে রমণীর দিঘল সিঁথির
মতো। ড্রাইভার হর্ণ বাজায় মারুতি গাড়ির।

বনবাংলো নিঝ্‌ঝুম, শুধু বাজে কানে
অরণ্যবৃক্ষের নানা কণ্ঠস্বর।
আচ্ছন্ন করে ফেলে পল-অনুপল।
সারাটা দুপুর কেটে যায় অরণ্যের অমোঘ টানে।

ক্লান্ত বিকেল নামে দেবদারু গাছের
চূড়োয়। ঢালু মাঠ থেকে ছুটে আসে
উদাসী হাওয়া। ডানা ঝেড়ে উড়ে যায়
বিকেলের কাক, গুরুদোয়ারার দিকে।

বিকেলের জানলায় ঘোর নীল হিমাচল।

জন্ম- বাংলাদেশ
শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা

কেউ আর কাউকে ডাকেনি
গোবিন্দ দাস

বন্ধুরা বলেছিল,
একটা অন্য আকাশ দেখাবে
একদিন,
একদিন নিয়ে যাবে
অফুরন্ত ঝর্ণার কাছে
সুপেয় জলের হ্রদে
সকলেই
একদিন কবিতা শোনাবে বলেছিল
সকলের নামে
বলেছিল আশ্চর্য পাখির কথা,
সবুজ সূর্যের কথা...এবং...

তারপর বেবাক শূন্যতা
কেউ আর কাউকে ডাকেনি।

শিক্ষা- এম.এ, পিএইচ.ডি
পেশা- অধ্যাপনা
গ্রন্থ- ৬টি

রবিবারের কলকাতা

চন্দ্রা মজুমদার

কলকাতা ঘুমিয়ে আছে একপাশ ফিরে
জ্যামিতিক নকশা আঁকা দিগন্তরেখায়
সারারাত পাহারায় ক্লান্ত আলোগুলো
তাকায় ভোরের দিকে এবার বিশ্রাম।

সার সার ঝাঁপবন্ধ দোকান পসার
ভবঘুরে পড়ে আছে নিশ্চিন্ত শয়ন
গাড়ি এলোমেলো যেন পথে চলা শিশু
যাত্রী তোলে মাঝ পথে দয়াবান বাস।

ঘুমন্ত কলকাতা তবু আড়মোড়া ভাঙে
তখন ময়দানে চলে ঘাস মাটি জলে
ছোটদের বড়দের ক্রিকেটের খেলা
ক্লান্ত তুমি কলকাতা আজকে বরং
একটু বিশ্রাম নাও আরেকটু ঘুমোও

আবার সকাল হবে সূর্য দেখা দেবে
ভুল নদীতে ডুব দিয়ে সর্বাঙ্গ অবশ
বাসের হ্যান্ডেল ধরা ঝুলন্ত জীবন
ময়লার ভ্যাটঘাঁটা ক্লিষ্ট অনুভূতি।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
গ্রন্থ- ৫টি

স্বপ্ন-সিঁড়ি

চিররঞ্জন রায়

স্বপ্ন-স্তরগুলি ছুঁয়েছি এবার
এবার বিস্ময় তবে;
মানুষেরা শিখিয়েছে হিংসা
আর ভালোবাসা;—সুখ কবে?
শুধুই পিপাসা, পিপাসার ঝাঁঝ
পিপাসায় ফিরি
জীবনের সুখ পেতে; সুখ পেতে ভাঙি
স্বপ্ন-সিঁড়ি।

জন্ম- কলকাতা
শিক্ষা- স্নাতক

একদিন চলে যাব

চন্দন মুখোপাধ্যায়

মনে হয়; চলে যাই আরো—আরো দূরে
যেখানে শুধুই আছে আকাশ, ঠিকানা
লেখা নেই জীবনের। হেঁটে যাব
সীমানা ছাড়িয়ে—পথের দুপাশে
একালের স্বজন মিছিল পেরিয়ে।
শালিখের ভাসানো ডানায়
আমিও তো চলে যাব অনন্তের পারে।
বড় একা লাগে, তাই
মনে হয় ঃ ভুলে যাই
যত কিছু, সব কিছু

ফেনিল সাগর তার
ঢেউ ভাঙে বালিয়াড়ি জুড়ে—
আমি শুধু হেঁটে যাব
যেখানে আকাশ মিশে গেছে—
ঘাস ফুল ডিঙিয়ে
বাগানের বেড়া ছুঁয়ে
না-চেনা ঠিকানায়, যেখানে
মধ্যরাতে ল্যাম্পপোষ্ট ছায়া হেলে
দীর্ঘতর ভেঙে দেয়
ভিতর-বাহির রেণু রেণু করে
এমনই চলতে চলতে একদিন
ভুলে যাব জীবনের মানে
চলে যাব অদেখা সময়ে
বিছানো প্রহরে—

শিক্ষা- স্নাতক

তমসুক

চন্দন চক্রবর্তী

নিবারণ গেছে মারা
জীবন পিষতো কলমে, দলিল দস্তাবেজে
একখণ্ড জমি করেছে দ্বিখণ্ডিত
পরে খণ্ড খণ্ড অসংখ্য পাণ্ডুলিপির মতো

এলো মহারাজ, করল জমি ক্রোক
নরেন্দ্র খায় ডিগবাজি মাদারি-বাঁদর যেন
পাট্টা থাকে মহারাজের সিন্দুকে
বন্ধকি তমসুকে, ডলারের বিনিময়ে।

জন্ম- কলকাতা
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ৩টি

প্রথম লাইন

চন্দন রায়

মধ্যরাতে কী ভাবে যে একা হয়ে যাই
সে বিষয় আমি জানি না, সে জানে না, ঈশ্বর অদৃশ্য আড়াল—

যদিও এতে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই কারণ প্রত্যেকেই একা
অল্পবিস্তর দাড়ি চোয়ালের কোণে সম্পর্ক স্থাপন করলে
আমার আজন্ম একা মধ্যরাত, চেহারা বদল করে
অনায়াস চলে আসে জানালায়
চতুর্দিক খুঁড়ে প্রথম বিশ্বাস তখন করতলগত
দুজনের সৌন্দর্য কিংবা শান্তি এবং আগুন
পারম্পর্য মেনে নিয়ে, চোখ বুঁজে জলপ্রপাতের মত
ধেয়ে আসে প্রথম লাইন, আমি একা, একাতম—

চৌরঙ্গী পার হয়ে যায়
ট্রাম লাইন ধরে ছুটতে থাকে চাঁদ
জঙ্গীহানায় ব্যবহারিক জীবন, নাতিপুতি—
বড়ো বেশি অসামাজিক, বনের ভিতর আত্মীয় তোমার
চারিদিকে গাছ, গাছের ছায়া, মধ্যরাত, মানুষের ঘনিষ্ঠ মন্দির—
কাছে এসো,
আমি সহস্র মানুষের মধ্যে সফলতম একা
প্রকৃতপক্ষে একা হয়ে যাই তোমার নিস্তব্ধ গহ্বরে...

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

ভাঙ্গা চেয়ার টেবিলের

চিরঞ্জীব

ভাঙ্গা চেয়ার, ভাঙ্গা টেবিল
বাঁধভাঙ্গা মন—ভ্রষ্ট সুদর্শন
বাঁধনের আলোচনা এভাবে সাজিয়ে
বরাত চলে কতক্ষণ?

বন্য বিবৃতিতে বলিহারি ছোঁড়াছুঁড়ি
মিশ্রিত ছলাকলার
হরেক বলার কথাতে মুখ ভার
গাছ, পাতা, ফুল সদ্যই কারিকুরি
কথার প্রেক্ষিতে গড়ায় নীরবতা।

ছাইদানে সদ্য নীরব হওয়া সিগারেট
রাজনৈতিক প্যাডে ঠাস্ সমর্থন রেশ
পেপার ওয়েট বিবশতায়-সরগরম্।
কলমটা খোলা তবু ভাবনার অরণ্যরোদন
শুকনো আঠালো কালি ভয় নেই।
শুকানোর ভয় নেই, হাতে লাগার—
জঘন্য লেপ্টে যাবার ভয় নেই।
টুকরো কিছু সূত্র ঝোলানো নেগেটিভে
ভাঙ্গা চেয়ার টেবিলে ছাপ, সই বিকোয়
কোনো ভয় নেই জবরদস্ত; আত্মার মাথা কাটা
জেগে ওঠার ভয় নেই—মাথা তোলার প্রশ্ন অনর্থক
বিব্রত ব্যর্থতা নেই
বাঁধনের আলোচনার এ মুক্তি ও বাঁধন সমতুল
কোনোটাই কাজে আসে না।

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

বাঁধের ফাটল
চিন্ময়ী বিশ্বাস

ভুলপথে হেঁটে হেঁটে পদ্মপাতার জল শুকিয়ে যায়
পাটভাঙা শাড়ীর মতো বদল হয় বেঁচে থাকার গান
সীমান্ত শহর বালুরঘাট থেকে বলছি–
যেটুকু মাটি ছিল বিষবৃক্ষে ছেয়ে ফেলেছে তাকে
আর ফাটল ধরা দেয়ালে অসংখ্য শ্যাওলা-ফার্ণ-মস্
ক্রমে ক্রমে গ্রাস করছে পুরো ঘরদোর
সব দেখে শুনে বসে আছি উদাস মাঠে
কেন না তুমি একদিন বলেছিলে
এই তোর বাঁচার শীতলপাটি, মন্ত্রপুত জল।
রোগ জটিল বা সরল যাই হোক সারাতে হবে আমাকেই
সাঁতার না জানা সুখ হাবুডুবু খাচ্ছে বাঁধ ভাঙা জলে
বলো কি করে পাড়ে তুলবো তাকে।

শিক্ষা- স্নাতক, ডিপ্লোমা (সাংবাদিকতা)
পেশা- সাংবাদিকতা

অতিক্রান্ত

চয়ন দস্তিদার

দিনগুলো সরে যায়
জীবনের গায়ে শিলালিপি
সব স্মৃতি
কখনও বা আবছা থেকে স্পষ্ট
হয়
মেঘের দল পাড়ি দেয়
শহর থেকে গ্রামে
খোলা প্রান্তর তালবীথি
আর ধানমাঠ ছাড়িয়ে
আনমনা আপনজন
সবুজের সংলাপে
নবান্নে গান গায়
আত্মস্থ না কথা বলা এ দিন।

শিক্ষা- এম.কম, বি.এড
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৮টি
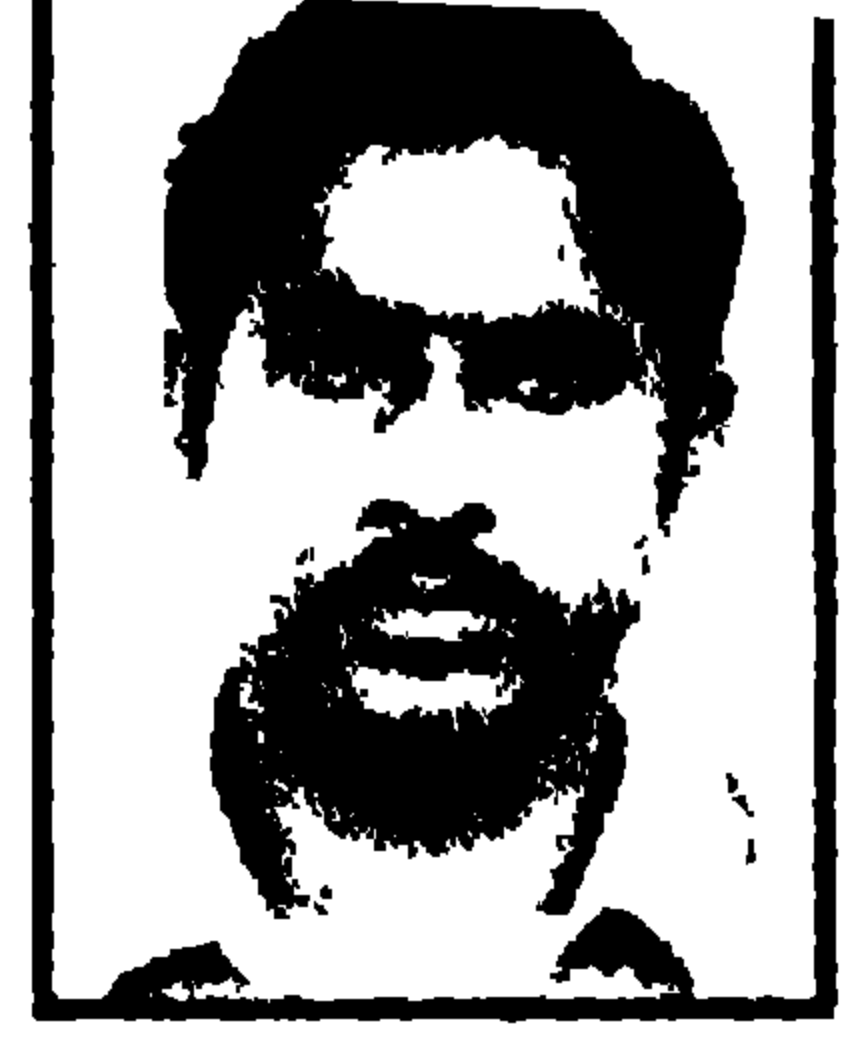
ছোট্টদের মেলা

চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র

একটা ফুল ছোট্টফুল
ভোরের বেলায় ফোটে
ছোট্ট ছোট্ট পাপড়ি মেলে
শাখায় হেসে ওঠে।
একটা গাছ ছোট্ট গাছ
ছোট্ট ছোট্ট পাতা
শিশুর কচি হাতের মত
'দাও' বলে হাত পাতা।
ধরে থাকে ছাতা
একটা নদী ছোট্ট নদী
কত কথাই জানে
সারাদিন জেগে থাকে
আমার মনের কোণে।
একটা পাখি ছোট্ট পাখি
ছোট্ট ফলে ভোজ
যেই আমাকে দেখতে পেলে
শিস দেবে সে রোজ।
ঐ ফুল ঐ গাছ-গাছালি
নদী পাখিরাই
আমার খেলার সঙ্গী
আমার ছোট্ট ভাই।

পেশা- ব্যবসা
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

সিন্ধু নাবিক

চন্দ্রিমা দত্ত

এসো নির্জনতায় দু'হাতে সঁপে দেব
নিঝুম শান্তির দ্বৈত শ্বেত পারাবত
শ্বাসে-প্রশ্বাসে বিশ্বাসে ডুব দিলে যদি
প্রগাঢ় জলঝর্ণা গান শোনাতে পারি।
ওষ্ঠের শিল্পিত খিলানের বিদ্যুৎ বাঁকে
হে সমুদ্র অপ্রতিরোধ্য হও জলোচ্ছ্বাসে
মধুঋতুর সর্পবেষ্টনীতে কাঁপুক
ঝাউ-এর সমর্পিত স্নাত অনুভব
সমুদ্র, নির্জনতম মুহূর্তে ঐ চোখে
সন্নিবিষ্ট সময়কে স্বাধীনতা দাও
বিপুল বিষাদ উৎসবের লোনা জল
আমার জন্যই থাক শ্রাবণ প্রহরে
আজ শুধু দাও—দাও গভীরে ডুবে যেতে
নিঃশর্ত অশ্রুজলের বিপ্লবী বিচ্ছেদে।
চন্দন শোভিত অধরা মুগ্ধ বিন্যাসে
এ নির্জনতা মুখর করো সিন্ধু চোখে।

শিক্ষা- এমএ, বিএড্‌ এলএলবি
পেশা- শিক্ষকতা

যার নাম জীবন

চিত্রা দাশ

শ্বেত করবীর শুকিয়ে যাওয়া ফুলের মধ্যে
তুমি এক অভিনব আবিষ্কার।
পৃথিবীর সব ভালো কথার দাম
আপেক্ষিকতায় সম্পৃক্ত।

ভোরের কুয়াশায় ভর করে
মেঘ নামে মাটিতে
সব কিছুকে ভরিয়ে দিতে চায়
নিজের অন্তরের অন্তিম চাওয়ায়।

বুনো গাবগাছের তলায় নিস্তব্ধ দুপুরে
ঝরা পাতার নীরব ভাষা,
সেখানে কান পাতলে শোনা যায়
মরুভূমির ঝড় কিংবা শুকিয়ে যাওয়া
ওয়েসিসের চরম আর্তনাদ।

দিনের শেষ মুহূর্তে নামে সন্ধ্যা মালতীর
পাপড়িতে ভর করে কিংবা
কাঁঠালিচাঁপার কুঁড়িতে।
সেখানে শোনা যায় কারো
রণিত পদসঞ্চার কিংবা অব্যক্ত
কথা, যার নাম জীবন।

শিক্ষা- ইঞ্জিনীয়ার
পেশা- চাকুরী

ঝরা পাতার শব্দে

চঞ্চল মণ্ডল

আজ আবার ঝরা পাতা
কুড়োনোর দিন।
শীতের শুরু হেমন্তের শেষ।
সেই পাতাগুলো সব
ঝরে গেছে—

যেগুলোতে হাসি ছিল,
যেগুলোতে স্বপ্ন ছিল।,

কুড়োতে হবে তাই—
ও'গুলোকে সঞ্চয় করে
ওদের স্মৃতিতে বাঁচার জন্য।

কিন্তু সেই চিরহরিৎ বৃক্ষের
পাতাগুলো এখনও ঝরেনি।
যে পাতাগুলোয় দুঃখ
আর বেদনার ছবি
দেখতে পাই আজও।।

শিক্ষা- স্নাতক

পেশা- চাকুরী

আকাশলীনা

চৈতালী ভট্টাচার্য্য

মেঘমেদুর দুপুর—
আলস ভাতঘুমে
হঠাৎ চলমানে অভিমান-ভাঙা ডাক—
"হ্যালো, কেমন আছ?"
বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ল একটা বিশাল ঢেউ।
ভিজিয়ে দিল—
মুখে লোনা স্বাদ।
জমাট বরফ
নিমেষে উধাও কর্পূরের মত,
আমি পাখী হয়ে গেলাম।

ছাদে উঠে দেখি·
মেঘশূন্য নীলাকাশ
দু-হাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকছে।

আমি রামধনু পাখা মেলে
আকাশলীনা হয়ে
ভাসি এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে,
আর হারিয়ে যাই আকাশেরই মাঝে।

জন্ম- কোচবিহার
পেশা- শিক্ষকতা

সামিয়ানা

চৈতালি ধরিত্রীকন্যা

বয়স এসে দাঁড়িয়েছে ইউরিয়া সারে
কেশমূলে জমেছে সাদা মেঘরাশি
দিনান্তে তুমি রামধনু রঙ
আমাকে বড়াই করে কি সুখ পাও

পথের ভিতর পথ কেটে আবার চলা
বারংবার আমার মধ্যে কে তুমি মোহিনী।
পারিজাত ফুল সে তো আমার হাতে নেই
তবু কোন বাণ আমাকে ভেদ করে যায়।

তোমার বরণ সামিয়ানা-স্বভাব
প্রকৃতি প্রেমিক তোমারও থাকে
কোষ থেকে কোষান্তরে জাবর কাটা
আগুন ফুলকি হাতে তোমার সিঁড়িতে পা।

তুমি ছুটে যাচ্ছ অনন্ত সীমানা
আমাকে ঘিরে এক যোগিনীর বাস
সে শুধু বোঝে
প্রথম সারির নাম হতে
গণ্ডহীন সমান্তরাল উঠে যাওয়া।

জন্ম- বাঁকুড়া
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)

এলোমেলো হাওয়া

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রোদ-কুয়াশায় আকাশ ঢাকা
জল-কুয়াশায় মাঠ
সূর্য-শিশির পাতার ফাঁকে
নষ্ট দিনের খেলা
এলোমেলো হাওয়ায় ওড়ে
পাখির বাসার কুটো
হলুদ ঘাসের শিকড় শুষে
গড়িয়ে যায় বেলা

চিলবর্ণ জলের ঢেউয়ে
মরা মাছের কাঁটা
পোড়া মাটির ধুলায় লুটায়
আহত মাছরাঙা
নষ্ট সময় বুনছে দ্রুত
দুঃস্বপ্নের জাল
ভাঙা ঘরের উঠোন জুড়ে
অন্ধকারের হা-হা
এলোমেলো হাওয়ায় ভাসে
রহস্যময় আলো
নীলকণ্ঠ পাখির ঠোঁটে
স্বর্গীয় বিষফল।

জন্ম- নদীয়া
শিক্ষা- বি.এসসি, বি.এড
গ্রন্থ- ১টি

স্বপ্ন

চপল বিশ্বাস

এখন আমার বয়স তিরিশ ছুঁই ছুঁই
এখন অনেক স্বপ্ন আমার মজ্জায় দোল খায়
রক্তে রাঙা চেরীর ঠোঁটে
বাসা বাঁধে আমার যৌবন তিরিশ
এখন তিরিশে হাজারো প্রশ্ন বুকে নিয়ে
আমি অনেকটা পথ হেঁটে চলি
এরকম স্বপ্ন খুঁজেছি অনেকদিনই।

একদিন ভালোবাসার তৃষ্ণা বুকে নিয়ে
তোমার পাশে চিবুকে হাত বোলাতে বোলাতে
কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সারারাত
আজ আর এসব তোমার ভালো লাগে না
এক যোজন দূরে সরিয়ে দিয়ে
আমাকে নিঃসঙ্গ করে তুলেছ।

রাত্রি গভীরতার সঙ্গে যন্ত্রণাগুলো
এখন সব অতীত মনে করিয়ে দেয়
একরাশ টাটকা ভালোবাসা আবার
নতুন করে ভালোবাসতে শেখায়।

অসহায় পুড়ে যাচ্ছে

চন্দ্রশেখর ঘোষ

ভাঙে জল, অলস বেদনার বেলা। সৃজনী-সেতার
সন্ত্রাস-সময়ের এজলাসে। মৌনী পাহাড়। কাঁধে চেপে বসে
দিনদুপুরের বুক। ভাঙতে ভাঙতে ভুল শুধুই ধুলোর আঁধি
উড়ে যায় স্মৃতি-পল্লব। একশো চাঁদের হাটে অবিন্যস্ত
গাজনের মেলা...

মানুষ অবুঝ বড়। নিজেকে ঠিক ভেবে আয়না হয়।
নিজস্ব রুমাল খুঁজতে খুঁজতে খুলে ফ্যালে বাঁধনের গিঁট
তখন খোলা আকাশ। নিচে তুমি। চাঁদের ঠান্ডা
আলোয় অসহায় পুড়ে যাচ্ছে ফেলে আসা দিন...

শিক্ষা- স্নাতক
গ্রন্থ- ৩টি
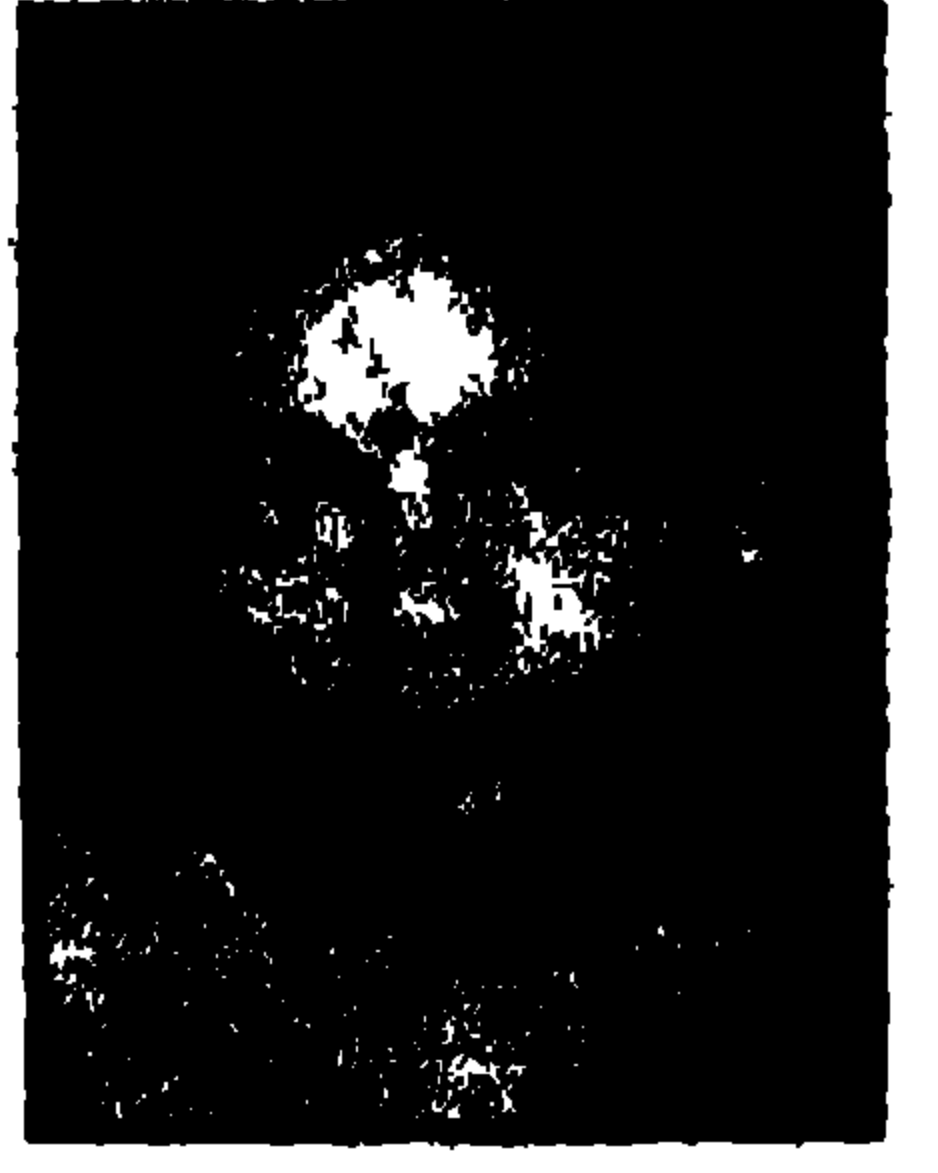
কালো দুই চোখ

ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

দুবেলা দুমুঠো ভাত
চেয়ে চিন্তে লজ্জা নিবারণ
এঁদো পুকুরে জমিয়ে ডুবসাঁতার
এই ছিলো শ্যামলা মেয়ে কমলির জীবন
তবু যেদিন পাঠশালার মধু মাস্টার বলেছিলো
তিনকড়ি তোর মেয়ের মাথাটা সাফ, লেখাপড়া হবে
সেদিন কমলির কালো চোখ ঝলসে উঠেছিলো
আরো একদিন ঐ কালো চোখ ঝলসে উঠেছিলো
যেদিন বোসবাড়ির কলকাতায় পড়া নাতি
উঠতি বয়সে পুকুরপাড়ে কমলিকে বলেছিলো
বাঃ তোর চোখদুটো তো ভারি সুন্দর!
ব্যস্ ঐ পর্যন্ত। তার কালো গায়ের রঙ দেখে
পাত্রপক্ষ শুধু এসেছে আর গেছে
বিয়ে হয়নি কমলির
আগে তো রঙ তারপরে চোখ!
রাতদিন গতর খাটিয়ে
লোকের বাড়ি ধানসেদ্ধ মুড়িভাজা নিয়ে
দিব্যি বেঁচে ছিলো কমলি বছরের পর বছর
কত জন্ম কত মৃত্যু কত ভাঙাগড়ার সাক্ষী হয়ে।
হঠাৎ গ্রামে পর পর পাঁচটি শিশুর মৃত্যু হলো
তার দায়ে 'মার মার কমলিকে মার' অকথ্য
গালাগাল করে ইট পাটকেল পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে
কমলিকে যখন ওরা মেরে ফেললো
জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত
কমলি বুঝলো না তার অপরাধ
আশ্চর্য তখনও অক্ষত তার কালো দুই চোখ।

পেশা- গৃহবধূ
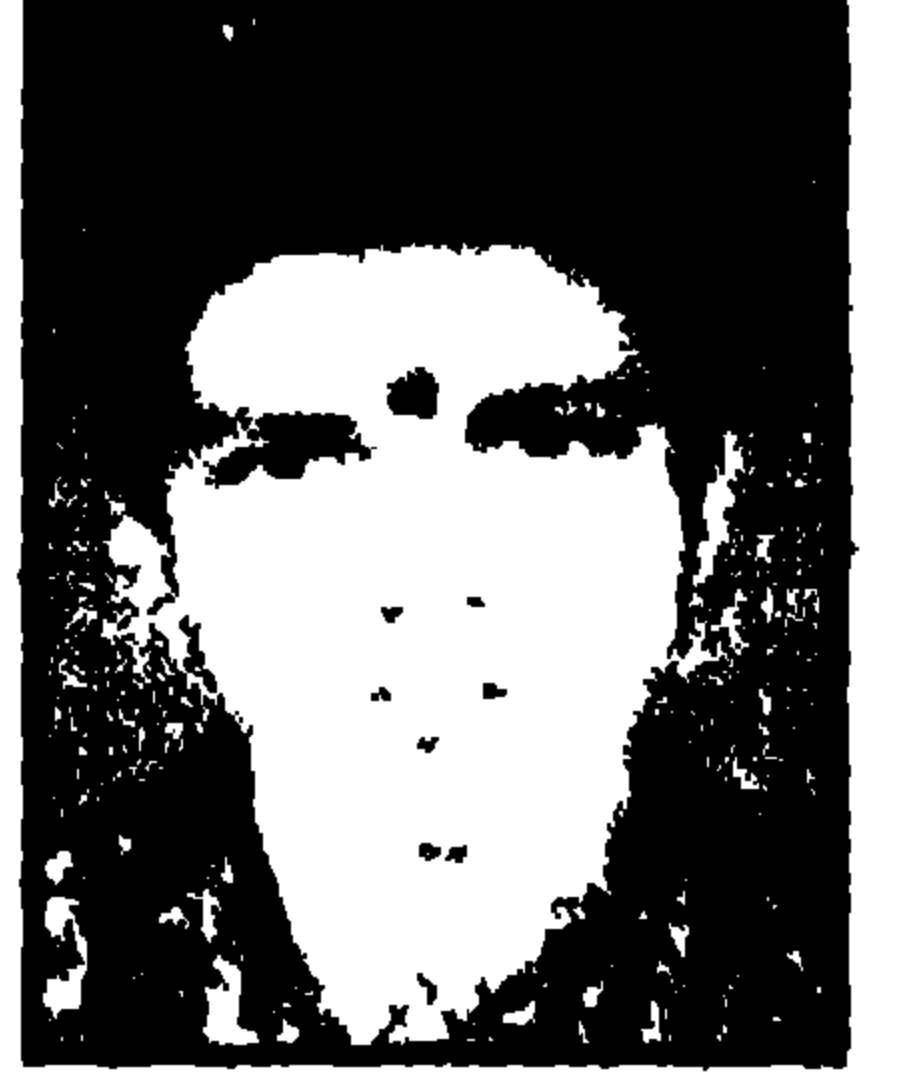
বৃষ্টির স্পর্শে

ছবি মুখোপাধ্যায়

প্রখর রৌদ্রতপ্ত দহন
করছে দগ্ধ প্রকৃতির লালিত
উজ্জীবিত প্রাণ।

হঠাৎ যেন মেঘের আনাগোনা
স্নিগ্ধতা ঢেকে রেখেছে কালো
ছায়াতে।

স্তব্ধ প্রকৃতির পুনর্জাগরণ
ঝরে পড়া বৃষ্টির স্পর্শে।

শিক্ষা- বি.এসসি
পেশা- কমপিউটার অপারেটর
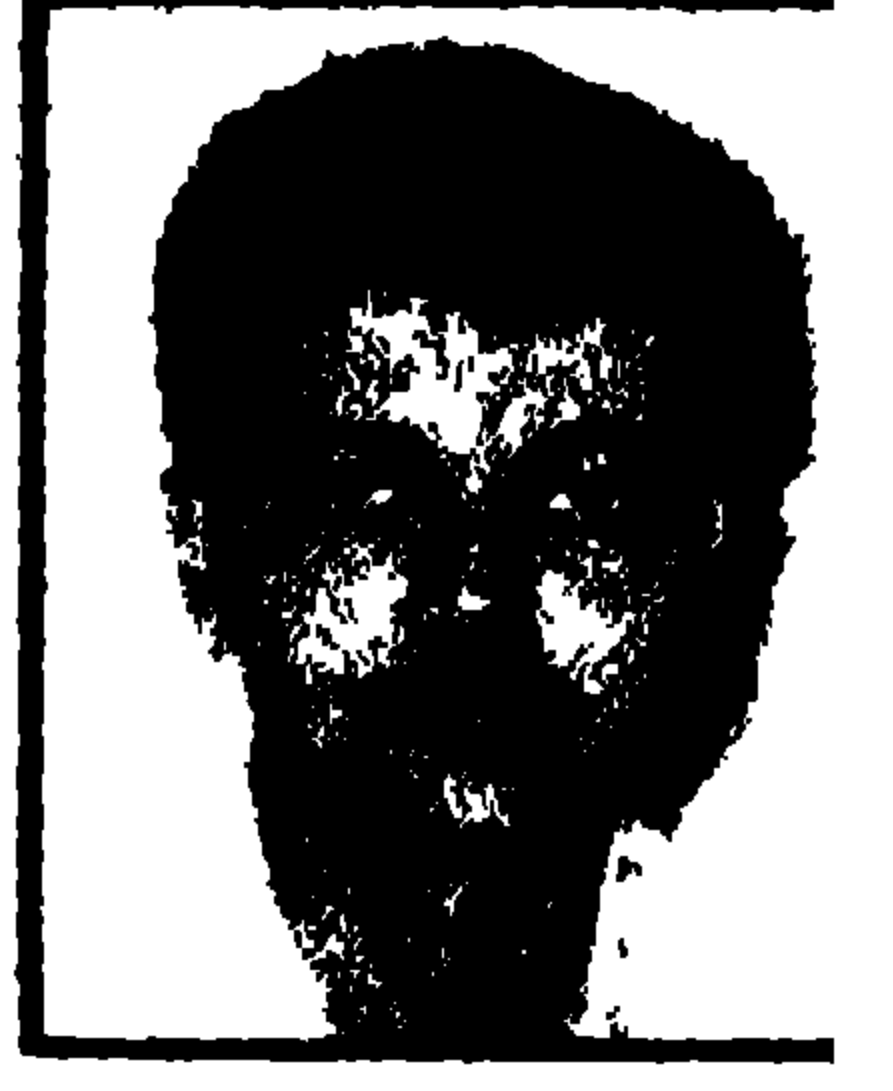
অমিল হিসেব

টোটন কুণ্ডু

যা কল্পনাও করিনি এতদিন
সে কল্পনা হঠাৎই বাস্তবে পরিণত হয়ে
করেছে আমায় কোণঠাসা।
কিছু সহজ হিসেব করবো বলে
বসেছি আমার মনের খাতার পাতায় পাতায়
কিন্তু নতুন দিনের মতই
মনের খাতায় এক এক করে
বেরিয়ে আসে নতুন হিসেব
কোন হিসেব কখনও মূল্যহীন মনে হয়
আবার কখনও বহু মূল্যবান
হয়ত এমন একটি হিসেব পাওয়া যাবে উপহার হিসাবে
আবার কখনও দিন-রাত্রির শেষে
আসবে মৃত্যুর হিসেব
তাই হিসেব মেলানো বড়ই কঠিন।

শিক্ষা- বি.এ, ডিএমএস
পেশা- চিকিৎসক
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

আশার আশাতে

ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়

ভস্মরাশি বায়ুকণা একাকার
রোমকূপ নদীরা সমুদ্রগামী
কালিয়দমন দৃশ্যে নিজ হাতে বাঁশি
হে হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া
কোথায় লুকিয়ে থাকো
টেরাকোটা গুহার বাইরেই অজস্র পাখি

আজন্ম তীরে বসা দূরে ঝাউবন শনশন
গ্রহ নক্ষত্র জোনাকি সমারোহ অপূর্ব দ্যুতি
সমুদ্রের গভীরে, মাটির ভিতরে সূর্যের দ্বার
বারবার মনে হয় ভোরবেলে হাত দিই
তোমার কাছে ফেরা খুবই জরুরি

চারপাশে অক্টোপাশ
উত্তরমেরুর বরফ একটু একটু এগুচ্ছে
রোমকূপের ভেতর
অলিগলি তস্যগলিও লেসার আলোয়
আকুঁপাঁকু করে মন জন্মগত জলোচ্ছ্বাসে
ভোরবেলে ততই ওঁ ওঁ শব্দ হয়।

বিদ্যাসাগর

ডলি নন্দী

তোমার সৃজিত পথে এতোখানি এসে
অবশেষে
থমকে দাঁড়াতে হল নিজ দ্বার দেশে।
কি উদ্দেশে? প্রাণ পাত করেছিলে,
স্বদেশে নারী বড় অবহেলে;
জীর্ণ দীর্ণ বেশে, বিড়ম্বনা চাবুক মারে;
পদতলে পেষে।
ভাগ্য সুপ্রসন্ন করতে দিয়েছো সহায়,
লাঞ্ছনার বন্যা সমাজ আজও বহায়।
বড় কুতূহলে, জানতে ইচ্ছা করে—
দেবী রূপে যে পায় আরতি,
মানবীর বেলায় উধাও আকুতি!
দীপ্ত হোমানলে, বহ্নিশিখাসম জ্বলে
অন্যায়ের প্রতিকার তরে, নিবেদন শুধু পাষাণ বেদীপরে।
অপলক নেত্রে চেয়ে দেখছো যে কত
অবিচার, অনাচার, ভ্রষ্টাচার শত।
রক্ত মাংসে গড়া হতে যদি—
তামস তমিস্রা যা আছে অদ্যাবধি—।
হত নস্যাৎ;
এ অর্বাচীনতার হত যবনিকা পাত।

পেশা- লেখক
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

অন্বেষণ

তপন কুমার ঘোষ

সিন্দুকে সবাই টাকা গয়নাগাটি
দলিল দস্তাবেজ বন্ধকি বস্তু রাখে
আমি কিন্তু সিন্দুকে রেখেছি
আরও মহার্ঘ বস্তু—
স্মৃতি, স্বপ্ন, সততা ও গভীর অস্তিত্ব।

আমার জিনিষ আমি বুক দিয়ে আগলে রাখি
অন্যের কোন কাজে লাগবে না
নিতান্ত ফালতু বলে মনে হবে
আর লকার ভাড়াও গুনতে হবে না।

চুরি যাবার কোন ভয় নেই আমার
রাতে মহাসুখে নিদ্রা যাই
গুঞ্জন যতই তুলুক নিন্দুকে
পাহারার নেই প্রয়োজন বন্দুকে
আমার অন্বেষণ যথার্থ বন্ধুকে।

পেশা- শিক্ষকতা (অবসরপ্রাপ্ত)

বাহারী ছাতায় রং বাতাস

তুলসীচরণ মণ্ডল

দুর্বোঘাসে জমেছে অবাক ধূলো
দুধজলে যতই ধূলো ধোও না
চাঁদমুখ দেখে ফুটবে না শালুক
পিছুবি শূন্যের দিকে তিন দুই এক।

পশ্চিমি বাতাসে কিশোরী রমিতা
এ জনমে সে নির্জনতা চায় না
মা নাড়ীর টান শুকনো বালি নদী
ভৌতিক আলোতে সাজে নতুন দ্রৌপদী।

ঠাকুমার বানানো ক্ষীরের তুবড়ি
সরষে ফুল জ্বালায় আগুন পাহাড়
কলার ভেলায় ভাসে রোদহাসা ফুলে
বক পালক ভালোবাসার উপকূলে।

পুকুরের জল উর্দ্ধমুখী আকাশে
গেলেও লোভী জিভে ভরা ভাদর
সময়ে সাফ হোক আগাছার ঝাঁক
দুধের সোয়াদটুকু শিশু মুখে থাক্।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৮টি

ভালবাসা

তপন চট্টোপাধ্যায়

উত্তাপের মধ্য দিয়ে অঙ্গীকার,
ক্রমান্বয় উত্তরণে সৃষ্টি তার।
নারীকে নিবিড় করো তীব্র পরাভবে
অন্তত প্রেমের ভোগ উদাত্ত উৎসবে
বৈভবেই হবে।

নারীকে সমুদ্র ভাবি মন্দিরেও ঘন্টা তাই বাজে।
আত্মনিমজ্জন
একক মুক্তির পথ, তাই ঘন্টা, নারী,
নানাবিধ উপচার, পূজা প্রয়োজন,
যা আত্মহনন।

হে নারী, তোমাকে আমি ভালবাসি
তাই হত্যা করি,
হে নারী, তোমাকে আমি ভালবাসি তাই
দণ্ডকের অরণ্যে শবরী
অধীনতা মোচনের অভিলাষে শৃঙ্খল পরাই।
হে নারী তোমাকে আজ প্রয়োজন, চাই।

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

আধপোড়া আঁকা

তপন গায়েন

যে যার মতো তাপ দিয়ে যায় দিদিরা এবং দাদারা
আমরা ক্যাডার হাঁ করে গিলি বোকারাম যত হাঁদারা।
ইচ্ছে ছিলো চাকরি পাবো নিশ্চয়ই আমি যোগ্য
চাকরি পাবার ফর্ম বেচে তাই বেকারের বিশেষজ্ঞ
এমনি করেই দিন কেটে যায় বেয়াল্লিশের প্রান্তে।
টাকের ওপর পাক ধরে যায় নিজেরই অজান্তে
চিরকুমারের জ্বালা বুকে তাই খুঁজে ফিরি শুধু কাজ
বন্ধুর বিয়ে কি আনন্দ সুখে পেট পুরে খাবো আজ।
বস্তির ভাঙা ভাড়া করা ঘরে হাঁফ ধরে যায় বুকে,
ঘুম চোখে এলে 'গণেশ বাবা-র চ্যালা' এসে গা শোঁকে।
গজিয়ে ওঠা প্রমোটর দাদা মুখ টিপে তাই হাসে,
ভাড়াটে আইন পাল্টে দেবোই সামনের কটা মাসে—
কল্লোলিনী কলকাতা বেঁচে হাতে টানা রিক্সায়
হাঁটু জল ঠেলে কেরানিবাবুরা অফিস বাজারে যায়।
মনের আড়ালে টুকরো টুকরো আধপোড়া আঁকা ছবি;
দিন-বদলের তবু দিন গুনি অর্ধবেকার কবি।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী

মার্জার

তুষারকান্তি দাশ

অন্ধকারকে দু-ভাগ করে দু-জন
মনে মনে নতুন ছবি আঁকে।
ঘরের কোণে পুরোনো বটের ঝুরি
নতুন করে ঝুরি আরও নামে।
পুরোনো ছবি যায় না দেখা
আতস কাচের ফাঁকে,
দু'টো বিড়াল ঝগড়া করে
এক মশারির কোণে।

যেন শ্বাপদ হানাহানি পেঁজা তুলো ওড়ে,
দগ্ধ শরীর সারা বছর গরমে আরও পোড়ে।
শীতল হলে অন্ধকারকে দু-ভাগ করে রাখে

দু'কোণেতে দু'টো বিড়াল একা থাবা চাটে।।

শিক্ষা- বি.এসসি
গ্রন্থ- ৭টি

দু'জনের দু'জন নিয়তি

তপন গঙ্গোপাধ্যায়

ঠিক সময়ে যে মারে, তার হাত দেখা যায় না—
কার অন্ধকার কাকে দিয়ে দিচ্ছিল, নিয়তি?
অগ্নিপরীক্ষা নিয়তির, না কি ষড়ঋতুর গা'জুরি?
নাভিমূল থেকে হেরো ভূত-হওয়া আমরা ধরাধরি করবো কাকে?
জন্ম জন্ম কম আঁচে তাতিয়ে রেখেছো যাদের,
তাদেরই দ্যাখাচ্ছো আকাশ ফুটো ফুটো বৃষ্টির
দেমাক!
মানুষ ও বিধাতার আলাদা আলাদা ইচ্ছে-হওয়া
ভালো নয়;
পরিপার্শ্বের বিপদ আমাদের এক ক'রে রাখে
আমাদের আকস্মিক জন্ম-মৃত্যু বিভ্রাট আছে।

শিক্ষা- বি.এ
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

উৎকণ্ঠা

তপতী গোস্বামী

কত চিঠি লেখা
কে কেমন আছ-র খতিয়ান
ফিসফাস
উৎকণ্ঠিত সুরেলা দূরভাষ
মনে মনে জোনাকি মন জ্বলে
ছুটে যায় তারার মতন
কতদিন সবুজের বন্যায়
নিজেকে হারানো
মুঠো মুঠো ছেঁড়া ঘাস
বিনম্র দৃষ্টি
জুগিয়েছে হৃদয়ে
প্রচুর বিশুদ্ধ বাতাস
ফেরিওয়ালার হাঁক
গাড়িঘোড়ার পাঁচমেশালি আওয়াজ
সুদুরের অস্ফুট সুর
এই এসে বাঁধা ছিল
শেকড়ের অবিন্যস্ত
নকশীকাঁথায়
তারপর কে কখন ছেঁড়া তার
মুছে গেছে শব্দের ঝংকার
দূরভাষ
হারিয়েছে হিসাব নিকাশ
শুধু শেকড়ের ইতিকথা
শোনে মাটির নীচে মাটি।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি
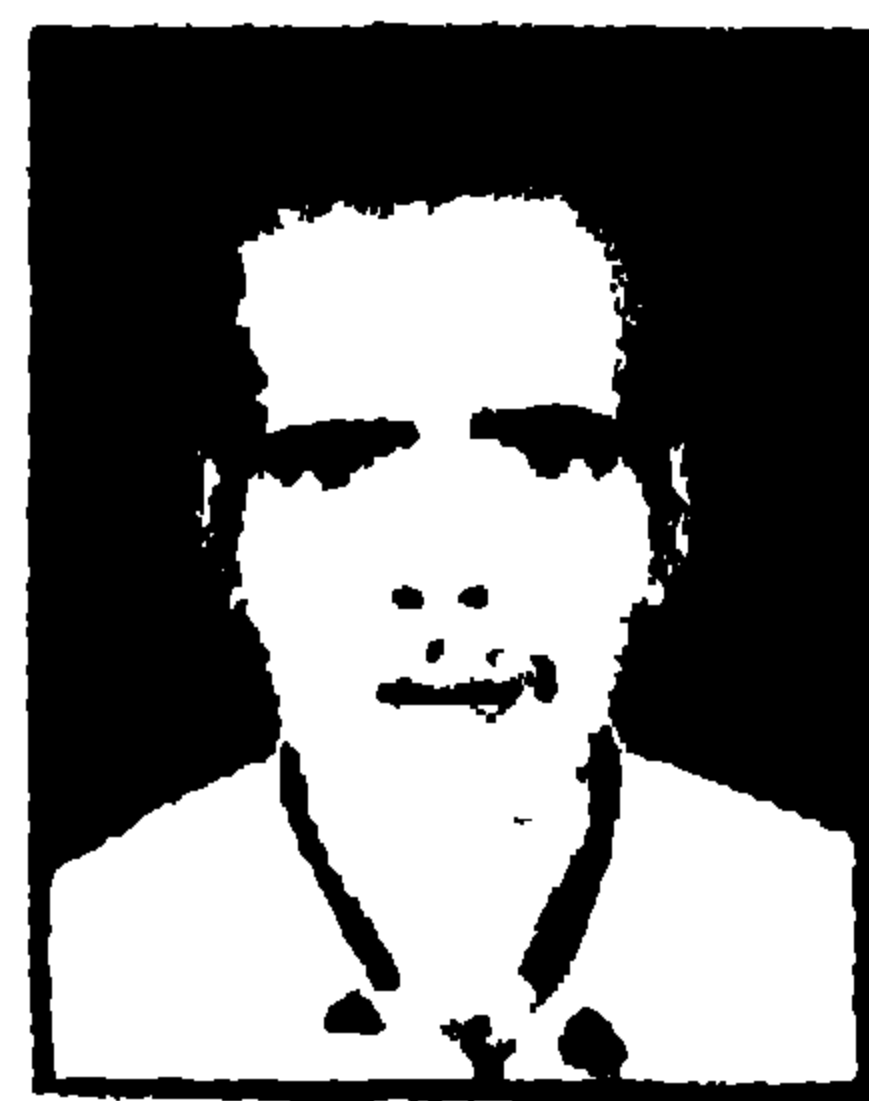
তুমি আছো বলে

তপন কুমার দাস

তুমি আছো বলে
ভুলেছি দুঃখ কষ্ট সব
তোমার ছোঁয়ায়

তুমি আছো বলে
বাগানে গোলাপ ফোটে
গন্ধ ছড়ায়

তুমি আছো বলে
সুখের ছবি ভাসে
চোখের পাতায়

তুমি আছো বলে
আমার হৃদয় ধীরে
নদী হয়ে যায়।

জন্ম- রায়গঞ্জ
পেশা- চাকুরী

মেঘ বললো

তুহিন কুমার চন্দ

মেঘ বললো—বৃষ্টি হয়ো
পাহাড় বেয়ে পড়বে ঝরে নদীর কাছে।
আমি বললাম—বাতাস হবো,
নরম চুলে গন্ধ নেবো নতুন ফুলের।

মেঘ বললো—আমার কাছে আসবি তো আয়!
আমার কাছে আসতে মানুষ সবাই তো চায়।
আমি বললাম—আমি যাবো মাটির কাছে,
নতুন মাটির মিষ্টি মধুর গন্ধ নিতে।

মেঘ বললো—হতচ্ছাড়া!
আমি বললাম—ভুল বললে, আমি হলাম ছন্নছাড়া।
মেঘ বললো—আর কতকাল,
আমি বললাম—ধরতে পারো আগামীকাল!

মেঘ বললো—আর কাছে নয়
উড়েই গেলাম আকাশপানে।
আমি বললাম—যাও না তুমি,
আমি এখন ডুবে যাবো সূর্যস্নানে!

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২৩টি
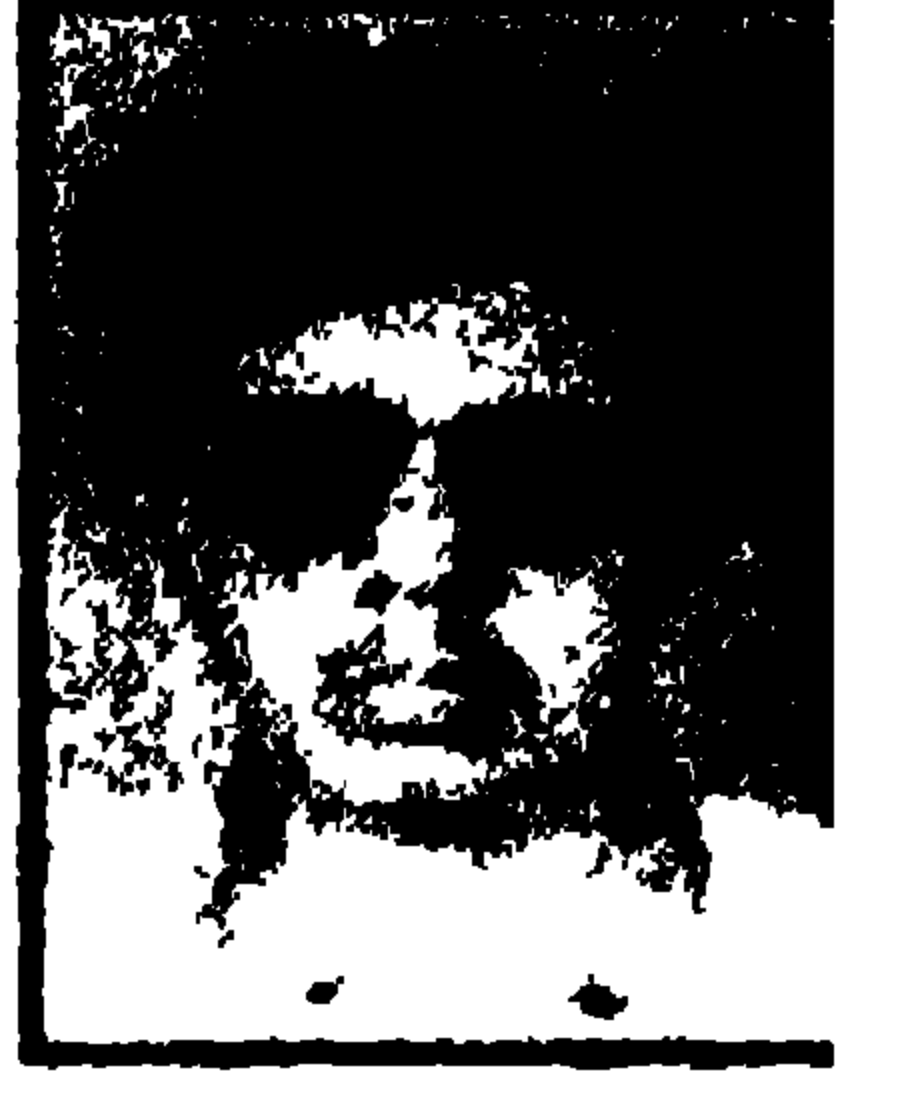
সনেট ঃ ৭

তপনকুমার মাইতি

বাগানে ফুলের মাঝে পুড়ে যায় মালী
নাই চূড়া, নাই বাঁশী নব বনমালী
পাখিগুলি যুদ্ধে গেছে ভ্রমর নিথর
অনন্ত শূন্যতা জুড়ে বাতাসের ঝড়।

সূর্যের দীপ্তিতে লালা ঝরে, স্বেদ, রক্ত
রাবণ কেমনে হয় শ্রীরামের ভক্ত!
ব্লু ফিল্ম দেখে শ্যাম তাড়া করে শাড়ি
প্রেমিকযুগল খোঁজে দুষ্ট বালিয়াড়ি।

খোসার আড়ালে ফল রস, মদ, মাংস
নারীর পরে নারীত্ব জানেন রাজহংস।
অনুকূলে প্রবাহিত নির্দোষ সন্ত্রাস
ব্যালটের ভাঁজে ভাঁজে অস্ত্রের বিন্যাস।

বাগানে ফুলের মাঝে পুড়ে যায় মালী
নাই চূড়া, নাই বাঁশী নব বনমালী।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- ব্যবসা
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

স্বপ্নমালা

তরুণ ভট্টাচার্য

১. দুহাতে অন্ধকার সরিয়ে জেগে আছে একফালি মাঠ।
কোনদিকে জল নেই, ঢেউ নেই, তবু কালস্রোতে
হারানো মুর্শিদ গান—সনকার মনসামঙ্গল,
অচষা শুকনো ডাঙা, স্বাতন্ত্রের আবছায়া ঢিবি—
সেই দিকে পায়ে পায়ে আমি হেঁটে যাই...

২. 'কিছুতেই নেব না' বলে তখন আমার মুখে ব্যথা
হাতের দশ আঙুল নাড়তে নাড়তে সহজ দূরত্ব
তবু তুমি আমার ছেঁড়া-ফাটা বুক পকেটে
ঢেলে দিলে চর্যাগান আর দুধলী ঘাসের ফুল...

৩. বসেই ছিলাম, পাছার নীচে সেই নিষ্ফলা জমি
মাথার কাছে ঝুলে থাকা খেজুর ডালে অন্ধকার পাখি
পড়ে থাকা খোলামকুচি কুড়িয়ে নিয়ে দেখলাম
তার গায়ের মাটিতে লেগে আছে ভাঙা-গড়ার ইতিহাস...

৪. এই মাঠ দিয়েই গড়িয়ে যাচ্ছে আমার মনপ্রবাহ
হাজার বছর আগের কোনো গরুর গাড়ির চাকা
চারিদিকে আদ্যন্ত পশু-তাড়ানোর হাঁ-ডা শব্দ
প্রকৃতপক্ষে পদ হারানোয় ঠোঁটের ভিতর জমছে জিভের চুকচুক...

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- সমাজসেবা
কাব্যগ্রন্থ- ৮টি

দুঃসময়

তমালিকা পণ্ডাশেঠ

একি রুদ্র ভালবাসা আমাকে পাঠালে
শ্রাবণের আকাশ ফেড়ে
হে বর্ষাঋতু
শুধু বজ্র—শুধু কর্কশ বিদ্যুৎ আঘাত
তোমার শরীরে কি বৃষ্টি নেই!

শুধু পোড়ে ও পোড়ায়
এ কেমন প্রেম অনভিপ্রেত

হলদি সভ্যতার মত অন্তর জুড়ে ওলট পালট
ছায়ায় বসে শান্ত হব
এমন একটা গাছও নেই
কাঁদব উজাড় করে এমন নির্জনতা নেই
কার জন্য কার বুকে মাথা রেখে জুড়াব হৃদয়
অন্বিষ্ট দুই হৃদয়ের পথ জুড়ে
পাহাড় প্রমাণ দুঃসময়।

শিক্ষা- স্কুল ফাইনাল
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি
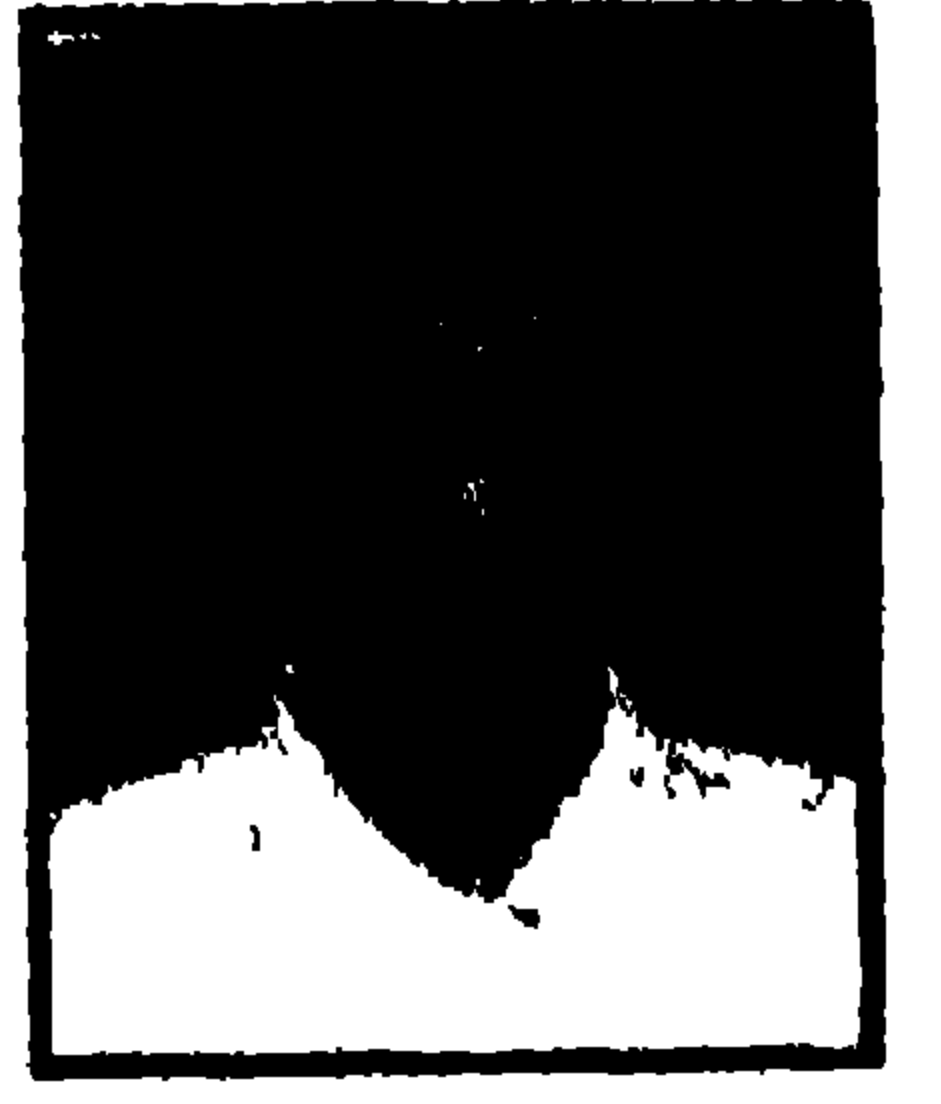
মেঘবতী

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘ মানে ঐ মেঘজমা বুক
আঠারো বাইশ।
মেঘ মানে ঐ মেঘবতী
একুশ তেইশ।
মেঘ যদি হয় পশলা বরষ
গাছেরা নিঝ্ঝুম।
মেঘ পেরোলে মেঘ ভাঙা রোদ
শরৎকালের ধুম।
মেঘ ফুরোলে মেঘবতী
শরৎকালের ফুল।
মেঘ কুড়োলে সোহাগবতী
দু'চোখ অশ্রুকূল।
বছর গড়ায় মেঘের জন্যে
শীত কাঁপায় হাড়
মেঘের জন্যে বাইছে ভেলা
বসন্ত ওপাড়।
শীত গড়ালে বসন্ত বায়
সজীব কালবোশেখী,
বর্ষা আসার স্বপ্ন নিয়ে
রোদ্দুরে পিঠ দি।
মেঘ এসেছে মেঘবতী
বরষা ঝল্‌মল্‌
মেঘ মানে তাই সবুজ পাতা
মনটা সুশ্যামল।

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

কবি পরিচিতি বন্ধুত্বের সূত্রপাত

তাপসরঞ্জন নাথ

কবিতা পাঠের আসরে কবিতা বিলি ক'রে—
বিনিয়ে বলছি না—
আপনাদের পরিচয় বলতে আপনারা কবি,
কবি পরিচিতি বন্ধুত্বের সূত্রপাত।
সে বাঁচবে নাজিমের মতো।
তাঁর নিজস্ব স্টাইল আছে সৃষ্টির,
সেখানে আকাশ অনন্ত, মেঘ পুঞ্জীভূত, সূর্য তার গৌরব।
ধ্বংসাত্মক বৃষ্টির পরে মাটির ঘ্রাণ।

কবির নিজের একটা সংবিধান চাই,
খামকা মিষ্টি প্রতিশ্রুতি নয়,
সংশোধন করে তাকে সর্বজনগ্রাহ্য করতে হবে।
প্রয়োজনে মানুষের অভাব অভিযোগ জানাতে পারবে।
কবির সামনে দুঃস্থ ও শ্লোগান
পতাকা আর দাবী। চৌরঙ্গী এভিনিউ। নিউ আলিপুর।
দালাল থেকে শান্তিরক্ষা বাহিনী বা সম্পাদক
প্রুফ দেখার শেষ রক্ষা করতে ফাইল আঁকড়ে আছে।

কবিতা বিলি করবে তার অর্থেই—
যিনি প্রকৃত কবি।
কবিরা এগিয়ে চলেছে প্রতি পদক্ষেপে, আপনি অগ্রণী?
কবি পরিচিতি বন্ধুত্বের সূত্রপাত।।

গ্রন্থ- ৪টি

বোম্বেটে নৌকোর গান

তপন কর

তুমি দেখ আমি এমনি করে নিঃস্ব হয়ে যাই
হীরক অঙ্গুরীয়ে চুম্বন করে তুলে নেই তীব্র বিষ
তুমি দেখ মৃত্যুকেই কত সহজেই কাছে পাই
দুরন্ত হাওয়ার আঁচলে ভাসে আমার উষ্ণীষ

ওপারের ভাঙন এপারের চড়ায়
ভেঙে দিক সমস্ত নির্মাণ
বসনে—আসবাবে—স্মৃতি—ছবি—ছড়ায়
শুধু পরাজয় হয়ে থাক জীবনের গান।

সমস্ত ঋণের সাথে বাঁধা থাক মানুষ-হৃদয়।
মাতৃজঠর ফুঁড়ে নষ্ট ভ্রূণের দিগ্বিজয়
হৃদয়ের মন্বন্তরে অনুপম মৃত্যু পেতে চাই
তুমি দেখ আমি এমনি করে নিঃস্ব হয়ে যাই।

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

গাছ

তরুণকান্তি ঘোষ

আমাদের লোভ হয় না, মাছ মাংস ডিম সয় না
লাগে না থালা বাটি গ্লাস
নিয়ম কানুন শিখতে কেউ যাই না কোচিং ক্লাস।

আমরা নগ্ন বলে, লাজ নেই ভাই দাঙ্গা হলে
মাথার উপর নাই বা থাকুক ছাত
রোদ বর্ষায় দিব্যি আছি খাই বা না খাই বাড়াই না যে হাত।

আমাদের নামের পাছে, গোত্র লেখা নিষেধ আছে
আমরা দানের রাজা—কেউ কারো নই পর
ভুল করলে শিশুগালে বসাই না তো চড়!

আমরা আছি আছি দিব্যি আছি সঙ্গে নিয়ে মশা মাছি
বাঘ-সিংহের লড়াই দেখি রোজ
রাজকন্যা দেখতে কেমন? নিই না কেউ খোঁজ।

আমরা গাইতে পারি, আমরা গন্ধ ছাড়ি
আমরা বুঝতে পারি হালকা-ভারী
আমরা ভাগ করি না নারী-পুরুষ-টিকি-দাড়ি।

আমরা চাই না বাজার চাই না হতে গোলাম রাজার
জীবনভর খাই যদি খাই মার
বইবো তবু হাসি মুখে এই পৃথিবীর ভার।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

মানুষ ও দেবতা

তপন ব্যানার্জী

ঈশ্বর বাঁচাতে গিয়ে তুমি
মানুষেরই রক্তে ভোজ করেছ অনেক,
এবার নিবৃত্ত হও
নত মাথা ঈশ্বরের পদপ্রান্ত থেকে আনো,
দেবতা ও মানুষের জন্মকথা কর্মকথা দিয়ে
একহাত বোঝাপড়া সার
তারপর, নিশ্চিন্ত মনে
যার নামে যত খুশী দিন রাত উদ্‌যাপন কর।

খড় ও মাটিতে গড়া দেবতার ধড়
কিংবা পাষাণের বুকে মানুষের ছেনি হাতুড়ির সৌন্দর্যের ঢল
রক্ত-চুন-তেল-তুলি তার সহযোগে

আপনারই রূপে গড়ে
মরণশীল এই মনুষ্য কারিগর
মানুষেরই সুখে গড়া মানুষের শিল্পীসত্তা ছাড়া
আর কিই বা থাকে নিষ্প্রাণ জড়ে!

মানুষ জন্মের দিনে রক্তনদী সাঁতরে পেরোয়
আপন অস্তিত্ববার্তা উত্তরাধিকার
স্বকণ্ঠে ঘোষণা করে,
তারপর—দায়ভার
একে একে সব বোঝাপড়া
এবং সবশেষে হস্তান্তর সেরে
রেখে যায় জীবনের মানে।

দেবতা দেবতা গড়া মানুষেরই খেলা
আপন সৃষ্টিকে ঘিরে মিলনের মন্ত্ররেখা ধরে
মানুষই বসায় কত দেবতার পদতলে মানুষেরই মেলা।

পেশা- ব্যবসা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি
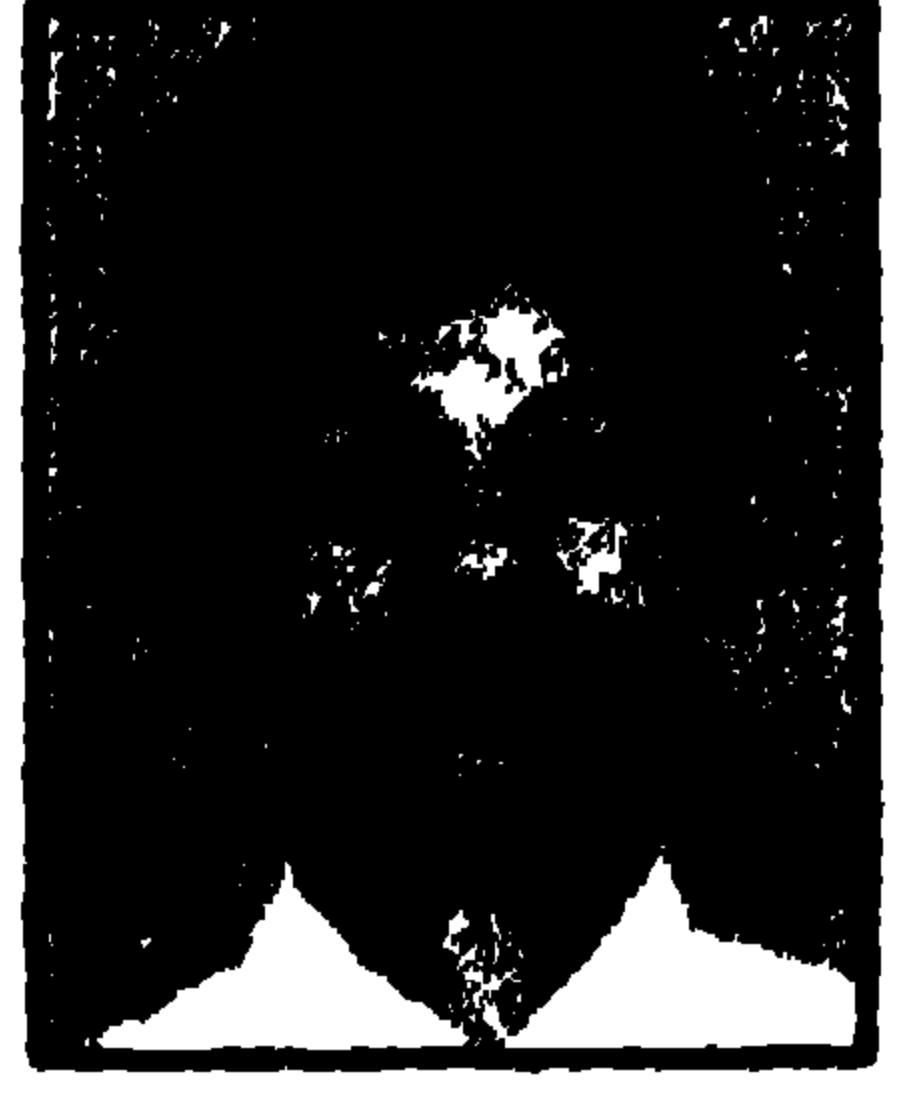
দিগন্তের ছোঁয়া

তারকনাথ দত্ত

শুকনো গাছটা খরস্রোতায়
হারিয়ে যেতে যেতে
বসন্ত ফের হাজির হলো
বালক দিনে মেতে

কোন বিরহে অভিমানে
আত্মগোপন করে
বসেই ছিল প্রাণের ছোঁয়া
লাগলো এমন ভোরে

ফুলের গন্ধে আকুল হলো
ব্যাকুল প্রকৃতি যে
বাড়িয়ে দেবে মাটির বুকে
আলপনাটি নিজে

ছুটে গেল মৌমাছি মন
মৌপিয়াসী হয়ে
উদয় অস্ত ভরে থাকবে
সবুজ প্রাণের জয়ে।।

শিক্ষা- এম.এ, পিএইচ.ডি
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২০টি

এলাটিং বেলাটিং
তাপস রায়

বোবা মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যায় কারা
সভয়ে জেনেছি সন্ত্রাসবাদী নয়
বোবা মেয়েটির চোখগলা আকুলতা
প্রাসঙ্গিকে স্বপ্ন সহ্য হয়

নদী বয়ে গেছে, পুণ্যও অবিরত
নদী বন্ধুতা, এপাড়া ওপাড়া কাঁপে
মহাজনপদ গড়ে ওঠে দিকে দিকে
নর্মদা ঝোঁকে রক্ত ধারার বাঁকে

স্বদেশে বিদেশে দেশ কত মহীয়ান
দেশ পূজা পায়, দেশমুখে মহা আলো
মহাসতী হলে অন্ধকারের পারে
খবর লিখিয়ে কোনো কিছু ফসকালো

আমনচৌক বায়বীয় ধরা যাক
সারনাথে আছি, গুজরাত স্মৃতি নেই
জম্মুর মেয়ে কারাবাস থেকে ফেরে
ক্ষত চিহ্নটি দেখানো উপায় নেই।

রাজাধিরাজ, প্রতিদিনই ফাঁদ পাতা
হে রাজাধিরাজ, আমরা আজ্ঞাবাহক
আপনার মুখ আপনি চেনেন যত
ইতিহাসও তত পালন করেনি শোক

বোবা মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যায় কারা
রাষ্ট্র দৈত্য, মানুষ সর্বহারা।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি
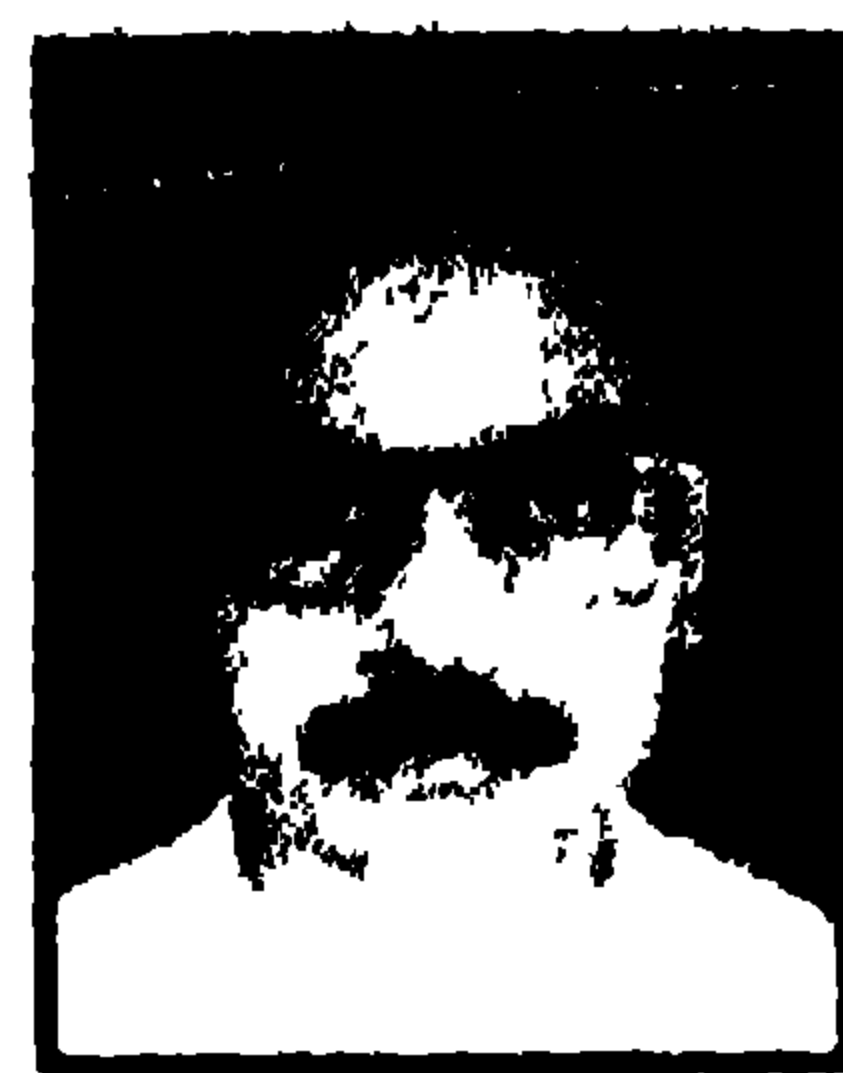
সংকট

তাপস সরদার

অস্তিত্বের গভীরে মেঘ এসে ঢেকে দেয়
কথনও
প্রার্থিত ভাবনায় জমে ওঠে অঙ্গারের ছাই
রেকাবিতে নৈবেদ্যের পরে ভরে যায় ব্যথা
সৃষ্টির ক্রীড়া বড় রহস্যে ঘেরা
দাবদাহে অপেক্ষা করে করে অবশেষে যখন
বৃষ্টি মেয়ে নেচে গেল দুপুরে
সাঁঝের বাতি জ্বলার আগে হংসী হেলে দুলে পুকুর পাড়ে উঠে আসে
দল-পত্রক তখনও চূর্ণী হয়ে ভাস্বর
যন্ত্রণার মেঘপুঞ্জ

কাব্যগ্রন্থ- ২টি
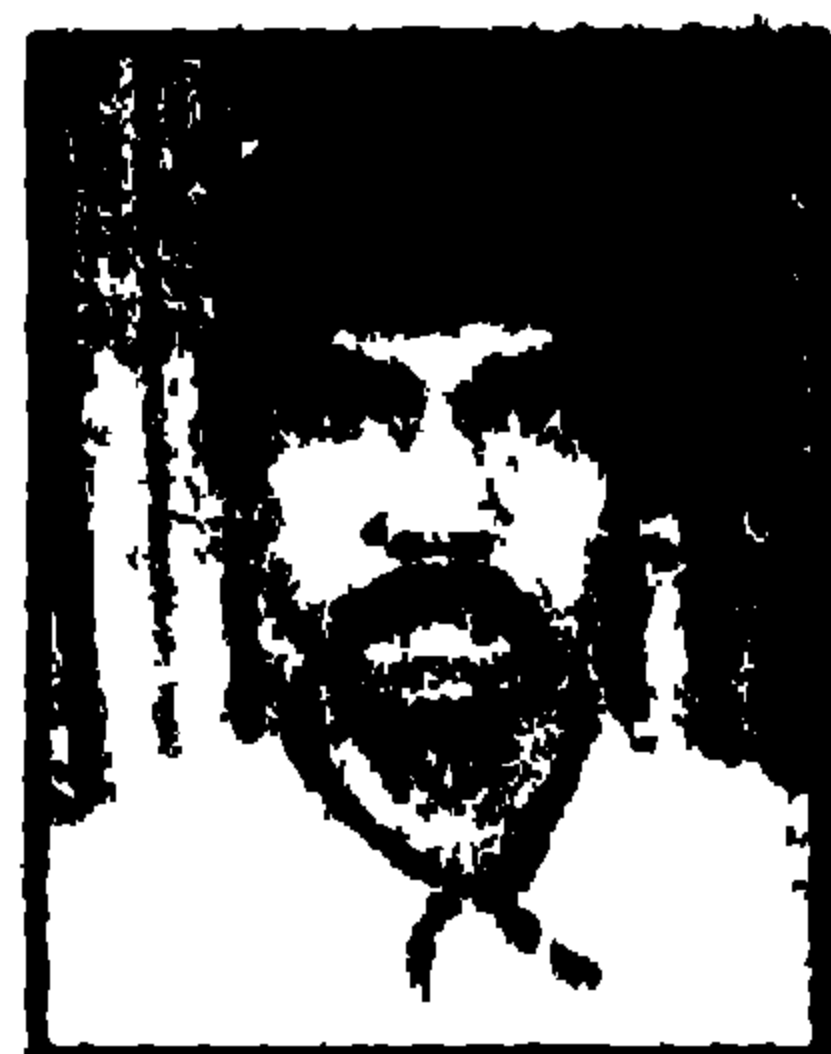
তুমি বসে থাকো

তারাপ্রসাদ সাঁতরা

তুমি বসে থাকো
সুদূর আকাশে বসে থাকে
চাঁদ

চোখের উপর দুটি ছবি
রাত পার
হয়

ডেকো না তোমরা
ডানা মেলেছি
ভিতরে জাগছে নদী
সুর বাজে কোমল গান্ধার

ফুল ফোটানো
বাগানের
মাঠের
ও কৃষক ও মালী
ও কৃষাণী ও মালী বৌ
দ্যাখো দেখে যাও

কথা বলি
চাঁদ সরে আসে
কথা বলি
তুমি সরে এলে স্বভাবে চপল
পার্থক্য বুঝি না
চাঁদ না তুমি

বুকের বাতিঘরে তোমার ঢেউয়ের উপর
চাঁদের আলো পড়ে।

কাব্যগ্রন্থ- ১৩টি

দিন বদলের

তরুণকুমার সরখেল

আম্রপল্লবের মিষ্টি ছায়ার নীচে
সেলুলয়েডের ছড়াছড়ি।
দীঘির উপর মাকড়সার জাল
এমাথা ওমাথা বিস্তৃত।
কুয়াশার মশারি ভেদ করে
জ্যোৎস্না চুঁইয়ে পড়ে,
নিয়নের কারুকার্য আর
নীল আকাশ মাখামাখি
নিশ্চিন্তিপুর এগিয়ে এসেছে
মহানগরীর কাছাকাছি।

শিক্ষা- স্নাতক

সেই লোকটা
তীর্থি কর

রাশি রাশি বৃষ্টি মাঝে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে
মাথায় তার ছাতা নেই, হাতে কোনো লাঠি নেই
কী রকম নির্বোধ চেহারা।

ছুঁই ছুঁই মেঘের মাঝে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে
মুখে তার গান নেই, বুকে তার প্রাণ নেই
কী রকম নির্জীব বেতালা।

সাজি সাজি ফুলের মাঝে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে
মুখে তার হাসি নেই, ঠোঁটে তার বাঁশি নেই
কীরকম কিম্ভুত বেচারা।

ভরি ভরি নীবির্র মাঝে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে
বুকে তার মান নেই, মনে তার ঘৃণা নেই
কী রকম অদ্ভুত বেহায়া।

কাঁসি কাঁসি খাবার মাঝে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে
জিহ্বায় স্বাদ নেই, পেটে তার খিদে নেই
কী রকম নির্মেদ চেহারা।

সারি সারি আলোর মাঝে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে
মুখে তার ভাষা নেই, বুকে তার প্রেম নেই
কী রকম নির্গুণ মুখরা।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ১০টি

তবে কি সন্ন্যাস নেব

তারক ভড়

শরীরের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছো কত চাতুর্য কৌশল
তবে কী সন্ন্যাস নেব
না কি তীব্র অগ্ন্যুদ্‌গারী দৃষ্টির সঙ্গমে
স্থির লক্ষ্যে হেঁটে যাব সম্ভাব্য বিন্যাসে

সম্মোহিত বৃক্ষের থেকে স্থবিরতা
জঙ্গম পর্বতে
নিজস্ব চিত্রের ভাষ্যে মেলে ধরা
অন্তরীক্ষ সুরা ও মদিরা
তবে কি সন্ন্যাস নেব
কিংবা অগ্ন্যুদ্‌গারী দৃষ্টির সঙ্গমে
স্থির লক্ষ্যে হাঁটা ভাল সম্ভাব্য বিন্যাসে।।

জন্ম- বাঁকুড়া
কাব্যগ্রন্থ- ১টি
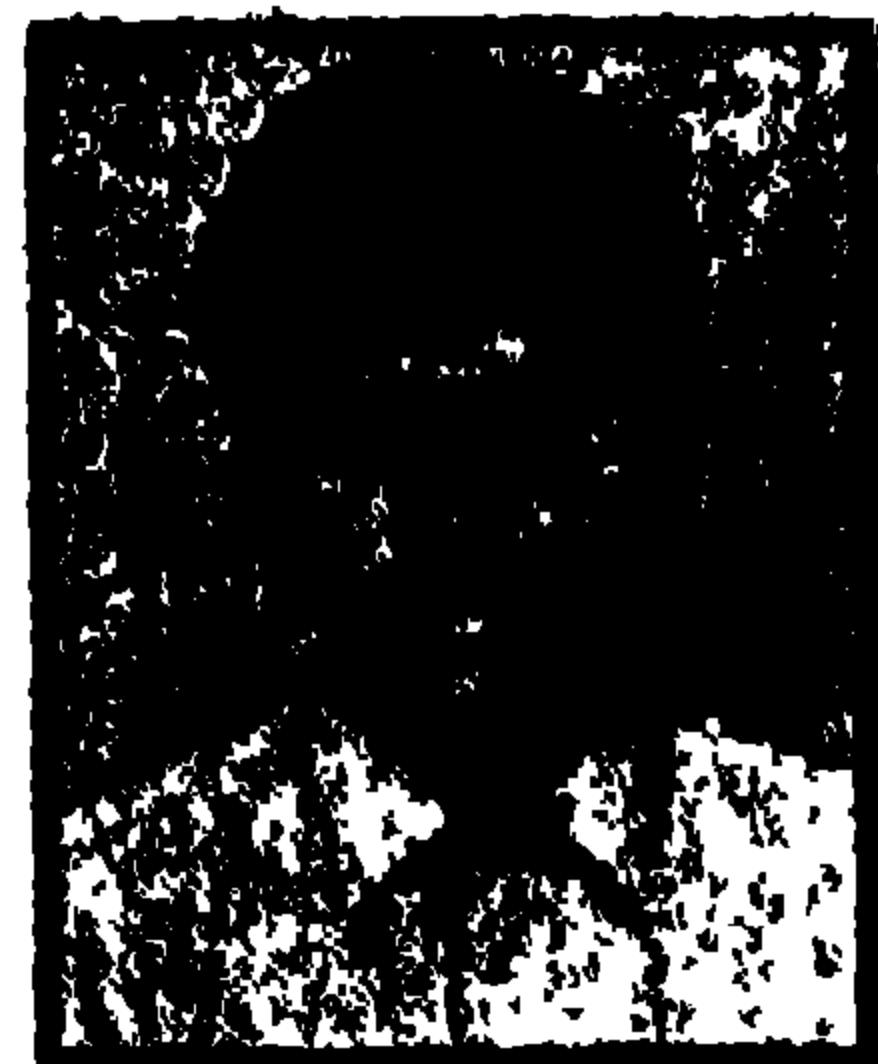
বিশ্বজননীকে
ত্রিশিব চক্রবর্ত্তী

ঈশ্বর খুঁজতে গিয়ে ডাবলু ডাবলু ডট কম।
বৃক্ষ সমর্পণে রডোডেনড্রন
অনুভবে বেদে কথামৃতে আশ্চর্য অথচ বোধ—
বিশ্বজননী মাঝে মায়ার বাঁধান
কথকতা প্রয়োজন।
নদী পারে ভাটিয়ালী সুরে যেন কৈশোর ঘ্রাণ;
পাষাণ বক্ষে সাক্ষাৎ বটবৃক্ষে নাম-সংকীর্তন
ভীড়ে অপঘাতে এই শীতে আজো বাজে রুদ্রবীণা
চিরায়ত অবস্থানে চতুর্দোলায় অনন্ত সীমারেখা
বিরহ ব্যাকুল কণ্ঠে আমাদের দ্বিতীয় সংসার।

রাজা

তহমিনা খাতুন

মেঘ চেয়েছি নীল আকাশের কাছে;
বৃষ্টিদিলো দু'হাত ভ'রে জল,
ঢেউ হ'য়ে জল মিশলো নদীর বুকে;
হারিয়ে গেল যা ছিল সম্বল।

সব হারিয়ে তবুও আমি সুখী;
আছে আমার রাজঐশ্বর্য মন,
আমার হৃদয় তাইতো রাজার রাজা;
সব হারিয়েও হয়না অকিঞ্চন।

জন্ম- মেদিনীপুর
শিক্ষা- স্নাতক

তিন টুকরো কবিতা

তন্দ্রা শাসমল

১. আমি রঙের ব্যাপারি
এসেছি তোমাদের সবাইকে
আজ চেতনার রঙে
রাঙিয়ে দিতে।

২. কালো জামার লোকেরা
সাদা জামার লোকেদের
বরাবরই ভয় পায়। তাই তারা
সাদা জামার লোকেদের গায়ে
কাদা ছিটিয়ে একপ্রকার
গর্ব অনুভব করে।

৩. তোমাদের সাথে পরিচয় হয়ে
আমার কিছু লাভ হল। আবার
কিছু ক্ষতিও। ক্ষতিটাকে
হৃদয়ের কোল্ড স্টোরে রেখে
লাভটাকে করলাম আমার
আগামী দিনের পথ চলার
পাথেয়।

শিক্ষা- এম.এসসি, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা

সাধনা

তুষারকান্তি ষণ্ণিগ্রহী

তোমার মন হয়তো
মনঃশিলা হয়ে পড়ে রয়েছে।
তোমার মনীষা হয়তো
কালের স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে।

হয়তো তুমি মন্দার পাওনি
পেয়েছ তো মন্দির।
তাতেই মূর্তি স্থাপন করে
দিনরাত পুজো করবে—

জ্ঞানাঞ্জন চোখে লাগিয়ে
করবে সত্যের সাধনা।

অভিশাপ

তাপসী আচার্য

কবে কোন জাগরণ কালে না জানি কি ভুলে
তীরবিদ্ধ করেছিল চেনা সেই জন।

আজও শিরায় শিরায় কোষে কোষে
রক্তকে বিষাক্ত করে ঘুরে মরছে অশান্তি
অবরুদ্ধ পথে দিশাহীন গতিময় স্রোতধারা

কালো আকাশ আর শূন্য মাটির মাঝে
রঙহীন বাতাসে শোনা যায়
অগ্রিম অভিশাপের প্রতিধ্বনি

হাড়, মজ্জা, মেরুদণ্ডে বাজে মর্মর ধ্বনি
উঠে দাঁড়াবার নিষ্ফল চেষ্টা,
আবার আবার কারো কণ্ঠে সেই অভিশপ্ত সুর;

এ বারেও হল না, শান্তিরা ফিরছে দলে দলে
সূর্যকিরণে চিক্ চিক্ করছে বারুদের কণা।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

দুঃস্বপ্নের রাত

ত্রিকূট

দুঃস্বপ্নের রাত
কফিনে ভরা প্রেত আত্মা
রাত্রির নিস্তব্ধতা
বিপর্যস্ত মানুষের লড়াই
যমে মানুষে টানাটানি
মাথার উপর মুক্ত নীলাকাশ
পৌষের হাড় কাঁপানো শীত
বাঁচার আশায় উদ্বিগ্ন মুমূর্ষু মানুষগুলো
বৃন্ত-ছিন্ন ফুল
মুক্তি সূর্যের অপেক্ষায় রত।
সদ্যোজাত নবজাতক
আতুরঘরে শ্বাসরুদ্ধ করে হল মারা
নিষ্পাপ অসহায় মানুষগুলোকে
কারা যেন করলো ক্রুশ বিদ্ধ।
দুঃস্বপ্নের রাত
কফিনে ভরছে শব দেহ
তখনও হয়নি ভোব।

জন্ম- ১৯২৯, বাঁকুড়া
শিক্ষা- ম্যাট্রিকুলেশন
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)

রমাই পণ্ডিত

দ্যোতিনী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা কাব্যের স্রষ্টা
কবিগুরু রবিঠাকুর
তাঁকেই আবর্তন করে সৃষ্টি হচ্ছে
নানা-রংয়ের কবিতাগ্রন্থ
বিকশিত হচ্ছে বাংলা সাহিত্যজগৎ।

বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে
এমনি এক মহাজ্যোতিষ্কের
হয়েছিল আবির্ভাব
রাঢ় বাংলার আঙ্গিনায়।

ধর্ম্মঠাকুরের পূজারী
রমাই পণ্ডিত নামে খ্যাত
যাঁকে ধারন করে
ময়নাপুর গ্রাম হয়েছে ধন্য।

রমাই পণ্ডিতের স্মৃতি বিজড়িত
ময়নাপুরের হাকন্দ পুকুর
যার পাড়ে আছে এক প্রাচীন মন্দির
রমাই পণ্ডিতের কর্ম্মক্ষেত্র রূপে চিহ্নিত।
'শূন্যপুরাণ' আখ্যানের রচয়িতা রমাই পণ্ডিত
স্মরণীয় হয়ে আছে বাংলা সাহিত্য জগৎ।
হাকন্দ প্রাচীন মন্দির মাঝে
সৃষ্টি হয়েছিল যে অমর সাহিত্য,
আজও স্মরণ করে
সেই বরণীয় স্রষ্টাকে
ময়নাপুরের আকাশ বাতাস
আর হাকন্দের প্রাচীন সৌধ।

জন্ম- ১৯৩১, বাংলাদেশ

অথ উপেন-ভূপেন কথা

দীনেশ মুখোপাধ্যায়

ভিন্ন নামে উপেন আছে, ভূস্বামীরও ভিন্ন নাম
কাঁসর বাজে ঘণ্টা বাজে শব্দব্রহ্মে গোলোক ধাম
হৃদপিণ্ডে রক্ত আছে, পিণ্ডি দিয়ে বাড়ায় মান
সূর্য যেমন ছিলেন আগে—আজও ওঠেন অস্ত যান।

দুই বিঘা কি তারও অধিক ষোলো আনায় অতঃপর
প্রমোটারির রমরমাতে বাস্তুরূপের রূপান্তর
শুনুন তবে ভূপেনবাবু পুরনো সেই গল্পটাই
ভদ্রাসনের সঙ্গে দিলে বাড়তি আরও মিটবে খাঁই...

বহুতলের উঠবে ফ্ল্যাট ঃ পায়রা খোপে বক্‌বকম্‌
বাবু বিবির গৃহস্থালীর চতুর্বর্গ সরগরম
সিঁড়ি ভাঙায় ব্যায়াম হবে, জব্দ হবে ধূর্ত বাত
বহুতলের বিসম্বাদে উঁচু নিচুর মুণ্ডুপাত—
সন্দেহ নেই জুটবে ফ্ল্যাট ভূপেনবাবু, নয়তো ক্যাশ,
মাস্তানেরা তৈরি আছে—বেয়াদবির টানতে রাস।

ভিন্ন নামে ভূপেন ছিল, ভূস্বামীরও ভিন্ন নাম
পারিষদের মৌরসীতে পাট্টা পুরে মনস্কাম
লাঠিয়ালের দাপট ছিল,—এখন পেটো পাইপগান
সূর্য যেমন ছিলেন আগে,—আজও তেম্‌নি আসেন, যান

ভদ্রাসনের ভেতো মালিক গোনেন বুঝি সেই প্রহর
অন্তরালে খড়্গ ঝোলে ঃ কখন্‌ পড়ে মাথার পর!

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

পিছু ডাকে

দেবেন বিশ্বাস

পিছু ডাকলে তখন আমি—
থমকে দাঁড়াই, কুলুঙ্গিতে খুঁজি
ফেলে আসা স্মৃতির অলক্ত পাথর।
আগুনের প্রখর দাহে—
কড়াই উপচে পড়ে গেছে দুধের সর ননী
জীবাশ্ম এখন আমি।
প্রস্তরের সন্ধি জুড়ে শুধু অস্তিত্বই সার।
শব্দ জাগে, শব্দ ভাসে, শব্দের শব্দ শুনে
বারে বারে পিছনে তাকাই
ঝরে পড়ে ঝিনুকবন্দি অশ্রু দু ফোঁটা।
শব্দের ব্যঞ্জনা মায়াবী শরীরের মত
বিভ্রান্তি ছড়ায় 'অন্তর্গত রক্তের ভিতর'।
তবু কে যেন পিছু ডাকে
চোখের তারায় ভাসে
আবিষ্ট বিস্ময় নদী কলরোল
মেঘনা, যমুনা, পদ্মার দুরন্ত যৌবন।

পেশা- চাকুরী

আমিই সেই

দেবী রায়

সকল বিবাহের মধ্যে, আমিই সেই
বর

সন্ত্রস্ত ভীড় এ পৃথিবীর পথে
সঙ্গিনী ধরে হাত, যেন রথে
আছি বসে পাশাপাশি গভীর শিহর

লাগে! রোমহর্ষ এরই নাম?
সেই প্রথম ডানা মেলে দুজনে আমরা—
কোথায় যে উড়ে গেলাম

শিক্ষা- বি.এ
পেশা- চাকুরী

আমি চাই না

দুর্গাচরণ বরাট

আমি চাই না শুনতে ব্যাঘ্রসম ঘৃণ্য মানুষের
সকাতর দম্ভ ভরা ব্যাকুল আর্তনাদ।
আমি চাই না দেখতে ভয়ংকর শ্বাপদের মত
তার ক্লেদাক্ত কদর্য রূপ।
আমি চাই না নিষ্ঠুর হৃদয়ের অকৃতজ্ঞ একটা
মানুষকে, যার শিরায় শিরায় প্রবাহিত
কপট, ক্রূর সর্পের বিষাক্ত শোণিতধারা।
আমি চাই দেখতে একটি অনিন্দ্য-সুন্দর
নারীমুখ, যার মিষ্টি-মধুর হাসির ফোয়ারায়
কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হয় ছন্দ ভরা সুমধুর গান
যার সুললিত মূর্ছনায় মুখরিত হয়
আকাশ, বাতাস, লতা-পাতা, পাহাড়-পর্বত
দাবানলে জর্জরিত ভয়াতুর সকরুণ বিলাপ।
আমি চাই না দেখতে তীব্র দহনে ঝলসানো
পোড়াগন্ধে ভরপুর কিম্ভূতকিমাকার রূপ।
আমি চাই দেখতে সুষমামণ্ডিত মনোহর
চন্দ্রিমার স্নিগ্ধ মনজুড়ানো জ্যোৎস্নারাশি
যার আলোকের শীতল স্পর্শে মানুষ
ফিরে পায় পবিত্রতা, মহানুভবতা, উদারতা
অম্লান মুখে ফুটে ওঠে চির-প্রশান্তির হাসি।

শিক্ষা- ইঞ্জিনীয়ার
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

দূরবীন

দীপক মুখোপাধ্যায়

ছোটবেলায় কখনও প্রথমেই দূরবীনের সোজা মুখ দিয়ে
দেখা হতো না বোধহয় শৈশবের এ এক অভিশাপ।
যখনই গাছের হলুদ পাখিটাকে দেখতে চেয়ে
দূরবীনটা চোখে দিতাম, কেমন করে যেন
দূরবীনের উল্টোদিকটাই প্রথমে চোখে ধরা দিত।
কাছের হলুদ গলার পাখিটা তখন কত দূরে চলে যেত
মনে হত শ্যাওলা আর হলুদ রঙের বিচিত্র এক সমাহার
অথবা একটু দূরের বকুল গাছের তলায় বেঞ্চিতে বসা
লাল বেণীর ছোট্ট মেয়েটা—মনে হত কত দূরের।

খেয়াল হতেই দূরবীনটা ঘুরিয়ে সোজা করে নিই
মুহূর্তেই দূরের সেই সব হারানো দৃশ্যপট ফুটে ওঠে
সেই হলুদ গলার শ্যাওলা পাখিটা, বকবকম করা পায়রাগুলো
সেই বকুল তলার লালফিতের বেণীবাঁধা মেয়েটা
সবাই যেন হুড়মুড় করে বুকের কাছে আসতে চায়—
অবাক হয়ে ভাবি—খালি দূরবীনটারমুখ ঘোরাতেই এত
সব দূরত্ব এক নিমেষেই নৈকট্যের শিকার হয়ে যায়।

আমার এখন একটা দূরবীনের বড়ই প্রয়োজন
ক্রমশ সবাই বড় দূর থেকে দূরের হয়ে যাচ্ছে।
কিংবা বোধহয় ভুলেই গেছি, বয়সের ভারেই হয়ত বা—
দূরবীনটা উল্টোমুখে রেখেই সবাইকে কাছে চাইছি।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী

সিগারেট

দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি এখন নামী মানুষ,
মুখে দামী সিগারেট,
স্পাইরাল ধোঁয়ার রিং ঘুরপাক খাচ্ছে ঠাণ্ডা হাওয়ায়।
একটু পরেই শুরু হবে
সেই গুরুত্বপূর্ণ ককটেল মিটিং,
যা চলবে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত।
অনেক চিন্তা এখন আমার মাথায়।
হালকা সবুজ মোবাইল ফোনটা বাজছে
কে যেন কর্কশ কণ্ঠে গর্জে ওঠে
শুখায় নাকি সব জ্বলছে
এইসব হাবিজাবি উলটোপালটা কথা
বলুক ওসব কথায় আমার সংখ্যাতত্ত্ব বদলায় না
অনেক রাত জেগে কমপিউটারে তৈরি করেছি এই পেপার
তবু একবার শেষবারের মতো চোখ রাখি
মোলায়েম বিদেশী কাগজে ছাপা
উন্নতির ব্লু প্রিন্টে
আমার ফোনটা আবার বেজে ওঠে
কে এক তামাকচাষী নাকি আত্মহত্যা করেছে
কী মুশকিল আমার যে সময় নেই
সিগারেট শেষ টান দিয়ে স্বগতোক্তি করি
এই মিটিং শেষ করেই আমাকে ছুটতে হবে হন্ডুরাস
ওখানে অনেক সমস্যা।

পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ৫টি

নীড়ের সুখ

দীনেশ পাল রায়

যতই হোক, সব ভাত এক রকম
একটা টিপলেই হাঁড়ির খবর।
নারী যত আছে, সব নারী
তবু কত না পৃথক
একের চর্চায় মেলে না তার বহুমুখী রূপ।

অরণ্যের যত গাছ,—সব গাছ, শিকড়ের পায়ে খাড়া
নীড়ের উপযুক্ত তবু সকলেই নয়।
দেখেশুনে বাছাই গাছের কানে
প্রেমিক বাতাস কি এক চুপ-কথা বলে
ভালবাসার ফুল ফুটেই লজ্জায় লাল ঃ
জীবনের কলস্বরে ছন্দিত নীড়ের সুখ।

জীর্ণ বাস ছেড়ে গাছ ফি-বর্ষে নয়া
পাখিরাও পুরনো বাসার টান ভোলে
বাসি নীড়ে নারীর প্রেম থাকে নিরন্তর জেগে
তবু তার ভালবাসা পুরনো হয় না ঃ
নারী বাঁধা থাকে চিরদিন প্রেমিক হৃদয়ে।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- চাকুরী

পোড়া ফাগুন

দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাত সকালে সাতের চালায়,
পাগল অঢেল মৌসুমী স্রোত্
অসঙ্গতির উর্ধ্বগতি,
বিদ্রোহী-মন ভাঙছে গারদ।

ইতিহাসের পাতায় লিপি;
শ্রদ্ধা সেলাম, লাগিয়ে রং
সভ্যযুগের চমক মোড়ক
বর্বরতার আদিম ঢং।

মিথ্যে ফারাক্ তোমার আমার,
লেজ মোড়া ঐ শীত কুকুরে;
অভাব-গড়া বেকুব হয়ে
ঈশ্বরও দেন ডুব পুকুরে।

সৃষ্টি-নেশা বেহাগ বেতাল,
অনুষ্টুপের ছন্দ খোঁজে;
গোলোক দ্যুলোক ভ্রমণ শেষে,
ইতিহাসেই চক্ষু বোঁজে।

জীবন লেহন পোড়া-ফাগুন
সাতসকালে সাতকাহন;
ডঙ্কার বোল আবোলতাবোল
বিদ্রোহ চায় অগ্নিবাহন।

শিক্ষা - স্নাতক

গ্রন্থ- ২টি

ছুঁয়েই আছি (সুভাষদাকে)

দীপ্তি রায়চৌধুরী

নতজানু হয়ে কখনও রাখিনি মাথা পায়ে
তবু ও-দুটি পা দেখেছি যখনই
বলেছি 'প্রণাম নিও' মনে

হাতের আঙুল ছুঁইনি কোনোদিন
তোমার লেখায় পেয়েছি পরশ তার
পাশে হেঁটেও লাগেনি গায়ে, গা
তবু শিউরে উঠেছে মন
তোমার সাথেই চলছে
আমার পা

সামনে বসে বুনছি কথার জাল
শুনতে পাবো তোমার কথার ঝুলি
ইচ্ছে করে ঘন চুলের মাঝে...
তখন আমার হাতের আঙুল হয়ে
তুমিই কাটছ বিলি

হীরের কুচি সাজাই গায়ে দেখিনি দুঃস্বপ্নে
তোমার চোখের মণির ঝিলিক সাজিয়ে দিল যত্নে

সে-ই তুমি ঘুমিয়ে যাবে কাচের ঘেরাটোপে
যাবে না আর ধরা-ছোঁয়া...
কী করে মন ভাবে!

তবু ছুঁয়েই আছি—ছুঁয়েই আছি সবসময়ই জানি
এই তো ভালো—কবিতাতেই তোমার গলা শুনি।।

শিক্ষা- এম.এ.(ডবল), বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি
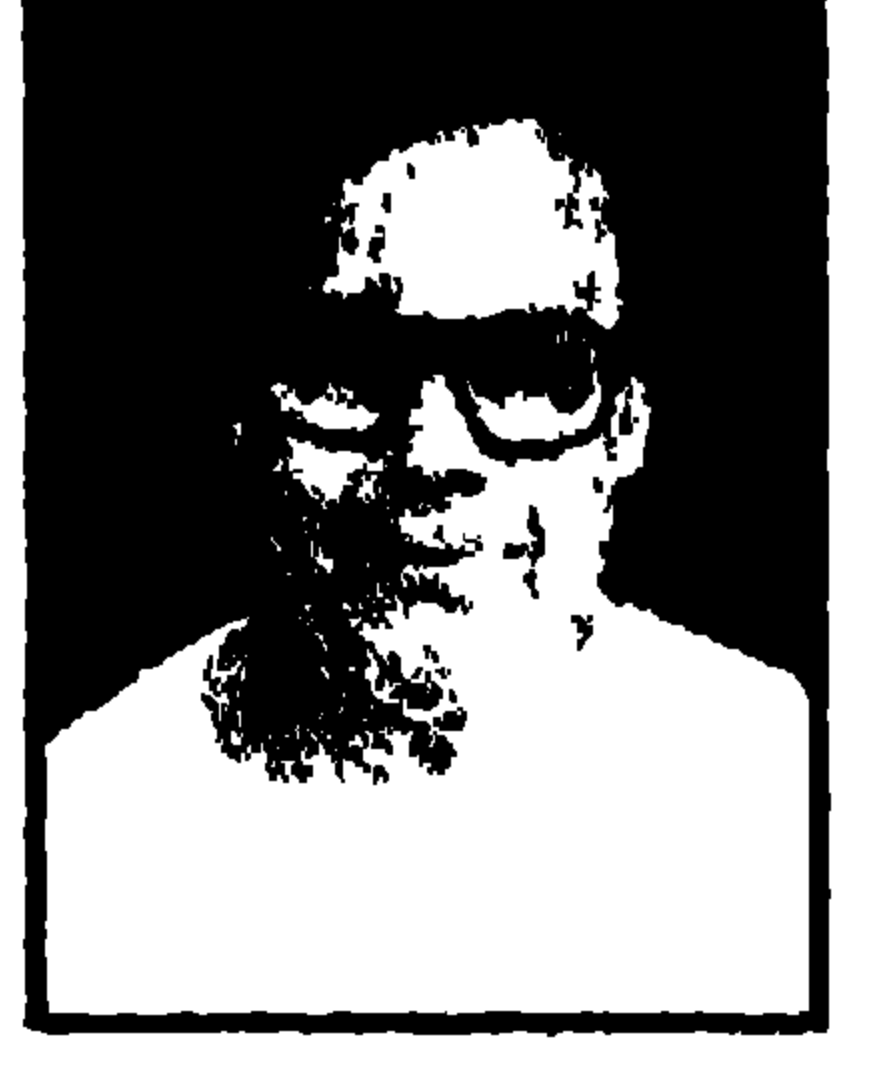
সপ্তঋষির অগ্নিমন্ত্রে কবিতা

দেবশঙ্কর মোদক

একদিন কবিতা শাসন করবে পৃথিবীটাকে!
যদি কবিতাতে আগুন ঝরাতে পার।

অনেক হয়েছে—
আর কবিতা নিয়ে ন্যাকামি নয়।
ক'দিন,
হৃদয়ের বন্দিশালায় সযত্নে বন্দী থাকুক প্রেম।
বন্ধ হোক প্রেম নিয়ে অযথা ফিসফিসানি,
কবিতাকে নিয়ে টানাটানি।
কবিতাকে যারা পণ্য করে,
কবিতার আগুনে পোড়াতে হবে তাদের।

তাই,
কবিতার প্রতিটি শব্দে আজ
আগুন ঝরাতে হবে।
শুধু একা নয়—
সপ্তঋষির অগ্নিমন্ত্রে
সৃষ্টি হোক 'শব্দ'।
সে শব্দের স্ফুলিঙ্গ সাজিয়ে তৈরি হোক
আগুন ঝরানো কবিতা।

তাই, বিশ্বাস রাখ
একদিন কবিতা শাসন করবে
পৃথিবীটাকে।

শিক্ষা - স্নাতক
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ১০টি

আফগানিস্তান

দীপ সাউ

গ্রেনেডটা সামনে ফাটতেই মার্কিন সেনা চিৎকার করে
তার ডান হাত উড়ে গেছে
এই হাত সে স্ত্রীর স্তনে রাখত—যা তাকে শৈশব
ফিরিয়ে দিত—যন্ত্রণা, জল, রক্ত, মৃত্যু।

হিন্দুকুশ পাহাড়ের গর্ভে গান্ধারী বিষ ধোঁয়ায়
অন্ধ, তার সন্ত্রাসবাদী স্বামী আর সন্তান
তাপ আর খাবারের জন্যে ফেরে।
অন্ধ প্রেম জেগে ওঠে—এ কে ফরটি ফাইভ নিয়ে ঝাঁপায়,
চেঁচায়—আল্লা হো আকবর—বোম ফাটে।

পেশা- চাকুরী

অনন্ত সাগর

দীপনারায়ণ দেবনাথ

কে কে আছে বুকের কাছে

আছে আলো
আছে শব্দ সুর স্বর
আছে ঈশ্বর
আরও আছে প্রেম-ভালবাসা,
গোপনে
গভীরে
তিরতির
অনন্তকালের ঝরণা কামনা-বাসনা।

শিরায় শিরায় শিরশির

কোন কথা নয়
কোন আলো নয়
শব্দ
কোমল এক স্পর্শ যেন
অনুভূতি মিশে যায় ঈশ্বরে
অনেক চাওয়া
অনেক পাওয়া
দুদিনেই মূল্যহীন
ক্ষণিকের কল্যাণস্পর্শ
অন্তরে অনন্ত আশিস্ ঝরে।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

কলিংবেল

দীপক বসু

রবিবারের সকালে উৎপন্ন সুখের ঘুমটা
সহসা ভেঙে দিল কলিংবেলের তির্যক শব্দ
ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...
আমার ঘুম ভাঙা চোখের পাতায় তখনও রয়েছে
উটির টয় ট্রেনের কামরায় বসে থাকা
লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ছবি থেকে উঠে আসা
এক সুন্দরী লাস্যময়ী যুবতীর মুখ।
পাহাড়ের খাদ থেকে সযত্নে বেড়ে ওঠা
ইউক্যালিপটাস গাছের ডালে দোল খাওয়া থ্রাশ পাখি
আর সবুজ গালিচার মতো চা বাগানের ছবি
সব কিছু তছনছ হয়ে গেল হঠাৎ বেজে ওঠা কলিংবেলের শব্দে।

একরাশ বিরক্তির ফোয়ারা ছুটিয়ে গেট খুলে দিতেই চোখে পড়ল
হাঁটুর ওপর ধুতি পরা বেঁটেখাটো পরিচিত রঙের মিস্ত্রী।

প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে ওকে বিদায় দিয়ে দরজা বন্ধ করে কয়েক পা যেতেই
আমার রক্ত মাংস অস্থি মেদ মজ্জা ভেদ করে বেজে উঠল কলিংবেল—
ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...
দরজা খুলে দিতেই উঁকি দিল কার্গিল যুদ্ধে নিহত শহীদের সাহায্যের উদ্দেশে
হাতে কৌটো নাড়ানো একঝাঁক স্কুল ছাত্রীর কচিমুখ।

হাওয়ার ডায়েরি থেকে

দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

তিন দিন একটানা বৃষ্টি, সারাদিন, সারারাত—
যেন এক আত্মার সমস্ত গান মূর্ত হয়ে উঠছে এ বৃষ্টির ভেতর
যেন বহু দিন পর সে খুঁজে পেয়েছে সুর
না, থামবে না সহজে

কালো জলে ভাসছে মানুষ, জন্তু, সম্পদ, বিভিন্ন রাজনীতি,
উচ্ছ্বাস এবং প্রিয় অধিকার
অভিঘাতে চূর্ণ হচ্ছে সব

ক্রমশই মাথা রুদ্ধ, শ্যাওলা জমবে দেহে, গজাবে শেকড়
তারপর ধীরে-ধীরে পলিমাটি, নতুন উপনিবেশ

জল শুধু বলতে চাইছে,
ঢের গীতবাণী তোমাদের শুনেছি একদা,
এখন আমার কল্লোলের ধ্বনি শোনো

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৬টি

কাকভেজা গান

দীপক হালদার

সকাল পেরিয়ে ঘোর দুপুরে বৃষ্টি তুমুল নামল যখন আরও আরও
জানলা পেরিয়ে মেঘলা আকাশ তোমার চোখের সীমায় সীমায়
আঁকছে কোলাজ টুক্‌রো টুক্‌রো একা একা যেন বিধান
আমিও তখন কাকভেজা গান স্কুলের ফেরত সঙ্গ খুঁজছি
সঙ্গতে যার উষ্ণ খুশির ডানায় ডানায় ভালোবাসা বাড়িয়ে দু হাত
শুকিয়ে দেবে একলা থাকার ভিজে এ-মন এবং দুজন হাঁটতে থাকব
তুলির রেখায় যেমন আঁকেন গণেশ পাইন কিংবা প্রকাশ
অন্তঃকরণ উজাড় করে এফোঁড় ওফোঁড়

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

ঘন্টা বাজলে

দেবকুমার মুখোপাধ্যায়

ঘন্টা বাজলেই
উশ্রীর দুরন্ত জল ছলছলিয়ে ওঠে
মনের মধ্যে হাজার হাজার চড়ুই শালিক
কেবলই ডানা ঝাপটায়।

ঘন্টাধ্বনি শুনলেই মনে হয়
সেই দিনটিই সবচেয়ে ভালো দি
কাছাকাছি পাশাপাশি সবাই বান্ধব;
দূরে কাছে চেনা বা অচেনা
সবার কুশল নিতে ইচ্ছে করে,
ইচ্ছে করে জীবনের জন্যে কিছু করি।

ঘন্টা বাজলেই
হাজারো শৈশব যেন ছুটে আসে
ছুটি ছুটি ছুটি,
কোথাও না কোথাও যেন
অতিথিবৎসল চোখ চেয়ে থাকে
কাছে গেলে টেনে নেবে বুকের অন্দরে।

রোজদিন ঘন্টা বাজে না!

শিক্ষা- স্নাতক
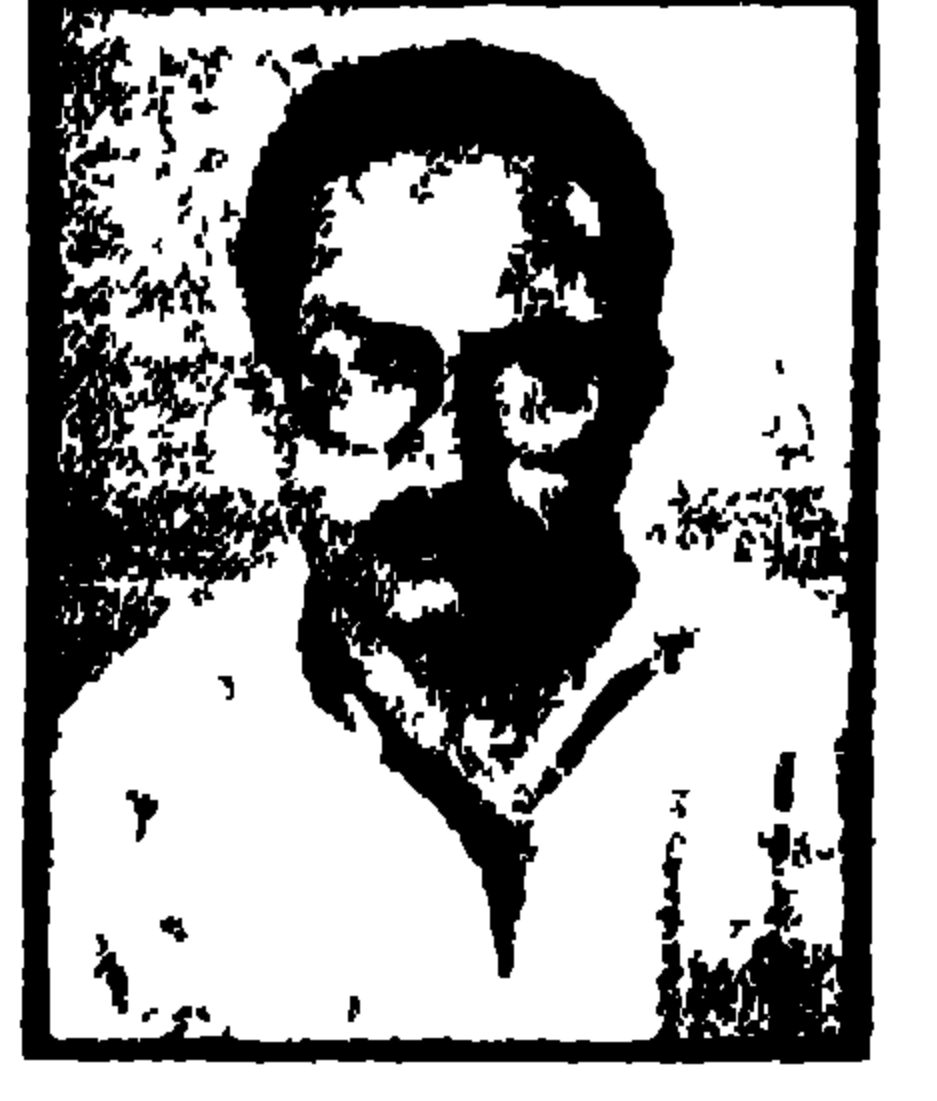
রাঢ় নেশা

দুলাল ভট্টাচার্য

আরে আরে পুড়ারমুখ, যাছিস্ কুথায় তুই?
আনতে ক'ল্যাম সরলপুঁটি, আনলি বট্রে রুই!
ভোজের ব্যাপ্পার বুঝিস না তুই, বাবু যাব্যে ক্ষেপে,
ছুত্তোর বাড়ি দিবে তুরে মাছ্যের উজন মেপে
বিয়ান বেলায় কইছি তুয়ায় পেইত্যে পারিস মাপ,
যদি তুই ভক্তি ধইর‍্যে ডাকিস উয়ায় বাপ।
মাছ্যের টক কইরবো কিসে? ছুটি বাজার যা,
মোরলা আর ডিংলার শাগ কিন্নি লয়্যা আ।
আইছিস বটে বিট্টা আমার ছেইল্যা তুই ভালো,
গায়ের রংগটা পিছলপানা বিজায় লাগ্যে কালো।
কিন্তুক বিটা কামের আছিস, তাই তুর সব মাপ,
খিয়াল রাখিস রাইগল্যে পরে মালিক টুঁড়া সাপ।
পাঁচ-সাত চুক হাড়িয়া খায়্যা মালিক তখুন বলে
অজ্জয়ে নদী কার হুকমে উতর পানে চলে?
ডাক উয়ারে সমঝায়ে দি হিথার কেডা মালিক,
হেই পিয়াদা, ধইর‍্যে লিআয় গোট্টাকয়েক শালিক।
শালিক ধইর‍্যে ড্যানা ছিঁইড়্যে দিব উয়ায় বলি,
আরে নিশা কেমুন চমকাইছে, আমি এখুন চলি।

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- চাকুরী।
গ্রন্থ- ৩টি

এসো আজিকে কৃষ্ণ

দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এসো আজিকে কৃষ্ণ
নব বৃন্দাবনে।
করিতে লীলা খেলা
রাধিকার সনে।

কৃষ্ণের বাঁশি আজও বাজে
তমালের বনে।
রাধিকা ফিরিয়া চায়
সজল নয়নে!

ময়ূর ময়ূরী নাচে
পেখম মেলিয়া।
মধুমাখা বংশীধ্বনি
শ্রবণ করিয়া।

পৃথিবীর যত সুখ
হেথায় বিরাজিত।
সুখে রয় সখা-সখী
ভুলিয়া অতীত।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

নূপুরবেলা

দিলীপ মজুমদার

আজ এমন একটা দিনে আমরা
আমরা এখানে
যেখানে হৃদয়
হৃদয় থেকে উৎসারিত কৃষ্টিকন্যা
কণ্ঠে ঝরায় সুর
সুরে যে ভাসে নমিত আকাশ
পাটভাঙ্গা রোদ্দুর।

আজ এমন একটা দিনে আমরা
আমরা এখানে
যেখানে ভ্রূণ
ভ্রূণ রহস্যে চেতনার মৃন্ময় স্পন্দন
ডানা ঝাপ্টায় রোজ
রোজ রোজ উপড়ে ফেলে ব্যস্ততম
কৃত্রিম গ্রীবার খোঁজ।

আজ এমন একটা দিনে আমরা
আমরা এখানে
যেখানে বাতাস
বাতাসের লাল লণ্ঠন রথের রশি হলে
খেলা করে মা
মা জানে, সাহসী শস্যের মুক্তি
আব্রুবিহীন পা।

গ্রন্থ- ১টি
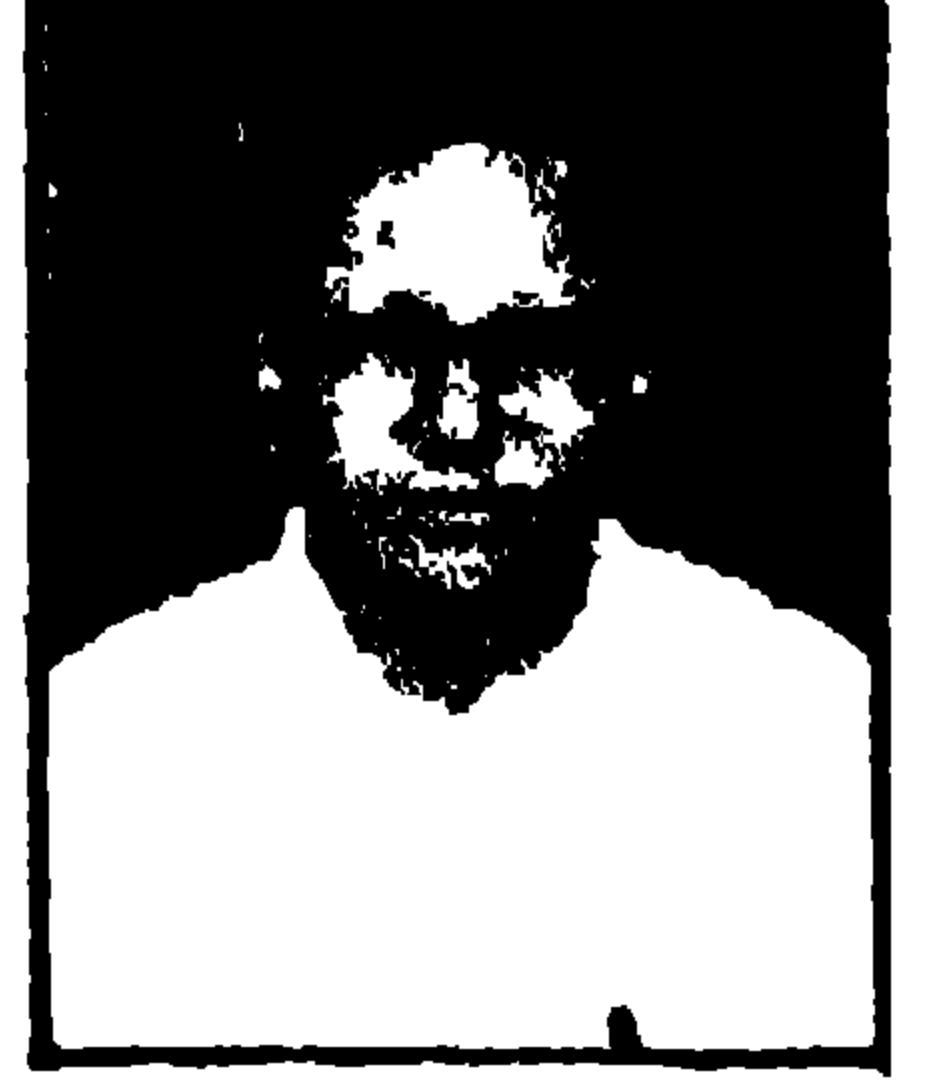
প্রবেশক

দেবাশিস প্রধান

অতঃপর এ প্রসব, কবিতার জ্বরে
পড়শিরা ঈর্ষামুখ বাহিরে অন্তরে।।
যাহার কৃপায় দেবা ধানদুব্বামান
সকলি সঁপেছি বোবা যুদ্ধের সন্তান।।
না পারি করিতে কিছু অক্ষত লেখনী
জড়িয়ে ধরেছে প্রভু বহু মুখে ফণী।।
দুঃখকে চুম্বন করি—তাকে ধরি বুকে
বিধির প্রণালী আর প্রথাবদ্ধ সুখে।।
চন্দ্রদোষে থাকি একা অশান্তির ব্রত
সাঙ্গ করি অশান্তিতে বাহিরে অন্তুতঃ।।
আজো আমি প্রথা ভাঙ্গি উচ্ছন্ন সমান
কবিতা প্রস্তাব করি বিধির বিধান।।
ভালোবাসা টেনে ধরে শাঁস ক্ষতমুখ
অপমান-অপরাধে সমান উন্মুখ!!

পেশা- নাট্যকার
গ্রন্থ- ১০০টির বেশি

ও মশায় শুনুন

দিলীপ বসু

ও মশায় শুনুন, একটু দাঁড়িয়ে যান
জানি পৃথিবীটা ঘুরছে, বিশ্বায়নের ধাক্কায় পাক খাচ্ছে
বুঝতে পারছেন না আমরা সবাই এগিয়ে চলেছি, তাই না?

ও মশায় শুনুন, একটু দাঁড়িয়ে যান
অফিস যাচ্ছেন?
আকাশছোঁয়া-চকমিলান অফিস
ওয়ার্ক কালচার, বিশ্বায়ন; শিল্পায়ন
হয়তো গিয়ে দেখবেন ক্লোজার নোটিশ
আগামীকালও সূর্য উঠবে, অফিসে যাবেন
ভি.আর.এস অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।

ও মশায় শুনুন, একটু দাঁড়িয়ে যান
ঐ যে মেয়েটা কি একটা কাজ করে
ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফেরে
বাড়িতে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা বাবা মা, ঘরে বেকার ভাই, অনেক দায়িত্ব.
একদিন শুনলাম কানাঘুষো হচ্ছে প্রতিদিন হাত বদলায় হাতে হাতে।

ও মশায় শুনুন, একটু দাঁড়িয়ে যান,
এই যে আমরা একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায়
দশ বাই দশ ফুট ঘরে, বোকা বাক্সের খেল দেখছি
পৃথিবীটা হাতের মুঠোয়, চলছে অর্ধনগ্ন পরীদের বিপণন।

ও ও মশায় শুনুন, একটু দাঁড়িয়ে যান
আমরা বেঁচে আছি কালকের জন্য
নতুন ভোরের পরশ নতুন এক পৃথিবী
মানুষের মধ্যে মানুষ খুঁজছি
যে সত্তাটা, ঘুমিয়ে আছে
নবযুগের বার্তাবাহক হয়ে ঘটাবে চেতনায় বিপ্লব।

স্নায়ুযুদ্ধ

দেবাশিস চাকী

চৈত্রের যে তুলো ঘরে ঢুকেছিল সিলিং ফ্যানের
ঘূর্ণনে তা কেটে কেটে যাচ্ছে।
মনের সঙ্গেই মিল যত ঝগড়া ভালোবাসার
চোখের দৃষ্টিও ভবঘুরে আওয়াজ ছাড়া থাকতে পারেনি।

ছাদটুকু অন্তত নিজের বেড়াবার জন্য
চারপাশ অন্ধকার শুষে ভয়ভীতি ছড়িয়ে দিচ্ছিল
আকাশেও মেঘ, কোথাও যে এক ফোঁটা জল পাব
তার চিহ্ন নেই—
শান্তির খোঁজেই ঘরমুখো নদী ছুটে যাচ্ছে
তিরতির করে বয়ে যাওয়া ক্ষীণস্রোত আর মৃদু শব্দের যে এক ধ্বনি
সব বলে দিতে পারে!

স্বাধীনতার স্বপ্ন মেলে ধরেছে এমন সুর বেজে যাচ্ছে ঘরে
একদম একা কোনও কিছু উপভোগ করা যায় না আজও
নিষ্প্রাণ ঠান্ডা ব্যবহার তার জন্য অনেকাংশে দায়ী

এখন যে অফুরন্ত অবসর, কিন্তু
ইচ্ছেটাই বা কই...

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৭টি

খিদে

দিলীপ তলোয়ার

প্রাচীন অশ্বত্থ সামনে দাঁড়িয়ে
আমি তার প্রতিপক্ষ সটান।
আমার হাত ভরা ক্রোমিয়াম তার।
এই আমি সরু চোখ দিয়ে তাকে মাপি, বুঝে নিই দুর্বলতা
ঠিক কোন্ মজ্জাগ্রন্থিতে তাক বুঝে বেপরোয়া চালাবো আমার শ্রেষ্ঠ করাত
কোন্ বিভূতি মাখানো বৃন্তের সূক্ষ্ম ভাঁজে আত্মার পরাগ চিনে
ঠিক কোন্‌খানে সামান্য দাগ দিলে শেষ—

এই আমার কার্বনডাই, এই তামাচূর্ণ, ঝুলকালি—ঢেলে ঢেলে দিই
আর হাত থেকে বেরিয়ে আসে চূড়ান্ত কুঠার কোটি কোটি স্টিলের দাঁত...
পাশে রাখা আছে জগতের সব থেকে দামী বহুতল গুহার
নীল নকশা

আর সোনার কম্পাস !

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

বাঁশফুলের বর্ষা

দিব্যগোপাল ঘটক

এমন এক ঈশ্বরের অপেক্ষায় আছি
যিনি এসে বলবেন ঃ ওঠো, অনেকদিন শুয়ে আছ
এবার উঠে বসো;
এবং বলবেন ঃ বহুদিন আলোয় ছিলে
এবার অন্ধকার করো চোখ।

তাই চোখ বুজিয়ে ডানা মেলতেই
দেখি অন্য এক আকাশ।
ওখানে বর্ষালি মেঘ পূর্বে পশ্চিমে
ইস্পাতের মতন ভীষণ কালো—
ঝোড়ো হাওয়ায় ভর দিয়ে সোঁ সোঁ করে ভাসছি।
নিচে বাঁশফুলে শাদা হয়ে আছে প্রান্তর
বিষণ্ণ গাঁ—একান্ত কুঁড়ে—নির্জন গাই
একাকী বালিকা—সবাই একা...।
একা রাখাই বোধ হয় বর্ষার কাজ।
একা ভেজা, ভিজে একা একাই সুখ পাওয়া,
সুখ পেয়ে একাই গান লেখা—
এটা কেমন ক'রে সবার সাথে ভাগ করি!

মানুষ একা না হ'লে বোধহয় কবি হ'তে পারে না।
এই সরল সত্যটা, ঈশ্বর আপনি না বোঝালে
অজ্ঞাতই থেকে যেত।
তাই এই বাঁশফুলের বর্ষায়
আপনাকে আরও একবার অভিবাদন।
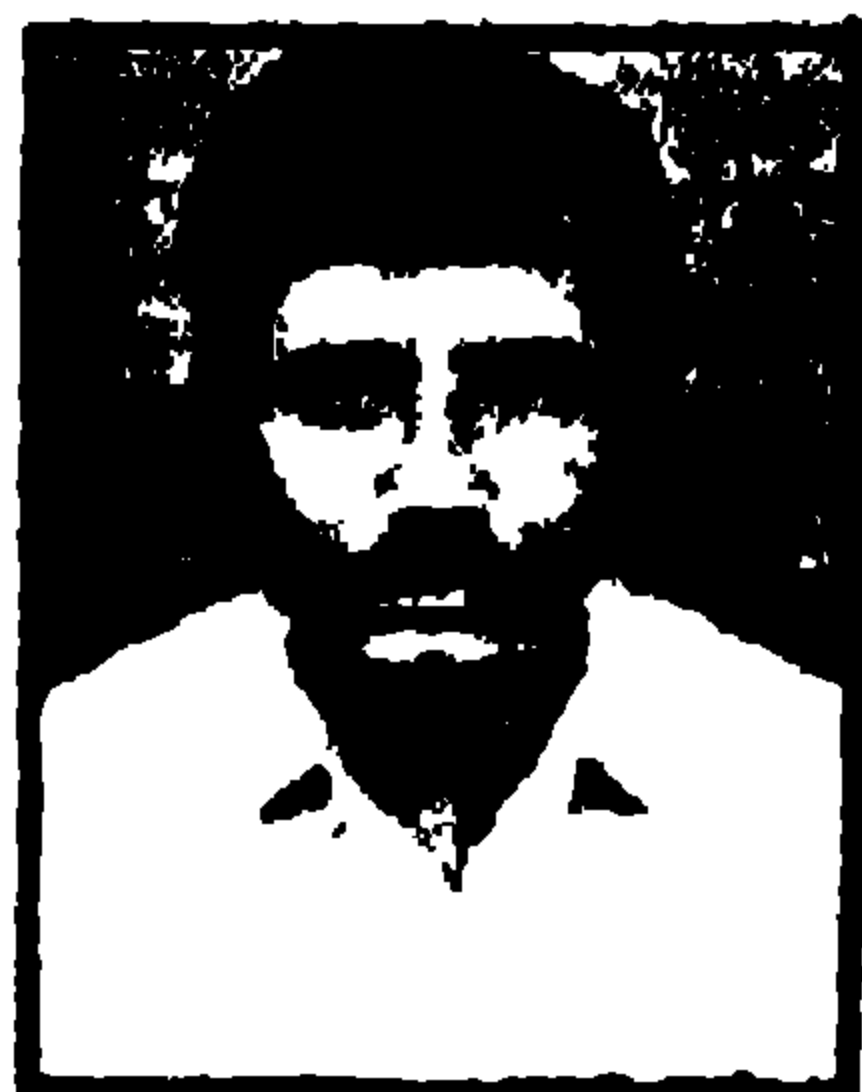
ভারতবর্ষ

দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়

অহঙ্কারের পোশাক খুলে রাখো
ভারতবর্ষ অকৃত্রিম ভালোবাসা চায়,

কাশ্মীর হতে কন্যাকুমারী প্রতিটি হৃদয়
ঈশ্বর বিশ্বাসী
ধর্মের সীমানা ভেঙে
মানুষ এবং ঈশ্বর হাঁটে পাশাপাশি
অবিশ্বাসীদের কখনও বিশ্বাস করেনি ভারতবর্ষ,

বহুপথ পরিক্রমা করেও
নগর সংকীর্তনে শাশ্বত ধ্বনি
নিভে যায় হেলোজেনের যত তীব্র আলো
বাঁশ পাতার মতো
তিরিতিরি কাঁপে প্রদীপের শিখা,

লোথাল বন্দরের পথভোলা নাবিক ভুলে গ্যাছে সব যন্ত্রণা
সিন্থেসাইজার বাজিয়ে গান গায়
নিশ্চিন্তে বসে থাকে স্নেহময়ীর কোলের পাশে,
আজও বদলায়নি সেই নির্যাতিতা নারী
প্রতিদিন খোঁজ রাখে একশ' কোটি ছেলে-মেয়ে কেমন আছে;

অহঙ্কারের পোশাক খুলে রাখো
ভারতবর্ষ অকৃত্রিম ভালোবাসা চায়।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- চাকুরী

লেনদেন

দিলীপ কুমার অধিকারী

কিছু নিতে গেলে
কিছু তো দিতে হবেই;
আলো জ্বালতে গেলে
অন্ধকার দূর করতে হয়।

ভালো বাসতে গেলে
দুঃখ তো আছেই।
স্রোতের বিপরীতে
নৌকা বাইতে গেলে
সাহসী মাঝির
শক্ত বৈঠার দরকার।
মিথ্যার মুখোস
খুলতে গেলে
চাই সত্যান্বেষী মুখ,
আঘাত সহ্য করার জন্য
প্রশস্ত বুক।
যেমন বৃষ্টিকে ধরতে হলে
চাই বিশাল সমুদ্র;
অবিশ্বাসী বাতাসকে
ঠেলতে গেলে চাই
পরম বিশ্বাসী দু'খানি হাত।
এক মুঠো স্বপ্নের জন্য চাই
এক টুকরো নীলাকাশ
যেমন নিজেকে চেনার জন্য
চাই একজন পরিপূর্ণ মানুষ।

শিক্ষা- ডাক্তার
পেশা- চিকিৎসা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি
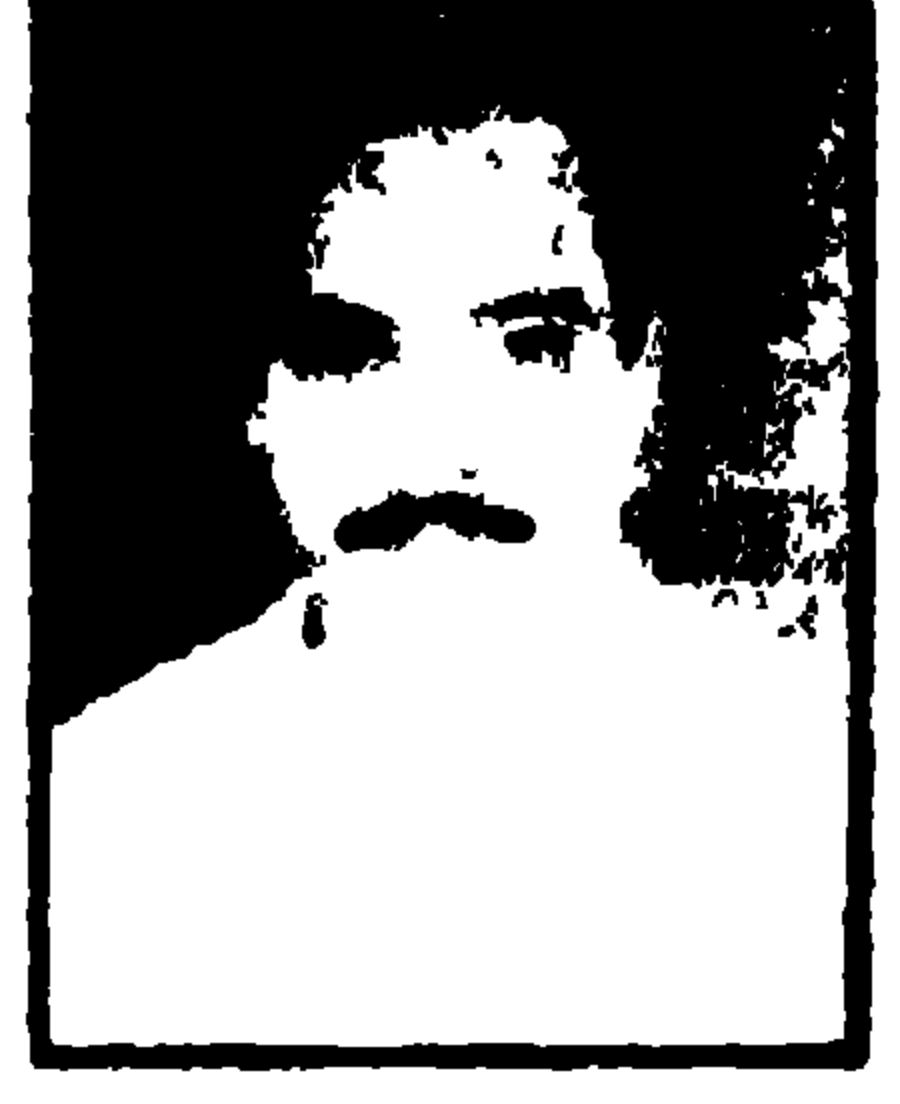
আমার ভারতবর্ষ
দীপায়ন নাথ

আমি এমন একটা ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখি
যার ভোরগুলো ঝরা বকুলের গন্ধ ভরা,
রাতগুলো হাস্নুহানার---
আর দুপুরটা লাল গোলাপের,
যেখানে কোনো বারুদের গন্ধ নেই।

আমি এমন একটা জনপদের স্বপ্ন দেখি
যেখানে হিন্দু মুসলিম শিখ ঈশাই
একে অপরের দুঃখে কাঁদছে
একে অপরের সুখে হাসছে,
কারোর আস্তিনে কোনো লুকোনো ছোরা নেই।

আমি এমন একটা বনভূমির স্বপ্ন দেখি
যেখানে পাইন দেওদার আর ইউক্যালিপ্টাস ফিস ফিস কথা বলে,
যেখানে সন্ত্রাসবাদীদের ট্রেনিং ক্যাম্প নেই,
বন্দুকের লুকোনো চাঁদমারি নেই,
সিট্রোনেল্লা ঘাসের বুকে রক্তের দাগ নেই।

আমি এমন একটা মানুষের স্বপ্ন দেখি
যার শৈশব তেতো কফির মতো বিস্বাদ,
যৌবন কীটদ্রষ্ট ফুলের মতো বিবর্ণ,
তবু মাঝরাতে, যখন ঝাউয়ের ডালে দোল খায় পূর্ণিমার চাঁদ
বন্দুক সরিয়ে রেখে সে বলে ওঠে—বাঃ কি সুন্দর!

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

ছলনা
দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়

ছলনার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি, দীর্ঘ টানেল
অন্ধকারে ট্রেন ছুটে যায়। আলোর মতন ঠোঁট
একবার কাছে আসে, আবার উধাও, যেন চুম্বনের
অব্যবহিত পর বিষাদ, যে আছে সে যেন নেই!
ছুঁতে পারছি না তার ছায়া

একটা কিছু তো করা দরকার, কীভাবে? ভীষণ
শব্দের ধ্বনি, দুর্ভার। যে নিতান্ত বধির তার কোনো
সন্তাপ নেই, সুড়ঙ্গের ভেতর ট্রেনের কামরায় বসে
দেখছে এই আলো-অন্ধকার, অনিশ্চয় খেলা।

জীবন এক না একাধিক, বোঝা যাচ্ছে না, কোথাকার
মৃত্যু ছিটকে পড়ছে কোথায়! কোথাকার প্রসবব্যথা
নিষ্পন্ন করে হাত-পা ছুঁড়ছে শিশু গাছ। ট্রেন ছুটছে
আমাদের ঘুম ও জেগে থাকার ভেতর।

প্রত্যেকের চোখে জ্বল জ্বল করছে একটা কিছু করতে
না পারার ব্যথা !

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা

জীবন দর্শন

শ্রীদেবেশ কুমার মণ্ডল

চরম-প্রাপ্তি পরমমুক্তি
বলে হেথা- কিছু নাই
কঠিন কঠোর গদ্যময়
এই পৃথিবীর সময়

পারবে দিতে যতক্ষণ
সবাই হবে তোমার আপন
চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয়
চুষে ফেলতে কতক্ষণ?

ছিবড়ে যখন হতেই হবে
শুকনো হয়ে লাভ কি তবে
আত্মরসে টইটম্বুর প্রাণ

চাইব না আর কিছু
দি য়ে-ই যেতে শুরু
গাইতে প্রভুর গান।

কাব্যগ্রন্থ- ১টি

বৃষ্টি হলেই

দেবপ্রসাদ দে

এমন কথা কখনো ছিল না
শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি হলেই
তোমার কথা ভাবতে হবে।
তুমি না হয় বছর তিনেক
আমায় কিছু স্বপ্ন দিলে
ঘুমের মাঝে জাগরণে
প্রলয় পাশার ছক শেখালে।
এমন কথা কখনো ছিল না
শীতের রাতে চাঁদ উঠলেই
তোমার কথা ভাবতে হবে।
তুমি না হয় মটরশুঁটি শশা কুচি
বছর তিনেক রোজ বিকেলে
নিয়ম করে খাইয়েছিলে।
সিঁদুর পাখার গল্প ছিল
আজ তো তুমি অনেক দূরে
বঙ্গদেশের বিপ্লবীদের সাবলীলতায়
যাত্রাদলের সংলাপে
ভীষণ ভালো, ভালোই আছো
আমার যেন দায় পড়েছে।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৯টি

দীঘির কথা

দীপা বিশ্বাস

নিজের ভেতর মগ্নতায় দীঘি তো ছিল বেশ
চঞ্চলতা উচ্ছলতার ছিল না তো লেশ
উড়ে এসে ছোট্ট পাখি বসল তার পাড়ে
বলল, দীঘি বেশ তো আছ নদীটি নেই ধারে

উতল হল দীঘির মন বলল, ছোট্ট পাখি
নদী আসবে বলে আমি তার পথ চেয়ে থাকি
দুকূল ভেঙে কবে নদী ভাসিয়ে নেবে আমাকে
ভেসে যাব প্রবল রঙ্গে মাতাল ঘূর্ণিপাকে

বলে উঠল সবুজ বন, জোয়ারে ভেসে যেতে চাই
স্থানু থাকাই নিয়তি যে কোথায় ডানাজোড়া পাই
ডাক শুনি যে অনন্তের উথালপাথাল মন
মাটির মায়ায় পিছুটান, ডাক্‌ছে সর্বক্ষণ।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি
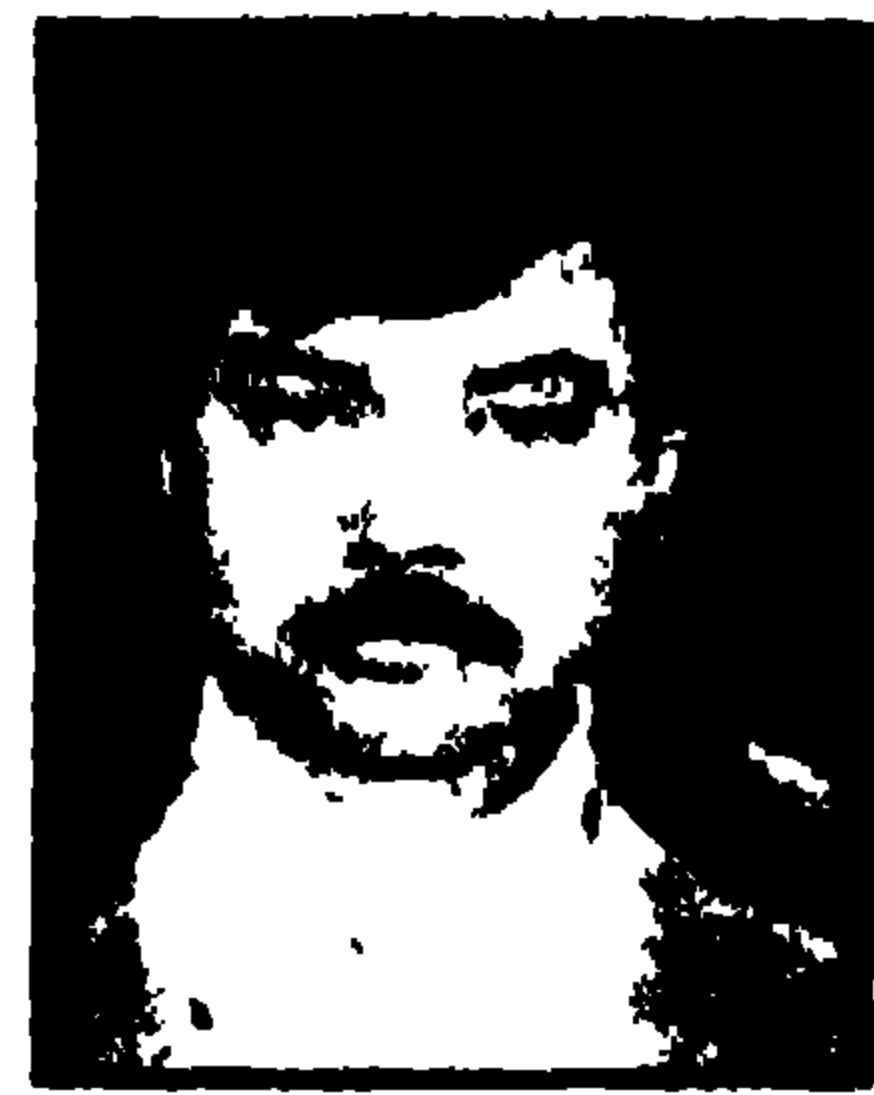
দুটি কথা

দীপঙ্কর গোস্বামী

বলার ছিল অনেক কিছু
বলব দুটি কথা,
তোমার জন্যে আমার বুকে
এমন কেন ব্যথা?

বেশ তো তুমি তোমার মতো
আছোই আত্মমগ্ন,
দুমড়েমুচড়ে আমার হৃদয়
ক'রব কেন ভগ্ন?

ভেঙেছো তুমি কখনও কি
পেয়েছো বুকে ব্যথা?
প্রশ্ন তোমায় দিলাম ছুঁড়ে
ছোট্ট দুটি কথা!

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- গৃহবধূ

স্বপ্নের কি যে শুভ্রতা
দীপা ব্যানার্জী

বহির্জগতে অন্ধকার। কিন্তু স্বপ্নের কি যে শুভ্রতা!
হাত মেলে পায় না খুঁজে, কিন্তু স্বপ্নের শুক্লা নদী বয়ে চলে
সীমাহীন উৎকণ্ঠা নিয়ে এগিয়ে যায়, বুকে আমার অদম্য বাসনা।
কিন্তু চোখ খুলে তাকিয়েই থাকি
বিগত দিন আর ভবিষ্যৎ।
আমার শাড়ীর আঁচল পেতে ধরে রাখি অ.শা
আমার বুকের উষ্ণতা দিয়ে উষ্ণ করে রাখি
যদিও নিয়তি এদের কেড়ে নিতে চায়।
জানি না, অন্ধকারের মাঝে ঝলমল করে ওঠে
মরীচিকা না কি বাস্তবের অগ্নিবন্যা?
আমার দু'হাতের স্পর্শে উপচিয়ে এগুলি
ভয়াবহ রাতের অন্ধকারেই পাঠাই তোমার জন্যে
একটি একটি রক্ত গোলাপ বলে
অন্ধকারে আমার দুহাতে লুকিয়ে তোমার জন্যেই
অনেক ভালোবাসা সেচে চোখের পলক ফেলি।
তখন তোমার কি হয় আমি কিছু জানতে চাই না
শুধু জানি, স্বপ্নের কি যে শুভ্রতা!

পেশা- চাকুরী

যখন আমি বোবা হয়ে যাই
দীপদুলাল বিশ্বাস

আমি যখন জন্মভূমির মাটিতে হাত রাখি
সে আমাকে শেখায় কথার বর্ণমালা,
স্বপ্নময় রেণু রেণু স্বদেশের সাথে—
হাতে বুকে মুখে উঠে আসেন—অসংখ্য রবীন্দ্রনাথ!

আমি যখন একটি দু'টি দূর্বাঘাস চোখের উপরে রাখি—
কিম্বা এক ফোঁটা স্নিগ্ধ শিশির
ছিটিয়ে দিই আকাশে—
তখন মালয় সাগর থেকে হাজার বছর পথ হেঁটে
ছুটে আসেন ক্লান্ত জীবনানন্দ!

আমি যখন ঘোড়সওয়ার জীবনের পথে—
মুখ থুবড়ে পড়ি মৃত্যুর গহনে
তখন বাহান্নটি তীরের ফলায় আমাকে
তুলে আনেন বিদ্রোহী নজরুল!

যখন আমার মুখ বোবা হয়ে যায়
আমার চেতনার সবুজ মাটিতে ফোঁটা ফোঁটা
রক্ত ঝরে—
যখন বিক্ষুব্ধ আকাশের গায়ে উদ্যত হাতে
বুকের রক্তে লেখে স্বদেশের স্বরলিপি
রফিক—সালাম—বরকত!
তখন আনন্দে রক্তে ঘামে ভিজে—
আমার ভাষার প্রাণের বর্ণমালা হাতে
স্বদেশের সামনে এসে দাঁড়ায়
অমর একুশে ফেব্রুয়ারী!

দিগভ্রান্ত শ্বাস

দীপক ভুঁইয়া

দরিদ্র দুপুর
নিস্তব্ধ হাতছানি দেয়;

সবই ঠিক ছিল
গোলাবারুদের আখড়ায়
বিস্ফোরণ—তাও ঠিক;
ক্রমশ নৈতিক অস্থিরতা
আজ সীমান্তে বিষণ্ণতার কালো ধোঁয়া

দিগভ্রান্ত শ্বাস খুঁজছে
মানুষের সংজ্ঞা।

কাব্যগ্রন্থ- ২টি

ঋতু

দেবাংশু ঘোষ

হরিণের শিংয়ের মতো উঁচিয়ে আছে অন্ধকারে শুকনো ডালগুলো

ঋতু পাল্টাচ্ছে
তরল পর্দার আড়ালে
কোনো মরাল বালিকার ঋতুস্পর্শ যেমন

পাছা তুলে নরম রোদ পোহাচ্ছে কৌপিন পরা যে বৃদ্ধ
তার কাছে হেলানো ছায়া শরীরের স্পেকট্রাম
আজ স্রোতহীন—আমার একলা ঘরে
অন্ধকারে চেয়ে থাকা না চেয়ে থাকা যেমন

পেশা- চাকুরী

পঞ্চতপা

দেবদুলাল হাওলাদার

গোধূলি উঁকি মারে দিনের শেষে রাতের অপেক্ষায়
প্রস্তরযুগের মতো তুমি ঘুমাও এখনও বিছানায়
চাঁদ ওঠে আকাশে তখন তারাদের চোখ ঝলসায়
ভোরের আলোতে সূর্য ওঠে অভিমানে পাহাড় চূড়ায়
এভাবে ছেঁড়া কাঁথা হারিয়ে গ্রহান্তরে জমে সুখ
এভাবে সবার আগেই এঁদো গলিতে দেখা আলোর মুখ
দূরের শহরে অবচেতন মনে এখন প্রাচুর্যের লালা ঝরে
রাতের আঁধারে আমরা ঘুমিয়ে থাকি ফ্রিজে
আমাদের বিকেলগুলো ঝুলছে এখন পলিব্যাগে
পঞ্চতপায় জ্বলছে প্রদীপ সান্ধ্য অস্তরাগে।

বিজ্ঞাপন

দেবাশিস চট্টরাজ

কেবল, মেট্রোয় আছে বহু বিজ্ঞাপন
সাবান এসেন্স তেল কত কসমেটিক্স
দোষ কি! একটু প্রাণ প্রগল্‌ভ যাপন -
চটুলতা নাচঘরে অমৃত না বিষ।
ডিস্কো থেক ত্রিকোণ আসনাই

বসন্ত উত্তীর্ণ হয় ও বদলায় গাজনে
রেশমি আলো নাচে ডান্স ফ্লোরেও রোশনাই
ঝাঁজরে ঝাঁজরী মেয়েদের সন্ধ্যার নাচনে
মনে পড়ে কবে যেন হয়ে পথ হারা
এ হাটে হারালো তুলসী মঞ্চ সন্ধ্যাতারা।

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- গৃহশিক্ষকতা

বিকেল জানালার সংবাদ

দেবাশীষ দত্ত

কবিতা নিভে যায়
আবার কবিতা জ্বলে
কবির দোকানে
একটা বটপাতা উড়ে যায়
দিন আসে
সকলে নদী পার হয়
পার হয় নৌকাস্রোত
এক দৃশ্য থেকে আর এক দৃশ্য
আর এক দৃশ্য থেকে
                    আর এক দৃশ্য
পট পাল্টায়
ঘুমবনে হরতকি খেলে
                    নীরবতা
দূরে ভোরের দরজা
                    হাট করে খোলা
আর আমি দাঁড়িয়ে এক
বিকেল জানালায়

ডাক

দুলালেন্দু সরকার

কে ডেকে যায় সঘন যন্ত্রণাক্লিষ্ট
রাত্রি গভীর হল দরজায় কি কেউ!
সর্বহারা ক্ষুধার্ত হিংস্র বাতাস
ঘরময় ছোটাছুটি করে বিশৃঙ্খলা বাধায়

সভ্যতা গড়ার ডাক আসে
ব্যাবিলন টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস তীরে
অন্ধকারে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয় উন্মাদ যৌবন
প্রেমিকার হাত ছাড়িয়ে গুটি পায়ে কে
মাটির পথে আমলাশোলের দিকে অগ্রসর হয়?

শিক্ষা- এম.এ. পিএইচ. ডি
পেশা- অধ্যাপনা

বৃষ্টি

দেবারতি বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)
এক বালিকা স্কুলের ছাদে
দিদিমণির ভয় এড়িয়ে
দু-হাত মেলে বৃষ্টি ধরার
স্বপ্ন নিয়ে ছুটেছিল।
দুই সখীতে মন মিলিয়ে
আশ মিটিয়ে জলের কণা
গায়ে মেখে, চুল ভিজিয়ে
সেদিন সত্যি, তারাই বর্ষা
হয়েছিল।

(২)
তার পরেতে প্রতি বছর
বর্ষা আসে। আজ একা নয়।
হঠাৎ করে একটি মানুষ
কাছে এসে বৃষ্টি হয়ে
ঝরে পড়ে; সারা জীবন
কাছে দূরে সুর মিলিয়ে
সেই বর্ষায় চলতে থাকে
চলতে চলতে আজ সে নারী।

শিক্ষা- বি.এসসি

পেশা- ব্যবসা

আজও মনে পড়ে

দেবকুমার পাল

স্বপ্নে তোমায় দেখি
আজও একই আছো,
একটুও বদলাওনি।
সেই শ্বেতশুভ্র হাসি, স্নিগ্ধ চাউনি
ভালো লাগে, বেশ লাগে।।
রিনিঝিনি নূপুরের শব্দে
তোমার ঐ পথচলা
কিংবা আবেশীকণ্ঠে
তোমার ঐ কথা বলা,
'ভালোবাসি তোমাকে...'
মনে পড়ে, আজও মনে পড়ে।।

চোখ বুঝলে অনুভব করি
তোমার স্পর্শ;
তোমার গায়ের সুমিষ্ট গন্ধ।
উদাসী মন শূন্যতায় ভরে যায় তখন।
নিঃসঙ্গতা গ্রাস করে হৃদয়কে।
শুষ্কতা বলে আজ তুমি একা।
কেউ নেই তোমার পাশে
শুধু আবেগে জড়ানো
একরাশ স্মৃতি।।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
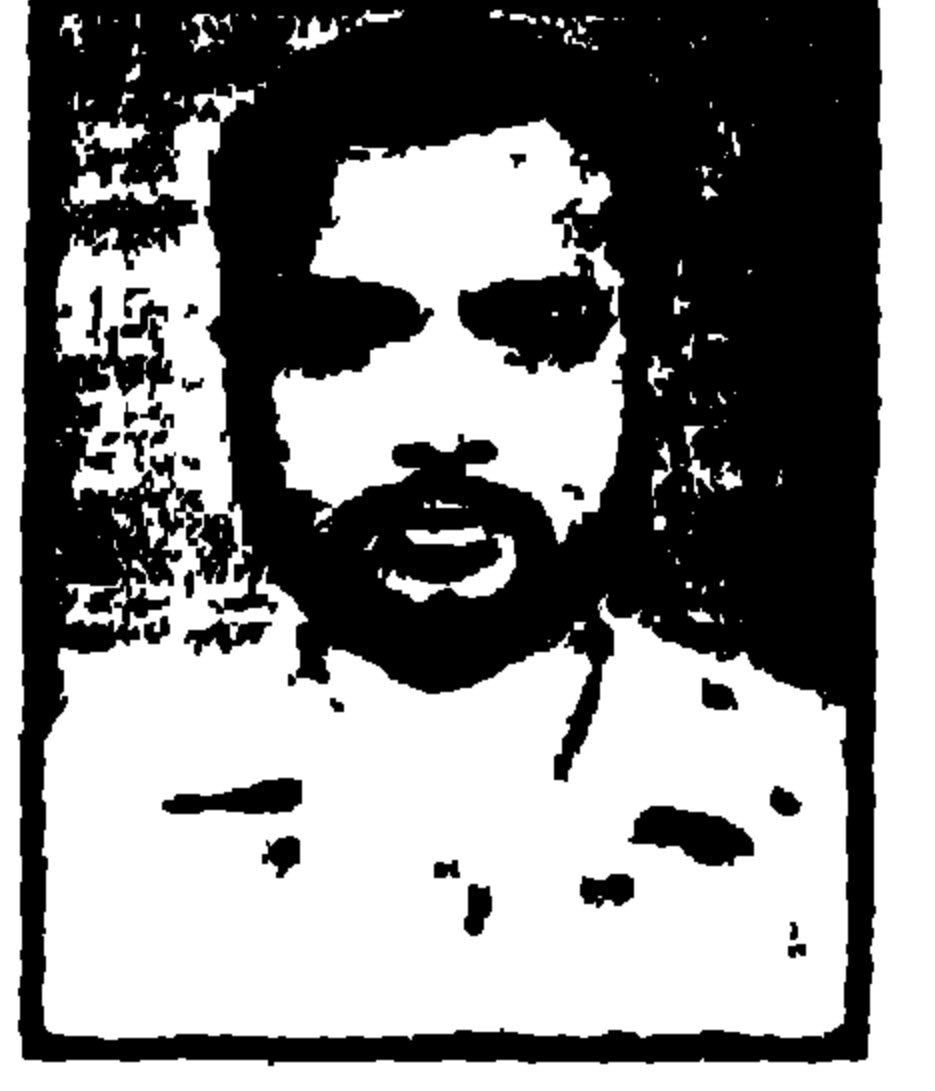
পুনর্জ্জন্ম (উৎসর্গঃ মা)
দেবাশিস সাঁতরা

মা, আমি তোমার এই আশ্চর্য হাসি নিলাম

তোমার যত কান্না
তোমার যত বিষাদ
তোমার যত দুঃখ

সব, সব...

এমন কি বাবার বাউলিয়া পোষাক
একতারাটা পর্যন্ত

শুধু এই একটা জীবন
আমি কবিতা-কে দিলাম

তুমি বারণ করো না
তুমি আর দুঃখ পেও না
তুমি বাবাকে আমার কথা বলো
আর, যে মেয়েটির কথা তুমি ভেবেছো, তাকে

সে যেন অপেক্ষা করে মা,
আমি আবার পুনর্জ্জন্ম নেবো।

শিক্ষা- এম.এ

পেশা- শিক্ষকতা

ছোট্ট সকাল

দেবীপদ বসু

হঠাৎ সেদিন সকাল বেলায়
ঘুমটি থেকে উঠে,
বল্‌লে মা, খোকা আমার
খানিকটা আয় ছুটে।
ঘর পেরিয়ে দোর পেরিয়ে
ছুটছি আমি যত,
ঘাসের ডগার ভোরের শিশির
লাগছে পায়ে তত।
শিরশিরিয়ে বইছে বাতাস
লাগছে খুবই ভালো,
সূর্য মামা উঠছে জোরে
দিচ্ছে বেশি আলো।
সামনেতে ঐ ভুবন জোড়া
সোনার ধানের মাঠ,
চাষির মনে রঙ লেগেছে
গৃহে সুখের হাট।
জমির আলে রাখাল ছেলে
হাতে মোহন বাঁশি,
সূর্য মামার পরশ পেয়ে
মনটি খুশি খুশি।
আনন্দে তাই সুর তুলেছে
হাতের বাঁশিখানায়,
ইচ্ছা করে বলতে-ও ভাই
'শেখাও না গো আমায়'।
ফিরে আসি পড়ার টানে
সুখের গৃহ কোণে,
ফিরে আসি মাঠ পেরিয়ে
মায়ের স্নেহের টানে।

ঘুম

দেবাশীষ সিংহ

ঘুমের আঘ্রাণ আসে অঘ্রাণের ঘাসে ঘাসে আজ
কার পদশব্দ তুমি ঘুমঘোরে শিরার সিঁড়িতে
মৃদু কেশে হৃদিমধ্যে অনিশ্চয় পাঠাচ্ছো আওয়াজ
তুমিতো মাধব নও তবে কেন পদ্মের পিঁড়িতে

ভ্রূমধ্যে বসিয়ে তিল তুলসীতে এই দেহ তোর
হাতে কেন তুলে দেব বহু জমি এখনো পতিত
এই শীতে টিকে গেলে আমাদের বাঙালি গতর
ফেরাবো আবার বৃন্দে যমুনায় স্নানের অতীত

অতীত ফেরে না খালি ফেলে দিয়ে যায় চারিভিতে
হলুদ বাদামী মুদ্রা আমলকী বন রাতভোর
তার ম্লান মূল্য গোনে সেই পদশব্দের ইঙ্গিতে
অলিন্দ নিলয় যদি ভীরু হাতে বন্ধ ক'রে দোর

কখনো না খুলে দেয়? ঘুমের নদীতে যদি আজ
ডুব দিয়ে ভুলে যাই গোষ্ঠলীলা বেণুর সঙ্গীত
বস্তুত মিনতি করি রে মাধব রূপের জাহাজ
নৌকাবিলাসের দিকে ভাসাবে না? বাজাবে না গীত

দেহে দেহে ছড় টেনে ফলাবে না ধান?
ঘুমের থাবায় কাঁপে দিনমান বুকের উঠান।

শিক্ষা- এম.এসসি
পেশা- শিক্ষকতা

পরিবেশ সম্পর্কে

দিলীপ ভঞ্জ

কি আর ভাঙতে রেখেছ বাকি
এসো
নিজেদের ভেঙে
সব ছন্দ ভেঙে ফেলি

এসো
আমরা দুজন
অণু-পরমাণু হয়ে যাই

পেশা- শিক্ষকতা (অবসরপ্রাপ্ত)

স্মরণ

দেবপ্রসাদ রায়

কী পবিত্র ঐ আমগাছের তল
কী অপূর্ব ঐ নিমফুলের ঝিম ধরা গন্ধ
কী সুন্দর অসময়ের স্বর্ণচাঁপার বর্ণ ও আকার।

মনের গহনে নীল সমুদ্রে উথাল পাথাল
কত পাথর—শিলা পাথর—নুড়ি।

ক্লান্তিহীন জীবনসংগ্রামে
আবছা হয়ে যাওয়া কত স্মৃতি
ঘরের আসবাবে ফুলদানিতে, চিঠিপত্রে
কত বলা ও না-বলা কথা।

জীর্ণবাসের পর আত্মার নতুন বাসগ্রহণ
নশ্বরতা অবিনশ্বরতা নিয়ে কত বিতর্ক পণ্ডিতদের

থাক ওসব—
আমি একটা সংগ্রামী মানুষ—
গতিশীল পৃথিবীতে, নানা ঘাত প্রতিঘাতে,
রোদে জলে পোড় খেয়ে
যখন ঐ ছবিটার সামনে দাঁড়াই—
তখন তো ওটা শুধু ছবি নয়—ওটা জীবন্ত।

চোখ দু'টো দিয়ে ঝরে পড়ে স্নেহনির্ঝর,
কণ্ঠস্বরে অননুভূত মাদকতা—
ভালো আছো তো বাবা, কল্যাণ হোক।

জন্ম- বর্ধমান

বাদামী ফসলে

দিলীপ কুমার কোনার

বেদনার কী বিক্ষোভে স্নায়ুর ভিতর
একটি মোমের বাতি দিলে তুমি জ্বেলে,
একটি পাখির মন করেছিল ভর।

সেদিন সে হেমন্তের নরম বিকেলে
বিমুগ্ধ বাতাস কত তুলেছে মর্মর
সোনালী ফসলে প্রাণে প্রীতিরস ঢেলে।

সহসা কবিতা হয়ে প্রতিভাত তুমি
আমার বুকের মাঝে গহন অতলে;
সেদিন ভেবেছি, বুঝি অকাল মৌসুমী!

সে সব বিক্ষোভ শেষ, আর দেখি জ্বলে
কী এক অস্ফুট আলো বাদামী ফসলে।।

শিক্ষা- এম.ফিল পাঠরত
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

স্বপ্ন

দীপঙ্কর বাগচী

সাকিন ধাম ছোট বকুলপুর
থানার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দূর
অনেকগুলি শিমূল ঘেরা গ্রাম
আমি তোমার পুরনো ডাকনাম

যেখানে সব ইচ্ছেগুলি যায়
ডানায় মোড়া ভালবাসার ঘায়
পাতায় নাচে দোয়েল ফিঙে আজ
তোমার কাছে সঁপেছি সব কাজ

কাজের কোনো ঠিক কী আছে কিছু
ঘুরেছি আমি তোমার পিছু পিছু
চেনা পাতায় চেনা দোকানদার
ধারের কথা এড়িয়ে গেছি আর

যেখানে সব ইচ্ছেগুলি যায়
ডানায় মোড়া ভালবাসার ঘায়
সাকিন ধাম ছোট বকুলপুর
আমি তোমার হারানো রোদ্দুর।

পেশা- গৃহশিক্ষকতা

সুনামী পাহারাদার

দেবল চক্রবর্তী

আমার সমস্ত শরীর জড়িয়ে আছে নারকেল গাছে
হয়ত আমাকে রাখা হয়েছে
বিভীষিকা দেখার জন্য
মা বাবা প্রতিবেশীদের
ভাসতে দেখার জন্য,
পশু পাখী নদী সমুদ্র পাহাড়ের
কোলাহল শোনার জন্য!
হে পৃথিবী কেন আমাকে বাঁচিয়ে রাখ'লে?
আমি আর ঠিক রাখতে পারছি না
মনের ধারণ ক্ষমতাকে।
হে পাখী কিছু মনে কোর না
তোমার মৃত্যু দেখার জন্য—
হে পশু, তোমরা কেন আমাকে
অভিশাপ দিচ্ছ না?
তোমারাই তো আমাকে সুনামির
প্রলয়ঙ্কর বার্তা দিয়েছিলে
আমি তোমাদের গলার দড়িটা
খুলে দিয়েছিলাম মাত্র
তারপর শুধু থৈ থৈ জলরাশি—
একে একে সবাই চলে গেল
দিন-রাত্রি এল পালা করে।
হারিয়ে গেল আমার ছোট্ট বোনের হাসি
আমার ঠিক পরের ভাইটার মিষ্টি মুখখানিও।
হে বৃক্ষ-পাখী-পশু,
হে আমার মৃত স্বজনেরা
শুধু আমি বেঁচে আছি অসহ্য এই
মৃত্যুর স্তূপ আঁকড়ে ধরে,
এভাবেই আমি বেঁচে থাকব!

বয়স্ক পৃথিবী

দুর্গাদাস মিদ্যা

এখন মানুষ নেই,
ভুল বললাম—
মানুষ আছে, মনুষ্যত্ব নেই।
এখন প্রেম নেই,
বোধ হয় ঠিক বললাম না—
প্রেমের খেলা আছে
গভীরতা নেই।
শুধুমাত্র কামনার
তীব্র কষাঘাত
ছুঁয়ে যায়
হৃদয়ের প্রান্ততল।

মায়া আর মমতা
বুড়ি ছোঁয়া চু কিত্ কিত্
ছুঁলেই মরণ।
বর্ষায় নদী ভাঙনের
মতো খসে খসে
ঝরে পড়ে গভীর জলে।
এমনি করে দিন যায়
দিন চলে যায়,
পৃথিবীর বয়স বাড়ে
একটু একটু করে।
মানুষেরা বৃদ্ধ হয়
বৃদ্ধ হয়েছে সভ্যতা
তাই সৃষ্টির রস
শুকিয়ে পৃথিবী খট্ খটে।

পেশা- শিক্ষকতা

ভাসানযাত্রা

দীপঙ্কর সরকার

কৌশলে আছি বড় সহসা একাকী
অপরূপ চেয়ে থাকি, বিঘ্ন-বিপদ
এড়াই যতনে। কাউকে না বলে কিছু
কতকাল একা একা কাটাব উদাসী!

হৃদয়ে গভীর ক্ষত কিচ্ছুটি কাউকে
বলিনি. অসম্ভব সাদা হাঁস অথবা
বেগুনী একা একা উড়ে যায় উড়ে চলে
মহাশূন্যের পথে যেন নবাব নন্দিনী।

আমিও ফিরেছি পথ সমুদ্রে সফেন
কেটেছি সাঁতার, ধারে কাছে কেউ তো
ছিল না। ম্লান মানচিত্রময় মুখ
জলের দর্পণে জল, দেখেছি বিন্যাসের হেতু।

অজস্র সূচক মাঝে নিজেকে সংযত
রেখে সহসা একাকী অতীব সন্তর্পণে—
বালিতে রেখেছি, তপ্ত লৌহসম
কোন দিন অশ্রুময় এতটা ভাসিনি।

জন্ম- হুগলী
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৩০টি

জ্বলন্ত জ্যোৎস্নায়
দীপালি দে সরকার

গোলাপের ভিতর চোখে
কথার পাথর, সব ঝর্ণা
জমাট বরফ, নদী চুপচাপ,
তার বুকে ফুটে উঠছে না
কোন ছবি—আকাশের বৃক্ষের মানুষের

ঠিকানাহীন বিজ্ঞাপনগুলো
নীল আলো হয়ে
আমাদের চোখে আনছে
অদ্ভুত ঘুম

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি
বিউটি পার্লারের. বিউটি কুইনের
ঘুম ভেজা জ্যোৎস্নায়
আলোকিত আমি—
এই আমি প্রসাধন, আমি পোষাক
অদ্ভুত আনন্দ

আচ্ছন্ন চোখে দেখি—
জ্যোৎস্নার আগুনে আমার পোষাক
জ্বলছে
জ্যোৎস্নার থাবায় আমার প্রসাধন
মুছে যাচ্ছে
জ্যোৎস্নার দাঁতে এখন
আমি খাদ্য...

স্মৃতি মোরমের ডানায় ডানায়

দেবদত্ত

নদীপৃষ্ঠা বর্ষার দুপুর হয়
যখন ঢেউ ভাঙে জ্যোৎস্না পাণ্ডুলিপি
গোপনে নদীর গায়ে মোহনা খুঁজতে খুঁজতে
আমরা পেয়ে যাই নির্জন বিকেল পালক
সাম্প্রতিক ঝড় উঠপাখীর জাহাজ উদ্ভাসে
সঙ্গে উন্মোচিত স্বপ্ন বৃষ্টিরা
ওড়ে সেতার চাঁদে
আর তোমার ধুম প্রজাপতি জ্যোৎস্না মেলে
স্মৃতি মোরমের ডানায় ডানায়।

শিক্ষা- বি.কম

পেশা- চাকুরী

ভালোবাসা-৩

ধীমান চক্রবর্তী

ছবির ফ্রেমের ভিতর থেকে তুমি হেসে উঠলে
শহরের বুকে দু'চারটি
কাশফুলের কারখানা ছড়িয়ে দেয়
থৈ থৈ সাদা। অল্প গরমে
পলাশ আরো কিছু লাল করে
বাংলার ধমনী। পঙ্গু বন্ধুকে আজ
দেখে এলাম একা একাই সিঁড়ি বেয়ে উঠছে।
তোমার গালের পাউডার
বয়ে নিয়ে যায়
অন্য কারো ঠোঁট, জিহ্বাধাতু।
পৃথিবীতে জন্মানো সবচে' ছোট ফুলটি
দিতে চাই, যা বেড়ে উঠবে
তোমার উদ্যানকোষে। যে অদৃশ্যে
কথা তুমি ভাসিয়ে দিচ্ছ
আমার মুখ-বন্দর লক্ষ্য করে দূরভাষে
তা এইমাত্র টপকে এল হাওড়া ব্রিজ, রামধনুপাখি।

শিক্ষা- স্নাতক

ধ্বংসস্তূপ

ধীশঙ্কর সেনগুপ্ত

আমি তো ধ্বংসস্তূপ ঘাঁটি,
ঘেঁটে ঘেঁটে তুলি বিধ্বস্ত সময়,
তার মাঝে খুঁজি আমি
মায়ের পাঁজর।
মা তো কোন দুঃখিনী নদী নয়,
সে তো ছিল স্রোতবতী
কে দিয়েছে তাকে বাধা,
উপল জড়িত ব্যথা,
রুক্ষ কঠিন শিকল, পিঞ্জর।

পিঞ্জরে বদ্ধ মন,
সম্ভোগ, সুখ আর হাসি, মদিরা,
গনগনে আগুনে তপ্ত
ব্যাকুল যৌবন
অলিন্দের সোনালী জোছনা মেখে গায়
বিষমৃত্যু আহ্বান করি।
মৃত্যু আজ শোক দিয়ে নয়
সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ হয়।
পেন্টাগন হেঁকে যদি বলে
মৃত্যু হলো স্বর্গের পথ,
আকাশে ধ্বনিত হবে বাণী,
তাই সত্য। আহা মরি মরি।
আমি তাই ধ্বংসস্তূপ ঘাঁটি।
খুঁজি দধিচির হাড়।

আকাঙ্ক্ষা

ধনঞ্জয় পাণ্ডে

নিষ্ঠুর প্রবহমান এই কালের মধ্যে থেকে
হয়তো বেরিয়ে আসবে দেদীপ্যমান শিখা
যে শিখা দেখাবে শুধু নতুনের দিশা

নিষ্ঠুর বাস্তবের বুক চিরে
হয়তো বেরিয়ে আসবে এক মহামানব
যুক্তির বলে লুপ্ত হবে হিংস্র যত দানব

নিষ্ঠুর সমাজের পাষাণ ভেঙে
প্রস্ফুটিত হবে এক লড়াকু যৌবন
প্রেমহীন জীবে ঢালবে প্রেম

দেখাবে দিশা, হবে মুক্তি, জ্বলবে জ্ঞানের দীপ
তৈরী হবে নতুন এক ইতিহাস।

কৃত্তিকা

ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

বাতাসে যে হলকা ছিল অনুচ্ছ্বাস আরাত্রিক হানা
খুলে গেছি রামধনু ডানা
অলস বিলাসে মত্ত আঁকাবাঁকা দীর্ঘরেখচিত্রময়তায়
আঁধার ঘনিয়ে এসে সূর্য কবে লুকায় মুখ,
কৃত্তিকায় শৈত্য আবহ, আর অসহায় রাত্রিতো কাটে না
দিনে দিনে সাগরের জল ঘন নীল
বেলাভূমি, বালিতে পায়ের চিহ্ন ধুইয়েছে ঢেউ
ভেজামাঠে কোনোদিন ঝর্ণার বহতা ছিল, সেই রক্তবুক,
নীরব ধমনী স্পর্শে কঠিন পাথর শব্দময়
পাহাড়ের গায় দেখি ধূসর আস্তরণ
সাদামেঘ বিছিয়ে আকাশ, শরতের কথকতা
পাখির পালকে প্রজাতি অঙ্কন, বর্ণে জটিলতা...

পেশা- শিক্ষকতা (অবসরপ্রাপ্ত)

উত্তরাধিকার

নির্মল সেন

সংগ্রাম ঘোষিত হ'ল।

বীর্য, তুমি ভর করো আমার শরীরে;
ধৈর্য, তুমি থাক সাথে।
অহংকার, দূরে থাক—ছুঁয়ো না আমায়;
ঘৃণা, আমি শত্রুকেই করেছি তোমায় নিক্ষেপ;
লোভ, তুমি দৃষ্টি থেকে দূরে সরে যাও;
মোহ, আমি কখনই
তোমাকে সখার পদে করিনি বরণ।
চাই না ঋদ্ধি আমি হতে ঋদ্ধিমান্
আমার সতীর্থ আছে দারিদ্র্য মহান;
আশা, তুমি যতটুকু দিয়েছ আমায়
ততটুকু নিয়ে আমি খুশি—
কত আর ভোলাবে আমায়।
তোমাকে সঞ্চয় করা অসাধ্য আমার,
তুমি তো মরুর বুকে মরীচিকা সম
বারংবার প্রতারিত করেছ আমায়,
আর নয়, এবার বিদায়।

হে জীবন, এবার সাজাও সাথী রণবীর বেশে;
জীবনের মহারণাঙ্গনে, হে বন্ধু সাহস,
তাবৎ শত্রুর আমি করব নিপাত;
তারপর বিজয় পতাকা নিয়ে
নিঃস্ব পথিকের বেশে
সিংহাসনে অধিকার নেব।

সে এক রাজত্ব বটে।

পেশা- সাহিত্যচর্চা
গ্রন্থ- ৫টি
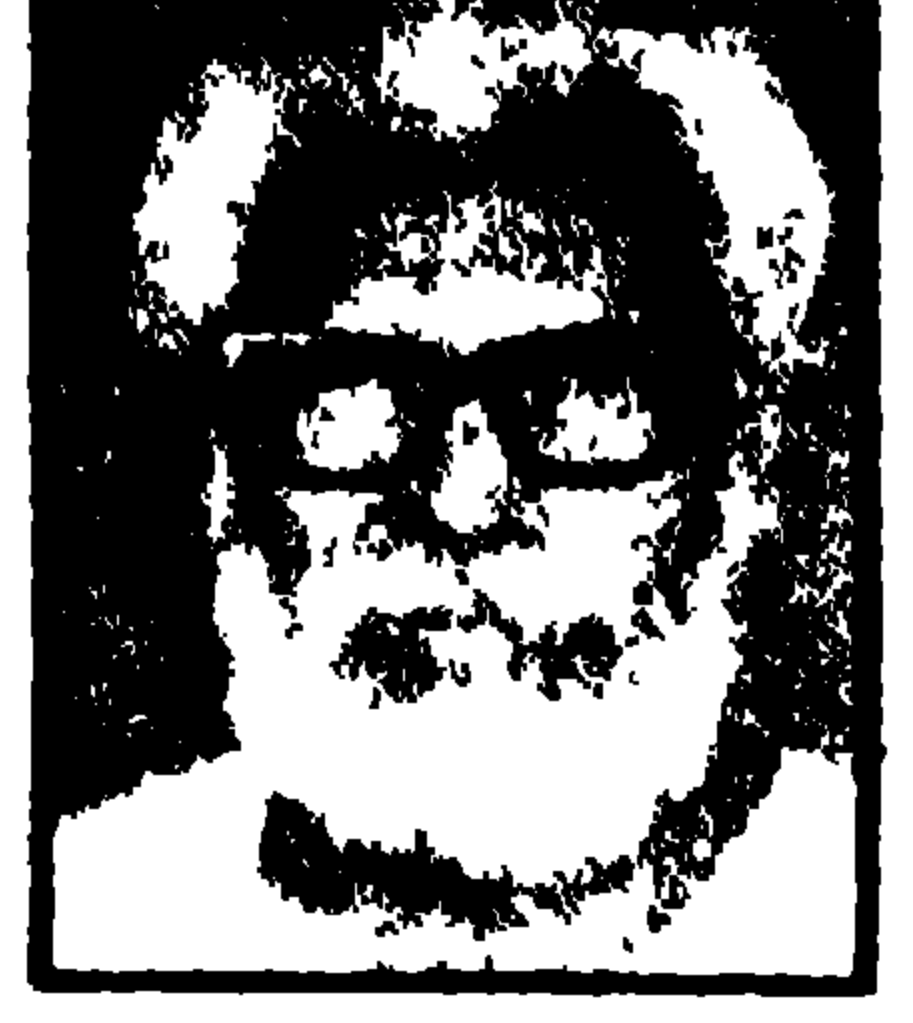
আয়নায় বহুদিন দেখিনি এ-মুখ

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

আয়নায় বহুদিন দেখিনি এ-মুখ।
অরণ্য তাকিয়ে থাকে চোখে
মোমের আলোতে তুমি-আমি মুখোমুখি
কোনো কোনো অন্ধকারে আছে কতো, অনিকেত সুখ।

নিরালা আকাশে স্পষ্ট চাঁদ, থেমে আছে
একা, কৃষ্ণচূড়া ছুঁয়ে বাড়ির উঠোনে
দুরন্ত আবেগে তুমি আমি হেঁটে চলি
দামাল নদীর বুক, আছে খুব কাছে।

উন্মত্ত ঢেউয়ের বুকে, ভুলে যাবো সমাজ-সংসার।
যৌবনের মোহময় সীমানা পেরিয়ে
অনায়াসে পার হ'বো স্বপ্ন তেপান্তর
তবু কেন শুনি আজ মৃদু সে করুণ কণ্ঠস্বর?

ভেসে এলো অরণ্যের সুতীব্র চিৎকার
মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন ঘেরা ভয়ংকর রাত
কেন যে বুকের নীড়ে ভীরু পাখি কাঁপে
শূন্যতায় ভরে যায় মুষ্টিবদ্ধ হাত।

একটি অবুঝ মন অকারণে হয়েছিল খুশি।
কুটিল নিঃশ্বাসে, দেখি অন্ধকারে ভরে গেছে বুক
খোঁচাখোঁচা দাড়ি, যেন করুণ অশৌচ
আয়নায় বহুদিন দেখিনি এ-মুখ।

শিক্ষা- মাধ্যমিক
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

ভাল থাকার সূত্র
নিখিলেশ মোহান্ত

ওই ফুল ও মানুষের মুখ পুড়ছে, সুন্দরের
অভিমুখ শবদাহ করে জ্বলছে, আগুন, বাড়ি ঘর
ছেঁড়া চুল শকুনের ত্রাসে উড়ছে বিকট পোড়া গন্ধ
হাওয়ার ছুরিতে, শিশির স্নান স্নিগ্ধ সকালের আলো
আগুন ও ধোঁয়ায় মধ্যরাতেব অন্ধকার।

কেউ কাছে নেই, দুর্ম্মদ নির্বিকার হাহাকার মানুষের
অধিকার দাহ দগ্ধ, চোখের জল যে মুছিয়ে দেবে
মার আঁচল লুণ্ঠিত, কেউ কথা বলছে না, অপদেবতার
পায়ে নত নিয়তি, বিজ্ঞানে বেড়ে ওঠা এই আমি
আমার ভিতরের আমি কাঁদছে, ধমকাচ্ছে।
এই, তুই ভেড়া না উল্লুক? দু'টো হাত তোর বজ্রপাণি ছিল
পৌরুষের ভাস্বর তেজ, অহংকার—ছুঁড়ে ফেলে দিস?

বাইরের আমি হাসি, রঙ্গরস গালগল্প হয়
মৃত্যুমলিন ছবি সব ভুলে থাকতে চাই
কোন ঝুট ঝামেলায় জড়াতে চাই না,—আমার সন্তান সন্ততি
দুধে ভাতে থাকুক, নীল জ্যোৎস্না প্রেম সকল, ভালবাসার
হাত ধরে বাঁচিয়ে রাখতে চাই একান্ত, এ্যাকোয়ারিয়ামে জমা
করে রাখি পাশবুক, আগামী দিন, আগামী প্রজন্ম
যেন স্বর্গসুখে থাকে, জলবন্দী মাছ, খাঁচাবন্দী
ময়না টিয়া মন ও মনন করছে আঁকুপাঁকু
বলি যা, দূর হয়ে যা, আমি নিজের জন্য
একান্ত ভাবে ভাল থাকার সূত্র খুঁজতে থাকি।

শিক্ষা- ইঞ্জিনীয়ার
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ৯টি

নির্জিত একাকিত্বে

নীলাচার্য

নির্জনে নই—তবু নির্জনে
মনের নির্জনতায়
মানসিক একাকিত্বে।

ইচ্ছে করে না—গল্প করি
অনেক কথা বলা হয়ে যায়, তবু
নিজের সঙ্গে—মনের ভেতর।

কতো নদী বয়ে যায়
নির্জন-নিসঙ্গতায়—মনের ধারায়
প্রবাহ—হিম থেকে সাগর পথে
অলকনন্দা-ভাগীরথি সঙ্গমে
সব ধারা একাকার—একধারা হয়ে
গঙ্গা নামকীর্তনে—পুণ্যের ছোঁয়া।

না-বলা কতো কথা
কথা হয়ে ফেরে—মনের অলিন্দে
মেঘে ঢাকা—তোমার দেখা আকাশের মতো।

হারাতে চেয়েও—পাবি না
থেকে যাই
মনের নির্জনতায়—নিভৃতে-নিরালায়
নির্জিত একাকিত্বে।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

চিল্কা

নলিনীরঞ্জন বেরা

পাহাড় কোলে নিরিবিলি খেলছ একা সুখে
কখন আকাশ বৃষ্টি ঝরায় সূর্য রাঙায় মন
হাসির ঢেউ ভাঙছে উঠছে, হঠাৎ বাজে বুকে
'মন নেবে গো'—মরমিয়া মধুর সম্ভাষণ।

অঙ্গ হতে চন্দনবাস হাওয়ার বুকে লোটে
রঙ্গে দুচোখ রক্তে প্রপাত উষ্ণ মদির চাওয়া
আর নবনী অঙ্গ ঢাকে অঙ্গরাগে ফোটে
'মন নেবে গো'—হঠাৎ কোথায় লুকায় মধু হাওয়া।

আদিগন্ত সহেলী নাচ ঢেউরা সহচরী
শরীর কোথায় ঝুঁকেই দেখি, কোথায় ছবি গড়ি।

ধোঁয়ার বসন সরে যেতে হঠাৎ তোমায় দেখি
রৌদ্র আনে সোনার মুকুট ওড়না ওড়ায় সে কী
চামর দোলায় তাল ও তমাল, খুলে মনের ঝাঁপি
একটি গোলাপ দেবো খোঁপায় ইচ্ছে হলেই কাঁপি।

অসহ্য এক সুখের ব্যথায় কাঁপে এখন বুক
রাত্রি হলে তারা হয়ে নামবো তোমার জলে
কাকজ্যোৎস্নায় স্বপ্ন ভেসে—সীমার অসীম সুখ
মুগ্ধ মনের আলিম্পনে নীরব যাব গলে।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

বিপ্রলব্ধা

নারায়ণ বিশ্বাস

জানালায় মুখ রেখে অমন দু'চোখ বুজে কী ভাবছ, খুকু?

মহানিমের চূড়ো থেকে পড়ন্ত বিকেলটুকু
ঠোঁটে করে নিয়ে গেছে তিনটে শালিখ?
অথবা কিংশুকদা বার বার কথা দিয়ে তবুও আসেনি?
ভোররাতের স্টিমার তাকে নিয়ে গেছে উত্তুরে হাওয়ায়?

তাই কি অমন করে কাঁদে মেয়ে, বোকা মেয়ে? তার চেয়ে
বরং দুয়ার খুলে বাইরে এসো, এবং আমার সঙ্গে
পায়ে পায়ে হাঁটো। শোনো
আমিও এমনি অনেক কিংশুক পলাশ
হারিয়ে এসেছি দীর্ঘ-পথচলার নগরে বন্দরে
আমিও তোমার মতো এমন কান্নায় রাত
কাটিয়েছি ক্লান্ত জানালায়—
আমিও তোমার সেই কিংশুকের মতো ভোর রাতে
হারিয়ে গিয়েছি কুয়াশায়

এসো মেয়ে, হাত ধরো, পায়ে পায়ে হাঁটো
যেমন বিকেল-ছায়া রাত্রির হাত ধরে হেঁটে যায়—
হয়তো পেতেও পারো ঝিঁ-ঝিঁ-ডাকা জোনাকির বন

যেখানে তোমার জন্যে বসে আছে এখনো কিংশুক

পেশা- ইঞ্জিনীয়ার

বাঁশি বাজে

নির্মল বসাক

নদীর পাড়ে, বনের ধারে, গাছের আড়ে
তোমার বাঁশি বেজেই যাচ্ছে!

ওখানে নয়, ওখানে নয়—
বাস-কেবিনে, মুক্ত-মঞ্চে, স্টেজে-স্টেজে
নতুন বাঁশির বিভঙ্গ সে...

কোন রাধিকা? বুক-কাঁচুলি, ঘাঘরা-ঘেরা—
মিনিস্কার্টে সুসজ্জিতা!
ললিত-কলার চক্ষু দিয়ে এ্যাপ্রিসিয়েট?
এক লাফে সে চড়ছে ফিয়েট? অথবা কোন—, ওরিব্বাবা, ওরিব্বাবা...

তেষ্টা পেলে পরস্পরের ওষ্ঠ-অধর,
আরেক লাফে দে নিয়ে ছুট্
ঠাণ্ডা-পানের বোতল টোতল...
আবার চলা, আবার গলা ছেড়ে গান গাওয়া আর
বাঁশি যেন চৌরাসিয়ার!

কোথায় যাবে, থামবে কোথা—
'এ পথ যদি শেষ না হোতো'
আয়ান ঘোষের নাতির কিছু করার আছে?

তার সে বাঁশি নানান রকম বেজেই যাচ্ছে, বেজেই যাচ্ছে...

পেশা- শিক্ষকতা, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

কাব্যগ্রন্থ- ১টি

হে আমার জন্মভূমি

নিমাই মাইতি

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর
দশদশটা মসি মাস
গড়াতে গড়াতে অতিক্রান্ত
গড়িয়ে গড়িয়ে গুহার মিস্‌মিসে আঁধার পেরিয়ে
এবং হাজির হওয়ার উষ্ণতায়
তোমার ক্রোড়ের
সে এক স্বর্গসুখের অভিজ্ঞতা।
এই ক্রমাবনত দক্ষিণে প্রবহমান নদী
করুণ চাইনি, অক্ষম এবে
উত্তরে তার গতি ফেরাতে।
এবং স্বর্গের মিহি আলো
মিলে মিশে যায় মর্ত্তের আলোর সাথে—

সে তুমি-জননী জন্মভূমি!
—চাই সংগ্রহ ও শ্রেণি বিন্যাস করতে
তোমার সুন্দরতা ও মাধুর্যকে।
তোমার লাবণ্য রয়েছে জড়িয়ে
এবং পালিত হয়েছে তোমার আরাধনা
এই শিলাখণ্ড নিয়ে চলেছে গড়িয়ে গড়িয়ে
ভেদ করে অন্ধকার;
তোমার ঘাড়ের উপর ঝুলন্ত
আঁটোসাঁটো, তোমায় ঘিরে রয়েছে এরূপে এভাবে।
সুনীল সমুদ্র।

শিক্ষা- এম.এ, বি.টি
কাব্যগ্রন্থ- অনেক

রণপায়ে হেঁটে যায়...

(মহান ভাষা শহীদদের স্মরণে)

নিমাই মান্না

রণপায়ে হেঁটে যায় নিযুত মানুষ
কাড়ানাকাড়ার শব্দে নয়,
যুদ্ধের শিৎকারে চারপাশ কাঁপিয়ে-ও নয়,
ভাষাকে খাপখোলা তলোয়ার ক'রে
শিঙা ফুঁকে ডাক দেয় দুনিয়া জয়ের।

রণপায়ে হাঁটতে-হাঁটতে
ভাষাকেই 'মা' বলে ডেকেছিল কতক মানুষ ঃ
তারপর শব্দের সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে
ছুঁয়েছিল তারা সব আকাশ-গঙ্গার ঢেউ,
রক্তের আলিম্পন এঁকে
মেখেছিল সারা গায়ে চন্দন-সুবাস।

সেই সব মানুষেরা আজ আর সংখ্যা কোন নয়
শুধু উচ্চারণ,
হৃদয়ের নিভৃত কোণে তারা আজ শুধু অনুভব।
সেই সব প্রাণগুলো আজ আর কোন নাম নয়।
তাদের আজ দেশ নেই, জাতি নেই, বর্ণ নেই, ধর্ম নেই
তারা শুধু রণপায়ে হেঁটে যাওয়া
রক্তের আলিম্পন আঁকা নিযুত-অর্বুদ মানুষ।।

শিক্ষা- স্নাতক

পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)

কি যেন

নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়

শৈশব থেকে যৌবনের প্রান্তবেলা
একে একে চলে গেছে খরস্রোতা নদীর স্রোতে
তবুও ভেসে আসে স্মৃতির জোয়ারে
শ্লেটের অক্ষরের মত মুছে যায় না সব
কেন যে নিয়ে আসে আজ উত্তাল হৃদয়ে
মন আজ ক্ষত-বিক্ষত, আধপোড়া মরা দেহের মত
কি যেন হারিয়েছি জীবনের এক অধ্যায়ে
ভুল করে না ইচ্ছাকৃত—দোটানায় মন পাড়ে
কেবলই আঘাত হানে ভরা কোটালের স্রোতে
বাতাসে বাতাসে জল নড়ে—আবার শান্ত বেশ
বুঝি হারিয়েছি অনেক কিছু—এখন ঝলসানো বালিয়াড়ি মন
দু'ফোটা ঘন চোখের জল দগ্ধ দাবানলের শেষে
জীবনের অনেক অধ্যায় কেটে গেছে
সোনার তরী খালি অবস্থায় ভাসে, শুধুই ভাসে
রাত আমার কেটেছে লোহাকাটা করাতে, ধূসর বিবর্ণ বরাতে
ভাগ্যের দোষ দিয়ে কি লাভ?
কর্মফল মাথায় করে রাখি
জীবনের শেষ সম্বলটুকু খরচের শেষভাগ
দিন কাটে প্রখর রোদে, রাত কাটে প্রহর গুনে গুনে
দিনগুলি শুধুই অফিসের অবসর
তারপর দেখবে কি সংসার?
সম্বলহীন জীবনের শেষ বছর?
সব ধূলিমাখা স্মৃতি চোখের আড়ালে থাক—
আজ নববর্ষে যেন সকলে আনন্দে থাক।

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

পাশা

নীল কাশ্যপ

আবার ঘুঁটি সাজিয়েছে শকুনির দল
দুর্যোধনেরা খেলছে নতুন করে পাশা—
পৃথিবীর মানচিত্রে রেখেছে তারা হাত
কোথায় রাখবে পা, কোথায় ফেলবে শ্বাস;
ঐশ্বর্যের দেওয়ালে শুকনো রক্তের দাগ
সময়ের শরীরে কতটুকু তার ছাপ।
শান্তির পায়রা উড়ছে ঘর্মাক্ত আকাশে
ঈশ্বর! ওকে নামতে দাও তোমাদের কাছে—
প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় শেষ হয়ে যাবে সৃষ্টি
চুপিচুপি তোমাদের সমাধি দেখে এসেছি।

পেশা- শিক্ষকতা

কাব্যগ্রন্থ- ২টি

পৌনঃপুনিক

নীলা কর

পৃথিবী কি একদিন মরে যাবে
নাকি মরে যায় প্রতিদিন
ছেঁড়া রোদ কবরে দেখায় আলো
সময়ের বাসিগন্ধে ধূপ জ্বলে
গভীর গভীর রাতে শবাধার থেকে
পৃথিবীর জন্ম হয় আবার আবার।
আবার মৃত্যু
    জন্মও আবার
        এবং আবার

শিক্ষা- এম.এ, এল.এল.বি,
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)

শুরু থেকে খেলা
নিখিল ভৌমিক

তোর জন্যই বসে আছি, অভিষেক
সত্যি তোর জন্যেই বসে আছি
না হলে আমি তো পলকে মেঘকে ওড়াই আকাশে
প্রিয় পাখি গান শোনায়
আমার খোলা বারান্দার আলসেয় বসি
জ্যোৎস্না আমার সারা অঙ্গ নিয়ে খেলা করে

অভিষেক তুই তো সেই এলিই
অথচ যদি আরও একটু আগে আসতিস
বেলা বাড়ার আগে তখনও সপ্তরশ্মি
অনেক নরম থাকে কাঁধ বেয়ে ওঠে
গালে সুড়সুড়ি দিয়ে চোখে গিয়ে গুটিগুটি বসে

অভিষেক আবার খেলবি শুরু থেকে
এক্কা দোক্কা করে রাত...

জলপ্রপাত এবং ক'জন ধীবর

নিশিনাথ সেন

ভাসিয়ে জলের 'পরে লোহার জাম্নান
দাসু, হরু এবং মান্নান
মাথায় কাপড় বাঁধা, মালকোঁচা মারা
ক'জন ধীবর
তর তর
বেয়ে চলে, বসে ও দাঁড়িয়ে
জালের সুতোকে ধরে দু হাত বাড়িয়ে।

অদূরে জলের ধারে কারা
ষোলো আনা আত্মপ্রেমে হারা!
উবু হয়ে জলের ভিতরে রেখে হাত
তিনজন জলপ্রপাত
খোঁজে বুঝি শামুক গুগুলি
বন্ধ করে শরীরের ডাঁটো সব
অলিন্দ ঘুলঘুলি।
সেদিকেই ভাসিয়ে জাম্নান
দাসু হরু এবং মান্নান
খর খর বেয়ে চলে এ কেমন রীতি!
এভাবেই এ নদীতে মাঝে মাঝে আত্মপ্রেমে প্লুত হয় পুরুষ প্রকৃতি।

শিক্ষা- এম.কম, এলএলবি
পেশা- ওকালতি
কাব্যগ্রন্থ- ৬টি

লাল মাটি-পাথরের দেশে

নিখিলরঞ্জন মাইতি

কি এক মায়ায় যেন বাঁধা পড়ে গেছি
লাল মাটি-পাথরের দেশে—!
প্রিয়জন কেউ নেই—নেই কোন রং-এর বালাই
চারদিকে ধান ক্ষেত—সবুজ পাহাড়
আর আছে আদিবাসী সভ্যতা বর্জিত
সেই জীবনধারা—মাঝে মাঝে
হই উদাসীন ঃ কি যেন বলার ছিল
এক মৌন নিরালায়!

লাল পাড় খাটো শাড়ি...
কালো মেয়ের অঙ্গের ভূষণ
দিন রাত কাজ করে রেলের লাইনে
হয়তো পায় নিয়ম মাফিক মাইনে
কিন্তু কতোটুকু! পাহাড়ী নদীর মতো
শরীরের ঘাম ঝরে অজস্র ধারায়
মাঝে মাঝে বাজে বুকে ঃ
কি যেন করার ছিল এই নিঃসঙ্গ নির্জনে!

দূর পাহাড়ের সূর্যাস্ত নিয়তই
দেখি আমি—দিনের প্রশান্তি
মুখ ঢাকে সূর্যদেব! প্রকৃতি
বিদায় নেয় নিঃসর্গ আলেখ্যে
যেন এখনো বলার ছিল অনেক
কাহিনী—সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না...
তমসা রাতের কোলে লিখি আমি
সেই ইতিহাস ঃ
কি যেন জানার আছে একান্ত গোপনে!

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ২টি
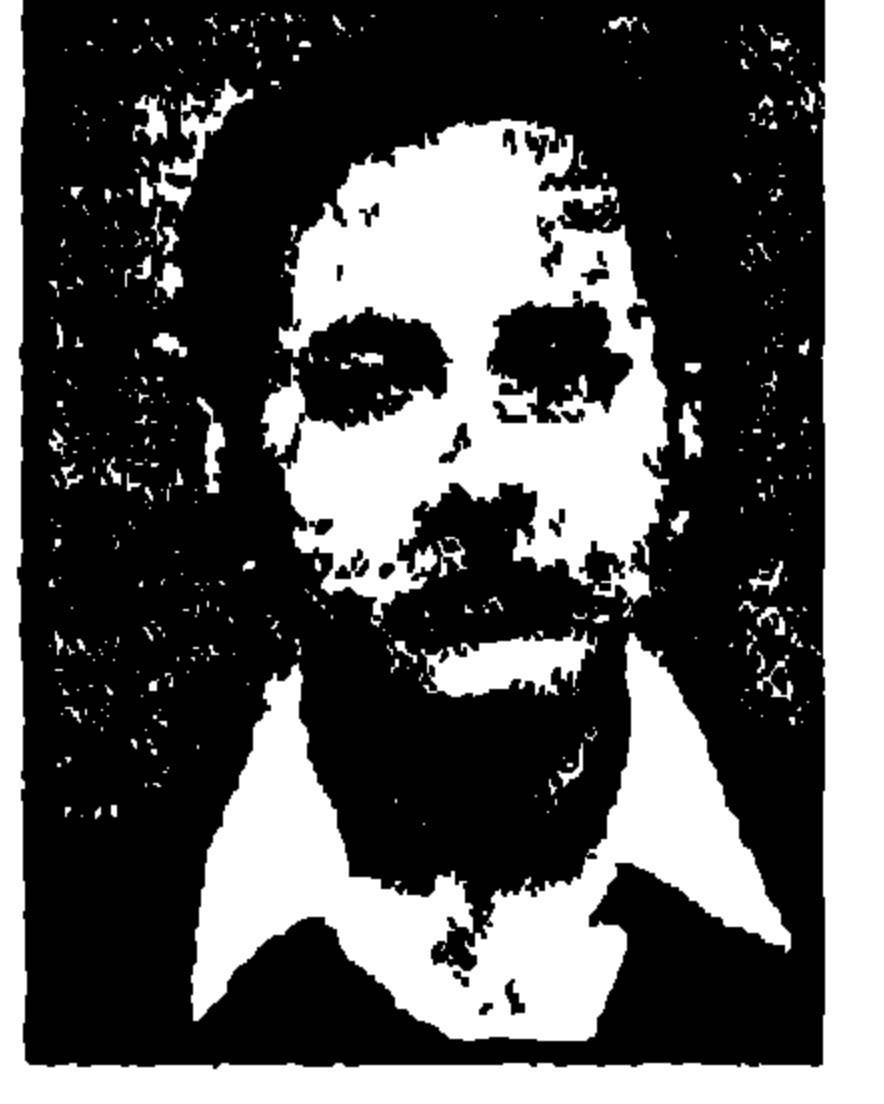
অবশেষে

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

নিজস্ব এ 'সাজানো ঘর'
কারোই থাকবে না
থাকবে না মায়াময়
সংসারের শৃঙ্খল,
থাকবে না চোখ মেলে
ভোরের সূর্য দেখা
অথবা দেখা স্নেহসিক্ত চোখে
ঘুমন্ত নিষ্পাপ শিশুর মুখ,
থাকবে না অভিমান হত
হৃদয়ের নিশ্চল গাম্ভীর্য
অথবা প্রেমামৃত
অকারণ অসংবৃত উচ্ছ্বাস
থাকবে না উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য
নিয়ত নিজ অপ-অভিলাষ
অথবা ঈর্ষার জ্বালা
চাওয়া কারো সমূহ সর্বনাশ।

হয়তো থেকে যাবে কিছু স্মৃতি
কারো কারো মনে কিছুদিন
তারপর সব মুছে দিয়ে
রয়ে যাবে তেমনি অনন্তকাল।

আমাকে ঘুমাতে দাও
নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাকে ঘুমাতে দাও অকৃপণ স্বপ্নের গভীরে
আমাকে ভুলতে হবে সচেতন এ পৃথিবীটাকে,
চেতনা আমার শুধু হৃদয়ের যন্ত্রণা বাড়ালো,
আমাকে ঘুমাতে দাও—স্বপ্নেরা আসুক পাশে ঘিরে।

তোমাদের এ পৃথিবী আমি দেখি ক্ষমায় বর্বর,
স্নেহে সে বন্য পশু, বেদুইন আরও সে প্রীতিতে,
আর তোমাদের ঈশ্বর? শান্তিতে কালবৈশাখীর ঝড়;
অথচ তোমরা বলো তাঁর কাজ সব পরহিতে।

আমি যে ক্লান্ত বড়, কিছু আর ভাবতে পারি না,
সচেতন এ প্রদাহে অচেতন স্বপ্নের প্রলেপ—
আমায় শান্তি দিক। এখন ঘুমাই আমি তবে
অতীত স্মৃতিরা সবে আবার আমায় ঘিরে রবে।

পেশা- শিক্ষকতা
গ্রন্থ- ৬টি

স্বাধীনতা যজ্ঞে

নিভা দে

এইখানে বাবুইয়ের বাসাতে ফিরে এলে
মনে হয়, রাজার প্রাসাদ আমি ভাঙ্গতে পারি
ইচ্ছাধনু ছুঁড়ে, আর ছৌ-নাচে হারাতে পারি
দ্রাবিড় কোল ভিল মুণ্ডাদের
ভরতনাট্যমের মুদ্রাতে ফোটাতে পারি স্বর্গ পারিজাত।
এইখানে মেঘ না প্রখর রৌদ্রকে ভেঙ্গে,—দুরন্ত প্রেমে
উচ্চকিত হাস্যরোলে সমুদ্র নেচে ওঠে ভিতরভুবনে।

মিশরের রাণী কে বা বুঝি ছিল ক্লিয়োপেট্রা?
স্বাধীনতা যজ্ঞে আমি নারী পুরোহিত
বেদ অধ্যয়ন পূজাপাঠ উপবীত ধারণ
সব আমার ইচ্ছা-মন্ত্রে—।

কোন শঙ্করাচার্য লক্ষণের গণ্ডি আঁকে
আমাকে ঘিরে—অহল্যা ভেবে?

আমি মন্ত্রবিষে জ্বালিয়ে দেব যত সব শাসনতর্জন—
মনু-সংহিতার মিথ্যা আস্ফালন।

নষ্ট চাঁদ

নিগমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোরের স্বপ্নে কবির সামনে এল দু'দল মানুষ—
একদলের চোখ ঘিরে বুভুক্ষার দুঃস্বপ্ন, সামনে অনাহারের
আতঙ্ক...মৃত্যুর হাতছানি...

অন্যদলের চোখে উৎসবের আবেশ, চেহারায়
ঝরে পড়ছে শাসকশ্রেণীর অহংকার...

বাতাসে ভেসে আসছে বিরিয়ানির গন্ধ
নেতারাও ছিলেন সপ্তরথী, সঙ্গে ছিল রামধনুর মিছিল
হঠাৎ এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন অবিশ্বাসী মন্ত্রীকে,
"বিষণ্ণ সূর্যের আগমনী দেখেছেন?"

বুভুক্ষু জনতা ওদের উত্তরের তোয়াক্কা না করে বলে উঠল
সমস্বরে—আমরা উদিত-সূর্যের গ্রহণ দেখেছি
অস্তসূর্যের কান্না দেখেছি, গণতন্ত্রী মুখোশের আড়ালে
স্বৈরাচারকে প্রত্যক্ষ করেছি স্বৈরিণীর গার্হস্থ্য
দেখেছি, দেখেছি গৃহস্থের ব্যাভিচার, কান পেতে
শুনেছি ব্যাভিচারের অভিশাপ...

সেই ক্ষত প্রকট হয়ে উঠেছে আলেয়ার আলোয়...
কবি চোখ বুঁজে ছিলেন আতঙ্কে, এখন চোখ মেলতেই
দেখলেন সামনের বালুকাবেলায় একটা লাল পুঁইমাচা
সেখানে প্রজাপতি উড়ছে আনন্দে...

দূরে গোর্কির চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে গল গল...

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ১৪টি

আড্ডা

নমিতা চৌধুরী

আড্ডাকে যদি একটা গাছের মত ভাবো
তাহলে কোন ঝামেলাই নেই
এর ফলন আছে ঢের
জন্ম মৃত্যু বেড়ে ওঠা
ফুলে ভরে দেওয়া
কিংবা ফল ফলানো
কোনটাতেই অসুবিধা নেই
তার চোরাই তক্তা অথবা
সুদৃশ্য ফার্নিচার হতেই বা বাধা কোথায়
পড়শির ঘরে সে লতার মত ঢুকে যেতে পারে
মিশুকের মত
অনায়াসে বাজারের থলি কিংবা
শাকসব্জীর ঝুড়িতে বাড়াতে পারে
নির্ভেজাল হাত

হাতে থুতনি রেখে
দামিনী দাই-এর গল্প শুনতে শুনতে
আড্ডা হাজার বছরের বুড়ো বটেরও
জন্ম দিতে পারে।

রেস্তরাঁর খাদ্য তালিকা
নবারুণ ভট্টাচার্য

নিরামিষ

মারাত্মক ডিউটি শাক, ভাগাড়ের সবজি
উপড়ে তোলা স্তম্ভিত পেঁয়াজ, তেজস্ক্রিয় আলু
বিনের মধ্যে বিস্ফোরক দানা, বিশাল বেঢপ
প্ল্যাস্টিক লাউ, চলন্ত ল্যাজওলা বেগুন,
হিংস্র অকটোপাস লতা, পশুর রক্ত-ভরা
টমেটো

আমিষ

শিশুদের টাটকা চোখ, আঙুল, নিহত
হরিজনের ঝলসানো মাংস, ভূপাল থেকে
আনা নীলাভ বাছুর, ফলিডলে মারা মাছ,
রাস্তায় সংগৃহীত চাপ চাপ রক্ত, প্রত্যন্ত
অঞ্চলে পাওয়া হাড়, অর্ধদগ্ধ করোটি
অ্যাকসিডেন্টের ঘিলু, তরুণ চর্বি, আস্ত বনসাই মানুষ

মিষ্টান্ন

বিষুব অরণ্যের কান্নাভরা ক্লান্ত অধঃপতিত আঙুর
মৃত প্রেম যা মিষ্টি চিউইংগামের মতো পাওয়া যায়
নরম ক্যাসেট বা রেকর্ড, যে সুন্দরীরা খবর পড়েন,
চিত্রতারকা, মিছরি মেশানো মদ, ধুরন্ধর বিপ্লবী
নেতার তৈরী সন্দেশ, এইডস চুম্বন

তৎসহ

একটানা আরোয়াল কানসারার ভিডিও
এছাড়াও রয়েছে মুখ মোছার জন্যে খবরের কাগজ
ছাই ফেলার জন্যে হাঁ-করে থাকা বুদ্ধিজীবী, কবি এবং
উনুন হিসেবে সদা প্রস্তুত বৈদ্যুতিক চুল্লি।

গ্রন্থ- ২টি

যৌবন

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

খর সিন্ধুর করতালে জেগে ওঠে
পাহাড়ে পাহাড়ে বয়সার নাচে ছন্দ
চিনারের ফাঁকে চকিত বাঘিনীবৃন্দ
ওড়নার নিচে তপ্ত গোলাপ ফোটে।

গোলাপ গন্ধে মাতাল চতুর্দিক
আকাশ জড়ায় ব্যাপ্ত নীলের চেলি
নিচু স্বরে বাক নিজেকে ধরেছে মেলি
চূর্ণ শিশিরে ছড়িয়ে হাজার মুখ।

ঘোর রজনীতে খর স্রোত বয়ে চলে
পাহাড়ের খাঁজে পেতে রাখা ঐ মুখ
উত্তালরাতি পরাবৃত্তক সুখ
যৌবন নদে বজ্র-কামিনী খেলে।

শিক্ষা- বি.এসসি, বি.এ
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ৪টি

আমার কবিতা
নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী

সকাল থেকে বৃষ্টি। রাস্তায় এক হাঁটু জল
তুমি কেমন করে আসবে!
বর্ষায় রিক্সার আকাল।
আকাশ ছোঁয়া ভাড়া।
তোমার আসা হবে না বরং কাল এসো
কাল হয়তো বর্ষা কেটে যাবে। রোদ উঠবে।
ছাতা নিয়ে এসো।
রোদ তোমার সহ্য হয় না। সায়নাস বেড়ে যায়।

সেদিন যখন তুমি এলে বৃষ্টি ছিল না।
ছিল না রোদও—
তাই তোমার কোন কষ্ট হয়নি।
তুমি কেন আসো রোজ রোজ?
কী পাও আমার কাছ থেকে?
আমিও বা কেন রোজ রোজ
তোমারই অপেক্ষায় বসে থাকি!
জানি না—জানি না!
গভীর রাত ছাড়া কেন আসো না?
আমি তোমার অপেক্ষায় বসে থাকি রোজই
কিন্তু তুমি রোজ আসো না।
তুমি আমার প্রেম—আমার ভালোবাসা
আমার কবিতা।

পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ১২টি

তোমার প্রতীক্ষায়
নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য

যৌবনের প্রতিটি মুহূর্তে
আজ তোমার কথা মনে পড়ে অনবরত...
ইন্টারভিউ দিতে সেদিনকার ঘটনা
আর আজকের ভাবনা চিন্তার মাঝে
তুমি দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে অবাক করে দিয়েছো।

প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরিতে অনেক কথা ছিল. তোমার
বলেছিলে চিঠি দিয়ে সমস্ত গুপ্ত খবর
একমাত্র আমাকেই দেবে প্রথম প্রেমিক হিসাবে।

কিন্তু আজও নিরুত্তর
তোমার জৌলুসের কারাগারে
আমি যেন বন্দি না থাকি
চেয়ে আছি তোমার প্রতীক্ষায়...

ঝরা পাতা

নীতীশ বসু

সেই আঁতুড় ঘর বিস্মৃতি এখন, তুমি ঝরা পাতা
মাতৃত্বের স্বাদ কতটুকু পেয়েছিলে
অরণ্য খেয়েছে ওরা—কোলাহলে নির্বোধ পশুরা

কৌতুহল বাড়ে ঘরে ফিরে যখন দেখি শূন্য শয্যায়
নিদ্রাহীন এক একটা রাত অশ্রুজলে ভেজা
দু'হাত বাড়িয়ে স্বপ্ন খোঁজে—তুমি এখন একা।

সেই আঁতুড় ঘর বিস্মৃতি এখন, তুমি ঝরা পাতা
অরণ্য খেয়েছে ওরা—পুরুষ শরীর আদিম রক্তে ভরা।

জন্ম- ?
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৭টি

প্রায়শই বিপরীতে হাঁটি

নৃপেন চক্রবর্তী

কি এমন উত্তাপ দিলে তুমি
অপরাহ্ন বেলায়,
রক্ত ছুঁয়ে জল প্রপাতের শব্দ টেরপাই...!

এ সময়ে মাতাল নদীতে ঝাঁপ দিয়ে
ফ্রি স্টাইল সাঁতার কাটা
অনেকটাই কঠিন!
অথচ রক্ত ছুঁয়ে
জল প্রপাতের শব্দ টের পাই
প্রতিদিন।

কি এমন উত্তাপ দিলে তুমি
অপরাহ্ন বেলায়,
সব কিছু লণ্ড ভণ্ড করে
ইদানীং প্রায়শই বিপরীতে হাঁটি।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

বৃক্ষবাস

নীলিমা সরকার

অস্ত্র ফেলে দাও, ফুল ও পাখিদের
মনের কথা ভাব, বাগানে যাও
অস্ত্র ফেলে দাও, গান ও গুঞ্জন
মেলায় মিশে থাকে বৃক্ষবাস

পথের ধারে যাও, পথের দিকে দিকে
হোক না ও ময়দানে সূর্যোদয়
জন্ম, শোক নয়, কুয়াশা কেটে যাক
হনন থামিয়েও মৃত্যুঘড়ি

যুদ্ধ থেমে যাক, শান্তিবারি ঢাল
শান্তিবারি দাও বসন্তের
সবুজ পাতা দোলে গাছের ডালে ডালে
বৃক্ষবাতায়ন...শান্তি ওঁ...

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

দর্শন

নিতাই নাগ

মাটি খুঁড়লে পাথর কেটে
    বেরিয়ে আসে জল,
দরজা-জানলা খুলে দিলে
    বদ্ধ ঘরে ঢোকে মুক্ত বাতাস।
মেঘগুলো সব বাতাস লেগে সরে গেলে—
মাথার ওপর প্রকাশ পায় নিরাবরণ আকাশ।
চোখের তারায় আলোর ছোঁয়া
    ঘোচায় ঘুমের আঁধার।
জগৎ-জীবন সব কিছু তো
    পড়ে আছে চোখের সামনে;
রঙের খেলা, রূপের মেলা
    নীল আকাশে অচিন পাখির ডানা মেলে উড়ে যাওয়া...

শিক্ষা- এম.এ, বি.টি
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

তোমার গানে
নীলোৎপল দত্ত

স্বেদে-ক্লেদে ডুকরে ওঠা ওষ্ঠাগত হর্ষহীন ক্ষণে
তুমি বেজে ওঠো দাহ নির্বাপনী আর্ষ আলাপনে,
বিতত শূন্য নীল বিষণ্ণ এ বিতংস যাপনে
শান্ত হয় ক্লান্ত প্রাণ ধ্রুবপদে প্রাণ-প্রক্ষালনে।

পঁচিশে বৈশাখ আর বাইশে শ্রাবণ হয়ে পার
এ যাপনে আপন হয়েছ তুমি জানি বারবার
তাই দুঃখ-সুখ, ছেঁড়া তমসুক সবই ওঠে বেজে
তোমার ভাষায় যোগ্য সুরে সুরে যোগ্য সাজে সেজে।

মানুষ

নির্মল হালদার

মানুষের বিকল্প কিছু নেই, এই কথা লিখেছিল
আমার বন্ধ ঘরের দেয়ালে
চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরের ভিতর চাল খুঁটতে গিয়ে
ছোট্ট চড়ুই পড়ে ফেলেছিলঃ
মানুষের বিকল্প কিছু নেই

তারপরেই খবর হয়ে গেল, গাছপালা পাখপাখালি
নদী পাহাড় সমুদ্রের কাছেঃ
মানুষের বিকল্প কিছু নেই

মানুষ কী-এই প্রশ্ন কার কাছে করব এই প্রশ্ন নিয়ে
পাখিরা উড়ছে সারাদিন
মানুষের গতিটা কোথায়-এই প্রশ্ন নিয়ে নদী ছুটছে
মানুষের গভীরতা কতদূর এই প্রশ্নে সমুদ্র
মাটিতে আছড়ে পড়ছে বারবার
চলতে গেলেই ছন্দ, এই ছন্দটা মানুষের কি
এই প্রশ্ন করে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে কতকাল
গাছপালা মানুষের সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্তে থেকেও
সন্ধান পেল না, মানুষের মুখের ভাষা
আর আকাশ উঁচু থেকে মানুষকে দেখেও
খুঁজে পেল না, জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে মানুষ কেমন করে
এত বড়

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

স্বগত সংগীত

নিতাই সেন

দ্বিধার দুর্বোধ্য গ্লাসে জমা আছে স্বাগত সংগীত।
দৃষ্টির জানালা খুলে অর্থবহ চেয়েছ যখন
কিছু তো দিতেই হবে সুজনেষু,
প্রেম দেব
সম্পূর্ণ পৌরাণিক প্রেম, সুষমিত শব্দাবলি
প্রেমের প্রথম পুরুষ।

যা কিছু করতলে জমা আছে;
গোলাপের সানুদেশ, ভালোবাসা, জন্মের জাতক
সব কিছু দিতে পারি।
একজন কবি ফুল ও পাখির ডাকে
জীবনের শিরোনাম মুছে দিয়ে সব কিছু দিতে পারে।

এসো, কানাকড়ি মূল্যে দেবো শৈল্পিক সঞ্চয়।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- সাংবাদিকতা
গ্রন্থ- ৯টি

মৃত্যু

নরেশচন্দ্র দাস

ধীরে ধীরে কাছে আসে; ছোট্ট হাত বাড়ায়
ক্লান্তিতে ভিজে যায় প্রণত শরীর
করপুটে তুলে নেয় বিষণ্ণ সলিল
নিথর পৃথিবী কাঁপে সংগোপনে একা।

সবুজের মতো গাঢ় অন্ধকারে মিশে থাকে
পৃথিবীর পাপ-পুণ্য ভালোবাসার রেণু;
রাত্রিময় অস্থিরতা ভিড় করে সোনালি সংসারে
কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কেউ গান গায়
একা।

ইন্দ্রনীল, বিগত পৃথিবীর এক অনুজ্জ্বল নক্ষত্র
আজও হাসে অন্তরালে সূর্যোদয়ে দ্বিপ্রহরে
করপুট ভরে যায় বিষণ্ণ সলিল কণায়
খোলা চোখে মনে হয় রাষ্ট্র এক অন্ধ কানাই।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৬টি

ভালবাসা নেই
নুরুল আমিন বিশ্বাস

ভালবাসা নেই
বিকেল গড়িয়ে গেছে রৌপ্য অহংকারে
অন্ধকারে ডুবেছে হাত
হাত নেই
হাত

ভালবাসা নেই
আজীবন সদস্য তার হতে পারেনি কেউ
মডেলিং-এর বাজারে কিডনি চাই বিজ্ঞাপন আছে
আকণ্ঠ ডুবে আছে লজ্জার মাথা
মাথা নেই
মাথা

ভালো বাসা নেই
ভালোবাসা নেই।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১১টি
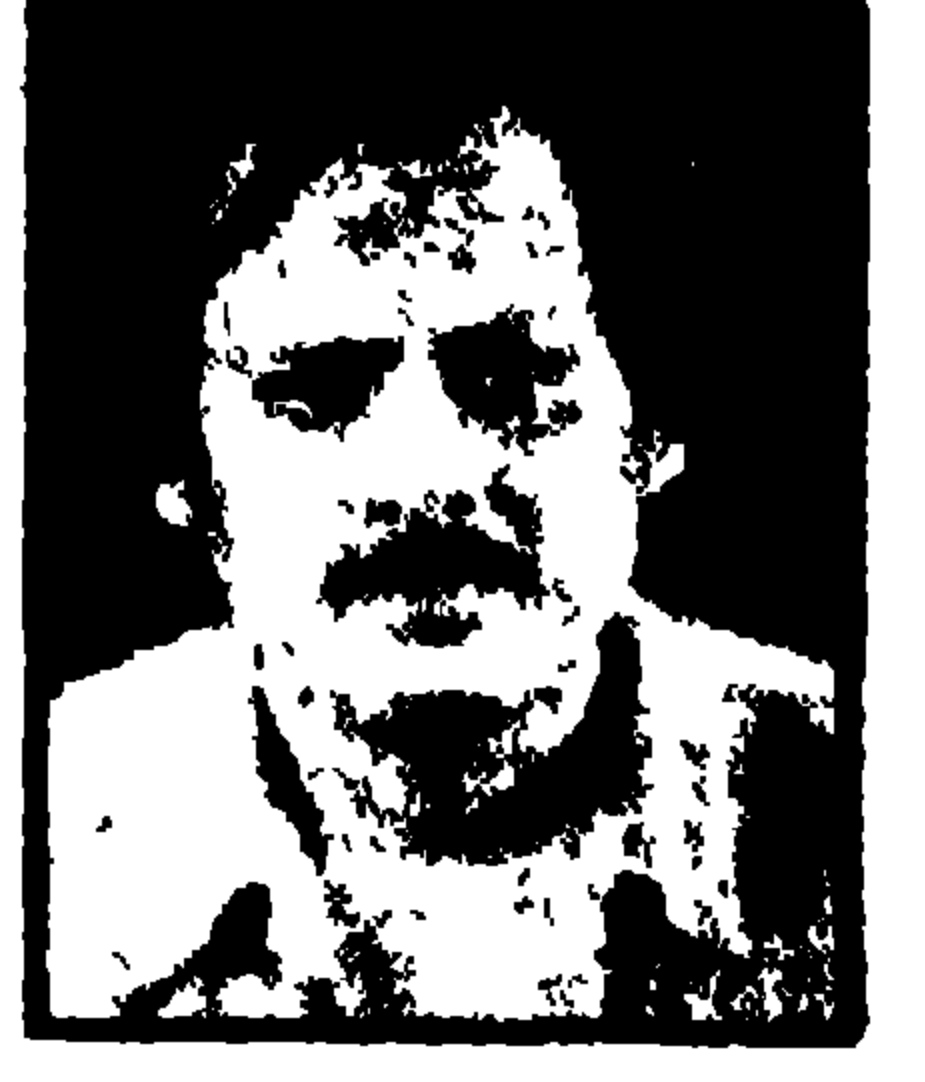
সর্পকুঞ্জ, মাটি

নাসের হোসেন

জঙ্গলের গভীর দিয়ে হেঁটে যাই, দেখি ফুল ফল ডালপালা
এবং আরো কিছু দেখি, সর্পকুঞ্জ, মাটির উপরে ভেসে যাওয়া
সাপের পোশাক, ফেলে দেওয়া পোশাক দ্যাখেনি এস্‌প্লানেডে
বিক্রি হচ্ছে, সেরকমই এইসব সাপের ফেলে দেওয়া খোলস
বিক্রি হয়, বিক্রি হয় ব্যাঙেদের মধ্যে, কেনার পর কিছু কিছু ব্যাঙ
সেইসব খোলস গায়ে দিয়ে সাপ সাজে, 'রাখো তো বাজে কথা'
যতই বলো না, এ-কথা থেকে আমি একবিন্দু সরছি না,
কেননা চোখে দেখা কথা ভাই, ঘটনা, ঘটনা থেকে কেউ
সরতে পারে কি, 'ভ্রমও হতে পারে' এইসব বলে কেন আমাকে
বিভ্রান্ত করতে চাইছো বলো তো, তোমার তো সব কিছুই ঠিকঠাক
চলছে, কোথাও কোনো অসুবিধে নেই, কেন ভুল ধরছো।

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- গৃহবধূ
গ্রন্থ- ২ টি

প্রতিটি হাওয়ার দিন, প্রতিটি বৃষ্টির দিন

নন্দিতা সেন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিটি হাওয়ার দিন, প্রতিটি বৃষ্টির দিন শরীরী স্পর্শের চেয়েও
বেশী কিছু রেখে চলে যায়। স্নানঘরের দেওয়ালে জলের ফোঁটারা
কিছু ছবি এঁকে রাখে।
রাত ঘন হওয়ার পর নক্ষত্রগ্রহণ চোখে আমার শিয়রে জেগে থাকো।
চোখের পল্লব ছুঁয়ে তোমার আঙুল কথা বলে।
ঘুমের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাই, দূরাগত নদীর ওপারে।
যেন খুব দূর থেকে চেনা কোন কণ্ঠস্বর ডেকে ফিরে যায়,
আর শিরায় শিরায় তার প্রতিধ্বনি ফেরে।
অথচ প্রতিটি দুপুর যেন লকলকে আগুনের শিখা,
চেনা ছকে বন্দী, শুধু সল্টলেক ডালহৌসী, আর ডালহৌসী সল্টলেক
এক ক্লান্তিকর ভ্রমণ কাহিনী।
সবকিছু নিয়মিত ঠিকঠাক। স্কুলবাস থেকে নেমে আসা
সদ্য পরীক্ষা পাস নীল ইউনিফর্ম ঐ দেবদূতী কোমল মেয়েটি।
আর রাজপথ জুড়ে ঐ মুখর মিছিলে হাঁটা ক্লান্ত ছেলেটি,
যার আকাশে দু'হাত, কিছু বলতে চায়, বলেও বলে না।
আচমকাই হাওয়া এসে নাড়া দিয়ে যায়,
শুধু ভীতু নিমগাছ একা কেঁপে ওঠে।
সবকিছু ঠিকঠাক।
মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যিই কী জেগে?
নাকি বিভ্রম ঘটেছে?
মনে হয় স্বপ্নে আছি,
দ্বীপের ভেতরে খুব একা।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৭টি

অন্যরকম কবিতা

নীলাঞ্জন কুমার

গর্বকণা খুঁজে পোড়াই যাতে ধুলোর সঙ্গে
বন্ধুত্ব করতে পারি।

কোন ঠগ তখন কাছে আসে না, গভীরতা দিয়ে
নিজেকে খোঁজা যায়।

কে দেবে সরলরেখার শেষ? কে এগিয়ে এসে
খোঁজ করবে আমার সমূহ বিলাপ?

ছলনা সরিয়ে এগোই। কোনদিন বশ্যতা মেনে
কারো সঙ্গ খুঁজি না।

যাবতীয় অনুগ্রহ আমার বাইরে থেকে যায়।

পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

যে জীবন যে আঁধার

নরেশ কুণ্ডু

এত'তো হ'ল—এবার বরং
একটা প্রাচীর তুলে দাও—
ব্যস, যে জীবন যে আঁধার সেই...
আকাশ পাতাল হাতড়াই শুধু
বিস্ফোরণের রেণু
হস্কা লাগে অসহ্য রকম
সন্ধ্যাগুলি ভরে ওঠে
অস্ত্রের ন্যায় ভয়ানক
তবু ভালো লাগে কাছে যেতে

নিরাময় মনে হয়...

সত্তা হত্যা

নিমাই গিরি

কোন কথা নয়
স্রোত যেদিকে সেদিকেই ভেসে যাও
স্রোতে থাকলে দ্রুত পৌঁছান যায়
দাঁড় টানা লাঘব হয়
প্রতিকূলে ঝুঁকি আছে।

তাল বজায় রেখে যদি চলো
তবেই তালপুরুষ
কালপুরুষের সাথে কোন বনিবনা নয়

সত্তা হত্যা করি
ভেসে যাই বাতমোরগ স্রোতে
প্রতিদিন চেষ্টা করি রামবাবু শ্যামবাবু হতে

আহ্লাদি হাঁ—মুখেরা আরও আরও চীৎকার করে
সত্তা হত্যা করে প্রতিদিন আমি যাই মরে।

শিক্ষা- ইঞ্জিনীয়ার (ডিপ)
পেশা- চাকুরী

সবুজ সকাল

ননীগোপাল মণ্ডল

দুটো এক নিয়ে হয় এগারটা দিন
দুটো এক মিশে যায় একটি কোরকে
মুক্তো শিশিরদল দুপুরে বিলীন
একতাল কাদামাটি সোনার মোড়কে

হুগলি হলদি মিলে হলদিয়া গড়ে
বিশ্ব গড়তে আজ স্রষ্টা সজাগ
বদলাতে আকাশের রং এঁকে পড়ে
লিখে যাবো, গেয়ে যাবো প্রভাতের রাগ

তোমার আঁচলে দেব সবুজ সকাল
সারাদিন কেটে যাবে লালন পালনে
এখনো পড়েনি দেশে সোনার আকাল
নির্মল, কলুষমুক্ত; নিষ্ঠুর গলনে।

পেশা- সাহিত্যচর্চা, আবৃত্তি
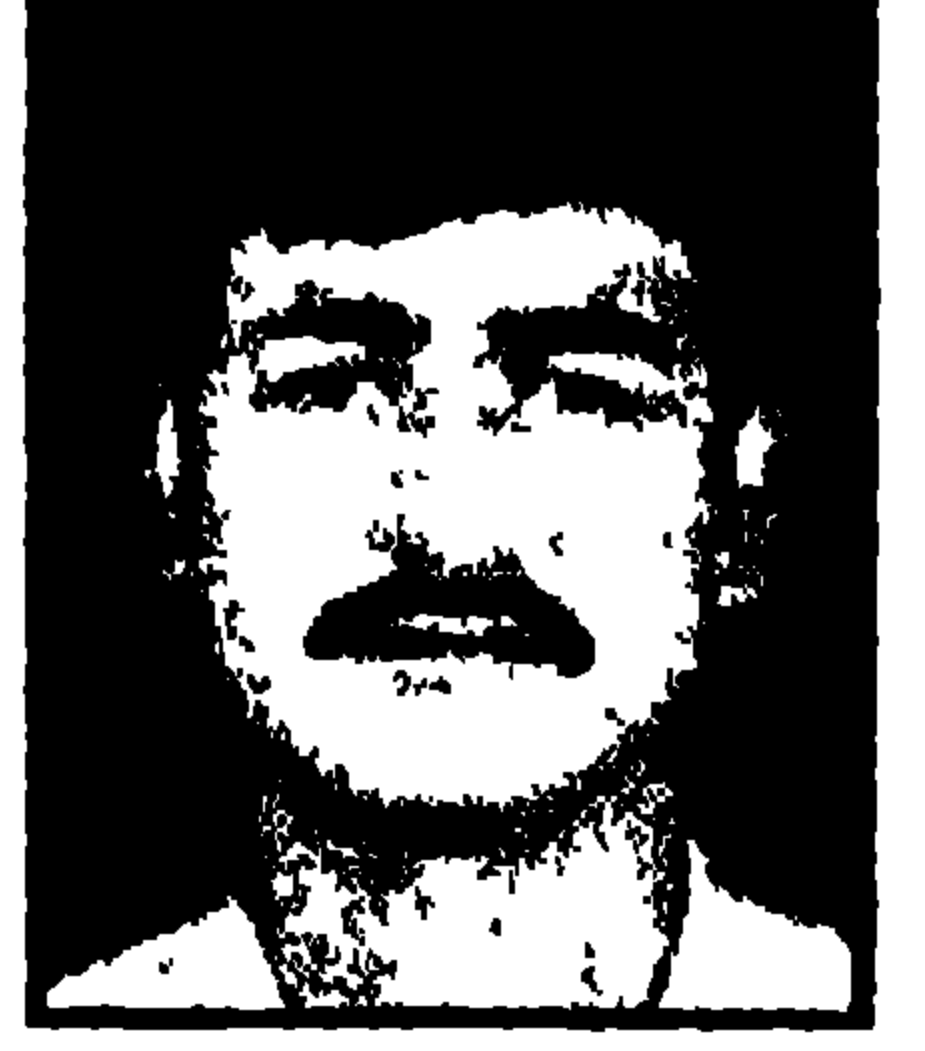
যৌবন

নীহার রঞ্জন মণ্ডল

যৌবন ভালোবাসে
প্রিয় নদী-পাহাড়
আর সবুজ প্রেম।

যৌবন ভালোবাসে
প্রিয় ফুল-মাটি
কাশ আর কাশবন।

যৌবন ভালোবাসে
প্রিয় ঝাউবন-পাতাবাহার
আর গর্ভবতী ধানক্ষেত

যৌবন ভালোবাসে
প্রিয় মেঘ-জগৎ
আর প্রিয় সব নিয়ে বেঁচে থাকতে।

বণিক লিখিত প্রেমের কবিতা

নাসিম-এ-আলম

পিরামিডে রেখেছি দেহ
মমিঘ্রাণ সন্দেহ করো না আমি প্রশ্নাতীত
মরণ ভালোবাসি, সজনে ফুলের ঘরে
একটা জীবন শুধু কেটে গেছে; কেটে গেছে
নারী তুমি দেবীর ফসল কিনা জেনে নিতে।

কি জেনেছি? ফিরিয়েছি শরীরী অনুরাগ
জেনেছি খেজুর ফুলের ঘ্রাণ, ব্যাবিলনগামী কোন
রাস্তার বাঁকে আমি সুগন্ধী আতর বিক্রেতা
তোমাকে আতর দিই
জাফরানে সাজাই ঐ পানপাতা মুখ।

কাগজের আবিষ্কার তখনও করেনি সভ্যতা
নিরুপায় বণিক তাই লিখিনি প্রেমের পদাবলী

খেজুর ফুলের ঘ্রাণ
প্রশ্নাতীত ঘোর লাগে
পিরামিড বুঝেছ আমায়!

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা
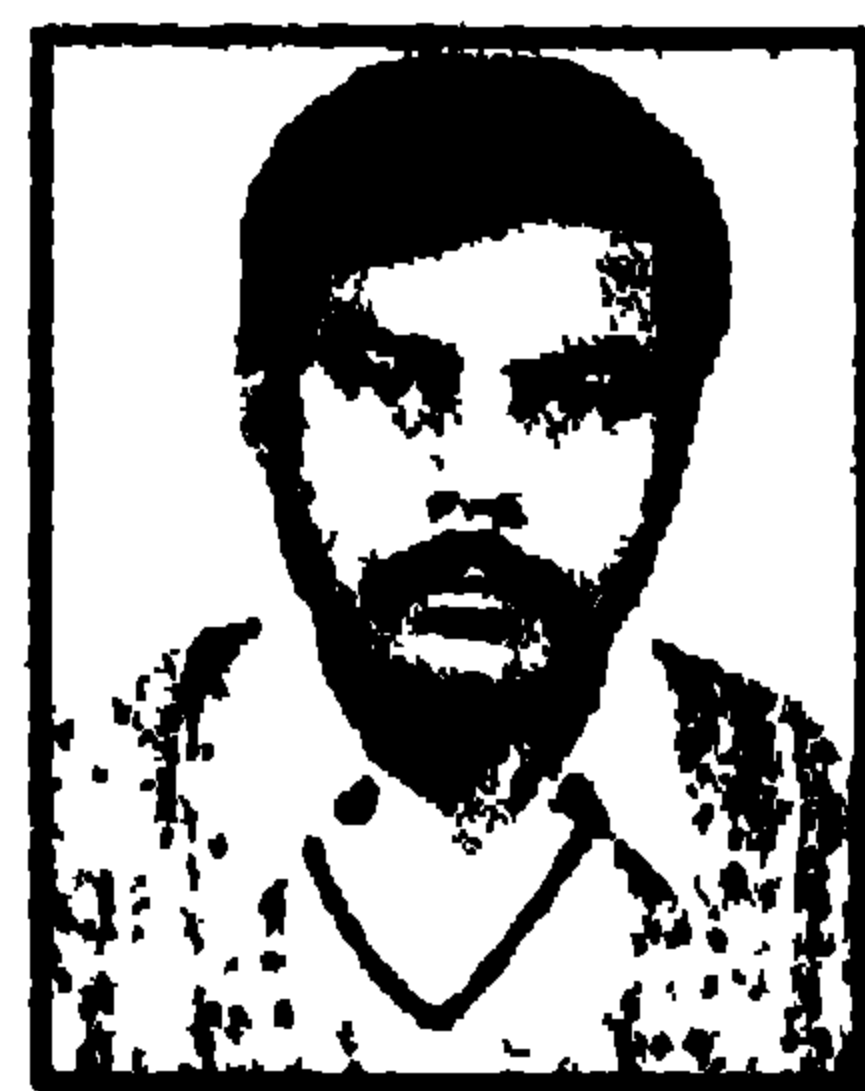
অস্ত্রশীর্ষে সূর্যোদয়

নবকুমার জানা

ভোরের শঙ্খধ্বনির আগেই
বেজে উঠল বিউগল...
চকিত প্রতিবেশী বৃক্ষরা,
নিঃসীম কোথাও কিছু নেই।

নিঃশব্দ সবাই ঘুরে দাঁড়ালো
সাংকেতিক স্থানে,
কার্গিল থেকে উড়ে এল এক
শোকবার্তা—
জাতীয় পতাকা আর
সাদা ফুলের কফিনে
আমাদেরই কীর্তিপুরুষ
সুহৃদ আত্মজ অবিনাশ।
যেন মৃত্যু থমকে সরে গেল
সময়ের রিক্ত অবশেষে!

পেশা- গৃহবধূ

মাতৃত্ব

নবনীতা দে

নতুন মাটির কলসিতে বালির চিহ্ন নেই,
তবু সূর্য সানন্দে জানায় সু-প্রভাত
কলসি জল চায় দেহে
যে জল, সূর্যের আলোয় সৃষ্ট হবে মঙ্গলঘট

আকাশ রং বদলায়
বসন্ত সমীরে কত ফুলের কত রং
পাখিরা বাসা বাঁধে ঘুরে ফিরে
তবু কলসিতে জল ভরে না।

সূর্য এখনও আলো দেয় কাছে ডাকে
আগাম আগামী চারা বুকে হাসে
দাবী করে জলপূর্ণ কলসি
মাতৃত্বের অভিষেকে।

শিক্ষা- এম. এসসি
পেশা- সাংবাদিকতা
গ্রন্থ- ৪টি

বর্ণান্ধ সময়ের প্রস্তাবনা

নাজিমুদ্দীন শ্যামল

তাহলে একটি ভিন্ন প্রস্তাবনা করি।
মান্যবর সভাপতি, উপস্থিত সুধী সজ্জন;
আপনাদের সকাশে আমার এই প্রস্তাব
বেমালুম বেমানান হবে। জ্ঞান গরিমা আর কর্মের
বিবেচনায় পিছিয়ে পড়া জনৈকের বক্তব্যকে তবুও
খাটো করবেন না জানি। জানি এ নিয়ে
হাসাহাসিও করা হবে না।

যেহেতু সকলেই অর্থাৎ গুণীজন সুধীজন ব্যক্তিবর্গ
লালকে আর লাল বলতে পারছেন না;
সেহেতু বর্তমান সময়কে বর্ণান্ধ বলাই শ্রেয়।
এবং আমরা তাই বলতে চাই।
এটাকে পুরোপুরি অন্ধকার বলা যাবে না কখনও,
কেন না, আসন্ন অন্ধকার নিয়ে ভাবছে না কেউ।

আশেপাশে জন্মাছে সারি সারি আফিমের গাছ
পরিবেশ বাঁচানোর নাম করে আমরাই করছি সবুজ বনায়ন।
শৃংখলকে শৃংখল বলা যদি বিপজ্জনক না হয়,
সকলের অভয় পেলে আমি এই কথাটি বলতে পারি যে,

ঘরের ভেতরে ঢুকছে গোখরো সাপ।
মনের ভেতরে ঢুকছে গোখরো সাপ।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- গবেষক

সোনার স্বপ্ন

নূপুর সিন্‌হা

আমার জাগ্রত নয়নের সোনার স্বপ্ন তুমি।
দেখেছিলাম কত স্বপ্ন
দু'জন দুজনের দিকে তাকিয়ে দেখেছি
প্রকৃতির সুন্দরতা।
ডুব দিয়েছি হৃদয়ের গভীরতায়।
চোখ থেকে মনে খেলে যেত এক
আশ্চর্য অপ্রকাশ্য সুস্থ অনুভূতি।
ভরা শীতের সকালগুলো উঠত ভরে
অনুভূতির রোমাঞ্চকর উষ্ণতায়—
ভরা মন উপছে যেত দিকে দিকে,
মিষ্টি রোদ হয়ে গড়িয়ে যেত
পাহাড়ের ঢালে।
ভোরের পাখি উঠত ডেকে, গাছের ডালে।
আমাদের মন ভরা উষ্ণতা
ঝিক্‌মিক্ করে উঠত শিশির ভেজা
ঘাসের শীষে, গড়িয়ে যেত ধীরে।
সদ্যজাত প্রাণের আভাস সঞ্চারিত হত মনের চতুর্দিকে।
আজ তুমি কেবলই আমার জাগ্রত
নয়নের এক সোনার স্বপ্ন।

পেশা- গৃহশিক্ষকতা

মোহের ভালোবাসা

নিশিকান্ত সামন্ত

এক বসন্তেও
মেটে না অযাচিত কীটের সমগ্র স্বাদ
শত সবুজের মাঝে রূপসী প্রকৃতিকে
শিকারী গাঙ চিল ছো মেরে তুলে নিয়ে যায়
বন্য ক্ষুধা মেটাবার জন্য

প্রকৃতি তখন অপূর্ণ কুঁড়ি,
রূপের স্রোতে দু'কূল টলমল
মধুর গন্ধে ভ্রমর, স্তবক বিদীর্ণ করে
গর্ভাশয়ের প্রিয় স্বাদ চুষে নেয়।
সময়ের স্রোতে ফাগুনের অনাগত
বৃষ্টিতে মোহের ফানুস কেটে যায়,

দিক্‌বিদিক্ স্রোতের বিপরীতে মিশে যায়
অন্য স্রোতে, তাকে বোঝে না কেউ।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

ভেজাল-গাথা

নিরুপম বণিক

বাসমতি চালে ভেজাল
সোনা মুগের ডালে ভেজাল
আগ-মার্কা তেলে ভেজাল
পুরসভার জলে ভেজাল।

টাকা ভেজাল পয়সা ভেজাল
সোনা ভেজাল গয়না ভেজাল
শিশুর দুধ টাট্‌কা ভেজাল
ওষুধ বিষুধ ফাট্‌কা ভেজাল।

ভেজাল রাজার নীতি ভেজাল
ক্যাসেট করা গীত-ই ভেজাল
ইলিশ ভাপা সরষে ভেজাল
কীটনাশকের বিষে ভেজাল

ভেজাল রাজার ভেজাল দেশ
যতই বল হয় না শেষ
আছে কেবল সে একটাই
মায়ের দুধে ভেজাল নাই।।

জন্ম- পুরুলিয়া
পেশা- সাংবাদিকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

অনুরণনে

নয়নতারা তন্তুবায়

নির্জন অন্ধকারে বসে কবি জ্যোৎস্না মেখে
সূর্যের মহাজাগতিক বিস্মিত চোখে চেয়ে দেখে।

মেঘমল্লার ডাক শুনে তুলিতে মাখে রঙ
কবির জীবনে কলম আর খাতাই তো প্রিয় সঙ্গ!

ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত উঠে আসে তাঁর লেখার ধারে
শব্দে শব্দে ঢেউ ভাঙে কাব্য নদীর শতসহস্র ধারে!

কখনো পাঁজরে ক্ষত কখনো গলায় ছুরির দাগ
কাব্যময় জগতে ডুবে যাওয়া তাদেরই তো অনুরাগ!

কাব্যও ঢেউ তোলে এ সমুদ্রের মহাজাগরণে
সহস্র ঢেউ ভেঙ্গে উঠে আসে শব্দের অনুরণনে!

মানচিত্র

নির্মলশিব দত্ত

মানচিত্র পাল্টে যায়
পৃথিবীর—তোমার মুখের।
যেখানে অরণ্য ছিল
স্নিগ্ধ শ্যাম শোভা
সুনিবিড় ছায়া
নীড়ের আশ্বাস
পরাগের মধু গন্ধে
মুগ্ধ প্রতিশ্রুতি,
উত্তুঙ্গ পাহাড় ছিল
নদী কল্লোলিনী
ঢেউয়ে ঢেউয়ে
ভরা তনুলতা,
—সব মরুভূমি
সেখানে গভীর খাদ
স্রোতস্বতী—ধু ধু বালিয়াড়ি।
চেনা মুখ হয়ে যায়
ক্রমশঃ অচেনা
অথবা পাল্টে যায়
অক্ষপথে
আমারই কৌণিক অবস্থান
মানচিত্র পৃথিবীর হয় না বদল।

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা

গভীর নির্জনে

নরেশচন্দ্র মজুমদার

চাহনির গভীর নির্জনে
যেন সাজানো বাসর ঘর।

সদ্য ছিঁড়ে আনা রজনীগন্ধা,
লাল গোলাপ পাপড়ি ভরা।

বারান্দা, উঠোন আশপাশ
জুড়ে শব্দের কোলাহলে ছড়িয়ে
ছিটিয়ে দম্পতিদের প্রথম
নিশিযাপন কথা।

কৌতূহলী পলকে উঁকি ঝুঁকি...

সব ভিড় যেন মিলিয়ে যায়
তোমার চাহনির গভীর নির্জনে
চোখ রাখলে।

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড

পেশা- শিক্ষিকা

সময় অশান্ত

নমিতা রাউত

ছিন্নমস্তা সময়, বিপন্ন সভ্যতা
নৈরাশ্য আশাভঙ্গ উড়ে আসে
আঁধি ঝঞ্ঝার আঁধারে
সময়ের আঘ্রাণ নিতে দমচাপা লাগে।
মানুষের ভ্রান্ত দর্শনে, অবিরত হনন ইচ্ছায়
সময় দুষিত বিবর্ণ
তার গায়ে বিষাদের দাগ।
আত্মকেন্দ্রিকতা, অশান্ত বিচ্ছিন্নতাবাদ
সতত সচেষ্ট ধ্বংস যজ্ঞে
সমাজ ধর্ষিত ঘৃণ্য দর্পিত শক্তিতে।
প্রগতি ও সংস্কৃতি দীর্ণ
রুচিহীন উদ্দাম আধুনিকতায়
চারিদিকে ভীষণ ভালবাসার আকাল
জীব দগ্ধ প্রতিনিয়ত।

শিক্ষা- এম.কম, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

নীলকণ্ঠী

ননীগোপাল মাইতি

নারীর আছে আরেক রূপ এই সমাজের মাঝে
কারোর কাছে ঘৃণ্য সে যে কাউকে ফেলে লাজে।
চাকচিক্য শহরেরই অলিতে গলিতে
অন্ধকারে থাকে হাজির অর্থমূল্য দিতে।

কেউ বা বলে বারাঙ্গনা কেউ বা বারবধূ
আমার কাছে মহিয়সী সমাজসেবী শুধু।
মিটাইয়া উশৃঙ্খল আরণ্যক ক্ষুধা
সুস্থ সমাজ গঠনেতে বিলাইছে সুধা।

দিনের বেলা সভ্য সেজে যারাই করে ঘৃণা
রাতের অন্ধকারে তাঁদের সেথায় আনাগোনা।
এই সমাজের আদি হতে চলছে এই দৃশ্য
আত্মাহুতি দিয়ে তারা তবুও অস্পৃশ্য।

তোমার আমার ঘরের মেয়ে এই পথের পথিক
কেন তাদের ঘটলো এমন কেউ কী জানি ঠিক?
সাধ করে কেউ যায় না হেথা, বরি এ জীবনে
সমস্যাটা জানতে না চাই ভাবিনা তাই মনে।
বঞ্চনা আর অবহেলায় যখন জাগে বোধ
কালো পাহাড় সেজে তখন নেয় প্রতিশোধ।

শিক্ষা- এম.এ, বি.টি
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

ক্যানভাস

নবকুমার সরকার

খড়ের চালার উপর উবু হয়ে আছে নক্ষত্রেরা।
মাটির দেওয়ালের গর্ভে অভিমন্যুর অপেক্ষায় উত্তরা!
নিরন্ন মায়ের শুক্‌নো স্তন আঁকড়ে ধ'রে ঘুমিয়ে আছে ওদের শিশুসন্তান!
সেই কোন সকালে যুদ্ধে বেরিয়ে গেছে অভিমন্যু।
তারপর ধীরে ধীরে মুছে গেছে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা—
এসেছে তমসাচ্ছন্ন রাত্রি!
সেই রাত্রির অন্ধকার শরীরে মেখে একসময় ঘরে ফেরে অভিমন্যু।
পদক্ষেপ মেলে না!
রোজ এমনি করেই ফিরে আসে সে।
রোজ এমনি করেই শুক্‌নো স্তন আঁকড়ে ঘুমিয়ে থাকে শিশু!
রোজ এমনি করেই উড়ে যায় উত্তরার সবুজ স্বপ্নগুলো!
শুধু নক্ষত্রেরা ঘুমন্ত শিশুর চোখে স্বপ্ন জাগিয়ে রেখে
গান করে, "টুইংকল্ টুইংকল্ লিটল্ স্টার! হাউ আই ওয়ান্ডার
হোয়াট্ ইউ আর?"

কে-যেন—কে

নারায়ণ দাস

ক্লান্ত রাতের শরীর জুড়ে, স্তব্ধতাহীন সুর
গভীর নাদে জড়িয়ে সে সুর বাজে অনেক দূর।

কাব্য পাঠের বর্ণমালায় এ-সুর আমার চেনা
রাত্রিটাকে শাসন ক'রে কাব্যকে যায় কেনা।

কাব্যপাতায় রং বিছিয়ে খুঁজতে যাব তারা
কে-যেন-কে হাত বাড়িয়ে ছড়ায় আলোর ধারা।

মধ্যবিত্ত অভিমন্যু

পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এস, কিছু কথা
খোলাখুলি বলি
রক্তমাংস, মেদমজ্জা
একে একে খুলি।
তারপর খোলা আকাশের নীচে
উদার হাওয়ায়
শুরু হোক অস্তিত্বের
শেষ অন্বেষণ
আমাদের এক পাশে পড়ে থাক্
গতায়ু জীবন
আর
অন্যপাশে প্রাণবন্ত টাটকা মরণ।
এভাবে কখনো জীবন উজিয়ে
মৃত্যুর বন্দরে
অথবা কখনো প্রাসাদের বাহারি অলিন্দে
কিম্বা আদিম গুহা বন্দরে
অবশেষে শেষ হোক
জন্ম-ইস্তক,
জীবন নামক বঞ্চনার
ভ্রষ্ট পরিক্রমা।
ক্রমাগত চক্রবূহ ভেঙে ভেঙে
পরাজিত, ক্ষতবিক্ষত
নিহত এক মধ্যবিত্ত অভিমন্যু,
এইবার উঠে যাক মৃত্যুর রথে।

শিক্ষা- এম.এ, বি.টি
পেশা- শিক্ষকতা

ডেকো না

পরিমল ঘোষ

আমাকে ডেকো না এই মৌন চরাচরে
নিবিড় শান্তি ধারায় জিহ্বাগ্র মেলেছি
এই রোদে বৃষ্টি জলে শরতের ফুলে
যে মধু সিঞ্চন হয় তাই তো চেয়েছি—

অবহিত আছি আমি আগ্নেয় পর্বত
জ্বালামুখ-দাবানলে দগ্ধ তরুশ্রেণী
সমুদ্র বিক্ষোভ ঝড়—লাশকাটা ঘর
তবু আমি শান্তি চাই নিরস্ত্র মেদিনী

শান্তি বড়ো দুষ্প্রাপ্য, বড়োই দুর্লভ
আদিগন্ত দেখা যায়, সবই তার শব।।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

ডাস্টবিনের ফুল

প্রাণগোপাল চক্রবর্তী

কেন তুমি কাঁদো ডাস্টবিন?
তোমার কান্নার ভাষা আমি বুঝি—
মানুষের বর্জিত আবর্জনা ঘৃণা
নিয়তই তোমাকে থুতু দেয়
ঘেন্নায় নাক সিটকোয়,
অথচ তাদেরই বর্জিত আবর্জনা ঘৃণা
নির্বিকারে বুকে পেতে নিয়ে
তুমি আজ নীলকণ্ঠ সেজেছো।
তোমার কান্নার স্রোতে আমিও ভাসলাম...
আমার বুকের রক্তে লেখা
ছয়টি ঋতুর শ্রেষ্ঠ কাব্যমালা
ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে
তোমার বুকেতেই রাখলাম
অনন্ত দুঃখের বীজ আমি পুতলাম।
প্রয়োজনে আকণ্ঠ রক্ত ঢেলে দেব
দেব শেষ বিশ্বাস আহুতি
শুধু প্রতীক্ষায় আমি
রাত্রির গর্ভ ফুঁড়ে জন্ম নেবে এক পরিজাত
ঊষার আলোকধারায় ধুয়ে মুছে যাবে যতো ঘৃণা-শাপ।
দেখি সেই দিন
শিশুর অকপট হাসি মুখে নিয়ে
তোমার বুকে ফোটে কি-না
জরা মৃত্যুহীন
একটি অমলিন পরিজাত ফুল।

শিক্ষা- স্নাতক

কাব্যগ্রন্থ- ১টি

কৈফিয়ৎ

প্রভাত চক্রবর্তী

নিছক আড্ডা দিতে ঈশ্বর এলেন
রান্নাঘরে চায়ের জন্যে হাঁক দিয়ে বললেন—
কেন তুমি ঈশ্বর মানো না সেই গপ্পোটা শোনাও।
এসব চতুর জালিস্রোত আমি মগে তুলে
বাইরে ফেলেছি কতবার
তবু নিকোনো উঠোন থেকে নাছোড় গন্ধের ভার
ওথলায় সহজ কৌতুকে—যেন সারাৎসার।
যেন ধুরন্ধর পাড় দিয়ে বোনা হচ্ছে নদী
জনম অবধি।
ঈশ্বরের চোখে চোখ রেখে আমি যতটা বিস্তর
ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম
লাগাম ছিল না হাতে, আজকাল লাগামেরা
স্বতন্ত্র ভাড়ায় নীলাম চিনেছে
সম্ভবত প্রতিভায় যাদের বেসাতি এ তাদের কারসাজি।
ঈশ্বর এলেন বলে আমার বেরোতে দেরী হল।

গ্রন্থ- ১৩টি
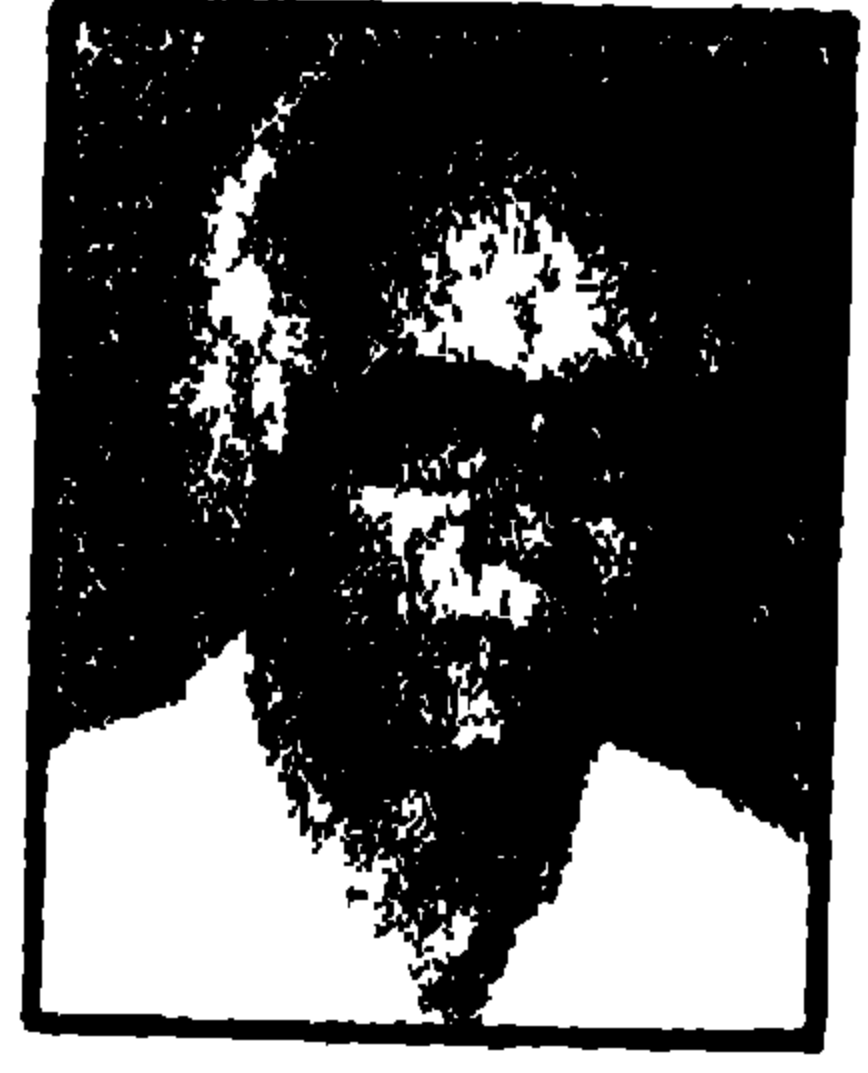
কুয়াশা আড়ালে তুমি
পবিত্র অধিকারী

নিকটকে দূর করে অনতিক্রম্য ব্যবধানে
তুমি চাও খুলে ফেলতে
নন্দব্রজে জড়ো করা সব গোপিনীর গোপন পোশাক।
অস্বচ্ছ কাঁচের উল্টোপিঠে মুখ ঢেকে
তুমি চিনে নিতে চাও স্পষ্টতর অভিব্যক্তি
গোপনাঙ্গে চিহ্নিত জড়ুল
এখনও গচ্ছিত আছে জড়িবুটি কবজ তাবিজে
সব অভিপ্রায় এই কথা ভেবে
বিশ্বস্ত চাঁপার কাছে মানস ভ্রমণে তুমি
উৎসুক হয়ে ওঠো—
কবেকার পোড়ো বাড়ি
কুয়োতলা থেকে মাঝে মধ্যে
ডেকে উঠলে কুবো
তুলসীমঞ্চ গোবর ছড়ায়
সকালের ঝাঁটপাট উঠোনের
শ্রী ছাঁদ শুচিতা
সবকিছু ঠিকঠাক সমস্ত বজায় আছে জেনে তুমি
অসময়ে ফিরে যাও নিজস্ব নারীর কাছে
কুয়াশার চিকে ঢেকে আত্মবৃত্তে
তুমি খোঁজো মানুষের চোরাগোপ্তা কুঠুরীর চাবি
কুয়াশা আড়ালে তুমি নিকটকে কাছে টানো
দূরে ঠেলে নিকটের কায়া।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৮টি

তুমি

পরেশ মণ্ডল

আশ্চর্য তোমার উপদ্রব
অকস্মাৎ
ব্যাভিচারী
সম্পন্ন
তুমি ডীপ্‌ফ্রীজে জমানো বরফ

নির্মম তোমার নিরাময়
গোপন
সূক্ষ্ম
নিরন্তর
তুমি স্টেনলেস স্টীলের চামচ

তোমার পরিচয় শুধু তুমি
অব্যয়
নিরাকার
অজ্ঞেয়
তুমি কমপিউটারে জাভা-প্রোগ্রাম

শিক্ষা- এম.এ, বি.টি
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৭টি

ভয়ে ভয়ে ছোট হয় বুক

পীযূষ রাউত

'ইচ্ছে করে'—এই অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যটি লেখার পর
মনে হল—নাহ্। এখন আর কিছুই ইচ্ছে করে না।
সকল ইচ্ছে কবেই মরে হেজে ভূত। যখন ছিল, তখন ছিল।
বাল্যের স্বপ্ন। আর যৌবনের অভিলাষ। ওরা সেই কবেই
মরে হেজে ভূত। শ্মশানের শেওড়াগাছে ঝুলে আছে ওরা।
সেই পথে, শ্মশানের পথে যেতে যেতে ভয়-তাড়িত কৌতুহল।
দেখি। আড়চোখে দেখি। আর ভয়ে ভয়ে ছোট হয় বুক।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
গ্রন্থ- ৬টি

রূপটান

পীযূষ ধর

মাথার ভেতর যে এ্যাটম জমে আছে, তার ব্যবহার নিয়ে
ব্যস্ত দিনলিপি, সমস্যার যে প্রচ্ছদ তৈরী করে, হেঁটে যায়
ব্যবসায়ীর হাত ধরে পোষাকের মতো
বিব্রত বাজারে...
গোপনে পছন্দ দর কষাকষি করে
একটি হ্যাংগার থেকে অন্য একটি হ্যাংগারে ঘোরে
অবিকল নাটকের পালায় শাসন-ছড়ির গা ছোঁয়া
বিস্তার প্রক্রিয়া নিয়ে।

সীমান্ত সৈনিক জানে-না নিয়ম কারা ভাঙ্গচুর করে
শুধু জামার উপর আঁকা চিহ্ন পথ
জানায় কিভাবে
এক একটি পরিক্রমা ব্যবধান তৈরী করে—

এইভাবে লোভ এক সময়, পোকার পায়ে ভর করে ঢুকে যায়
মাথায়-নির্দিষ্ট এ্যাটমের কাছে। যেখানে ধ্বংসের খেলা ছিল
কুম্ভ-ঘুমের আচ্ছন্ন ঘরে—
নিরাপদ ছিলো সৃষ্টির রূপটান...।

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

দিনমজুর

পুষ্পেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

শীত পড়েছে।
ওরা পাতা জড়ো করে আগুন জ্বেলেছে।
ওরা দিনমজুর খেটে খাওয়া মানুষ।
এইভাবেই ঠান্ডা থেকে রেহাই পায় ওরা।

ওদের ছেলেমেয়েরা তেমনভাবে
লেখাপড়া শিখতে পারে না।
একটু বড় হলে বাবার সঙ্গে যোগাড়ে-র কাজ করে।
এইভাবে ওদের দিন কাটে।

শিক্ষা- এম.এ, এম.ফিল, পিএইচ.ডি
পেশা- অধ্যাপনা (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি
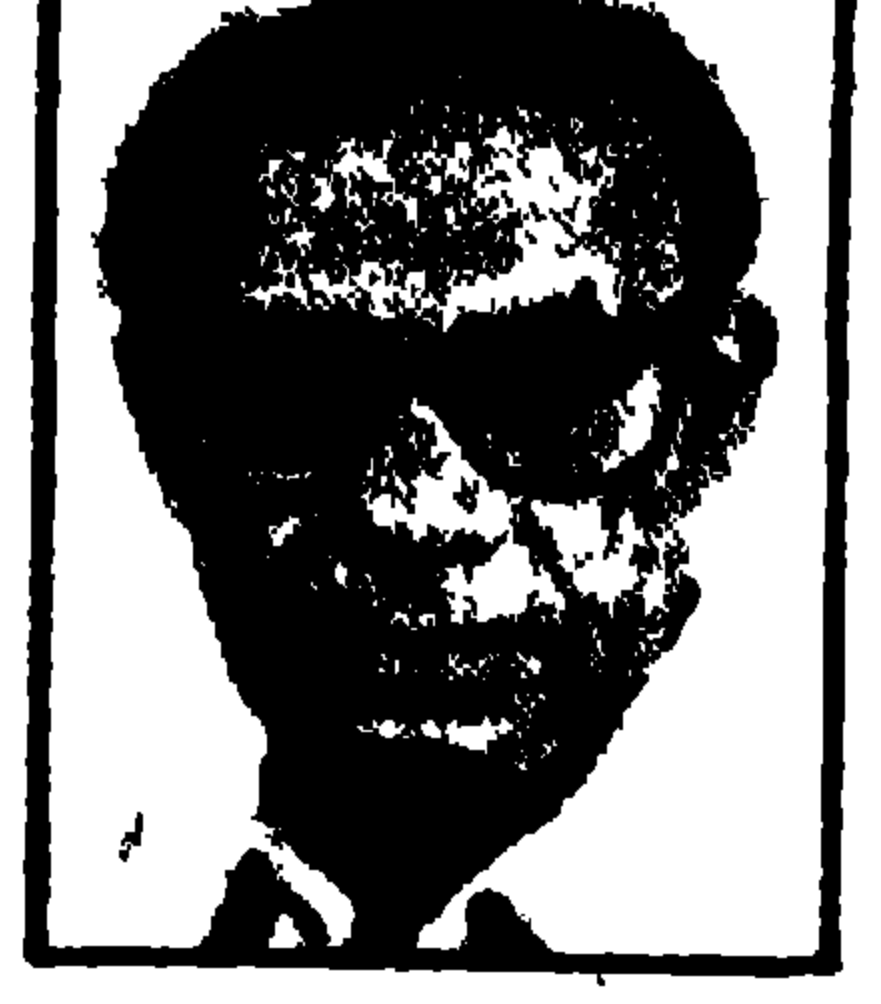
আগামী দিনে

পরিমল ঘোষ

সারা আকাশ জুড়ে মেঘ জমলেও
আগামী দিনে আকাশ পরিষ্কার হবে,
আকাশে সূর্য আলো ছড়াবে।
মনে মনে এ বিশ্বাস জাগিয়ে রাখো--
আকাশে সূর্য আলো ছড়াবেই।

চারদিকে দুর্যোগ দেখা দিলেও
আগামী দিনে তা কেটে যাবে,
একটা সুদিন শীঘ্র আসবে।
স্বপ্নগুলোকে তাই বুনে বুনে চলো--
একটা সুদিন শীঘ্র আসবেই।

আজকের আহ্বান ব্যর্থ হলেও
আগামী দিনে তা সত্য হয়ে উঠবে,
একদিন মানুষের চেতনা জাগবে।
বিশ্বাস নিয়ে মানুষের পাশে থাকো--
একদিন মানুষের চেতনা জাগবেই।

পেশা - অধ্যাপনা
কাব্যগ্রন্থ - ১০টি

প্রাথমিক পাঠক্রম বিষয়ে আত্মসমীক্ষা
পুষ্পজিৎ রায়

পরমা নামের কুসুমগুলি বড্ডো বকুল ফুল
পরমা নামের কুসুমগুলি পল্লবিনী লতা
কাঁকর-মাটি-সবুজ ঘাসে সঞ্চারিনী দুল
কাঁকর-মাটি-সবুজ ঘাসে বড়োই বকুল ফুল।

পরমা নামের কুসুমগুলি কিসের নিঃশ্বাস?
পরমা নামের কুসুমগুলি বকুল বিশ্বাস!

পরমা নামের কুসুমগুলি সত্যি বকুল ফুল?
কেন সে বকুল—বলতে পারো বনজোছনা রায়?
বনজোছনা, বলতে পারো, পরমা-অভিপ্রায়?

বকুল, তোমার পরাগ-রেণু-পাপড়ি-আদি-স্মৃতি
বনজোছনা জানে না বটে সুরভি পরিচিতি—

দোষটা আমার, আসলে জানো, আমারই এটি ভুল,
প্রসঙ্গটি পাঠক্রম আদতে পড়াইনি!

তোমার সাথে বনজোছনার আলাপই করাইনি।

পেশা- অধ্যাপনা

কোন বাগদাদবাসিনীকে

পার্থ রাহা

আমি বাগদাদের বাজারে কোনদিন পা রাখিনি
খেজুরের খোঁজে যাইনি কোনদিন
বসরায় রক্তের মতন লাল চুনির মতন লাল গোলাপ
দেখিনি কোনদিন
আমার সাড়ে তিন হাত জমি দ্যাখেনি কোনদিন
রমনার ময়দান কিম্বা বরিশালের বন্দর
আমার জন্মভূমি বিদেশ বিদেশ জন্মভূমি

আমি বাগদাদ দেখিনি তুমিও দ্যাখোনি রমনার ময়দান
পঞ্চাশ বছর ধরে ধ্বংসের মাঝখানে
আমরা দু'জনে দুপারে দাঁড়িয়ে
তোমার দু'চোখ ভরা মুখ খেজুর গোলাপ আর
মশলার সুগন্ধে ঘেরা মুখ
তোমার চুলের গভীরে আমার চলিষ্ণু আঙুল
তোমার ছায়ার শরীর আর আমার আঙুলের শরীর
তোমার মুখে ঠোঁটে হাতের সীমানায়

কোথায় সব পাহারাদার যারা একদিন
বুক ঠুকে আমাদের স্বপ্নগুলো
পাহারা দেবার জন্য ঠায় দাঁড়িয়ে
স্বপ্নেরা খানখান পলাতক স্বপ্নের প্রহরী সেই সব তুরঙ্গ সেনানী
আমরা দুজনে আর্তনাদ করে উঠলাম
আমাদের চিরকালের চেনা শহরের নাম

তুমি ছত্রভঙ্গ গোলাপ বাগানের
আমি রমনা ময়দানের।

পেশা - চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ - ১টি

অনাঘ্রাত

প্রাণবল্লভ রায়

মোচার খোলা থেকে ক্রমশঃ
সূর্যপ্রকাশ;
পরিবর্তনে মানুষ ঘুরে বেড়ায়,
দিন-লিপির টুকরো পাতায়—
'সাবিত্রী-সত্যবানের' ইতিহাস;
ভেসে যায় 'বেহুলা-লখিন্দরের মান্দাস!'

শালুক অথবা শিউলি শুভ্রতায়
সতীর সিঁদুর মুছে যায়।
সূর্য তেজে 'কুমারী কুন্তী' মাতৃসম্ভবা
গুলিয়ে যায় অতীত...।

এখন আত্মবিশ্লেষণের দিন
এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যম ছুটছে
সময়ের গতি ঋতুর চাকায়,
প্রকৃতি বে-আবরু, নিরুপায়!

বাসন্তিক ঝড়ে বিবর্ণ ফুলপাতা
সন্ধিক্ষণে ছুটে যাই বহতা ভাগীরথী তীরে
রাণীনগর কিংবা গৌর নগরের ঘাটে
তখন সূর্য গেছে পাটে— !
অনাঘ্রাত বছরে প্রাণের প্রণতি জানায়
দিগন্ত রাঙা সূর্য দেখার আশায়!!

শিক্ষা- ইউ.ই
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি
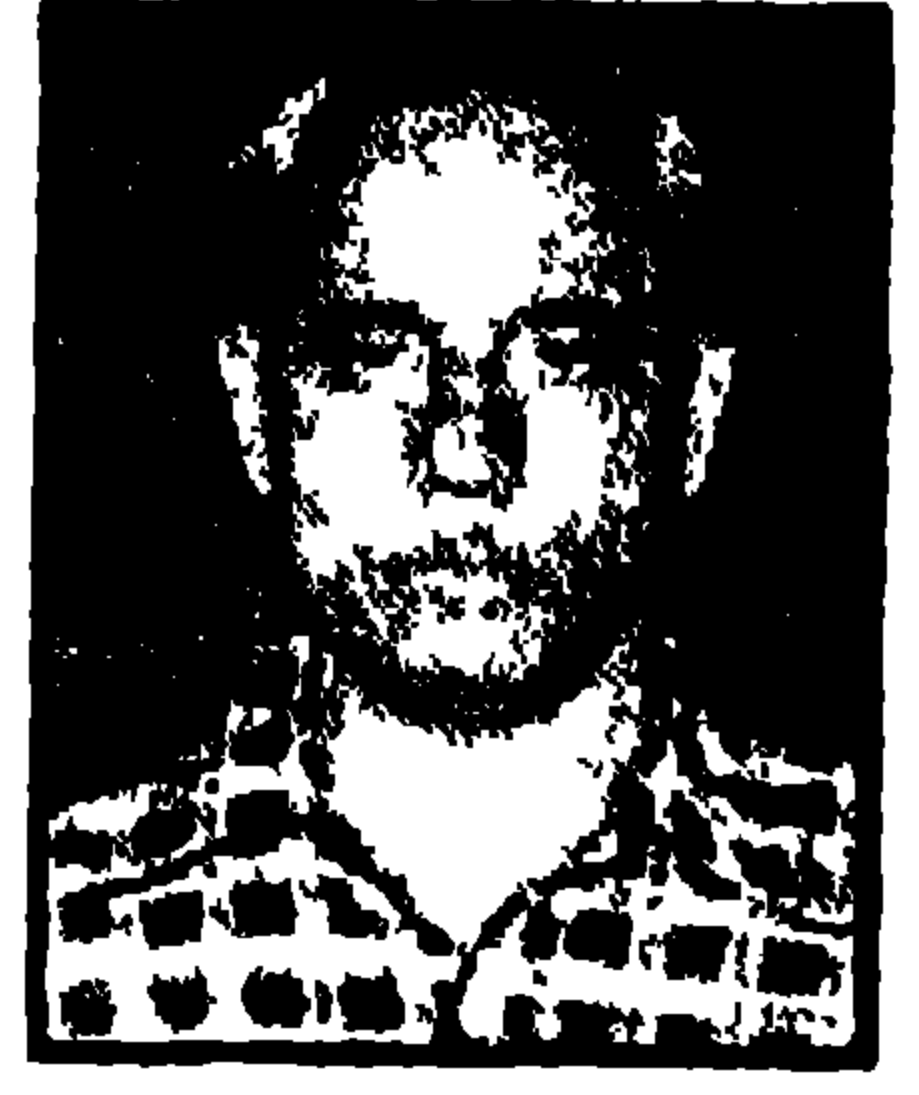
এবং ঋতুপর্ণের মতো
পিনাকীরঞ্জন সামন্ত

এবং ঋতুপর্ণের মতো তুই যখন আমাকে তুই সম্বোধন করলি, ছুঁই ছুঁই মন
নিয়ে কুমুদিনীর ভেজা চুলের মতো আমার সমস্ত শরীরে মৌ মৌ গন্ধ ছড়ালি,
তখন তুই প্রজাপতি বল—কেন পার্কের বেঞ্চিতে বসা এই বৃদ্ধের চোখে
ছড়িয়ে দিলি একমুঠো আগুন—প্রজাপতি—তুই আমার চোখেই হার
মানলি নিজে।

পরনে কি কোনো ইজের নেই রে তোর? নেই কোনো লজ্জাশরমের বালাই,
শুধু ছুঁই ছুঁই রঙিন পাতায় মেলেছিস ডানা আর আমাকেই তুই সম্বোধন করে
গাইছিস কেষ্ট প্রেমের গান—যা কি না আমারি আঁখিপল্লবে বসে। তুই ভারী
দুষ্টু প্রজাপতি, তোর সঙ্গে আড়ি আমার—যা।

মুক্ত বিহঙ্গের খাঁচায় বসে আর প্রেম নয় রে। শুধু বল—কেন সে আজও
এল না ঠোঁটে পানরঙ মেখে, নতুন এক লজ্জাবতীর ঘোমটা পরা চোখে।
আজও বসে আছি তারই অপেক্ষায়।

জীর্ণ হাড়ে গজিয়ে উঠছে বিসমিল্লার বরফিয় সুর—আর ভাবছি সমস্ত
স্মৃতি যেন—পার্কের মাটিতে আমাকেই উৎসর্গ করা, কোনো এক যুবতীর
ফেলে যাওয়া বাদামের খোসা—উল্লসিত তুই। উলঙ্গ ন্যাকা প্রজাপতি
—এসেছিস এতদিন পরে, তুই আজ যা...

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

ঘর বেঁধেছি যেখানে
প্রবীর রায়চৌধুরী

সুভাষপল্লি। তিল তিল করে গড়ে ওঠা
একটি জনপদ, সংগ্রামের গর্বিত উচ্চারণ।
উদ্‌বাস্তু জীবন, অপরাহ্নবেলা একটি পদযাত্রা
থেমেছে এখানে। ক্লান্ত পথের অসম্ভব
ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলে পথিক মাতে
অসমাপ্ত খেলায়। ক্লান্তি ছাপ, ম্লান মুখের
কাতরতা, নির্ভীক প্রয়াস, সুদীর্ঘ ঘটনাবলী
আঁকা আছে বৃক্ষবাকলে। এখন নাগরিক
ছায়া সুদৃশ্য নির্মাণ স্পন্দন-উচ্ছ্বাস,
পাতাবাহার বকুল শারদ শিউলি ফোটে প্রচুর।
সোনামুখের উজ্জ্বল হাসিতে ভরে ওঠে
আঙিনা। তবু শেকড়ছেঁড়া দহনে
হৃদপিণ্ডের কান্না ঝরে নিরন্তর।।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ২টি

শুদ্ধবিবেক আজাদ

প্রদীপ চক্রবর্তী

কত মৃত্যু গলি গলি
ঘাসে ফুলে অবাঞ্ছিত ঝঞ্ঝাট
স্বাধীনতা, রক্তঋণে রেখে গেছে বিষবৃক্ষের চারা—
দেশ কাল আর বিবেক অভ্যস্ত ত্রাসের বলি,
নকীবের উচ্চকিত ঘোষণা তবু ঃ সুখী রাজ্যপাট।
মোড়ে মোড়ে দোজখের চরেরা দেয় অতন্দ্র পাহারা,
প্রতি বাঁকে নৈরাজ্যের স্ব-ঘোষিত সম্রাট !
ঘাড়ের কাছে শ্বাস ফেলে ক্ষুধার্ত শকুন
যীশু চৈতন্যদেব রাল্ফ ফক্স ও আইনস্টাইন
শান্তির পারাবত আর সভ্যতা বিপন্ন-খুন।
আঁধারের তাপসেরা নিজ হাতে তুলে নেয় আইন
দুনিয়াটা আটপৌরে, আর বোবা বলেই তো যত বিভ্রাট
যদিও ধর্ষণ ফাঁসিটাসি পটে এখানে চলচ্ছবি হয়,
মানবতা আক্রান্ত যদি—
জীবনের সব রন্ধ্র ঘন তমসাময়,
শালুকের আড়ালে দেখি কোনো রক্তাক্ত বক,
পদ্মার গভীরে বহে রক্তনদী,
গৃহগত হৃদয়ের কোণে কোণে প্রকাশ্যে লালচোখো হন্তারক,
ঢাকা ইস্তাম্বুল হাভানা কি পেত্রোগ্রাদ!
শস্ত্রপাণি! বাজি রাখো ঃ আরো রক্ত দিতে হবে আরো চাই রমনার মাঠ !
যেখানে বিবেক রুদ্ধ সেখানেই হুমায়ুন আজাদ!

কালো পাথর

প্রশান্ত মাণিক

স্তূপীকৃত কালো পাথর সরাতে সরাতে
অনেকগুলো শতাব্দী পেরোতে পেরোতে
গীর্জায় ধ্বনিত হয় সহস্রাব্দের সংকেত।

কালো পাথর সরলেই আলাদিনের আলো
আলো পাওয়ার আশাতেই টিকে থাকা।
কিন্তু কালো পাথর কিছুতেই সরে না,
কালো পাথর কালোপাথরের জন্ম দেয়
ভ্রূক্ষেপ করে না।

ভয়ংকর আঁধারে দেশের প্রজন্ম নিমজ্জিত
গভীর অতলান্ত থেকে উঠতে পারে না।
মুষ্টিমেয় হাতের অনলস প্রয়াস
কালো পাথর সরাতে পারে না।

সহস্রাব্দের তরঙ্গ মথিত করে কোটি কোটি
চেতনার উন্মেষ ঘটুক
সৃষ্টি ও প্রাপ্তির দুর্মর প্রত্যাশায়
কোটি হাতের গতি মহাবিশ্বে আঘাত আনুক।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী

পারি বা না পারি

পঙ্কজ মান্না

কত দূর আর যাবো!
বড় জোর আলিপুর বাজার ছাড়িয়ে কালচার মোড়ে
মধ্যবিত্ত বাংলা কাগজ আর সকালের আধ্যাত্মিক চায়ের আসর,
তারপর ভ্যাগাবন্ডের মতন ঘুরতে ঘুরতে
লালদীঘির পাড়ে বিশ্বায়নের উদারতার ভিড়ে
শবর কিশোরের পান্তাভাত আর কাঁচালংকায় জারানো
জীবনকে বাজি ধরে সাপের গালে চুমু খাওয়া দেখে
ক্লান্ত হাই তুলে ফিরবো তোমার কাছেই।

কত দূর আর যাবো!
বড় জোর দগ্ধ দ্বিপ্রহরে নরকের দু'একটি ঘাট ছুঁয়ে
নন্দনে বুদ্ধিজীবীদের বৈকালিক আড্ডায় বুঝে বা না-বুঝে
ক্লান্তিকর ঘাড়-নাড়া দেখে গড়ের মাঠে উদার বাতাসে
উড়িয়ে দেব মধ্যবিত্ত জীবনের হা-হুতাশগুলি,
তারপর সারা সন্ধেবেলা আমার অনসূয়া কবিতাব সাথেই
ঘর-গেরস্থালি, তুমুল বাঁচা-মরা সারারাত ধরে।
তবুও তো মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে
হঠাৎ-ছোঁড়া তীরের মতো সব দড়ি-দড়া ছিঁড়ে
ছিলা থেকে ছিটকে পূবের আকাশে
এশিয়ান পেইন্টসের বিজ্ঞাপনী নীলের ভিতর হারিয়ে যেতে।
দূরে যেতে পারি বা না পারি বড় ইচ্ছে করে।

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৬টি
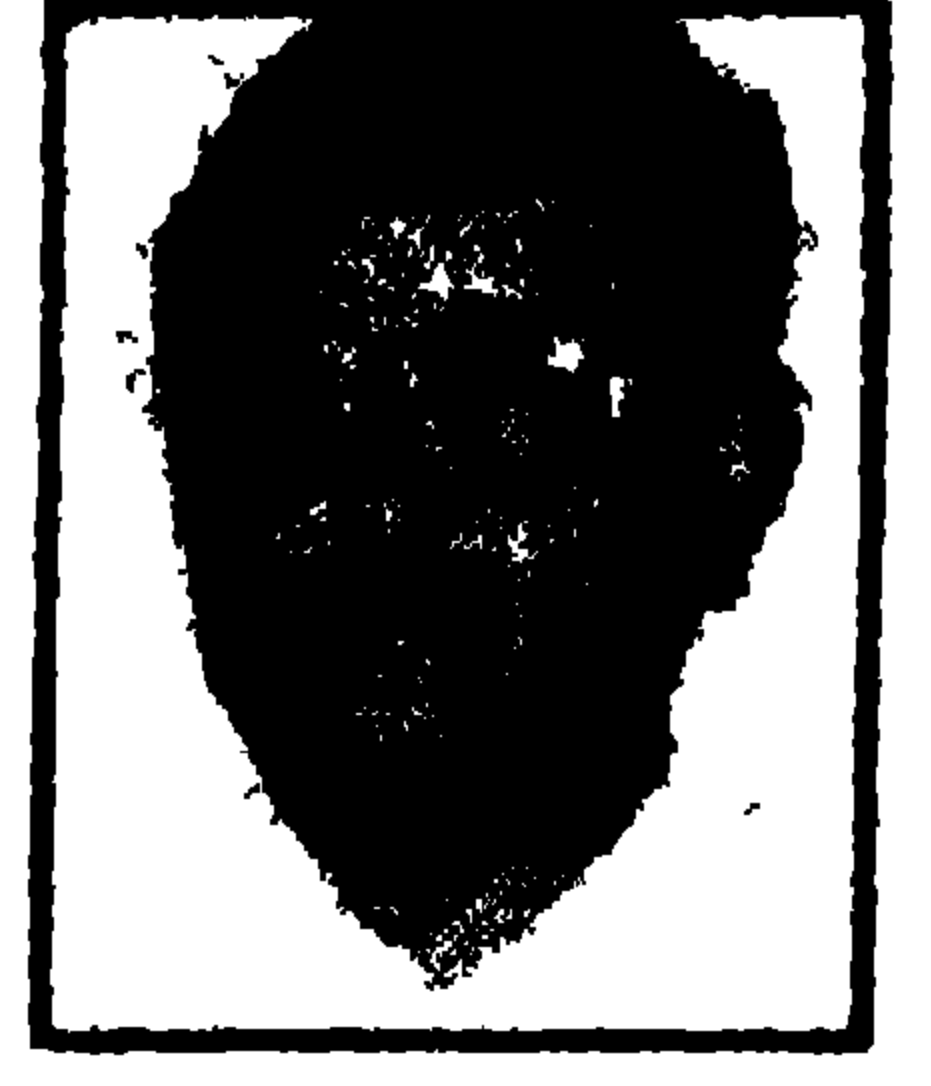
প্রতিবিম্ব

পার্থসারথি ঝা

বয়সের মধ্যভাগে যখন ফিরে দেখি প্রত্যুষের রঙ
যখন চলমান রাত্রি ঘোমটা খুলে তাকায় ফিরে
একবিন্দু আলো মুখে নিয়ে বেরিয়ে আসে একটি মানুষ
কাঁচা পাকা চুল অবসন্ন চোখ
হারিয়ে যায় আমার ভেতর...

পিছু ধাওয়া করি তার
ভূগোলের সব প্রান্তর পেরিয়ে
উঠছি নামছি নামছি উঠছি গুহার খাদে
সে তাকায় ফিরে, তাকে চিনি
এ পথে তার সাথে হেঁটেছি বহুবার...

হঠাৎ হঠাৎ যে মানুষটা বেরিয়ে আসে আমার ভেতর থেকে
সে হয়তো এখনো কিছু স্বপ্ন দেখে ছিন্ন ভিন্ন মানচিত্রে
দুজনের মিলনে ভেসে আসে মাটি কাদা জল
ফুল টাটকা সকাল সজল
উষার শিশির আলপনা
সূর্য শিশুর হাসি
পাখির ঠোঁটে চঞ্চল জীবনের গান...

ধ্বংসের রাত্রি পেরিয়ে দু'জনেই জেগে উঠি
প্রকৃতির খেয়াঘাটে কবিতা আলোয়...

শিক্ষা- ইঞ্জিনীয়ার
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ১২টি

পরামর্শ

প্রবীর রায়

দু'জন ভাঙা মানুষ গল্প করছিল
তাদের ইঙ্গিত ছিল আমার দিকে

এগিয়ে যেতেই কাঁধে হাত রেখে বলল
ভাববেন না ভালবাসাই মানুষকে জুড়ে দিতে পারে।

শিক্ষা- এম.কম, বি.এল
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

পরিক্রমায়
প্রদীপ দে

শব্দে সোপান তৈরী করেই
যেন উত্তরণ!
অলৌকিক চাবিওয়ালার মতো
মুক্তির দ্বার খুলে
আনন্দ খোঁজা!
চাবির গোছাটা সঙ্গে নিয়েই
হাজার তীর্থে পা রাখা
যেন, জীবনদর্শনের মন্ত্র পাওয়া!
তাই তো কবি কবিতার নিশি ডাকে
মন্ত্রমুগ্ধ হওয়ার ফাঁকে ফাঁকে
ঘর ছেড়ে ঘর,
পথ ছেড়ে ঘর
পরিক্রমায় থাকা জীবনভর!

পেশা- চাকুরী
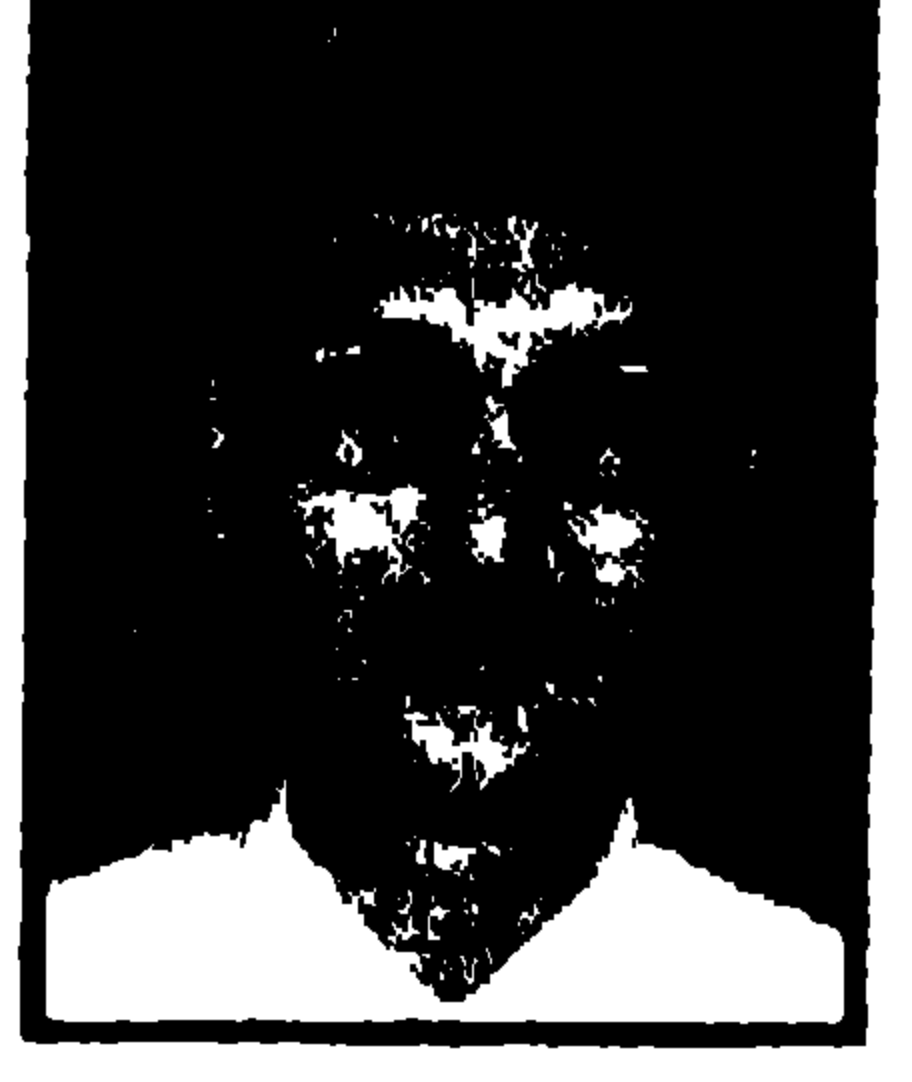
মা-ভাষা এখন

প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

দারুণ, ঝক্কাস মাইরি; এ আইটেম এল কোথা থেকে!
চিকনি, ছামিয়া রোদ কীভাবে মেখেছে দ্যাখ চোখে।
খিল্লিতে ওড়ে কাশ, ধক্‌ধক করনে লাগা...
ছম্মক ছল্লোর মেঘে স্কিন যেন ট্যান করে আঁকা।

ওদিকে দিদির চোখে চিকচিক বিন্দু জমে গেছে
কী ভাষায় কথা বলে! এই ভাষা কোথায় শিখেছে?
কবে উড়ে গেছে জল, চেয়ে আছে শুধু মরা খাত
কার গানে জল হওয়া? কমণ্ডলু থেকে কোন হাত
লিখবে মায়ের ভাষা? মা-অক্ষর পতিতপাবনী।
মণ্ডপ ভিতরে কী উড়ছেন রামকুমার? তার পুরাতনী?
ভীষণ বোরিং ড্যাড্, ব্রিটনিস্পিয়ার্স কেউ বাজাতে পারে না!
কী সুন্দর ওর, কেন' বাবা, বাজে তো লাগে না।
আছে থীম, আছে আলো, একা ঘরে শুধু সুচেতনা
ভাষাহীন বলে যায়ঃ কবিতায় ধামাকা এনো না।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

ফুল্‌কি

প্রভাত ঘোষ

শুধু মাত্র
একটুখানি আগুনের ফুল্‌কি চেয়েছিলাম
মাত্র এক ফুল্‌কি
একটা রুটি সেঁকব বলে
সেই সাথে
শ্রাবণ রাতের কৃষ্ণাচতুর্দশীর পথটা দেখে নেব
কিন্তু দিলে সূর্যটাকে হাতের মুঠোতে এনে
পুড়ে ঝল্‌সিয়ে ছাই হয়ে গেলাম

তোমার সূর্যটাকে ফিরিয়ে নাও
এত আলো এত আগুন চাই নি

মুখে একটু চাঁদের জ্যোৎস্না দিতে বলেছিলাম
একটু হাসব বলে
বেশী না—একটু
ঠোঁট সরিয়ে দিয়ে
চাঁদকে বসালে মুখে
এটা হাসি না কান্না
বল না তুমি।

পেশা- শিক্ষকতা
গ্রন্থ- ৬টি
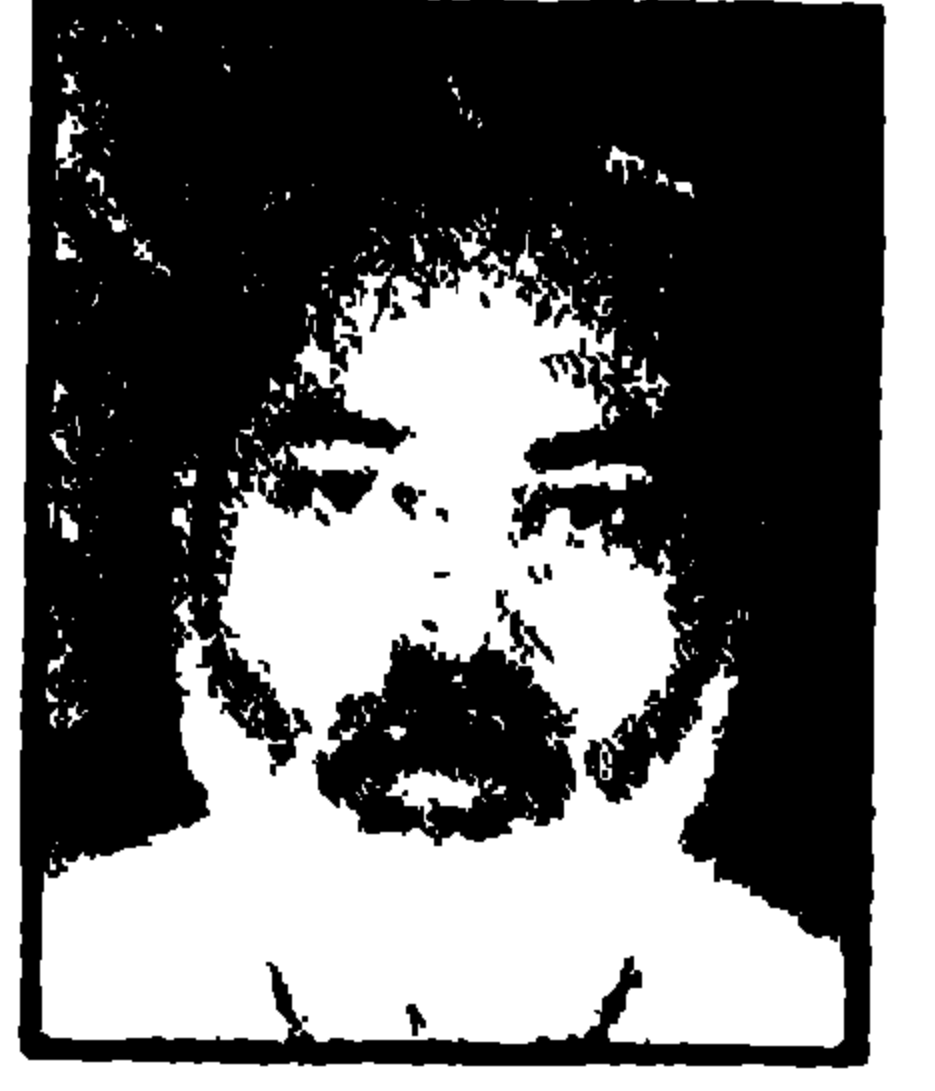
আমাকে প্রাণেশ ভেবে

প্রাণেশ সরকার

আমাকে প্রাণেশ ভেবে দূরে চাঁদ থমকে দাঁড়ালো
আমি তো দেবতা নই, সেও এক আধখানা আলো

কিন্তু এক অদ্ভুত স্বৈরিণী ছিলো তার স্বভাবের নীচে
ঝমঝম ঝমাঝম সব গাছপালা নাচছে সি-বীচে

সমুদ্র বাকী রাত কি করবে কে জানে! যা হবার হোক
ফসফরাস জ্বলছিলো, যুবকেরা নৌকো *ঠেলে ঠেলে* আওড়াচ্ছে শ্লোক

আকাশে মদের রং, দূরে ক্যাসুরিনা। টাটা-সুমো, কন্টেসা, এ একটা জাহাজ
ট্যুরিস্টদের পোয়াবারো, শ্যাম্পেন খোলা হবে আজ

এর ফাঁকে আধখানা আলো ডেকে উঠবে প্রাণেশ প্রাণেশ
চরাচর সুনসান। কাকভোরে জেগে উঠছে দেশ।

শিক্ষা- বি.এ.
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ৬টি
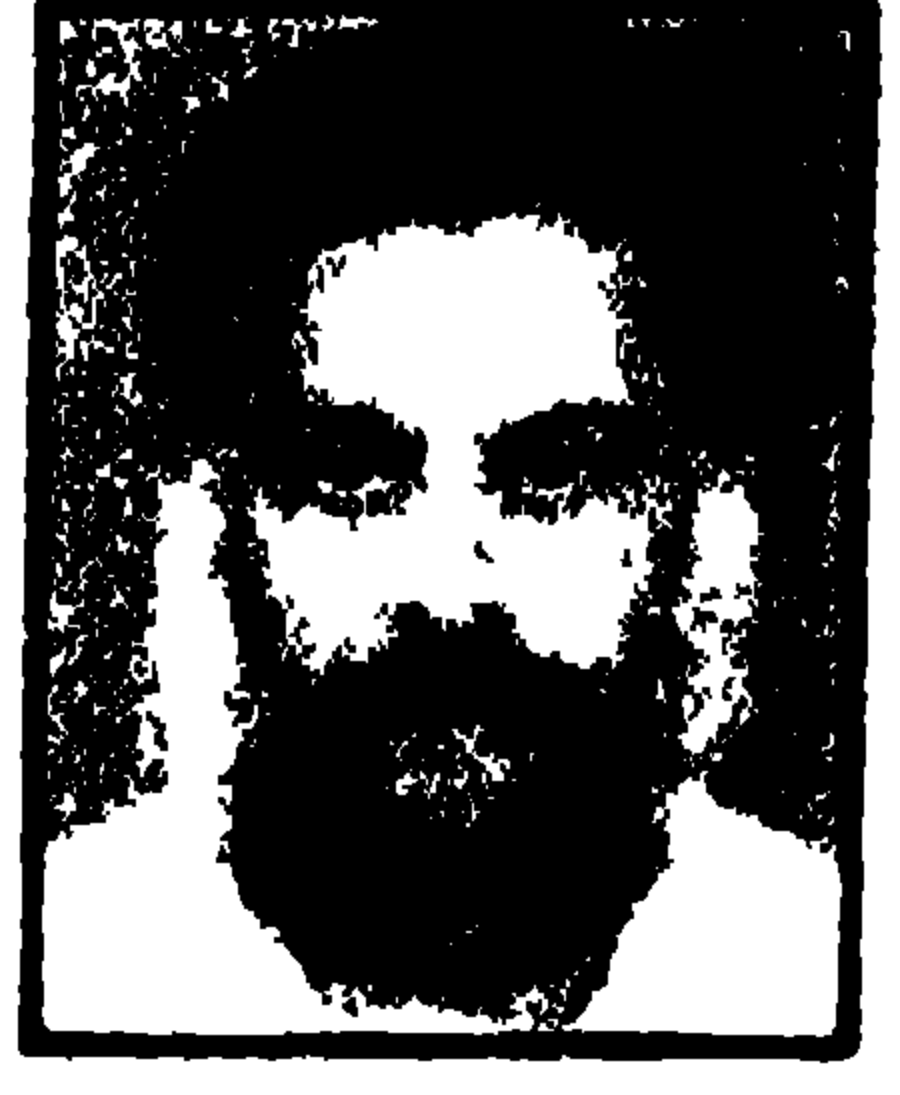
সচেতন মানুষ

প্রতীপ রায়

সচেতন বলেই
নিশ্চুপ থাকনি

যেখানেই মানুষ বিপন্ন
সেখানেই বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছ,
নিজের সবকিছু উজাড় করেছ
'হ্যাভনট'-দের জন্য।

জাগতিক বৈষয়িক পরিমাপে
তুমি আজ নিঃস্ব,
সংসারী সমালোচকদের মতে
তোমার বৈষয়িক সুখ নেই
তুমি নির্বোধ বোকা।

আসলে ওরা জানে না
'সচেতন মানুষ সুখী হয় না'।

পেশা- শিক্ষকতা

আমি তারে বলি, না

প্রণতি বৈদ্য

অনেক শব্দ শস্য বুনেছে, শব্দ চিনেছে নদী
অবেলায় কেউ মেঘের শাসনে
ডাক দিয়ে যায় যদি

আমি বলি না, এখনো তো তুমি
থাকো পাশাপাশি ছুঁয়ে
ভালোবাসা যদি পাখি হয়ে যায়
এখানে আসুক ভুঁয়ে।

ফুলের ছোট্ট তর্জনী তুলে
বুকে বুকে রাখো সীমা
ভালোবেসে যদি কাছে ডাকে নদী
আমি তারে বলি, না।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- কমার্শিয়াল আর্টিস্ট
গ্রন্থ- ১টি

দহন
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

তোমাকে দু-চোখ ভরে দেখেছিলাম শিলাসনে
অন্তিম চোখের শেষ ভালোবাসার
এক আশ্চর্য বুভুক্ষু বুকের পাঁজরে।
অবাক পৃথিবী যেন
মুগ্ধতায় ভরে যায় হরিণ আকাশ।

পুরুষ, সে তো তীব্র ব্যাকুল
পাখির মতই এক অনাবিল প্রেম রিক্ত শরীরে
আমার সমস্ত রণক্ষেত্র জুড়ে তোমার মনন।
গ্লানি বলো, পাপ বলো
ভালোবাসা বলো, সে তো তুমি তোমার বলয়
সিঁথির রেখার মাঝে
সিঁদুর চুম্বন, আমার প্রলয়।
ধিকিধিকি পোড়াকাঠ তবুও আলো
দহন, সেও তো আলো, আলোর ভুবন।

শেষ পারানির ঘাটে গিয়ে দ্যাখো
নক্ষত্ররেখার ধার বরাবর এক আশ্চর্য আলো
হয়ত মাঙ্গলিক চিহ্ন!

নদী জানে সব...

পেশা- যোগ শিক্ষিকা
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

এক পৃথিবী

পাপড়ি ভট্টাচার্য

এই দীর্ঘ জন্মদিনের শেষে দাঁড়িয়ে ভাবছি—
এবার মোহনায় যেতে হবে।
এমন একটা কিছু নিশ্চয় যা কেউ দেয়নি
—রং, আলো, পাথর, বিশেষ কবিতা;
আনন্দে থাকার হদিশ,
এমনকী এতগুলো বিশেষ জন্মদিন (যদিও চলে গেছে)
আলতো হাতে তুলে নেওয়া যাকে বলে।

এই দীর্ঘ জন্মদিনের শেষে দাঁড়িয়ে ভাবছি
দূরে আছে আগত আরও খুশি
একান্ত আপন।
দিন হয়নি লুণ্ঠন, প্রয়োজন অপ্রয়োজনের ভাষায়
পরিস্রুত হয়েছে আজ—সেই আলোয় বসে, শ্বাস
নিয়ে জেগে আছি

মাঝে মাঝে মনে হয় বটে,
সেই হারিয়ে যাওয়া নাম ধরে ডাকি।

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

স্পর্শাতীত কৌতুক

পারমিতা গুপ্ত

সময়ের ফ্রেমে প্রায়শঃই দেখি সূর্যাস্তের ছবি
অপ্রস্তুত নীরবতায়,
স্পর্শাতীত দূরত্বে আজও সে কেবলই একা,
উজ্জ্বল স্নিগ্ধতার কোরক সরিয়ে
আর্তনাদ করে উঠেছিল একবারই
মুহূর্তের জন্য।
ঝাপ্‌সা চোখে নিয়ত প্রত্যক্ষ করি
শেষ বিকেলের রক্তাক্ত স্নিগ্ধরূপ,
এসব সময় বড় বিষণ্ণ দেখায়
আকাশের মুখ।
গৈরিক মৌন বিদায়ী আলিঙ্গন।

আমি দর্শকের ভূমিকায়
বুকের মাঝে গুমরে ওঠা যন্ত্রণা চেপে
হারিয়ে যেতে দেখেছি তাকে
প্রতিদিন চুপিসাড়ে।
দীর্ঘ গাছের সারি করেছে প্রথম আঘাত,
ক্ষয়িষ্ণু মালভূমি হেসেছে বিকৃত ব্যঙ্গে
উঁচু মাথা বাড়িগুলো ফেলেছে দীর্ঘশ্বাস
তারপর সব শেষ,
সম্মিলিত হত্যালীলার
শুভ সমাপন।

পেশা- সেনা (অবসরপ্রাপ্ত)
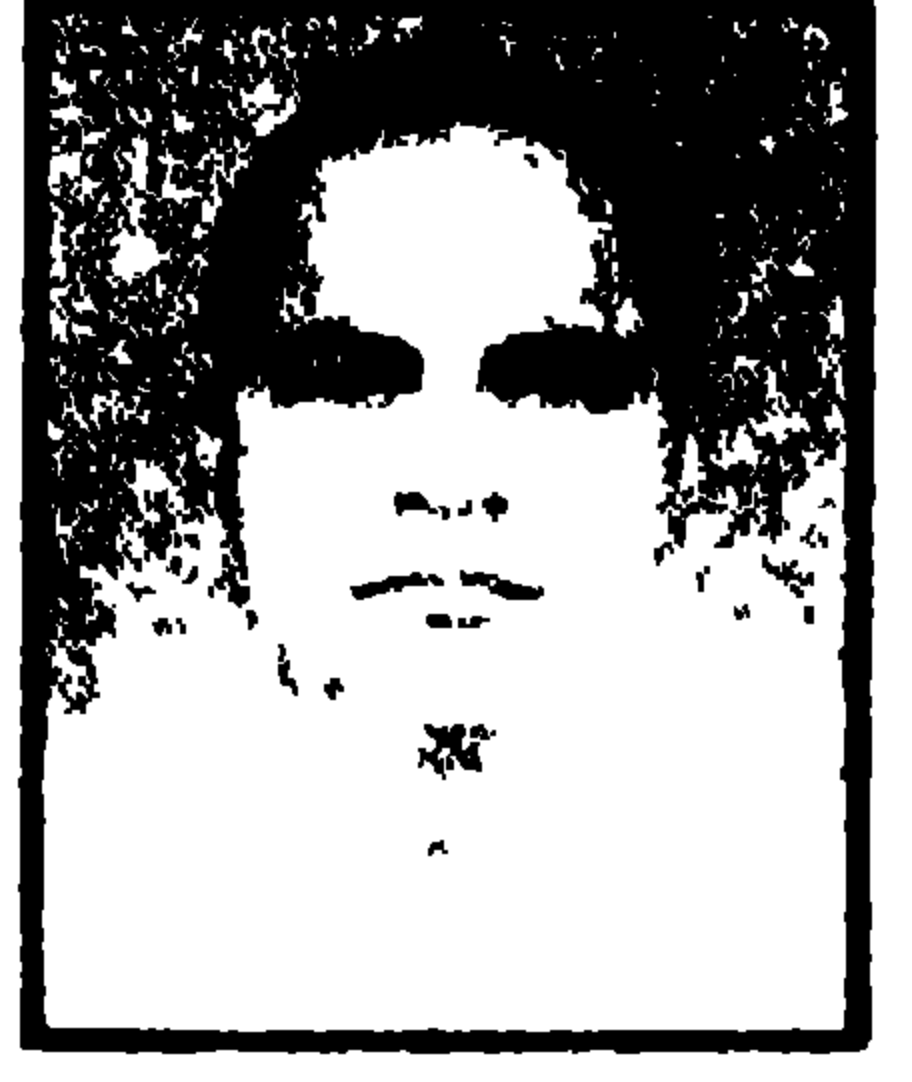
মা

প্রণব কুমার সরকার

যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে আবৃত ঐ করুণ মুখ,
'ও' আমার মা।
দশমাস গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করে নিজে ক্ষয়ে ক্ষয়ে,
আপন জঠরে প্রতিপালিত সন্তানের
সে—মা।
সেই মা, আজ অবহেলিতা, লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা,
সে বাংলার, সে মণিপুরের, সে ভারতবর্ষের,
সে মনোরমা।
তাকে ধর্ষিতা হতে হয়
সৈনিক আবাসের মধ্যে,
আর তার জন্য আরো অপেক্ষা করে,
এক কঠিন কঠোর মর্মান্তিক মৃত্যু।
তবুও তার সন্তানেরা এখনো নীরব
তাদের মাতৃলাঞ্ছনায়।
কিন্তু নীরব থাকে না, মণিপুরের মহিলারা,
তারা কাতারে কাতারে জড়ো হয়,
সৈনিক আবাসের মধ্যে।
হাজার হাজার মহিলা সম্পূর্ণ বিবসনা হয়ে,
এক অভিনব পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করে।
তাদের আর্ত চিৎকার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়—
আয়, তোরা আমাদের ধর্ষণ কর,
আমরা যে তোদের মা।
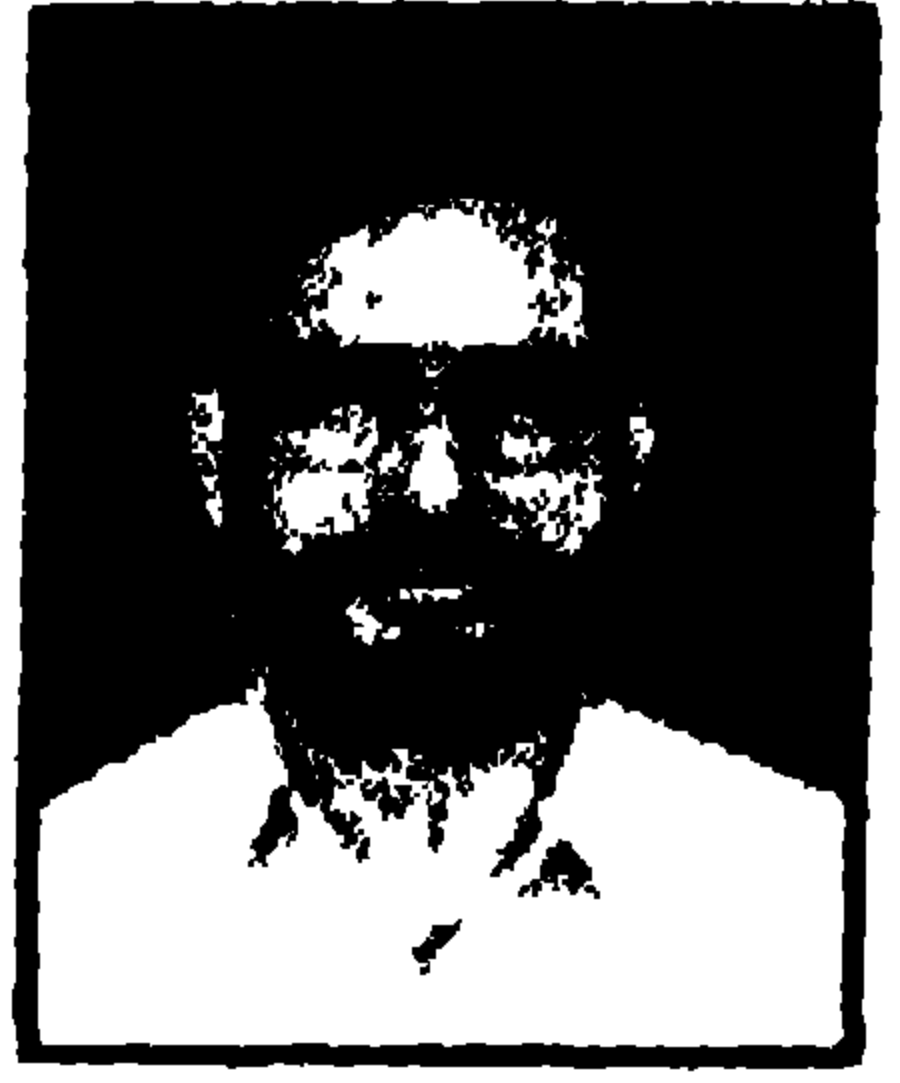
নির্মাণ

প্রবীণ ভট্টাচার্য

চারজন ব্রিজের নিচে
গাড়ি আসছে ফন্দি আঁটে
চারজন গাছের তলায়
তাস বাঁটে ভাগ্য বাঁটে

ক'কসাই অন্ধকারে
শিকার বুঝে ছুরি শানায়
ক'জন গল্প ঘটনা পিছে,
তিলের থেকে তালটি বানায়

ক'জন আবার গোল টেবিলেই
মদ্য গিলে সময় কাটায়
ক-জন মানুষ চোঙা ফুঁকে
বদ্ধ ঘরে স্বপ্ন পাঠায়

ক'মানুষ আড়াল থেকেই
সাদা পাতা কাঠ কয়লায়
ফুঁয়ে ফুঁয়ে চোখের জলে
আত্মসুখে আগুন জ্বালায়

সব মানুষই ব্যস্ত দেখি
আত্মসুখের নির্মাণে
কেবল এরাই আত্মভোলা
নির্বিকল্প নির্বাণে।

শিক্ষা- বি.এসসি
গ্রন্থ- ১টি
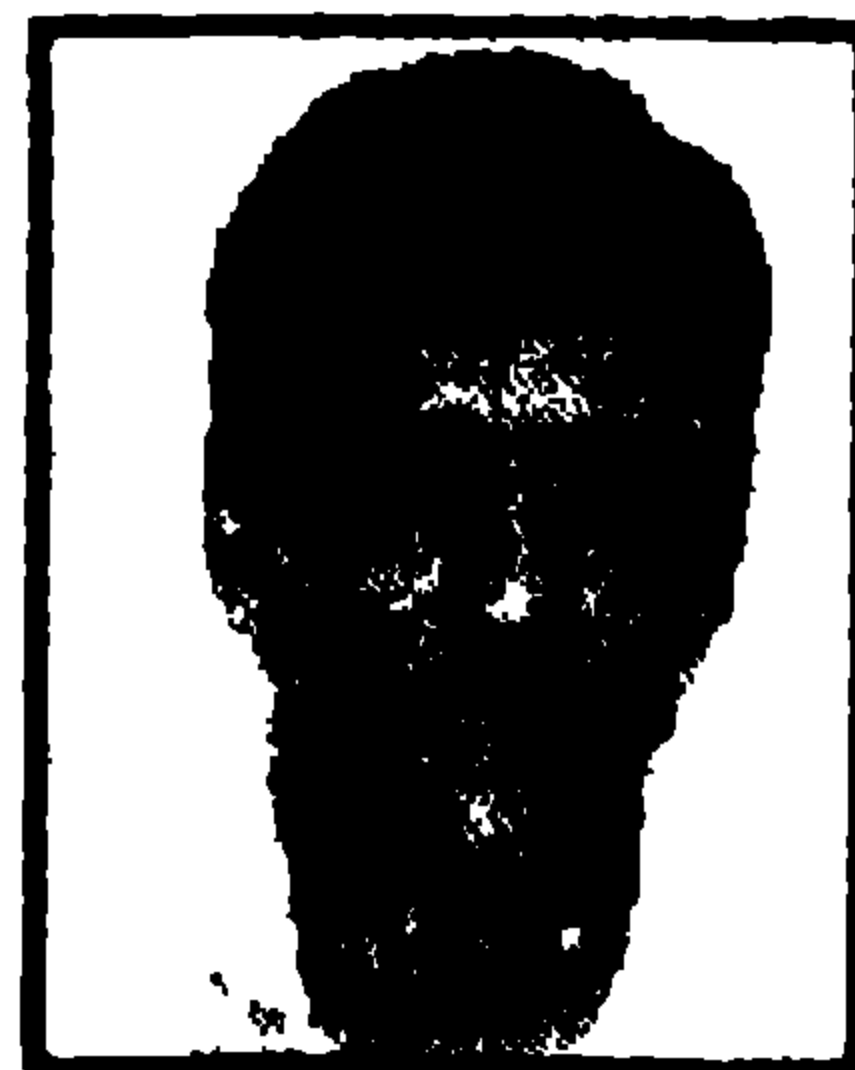
প্রবেশ নিষেধ

প্রদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস

কপালের ঘাম মুছে
চোখ তুলে চেয়ে রইল রাজমিস্ত্রি
সামনে বিশাল অট্টালিকা
বর্ণময়

তার অনেক দিনের মেহনত
আর চিন্তাশক্তির ফলশ্রুতি
মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছিল
অপলক

হঠাৎ
সদর দরজায় আটকে গেল দৃষ্টি
শ্বেত পাথরের বুকে কালো হরফে লেখা
'প্রবেশ নিষেধ'।

পেশা- গৃহবধূ
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

কথা

পলি রায়

ওরা বজরা এনে
নৌ-বিহারের কথা বলতেই
চলে গেলে,
একবারও ভাবলে না
এ-পারের কথা?

আমি সমস্ত ছেড়ে—
প্রতীক্ষায়, এ ঘাটে স্থির
সেদিন ওরাও
নৌ-বিহার প্রলোভন
বুঝিয়েছিল,
বুঝিনি সে অর্থ।

যে মন্ত্র দিয়েছিলে
মন্ত্রজপ মনে রেখে
জপেছি শুধু নাম জপ
দ্বি-চারিতার অভিনয় শিখিনি

এ ঘাটে বসে রইলাম
দেখি, ত্যাগ
দিতে পারো কতটা,
সোপান ভেঙে ডুবে যাচ্ছে জলে।

কথকজন্মের কথা

পিনাকী ঠাকুর

কোরা কাপড়ের খুঁটে নতুন আতপচাল, তোমাদের গাছের বেগুন
বেঁধে দিয়ে বলেছিলে ঃ 'হরিশ্চন্দ্রের পালা, ও কথক, আর নয়
পূর্ণিমায় সন্ধ্যায় ফিরে এসে শ্রীরাধার গল্পখানি বোলো'

আসশ্যাওড়ার ঝোপ, বাঁশবন পাড়ি দিতে-দিতে মাঝরাতে
কত মহাজনপদ একা গাই। সন এগারোশো সাত।
এই রাঢ়-বাঙলার আঠালো কাদায় ডুবে গেল

আমার সামান্য গাথা। বর্ষায় ঘর ভেসে
তোমার আতপ পচে উঠে, জ্বরে কাঁপি, ভুল বকি ঘোরে
আমার নিজের গান মুছে দেয় ভারি হাতে মহাপদাবলী!

কথকতা ছেড়ে তাই হাটুরে বেগার, যত মড়া পোড়ানোর
কীর্তনেও ডাকে আজ। ভুলে গিয়ে চারণ কবিতা
মাঠেঘাটে আল বাঁধি; আমার পুথির ব্রজবুলি

পোকাদের কাছে গিয়ে হেসে উঠি, কাঁদি, আর আকাশরেখায়
শ্রীরাধা হারিয়ে যান; মড়কের চাঁদ গুনে ক্লান্ত হয়ে গেলে
এই জীবনের মতো তোমার কাছেও মরে যাই...

শিক্ষা- ইনজিনীয়ারিং (ডিপ্লোমা)
পেশা- চাকুরী

আদ্য পদাবলী

পার্থগোপাল মুখোপাধ্যায়

ভূবন জুড়ে কৃষ্ণ
বাজাচ্ছেন বাঁশি
ফুঁ দিচ্ছেন হুইসল্‌-এ
হু-হু ক'রে ছুট্‌ছে ট্রেন
বিউগিল নিচ্ছেন হাতে
বিশ্বজুড়ে নানা রকম যুদ্ধ।
পাঞ্চজন্য হাতে নিলে
স্তব্ধ অশ্বমেধের ঘোড়া।
আর, কৃষ্ণ যখন ক্লান্ত,
ব্যাধের শরে পায়ের রক্তে
অস্ত আকাশ লাল।

আবহমান কাল ধ'রে
রাধা ধুয়েই চলেছে চাল।
চাল-ধোয়া জলে
আঁকিবুঁকি খেলা।
এই খেলাতেই জন্ম-মরণ শুরু।
শাখা-প্রশাখার বাঁশি হাতে
দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ-তমাল তরু।।

পেশা- ব্যবসা

যদি পারো

পার্থসারথি ভৌমিক

ভালবাসার প্রয়োজন নেই
যদি পারো কিছু ঘৃণা দিও
আমার জন্য তোমার ঘৃণাই যথার্থ।

সমবেদনার প্রয়োজন নেই
যদি পারো তবে ধিক্কার দিও
আমার জন্য তোমার ধিক্কারই যথেষ্ট।

মূল্যের প্রয়োজন নেই
যদি পারো কিছু অবহেলা দিও
আমার জন্য তোমার অবহেলাই উপযুক্ত।।

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ৬টি
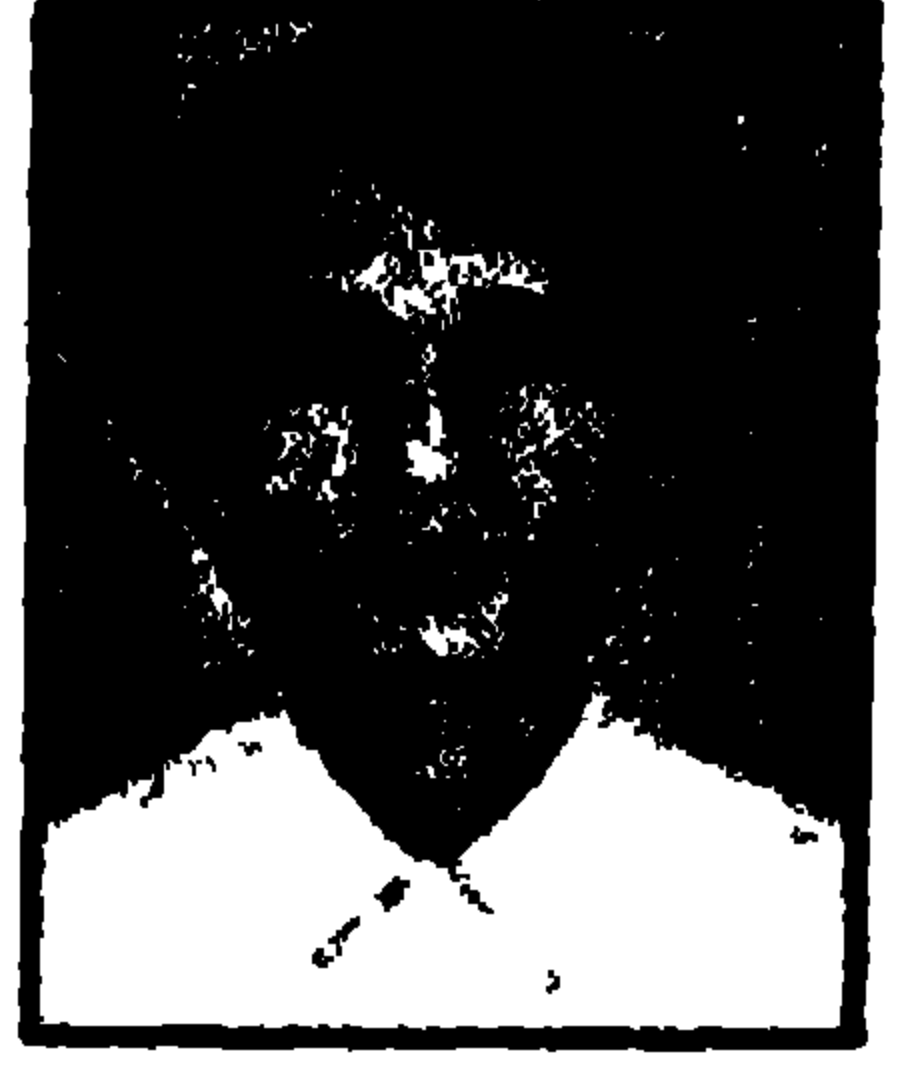
ভালবাসি তারে

পরিমল বৈদ্য

বিকশিতা তরুণী দেখেছি কত শোভাযাত্রায়, উৎসবের ঢলে—
প্রেমিকা সে প্রমোদ উদ্যানে, দেখেছি কর্মস্থানে চোখ মেলে।
করমন্ডলে মালাবার উপকূলে—তৃপ্ততা দেখেছি রূঢ় সৈকত প্রণয়ে,
বিংশ শতকের মধ্যবেলায় দুকুল ছাপানো শত বাংলা অভিনয়ে;
দেখেছি ঘোমটাটানা লজ্জাশীলা বধূ মধুযামিনীর কুসুমশয্যায়
কুৎসিত বিজ্ঞাপনের আসরে,—আমার হৃদয়।
মেটেনি তিয়াস, কোন কোন গৃহ থেকে গেছে তবু বাতিহীন,
আরও কি চেয়েছি মন কখনো বোঝেনি কেন জেগে থাকা ছিল নিশিদিন।

ঘোড়সওয়ার হাতে তলোয়ার অদৃশ্য হয়েছে বাঁকা পথে,
যার আগুন ঝরানো ছিল কৃষ্ণচূড়া, অনিবার্য এসেছিল আবির্ভাব খরস্রোতে,—
হৃদয়ে বর্ষাস্নাত সোনাঝুরি, ব্যবহারে শরৎ শেফালিসম সুবাসিত,
রূপে আছে বিদ্যুতের চমক, কণ্ঠে সুচিক্কণ—স্বপ্নে জাগরণে পূর্ণ প্রীত।
অদূর অতীতেও ইতিহাসে রেখেছে স্বর্ণাক্ষর ঝলমলে সে স্পর্ধিতা নারী,
আজকে কোন যুব বনপথে খুঁজে ফেরে ক্লান্তিহীন পদরেখা তারি;
অরণ্য-সংকুল পর্বত শিখরে যার সহসা আবির্ভাব নব চেতনার অভিসারে,
দাঁড়ায় উন্নত মস্তক ফাল্গুনের বার্তা বয়ে—প্রাণ ভরে ভালবাসি তারে।

পেশা- চাকুরী
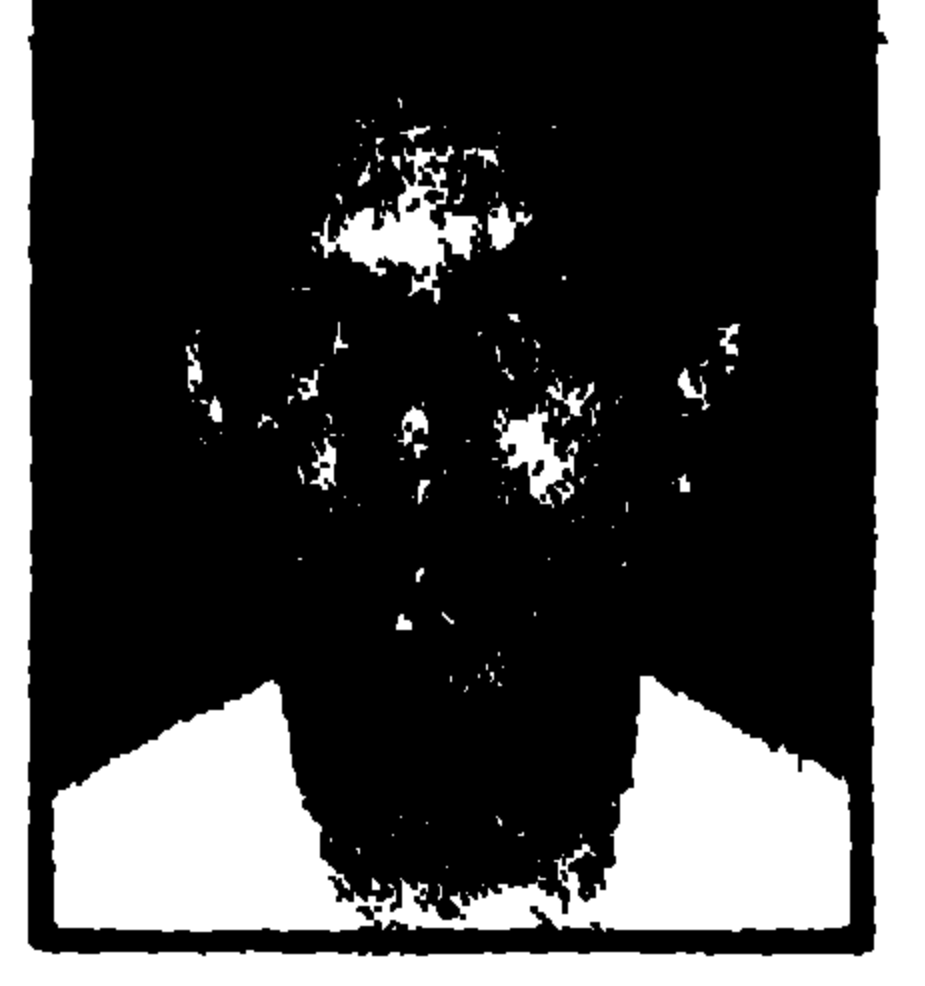
বৃক্ষরোপন

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখতে পেলাম একটি বাগান
অনেক আয়োজন,
তার জালেতে ঘিরছে বসে,
শিল্পী কয়েকজন।
সাইন বোর্ডে হচ্ছে লেখা
বৃষ্টি প্রয়োজন,
বৃষ্টি পেতে হলে যে চাই
নিবিড় বনসৃজন।
অন্নের জন্য বর্ষা যে চাই
বর্ষার চাই বন
সেই জন্যই বনসৃজন,
বৃক্ষ কর রোপন।
আসবে পাখী পরিযায়ী
গাইবে সুরে গান,
ধনে মানে বৃদ্ধি পাবে
গ্রাম বাংলার মান।
বনোৎসবে ধুম পড়েছে
দেখতে পাবে ভাই
বেষ্টনীতে নেই কোন গাছ,
বনের দেখা নাই।।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর গবেষক
পেশা- শিক্ষকতা

প্রথম ধান-বীজ

পবন সাহা

ধান-বীজের সোঁদা গন্ধ মেখে এখন
আমি শব্দকর্মী।
হ্যাঁ, যন্ত্র আছে আমার মাথায়।

শরীর ও মাথার বহু যন্ত্রাংশের যুগলবন্দী খাম্বাজ
ঘুমন্ত-মর্মরে যন্ত্র চলে বেণুবনে আলোক সঞ্চার

এ যুগের ঘুঘু পায়রা হাঁস
শয়তানের অগ্নিবিন্দু নাশ?
সেয়ানা হয়েছে ওরা কিছু অত্যাধুনিক
সভা করে, গান শোনে, মাঝে মাঝে গায়
আর, বেড-সিন যত বেশি প্রকাশ্যে

হ্যাঁ, বাস্তবিক।

এখন, প্রাত্যহিক উপকরণ ছড়ানো মাটিতে
খুঁটিয়ে দেখি পাহাড়ি ঝর্ণার জল-চোর বহতা
কান পেতে শুনি প্রাগৈতিহাসিক বাণী

কবে প্রথম ধান-বীজ নিয়েছিল মাটিতে আশ্রয়
নিবিড়-শ্রমিক এনেছে শ্রাবণ আবার।

পেশা- লেখক

প্রজন্মের ভাবনা

প্রদীপকুমার সামন্ত

ঘন তমসার ছায়া মেখে
আগামী প্রজন্মের কথা ভাবছি
খুবই সন্তর্পণে।
জীবনের দুঃখটা তুষের আগুন
ধিকিধিকি জ্বলে
আগুন নেভাবার মতো হৃদয় কোথায়?

রাবণের চিতা তো চিরদিনই জ্বলবে
দুঃখ-ব্যথার পাহাড় তো গলবে
মন্দ-ভালর বিচারশক্তি হারিয়ে
শেষ করি জীবনের হিসেব নিকেশ।

ক্লান্তিতে তনুমন ভাঙবে
ব্যথার পাহাড়ে মন রাঙবে
তবু অপ্রত্যাশিত স্বপ্নে
দুঃখ-তরীর হৃদয়বীণায়
সুর সাধতে হবে।

জীবনের প্রতিচ্ছবি তো জ্বালাময়
নিঃশ্বাস রুদ্ধ করার আধার
তবুও বাঁচতে হবে, অগণিত প্রহর।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- ব্যবসা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

উপলব্ধি

প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকগুলো সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত
অনেকগুলো চাঁদের আলোয় স্নাত
তবুও অসম্পূর্ণ এই জীবন।
অজস্র মৃত পাখির মত
সুবিশাল পৃথিবীর উরসে
শুয়ে আছে বিজনবাসি জীবন।
সে অসাধ্য হাওয়াকে
পারেনি করতে অবরুদ্ধ
পারেনি মৃত ফুলকে
ফিরিয়ে দিতে রঙ্গের বাহার
শুধুই নিরলস ডানা ঝাপটানো।

শিক্ষা- বি.এ
পেশা- গৃহবধূ
গ্রন্থ- ১টি

এখানে জীবন

পামেলা মুখোপাধ্যায়

এখানে জীবন থেমে আছে
শুধু থেমে নেই স্রোত

এখানে হাওয়া নেই
আছে শুধু প্রাণী

এ এক ঘুমন্ত দ্বীপ
সৃষ্টির কোন কাল থেকে আছে ঘুমিয়ে।

আলো আসে সকালে
তার ছোঁয়ায় নড়েচড়ে ওঠে যন্ত্রগুলো
আবার থেমে যায়—
যাদুকাঠির ছোঁয়ায়।

ওগো; মুক্ত জলযান
তুমি তো পারো
আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

পেশা- যোগাসন প্রশিক্ষণ এবং হোমিও চিকিৎসা

সময়

প্রবীর পাড়ুই

দূরে সমুদ্র পাড়ে অস্তরাগে লাল
সূর্যটা ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের কোলে
ডুবে যাচ্ছে
বিদায়ের আভায় শংকিত তুমি
আরো কাছাকাছি আসতে চাইলে

নদীর জল তার গতিতে ছলাৎ ছলাৎ
তুমি তখনই ছন্দময়তার সঙ্গে
আমাদের শরীর দুটোকে এক করতে ব্যস্ত

এক একটা ক্ষণ এক একটা মুহূর্ত
বড় বেশি বেঁচে থাকে
বড় বেশি বাঁচার তাগিদ...

পেশা- গৃহবধূ
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

ভালোবাসা, কেন ভালো থাকো
পারমিতা দাস

নীল নীলিমার দিকে কার ডাকে
ছুটে চলে ওই কমলা চাঁদ
উদাসী মহুল হাওয়ায় কোন ফাঁদ
একতারার সুর ভাসিয়ে নিয়েছে কাকে।

সেই বিরল দৃশ্য দেখে ভীত
স্মৃতি বিভ্রম ঘটে কি কারো;
কেউ কি হাতড়ে বেড়াচ্ছে আরো,
কিছু কথা—কবিতার স্বাদু অমৃত?

সাগরের আদুরে আঘাতে উত্তাল
কেন বেলাভূমি জুড়ে খুশিতে মেশে
কেন ফিরে যাওয়া বারবার কাছে এসে;

ভালোবাসা, কেন ভালো থাকো চিরকাল?

শিক্ষা— স্নাতক
পেশা- চাকুরী

যাওয়া তো নয় যাওয়া

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

যাওয়ার সময় বেরিয়ে পড়া গোল্লাছুট
পেছন ফেলে চলে যাওয়া
সন্তাপ ঘর

ক'দিন যেতেই ঘরের জন্য মন উচাটন
ঘর কি তবে গোপন প্রিয়া
বাঁধন ছেঁড়া গরুও ফেরে
গোয়ালকোণে

যাওয়া মানেই রিটার্ন টিকিট
কনফার্মেশন হোল কিনা খবর নেওয়া
যাওয়া মানেই ফিরে আসার
নতুন করে শুরু করার
ইচ্ছে হওয়া

পেশা- শিক্ষকতা

গ্রন্থ-১টি
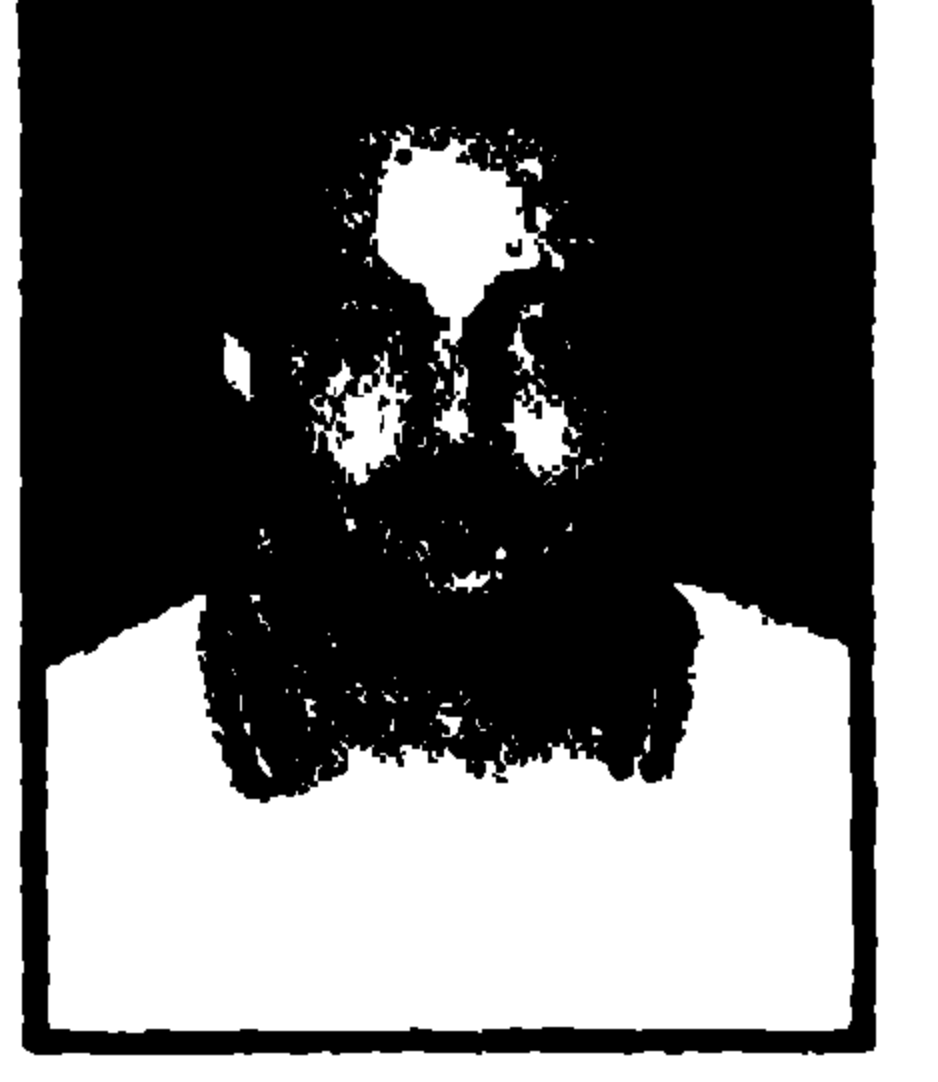
মেঘ কথা

প্রসেনজিৎ চৌধুরী

মেঘেদের জানা নেই
কোন কোন বৃষ্টিজল রক্তবর্ণের হয়
রোদ মেঘের লুকোচুরিতে তোর
লাজুক ওড়না গোপনে কাঁদলে
পাহাড়ের গা বেয়েও নামে
বন্যাজল—সব ভাসায় এক নিমেষে।

মেঘেদের জানা নেই
সাহসী পুরুষদের কথা,
রক্তবর্ণ বৃষ্টিদের পাশ কাটিয়ে
রোদ মিছিল খোঁজে তারা অহরহ।

রোদের খোঁজে চোখজল শুকালে
আন্তরিক মেঘেরা হাসিখুশি হ'তে থাকে
তোর লাজুক ওড়না নিমেষে
ভিজে যায়—
সাহসী পুরুষদের চোখজলে।

সব মেঘেদের হৃদয় কথা
কখনও কখনও বুঝি না আমি,

সব বৃষ্টিরাই আমার রক্তবৃষ্টি।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- অধ্যাপনা
গ্রন্থ- ১টি

হাওড়া-কাটোয়া লোকাল
পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ছাল ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে, দিচ্ছি দাদা, এক্কেবারে কচি
বিচ্ছু ছেলে এ'দিক দাঁড়া, কোথায় গেলি বুঁচি—এই যে বুঁচি;
সরুন দাদা, একটু ঘুরুন, পা রাখতে দিন
অরিজিন্যাল বেণীমাধব, ছবিটা দেখে নিন
সরুন দাদা, একটুখানি, পা ফেলতে দিন।

গোপাল ভাঁড়, বর্ণলিপি—বলুন কি বই চাই
তাঁতের গামছা দশহাত নিন্ ঠকবেন না ভাই
বিষহরি, চাইনিজবাম, চালমুগ্‌রা দাদে
এই যে বাদাম—বোকা ছেলে, খাবার জন্য কাঁদে?
সরুন দাদা, একটু ঘুরুন, পা ফেলতে দিন
উঃ বাব্বাঃ, দেখে চলুন, জুতোয় পেরেক না পিন?

মোহনভোগ, কাঁচাগোল্লা এক্কেবারে তাজা
হাতে গরম শোনপাপড়ি টাটকা ঘিয়ে ভাজা
চা না কফি—কি চাই বলুন, ভাঁড় দিয়েছেন ফুটো
দশ টাকায় পাঁচটা পেন, লজেন্স টাকায় দুটো
কাঁধের ঝোলা বাঙ্কে রাখুন, কে মেরেছে গোলাম
উঠলেন যে গুড ব্রাদার একটু ইজি হলাম
এই যে কাগজ উঃ কী গন্ধ, ভিড়েও পিছন লিক্
মা-বোন নেই, ইতর-বাঁদর, হাতটা রাখুন ঠিক
কার পকেটে হাত দিচ্ছেন হাতটা দেখে বাড়ান
সরে আসুন, নামতে হবে গেটটা ছেড়ে দাঁড়ান।

শিক্ষক- স্নাতকোত্তর
গ্রন্থ- ১টি

একটি গাছ

পাণ্ডু বিশ্বাস

একটি গাছ নগ্নতায় খুলছে
প্রখর তেজে দৃপ্তমাথা তুলছে

শিশির মেখে, বৃষ্টি মেখে শুদ্ধতায়
ধ্যানস্থ ঠিক দেখতে লাগে বুদ্ধপ্রায়

একটি গাছ মাটির রসে ঘ্রাণ ছড়ায়
আপন হাওয়ায় অকম্পিত প্রাণ ভরায়।

একটি গাছ বন্যমন উন্মোচন
তুমুল ঝড় অপেক্ষায় স্তব্ধবন
বাকলহীন আগলহীন তৃপ্তিতে
কাঁপছে গাছ উদোম নাচ নিভৃতে

দিকবিদিক আলোর বান ছলছলাৎ
পাখির গান বনের হাট করছে মাত
রৌদ্র ধোওয়া বৃষ্টি ধোওয়া সেই সে গাছ
প্রবল আলোয় করছে নাচ করছে নাচ!

শিক্ষা- এম.এসসি, বি.এড
পেশা- চাকুরী

সম্পদ

পারমিতা মুখোপাধ্যায়

পথ চলতে গিয়ে
চোখে পড়ে হীরে জহরৎ
মণিমুক্তো আর টাকার
পাহাড় স্তূপাকৃতি হয়ে
জমে আছে পথের ধারে।
কিন্তু পথ আড়াল হয় না।
সাবধানে ওই সম্পদের
পাহাড় পেরিয়ে চলতে
থাকি যতক্ষণ না
পৌঁছই গন্তব্যে।
জানি এ পথের শেষে
মিলবে ঠিকানা যা
আমি চাই আর
সকলেই চায় যারা
অনুসন্ধান ক'রে
বেড়াচ্ছে সেই চোখদুটির
অশ্রুবিন্দু যা মুক্তো
হয়ে ঝরে পড়বে
পথের পাশে।।

শিক্ষা- উচ্চমাধ্যমিক
পেশা- গৃহশিক্ষক

সুনামি

প্রতাপ ঘোষ

দৈত্যটার কথা শুনেছি রূপকথার উপকথার গল্পতে,
কয়েক প্রজন্ম শুনেছে ঠাকুমার কাছে।
চীন জাপান জাভা ইন্দোনেশিয়ায়,
কয়েক বার দৈত্যটা থাবাও মেরেছে।
স্বপ্নেও ভাবিনি কস্মিনকালে,
আমরাও পড়ব সেই দৈত্যের কবলে।
দৈত্যটা ঘুমিয়ে থাকে সমুদ্রের গভীর অতলে।
মহাবিপর্যয়ে পৃথিবী যখন কেঁপে ওঠে,
তখন দৈত্যের ঘুম ভাঙে।
শ্বাস ছাড়ে প্রবল অভিঘাতে,
ফাটল ধরায় মহাসমুদ্রের মেঝেয়।
সমুদ্রপৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে,
জলের ঢেউ-এ পাহাড় তোলে।
ছুটে আসে প্রবল বেগে উন্মাদ হয়ে,
সুন্দরকে ও শুধু ধ্বংস করে।
সমুদ্রতলে তাণ্ডব ঘটিয়ে,
বিশাল দেহে ছুটে আসে উপকূলে।
মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে জনজীবন,
গ্রাস করে নেয় মাটি।

শিক্ষা- বি.এসসি
পেশা- চাকুরী

ভালো থেকো সুখে থেকো

প্রতুল সাহা

আজ ৮ই ফাল্গুন
তোমার বাড়ীর চারিদিকে
আলোর রোশনাই
বিলম্বিত লয়ে বাজে
সানাইয়ের সুর।

মনের আকাশে জমে ওঠে
ঘনকালো মেঘ
বিষাদের ঘোর অমাবস্যায়
ডুবে যায় সুখস্মৃতির
পূর্ণিমার চাঁদ।

কালের স্রোতে মনের গভীরে
স্থিত হয় বিরহের গ্লানি
আকুল হৃদয় প্রার্থনা করে
ভালো থেকো সুখে থেকো
ভালোবাসার যাতনা ভুলে।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- শিক্ষকতা

বৃষ্টির শব্দ

পঙ্কজ পট্টনায়েক

সমস্ত দুপুর জুড়ে কেউ নেই
বৃষ্টির শব্দ শুধু
বামে ডানে ছুটে যায়

ছলছল পুকুর যেন
ছলছল চোখের মত স্থির
তার কাছে মাছরাঙা
ছুটে আসে ছুটে যায়।

ভাল-মন্দ

প্রবীর বাড়ৈ

নরমের মাঝে গরমের নীড়
রোদের মধ্যে বৃষ্টির ফোঁটা
শব্দও নিঃশব্দে আর্ত
ভালোবাসাতেও ছলনার ফাঁদ
আকাশের মাঝে পুঞ্জছিদ্র
শপথের মাঝে শপথ ভঙ্গ
বিশ্বাসে আছে মিথ্যার জয়
চলার অচলায়তন
আজকের মাঝে কালকের আসা
কেন-এর মধ্যে উত্তর দেওয়া
নাটকে আটক বাস্তব ছবি
ভাঙার মধ্যে জোড়ার ঝালাই
সাদার মধ্যে কালোর খেলা।

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

তোমার শিহরণে
পিয়া রায়চৌধুরী

তোমার উষ্ণ ধারায় সিক্ত করো
জাগিয়ে তোলো সেই শিহরণে
মুছে দাও শতাধিক প্রশ্ন তোলপাড়
শত নীরব প্রশ্নগুলি মুছে দাও
নির্বাক উত্তরে—তোমাকে জানবার
শেষ উত্তর পেয়ে থাক এ হৃদয়
তোমার উষ্ণ ধারার শেষ শিহরণে।

বুনো পাখির গান

প্রীতম

তোমার চোরা পথের ফাঁকে বৃষ্টি আসে না
রোদ্দুর চুরি হয়ে গেছে কবে;
পাতা ঝরা বেলা কুয়াশার মত ঝাপসা।
এখানে লড়াই চলে ভাব ও ভাবনার
চেতনা হারায় অস্ফুট আঁধারে;

বুনো পাখি গান গায়
বাকল পরা মানুষগুলো পাথর ভেঙে
খোদাই করে নির্মম প্রকৃতি।
ওরা আলো আঁধারির বিষণ্ণ কোরাসে
মাতাল নদীর বিস্তীর্ণ অন্ধকারে
নিজের অস্তিত্ব খোঁজে
তারপর, এক ঝড়ের রাতে
যখন আদিম সমুদ্রের গর্জনে দাবানল জ্বলে ওঠে
জন্ম নাও তুমি—হে ঈশ্বর,
অদৃশ্য শৃঙ্খল বেঁধে প্রভুত্ব খাটাও।

এরপর তো জঙ্গল ঘিরে বসতি হবে
অর্বাচীন পাড়ি দেবে সমুদ্রে
তোমার নামে বলি হবে অসংখ্য নির্বাক্-সবাক্।
হে আদিম কল্পনা—তুমি ভাগ্যবান
না হলে সেদিন ঝড় উঠেছিল কেন?

ছবি

প্রদীপ সেনগুপ্ত

সব কিছু মহার্ঘ, রঙ, তুলি, ক্যানভাস।
দামী ফ্রেমে বাঁধান, চোখ ধাঁধান মন-কাড়া ছবি।
ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে বাদামী মেহেন্দির আভাস।
হাততালি আর বাহবা কুড়িয়ে নাও জিনস্-পরা শিল্পী।

বহু পুরস্কারে ভূষিত হল তোমার ছবি,
ধন্য তুমি হে রঙ-তুলির কবি।
তোমার সুরম্য ফ্ল্যাটে পারস্য থেকে আমদানি করা কার্পেট।
সন্ধ্যায় ঘৃত পক্ক মাংস আর মদিরা খেয়ে ভরপেট,
এবার আঁকতে বোস তুমি ছবি
দারিদ্রের জীবন্ত ছবি, হে রঙ-তুলির কবি।
অতিভোজনের উদগার তুলে এঁকে যাও ছবি।
অনাহারী উপবাসী অকাল বৃদ্ধদের ছবি।
উপবাসী কঙ্কালগুলো, ছবির ফ্রেমের ভিতর থেকে
তৃষিত চোখে তাকিয়ে টেবিলের আপেল আঙুরগুলোর দিকে।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

প্রতিধ্বনি
প্রদীপ চৌধুরী

সেদিন যে বিষপান করেছিলাম,
তার জ্বালা আজও আমাকে উদ্বেলিত করে।
কবিতা, তুমি আমাকে অমরত্ব দাওনি,
যা দিয়েছ তা আমাকে নিরন্তর ছুটিয়ে
নিয়ে বেড়ায়।

জন্মের পর যে শিশুকে পথের পাশে
ডাস্টবিনে ফেলে গিয়েছিল সে শিশুর
কান্না আমি শুনিনি, শুনেছিল
কোনদিন মাদার টেরেসা, সেও এখন
নিটোল কবিতা হয়ে রোজ সন্ধ্যাবেলা
প্রভু যীশুর কাছে নিজেকে নিবেদন করে।

কিন্তু আমার কবিতা, তোমাকে তো
ছুটি দিতে পারিনি, এখন এক বুক
জ্বালা নিয়ে নদীতে সাগরে ডুব দিই।
যে প্রভু যীশু কিংবা কৃষ্ণ ভগবান
সব একাকার হয়ে এ বিশ্বকে প্রশান্ত রেখেছে
আমি তার কাছেও নতজানু হলাম না কোনদিন।

আমি সেইদিন নতজানু হব, তুমি যেদিন
সব বিষ শুষে নিয়ে আমার কাছে
দিনের শেষ ঘোষণা করবে,
দূরের মন্দিরে ঘন্টা বাজবে
ঢং—ঢং— ।।

প্রত্যুষের আশায়

প্রশান্ত সরকার

যারা জেগে ছিল বহু রাত ধরে—
নিশুতি অন্ধকার রাতে জেগেছিল তারা,
বহু উৎকণ্ঠায়।
প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর নিঃশব্দ প্রতিধ্বনি
তবু জেগে ছিল তারা।
নিশাচরের ভয়ঙ্কর দাঁতের ঘর্ষণ চলেছিল
সারারাত ধরে।
অবহেলায় তুচ্ছ করে—
তবুও জেগে ছিল তারা,
মৃত্যুকে নিঃশেষে পদতলে রেখে
যারা জেগে ছিল সেইরাতে
'প্রত্যুষের' আশায়।

পেশা- অধ্যাপনা

হাত

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

টেবিলের নীচে তোরই প্রসারিত হাত। আজ খুব রোদ উঠেছে। তবু, ক্যামেরায় ধরা গেল না আকাশ-লোফা তোরই করপুট।

আমার সামনে বাড়ানো হাত দুটিও তোর। এই কটা বার্ষিক গতির আগেও আমি ছবিতে বন্দি করেছি কতবার তোরই হাত। অথচ, তখন গভীর অন্ধকার ঘরময় ছড়িয়ে। খবরে প্রকাশ তোর বাড়ির ছাদে উঠতে গোটা ষাটেক সিঁড়ি ভাঙতে হয় এখন।

শিক্ষা- স্নাতক

গ্রন্থ- ১টি

বাঁশি

পল্লব রায়

মাটি গুহায় পাহাড়ে
হারু মুর্মু
এক মুঠো খড়
ধুলো শুয়ে আছে
স্বপ্ন...

বাস্তু-জমি ঠিকানা
শ্মশান হয়
সবুজ...

জঙ্গল-জঙ্গল
লতা পাতা ঘর
মিট-মিটে বাতি
বাতি —
আলো ঈশ্বর
কিংবা তারারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে

কাঁধে—তীর ধনুক
হাতে বাঁশি
মাটি সবুজ দিগন্ত
আদিবাসি...

কালো মুখে ঠোঁট চিরে ঐ
আলোর হাসি।

প্রাতঃভ্রমণ

প্রহ্লাদ চন্দ্র ভৌমিক

রাত থাকতে থাকতে চলো
পেরোই ভাঙা সাঁকো, বাঁধের পর সরু আলপথ
তারপর ঘন কাশবন, গা ছমছম করা
নির্জন মাঠ পেরিয়ে পৌঁছে যাবো

যেখানে রাতের কুয়াশা ভেঙে
রোজ সকালে রোদ নামে জলে
আর কাশবন ছুঁয়ে নদীর হাওয়া
রোদ চশমা পড়ে ছুটে যেতে থাকে
দূরের কোন অচেনা বসতির দিকে,
যেখানে ছোট ছোট ন্যাংটো শিশুরা
ক্ষুধা পেটেও খলখল হাসিতে পাড়া জাগায়,
উঠোন জুড়ে গোল হয়ে বসে
খড়ের গাদায় আগুন পোহায়
সারি সারি বসতির পুরুষ ও মেয়ে মানুষ।

রাত থাকতে থাকতে চলো
যার যেটুকু সময় আছে তাই নিয়ে হাঁটি।

জন্ম- বর্ধমান
পেশা- আইনজীবি

স্বাধীনতা মানে

প্রণবকুমার মন্ডল

ওরা জানে স্বাধীনতা মানে
বোকা বাক্সের ক্রিকেট;
ওরা জানে স্বাধীনতা মানে
ঘরে শিশুদের রিকেট।।

ওরা জানে স্বাধীনতা মানে
ফুটবলে দেওয়া গোল;
ওরা জানে স্বাধীনতা মানে
জ্ঞানহীন ভোম্বল।।

ওরা জানে স্বাধীনতা মানে
দলের শিকল বন্ধন;
ওরা জানে স্বাধীনতা মানে
ওদের ঘরে অরন্ধন।।

ওরা জানে স্বাধীনতা মানে
কৌটায় টাকা তোলা;
ওরা জানে স্বাধীনতা মানে
নেতা করে জল ঘোলা।।

ওরা জানে স্বাধীনতা মানে
নেতা জয়ী জাল ভোটে;
ওরা জানে স্বাধীনতা মানে
শাঁখের করাত জোটে

ওরা জানে স্বাধীনতা মানে
পরাধীনতায় বাঁচা;
ওরা জানে স্বাধীনতা মানে
স্বদেশী বুনোনে খাঁচা।।

এসব ছবি

প্রণবকুমার পাল

চোখের সামনে বহু ছবি, ছবির বাগান
প্রিয় ফুলে মৌমাছি গুনগুনিয়ে দোল খায়
ভোরের রোদে ঝিকিমিকি ঘাসের শিশির
চাঁদের জোছনার হাসি পদ্মদিঘির জলে

আকাশের নিচে ইলশেগুঁড়ি
সবুজ ক্ষেত, নদীর জলতরঙ্গ
মন্দির মসজিদ মিনার গম্বুজের আশ্চর্য কারুকাজ
নানা রূপে প্রকৃতি মুখরিত ঋতু থেকে ঋতুতে

আলপথে ছুটোছুটি কিশোরের মুখ
উৎসবে প্রাঙ্গন মাতে
জন্মদিনে হাসি, ভালবাসাবাসি আলো আঁধার ছুঁয়ে
নিজস্ব বোধে পাশাপাশি হাঁটে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা

এও ছবি
অকারণে বিপর্যয় ডেকে এনে গৃহহীন করা
মিছিলে শীর্ণ মুখ ভাবায় মা বাবা ভাই বোন স্ত্রী ছেলে মেয়ে
দুয়ারে শব্দ, ঈর্ষা খুন করে নিশ্চিত আশ্রয় স্বপ্ন
সূর্যের আলোতে অশ্রু ঝরে নতজানু প্রার্থনায়।

মরণ আজকে প্রিয়

পুলক রায়

মরণ আজকে প্রিয় কেন জানতে চাও?
যার মোহে যৌবন অনর্থক হয়েছে ব্যাকুল
বাসনা হয়েছে সেই দেমাকি প্রেয়সীর
আমার কবরে দেবে কনকচাঁপা ফুল।

জীবনের কাছে বেশী প্রত্যাশা ছিল না
মরণেও হবে না কোনও ইতরবিশেষ
মলিন হবে না কোনও মানবীর মুখছবি
শেষের খেয়ায় পাড়ি দিলে এই জীবিতে।

জন্মভূমি

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

এখানেই আঁকা ছিল সব ছবি, বিরাট ক্যানভাস
রঙচঙে ভারতবর্ষ, আমার জন্মভূমি
ঝোপঝাড়, ছায়া ঘেরা গ্রাম,
মেঠো পথ, দু'পাশে হরিৎ ক্ষেত
সবুজ বনানী, নীল আকাশ
দীঘির কালো জলে সকাল বিকেল সূর্যের কথাকলি...

এখানেই পড়ন্ত সূর্যের ঝিকিমিকি বেলায়, অভিসার
আরণ্যক মেয়ের রোজ নদীর পাড়ে
খোঁপায় পালক আর মহুয়া ফুলের মালা
বুকে, ঠোঁটে শীৎকারের ছন্দ
চোখের গভীরে ভালবাসার ইশারা

এখানেই ছড়ানো যতো স্নেহময়ী মায়ের পরশ
বাৎসল্য মমতায় সারাক্ষণ...
ভারি সুন্দর সব ছবি...

এখানেই বাতাসে আজ উলঙ্গ সভ্যতার নিঃশ্বাস
মৃত্যুর করাল গ্রাসে ভূপতিত অবিরাম
লক্ষ লক্ষ সাদামাটা প্রাণ
খেলতে খেলতে আগুনে পুড়েছে
ঘর-বাড়ী, মন, গাছপালা, দেশ,—সবকিছু
অবিশ্বাসের দামামায় সব অন্তর্মুখী, শঙ্কা
চোখের জলে নষ্ট অকুস্থল, সেই সব ক্যানভাস

কিছু রেখা, ফিকে রঙ আর
অবশিষ্ট সোনালী ফ্রেম এখনো জানান দেয়
আমার জন্মভূমি,—ঠিকানা ভারতবর্ষ।

শিক্ষা- উচ্চমাধ্যমিক
পেশা- শিক্ষকতা

গর্ব

প্রতাপ ঘোষ

ঐ দরিদ্রের কুটিরে,
জন্ম হয়েছে আমার,
এতো গর্বের কথা।
কারণ নেই কোনও লজ্জা পাওয়ার ।।

ঐ খড়ের ছাউনির তলে
ছেলেবেলা আমার গিয়েছে কেটে,
সে কথা আজ ভুলি নাই আমি,
অতীতের স্মৃতি সে কি কভু ভুলিতে পারি ।।

মাটির ঘরে মাটি মেখে গায়ে,
করেছি যে কত খেলা।
সকল খেলার সঙ্গে ছিল,
মাটির-ই এক ঢেলা।

স্মৃতি নীল দ্বীপ

ফরিদউদ্‌দীন আহমেদ

জন্মের ওপারে ওই নীলে আমি ভেসে যেতে চাই
অসহ্য ডুবে ডুবে বেঁচে থাকার যন্ত্রণাও এই—
বত্রিশ যন্ত্রণা ভরে নিয়ে এই দাঁতের কৌটায়
শোনাবো ক্ষরণ কথা বঁড়শি গাঁথো বুকে রক্তপাতেই

কি ছিল সেখানে সেই পাথর গুহায় অবিকল
সুষমা ভেজানো জলবাচ্য কিছু সোনাকুচি রোদ
তাম্রলিপ্ত প্রভা—লুকোচুরি অমল ধবল
... কিংবা বিন্দু জলে উপবাস ক্ষীণ এক বোধ

বোধের ওপরে আমি ধ্যানস্থ ছিলাম কতকাল
তারপর পথিকের সাধের নৌকা ভিড়ে বাঁকে
আমাকে বিবস্ত্র করে তুলে দিল উরু দেশে নিতম্বুরা পাল
স্তব্ধতা গভীর এক—একা আমি নড়াই আমাকে

নড়ে পাতা নড়ে গাছ আক্রোশের নীল যন্ত্রণায়
আপ্ত কণ্ঠনালী বেয়ে সমুদ্রের ঢেউ সরীসৃপ
কেবলি মোহনা মুখে অবিরত ঠেলে নিয়ে যায়
জন্মের ওপারে জেগে থাকে সেই স্মৃতি নীল দ্বীপ।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- শিক্ষকতা

যমজ

ফাল্গুনী চক্রবর্ত্তী

ট্রাফিক জ্যাম এবং সুড়ঙ্গ পেরিয়ে
আসন্ন সন্ধ্যায় সম্পর্কের ঝাঁকাঝাকি
আগুন সংক্রান্ত—
তাই বাজি মাৎ এ ফায়ার্ ইন্সোরেন্স
নিশ্চিত শ্বাস টানে।
উপেক্ষায় হৃদযন্ত্রের ফুস্ফুসে
আনবিক বোমা বিস্ফোরণের শেষগল্প।
তবু-নীল স্বপ্ন পটে
উড়ু-উড়ু স্মৃতি কণাদের
অযাচিত পরাগ সংযোগ
স্কেইল ঢেউয়োত্তরে দৃশ্যান্তর
আমি সমুদ্রের সঙ্গে আড়ি দিই।

ভাঙনবাড়ি

ফল্গু বসু

প্রণয় আমার জরিমানার দিব্যলতা
ভাঙন বাড়ির পেছন দিয়ে আস্তে চলে,
ইচ্ছে করে অন্ধ বানায় মেঘলা আকাশ।
মরালবধূ জলে ভাসছে দেখেও কি
জলে নামবে ধূসরসবুজ গ্রীষ্মডানা!
চৈত্রদিনে যে পরিমাণ মুকুল ছিল
এখন তো তার সিকিও নেই, খুব স্বভাবিক
ভাবছি, আমি কোথায় এলাম? যদিও সে
এই ডুবে যায় এই ডুবে যায় ভাব দেখাচ্ছে...
দুঃসময়ে দিগ্বধূরা জলকে গেলে
আলঙ্কারিক আনন্দ হয়। চক্ষু ফোটে
গ্রীষ্মডানার। কালকে ডেকে কথা বললে
অথচ আজ চিনতে এত কষ্ট হচ্ছে!
ভাঙনবাড়ি, ওকে বোঝাও; স্থানবদলের
আগে আমার অসম্মতি অনাবশ্যক।

জেলা- হাওড়া

'কোকিল ও খুকু'

ফিরোজা খান

কোকিল তুমি ভীষণ কালো
তবু তুমি বসন্তের আলো
কণ্ঠে যে তোমার মধু ভরা
কোথায় পেলে এমন ধারা
বাঁধো নাকো নিজের কুঁড়ে।
কাকের বাসায় ডিম পেড়ে
বাচ্চা নাও নিজের করে।
খুকু তুমি তো দুষ্টু ভীষণ
প্রশ্ন করলে কত পাষাণ।
আমি কালো কোকিল পাখি
তোমার মাথাওতো কালো দেখি।
কণ্ঠে তোমার ওমধু ভরা
জানোতো সবই ভগবানের দেওয়া।
আমি কুড়ে, করি নাকো নিজের কুঁড়ে
তুমিও তো খুব কুড়ে থাকো পরের ঘরে,
এখন আছো বাপের বাড়ি
পরে যাবে শ্বশুর বাড়ি।
বলি খুকু তোমারও ঘর নাই
আমি কোকিল আমারও ঘর নাই।
থাকি আমরা পরের ঘরে
কথা শুনি ঘুরে ঘুরে।
কবে আসবে সেই দিন ঘুরে
সেদিন হবে আমাদের কুঁড়ে।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- শিক্ষকতা
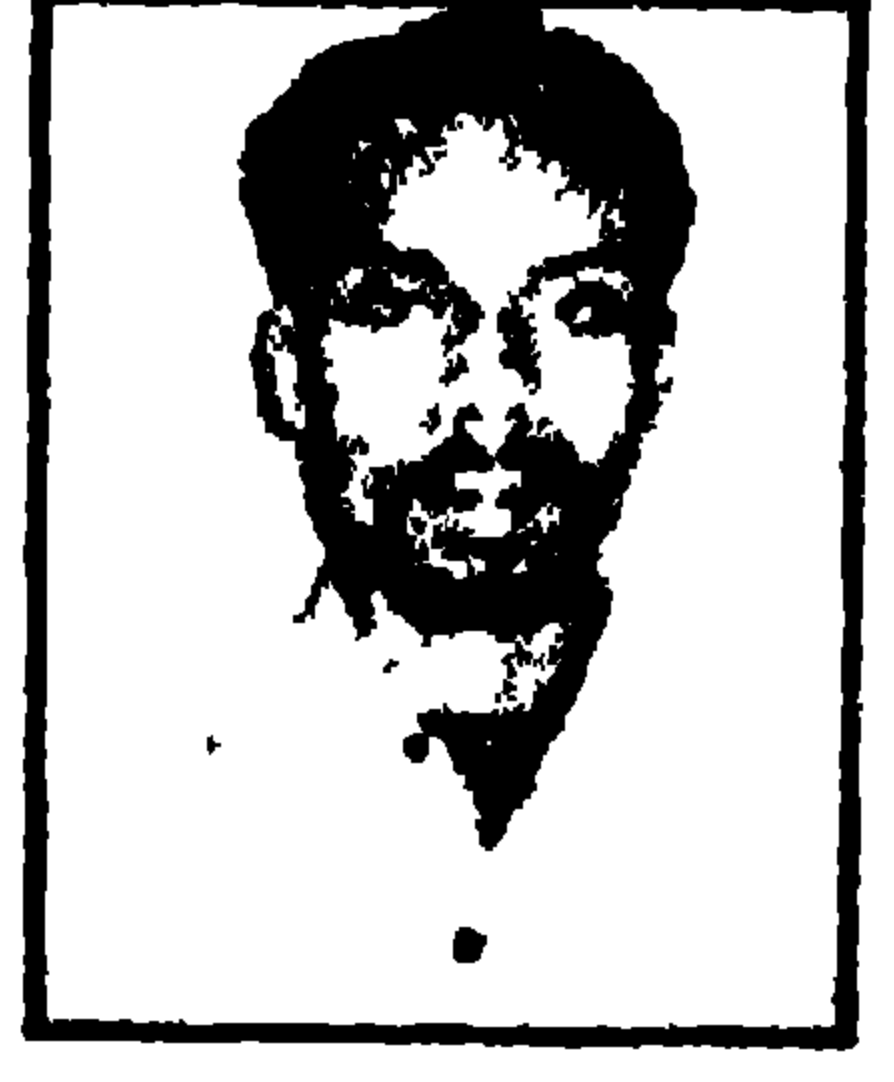
চাবুক

বাবুলাল সিংহ

ওরে ও সমাজ-চোষা
কোথায় আছিস সামনে আয়
চাবুক মেরে ঠাণ্ডা করব;
লুকিয়ে থাকবি আজ কোথায়।
সমাজ সেবায় নাম লিখেছিস
কেবা তোকে বলে মন্দ,
মনটা তোর মন্দ কথার
একটি যে কুসঙ্গ
আজ মুখোশটা তোর খুলে দেবো
দেখবে সমাজ তাকিয়ে
(তোর) হৃদয় ছিড়ে-পাঁজর ভেঙ্গে
দেব রসাতলে মিশিয়ে।
আয় তো দেখি খোলা মনে
দেখবি তুই হাহাকার।
প্রাণ খুলে তোর হাতে দিতে
সবাই আসছে সারে-সার।।

শিক্ষা- বি.এ
পেশা- চাকুরী

ঠিকানা

বীরেন বসু

ঠিকানা একটা ছিলো কৈশোরের মুগ্ধতা মাখানো
বিস্ময় বিভঙ্গে ভরা কারো দুই সম্মোহনী চোখে
মুখপ্রান্তে উড়ে পড়া গুচ্ছ গুচ্ছ কুঞ্চিত অলকে
ঠিকানাটা লেখা ছিলো। সে ঠিকানা যায় না হারানো

কোনোদিন। মনের সুগুপ্ত কোষে অন্তর্লীন থেকে
বারে বারে ভেসে ওঠে ধূসরিত স্মৃতির দর্পণে
নিষ্পাপ চোখের ভাষা, সে ভাষার নেই কোনো মানে
যে ভাষা বিমূঢ় করে অস্তিত্বের সকল সত্তাকে,

সে ভাষায় লেখা আছে একমাত্র ঠিকানা আমার।
প্রেম, প্রীতি, প্রণয়ের শতছিন্ন পাণ্ডুলিপিখানা
সযত্নে রেখেছে ধরে অবিস্মৃত আমার ঠিকানা;
ভারাক্রান্ত মন মোর কম্পমান অজানা শঙ্কার

ছায়াপাতে। সেই স্মৃতি হাতড়াই খুঁজতে ঠিকানা
যেখানে আমার আমি বাঁধা আছি নিবিড় বন্ধনে
প্রেমের বিমূর্ত প্রতিমা হ'য়ে আজও কারো মনে
হাতে নিয়ে শেষ লগ্নে মৃত্যুর অমোঘ পরোয়ানা।

আমার ঠিকানা লেখা আছে কোন কিশোরীর চোখে
যৌবনের ডাক শোনা কাঁপা কাঁপা স্বপ্নিল আলোকে।

শিক্ষা- ম্যাট্রিকুলেশন
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
গ্রন্থ- ৩টি

এখনো হাঁটছি

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

আমি অরণ্যের দিকে চেয়ে আছি
মুক্ত বাতাসের জন্য
আমি অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে আছি
বিদ্যুৎ-এর চমক পাবো বলে।
আমি অনেক দুঃখের নদী পেরিয়ে
আদি সভ্যতার পলিমাটি মেখে
ভারতবর্ষের মাটিতে জন্ম নিয়েছি।
আমার কিছু নেই কিন্তু
পায়ের তলায় মাটি আছে
যে মাটিতে গাছ বড় হয় ফুল ফোটে।
আমার কিছু নেই কিন্তু
মে-দিবসের দৃঢ় সংকল্প আছে হৃদয়ে
মেহনতের দু-বাহু
সৃষ্টির উন্মাদনায় কাঁপিয়ে তোলে কারখানা।
আমার কিছু নেই
নেই নেই করে শূন্য পকেটে অনেকগুলি কবিতা আছে
তোমাকে দেবো
তুমি, আমাকে অরণ্যের বাতাস দাও
অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ-এর চমক।
আমি আদি সভ্যতার পলিমাটি মেখে
জন্মেছি-এ দেশে।
শ্রম আর সৌন্দর্যের সেতু পেরিয়ে হাঁটছি,
এখনো হাঁটছি
মেহনতের মূল্যবোধ জাগ্রত করতে।

পেশা- শিক্ষকতা (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

একটি গাছকে দেখে

বেণু গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষের আয়ু যে কত কম
বিশাল বটগাছটাকে দেখলেই
তা বোঝা যায়
জীবিতদের মধ্যে কেউ বলতে পারে না
গাছটি কবে অঙ্কুরিত হয়েছিল।

গাছটি শুধুই একটি গাছ
আমাদের মতো ওর শিক্ষা নেই
দীক্ষা নেই কাব্য সাহিত্য
রাজনীতি নেই
ও মনের আনন্দে বড় বড় ঝুরি নামিয়ে
একটা বিরাট এলাকা জুড়ে
সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে
এই শীতে পাতা ঝরার দিনেও
ওর বসন্ত, শত শত সবুজ পাতা।

সে সাম্রাজ্য বিস্তার করলেও
সাম্রাজ্যবাদী সম্রাট নয়
সে কাউকে শোষণ করে না
বিশ্বযুদ্ধে কার্গিল সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে না
সে মানবতাবাদী
ছায়া দেয় ফল দেয় আশ্রয় দেয়
তাই মাটি তাকে ভালবাসে
জল তার তৃষ্ণা মেটায়
সূর্যের আশীর্বাদে সে দীর্ঘজীবী হয়।
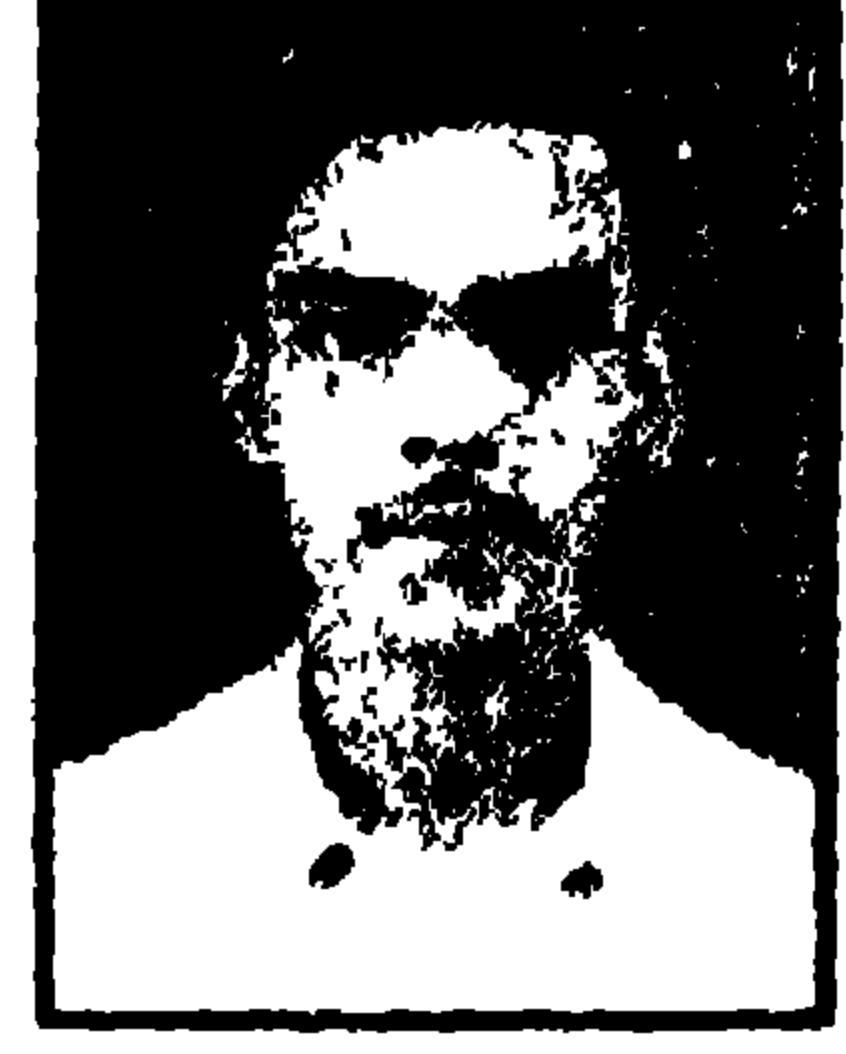
হে ঈশ্বর

বিমল দে

হে ঈশ্বর, আমাকে দুটো জবরদস্ত শিং দাও,
চোখাল নখ, ধারালো দাঁত

আমি জানোয়ার হবো,
জানোয়ার হয়ে বাঁচবো,
ভারতবর্ষে এখন জানোয়ার হয়ে বাঁচাই সহজ

আমি শুধু শিং, নখ, দাঁতের দৌলতে
গুঁতিয়েগাতিয়ে, আঁচড়েখিঁচড়ে, কামড়ে হামড়ে
দাপিয়ে বেড়াতে পারবো;

শিরদাঁড়া গুঁড়িয়ে
একশটা খুনের ছাপ নামের পিঠে চড়িয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবো
বুক ফুলিয়ে

আমার নসিব খুলে যাবে
ফুলেফেঁপে উঠবে লক্ষ্মীর ঝাঁপি
মন্ত্রি, সান্ত্রি সবার সমীহ, তোয়াজ জুটবে কপালে
রমরমা হবে আমার বাজার।

হে ঈশ্বর, আমার মনুষ্য-স্বভাবে ঘুণ ধরাও
জানোয়ার করো
শিং দাও
দাঁত
নখ
এ ভারতবর্ষে জানোয়ার হয়ে বাঁচাই সহজ

আমি জানোয়ার হবো
হে ঈশ্বর...

জীবনস্মৃতি

বিমল কুমার ভট্টাচার্য

জীবনের গোনা দিন শেষ করে
সবাই একদিন যাবে চলে।
তবু যেন মনে হয়,
প্রাত্যহিকের চেনা জগৎ ফেলে
হারিয়ে যাওনি তুমি,
আজো রয়েছ হৃদয়-মন জুড়ে
অনুপম হাসি মুখে
দরদী কণ্ঠে কুশল জিজ্ঞাসা
অনাবিল মমতায় ও স্নেহময় সমাদরে
সাদরে বুকে টেনে নেওয়া
জানি এর এক নাম হল 'ভালবাসা'।
যেদিকে ফিরাই চোখ, কেবলই তোমাকে দেখি
তুমি যে পরম আপনজন
শান্ত সমাহিত উজ্জ্বল নক্ষত্র যেন,
দিব্য প্রভা শ্রীমণ্ডিত তোমার মূর্তিখানি
আমার অন্তরকে করুক নিত্য আলোকিত।

স্বপ্ন

বিদ্যুৎকুমার দে রায়

পার্থিব স্বপ্নের কাছে আমি উদাসীন
তবু আমি অবিশ্রান্ত দেখি শুধু তাকে
আকাশের তারাগুলো হোক না বিলীন
শব্দগুলো রাখি ঢেকে হৃদয়ের ফাঁকে।

অনুতাপ নেই কোনো বেশ আছি ভুলে
ঝড়ের দুরন্ত ডানা বাতাসের কানে
যদি কোনো কথা কয় তার এলোচুলে

আমাকে আমারই ভয় হয়তো বা টানে
তাহার বিস্রস্ত বেশ কি জানি কখন
আমার মনের দ্বারে চেয়ে থেকে থেকে
এক ফোঁটা জল চায় আর চায় মন
কখন সে চলে গেছে স্মৃতিটুকু রেখে!

তথাপি সমুদ্র-গন্ধ, মাছিদের ভীড়
পচা-শব ভাসমান তরঙ্গে তুফান
এইবার ভাবি আমি খুঁজে পাবো তীর,
অলক্ষ্যে আমাকে দেখে হাসে ভগবান।

দিন অন্ত হলে

বিভুদান মুখোপাধ্যায়

দিনান্তের লাল সূর্য নেশার বটিকা বুঝি,
তাকে গিলে বেহুঁশ এবার—
ঘেসো মাঠ, কাক, পোকা, কালো কালো হাওয়া
ময়ূরাক্ষির বহা তিরতিরে স্রোত,
সাঁঝে খাওয়া গরীব মানুষ
তাহাদের পাড়া—খিল আঁটা সুখের আধার,
লেজে-মুখে শুয়ে থাকা গেরস্ত কুকুর
আরো কত কি যে!

কেবল কতক মন তারকা পিপাসা নিয়ে
চোখ বুজে জাগে,
মুখ বুজে গান গায়,
বুক চেপে কাঁদে।

নিথর আঁধার কেটে আলোময় খোপ্ নিয়ে
দূরে ওই ট্রেন ছুটে যায়!

শিক্ষা- এম.কম, এল.এল.বি
পেশা- আইনজীবি ও চিকিৎসা

সাদা মেঘ

বিজনবিহারী নন্দী

বর্ষার ভিজে বিকেল
ধাপে ধাপে নেমে আসে
থরে থরে সাজানো মেঘের
কান্নাঝরা সবুজ বেদনায়;
মেঘেরা এক পাল—সাদা ভেড়ার দৌড়খেলা
অন্যদল, ডানা মেলে উড়ে যাওয়া
একদল বুনো হাসের আনন্দ মিছিল;
কখনও উপর কখনও নিচে—
উপর নিচে আনন্দের রূপ বদল
অসম্পূর্ণ কবিতার অনাগত শব্দের গোধূলি বাসরে;
কখনও প্রেমাশ্রু ঝরে পড়ে সবুজ কামনায়
নিঃসঙ্গ পৃথিবীর উলঙ্গ জঙ্গলে;
ভিজে বিকেল গোধূলির রামধনু তূণে
ভেড়া ও হাসের স্বপ্ন কাঁধে নিয়ে
ধাপে ধাপে নেমে যায় দিগন্তের
একরাশ জলে ডোবা প্রশ্নের ভীড়ে।

মৃত্তিকা-মা

বাঁশরী মোহন দে

মৃত্তিকা-মা আমার!
তোমার অমৃত ধারা দিয়ে,
একটু একটু ক'রে
গড়েছ আমাদের।

তোমার স্নেহ-প্রচ্ছায়ে
আমরা বর্ধিত-প্রাণীকুল।
গাছ-গাছালিরা আছে আপন খেয়ালে
শাখা-প্রশাখা বিস্তারে।

মাগো! তুমি আমাদের দিয়েছ অনেক।
তোমার বুক চিরে পেয়েছি শস্য,
পেয়েছি তৃষ্ণার জল,
দিয়েছ জীবন ধারনের সব উপকরণ।
আজ তোমার স্নেহধারায় বিষের ফেনা।
মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এখন
ক্ষতের কালো দাগ,
শাক-সবজীতে রাসায়নিক হলাহল—
মানুষ আর্ত।
লোভ আর লালসায়,
প্রতিনিয়ত বিষিয়ে দিচ্ছে,
তোমার মৃত্তিকা-দেহ।
তবুও তুমি নির্বাক
তুমি যে সর্বংসহা,
তুমি মা—আমাদের মৃত্তিকা-মা।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

বিপন্ন মানুষের চোখে

বরুণ মজুমদার

সন্ত্রাস বিরোধী বলে যারা আজ প্রচার করেছে
তারা আজ কেউ কেউ সন্ত্রাসে মদত দিতে পারে।
তারাই পুষছে আজ হায়নার হিংস্র শ্বাপদ
নেতা নয় অভিনেতা, অভিশাপ তাদের জীবনে।

কে আগে ছড়ালো হিংসা আগুনের ফুলকির মত
কার ঘর পুড়ে গেছে হিসাব রাখেনি তার কেউ
ঘর বাড়ি দেশ ভেঙে কারা আজ অভিশপ্ত হ'ল
সে কথা জানে না কেউ, জানে শুধু বিবেকি বাহার।

ঘরছাড়া ছিন্নমূল মানুষের কান্না থেমে গেলে
আকাশ গুমরে থাকে, মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরে না
শুধু রক্ত, হাড়গোড় পড়ে থাকে নদীটার পাড়ে—
ঢেউ এসে একদিন সবকিছু ধুয়ে দিয়ে যাবে।

তবুও আমার মাকে, আমার মাটির মাকে দ্যাখো
জন্মভূমি জন্মদাতা এক সঙ্গে অশ্রুসিক্ত হয়
বাতাস বইতে পারে একদিন বাতাসের মত
স্বাভাবিক গতিপথে নদী বহে যেতে পারে জানি।

সেদিন বেদনা ভুলে শুধু এক স্বপ্ন দেখা চাই
বিপন্ন সে মানুষের এর চেয়ে সান্ত্বনা কোথায়?

শিক্ষা- ইঞ্জিনীয়ার
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
গ্রন্থ- ১টি

ভালবাসার ঢঙ

বাঁধন চৌধুরী

শহরেই থাকি আমি বহুতলে বাসা
বহুদিন পরে হল গ্রামে এই আসা।

কতকাল শুনিনি যে কোকিলের ডাক
শহরেতে পাখি নামে দেখি শুধু কাক!

ঘুট্‌ঘুটে আঁধারটা কীভাবে যে নামে
ডানে ডুবে গিয়ে চাঁদ উঁকি মারে বামে।

ঝোপে-ঝাড়ে মিট্‌মিট্‌ জোনাকির সোনা
জ্বলে আর নেভে কত যায় না তো গোনা।

গা ছম্‌ছম্‌ ওই বাঁশবন তলা
এখনও কী মাম্‌দো-রা খোঁনা খোঁনা গলা?

তারু মিঞা ডেকে নিয়ে বসায় দাওয়ায়
প্রাণখোলা হাসি তার মিশল হাওয়ায়।

গাছ থেকে পাড়ে কলা, দুধ আনে পান—
এত সব দিয়ে বলে—'দাদাবাবু খান'।

বুঝিনি শহরে থেকে ছ'তলার টঙে
ভালবাসা বেঁচে আছে নিজস্ব ঢঙে !

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ১৫টি

বরফ

বীরেন সাহা

ভয়ঙ্কর গতির হাওয়া. টেনে নিয়ে যায়
কোলাহল থেকে গভীর যোজন দূরে
নির্জন বরফচূড়ায়,
পর্যটক দিনের মত নামগোত্রহীন
দিকচিহ্ন পাল্টে যায়—
ঠিকানা থাকে না—
সকালের নরম রোদ ঠিকরে ঠিকরে যায়,
পূর্ণিমার রাত মায়া ঘিরে রাখে—
সে কেবল দূরের বিস্ময়—
সম্মোহনে তোমাকে টানে কঠিন উপত্যকায়,
ক্রমাগত চড়াই পেরিয়ে যাও—
আর ঝঞ্ঝা মেঘের দিকহারা তুফান সময়
সুন্দর কী করে নির্মম হতে পারে
বিহ্বলতায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখো
দূরে—বহুদূরে দৃষ্টি সরিয়ে—
যেখানে তুষারের পর তুষার জমেছে,
তবু কী চমক দুপুরের আলো-মেঘের হৃদয় জুড়ে—
বনে-ঘাসে-শিখরে শিখরে,
হিমের আসরে নিভৃত আগুনে সেঁকে
ঠান্ডার চড়াই ভাঙো—একাকি নিভৃতে
ব্যথা লেখো, চাঁদের ঝলক লেখো,
বরফের নিষ্ঠুর সমুদ্র পেরিয়ে লিখে রাখো বুকে
গুণ্ঠিত ভাষ্য আর টীকা—আগামী বেলার।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- শিক্ষকতা
গ্রন্থ- ১৮টি

টেবিল-ক্যালেণ্ডারে পাহাড়ের ছবি

বিপ্লব মাজী

টেবিল-ক্যালেন্ডারে পাহাড় দেখতে দেখতে
আমি চলে যাই পাহাড়ের ভেতরে
ঘুরে বেড়াই হ্রদের কিনারে
স্বচ্ছ নীলজল যুগ্ম-পাণি ভরে, মুখ ধুই—
ঠাণ্ডা জল আর হ্রদের হাওয়ায়
আমিও হয়ে উঠি
পাহাড়ের অংশবিশেষ—
একটি বৃক্ষ হ্রদের কিনারে
হ্রদের কিনারে নাম না-জানা পাখি আর
মিউজিকসিস্টেমে তখনো বেজে চলেছে
চাইকোভস্কির সোয়ানলেকের
উপবৃত্তীয়-সুর
সংগীতের ঐকতানে ফিরে আসে
ছোট্ট এক পাহাড়ি হাওয়া—
বুকের ভেতর তখনো হ্রদের স্বচ্ছ জল—
হ্রদ কখন রূপান্তরিত
এক কাপ চা-য়ে—
চা-য়ে চুমুক দিই—
ভোরের মায়াবী আলোর ভেতরে শাদা পৃষ্ঠারা
বৃষ্টির মত টুপটাপ নেমে আসে—
নেমে আসে অক্ষরের ফোঁটা—
পাতার পর পাতা ভরে ওঠে, পাহাড়ের ছবি—
পাহাড়তলির শহর
যেন রোয়েরিখ সাজিয়ে রেখে গেছেন
টেবিল-ক্যালেন্ডারে...

পেশা- সাংবাদিকতা
গ্রন্থ- ৪টি

সুনামি

বিজয়লক্ষ্মী চৌধুরী

নিশুতিরাতে শততারার দেশে
চাঁদ যখন আশ্লেষে মগ্ন
রোহিণীর অশ্রুজল সাগরের বুকে
লক্ষ লক্ষ মুক্তার জন্ম দিয়েছিল।
সাগরের সুনামি আর ভূকম্পের হুংকার
মেতেছিল প্রলয় তাণ্ডবে।
দিকে দিকে হাত তুলে সরব আর্তনাদ,
মৃতের পাহাড় উপকূল জুড়ে;
তারই ছায়া আজ মানুষের মনে
প্রাণ জুড়ে ঝড়ের মাতন, ভয়ঙ্কর।

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা
গ্রন্থ- ২২টি

চলচ্চিত্র

বিষ্ণু সামন্ত

টিফিনের সময় অফিসের জানলা দিয়ে প্রতিদিন
        শহরের সিনেমা দেখতে থাকি,
সিনেমার মতোই দ্রুত দৃশ্যগুলি বদলে বদলে যায়
আবার একই ফ্রেমে বহু দৃশ্যের আনাগোনা চলে,
যেমন পূর্বরাগের খন্ডদৃশ্য, তাসাপার্টির নাচ, তার
পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া ভিখিরি মা ও ছেলে...
হঠাৎ জটলা হয়, মারামারি ছোটাছুটি, চিৎকার-চেঁচামেচি
কী-যে কারা বলছে কী জানি!
কোনো সংলাপই আমার কানে আসে না—
মেসিন্-টেসিনের শব্দ আর গাড়ি-টাড়ির শব্দ আর
পাশাপাশি দোকানের মাইক-টাইকের শব্দ
শুনতে পাই ভালো—সব মিলেমিশে
        একেবারে আবহসংগীত,
সংগীতটা বড়ো বেশি বলে সংলাপগুলো আর শোনা যায় না
শুধু হাত-পা ও ঠোঁট নাড়া, চোখে চোখ রাখা
দাঁত বার করা কিংবা তেড়ে যাওয়া—এইসব।
তবে কিনা বুঝে নিতে অসুবিধে নেই, বরং বেশ লাগে
সবাক যুগের এই নির্বাক চলচ্চিত্রমালা।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- শিক্ষকতা
গ্রন্থ- ১৫টি

আমাকে মানুষ করে গড়ো

বিভূতিভূষণ মণ্ডল

নিজেকে বঞ্চিত করে কত আর নিঃস্ব হই,
নিজেকে সংযমী করে কত আর শুদ্ধ রই?
কত আর ভীরু হয়ে হাজার অন্যায় সই?
সব কিছু ঝেড়ে প্রভু এবার মানুষ হই!

দোষ থাক ত্রুটি থাক, থাক কিছু লালসার ভুল
নিজেকেই ভাঙি গড়ি, যেমনটা নদী ভাঙে কূল।
মানবিক বোধ থাক, থাক কিছু মানবিক ত্রুটি
রুদ্রের প্রসন্ন মুখ, নয় ঘোর তির্যক ভ্রূকুটি।

দিন দিন এ-পাঁজরে অনেক গ্লানি তো হল জড়ো,
এবার আঘাত ক'রে আমাকে মানুষ করে গড়ো।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- গৃহবধূ

অঙ্গার

বেবী পাল

ঐ যে আবার জ্বলছে আবার নিভছে,
ঐ যে ঘন নীলাম্বরী উড়ছে,
শূন্য আকাশ মাথার ওপর টাঙিয়ে,
রূপের ঢল নামিয়ে,
পুড়ছে শুধু পুড়ছে।

ইচ্ছে করে বুকের তিলে বসিয়ে,
পান পেয়ালা গীত গজলে ভরিয়ে,
আকাশ চাওয়া হতাশ ডানায়,
শুকতারাদের আলোর দানায়,
ফুল এঁকে দিই যন্ত্রণাদের খসিয়ে।

ঐ যে সেদিন আভাস এলো।
নীল সে আঁচল খসে গেলো।
হয়ত কিছু স্বপ্ন দেবে,
ভর দুপুরে জোনাক ভেবে,
ভাবছি নেব কুড়িয়ে।
হাওয়ায় ছিল সুপ্ত আগুন—
আমায় দিল পুড়িয়ে।।

পেশা- শিক্ষকতা

কাঁচপোকা

বিপুল কুমার ঘোষ

অতঃপর মেঘ জমে শিশির পড়ে
ভালোবাসা ফিরে আসে সঠিক রেখায়
মায়া মমতা শিশির ধোয়া হাতে
নিজস্ব নিয়মে পথ দেখায়।
মেঘ-রোদ্দুরের মাঝখানে সবই যেন
এলোমেলো হয়ে যায় বোধের গভীরে
সব ঠিকঠাক অথচ আমাদের বিশ্বাস
বাঁধে নীলবাসা অবিশ্বাস ঘিরে।

শিউলিঝরা ভোরের মাঙ্গলিকী
বেসুরো হয়ে যায় আলাপ-ভৈরবীতে
হতাশার মাঝে অমল আলোর সন্ধান
কে দেবে? নৈমিত্তিক বৃত্তের পরিধিতে
কাঁচপোকাদের ক্লান্তিহীন ঘোরাঘুরি
খুঁজে পাই রাতের শিশির মাখা দু'টি হাতে।।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৭টি

কবি

বৃন্দাবন দাস

অন্ধকার চত্বর জুড়ে
অবিশ্বাস দানা বাঁধতে বাঁধতে
বিছানা চাদর বালিশ—
সব খায়
নিঃশ্বাসও তীব্র বিষ
চোখের পাতা আদিগন্ত খরা
চুষে নেয় গন্ডুষে
স্রোতস্বিনী
যাদুঘরের ভূগোল
ইতিহাসের নমুনা—
নষ্টবিজ্ঞান কেবল
ধাপে ধাপে
সিঁড়ি ভাঙে
মহাকাল
পুষ্ট অন্ধকার
কবি
একাকী সটান
গাঢ় রোদের ফাটল
নিঃসন্তান ফুটিফাটা মাঠ
বিধ্বস্ত ডালপালা
জঙ্গলের নিঃসীম শূন্য
পার হয়ে যায়
ডাকে
আয় আয়
এখানে আয়

পেশা- সম্পাদনা

কাব্যগ্রন্থ- ১টি

যে কিশোরী

বীথিকা বিশ্বাস

যে কিশোরী একদিন কলমীর ফুল তুলে
বানাত নোলক

চন্দনার গান যার
চোখ থেকে ঘুম নিতো কেড়ে
যে কিশোরী দামাল জলের স্রোতে
হৃদয়ের শ্লোক
একান্ত সংগোপনে দিত
ছুঁড়ে ছুঁড়ে

যার চোখে মায়াবতী মেঘ এসে
লিখতো কবিতা
সে কিশোরী কোথায় হারিয়ে গেল
জানিনে তা।

সে কিশোরী এখন আর
হৃদয়ের শ্লোক
বলে নদীকে ডাকে না আর আগের মতোই
তার চোখে নীল বিষ, হাতে তার দাহিকা পাবক
পোড়ায় এখন কত বিপন্ন হৃদয়ই।

শিক্ষা- বি.এ
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ৩টি
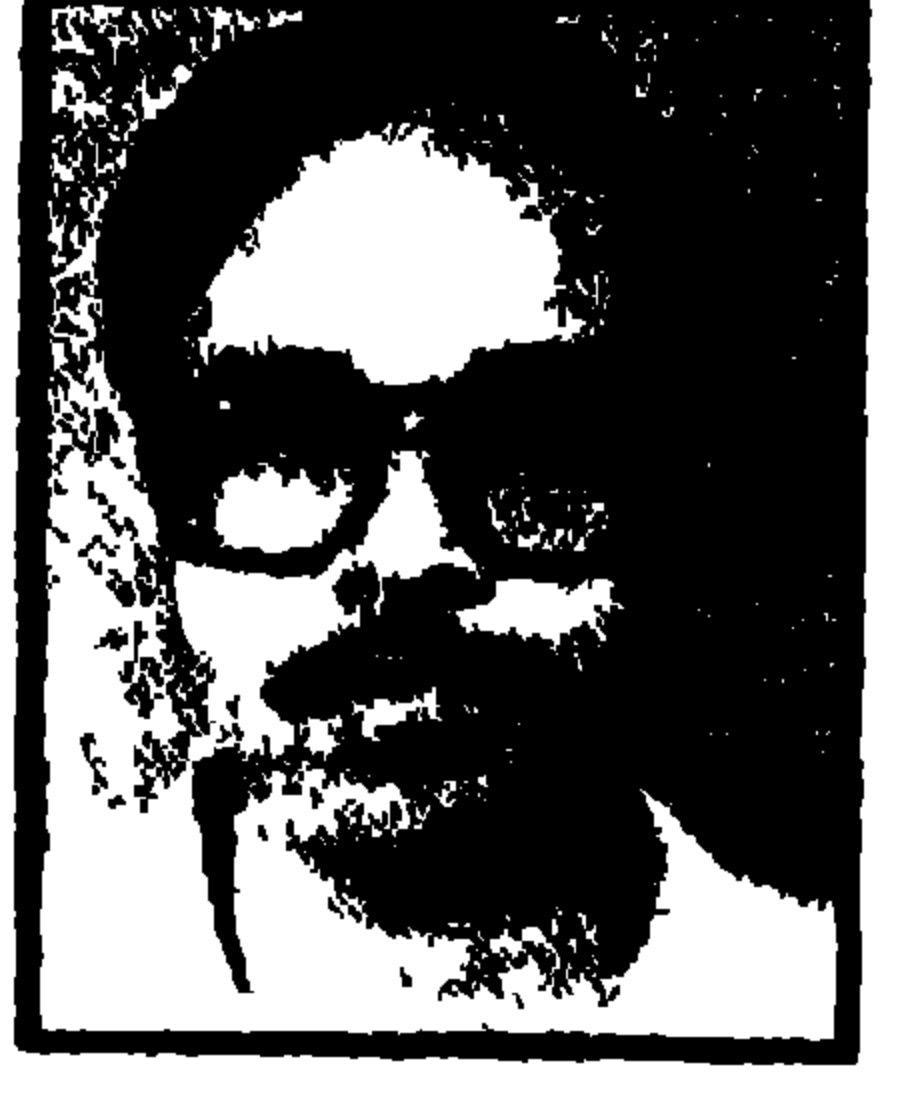
হাওয়া যখন থামে

বরুণ মাইতি

তোমার ঘরে মেঘ নামে
আমার ঘরে কুয়াশা
ভারী হয়ে ওঠে পর্দা পোশাক-আশাক
অথচ ভ্রমণ তখন সবে পাকদন্ডী বেয়ে উঠছে

আমি আস্তে আস্তে খাদের ধারে নেমে যাই
বুঝতে পারি সাইরেন বাজিয়ে বৃষ্টি আসছে
তুমি বৃষ্টিতে ভিজলে না
ভিজল আমাদের বাতিল সংসার

আমি নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি
বেড়াল-মা বাচ্চার ঘাড় দাঁতে কামড়ে
চলে যাচ্ছে সূর্যাস্তের দিকে
বেড়াল কি বুঝতে পেরেছিল
ওর নিরাপত্তার ওপর ধেয়ে আসা সন্ত্রাস

হাওয়া যখন থামে
তখনও দেখা যায় পাথরের দাঁতে
লেপ্টে রয়েছে টানা-পোড়েনের অবশেষ
কার যেন ছায়া জেব্রা ক্রশিংয়ের মধ্যে
থমকে ছিল

আমি সেই ছায়ার ভিতর হেসে উঠতে চাইলাম

তুমি কি শুনতে পেলে
পাহাড়ে পাহাড়ে কেমন গমগম করে উঠল সুসজ্জিত বিচ্ছিন্নতা

পেশা- চাকুরী

লিঙ্গবিবাদী কবিকুল এবং বৃহন্নলা

বিপ্লব গুপ্ত

নারীবাদী কবি আর পুরুষবাদী কাব্যকার—
এ সবই নিছক নাটুকেপনা,
আধুনিক অসাম্য নিয়মের চলাফেরা—
অনেকটাই প্রচারের পোস্টার-ব্যানার,
কবিত্ব কী লেভেলে লক্ষিত হয়?
তারা যদি 'হ্যাঁ' বলে, তবে
দুজনকেই প্রশ্ন রাখব,
'আপনারা কী পড়েছেন
আমার তৃতীয় লিঙ্গের কাব্য?'
কেউ সংখ্যালঘু বলে সংরক্ষণের দাবি করলে—
সে দাবি হবে হাসির খোরাক,
বৃহন্নলার আত্মত্যাগ, শিখন্ডীর কর্মকান্ড
সে তো ক্লীবত্বের জীবন কবিতা,
শিখন্ডীকে সামনে রেখেই তো ঘটেছিল—
ভীষ্মবধের অন্তিম চরণ,
তারা যদি প্রশ্ন রাখে,
"তোমাদের দেওয়া দেহ
কেন কেড়েছে আমার প্রজনন শত??"
হোক না বৈঠক, তুমুল বিতর্কসভা,
আমন্ত্রিত হোক প্রশ্নমুখী—
তৃতীয় কোনো নপুংসক কবি,
দেখা যাবে নাটকে পার্থদের অবস্থান কোথা???

শিক্ষা- উচ্চমাধ্যমিক
পেশা- স্টাফ নার্স

কবি জীবন

বেলা খাতুন

কবি হতাশায় কখনো ভোগে না।
সৃষ্টির উন্মাদনায় মেতে থাকে চিরকাল।
কবি কখনো ধ্বংসের কথা ভাবে না,
কাউকে ভাবতেও শেখায় না
কবির কাছে কোন দুঃখই দুঃখ নয়।
কবি জানে জীবন মানেই ভালোবাসা।
সুখ, দুঃখের ভেতর সৃষ্টি নিয়েই
মগ্ন থাকে।
অমর হয়ে থাকে চিরকাল।।

শিক্ষা- স্নাতক, বি.এড

বিপন্ন জীবন

বিকাশ বিশ্বাস

আর কত ফোটাই ফুল
হৃদয় কাননে,
কতটুকুই বা মনোভূমি আমার?
অথচ ওরা তুষ্ট না হলে
বিপন্ন জীবন...
ওদের হর্তা-কর্তা বিধাতা ভেবে
আপামরেরা জীবন্মৃত।
রুচি আর মান নিয়েই তো
সুভদ্র জনের লড়াই
আমৃত্যু বেঁচে থাকার...।

আপোশ আর অভিনয়ে
হাতে হাতে প্রিয় ফুল তুলে দিয়ে
আখের গোছানো যায় সত্য
নীতিহীনতার ধুলো জমে জমে
অবশেষে জীবন হয়ে ওঠে
ধূলিমলিন বেদনায় ভারাক্রান্ত পাপোশ।

পেশা- সাহিত্যকর্ম
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

তারা সব হারিয়েই গ্যালো
বিশ্বজিৎ কুণ্ডু

তারা সব হারিয়েই গ্যালো

সেইসব শালের জঙ্গল আর
মাদলের শব্দ নিয়ে আমিও
চলেছি বহুদূর শহর ছাড়িয়ে!

পায়ে-পায়ে মাড়িয়েছি ক্ষোভ ও হতাশা

পিপাসার্ত মন নিয়ে কারো কাছে গিয়েছিলাম
কোন্ জন্মে যেন? সে আমায় দিয়েছিল জল,

দিয়েছিল আলো ও শ্বাসের বাতাস—
হতাশ মন-কে যেন পৌঁছে দিয়েছিল
কোনো এক আশার দরজায়!

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

কালপ্রতিমা

ব্রজকুমার সরকার

প্রতিটি দাহ্যবস্তু থেকে জন্ম নেয় পরিতাপহীন আলো,
কিছু ক্ষয়বোধ। বিনির্মাণ বলে তাকে।

আমাকে পোড়াবে বলে উন্মুখ আজ মহাসৌর প্রাণ।
তাঁকে আমি ঈশ্বর বলে জানি।

ক্ষয়িষ্ণু পাথর! সেও আজ রাঙিয়ে নিয়েছে
কৃষ্ণ কপোল। ঐ যে তার সিঁদুর মহিমা
আমায় ত্রস্ত করে রাখে।

অজড় অক্ষর, মন্ত্রপূত বারি। দহনের হোমযজ্ঞ
সব প্রস্তুত;

করো কৃষ্ণ পাথরের আবাহন।
আজই নির্মিত হোক অযোনিসম্ভব
কালপ্রতিমা।

শিক্ষা- এম.এসসি
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

খবর

বাসুদেব কুণ্ডু

ফুলের কাছে পৌঁছে দিয়ে খবর
আমার ছুটি আমার ছুটি
কখন আসে রাত কখন আসে দিন!
খুশির লুটোপুটি

এই যে আলো সকাল হলেই পথে
এই যে বাতাস বয়
এই যে জল চলেছে ছুটে চক্রাকারে
মাটির উপর সবই অক্ষয়!

পাখির ডানায় যে রোদ লাগে ভোরে
সারাটা দিন তারই ওঠা নামা
রূপের মধ্যে রসের মধ্যে রঙের মধ্যে
গন্ধ এবং শব্দে চলা থামা—

ফুলের কাছে পৌঁছে দিয়ে খবর
আমার ছুটি আমার ছুটি
এখন আমি দেখতে চাই রোজ
দোদুল দোলায় নেই ভ্রূকুটি

ফুলের কাছে পৌঁছে দিয়ে খবর
আমার ছুটি, আমার ছুটি

পেশা- সাংবাদিকতা

সান্নিধ্য

বিপ্লব সেনগুপ্ত

আকাশ শুকতারা
যেমন সাক্ষী রাখে
বাতাসে ভাসিয়ে আজ
সকাল সাজিয়ে চলে

একাকী জ্বলে জ্বলে
নিরেট রাত
স্বপন কথকতা
দরাজ হাত।

অসুখ শব্দ বুকে
উজান বেয়ে চলি
আঙুলে স্পর্শ তুলে
গলায় বরফ জল

আমরা চুপিচুপি
পানসে চোখ
কথার জাদু ঘোরে
লিখিত শোক।

ক্রমশ বেহিসেবী
পাঁজর খন্ড জোড়ে
জাদুর পরশ হাতে
চোখেতে চাঁদনী নেশা

কোলাজ গেঁথে গেঁথে
আবীর মুখ
স্ফটিক জ্বলে বুকে
কবিতা সুখ।

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- সাংবাদিকতা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

সর্পদংশন
বিশ্বজিৎ চৌধুরী

মৃত্যুকে আজ স্বাদু মনে হবে, জীবনেরও যেন ধ্বংস নেই
তুমি কি এখনও নীল হয়ে আছো চন্দ্রবোড়ার দংশনে?
সাপের ফণাতো দুলে উঠেছিল বেদেনির ক্রুর মাদকতায়
ফুঁসে উঠেছিল সরীসৃপের রক্তে মেশার প্রবণতা।

ছোবলে জেনেছো মৃত্যুর সুখ, ছোবলে দেখেছ বেঁচে থাকা
মেঘ বয়ে বয়ে ক্লান্তির পর, ঝরেছে তোমার সে আকাশ।
চৈত্রের ক্ষেতে ছড়ান খরায় শ্রাবণ নেমেছে ধারাপাতে
কৃষকের জানা ভূমি-রহস্য, চাষ ও দখল দুই হাতে।

বিড়ালের লোভ বাঁচিয়ে যত্নে আড়ালে রেখেছ দুগ্ধ
অথচ শঙ্খে সর্প জড়ালে প্রতি-রোমকূপ মুগ্ধ
পরিচ্ছদের সুতো ছিঁড়ে নিলে পরিধানে থাকে উত্তাপ
আমি তো তোমার দুগ্ধপোষ্য, দুধ দিয়ে পোষা কালসাপ।

পেশা- তাঁতশিল্পী

স্বপ্ন নিয়ে

বিজন দাস

এক স্বপ্নে তোকে পেলুম
এক স্বপ্নে হারাই
একটু আকাশ মাখিয়ে এক
স্বপ্নকে ঘুম পাড়াই।

এক স্বপ্ন ঘুমোয় আমার
এক স্বপ্ন জাগে
এক স্বপ্ন জোগায় স্বপ্ন
আঁধার পরাগে।

স্বপ্ন ওড়ে স্বপ্ন ঘোরে
স্বপ্নালু রোশনাই
স্বপ্ন আমায় বাজায় আবার
আমি স্বপ্ন বাজাই।

এক স্বপ্ন কাঁদে আমার
এক স্বপ্ন হাসে
কত স্বপ্ন জন্ম নেয়
স্বপ্ন-সহবাসে।

আলোর হিরে চুষে যখন
স্বপ্ন আমার ঘরে
স্বপ্নহীন শূন্যতা মেঘ
বুকের চরাচরে।

পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ৬টি

খই

বলদেব দাস

অপ্রত্যাশিতভাবে আজ সকালের কালো রাস্তায়
পড়ে আছে কিছু খই—অসম্ভব উজ্জ্বল এবং সাদা
পাখিদের বচসা সেই খইয়ের দখল নিয়ে
দূরে গাছের ফাঁকে সূর্যোদয়—বসন্তোৎসবের থালাভর্তি আবির।

একটু আগেই একটি মানুষ শব হয়ে চলে গেছে
এই পথে—জীবনের সমস্ত শীত উপেক্ষা করে—
আগুন পোহাতে, আত্মীয়ের চোখের জলে রেখে গেছে
সঞ্চিত অতীত, সব স্থাবর ও অস্থাবর রঙ!

আমার চৈতন্যের নীলে কেউ কি ছড়িয়ে দেয়
মুঠো মুঠো খই! নৃত্যরত দুটি কালো কাক সাতসকালেই
খুঁটে খায় স্মৃতি, পায়ে পায়ে শ্মশানবন্ধুর পথে
একক প্রভাত ফেরি একাকার হয় এভাবেই—

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
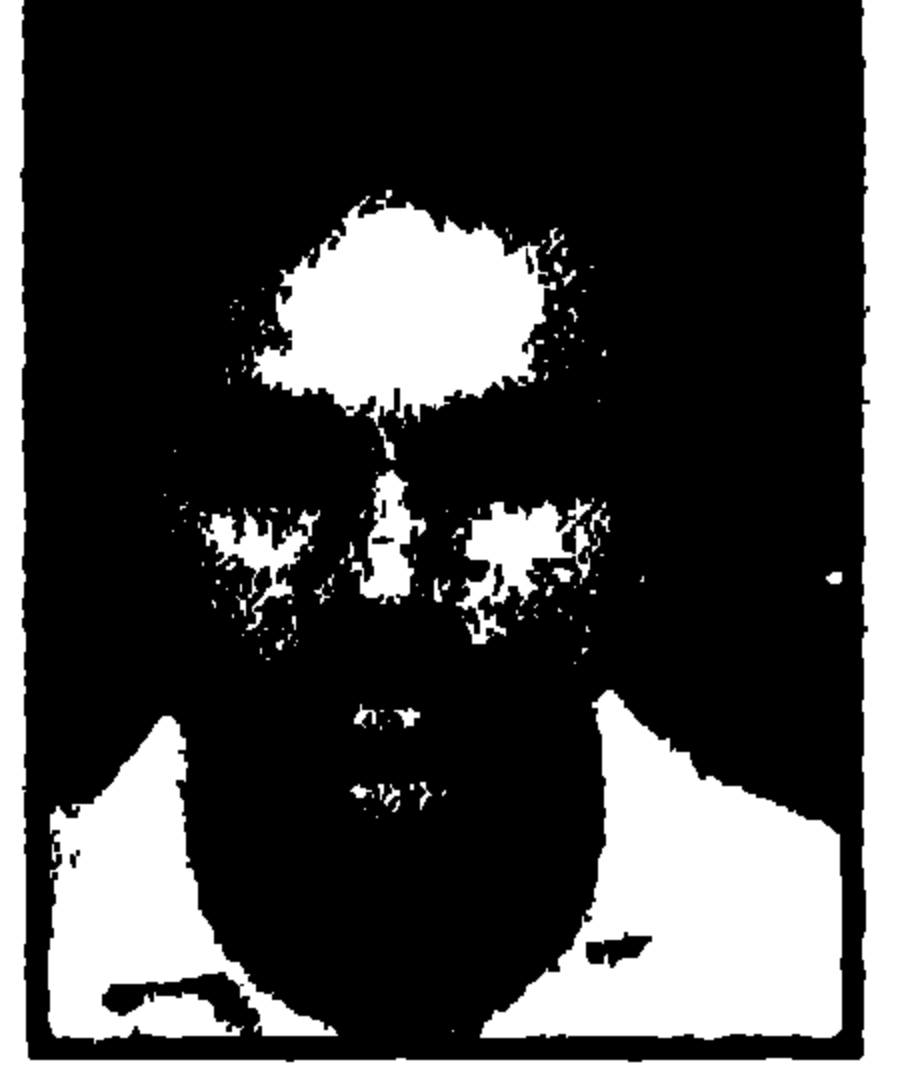
জ্বর ঃ নিঃসঙ্গ যাপন

বাসুদেব সেন

টাগরা জ্বালা করছে। শুয়ে পড়লাম।
সারা শরীর ঝিমঝিম মৃদু বোল;
মৃদঙ্গ।
সে এল সমস্ত শরীরে বীণার আওয়াজ তুলে।

তার আকাঙ্খার হাত ছুঁয়ে দিল
কনুই, হাঁটু, কব্জির পেশিতে পেশিতে;
দয়ালু প্রেমিকা যেন জ্বালাভরা মায়ায়...।
উঃ! মা গো!
ভালবাসা। রন্ধ্রে রন্ধ্রে তোমার চারণ।
রং লাগে দুনিয়ায়। বিচিত্র শরীরে আসে
পোড়া মুখ। অসুন্দর হাসি।

ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাবো। বেশিক্ষণ নয়।
তোমার মাপা জগতে এই তো বেশ
এই দুনিয়ায় লণ্ডভণ্ড সব।

ফাঁকে ফাঁকে ধ্বংসস্তুপ।...
রাণাঘাটে খ্রিষ্টান মিশনারি, আদিবাসী গীর্জা,
কত কি যে স্মরণ করি!
ওগো! বাঁধন খুলে গেল ওই পোষাকে আসাকে।
না। খুলো না। ওখানে শালবন। পাখির কাকলি।

যতক্ষণ পাচ্ছি আশ মিটিয়েই নেবো।
তোমার আমার মাঝে কোন ভাষা,
ছায়া নেই কোন।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

শূন্য আর শূন্যের খোলস

ব্রজেন্দ্রনাথ ধর

শৈশবে শুভদৃষ্টি হয়েছিলো যে সব
পাখিদের সঙ্গে তারা আর নেই। চড়ুই
থেকে মাছরাঙা ভিলভিলি থেকে বেনেবউ
সবাই 'বাংলার পাখি'র এ-খন্ড কিংবা
ও-খন্ডের পাতায় নির্বিকার। আমি যখন
বড় ঘরের ঘোরানো বারান্দার পেছনে
মা'র শাসন-ঘুম চুরি করে দাঁড়াতাম
কাঁঠাল গাছে একটা ঘুঘু ছায়া খুঁটতে
খুঁটতে ডানায় সময় জড়াতো। তার স্বর
থেকে আকাশ চিনে নেবার আগেই ছুটে
যেতাম মাঠের ডাকে বিকেলের কার্ণিশে।
আল পথের ঘাস আর বকের ডানায়
ঠেস দিয়ে দাঁড়াতাম আমি।
একটা আবরণ আমি আর আকাশের
গন্ধে আল্‌গা হতে হতে সন্ধের বিনুনি হতো।
শূন্য আর শূন্যের খোলস পেরিয়ে
বিলের কাছে দাঁড়িয়েছি বিল নেই, গাছের
কাছে দাঁড়িয়েছি গাছ নেই, ঘরের কাছে
দাঁড়িয়েছি ঘর নেই।... ইঁদুর মাটির
শীতল জঙ্গলে কোন পাখির পালকও নেই।

শিক্ষা- উচ্চমাধ্যমিক

পেশা- চাকুরী

শরৎ

বিনয় জানা

শরৎ চলেছে কাশবন পথে
আগমনী গান গেয়ে;
টগর পেতেছে হৃদয় আসন
ধবল কুসুম দিয়ে।
আমলকী তুই বিষণ্ণ কেন!
মুছে নে চোখের জল;
শরৎ যে তোর দুয়ারে দাঁড়ায়ে
হৃদয় আগল খোল।
শিউলীর হাত ভরেছে শরৎ
ভরেছে হৃদয়খানি;
মালতী মধুপে খুনসুটি করে,
করে শুধু কানাকানি।
"এসেছে শরৎ হিমের পরশ"
পরশ করল কারে?
বিরহী বঁধূর হৃদয় দোলাল
উৎসব সমাচারে!

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি
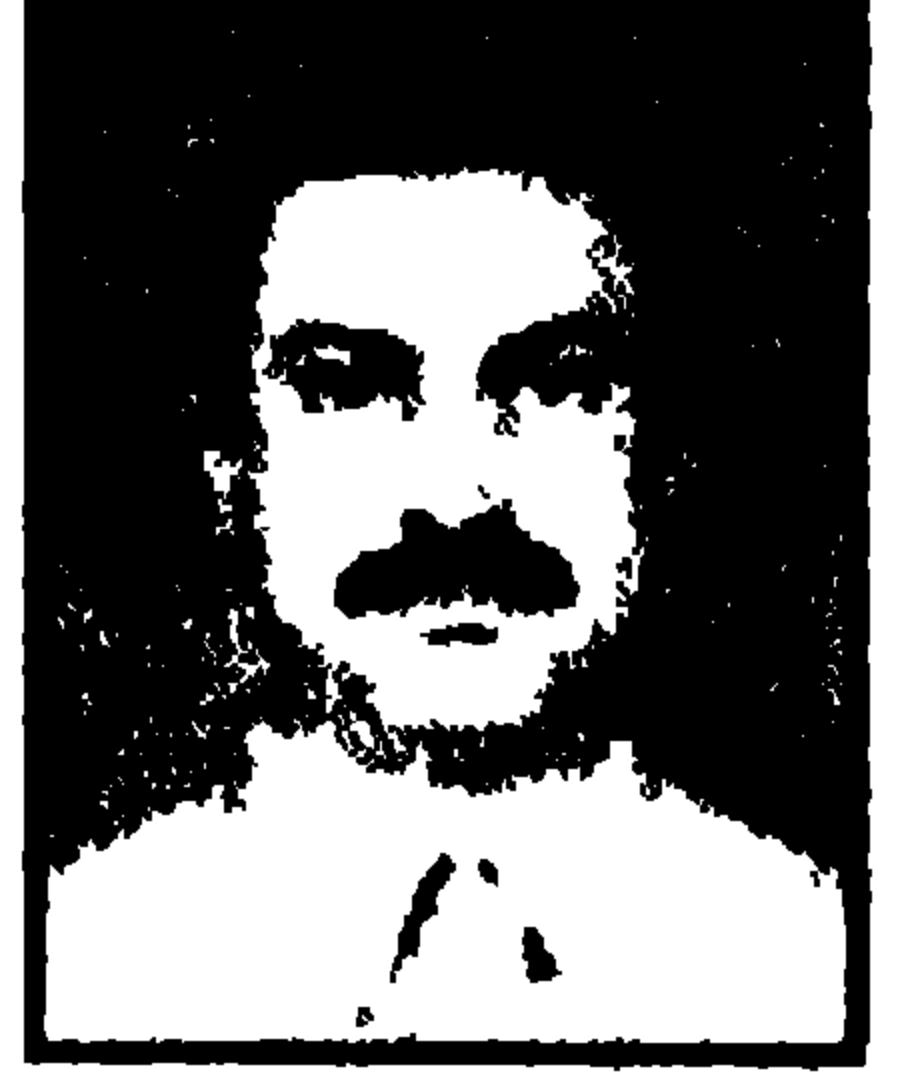
রাত বাড়ছে

বিশ্বজিৎ রায়

বাত বাড়ছে আর আমাদের সংগোপন দ্বিধাগুলি উঠে আসছে একে একে
তারপর ঢেউ দুলে ওঠা মস্করা

এবার কাহিনী জোড়া হবে ভোরের স্লট থেকে পিচ্ছিল ক্যামেরায়
একের পর এক তুলে নেওয়া হবে স্লাইড
বাতিল গরুগুলি যাবে কশাইখানার দিকে আর বাকি সব
রঙচঙে ঢলঢলে পুতুল সাজিয়ে রাখা হবে পণ্যবাক্সে।

তর্ক ঝগড়া সব চলবে হিস্‌হিস চাপা স্বরে
জোর বাড়লে গলায় ঢেলে দেওয়া হবে অ্যাসিড
আর পতনের শব্দগুলি চুঁয়ে নামবে নাভির কাছাকাছি

যেখান থেকে জন্ম নেবে নতুন পৃথিবী আবার
কোনও একদিন সঠিক ভোর হলে...

পেশা- চিকিৎসা
গ্রন্থ- ১টি

দেবীবরণ
বিষ্ণুপদ বালা

শত অনুরোধ সত্বেও
ঠোটকাঁপা দুষ্টু মেয়েটা একটুও দাঁড়ালো না, বসলো না।
নীল শাল মুড়ি উল বুনতে বুনতে চলে গেল।
হাতের মুঠোয় নিয়ে থোকা থোকা ঠান্ডা মটরশুঁটি,
আর ঠোটে নিয়ে কচি কচি হলদে গাজর।

আমি কত বললাম, আর কটা দিন থেকে যাও—
তোমার জন্যে পলাশ ও মাদার ফুলেরা অপেক্ষা করে বসে আছে গাছে গাছে
তার রেণু কপালে উড়ে এসে সূর্য ওঠা অন্য দিগন্ত হয়ে যাবে।
কচি কচি গাবপাতায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে
তোমার পরনের অসংখ্য সবুজ শাড়ি
একটু পরে আবিরে স্নান করে উঠবে সমস্ত রাধিকা-শরীর।

কত বললাম, আর কটা দিন থেকে যাও না—
চোখরাঙা কালোপাখির ডালে ডালে হবে সংগীত প্রতিযোগিতা
তোমাকেই তো রাখা হয়েছে তার বিচারক, কিংবা
বনানী পাড়ায় গন্ধেশ্বরী কলোনিতে হবে দেবীবরণ উৎসব
সেই মঞ্চে হয়তো তুমিই তার প্রতিমা।

তবুও ঠোটকাঁপা দুষ্টু মেয়েটা একটুও দাঁড়ালো না, বসলো না
নীল শাল মুড়ি উল বুনতে বুনতে চলেই গেল।

শিক্ষা- এম.এসসি, পিএইচ.ডি
পেশা - অধ্যাপনা
গ্রন্থ - ১টি

তুমি যদি
বিদিশা ঘোষ দস্তিদার

তুমি যদি বৃষ্টি হতে
ইচ্ছে মত ভিজতে যেতাম,
আকাশজোড়া মেঘের মত
কালো আঁচল বিছিয়ে দিতাম।
চৈত্রদিনের ঘূর্ণি হাওয়া
উড়িয়ে নিল যে খড়কুটো—
তারি জন্য মনখারাপের
কষ্ট কথা একটা দুটো।
তোমার কানে বলতে পেলে
দুঃখ পাথর গলিয়ে দিতাম
সব হারিয়ে সবই আবার
কুড়িয়ে দু হাত ভরিয়ে নিতাম।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- সাংবাদিকতা
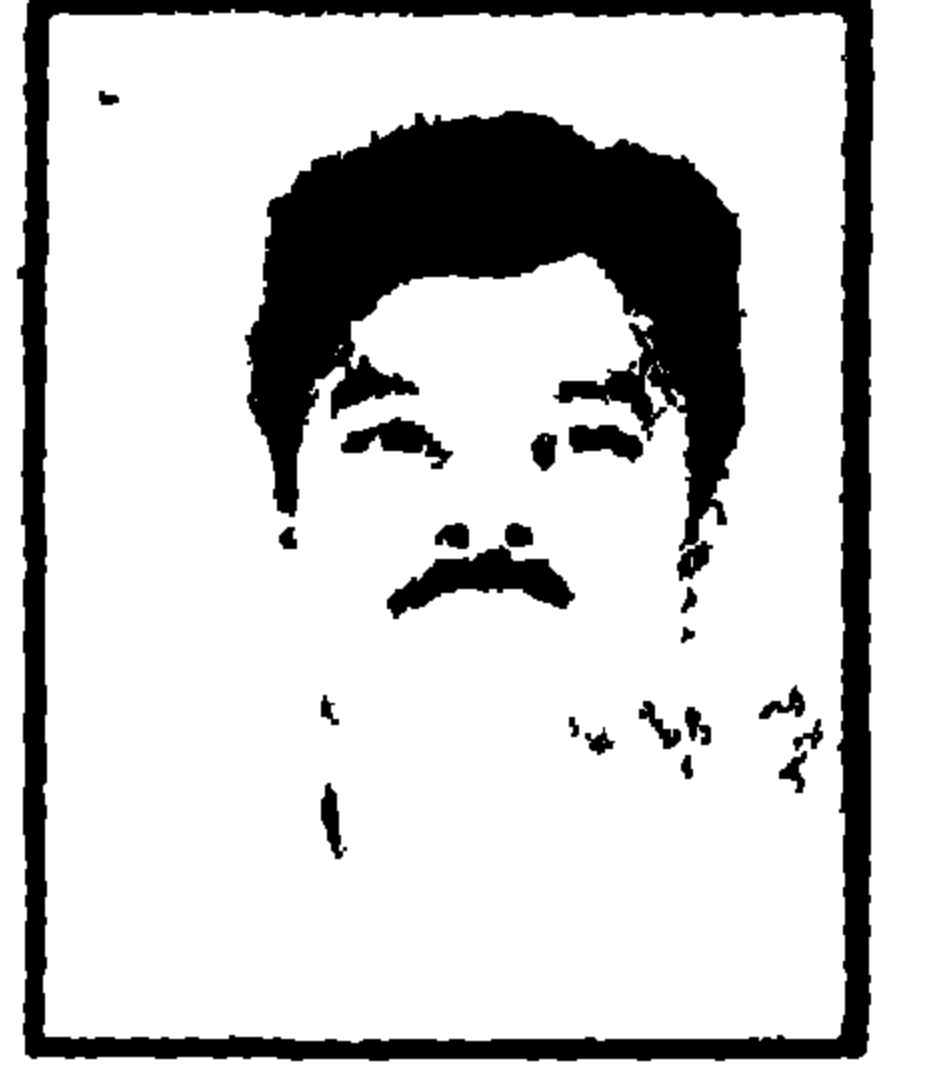
হাত পেতেছি

বাবলু স্বর্ণকার

হাত পেতেছি মেঘের কাছে
ধার দেবে কি বৃষ্টিটাকে
প্রাণ রোদে পুড়ছে মাটি
বুনব কবে সোনার ফসল।

হাত পেতেছি চাঁদের কাছে
ধার দেবে কি রুটি কতক
জ্বলছে আগুন পেটের ভিতর
ক্ষইছে শরীর মধ্য রাতে।

হাত পেতেছি প্রেমের কাছে
ধার দেবে কি শান্তিটাকে
জ্বলছে মানুষ পুড়ছে মানুষ
যুদ্ধ নেশা সর্বকালের।

হাত পেতেছি গাছের কাছে
ধার দেবে কি তোমার সবুজ
জীবন জুড়ে শুধুই হলুদ
থাকল ওরা সিঁড়ির নীচে।

আর পাতবো না হাত
অনুনয়ে, ছিনিয়ে নেব সব কিছুকে
হাত পাতলেই দেমাক বাড়ে
কাড়তে হবে সংস্কৃতিতে।

শিক্ষা - বি.কম
পেশা - চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ - ১টি

এ কাহিনী কাশীর

বিকাশচন্দ্র সেন

বন্ধু কাশী তার যে মাসী বৃন্দাবনে থাকে
মেজ কাকা কেবল টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখে।
দাদু ননী বিরাট ধনী দান করা তার ধর্ম।
বাবা রাম ঝরায় ঘাম খাজনা আদায় কর্ম।
মা যে ঘরে রান্না করে ছড়ায় মাছের গন্ধ
বিড়াল দুটি গেল ছুটি দেখল দরজা বন্ধ।
দাদা শক্তি চায়ে ভক্তি চুমুক দেয় সুখে
ভাইটি ছোটু ভীষণ মোটু ছড়া কাটে মুখে।
বোনটি রীনা ধিন্‌তা ধিনা সব সময়েই নাচে
দাদুর পি.এ. নস্যি নিয়ে হঠাৎ হঠাৎ হাঁচে।
বাড়ির পাখি ডাকাডাকি সকাল সন্ধে করে
ভাইপো ভজা করে মজা লেজটি চেপে ধরে।
বন্ধু ভোলা খেয়ে ছোলা কুস্তি রোজ করে
ভাগ্নে বিশে তালগাছে সে ভর দুপুরে চড়ে।
চাকর জোরে ঝগড়া করে দেশে গেল চলে
গরু কালী লাফায় খালি দুধ দেবেনা বলে।
এরই মাঝে সকল কাজে কাশীর দেখা মেলে
কাজের শেষে সবাই হেসে বলে 'পাগল ছেলে'।
এইতো সেদিন বৃষ্টির দিন পিছলে পড়ল কাশী
বলব কি ভাই পাড়ার সবাই করল হাসাহাসি।
এখন কাশী বাজায় বাঁশি গাছতলাতে একা
এই জীবনে প্রতিক্ষণে সব কিছুই তার দেখা।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর

পেশা- চাকুরী

অভিসার

বীরেশ চন্দ্র ঘোষাল

চালচিত্র—সাজানো গোছানো
ঢেউ বিন্যাসে—যায়, আসে।
মূল্যহীন সোনার পরশ
        অভিসার, প্রেম, বিরহ
অলসের অলীক বিলাস।
দৌড়াতে হয়।
সবাই দৌড়ায়, অনিশ্চিত আশ্বাসে।
যা ছিল জোয়ার, যা ছিল ফল্গুধারা
জোছনায় মধুময় স্মৃতি
কেড়ে নেয় শুধু দুটো রুটি।।
ছন্দ, গান প্রেম
                চলে গেছে
হয়তো আরও দূরে যাবে।
তবু আমি যাব অভিসারে
        হোক না একটু সময়;
এ এক নতুন স্বর্গ—নতুন উচ্ছ্বাস
        ক্ষণিক হলেও—ভালো।।

পেশা- চাকুরী

আয়না
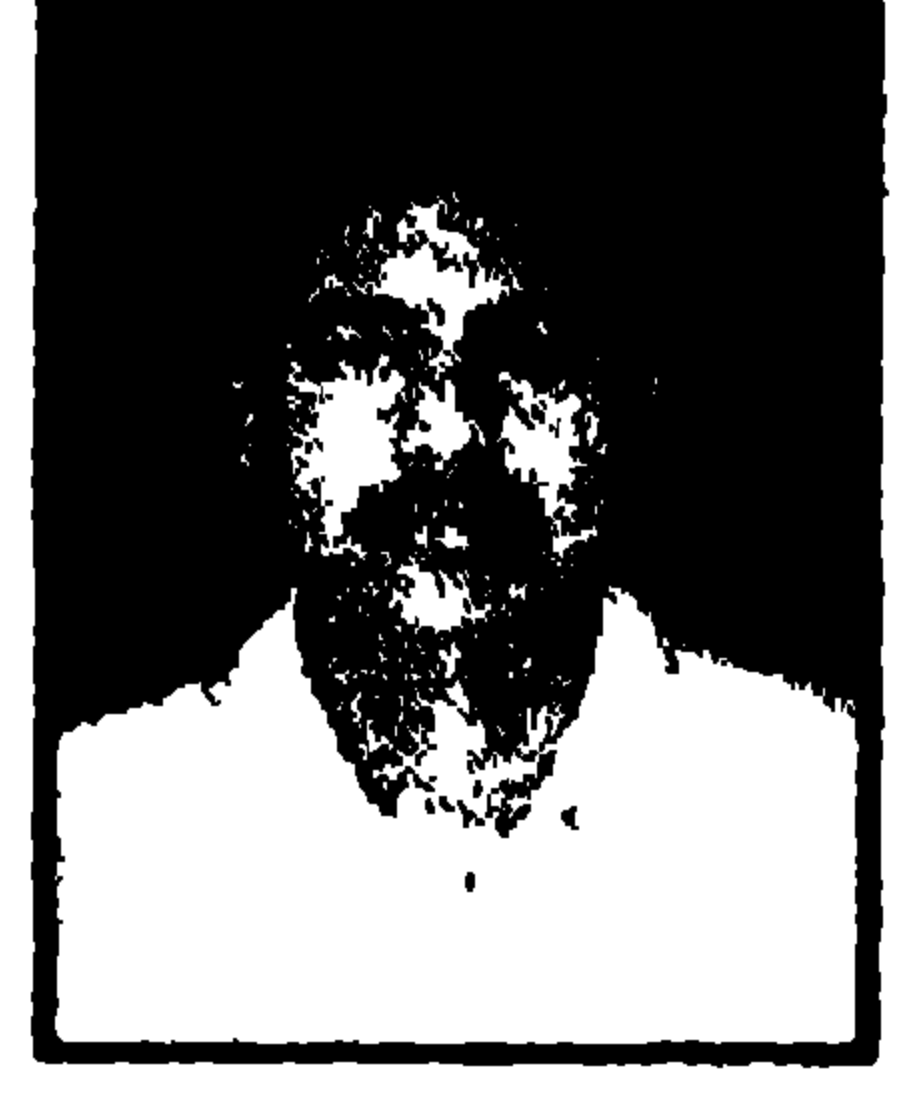
বিকাশ রঞ্জন ভূঁই

প্রত্যহ আয়নার সামনে নিজের প্রতিবিম্ব
দেখতে দেখতে অনেকটা সময় পার হয়।
অগোছালো চুলগুলিকে বেশ যত্ন করে
বার বার আঁচড়ে চলি সুপ্ত সংশয়ে।
চোখের চাউনিটাকে অভিনেতার ভাবে
আনতে চেষ্টা করি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।
মুখমণ্ডলের অবয়ব পরিবর্তনের মধ্যে
কখনও হাসি আবার কখনও কাঁদি।
মনের মণিকোঠায় অহরহ দৃষ্টিনন্দনের
গোপন প্রয়াস চলে।
কে যেন একদিন আমার আয়নায় চুল
আঁচড়াতে এল, তার প্রতিবিম্ব সে দেখল
আমি দেখলাম তার আসলরূপ
আহা কি রূপ! অপরূপ সুন্দর
আমি যেন কুৎসিত তার চেয়ে
সে আমার আয়নায় একটা টোকা মেরে বলল,
অতি নিম্নমানের আয়না
বাড়ির কাজের লোক একদিন আয়নায় মুখ দেখল
কিন্তু তার মনের আয়নার কাছে
পার্থিব সকল আয়নাই ম্রিয়মান।

শিক্ষা- এম.এসসি
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি
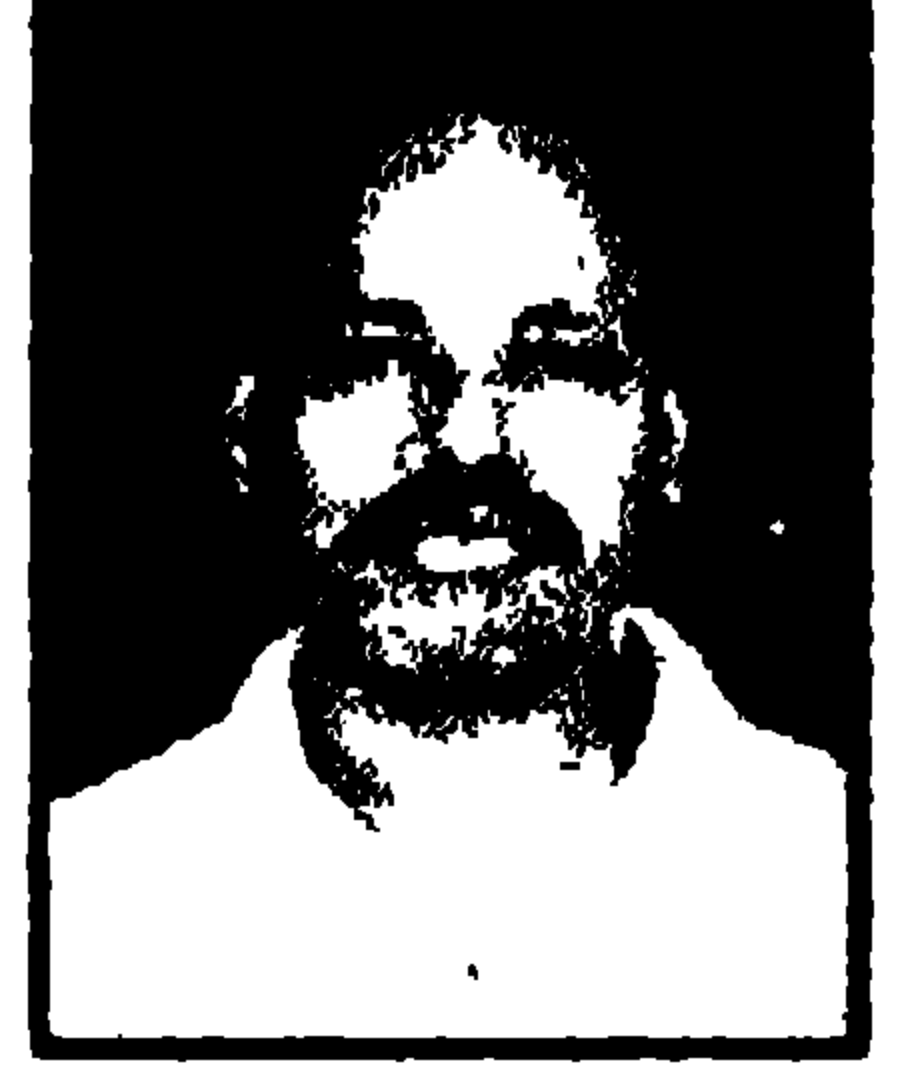
ওরে পাগল, কেন ভাবিস

বিজন মজুমদার

যেতেই হবে যখন চলে
মা-মাটির এই তলে
বৃথাই ভেবে কেন রে তুই
ভাসিস চোখের জলে?
পৃথিবীর যত সবুজের দল
মাটিতে পেল প্রাণ
সেইখানে যেতে মন আজ তোর
করছে আনচান?

ওরে পাগল, বেড়াতে এসে
মন খারাপ কেউ করে?
আনন্দ আর হাসি গানে
থাক্ না বিভোর হয়ে।।

শিক্ষা- বি.এ
পেশা- সাংবাদিকতা
গ্রন্থ- ৪টি
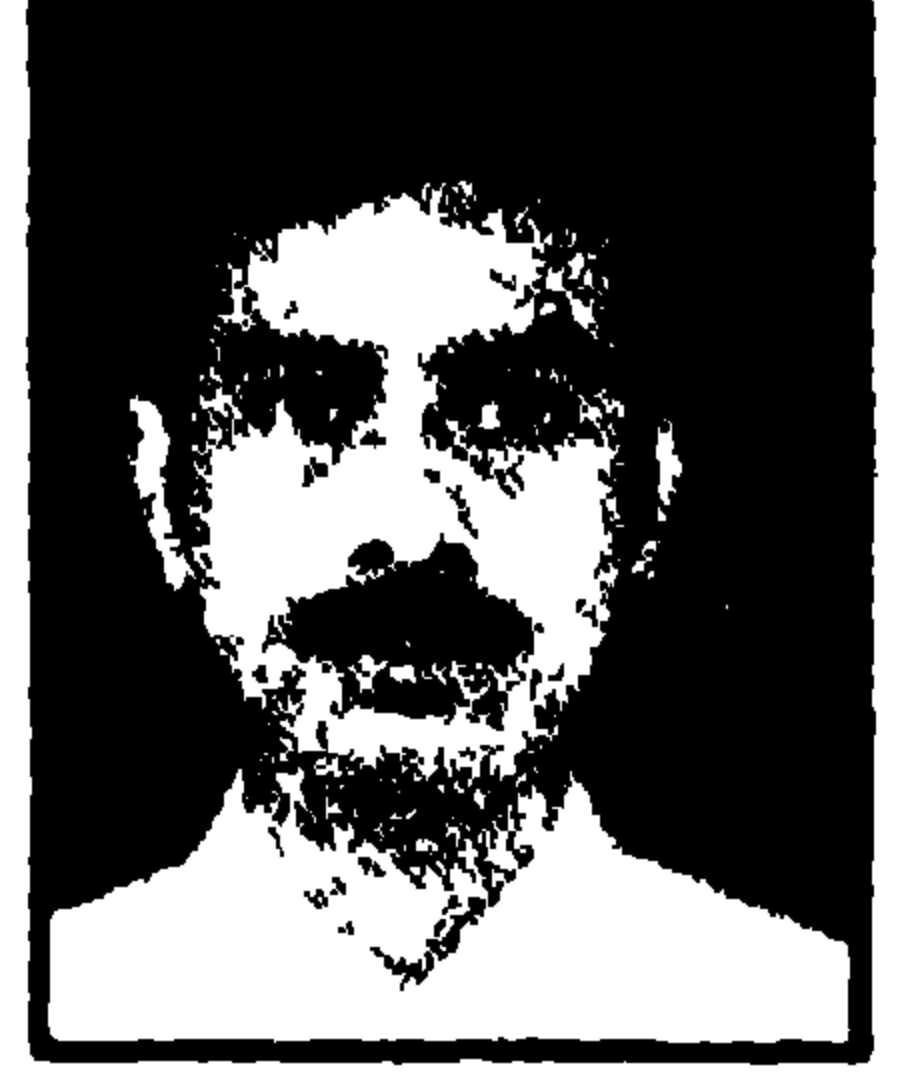
শুধু তুমি

বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি ঘুমিয়ে ছিলে বিছানায় উবু হয়ে বালিশ জড়িয়ে,
তখন তুমি ক্লান্ত দেহে ঘুমোচ্ছিলে,
দূর থেকে মোহময় লাগছিল তোমায়।
মনে মনে ভাবছিলাম কাছে গিয়ে আদর করি তোমায়।
ইচ্ছা হলে ছুঁতে পারি না সব সময়
যতদিন থাকব এই ভুবনে।
মনে মনে গাঁথব মালা তোমার, শুধু তুমি, শুধু তুমি
একান্ত হয়ে থাকবে প্রতিদিন।
এই আশায় এখনও কাটাই জীবন তোমাকে ভালবাসতে
পেয়েছি অনেক ভুল প্রতিশ্রুতি, পেয়েছি আঘাত,
তবু,
ইচ্ছে ছিল তোমাকে নিয়ে গড়ব ভালবাসার প্রাসাদ।

গাছবৃত্ত

বিশ্বজিৎ ঘোষ

সবুজ কোষ মানে ক্লোরোফিল—
এই কথা জানে দূষিত বাতাস
শিকড়ে নাড়ির টান
জীবকূল জানে
শিখর প্রদেশে শির—শীর্ষমুকুল
যুবক বয়স চলে স্রোতের বিপরীত
বৃক্ষ সুলভ ভঙ্গিতে
গাছেরাই সামলে নেয় সমস্ত ঝড়
ঝড়ের প্রেক্ষিত

মানুষেরা জানে গাছবৃত্ত, অক্সিজেন
গাছই শুধু শোনে গাছেদের শাশ্বত ব্যথা
আর ব্যথায় কুঁকড়ে যাওয়া সেই হৃদয়টা
গাছের ঠিক কোথায় থাকে
তা হয়তো জানতেন জগদীশচন্দ্র।।

কাব্যগ্রন্থ- ১টি

যখন লিখতে থাকি

বিরূপাক্ষ পাণ্ডা

রাত্রির নিভৃতে একা ভাবি আর ভাবি
স্বভোজী স্বপ্নে খেলি কত্থক নাচা
হিমে মগ্ন চিন্তার জবুথবু আশা
লিখে ফেলি এক পাতা বিক্ষোভের ভাষা।

শব্দের বুননে তবু লেগে থাকে ফাঁদ
ভুত দেখা ভয়ে মরি প্রতি দিন রাত
কে যেন শ্মশানে টানে ভৌতিক বিশ্বাসে
ছাই স্তূপে দেখি পালকের দাগ।

রাত্রির ঘুমের ঘোরে প্রেমের আলিঙ্গন
ডাকবাক্সের চিঠির মত তালা বন্দী থাকে
পরের দিন প্রতিদিন হাবালতি খাবারে
বিজ্ঞাপনে ধূপধুনা ঋণদাতা ডাকে।

সময়ের শস্য কাটে হিংসার ছোরা
প্রতিবিম্বে নিজের ছবি চোখ ভরা জল
তোমাদের আলো ঘরে বিস্ফোরণ নেশা
আমাদের অন্তঃপুরে শূন্য ফলাফল।

শিক্ষা- ইনজিনীয়র
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

কেউ ছোঁবে না

বাসুদেব আচার্য

এখন আমায় কেউ ছোঁবে না;
আঁতুড় ঘরের ছোঁয়াচ আমার।
অফিস ফেরতা বাড়িমুখো বিকেলগুলো
কিম্বা তোমার লতানো হাত,
কেউ ছোঁবে না।
যে পাতাটা আমার পায়েই পড়বে বলে
এত হলুদ
সেও আমায় যেন না ছোঁয়
অপেক্ষাতে একটু থাকুক।
পড়ব আমি এখন
আমার সদ্য লেখা কবিতাটি
এখন আমায় কেউ ছোঁবে না।

তারপরে তো ছুঁতেই পারে।
ছুঁতেই পারে যে জ্যোৎস্নাটা
ঘাটের উপর মুখ থুবড়ে বিষণ্নতায়
কিম্বা তোমার নিরুত্তাপের ছোট্ট 'না'-টা
পুরনো দিন সাঁতরে আবার অনায়াসেই ছুঁতে পারে।
রাত্রি যদি ছুঁতেই আসে চোখের পাতা
শুধু আরেকটিবার পড়বো আমার সদ্যলেখা কবিতাটি
মোমবাতিটা নিভিয়ে দেবো।

এবার তোমরা যে কেউ আমায় ছুঁতে পারো।

শিক্ষা- বি.এ. পাঠরতা

অপেক্ষা

রবি চক্রবর্তী

আমি ভাঙি, প্রতিদিন প্রতিনিয়ত
ভাঙে হাড়-মাস ভাঙে গোটা হৃদয়
প্রতিটি সকাল শুরু হয় আমার
ভাঙনের খেলা দিয়ে।

সকাল গলে দুপুর হয় দুপুর
গড়িয়ে বিকেল সমস্ত দিন
হাজারো হাতুড়ি আমাকে
টুকরো টুকরো করে ছাড়ে

—আর সন্ধে হতেই গড়তে বসি
গোটা রাত ধরে একটার পর একটা
একটার পর একটা হাড় সাজাই আর
অপেক্ষা করি আগামী ভোরের

পেশা- অধ্যাপনা

প্রতীকী

বসুধা বিশ্বাস

এখন শব্দের ভিড়ে তুমি হেঁটে যাও
তোমাকে তো চিনে নিতে ভুল পরিকল্পনার দ্বারস্থ
হতে হয় বারবার। ভুল অঙ্কে প্রতিদিন
সংসারে জীবন যাপন। সামঞ্জস্যহীন ভালবাসা
কতদূর নীলিমায় সঞ্চারিত হতে পারে মেঘে?

এতসব কূট প্রশ্নে আহত হতে থাকি আমি।

অভিধান দূরে থাক, ব্যাসকূটে ভাষ্য শুধু তাঁরাই লিখুন।

আমি বলি, কবিকে একথাই বলি
ভালবাসার গভীরে যদি কোনদিন রম্যপদাবলী
বেজে ওঠে, গেয়ে ওঠে বিমূর্ত জীবনের গান
তাকেই প্রতীকী বিন্যাসে, অনুভবে তুলে ধরো
তাই হোক কবির নির্মাণ।

পেশা- অধ্যাপনা (অবসরপ্রাপ্ত)
গ্রন্থ- ৭টি

কাঠামো

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

ওভাবে ঘরের জমে থাকা আবর্জনাগুলোকে
ছুঁড়ে ফেলে দিও না রাস্তায় দোতলার ছাদ থেকে,
পথচারীর গায়ে পড়লে
হুলুস্থুল বেঁধে যাবে
হয়ত সাম্প্রদায়িক লড়াই শুরু হয়ে যাবে।
রাস্তার পাশে রাখা পৌর-বিভাগের ডাষ্টবিনে
ফেলে দিও রাতের অন্ধকারে
পলিথিনের প্যাকেটে মুড়ে
সভ্যতা তাই বলে।

সকাল হতে না হতেই
জঞ্জালগাড়িটা স্যার স্যার শব্দ করতে করতে
নিয়ে যাবে নিক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত
পচাধসা আর্বজনাগুলো—
তবুও মাছি ভ্যান-ভ্যান করেই...
কাক কুকুর কতই বা করবে পরিষ্কার ?

বেড়ালটা রাস্তা পার করলো এক লাফে—
চলন্ত গাড়ির চাকাটাকে বাঁচিয়ে,
আমার এতোদিনের প্রহরে গোনা
গদ্যময় পরিশ্রমগুলো
বাঁধা আছে ঐ পুঁটলিটাতে,
ওটাকে আবার ফেলে দিও না ভুল করে!

আমি আর কবিতা লিখতে পারছি না
কাঠামোটা রেখে দিও যত্ন করে।

শিক্ষা- এম.এসসি
পেশা- চাকুরী

আক্রমণ ভাঙছে

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

অনেক দিন মুখ চোরা ছিলাম এখন মুখ খুলছি
আত্মমগ্ন নই, শুদ্ধ উচ্চারণে
আক্রান্ত হচ্ছি প্রতিটি মুহূর্তে।

কোন নিঃসঙ্গতা এখন আর তেমন ভাবায় না
অনুবাদ করতে পারি নীরবতার ভাষা
বসন্তের অধিবৃত্তে প্রত্ন গুহায় আদি রিপুর শীৎকার
ফসিলকে কাঁপায়।

এখন আর মুখচোরা নই ঠোঁটে শানিত উচ্চারণ
শব্দ মুখর সংলাপ ছিঁড়ে ফেলেছে চোরা স্রোতের টান
খুঁজে বের করেছি সিন্ধু সভ্যতার দিন
যৌবন শিখে নিচ্ছে শিলালিপি উদ্ধার।
কার স্পর্শে কোন্ জাগরণ?
প্রতিশ্রুতির ছোঁয়া পেয়ে খুলে যায় পদ্ম কোরক।

সোনালী মোড়কে আসার দিন গুলিও প্রশ্ন বোধক
বাসি ফুল নিরুত্তর আলো
বুকে শতাব্দী শেষের ক্লান্তি
তবু উল্কা পিণ্ড হয়ে যাচ্ছে পাললিক শিলা
বোবা যৌবনে মুখর পৃথিবী আক্রমণ ভাঙছে।

শিক্ষা- এম.এ পাঠরত
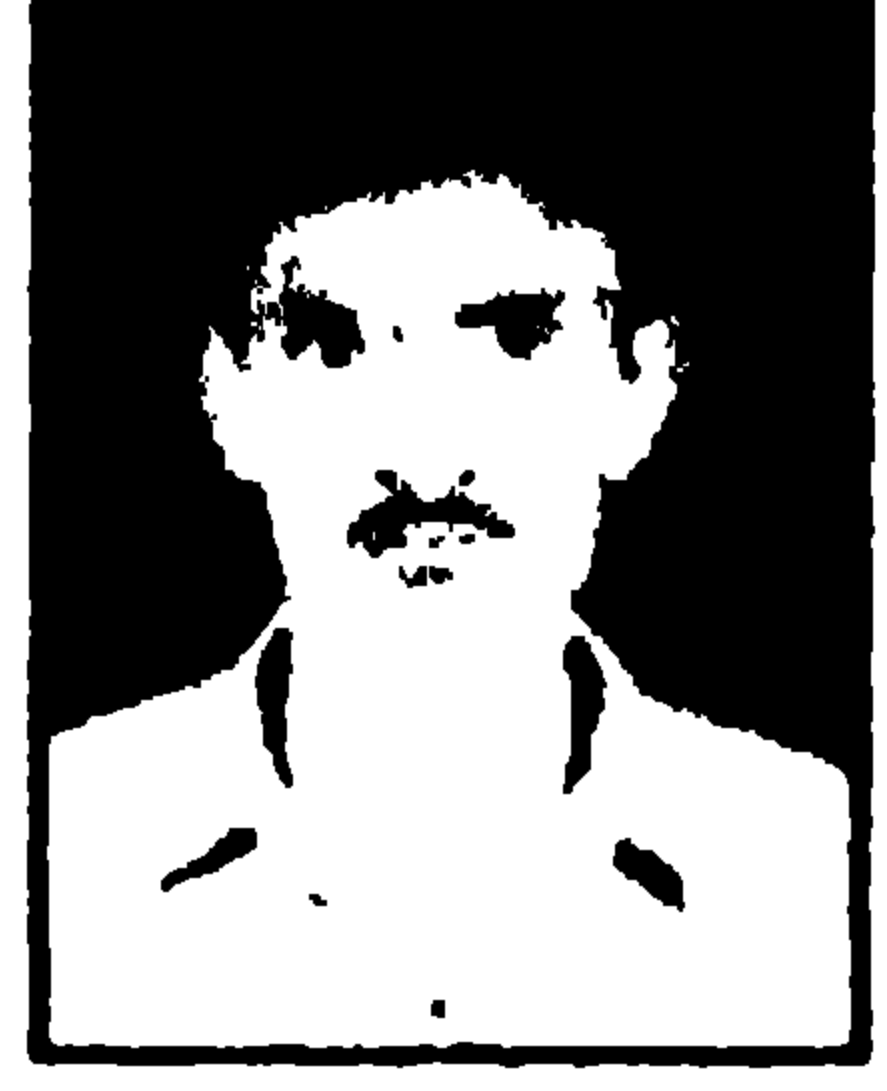
ওরা কারা

বাপ্পাদিত্য পান্ডে

ভূত নয়, ওরা কারা?
কঙ্কাল নয়, ওপরে কালো চামড়ার আস্তরণ
ওরা গুটি গুটি হাঁটে, কথা বলে, আর
একটুতেই হাঁফায়।

ভূত নয়, ওরা কারা?
একখানি শতচ্ছিন্ন নেংটিপরণে
বাবুদের দেখলেই একহাত বাড়ায়
কিছু খেতে চায়।

ভূত নয়, ওরা কারা?
দুপায়ে হাঁটে অথচ চেনা যায় না
দেখা পেলেই আঁতকে ওঠে শিশু, কিন্তু
ওরা কারো কিছু ক্ষতি করে না,

ভূত নয়, ওরা কারা?

উৎপীড়নে সেকাল একাল

বিনয় কুমার দাস

রাজা সব অত্যাচারী, মন্ত্রীরাও চোর,
প্রজাদের নিপীড়নে বড়ই কঠোর।
প্রজাদের দিন কাটে বেদনার মাঝে,
কোতোয়াল পেয়াদারা যমদূত সাজে।
লেঠেল বাহিনী যত করে উৎপাত,
সুযোগ পেলেই করে প্রজা উৎখাত।
উজির নাজির নেই, নেই রাজা আজ,
বাদশাহী চালে তবু চলছে সমাজ।
গণতন্ত্র, সাম্যবাদে রাজ্য আছে ঠিক,
প্রজারা এখনো হীন, হারিয়েছে দিক।
শাসন শোষণ আছে, আছে নিপীড়ন,
নেতারা বোঝে না কেউ জনতার মন।
রাজ্যময় ব্যাভিচার মন্ত্রীদের চালে,
কর বাড়ে, দর বাড়ে, প্রতিটি সকালে।

জন্ম- হাওড়া
শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

অনুভবের গদ্য
বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি বিশাল বৃক্ষ অথবা মিনার থেকে নিচে তাকালে
যে শূন্যতা চোখে পড়ে, জাগুয়ার কিংবা চিতা-সিংহীর খাঁচার ভেতরে
রক্তছেটা দেওয়ালে যে শূন্যতা দেখে অচিরেই আরণ্যক হই,
সেই শূন্যতার গর্ভে ঝুলছি আমরা—মাতৃগর্ভেও ছিল অবুঝ
সিসাভ অন্ধকার, কিন্তু এখানে, এখানে জীবন ও মৃত্যুর ইতিহাস আছে
অগণন মানুষের বিশ্বাস আছে, আছে আলো হাওয়া ও রোদের
নীরব প্রশ্রয়।

বাসের ঝোলনা থেকে ট্রামে, ট্রাম থেকে দুরন্ত ট্রেন,
জেট-জাম্বো বিমানের পাখনা ভেঙে সমুদ্রের ঢেউ স্পর্শ ক'রে,
মিতবাক নক্ষত্রের উপযুক্ত সহকর্মী সুবাদে শিশুর মুখে চুমা দিয়ে,
কবিতায় গানে উষ্ণ কথোপকথনে, টেলিফোন, ফ্যাক্স, এমটিভি
দূরদর্শনের বিবিধ সংবাদ শুনে ভরিয়ে তুলছি এ কোন্ শূন্যতা!
যোগাযোগ—মানুষের আদিম ভয়াবহতার বিরুদ্ধে
এক গোপন ট্রাপিজ, হাস্যাস্পদ দড়িতে বাঁধা খেলনার
কী প্রভূত আয়োজন!

আমরা কী শুধুই শূন্যতা ভরিয়ে তুলতে চাই
পাতালপুরীর গান গেয়ে উঠতে চাই উপরের দিকে
এই কুয়ো বেয়ে; অফুরন্ত সেই উপরের দিকে
যেতে হবে বলেই কি ভুলে গেছি
প্রেম মানে অস্থিদাহ নয়, মায়ের বদলে
গাছও মা হতে পারে প্রত্যেক রবিবারে।

প্রতিকৃতি

বিজয় ভূষণ রায়

ভাবতে পারি না আত্মঘাতী ব্যঙ্গবিদ্রূপের
জন্যে, আমি নিজেই কতখানি দায়ী?
অথচ শীর্ষ একটা বিচার সভায় বসে
আমার সব পাপাচার আর দুষ্কৃতিগুলো
নিজেকে নির্দোষ ভাববার কতো ছলাকলার
আশ্রয় নিতে ব্যস্ত—মুখোসের অন্তরালে।

অকস্মাৎ আবিষ্কার করি আমার প্রচ্ছায়া
কায়া থেকে বেরিয়ে বিশ্বাসঘাতকের
মতো—ছন্দতাল-আবেগ-উচ্ছ্বাসের থলেটাকে
একেবারে উপলব্ধির আয়নাটার পেছনে
মেনি বেড়ালের মত কিসের জানি একটা—
গোপন মতলব এঁটেছে আমার অজান্তে।

গ্রন্থ- ৩টি
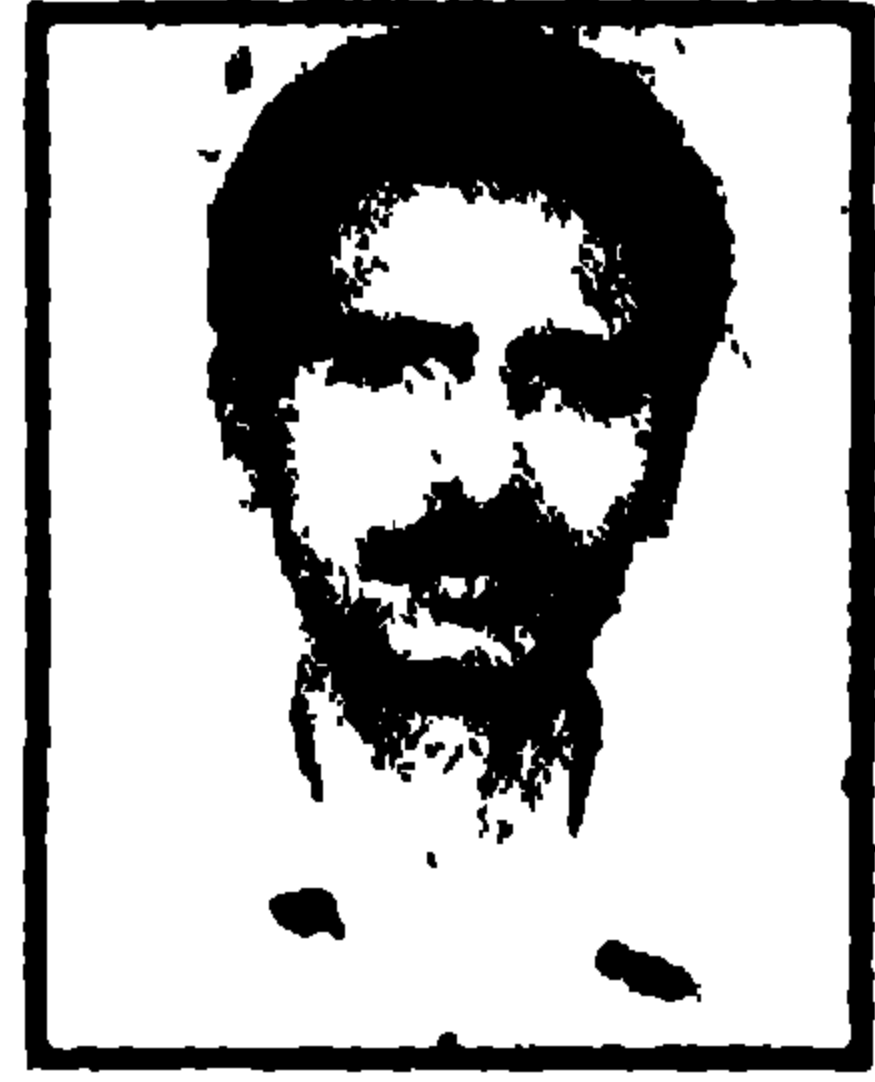
তাজমহল বানাও

বিপ্লব রায়

যাবে যাও ক্ষতি নেই
দেখো দু'চোখ ভরে দেখো,
তবে শুধুই দেখা নয়—
রক্তমাংসের আঁখি দিয়ে
দেখো যতখুশি দেখো
তবে—তবে—তবে
দোহাই, একটু মেলে ধরো
হৃদয়-আঁখি!
শপথ নাও—না তুমি—আমি
সবাই মধ্যবিত্ত
পয়সা কই!
তবে—তবে—তবে
আমরা সবাই এক একটি খনিমালিক
না, কয়লা নয়, হীরের খনি!
হৃদয়-খনি!
সেই সম্পদেই ওখানেই এক কোণে
বানাও তুমিও বানাও,
না হোক অত সুন্দর অত দামী
তবু-বানাও আরও এক ভালোবাসার
তাজমহল।

জন্ম- কলকাতা
শিক্ষা- বি.এ
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ১টি

এলাডিং বেলাডিং সই

বিমল রায়

আবার শৈশব ফিরে পেলে ছুটে যাব তোমার নদীর কাছে
ততদিনে কাজের শরীর থেকে খসে পড়বে রমনীয় কাম
অথবা সোনাঝুরির রেণু
স্কুল পালানো সেই সব রেণুদের কুড়িয়ে কুড়িয়ে
বোকে বানানো ধাত্রীর মতো ছুটি হয়তো
ততদিনে জন্ম নিয়েছে আষাঢ়ের মেঘে
ভেসে যাচ্ছে পূর্বাপর সমস্ত স্মৃতি সীমানা পেরিয়ে
আমাদের চেনাজানা আকাশ বিছানা
ঢেকে দিচ্ছে ডিজেল ধোঁয়াশা

তবু মেঘ ছিঁড়ে রোদ নেমে আসে ছুটিদের বাড়ির উঠানে
তখন চাতক ডাকে সাড়া দেয় নদীর উদাসী বুক
শরীর উজাড় করে ছুঁয়ে থাকে জল ও মাটি

অপার রাত্রির বুক থেকে জ্যোৎস্না নেমে এলে
ছুটে যাব তোমার নদীর কাছে
এলাডিং বেলাডিং সই খেলার আসরে।

রেখে যাব

বরুণ দাস

রেখে যাব
অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি
গ্রন্থিত বই
বাতিল কলাম
রেখে যাব
অগোছালো ঘর
আলমারির চাবি
ছবির এ্যালবাম।।
রেখে যাব
পৃথিবীর ঠিকানা
স্মৃতির কোলাজ
প্রিয় সুখ
রেখে যাব
আই কার্ড
মানি ব্যাগ
প্রিয় মুখ।।
রেখে যাব
বিষণ্ণ বিকেল
শিউলি বকুল
বিবাদ সুবাদ
রেখে যাব
স্মারক সম্মান
খ্যাতি কেলেঙ্কারি
আনন্দ বিষাদ।।
রেখে যাব
তুলসী বেদী
কিশোরী সন্ধ্যা
শস্যের মাঠ
নিয়ে যাব
সাদা কাপড়
অগুরু রজনীগন্ধা
সস্তা খাট।।

যৌবন

বিকাশ চন্দ্র দাস

যৌবন আসে তাজা পনেরোর পরে
স্বপ্নরা আনে বুকে উদ্দাম আশা,
বান ডাকে ঝড়ে পাথরের প্রান্তরে
মন চায় গাঢ় পদ্যের ভালবাসা।

গদ্য জাত্ এর বাধা চেপে ধরে টুঁটি
ফুলে ভরে ওঠে সব কচি কচি ডাল,
লালিত বাঁধন ছিঁড়ে হয় কুটি কুটি
অভিযান-তাপে ফোটে রক্তের লাল।

স্বদেশপ্রেমের ফেনিল মদ্য নাচে
আদর্শ-পথে আসে ঝঞ্ঝার হানা,
ভাঙা স্বপ্নেরই বুকে স্বপ্নরা বাঁচে
কিছু স্বপ্নের বুকে হয় ইতি টানা।

জলে ভেজে চোখ, তবু সম্মুখে চলে—
থামা নেই তার হিংস্রতার পথে,
দুরন্ত হাতে শপথের দীপ জ্বলে,
ছোটে তার মরু, আকাশে ও পর্বতে।

আলোড়ন তোলে যৌবন ঘরে ঘরে,
দেশ সমাজের চিত্ত রবে না শূন্য,
মাটি দিয়ে খাঁটি প্রেমেরই তীর্থ গড়ে
সন্ত্রাস-দাপ যৌবনে হবে চূর্ণ।

জন্ম- কলকাতা

বাসি ফুলের গন্ধ

বিউটি পাল

কুনকের মাপা চালে
কারও ঋণ শোধ হয়।
নতুন বাড়ির ফটকে
মঙ্গলঘট,
কচি ডাব,
রোদ্দুর রোদ্দুর মুখ—
হাতের কাজললতায়
হলুদের ছোপ
শয্যায় ফুল,
ভেতরের দরজা হাট করে খোলা।
সময়
সর্ষের দানা,
সম্পর্ক—
সাজানো শো-কেস,
নিয়মের মর্নিং ওয়াক ,
গরম ভাত—
বাসি ফুলের কটু গন্ধ—
বাড়িটার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে।
বন্ধ দরজায় ফেরিওয়ালা ফিরে যায় ।।

প্রশংসা

বিমল চন্দ্র সাহা

আমি প্রশংসা করি তার
যার হাতে রয়েছে কুঠার।
যার রয়েছে অনেক ক্ষমতা
সে তো হল আমার দেবতা।।

আমি প্রশংসা করি তার
যে হুমকি দিয়েছিল গতবার।
যার আছে প্রচুর অর্থ
তার প্রশংসায় নেই তো শর্ত।।

আমি প্রশংসা করি তার
যে দিবে চাকরী আমার।
আমার যে কী যোগ্যতা
সেটা যে হল তার অজ্ঞতা।।

আমি প্রশংসা করি তার
যে দিয়েছিল গলার হার
যার কাছে আমার চাবিকাঠি
মুগ্ধ হয়ে ধরবে না লাঠি।।

আমি প্রশংসা করি তার
যে ছবি হয়েছে গতবার
অপকর্মে তুমিই ছিলে বাঁধা
তাই সারাজীবন পেয়েছিলে কাঁদা।।

আমি প্রশংসা করি তার
অন্তরালে যে প্রশংসা হয় আমার।
তিনি প্রশংসা পান না ইহলোকে
যার প্রাণ ছিল পরের শোকে।।

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

বিপ্লব রায়

ঠিক যখন একটু একটু করে
আঁধারের ঘোমটা খোলে
দুষ্টু মিষ্টি রবি
আধো আধো মুখ তোলে,
শন্‌শন্‌ ডানায় নীল ঢেউ তুলে
সে আসে;
বুকের মাঝটায় ধড়াস করে
একরাশ হিমেল রক্ত ছলকে ওঠে
কি জানি কেন মনে হয়
আমি সিন্ধবাদ,
আমি হিউয়েন সাঙ, আমি সেই ছেলেটা
যার দুচোখে স্বপ্নমাখা বিস্ময়—
এই সেই পাখি,
এতকাল খুঁজে ফিরি যার আসা!
কখনও সখনও লাল রঙ
কখনও আকাশী
কখনও মিঠে মিঠে হলুদের ছোঁওয়া
তবু দিগন্ত থেকে আমি দেখি
শুধু নীল অপরূপা নীল!
প্রতিটি সকাল আমার কাছে প্রথম
দুদ্দাড় ছুটে আসি আশা নিয়ে
তুমি যে আমার ধরা-ছোঁওয়ার
শত যোজন দূরে,
তবু ওরে পাখি, সাধ জাগে
তোকে বুকে ধরে রাখি
সাধ জাগে উড়ে যাই পাশে পাশে
হয়ে যাই গাঙচিল।

প্রতিকৃতি

বিজয় ভূষণ রায়

ভাবতে পারি না আত্মঘাতি ব্যঙ্গবিদ্রূপের
জন্যে আমি নিজেই কতখানি দায়ী?
অথচ শীঘ্র একটা বিচার সভায় বসে
আমার সব পাপাচার আর দুষ্কৃতিগুলো
নিজেকে নির্দোষ ভাববার কতো ছলাকলার
আশ্রয় নিতে ব্যস্ত—মুখোসের অন্তরালে।

অকস্মাৎ আবিষ্কার করি—আমার প্রচ্ছায়া
কায়া থেকে বেরিয়ে বিশ্বাস ঘাতকের
মতো ছন্দতাল-আবেগ-উচ্ছ্বাসের থলেটাকে
একেবারে উপলব্ধির আয়নাটার পেছনে
মেনি বেড়ালের মত কিসের জানি একটা—
গোপন মতলব এঁটেছে আমার অজান্তে।

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- গৃহবধূ
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

তামসিক

বিদিশা সরকার

কতোটা গভীরে যেতে বলো
সাগর তন্ময়-
নিলাজ আফিমে বুঁদ হয়ে
অন্তিমে পৌঁছাই
অশেষ তোমার খনি-

কতো উপহার স্পর্শ করি,
স্পর্শ করে-
সন্তরণ প্রক্রিয়ায় পারঙ্গম হই
ক্লান্ত হই-
চোখের পাতায় ঘুম
নির্বেদ শৈথিল্য-

মোহানার ঘনঘোর স্মৃতি
কত যুগ....।

পেশা- চাকুরী
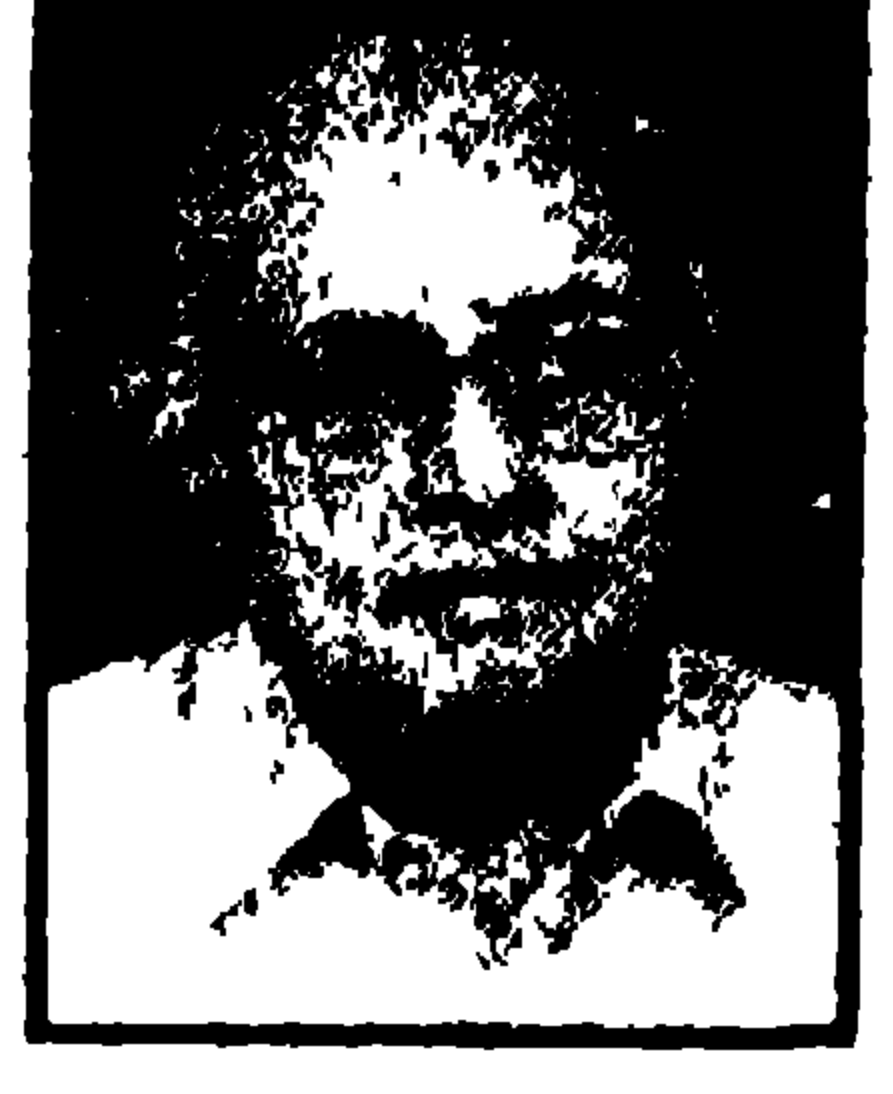
মাপকাঠি

ভূধর গোস্বামী

মাপ, হর্স পাওয়ার দিয়ে হয় ইঞ্জিনের
সিলিন্ডার দিয়ে মোটর গাড়ির।
হীরার মূল্য কত?
বোঝা যায় তার দ্যুতিতে,
চাপরাসির ভার তার তক্‌মায়।
আর সাবালক বাঙালির দাম
"চাকুরীর ওজনে"
বিদ্যার সাথে বুদ্ধির যোগ আছে কিনা।
আর থাকলে তা কতখানি
বৈজ্ঞানিকেরও জানা নেই।
টাকার সঙ্গে থাকে কৃতিত্বের খ্যাতি।
ধারের সাথে যেমন থাকে সুদ—
তরতরিয়ে বেড়ে চলে যা।
জ্বরের সাথে মাথাধরার মতই স্বতঃসিদ্ধতা।
বিদ্যুতের মাপ জানা যায় এম্পিয়ারে।
গতির মাপ বেগে
বিচক্ষণতার মাপ ব্যাঙ্ক ব্যালান্সে
মেট্রিক পদ্ধতিতেও এর নড়চড় নেই।

পেশা- গৃহবধূ ও নাট্যচর্চা

সানাই

ভাগ্যশ্রী ঘোষ

মাঙ্গলিক সুরে সানাই বেজে চলেছে
সেই গোধূলি লগ্ন থেকে
পাশের বাড়ীর সুতনুকা ঘরে বসে শুনছে
সানাই এর মিষ্টি সুর,
কত রঙিন স্বপ্ন, অলীক কল্পনা
কত মায়াময় প্রলোভন
তার মনে উঁকি মারছে
সে যখন বিয়ের পিঁড়িতে বসবে
তখনও কি এমনি সানাই...
দু ফোঁটা চোখের জল দু'গাল বেয়ে
নেমে এল অলক্ষেই।
বিয়ে, সানাই, বাসরঘর, ফুলশয্যা নামক
শব্দগুলো রঙিন প্রজাপতির মত
তার আশেপাশে ঘুরতে থাকে, চলতে থাকে অবিরত।
বছর না ঘুরতেই বিয়ের ফুল ফুটল
সুতনুকার।
ছিল না সানাই, না ছিল আলোর রোশনাই
সুতনুকা চলল বাপের ঘর ছেড়ে শ্বশুর ঘরে
অন্তরে তখনও তার বেজে চলেছে
অলীক সানাই-এর সেই মিষ্টি সুর।।

শিক্ষা- পিএইচ. ডি
পেশা- গবেষক
গ্রন্থ- ৩টি

সময়

ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দেরা ঘর খোঁজে, শব্দেরা ভাষা হয়
জীবনের জলছবি দিক বদলায়

নদীজল খরস্রোত বানভাসি ডাঙা
পরিযায়ী পাখীদের যাযাবরি ডানা

প্রেম আসে, ওঠে বসে, নড়বড়ে ভয়
ইতিহাস লিখে রাখে সমস্ত-সময়,

সময়ের কাঁটাঝোপ, রাঙচিতা বেড়া
ভেঙেচুরে প্রতিদিন সুখ হয়ে ওঠা

এই সুখ এই প্রেম, এই ছোট বাসা
অবেলার ধারাপাতে ভেজে একতারা,

মন নিয়ে ভাঙাগড়া, মন একা হয়
কবিতারা সারাদিন জলে রয় সয়।

পেশা- শিক্ষকতা

জামদানী বুটি

ভূদেবচন্দ্র বিশ্বাস

ঠকাঠক্ চলে তাঁত
সারাদিন সারারাত,
তালে তালে শুধু চলে
দুটি পা দুটি হাত।
মাকু নাচে ঘুরে ফিরে
ববিনের ফাঁক ধরে,
ডবি করে ওঠা নামা
নক্সাটা ঠিক করে।
কত শত ফুল ফোটে
ওড়ে কত প্রজাপতি,
কোটি তারা ওঠে যেন
জ্বলে মিটিমিটি জ্যোতি।
আধফালি চাঁদ হাসে
জামদানী বুটিতে,
ছলছল সুরধুনী
পলু ধরে গুটিতে।
রকমারি নক্শায়
বুটি ওঠে শাড়িতে
এয়োতীর রূপটান
উৎসব বাড়িতে।

পেশা- ব্যবসা
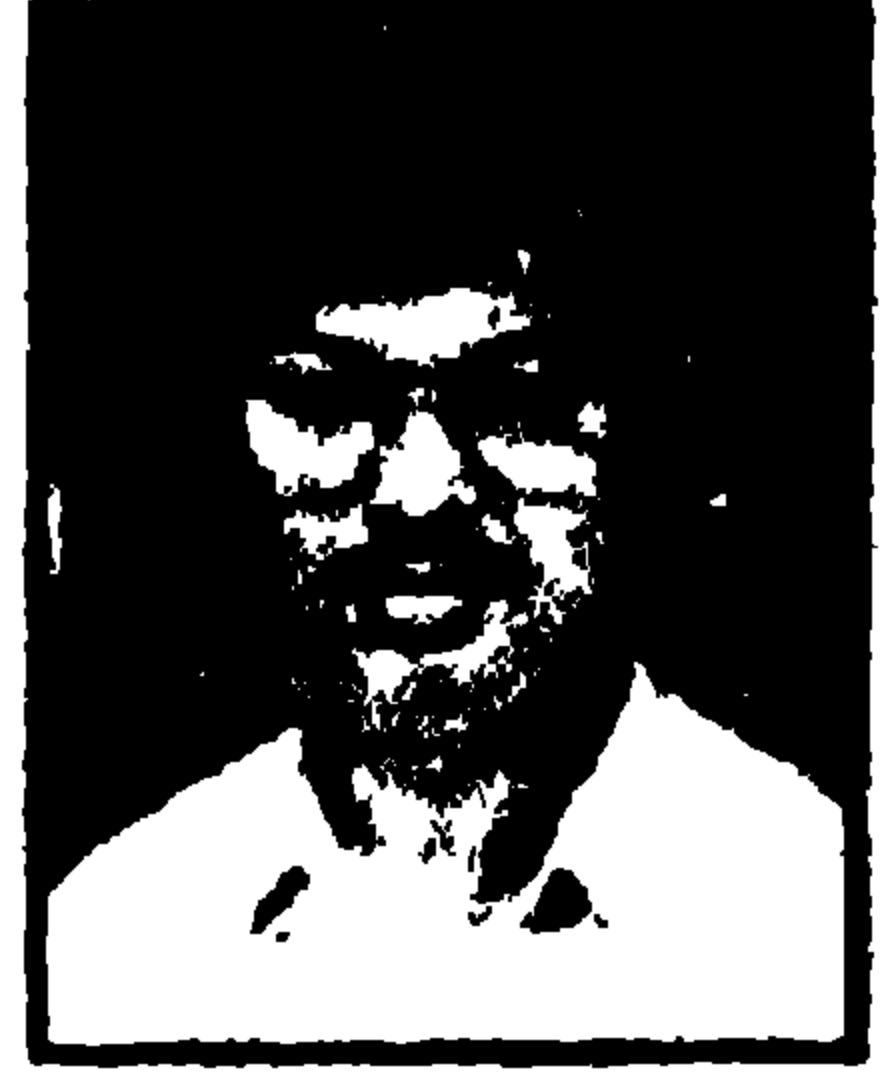
কবির মৃত্যু হলে

ভবতোষ বিশ্বাস

কবির মৃত্যু হলে,
মেঘেরা ভীড় করে আকাশের গায়,
উজ্জ্বল নক্ষত্র ম্লান হয়ে আসে
ঈশ্বরের বাণীগুলি মাঝপথে থম্‌কে দাঁড়ায়।

কবির মৃত্যু হলে,
ঘুণপোকা বাসা বাঁধে সমাজ শরীরে,
নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস ক্রমশ ছড়ায়
বাজপাখি ডানা ঝাড়ে মানুষের সুখের নীড়ে।

কবির মৃত্যু হলে,
নিমেষে ঝরে যায় অজস্র অনাহত সুখ,
ছন্দপতন ঘটে জীবনের সুর তান লয়ে
অচেনার ভীড়ে হারায় কত প্রিয়চেনা মুখ।

কবির মৃত্যু হলে—
স্বর্গের সিঁড়িপথে অন্ধকার নামে,
দিশেহারা মানুষ শুধু পথ হাতড়ায়
ভাঙা সুখ উঠে আসে শরীরের ঘামে।

কবির মৃত্যু হলে—
গভীর বেদনায় শব্দরা ছন্দবিহীন,
অভিমানী ভালোবাসা হৃদয় খুঁজে মরে
ছন্নছাড়া জীবন কাঁদে কবিতায় সীমাহীন।।

পেশা- চাকুরী

কাহিনী

ভাস্কর উদয় ঘোষ

এক যে ছিল গৃহস্থ—
তার পথেই ছিল ঘর;
পথের সুখে বেজায় সুখী
পথেই স্বয়ম্বর

ঘরেতে ওর ঘর ছিল না
বাইরে ছিল বাসা।
মাথার ওপর ছাদ ছিল না
দাওয়ায় ওঠা বসা

কবাট বিহীন অবাধ ঘরে
আলোর যাওয়া-আসা—
ছিল না ওর বিন্দুমাত্র
দেয়াল গড়ার আশা

ঘরের ভেতর অগাধ ছিল
সমুদ্দুর আর বন;
বনের ভেতর সবুজ টিয়ার
নাগাল ছিল মন

এমনিতর জীবন ছিল
আনন্দেরই বাহন—
ভ্রমণ ছিল রমণ ছিল
পিরিতি এক কাহন

বুকের ভেতর বিভব ছিল,
ছিল ভালোবাসা;
ঘরের ভেতর ঘর ছিল না
এমন সর্বনাশা।।

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- চাকুরী
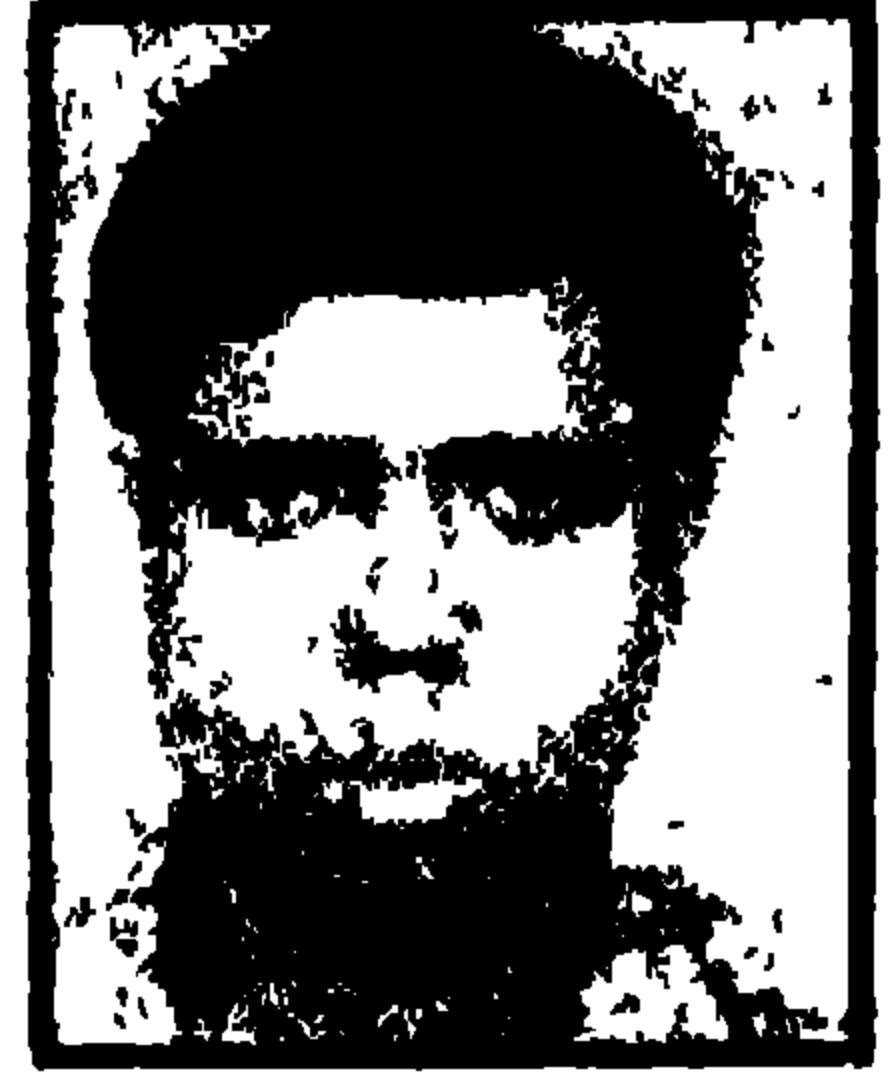
প্রত্নলিপি পাঠ

ভবানীশঙ্কর চক্রবর্তী

জানালা খুললেই দেখি রোদ্দুর চুমু খায়
তোমার পায়ের পাতায়
জানালার ওপারে জংলী গাছগুলো
করুণ চোখে কী যে দ্যাখে অমন!

তোমার হাতে এস্রাজ
ভৈরবী সুর ছড়িয়ে পড়ে
তোমার জানালা থেকে
আর এক জানালায়

আমার ঘরে রোদ্দুর আসে না
আর রোদ্দুর এলেই কি ওম হবে বুকে?
আমার এস্রাজ টেস্রাজ কিছু নেই
সুরও না

তবু জানালা খুলে বসি রোজ শুকভোরে
রোদ্দুরের লুটোপুটি দ্যাখার আশায়
ভৈরবী সুর শুনতে শুনতে যদি
শেষমেষ উদ্ধার হয়ে যায়
নষ্ট কোন সভ্যতার প্রত্নলিপি-পাঠ

পেশা- চাকুরী

মাটির ঘোড়া

ভগীরথ মাইতি

তোমার যখন একলা আমি—মেঘলা দিনে
কুড়িয়ে নিতাম বৃষ্টিফোঁটা আঁজলা-জোড়া
সকাল-সন্ধে জষ্টিমাসে কাকতাড়ুয়া কাক-শালিখে
ঠুঁটো পায়ের মাটির ঘোড়া—
তখন আমার কান্না ছিল রান্নাঘরে
তেজপাতা আর মৌরি-বাটায়—
মনে আছে, তোমার জন্য সুক্তো তবু
ফুটতে ফুটতে গনগনিয়ে আমায় তখন রাস্তা হাঁটায়!
আজকে তোমার অনেক আছে অঢেল আছে
চলকে অনেক নষ্ট হলে কী যায় আসে
কী আসে যায় নষ্ট গানে মেঘ যদিবা
নৌকো নিয়ে শ্রাবণ মাসে
ভাসতে ভাসতে আনমনাতে একটু যদি থমকে দাঁড়ায়?

আমার এখন একলা আমি
রোদ কুড়িয়ে জল কুড়িয়ে
ঠুঁটো-পায়ে অষ্টপ্রহর স্বর্ণক্ষেতে শালিখ তাড়ায়...

পেশা- চাকুরী

বারুদের গন্ধ

ভক্তরাম বিশ্বাস

বাতাসে যখন বারুদের গন্ধ ভাসে,
জয়ের লোভেতে কেউ বা খুশীতে হাসে।
সকল হারায়ে মরিল আজি যারা,
রয়ে গেল চির অন্ধকারেই তারা।
মানব মনের একোন রূপের নেশা?
ধ্বংসের মাঝে পাবে তারা কোন দিশা?
অট্টহাসিতে ঢাকা পড়ে যায় আর্ত্তনাদের ঢেউ,
ক্ষমতা লোভীর হাত ভেঙ্গে দিতে আসে না কেন কেউ?
শুভ বুদ্ধির মানুষ আমরা বজ্রকণ্ঠে তাই,
এক সাথে মিলি যুদ্ধেরে দলি শান্তির গান গাই।

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা

লেখা থেমে রইল

ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

চিন্তা ত্রিশঙ্কু হয়ে হাতড়াতে থাকল তোমার আমার মাঝে
তুমি কাছেই
অনুভবের চুড়োয় মৌনী।
আমি তোমায় চিনতে পেরেছি,
এবার হাঁটতে শুরু করব অক্লান্ত
জানি, তোমার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে
অতীতের সমস্ত পদস্খলনকে অস্বীকার করে
তুমি দরোজা খুলে দাঁড়াবে।
মনে রেখো—
আবারও অতীত ভবিষ্যৎ হতে পারে
সে ভার তোমার।

জাতকের কবি

ভূপাল চক্রবর্তী

সেবার এক নিঃসঙ্গ পুরুষ জন্মে
উল্লাসের স্বাদ হ'লো খুব
অথবা হুল্লোড় চেয়েছিলে
আচ্ছন্ন আকৃতির মত হৃদয়ের স্বাদ
কোনও একটা সরাইখানায় বসে
একদা কিশোরী ধর্ষণের ছক কষে ফেলি
অলীক ফাটলে তার ঢেলে দিয়ে নিরাময়
সেই পীড়ন সুখের শিল্প আজ খাজুরাহো
কত জন্ম দু'চোখে আহ্লাদ মেখে দেখি
তারপর তোমার সুজাতা জন্ম—
পরমান্নের কথা ভেবে আবার পুনঃপ্রবাহে ফিরি
ততদিনে দীর্ঘ নপুংসক জন্ম পেয়েছে বোধিসত্ত্ব
তোমাকে না ছুঁয়েই আত্মকামে জেগে থাকি বেশ
বেশ সহস্র জন্ম কেটে যায়
অতঃপর ফিরেছি বৈভবে
সবাই মাদারী জানে—তেহেরান গালিচার
মত দূর থেকে থরে থরে সাজানো নগরে
শুধু সে মায়াস্বপ্নে বেঘোর ছিল না বলে প্রসূত হয়েই—
তোমাকে ধর্ষণ করি তিলজলা ফ্ল্যাটে এবং
ধর্ষণ শেষে আমার
প্রকাশ্য সব শুষে নেয় নগর প্রান্তর।

পেশা- চাকুরী

সময়ের গান

ভাস্কর বাগচী

দিন যায়, দিন আসে--
মাস থেকে মাসে,
বছরও ঘুরে আসে।
দেখতে দেখতে বছরগুলোও
পার হয়ে যাবে;
সর্পিল রাস্তাটা শুয়ে আছে, থাকবে
একই ভাবে।

অন্ধকারের পেট ফালা ফালা করে
ব্লেড দিয়ে কেটে,
বর্তমান চলছে অলস
ধীর পায়ে হেঁটে।
নিদ্রাহীন আকাশে অতীত
এখন শুধুই
বর্ষণসিক্ত রবীন্দ্রসংগীত।

ভবিষ্যতের আকাশ জুড়ে
শুধু যুদ্ধের নির্ঘোষ।
তবু দীঘিতে পদ্ম ফোটে
বাতাসে মালকোষ...

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১০টি

ভূতের গান

মোহিত ঘোষ

ও ভূত, ও পেতনি
আয়রে ছুটে খাবি যদি
তেলাপোকার চাটনি।
পিঁপড়ে ডিমের বড়া আছে,
কুমীর-ডিমের অমলেট,
ব্যাঙের ঠ্যাং-এর চপ কপাকপ,
টিক্‌টিকিরই কাটলেট।
বাবুর্চি ওই মামদো-খুড়ো
খাটছে বিষম খাটনি।
ও ভূত, ও পেতনি...

শালিক পাখির ফ্রাই রয়েছে,
বেজির লেজের স্যুপ রে,
বাঘের দুধের পায়েস খেতে
লাগবে মজা খুব রে।
কোথায় গেলি দৈত্যিপাড়ার
নাতি পুতি নাতনি?
ও ভূত, ও পেতনি
আয়রে ছুটে খাবি যদি
তেলাপোকার চাটনি!!

কাব্যগ্রন্থ- ১টি

দাবী

মন্টু উপাধ্যায়

সুন্দর ধরাকে যারা বিপথে চালায়
তারাই অশান্তি করে নানা ছলনায়।
বুদ্ধমূর্তি, বাবরি তো মানুষেরই সৃষ্টি
কেন ভেঙে আনা হলো নানা অনাসৃষ্টি।

ভেদাভেদ ডেকে আনছে সর্বনাশ
চারিদিকে আজ যুদ্ধ ও সন্ত্রাস।
কেন হানাহানি মারণাস্ত্রের বলে
মানুষ মেরে কি মানুষ বাঁচানো চলে?

যুদ্ধ চাই না, চাই খাদ্য, শিক্ষা, আর
সুস্থ স্বাভাবিক বাঁচবার অধিকার।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)

মনে নেই

মধুসূদন পাল

শেষ দেখা হয়েছিল কবে মনে নেই।
তিন হাজার বছরেরও আগে, নাকি আরো বেশি?
অতীতের পথ, মনে নেই।
হয়তো সেদিন ছিল জোছনায় ভিজে থাকা
বিদিশার বেণী
বিতস্রু নদীর ধার, বালুচরে সোনালী বিতান
...তোমার নরম চুলে মুখ রেখে শুধু জেগে থাকা
তোমার অ-মেদ ঠোঁটে সারারাত স্বপ্নময় প্রফুল্ল স্তবক।
তোমার নিবিড় চোখে সারারাত রণিত পিয়াস
আর মনে নেই কবেকার পৃথিবীতে সমূহ ভ্রমণ
নরম বৃষ্টির ঘ্রাণ শিরশিরে দ্যুতি
এখন হাঁটছি আমি অ-সূর্যলোকে অনিকেত পথে
স্বপ্নেই তোমার মুখ সারারাত মোহন প্রণয়
স্বপ্নের কুমারী তুমি মুখোমুখি
শেষ দেখা হয়েছিল কবে মনে নেই।

পেশা- গায়ক
কাব্যগ্রন্থ- ১০টি

ভাষা আন্দোলন
মনোরঞ্জন বর্মন

স্বাধীনতা পেলাম মোরা উনিশ "শ" সাতচল্লিশ সনে।
ভারতবর্ষ ভাগ হইল ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানে।
বাংলাও তখন ভাগ হইল পূর্ব পাকিস্তান হইল নাম।
হিন্দু মুসলমান বিনিময় করার লাগিল তখন ধুম ধাম।
পাকিস্তানের শাসন কর্তা জিন্না সাহেব তখন হয়।
আয়ুব খাঁনের অত্যাচারে বাঙালীদের বাঁচা দায়।
বাঙালীদের বাংলা ভাষা পাকিস্তানে চলবে না।
উর্দু হইবে রাষ্ট্রভাষা করিলেন তখন ঘোষণা।
ভাষার জন্য বাঙালীরা করিতে ধরিল হরতাল।
মিটিং মিছিল শ্লোগানে ঢাকার রাজপথ উত্তাল।
ঢাকার বুকে বাঙালীরা আন্দোলনে যোগ দেয়।
ইউনিভার্সিটির ছাত্রগণেরা অগ্রনায়ক তারা হয়।
বাংলা মোদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষা মোরা চাই।
জীবন গেলেও বাঙালীর বাংলা ভাষা ছাড়া নাই।
বিদ্রোহ দমন করিতে পাকিস্তানের সরকার
খান সেনাদের গুলি চালাতে দিলেন তখন অর্ডার।
উনিশ "শ" বাহান্ন সালে ভাষা আন্দোলন ঢাকায় হয়।
২১শে ফেব্রুয়ারি গুলিতে অনেক বাঙালীর প্রাণ যায়।
রফিক, শফিক, বরকত এবং আরও কত হিন্দুগণ
খান সেনাদের গুলি খেয়ে ভাষার জন্য শহীদ হন।
বাঙালীদের জয় হয়েছে খান সেনারা পারেন নাই
বাংলা ভাষার সম্মান এখন দিচ্ছে সারা বিশ্বটাই।

রাত এক রাত

মনীষা মৈত্র

অমানিশা;
অনেক দীর্ঘ রাত, দীর্ঘ সময়।
কোন এক ভুঁইফোঁড় গল্পের শুরু,
মাঝরাতে চোখ বেঁধে কানামাছি খেলা,
এ রাত্রি অনেক গল্প বলে,
আকাশে তারা নেই,
ইচ্ছেগুলো সেই চেনামুখ,
তারপর উস্‌খুস্ জোনাকির মতো
টিপ্‌টিপে—আলো,
খুঁটিনাটি জীবনের বাঁক,
আলো ছায়া নানা সংশয়
ঝাঁকঝাঁক্।
ঝরা ঝরা নির্জন সময়;
ডানা দোমড়ানো কান্না
ছুঁয়ে যায়।
ক্লান্ত আশ্বাস বলে খুব ক্ষীণ স্বরে;
আছি, থাকবো তোমারই ভেতরে।

মুখোশ

মদনমোহন সেনগুপ্ত

আজকের পৃথিবীতে এসেছে এক নতুন তমসা,
যাদের হৃদয়ে নেই দয়ামায়া প্রেম ভালবাসা
তারা আজ পৃথিবীর সবার ভরসা।
নম্র, শান্ত, ভদ্র, যারা—তারা আজ প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে,
যারা ওদের কণ্ঠ রোধ করে স্ট্যাচু বানিয়েছে
তারা ওদের শাস্তি দিয়ে নির্বাক করেছে
বলে দাবী করে গলা চড়িয়ে।
মানব কল্যাণে নিবেদিত হৃদয় সকল
কুরে কুরে খায় শার্দুল আর শৃগালের দল
আজও মত্ত দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণে
আজও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ থাকে অধোবদনে
ধর্ষণকারীর বিজয় উল্লাস
ধর্ষিতা রমণীর পড়ে থাকা লাশ
কে-না দেখেছে লাখে লাখে?
অন্ধজনে আঁধার পথে
পথ দেখায় চলে সাথে
জানি না অন্ধকূপে পড়ে যাব কোন ফাঁকে?
যারা ক্ষমতার অহংকারে আত্মহারা
যারা দুর্বলেরে করেছে সর্বহারা
যাদের অন্যায় অত্যাচারে
পৃথিবী কম্পিত বারে বারে
তারাই শান্তির বাণী বহি আনে;
যারা তাদের হিংস্র থাবায়
দুর্বলের শোনিতে রাঙ্গায়
পৃথিবী অচল আজি তাদের বিহনে।

শিক্ষা- এম.এ, বি.টি
পেশা- শিক্ষকতা (অবসরপ্রাপ্ত)

সাগর সৈকতে
মীরা চৌধুরী

সোনালী বালির চাদর জড়িয়ে শুয়ে আছে
সমুদ্র সৈকত। বিকেলের হিল্লোলিত বাতাসে
উড়ছে সোনার কণা। রূপোর মুকুট মাথায়
দিয়ে একের পর এক সাগর কন্যারা আছড়ে
পড়ছে বেলাভূমির বুকে কিংবা পাষাণ
স্তূপে। লুকোচুরি খেলার উদ্দামতায়
অস্থির চির চঞ্চল এই সমুদ্র লহরী।
আমার সমস্ত সত্তায় ছড়াচ্ছে
এই উল্লাস, এই সান্নিধ্যের উত্তাপ। অনেক
যুগ পার হয়ে এসে আমি হারিয়ে যাচ্ছি
এই স্বপ্নের দেশে। পুরনো বাঁধন কাটছে
ভগ্ন হৃদয়ের ফাটল চুঁইয়ে চুঁইয়ে।
আদিগন্ত জলরাশি আমাকে
স্বপ্ন দেখায়। মৌন চেতনার তন্ময়তায়
হারিয়ে যায় অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস,—
সুখ দুঃখের বাইরের এক ঐশ্বর্যময়
অনন্ত চরাচরে আন্দোলিত বাতাসকে
সঙ্গী করে, সমুদ্রের ঢেউ-এর দোলায়
ভেসে যাই আমি দূরের স্বপ্ন আঁকা
জাহাজের মত—দূরে অনেক দূরে
অসীম সাগরে।

পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ২টি

পদ্মগন্ধী রাত
মায়া সিন্‌হা

চাঁদের আলোয় ভাসছে সবুজ মাঠ
লুকিয়ে আছে কেঁদো বাঘের ছানা
মনের মাঝে কু-গায় অজানা
সু-কই তেমন জ্যোৎস্নাধারার আলো

রূপে গন্ধে বিবশা বারে বার
মনের মাঝে বক্র রেখার ঢেউ
চাঁদনী রাতেও ধেয়ে আসছে মেঘ
অভয় নেই চিত্রকরও নেই

দেহ তোমার যেন বিদ্যুল্লতা
রক্তে আমার গোপন করা ত্রাস
সাগর দোলার সমান মনে হয়
কষ্টি পাথর কোথায় পাবার আশ

মঞ্জরী ওই ঝরণা নাচন নাচে
উতল আমি তরুর শাখে শাখে
মন ছুঁয়েছে আমায় শতেক বার
রিক্ত আমি তোমার বুকের মাঝে

সফলতা নয়তো আকাশছোঁয়া
সুসময়ের পাথর কাটায় মাত
চাঁদের বুড়ির নিত্য আনাগোনা
তুমিই যে এক পদ্মগন্ধী রাত।

পেশা- গৃহবধূ

সাতরঙ
মৌসুমী মান্না ভট্টাচার্য

ঝরে গেছে বৃষ্টি
এখনও আকাশ ঢাকা মেঘে
অপেক্ষায় থেকে
রামধনুর সাতটি রঙ দেখে

অন্ধকারেও আলো বিচ্ছুরণ
ঘটে প্রতিবিম্বে,
রাঙিয়ে তোলে ভাবনার আকাশ
উঁকি দেয় আর এক রামধনু

কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

চিরন্তন

মৃত্যুঞ্জয় কুন্ডু

কবির বুকের মধ্যে একটা
উষর জমি ছিল পড়ে।
কবি সেই জমি সাজালো বাগানে
ফুলে ফুলে দিল ভরে।

প্রতিবেশী যত
নিয়ে যেত ফুল,
টগর চামেলি শিউলি বকুল।
কবির বাগান ফুলে ফুলে ছাওয়া

কবি শুধু গেছে ঝরে।

শিক্ষা- ইঞ্জিনীয়ার
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

পরিক্রমণ

মৃণাল বণিক

পেছনে তাকিয়ে দেখি দরজা তখনও খোলা
সামনে ধুলোর ঝড়ে পাতাদের ওড়াউড়ি
চলছে ভাসানের গান।

ক্রমশ আগুন নিভে এলে, ম্লান আঁচে
আমাদের ইচ্ছেগুলো সেঁকে নিতে গিয়ে
দেখি জেগে উঠছে ছত্রাক দানা
হাতের পাতায় গুঁড়ো গুঁড়ো স্মৃতি।

এ কেমন বাসনা যা ভাষার অতীত!
মুছে যায় সব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া...।

যতদূর তাকাই পেছনে
শুধু দেখি দীর্ঘ ছায়া।

পেশা- শিক্ষকতা ও চিকিৎসা (হোমিও)
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

মাটিই কবিতা

মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

কল্পলোকের পাখী ডানা মেলে উড়তে থাকে।
ছন্দময় বিচিত্র ভঙ্গিমায়
সেই বিচিত্র ভঙ্গিই কবির কবিতা

মাটির আসনে বসে বাস্তবের হুকুম—
পাখীর ডানা ছেঁটে দাও।
মুখ থুবড়ে পড়ুক মাটিতে।

জন্ম মাটিতে,
মৃত্যু মাটিতে,
জীবনের গন্ধ মাটিতে,
কল্পনার পাখা মাটি থেকেই ওড়ে।
মাটিই বাস্তব—বাস্তবই মাটি,
মাটিই কবিতা।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

ফেরিঘাট আর বিসর্জনের গল্প
মনোজ নন্দী

আমাদের গল্পের ভেতর আশ্চর্যরকমভাবে শুধু
আমরাই নেই। আর সবকিছু আছে—
আছে সামুদ্রিক মাছ, প্রেতযোনি, স্রোতের শৈবাল,
তোমার পণ্ডিত স্বামী আর তার প্রেমিকারা কিংবা পি-এস।

বারবনিতারা আছে—আছে কিছু নষ্ট নারী ও পুরুষ
আর কিছু ব্যক্তিগত সোনালী মুখোশ
অস্পষ্ট জলের ঢেউ, বোকাসোকা সতীসাধ্বী বউ
শেষমেষ ফেরিঘাট আর বিসর্জনের গল্প—

আশ্চর্যরকমভাবে শুধু আমরাই নেই
আমাদের গল্পের ভেতর।

কে তুমি

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

কে তুমি চাঁদের আলো চুরি করে আকাশে রেখেছো হাত,
হাইরাইজে ঢেকে ফেলছো চোখের নিসর্গ প্রকীর্ণ সবুজ—
ফলন বাড়াতে ঢালছো রাশি রাশি কেমিকেল্স,
হাইব্রিডে ছেয়ে গেছে সমস্ত বাজার।
নদীও হারিয়ে ফেলছে অভিমুখ
পাহাড়েও ঝর্ণা নেই, কে বাজাবে ঝর্ণার নূপুর—
বৈশাখের রুদ্র দিনে কে বাজাবে বাতাসে মাদল
কোনো অভিমানে কেউ গাঙে আর ডুবেও মরবে না
ঝর্ণা তুমি নদী হও।

নর্মদা সিন্ধু কাবেরী স্তোত্র ভুলে গেছি
পিতামহ! কি করে যে জল দেবো অন্ন দেবো ব্রাহ্মণ কোথায় ?
নর্মদা থমকে গেছে
জহ্নু তুমি কি করে যে পান করলে সমস্ত জাহ্নবী!

লকগেট খোলা রাখো আলমুখে আরুণি একা দাঁড়িয়ো না।

তেরোটি কুকুর আর তিনটি বিড়াল ভেপার আলোর নীচে মজা করছে।
কে তুমি চাঁদের আলো চুরি করে আকাশে মজেছ।

শিক্ষা- ইনজিনীয়ার
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৬টি

সুবর্ণরেখার ধারে
মুকুল ভট্টাচার্য

নীলাঞ্জনা, একবার একাকী যেও সুবর্ণরেখার ধারে।
দেখো, বালি আঁচড়ে, রোদে ঝলসে কিছু মানুষ
খুঁজেই চলেছে সোনা। মায়াহরিণীকে দেখিয়ে ওদের কানে কানে
শুনিয়ে দিও, মারীচের রূপকথা। চেষ্টা করেও শোনাতে পারিনি,
তুমি ব'লো।

যদিও ক্ষীণ তটিনী
তবু নুড়ি পাথর সরিয়ে এ রেখা সমুদ্রপ্রবাহিনী
দিনান্তের সূর্য এখানে সোনা ছড়ায়। দেখো,
সেই আলো মেখে এক দেহাতি যুবক বাঁশি বাজাচ্ছে।
তার বাঁশি শুনে ভুলেছিলাম। জিজ্ঞাসা করা হয়নি,
কার জন্যে এই সুর? কেন এই বিদীর্ণ বিরহ?
জেনে নিও।

এখানে সূর্যাস্ত এক মরীচিকা। প্রত্যেক দিনান্ত
তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে। নিঃশব্দে স্নান সারে মগ্ন অবসর।

নীলাঞ্জনা, নদীর কিনারে পাথর চাপা দিয়ে এসেছিলাম
কিছু কথা। যদি খুঁজে পাও ভাসিয়ে দিও জলে। এইসব
আদুল শব্দেরা তোমার হাত ছুঁয়ে সমুদ্রের মুখ
দেখে ফেলতে পারে।

নীলাঞ্জনা, একবার একাকী যেও সুবর্ণরেখার ধারে।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

প্রতিশ্রুতি

মৃণালকান্তি মৃধা

কয়েক লক্ষ বার হাসি মুখে মেনে নিতে পারি যন্ত্রণার বিষাক্ত ছোবল,
প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, যদি
অনাহারী মানুষের মুখে তুলে ধর একমুঠো ভাত।

হাজার দশেক শনশনে তরবারি দিয়ে পাঠাও হাজার দশেক খুনি,
টুকরো টুকরো কর সুখের উক্তিগুলো
মেনে নেব কৌলিন্যের কুঠার চাবুক।

অরণ্যের অন্ধকারে যে অঙ্কুর
আলোবাতাসের দৈন্যতায় মুমূর্ষু মৃত্যুর উষ্ণতা পোহায়
আর্ত চিৎকারে চায়—
আলো দাও, বায়ু দাও, বড় ক্ষুধার্ত বাঁচাও আমায়,
তোমার কবোষ্ণ আঁচল দিয়ে তাকে তুমি হাওয়া দিতে পার?
তোমার দুটো চোখের যে কোনও একটা দিয়ে তাকে তুমি
আলো দিতে পার?

প্রতিশ্রুতি দিলে আমি হাজার জনম ধরে অনুগত থেকে যাব
লক্ষাধিক জন্ম আমি তোমার হাতেই তুলে দেব।

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

চাঁদখোয়া

মনোরঞ্জন খাঁড়া

চাঁদখোয়া গ্রামে তার বাড়ি
আমি সেই গ্রামের ঠিকানা জানি না।
সেখানে চাঁদ এসে বসে বাড়ির উঠোনে;
গাবগাছের পাতায়
কিছু কিছু গল্প বলে তার প্রেমিক জীবনের।

মেয়েটি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এসব স্বপ্ন দেখে
ভোরে তার রক্ত-মাখা গা খোলাবুক রুখু চুল
ধুলোয় সাজানো।

চাঁদখোয়া কবিতার বাড়ি
কলেজে সহপাঠী ছিল।

এখন বাদল দিনে অফিস বন্ধের দিনে
চাঁদখোয়া চাঁদখোয়া বুকের ভিতর!

শিক্ষা- এম.এ, পিএইচ.ডি
পেশা- অধ্যাপনা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

মিছিল, তুমি বাম দিকে যাও

ময়ূখ চৌধুরী

ডান দিকে নয়, ডান দিকে নয়, বাম দিকেতে যাও;
বাম দিকে যাও কাস্তে-লাঙল লোহিত পালের নাও।

ডান দিকে সব রক্তচোষা বাদুড় ঝুলে আছে,
বাম দিকে ঐ মুক্তি নাচে পলাশ-শিমুল গাছে।

বাম দিকে সব মাটির থালা গরম ভাতের ধোঁয়া,
ডানদিকেতে দালানকোঠা B.B.C. আর VOA.

ডান দিকে পথ হারিয়ে যাবে কুটিল কুয়াশাতে,
ভুল করো না চিনতে উনুন এবং গরম ভাতে।

ডান দিকে নয়, হাতছানিতে মুক্তি ডাকে বাঁ-য়,
মাটির মানুষ পলির মতন নদীর মোহানায়।

রক্তে-ঘামে আর্দ্রমাটি সবুজ আঁচল তলে,
সেই দিকে যাও যেইখানে চার প্রহর লাঙল চলে।

শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলো শোষক-বৃক্ষমূল,
রক্তে জ্বলুক নদীর আগুন উপচে উঠুক কূল।

পেশা- চিকিৎসা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

মায়ের আঁচল ছুঁয়ে

মনোরঞ্জন পুরকাইত

আমাদের নদীটার নাম মাতলা
কত ভরাট ছিল ওর শরীর
একরাশ কালো চুল চলে গেছে
সবুজ আঁচল ফুঁড়ে
ও খেলতো সকাল বিকাল, একমুখ হাসি আর
খুশিতে দুলতো ঘাস
বুক ফুলিয়ে ফুঁসতো, কাঁদতো, কাঁদাতো
আবার শান্ত শরীর ঠিক আমার ঘুমিয়ে পড়া
ছোট্ট বিদিশার মত
দেহের ভাঁজে ভাঁজে রিন-ঝিন্ অভিসারী লজ্জা
জ্যোৎস্নায় বোলাতো ময়ূর পালক
মা বলত—ও মায়ের মতো
অনেক মা চলে গেছে মাতলা পেরিয়ে
আমার মাও চলে যাবে একদিন
থাকবো আরো কিছুদিন
মায়ের মত মায়ের আঁচল ছুঁয়ে।

গ্রন্থ- ২টি

বীক্ষণ

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

ধুসর পথ শেষ হোল
একটা ফুল দিলাম তোমাকে
লাল...প্রতীক্ষায় বর্ণবিধুর
ঠোটের প্রান্ত ছুঁয়ে এক চিলতে হাসি
হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে
ওড়নায় মুখ ঢাকলে—
ঠিক সেই মুহূর্তেই
আমাকে অবাক করে সূর্যটা
দিগন্তের গভীরে ডুবে গেল...

আমি পথ হারালাম
অজস্র পথের আবর্তে।

শিক্ষা- এম.এ (ডবল), বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৭টি

যন্ত্রণা

মিনতি দত্ত মিশ্র

এত পোষাক পরা দেহটা তবুও নগ্ন ভীষণ।
এত সুন্দর পদ্ম-চোখ তবুও হিংস্র পশুর মত।
এত জীবন্ত প্রাণ তবুও জীবননাশের তীব্রবাসনা।
এত কোমল দু'হাত তবুও ওহাতে অসুর-অস্ত্র।
এত মধুর বাঙ্‌ময়তা তবুও বোলতার যন্ত্রণার হুল।
এত পোষাক পরা দেহটা তবুও নগ্ন ভীষণ।

একবার দেখলে হতো

মোহন মণ্ডল

একবার দেখলে হতো,
নিজেকে মৃত বলে ঘোষণা করে;
একবার দেখলে হতো
যমের বাগানটাকে, কেমন সযত্নে লালন
করে আছে যমদূত,
শুনেছি--গল্পলোকে—কত কাহিনী;
তোমাকে বলতে হবে যমদূত—
সাদা মানুষ, ফুলের বাগান
শিমুল থেকে বকুল, যুঁই থেকে রজনীগন্ধা
পারুল থেকে ঘেঁটুফুল—সব আছে কিনা!
থাকলেই যাবো না-হলে না;
না-হলে
আমার মাটির পৃথিবীর সুখ দুঃখ যন্ত্রণা
মেখে নিয়ে, মেঘ ও রোদ্দুরে নিজেকে
সেঁকে—ফসিল হয়েই থাকবো এখানে।

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

এক একদিন

মৃণাল মোদক

এক একটা রাস্তা একেক দিন
চোখের সামনে আশ্চর্য লাফিয়ে পড়ে
নিজেই রাস্তা করে নেয়
চলে যায় একেক দিকে।

একেকটা মানুষ একে একে একদিন
সাদা পাতার খরগোসে অসম্ভব পোড়ে
ঝলসে পুড়ে পাতুরির পাতা হয়!

একেকটা কথা অলৌকিক মহিমায় এভাবেই
অনন্য বিন্যাসে প্রত্যাখ্যান রোপন করে
কমা ও কোলনের ধারে
কবিতার পঙ্‌ক্তি সাজায়।

শিক্ষা- বি. এসসি
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ৬টি

তোমাকে
মিহির সরকার

তোমাকে অনুভব করছি
নির্জনে
বুকের গভীরে।

তোমার ছায়ায়
হাঁটছি
হাসছি
কাঁদছি।

তোমাকে ডাকছি
বোবা নগরে
বোবা বর্ণমালায়
বোবা মায়ায়
অথচ, বুকের গভীরে
ডানা ঝাপটানোর প্রবল শব্দ।

তোমাকে ভালোবাসছি
আস্তে আস্তে
ফুল ফোটার মতো
সূর্য ওঠার মতো
বর্ণমালার প্রথম পাঠ
নেওয়ার মতো।

তোমাকে সত্যি ভালোবাসছি
অরণ্যে অন্যমনস্ক
হাঁটার মগ্নতায়।

পেশা- শিক্ষকতা
গ্রন্থ- ৫টি

তুমি আছো বলে
মৃণাল দেব

তুমি আছো বলে,
এপথ সেপথ ঘুরে
আবার ফিরে আসি ঘরে।

তুমি আছো বলে,
আকাশে চোখ মেলে
দেখি চাঁদ সূর্য সন্ধ্যাতারা।

তুমি আছো বলে,
ভাঙা বালিয়াড়ি তীরে পড়ে থাকা নৌকো
ভেসে যায় দূর দূরান্তে।

তুমি আছো বলে,
গাছে গাছে ফুল ফোটে
ফুলে ফুলে ছুটে যায় ভ্রমর।

তুমি আছো বলে,
সকাল-বিকেল সন্ধ্যা-রাত্তির
কেটে যায় সুখে দুঃখে আনন্দ উল্লাসে।

তুমি আছো বলে,
লাঙলের ধারালো ফলায় কর্ষিত হয় মাটি
আর সে-মাটিতে কান পেতে
শুনে নিই প্রাণের স্পন্দন।

পেশা- অধ্যাপনা

ত্রিপর্ণ
মন্দিরা রায়

১. সবুজ তার মেলেছে দুটি পাখা
আমরা দুটো বেঘোর রং কালো
বসেছি ঠিক কৃষ্ণচূড়ার তলে।

২. নৌকোটি যায় এপার বোধিস্থির
তখন থেকে   সমুদ্র অস্থির
কূপমন্ডুক কাকেই বা আর বলে।

৩. পত্রপাঠ চুলোয় ফেলে দাও
অমূল রতন হৃদয়ে ভরে নাও
অসময়ের প্রাসাদ যাবে টলে।

শিক্ষা- এম.এসসি, ডিএসএস
পেশা- শিক্ষকতা

পতঙ্গ

মানবেন্দ্র রায়

দূর থেকে আলোটাই দেখা যায়
চিম্‌নিটা অদৃশ্যই থাকে—
কাকভোর থেকে নিশুতি রাত অর্বধি
লাখো লাখো পোকা উড়ে আসে
তাদের শ্রমের পসরা নিয়ে
আলোর দেবতার করুণা পাবার জন্য

কিন্তু, চিম্‌নিতে ধাক্কা খেয়ে
কিছু পোকা মারা যায়—
কিছু ঘুরপাক খায় ক্রমাগত
ঐ চিম্‌নির চারপাশে।
আর আহত পঙ্গু কিছু পোকা
কোনক্রমে ফিরে যায় আপন বিবরে।

পেশা- চাকুরী

নতুন শতাব্দী

মন্টু মিত্র

মেঘকে দূত করে পাঠাবো না
বরং, নিজেই যাবো
দেখে আসব পাথরপ্রতিমায় খেটেখাওয়া
মানুষের বাঁধ—

নদীও গ্রহণ করেছে আমাদের প্রণতি
এসো, এইসব মানুষের সাথে
শরিকি লড়াইএ আবদ্ধ না হয়ে
এগিয়ে যাই
আরও সামনে...

যেখান থেকে শুরু হবে আমাদের নতুন শতাব্দী।

পেশা- ব্যবসা
গ্রন্থ- ২টি

দু ফোঁটা মুক্তোরঙ জল

মদন ভড়

তোমার চোখে
আমার মুখের ভাষা পড়ব বলে
দুহাতে যখন তোমার মুখটা
আমার দিকে ফেরালাম
তখনো তোমার ঘুম ভাঙেনি
চুপ করে রইলাম।

তোমার ঘুম ভাঙাতে
ঘরের সব জানালা খুলে দিলাম
মেঘভাঙা কনক জ্যোৎস্না এলো
তোমার চোখ ছুঁয়ে গেল ভোরের হাওয়া
চোখ খুললে না।

তোমার বাঁধা চুলে
গেঁথে রেখেছো রূপোর কাঁটা
তাতে লাগানো ঝুমকো দুল
মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, চোখ খোল--,
টুং টাং বেজে উঠলো ঝুমকো
চোখ খুললে না।

দেখলাম গালদুটো একটু বেশী লাল
ঠোঁটের ফাঁকে অস্ফুট শব্দ গুঞ্জন
চিৎকার করে বললাম চোখ খোল--,
চোখ খুললে না।
কেবল দুচোখের দু ফোঁটা মুক্তোরঙ জল
গড়িয়ে এলো
তোমার রাঙা গাল ছুঁয়ে...

শিক্ষা- বি.কম
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

টই-টম্বুর চোখে

মৃণালেন্দু দাশ

আজ ফিরে যাচ্ছি বনে। এতদিন বেশ
লোকালয় লোকালয় একটা জম্পেশ
খেলা চলছিল। খেলনা বাড়ি, খেলার
ছলে বৌ-বাচ্চা, দশটা-পাঁচটা, দেদার
সুখের হাতছানি। কিন্তু দাদা নজর
বড়। ভাল্লাগে না খেলনা-দোকানদারি।
মাঝে-মধ্যেই তাড়িয়ে বেড়ায় খেলুড়ে
সাপওয়ালা। ধা-ধিন-ধা মারকাটারি
খেল। বিষ ঝরে কি মধু, বোঝা যায় না।
যায় না বলেই কোত্থেকে এক আয়না
হঠাৎ.হঠাৎ ম্যাজিক দেখায় খুব।
টই-টম্বুর চোখে নানারঙের ঢেউ
ভাঙতে ভাঙতে মিলিয়ে যায় এমন—
নিজের বলে থাকছে না-তো কেউ।

শিক্ষা- স্নাতক

ধূপওয়ালা আজও আসে

মিলা সাহা (সরকার)

সেই ধূপওয়ালা আজও আসে
চন্দনের গন্ধ
বাতাসে মিশিয়ে দিয়ে
একমুখ হাসে
আর বলে, ভেতরের কাঠি? পঞ্চাশটা
পাঁচটা নিলেই ভাই বাড়তি একটা।

কাঁটা খোঁচা একমুখ, বিচ্ছিরি দাড়ি
হয়তো চড়েনি হাঁড়ি,
হয়তো ঘরে নেই একমুঠি চাল,
কাজ গেছে হল কত কাল।
ভাঙা রেকর্ডের মত, পুরনো, বস্তাপচা, অনর্গল কথা,
একরাশ ব্যথা,
শিউলি ফুলের মালার মত,
গলায় পরে
একমুখ হাসে,
আর বলে, ভেতরের কাঠি পঞ্চাশটা,
পাঁচটা নিলেই ভাই বাড়তি একটা।

নিরীহ সরল এক অসহায় মুখ
যত আছে দুখ
ঘাড় বুক পিঠ পেতে নীরবে তা সওয়া
গাধার মতন শুধু বওয়া।
তাছাড়া যে কোনদিকে নেই কোন পথ,
আঁধারে হারিয়ে গেছে জীবনেরই রথ।

পেশা- আইনজীবি
গ্রন্থ- ১টি

মুন

মঞ্জুশ্রী পোদ্দার

যাকে এতদিন খুঁজেছি
সে তুমি
যাকে আজ পেলাম
সে তুমি নয়।
যে ভালোবাসতে শেখালো
সে তুমি
যাকে ভালোবাসতে চাই
সে তুমি নয়।
যে আমার সর্বস্ব নিয়েছিল
সে তুমি
যাকে সর্বস্ব দিতে চাই
সে তুমি নয়।

শিক্ষা- এম.এ. পিএইচ.ডি

নির্মোক বাসনা

মাণিকলাল অধিকারী

জানি, অভিযোগ বাড়ছে সমানুপাতিক হারে
জমেছে অনেক মেঘ
ধূলোবালি উড়িয়ে ছুটছে দুরন্ত ঝড়।

জানি, অবিশ্রাম বর্ষণের পর
কখনো কখনো রামধনু ওঠে হয়ত বা
ধূলোপড়া তানপুরার তারে
বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

কবিতা ফেরেনি
মানিক মাঝি

আসলের রূপ ভাষা শব্দে বার বার হৃদয় গাঁথি
অন্তিম বিকেলে অনন্তহীন প্রেম নিয়ে এলে
ঘন গোধুলি ঘিরে নিবিড় কল্পনার ঘর ওইখানে
স্থির দেখে অবকাশে চাবি চেয়েছি
রাজহাঁস পায়ে পায়ে মাখে নদীর চঞ্চল, আমি শূন্য জনপথ
অনন্তের মুগ্ধ প্রেম এই স্বাদ, বিশ্ব ব্যাপ্ত আমার চরাচর
ডানায় গন্ধ দাও সারাক্ষণ, আশ্চর্য আহ্লাদ বিলোব,
হীরের কুচিতে পাতার বাহার, অন্ধকারে হিম চায় হাওয়া
এলোমেলো ভেতর টানে, সময় এলে প্রার্থনা পূরণ হবে
অন্ধকারে ডুবছে নাবিক সংসারের স্বপ্ন তার,
নতুন দিগন্তে অলৌকিক ফিরে আসে কবি—
কবিতা ফেরেনি।

গ্রন্থ- ১টি

জীবন ও সংগীত

মান্নান জাভেদ

পরাস্ত হয়েছ বলে বসে আছ
পাথরের মত।
মগ্ন শোকে মুখ ঢেকে
কী ভাবছ?
বিবাদ!
সে তো জরাগ্রস্ত মিছিলের মুখ
পা রাখছ কোথায়?
কানপেতে শোন
অশান্ত বুকের ভেতর
প্রতিশ্রুতি বিপ্লব।

সে এক বর্ণময় জীবনের জীবন্ত সংগীত।

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

স্বপ্নলিপি

মানস ভাণ্ডারী

প্রকাশ্য নির্জনতার একক ভিড়
এখন শুয়ে আছে দাম্পত্য-জ্যোৎস্নার মতো

জল ও পাহাড়ের যৌন উৎসব ঃ আদিম মাদলে
ভিজে যায় অরণ্য-কার্পেট
এইখানে, এই আলো-ছায়ায়
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য
কেমন অদ্ভুত মিলেমিশে যায়
আর সহজ শিশুটির জন্ম হয় মুক্ত আকাশের অনঘ আবহে

দোলা লাগে জলে, নেচে ওঠে ঘাস-ফড়িং
জীববৈচিত্র্যের বিবাহ-আসর হয়ে ওঠে জমজমাট

এরপর মুগ্ধ ঈশ্বরের সানন্দ আগমন ঘটে
মানুষের এই মরমী মৃন্ময়-বাগিচায়

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

হাত

মাধুরী অধিকারী

আমার শেষ গল্পের নায়ক
অত্যন্ত সামান্য কলেবরের
এক ঝগড়ুটে কুকুর।

সূর্যাস্তের অনেক পরে
উদাস দুটো পাংশু কিশোর
সূর্যগ্রহণ দেখার আকুলতায়
রুটি গোনে
চাবুক গোনে না
সবশেষে বিশ্বস্ত বন্ধুটির পেটে
হাত বুলোয় আর স্বপ্ন দেখে
স্বপ্নই দেখে।

স্বপ্ন দেখতে দেখতেই
শিশু তুমি কিশোর হয়েছো
রামধনু ছোঁবে বলে
হাত বাড়িয়েছ দাবানলে
বন্ধু তোমার রুটির সন্ধানে
রাজবাড়ীর চত্বরে ঘোরে।

শিশু তুমি এইভাবে
এইভাবে বড় হও।।

আধিয়া

মল্লিকা সেনগুপ্ত

মজুরী যা পাই তার আধভাগ বাবু নিয়ে যায়
পরদিন রঙ মেখে আবার দাঁড়াই ইন্দ্রলোকে

প্রথম ইন্দর ছিল পাশের বাড়ির কালোভূত
মাটির তলার রেল দেখানোর নাম করে সেই
এখানে আনল, এই সোনাগাছি, গাছিগাছি টাকা

সন্ধ্যার বাতাসে ওড়ে, ওড়ে মদ, অসভ্য ইঙ্গিত
মেয়েদের সঙ্গে দেখা হয় ছেলেদের
কচি মেয়েটির সঙ্গে বুড়ো ভামের
এমন কি কোন কোন বাবাদের সঙ্গে মায়েদের
তাদের শিশুর নাম, বেজন্মা, বাস্টার্ড,

বাকি যে অর্ধেক টাকা তার ভাগ পুলিশ নেবেন
দালাল নেবেন, শেষে হাতে মোটে পচিশ তিরিশ

পঁচিশ টাকার জন্য এর-ওর-যার-তার সঙ্গে
যাচ্ছেতাই সব কাণ্ডকারখানা, কি ছিল কপালে!

ওগো গোপাল ঠাকুর, যদি পরজন্ম বলে কিছু থাকে
'বাবু' হয়ে জন্ম নেব। বাবু যেন আধিয়া জন্মায়!

পেশা- চাকুরী

আকাশ পরিক্রমা

মানস চক্রবর্ত্তী

আকাশে এখন রাত-রং
সূর্যবীজ নিয়ে গ্রহরা ছড়ায় হলুদ প্রভা
অন্ধকার কিসের লজ্জা ঢাকে
তরল লজ্জায়!
গলে পড়ছে আলকাতরা রং
সবুজ ঢাকছে কালোর চাদরে
সব কিছু গিলে খাচ্ছে
কিসের ক্ষুধায়!
উজ্জ্বল চোখ খুবলে নিয়ে
অদ্ভুত অন্ধকার বসানো সেখানে
পাথুরে মণিতে স্ত্রী-পুত্র-পাশবই
জীবনের গলগন্ড থলি!
সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে পাগলি
অন্ধকারে ওড়ায় অজস্র চুমো
হলুদ-বিমর্ষ শব্দে অক্ষরে
নির্মাণ নতুন পদাবলী।

অন্ধকারের এই আকাশে তবু
নগ্ন হয় বাজার দখল
ঝলসে ওঠে বারুদ গুঁড়ো
যতটুকু আলো ছিল আবশ্যক
শান্তি ও শৃঙ্খলার
লাল হয়ে যায়
লাল হয়ে যায়—রক্ত ছড়ায়।।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- সাংবাদিকতা

দেবদারু
মণিকা দাস

ভীষণ অভিমানে তুমি চলে গেলে
নাকি ক্রোধ জমিয়েছ, জমাট কুয়াশার মতো—
সেই ভালো।
ভালবাসা বিনিময় চায়!
আমিও তো ভালবাসি, আমার কাছের ওই দেবদারুকে
আমি তার অনুপম রূপ, কথা বলা,
পাগলামো, আকাশ ছুঁতে চাওয়ার স্পর্ধা ভীষণ ভালবাসি।
আমি তার বুকে মাথা রেখে কাঁদতে চাই—অবিশ্রান্ত বর্ষণের
মতো, যাতে বিশুদ্ধতায় ভরে ওঠে চরাচর।
এত ভালবেসেও ভালবাসতে পারলাম কই?
ছুঁতে পারলাম কই তার ঋজুতা?
তাই কঠিন শীতে দেবদারু ঝাপসা হয়ে যায়,
অভিমানী জ্যোৎস্না উদাসীন ঝুলে থাকে।

তুমি অমন করে হাসছো কেন দেবদারু?
কেন তিরতির তরঙ্গ পাঠাও?
আমি জানালা বন্ধ রাখি,
পাছে ধ্বংস হয়ে যাই আমি ও আমার পৃথিবী।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

একটি নদীর জন্য
মঙ্গলপ্রসাদ মাইতি

তুমি নদী হতে চাইলে—
আমার বুকের সবটুকু জমি
তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি
যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে বয়ে যেতে পারো।
তোমার সুগভীর সোনালি স্রোতে যাতে
ছায়া খেলা করতে পারে—পরম মমতায়
তোমার দু'পাড়ে রোপণ করতে পারি আমার
ভালবাসার বট-অশথ-তমালের সারি
কলমির বন, কাশের গুচ্ছ।
তুমি যাতে শুকিয়ে না যাও—এক আকাশ
বৃষ্টি হয়ে আমি ঝরতে পারি
অনায়াসে ভরে দিতে পারি তোমার ভুখা চর,
প্লাবন চাইলে এনে দিতে পারি তাও।
তুমি চাইলে তোমার জলে ছড়িয়ে দিতে পারি
চাঁদ চিকচিক রূপোলি আলোর ঝিলিক
তুমি চাইলে একা সওয়ারি হয়ে
ভাসাতে পারি আমার ছোট্ট ডিঙিখানি।
হে সুন্দরী, তুমি কি নদী হবে?

কাব্যগ্রন্থ- ১টি

জোয়ার

মৌসুমী মুখোপাধ্যায়

ভালোবাসাহীন স্পর্শে নপুংশক হয়ে যাও তুমি
এই সেই প্রকৃত পৌরুষ আমি যা চেয়েছিলাম
সমস্ত যৌবন ধরে স্বপ্নে, ঘোরে, ব্যাধিতে, হাসিতে

তারপর জন্মক্ষ্যাপা হতে হতে মিলিয়ে গিয়েছি
দিকচক্রবালে, অগ্নি তার সাক্ষী ছিলো যে আগুন
এখনো কখনো জ্বলে ওঠে ভেতরে ভেতরে ক্রোধে

তুমি সে পুরুষ যার হাত ধরে মাটির প্রথম
শান্তি এসেছিলো, এলোমেলো হয়ে চৈত্রের দাপটে
পুড়েছিলো সংসারে প্রথমবার খেতে, বসতে, শুতে

আজ সেই মাটি এসে দাঁড়িয়েছে দরজায় তোমার
তুমি কি ফিরিয়ে দেবে নিঃস্বতার অজুহাতে বলো
এখন আগুন জ্বলে দাউদাউ, তারই ছায়া বোধে

নিরন্তর চেয়েছি যা অঙ্কে আজ তাই শরীরের
একান্ত গোপনে বাসা বাঁধে, অন্তশায়িনী আমিও
যা ছিলো বা স্বপ্নাতীত, বোধাতীত নিজস্ব স্নায়ুতে

আজ সম্পূর্ণ হয়েছে মাটি জন্ম, ভোর হলো শুরু
তোমার সমস্ত তৃপ্তি আসে আর ফুলে ওঠে আমার জোয়ার।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

বৃষ্টি বিষয়ক

মধুছন্দা মিত্র ঘোষ

১.
বৃষ্টির কাছে অক্ষরমালা শিখতে চাওয়ায়
নাছোড় কবিতারা বিদ্রোহ করে
অথচ, সেই বৃষ্টিতেই বিধ্বস্ত গঠনক্রিয়ায়
ভিজে, ভেসে যায় কবিতার মত পাণ্ডুলিপি।

২.
মেঘলা বৃষ্টির টুপটাপ দিনে,
নগ্ন পায়ে হেঁটে আসা আলপথ শেষে
অঝোরে বৃষ্টিধারায় ধুয়ে যায়
যত বেপরোয়া মান-অভিমান।

৩.
চেনা বৃষ্টি, অচেনা ডানার ভরে
ভুল ঠিকানায় বৃষ্টি নামায় অবিরত
জলস্রোতে কৌলিন্য হারানো চিরায়ত গার্হস্থ্য
নিরুত্তর শব্দকথায় মুখর এলোমেলো।

৪.
আজকের আহ্বান ব্যর্থ হবে জেনেও
অঙ্কের নিয়ম ভেঙে এই বৃষ্টিতে
কাকস্নানে ভিজে মন বুঝি
আজ দ্বিচারিণী হতে প্রস্তুত।

গাঢ় বিপরীত
মঞ্জির বাগ

অনন্ত সময় ধরে ধীরে বয়ে চলি আমি—
কোনারকের সুরসুন্দরী কিংবা দক্ষিণের যক্ষিণী
লিঙ্গরাজের স্নানরতা—টুপটুপ ঝরে পড়া জল খায় হাঁস
ধ্যানীর বাম উরুতে বসে করি বাসব পান
অনেক স্তুতি করেছ আমার স্তন উরু বা ত্রিবলী সমৃদ্ধ কোমরের

আমার শরীরের সমৃদ্ধি জাগিয়েছে তোমার শরীর, তোমার কল্পনা
একঢাল খরস্রোতা চুল প্ররোচিত করছে তোমায়
সাদা ক্যানভাসে রঙ ভরে দিতে।
কিন্তু কখনো দেখিনি তেমন করে
অনন্ত সময় ধরে জমে থাকা অন্ধকারের কালি সরিয়ে
দেখব তোমাকে

তোমার ঘন চুল, তীক্ষ্ণ চোখের চাউনি ভেদ করে
মুখে আঁটা মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে
খুঁজে নেবো তোমায়
শক্ত বাহু, সবল উরু, গভীর নাভি, চিকণ ত্বক
বা তোমার শরীরে জমে থাকা ঘাম
মুগ্ধ করে আমায়
পেছনে ফেলে আগ্রাসী কাম চেটে নেব নোনা শরীরের ঘাম
শুধু দেখব তোমাকেই প্রাণ ভরে

পেশা- গৃহবধূ

নিঃস্ব সন্ধ্যার দোরে

মায়া সরকার

শেখাই হোলো না আর
গান তো সে দুরাশার,
গরীবের ঢঙ,
সুপ্ত ডালে চৈত্র-সঙ
নুন-ভাত সংসার
সুখ কত তার!

বসন্ত আসতে গিয়ে
ফিরে গ্যাছে নৌকো নিয়ে
পেয়েছিল ভয়
মুরগীরা বাড়ীময়
ধর্মের বিরোধ নেই
খুদে, মাটিতেই

সেই স্বপ্ন, সেই মুখ
কিশোরের ডাকে সুখ
ঘুরি নিয়ে পাশে
হ্যাঁ ভাসে তো, কানে আসে

কাজের পিঠেতে কাজ
আছে, তখনোও, আজ
অক্ষম ঝি নিতে
তখনো পারেনি দিতে
মাষ্টারও ঠিকমতো
মা কান্নায় রত

তারই তো ডালপালা
ধরে দুলতাম মাল্য
তারই হাতের...।

শিক্ষা- এম.এসসি
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

নীলাঞ্জনা
মৌমিতা বাহুবলীন্দ্র

নীল সমুদ্র নীল আকাশ পৃথিবী,
আর রয়েছে নীলচে চোখের সেই নীলাঞ্জনা,
সূর্যের সাতরঙের সেরা নীল রঙ
ওর চোখে এসে মিশেছে।
ঠিক যেন নীল কাজল।
নীলাঞ্জনা চলেছিল নীল সমুদ্রের পাড় ধরে,
ঐ দূরে ও চলেছে নীল সুখের বন্ধনে।

পেশা- গৃহবধূ
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

এ কী প্রেম

মোনালিসা ভৌমিক

প্রেমে কী কবিতা লেখা যায়?
সমস্ত অনুভূতি নিংড়ে
বেরিয়ে আসে যে নির্যাস
তা দিয়ে কী অবয়ব আঁকা যায়?
বিষন্ন, কবিতা লেখায়
তা কি প্রেম নয়?
যারা বুঝবে না বলে বসে আছে
তারা বোঝেনি কখনও...
আর যারা নিজেকে নিঃশেষ করে
দিয়ে গেল শুধু
তারাই আসল প্রেমিক।
আমি, তুমি দিয়ে কি বোঝায়?
হয় সমর্পণ, নইলে মৃত্যু
এ তো প্রেমের প্রত্যক্ষ পরিচয়।।

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- অধ্যাপনা

ভাল থাকো

মাধুরী দাস (পাল)

বুক ভরা শিউলির গন্ধে ভোর আসে
ঝিরঝিরে জল স্পর্শ করেছে শরীর
এক মুঠি আনন্দ রেলিঙের পাশে
সবটুকু খুঁটে নিই শালিকের মতো।

বকের ডানায় লাগে রোদ্দুরের টান
কানে আসে শিমুলের ফিস্‌ফিস্ গান
ভিড় করে তারা সব আকাশের গায়
ভাল আছি, ভাল থাকো—তারা বলে যায়।।

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
কাব্যগ্রন্থ- ১০টি

আয়না

মৃন্ময় দত্ত

জীবনের পরিধিটা বড্ড ছোটো!
ঊষর ভূমির ধূসর প্রান্তরে,
চাওয়া-পাওয়ার লেলিহান জিহ্বায়
শুধুই স্বার্থপূরণের আকাঙ্ক্ষা।
অপরকে নীচে ফেলার তীব্র বাসনা
অনির্বার জেগে রয় অন্তরে।

রাতজাগা প্যাঁচাদের মতো
কিছু, রক্তচক্ষু দু'পায়া প্রাণীর দল
মৃত্যুক্ষুধা বুকে নিয়ে
চোখ ফেলে খাদ্য-ইঁদুরের গর্তে!
আদিম উল্লাসে ভর করে তারা—
রক্ত নদীর ফোয়ারা তোলে স্নিগ্ধ বাতাসে!

উদগ্র কামাতুর যত নরাধম,
শুধুই আদিম রসের জোয়ারে ভাসে;
আর সেই সাথে—
উন্মুখ দুই কামুক নয়নে
অন্ধপুরীর আঁধার মাঝে
বিবস্ত্র নারীর আঁচল খোঁজে।
আবার রঙীন তরলে ডুব দিয়ে তারা
মাতৃমুক্তির বুলি কাটে।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী

আকাঙ্ক্ষা
মিহির কুমার মুখোপাধ্যায়

শোষককুলের তেষ্টা মেটে না।
চাওয়া পাওয়া আকাঙ্ক্ষার হিংস্র কুমীর।
ছিঁড়েকুটে খায় অসহায়দের
ওদের আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়।
শাসনের নামে শোষণ, ব্যর্থ প্রশাসন।
বিচারব্যবস্থা বিকৃত।
বিচারকও বিক্রীত।

শুধু দীর্ঘশ্বাস!
জমাট বেঁধে আছে অনেক বেদনা
ডুকরে কেঁদে ওঠে পরাণ
বিরক্ত আর্তনাদে।
চারিদিকে শবের মিছিল!
পচা কটু গন্ধে বাতাস দূষিত।
শুধু হাহাকার!

ঢং ঢং। সময়ের ঘণ্টা বাজে
শোষককুলের!
দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে শোষকের বিচার।
শুয়ে আছে চিতায় শ্মশানে
করুণ স্বরে যেন বলছে পেয়েছে অমৃতের সন্ধান
যে পথে এসেছিল সে পথ ধরে
সব আকাঙ্ক্ষা এখন জ্বলছে দাউ দাউ আগুনে।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর

যাপন

মুন্না মানসী

পরিবৃত্তিশীল আশার বন্ধনে যুক্ত হয়ে ভ্রমণ
করি। পর্যটন প্রিয়—এমন নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে,
আশা প্রদীপ্ত প্রেরণা জেনে জীবনস্তরের বঙ্কিম
সংগ্রামে বহন করি বুকশালায়। গৃহবাসী কবি
হওয়ার বিপুল এষায় শব্দের আবাস
পরিকল্পে সংগ্রহ করি শব্দশীলা কাহাতক...
দিগন্তের বিচরণ শেষে আষাঢ় বৈশিষ্ট্য
ন্যায় স্বপ্ন শিল্পের বিচ্যুতি—আমাকে
পর্যটক বানায়। আর প্রতি প্রকল্পের
প্রপতনে অথৈ জল ডুবিয়ে নিয়েছে আকাঙ্ক্ষাশীল হৃদয়।
তারপর? যাবতীয় যুক্তিবোধ মায়ার বিতানে ঘুম যায়
প্রবর্তিত হই পরিবর্তনশীল আশায়।

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- গৃহবধূ

তুমি ফিরে তাকাও
মধুমিতা মণ্ডল (বেরা)

ভুলে যাবে ভাবিনি কখন,
কোনদিন ফিরে আসবে না এতো ভাবতেই পারিনি।
দিনগুলো নিরস, নিঃসঙ্গ, বেসামাল কেটে গেল।

তুমি ছাড়া চলবে না, যেমনি বুঝতে পারা
বেরিয়ে পড়লুম তোমায় ফিরিয়ে আনতে
কিন্তু পেলাম না কোথাও—গাঁয়ে, গঞ্জে কিংবা শহরে
কোথায় গেলে? নিরন্তর আমি ডেকে চলি নাম ধরে।

এখন আমি বড় ক্লান্ত
আর পারি না খুঁজে ফিরতে
তবু অন্তরের অন্তঃস্থলে রণিত হয় একই কথা

যেখানে থাকো যেমন থাকো ফিরে তাকাও ভালোবাসো।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- গৃহশিক্ষকতা

রূপসীর পুতুল খেলা
মনসারাম ঘোষাল

ছাতনার কবি'র মেলায়
চারিদিকে যখন আলোর লহরী ছোটে,
আনন্দের কোলাহল জাগে;
ঠিক তারই মাঝে অনন্যা রূপসী;
অহংকারিণী, চঞ্চলা এক মেয়ে ঘুরে ঘুরে দেখে,
হৃদয় তার জমে কাঁকর
শুধু চোখে দেখে এখন সবকিছু।

মেলায় কোন দোকানে একগুচ্ছ সুন্দর পুরুষ পুতুল।
মেয়ে বায়না ধরে তার মায়ের কাছে
'বুড়ি মেয়ে কোথাকার, পুতুল খেলবি কি!'
—মা তার রেগে বলে ওঠেন।
তবু মেয়ের জেদ পুতুল কিনবেই।

সে পুতুলের সাথে এখন ভালই থাকে।
কথা কয় পুতুলের সাথে,
পুতুল শুধুই তা চুপচাপ শোনে।
তাহলেও কিন্তু পুতুল বোবা নয়,
খোঁড়া নয়, এমনকি কুৎসিতও নয়।
এখন মেয়েটির মনের মতোই সে সাজে,
মেয়েটির কথায় কথা বলে,
মেয়েটির মুখের কথা শোনে, তাকে যখন নাচায়
আবার তখন মেয়েটির পছন্দের নাচও করে।
এভাবেই পুতুল সারাদিন শুধু মেয়েটির পছন্দের খেলায় খেলে।।

পেশা- মৎসজীবি
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

ভালবাসা

মনসা দাস কর্মকার

তুমি খুব ফুল ভালবাস
তাই ঘর সাজাতে ফুল রেখেছ,
ফুল রাখতে ফুলদানি।
তুমি খুব পাখি ভালবাস
তাই ডাক শুনতে পাখি রেখেছ,
পাখি রাখতে পেতল-খাঁচা।
তুমি খুব আমাকে ভালবাস
তাই ভালবাসতে ধরে রেখেছ,
ধরে রাখতে বাহুর বাঁধন।

আমি খুব ফুল ভালবাসি
তাই ফুলের জন্য গাছ রেখেছি,
গাছের জন্য জল।
আমি খুব পাখি ভালবাসি
তাই পাখির জন্য বন দিয়েছি,
পাখা মেলতে খোলা আকাশ।
আমি খুব তোমাকে ভালবাসি
তাই ভালবাসতে পৃথিবী দিলাম,
হারিয়ে যেতে হাওয়াহাওয়া।

ঈশ্বরও ভুল করেন

মিতা নাগ ভট্টাচার্য

মাঝে মাঝে ঈশ্বরও ভুল করেন।
ভুল করে এঁকে দেন বঙ্কিম ভ্রূযুগল গণ্ডদেশে—
সুরবীণা দিতে ভুলে যান গলায়।
চোখের মণির কোলে ঘোর অন্ধকার আজীবন।
একই দেহে বাসা বাঁধে উভলিঙ্গ।
নারীর কোমল কপালে ঠাঁই নেই শ্মশ্রুরেখা
তবুও ঈশ্বর পেয়ে যান বাহবা।
এ ভুল নাকি পাপী মানুষের শাস্তিসরণি।

এমনটাই রটে আছে বার্তা।

দাঁড়াতে চাই

মিহির মিত্র

অনেক অনেক পথ এসেছি যে হেঁটে
পিঠ ও কোমর বেঁকে গেছে খেটে খেটে
তবুও ক্ষুধায় ঠেকেছে পিঠে ও পেটে
জোটেনি খাবার, তৃষ্ণা মেটানো জল

বাবুরা এলেন দেখে তো গেলেন কত
মুখে মুখে বুলি দিয়ে তো গেলেন শত
অন্নপূর্ণা, অন্ত্যোদয়-এর মতো
শুধু বুলি শুনে পেট ভরে কারো? বল!

অনেক দিনের ইচ্ছে—দাঁড়াব বলে
শিক্ষার আলো এখানে ওঠেনি জ্বলে
যে যেমন পারে ঠকায় যে কৌশলে
এখনো আমার পেট ভরে জঙ্গল।

জঙ্গল আছে, তাই জোটে কাঠ পাতা
বাবুই-এর দড়ি তোমাদের কাছে যা-তা
শন-খড়ে ছেয়ে এখনো বাঁচাই মাথা
এগুলোই আজ আমাদের সম্বল।

পেটেতে পড়ুক দু'মুঠো গরম ভাত
হামাগুড়ি নয়, নয় ধরে কারো হাত
অনেক দিনের ইচ্ছে—দাঁড়াতে তাই
নিজের দু'পায়ে ভর দিয়ে অবিকল।

পেশা- অধ্যক্ষা

শূন্যতার মাঝে
মীরা ঘোষ

অনন্ত শূন্যতার মাঝে
আমি এক নির্বাক মন নিয়ে খেলা করি
নীলাকাশ নীল ঈশারায় দূরে সরে যায়
দৃষ্টির স্বচ্ছতায় এখন বোধের প্রলেপ
সুন্দর দাঁড়িয়ে থাকে অসুন্দরের পাশে
এমন এক জীবন গভীরে নামে মন
কোন কিছু হারিয়ে যাওয়া পুতুল খেলার দিনে
নিতান্ত বোকামির নীল খাম ভালবাসা চায়
বুক ভরা কালো অক্ষরে শোক বাসা বাঁধে।
অশ্রু শূন্যতার অনন্তপ্রেমে সম্পৃক্ত হয়
আমাদেরই ভালবাসার যোগফল।

বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা

মহীবুল আজিজ

বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা মরে যাচ্ছে ক্রমশ।

তোমরাই বেঁচে থাকো, বেঁচে থেকে শাণ দাও ছুরিকায়।
কম-জোরী-কব্জি আমি, জন্মাবধি ধাতুভয়ে ভীত—
এখন প্রত্যহ শুনি চারপাশে শুধু ধাতব শব্দ।
ধাতুর স্পর্শে আমার হাত কাঁপে, বুক কাঁপে,
অথচ ধাতুই আজ প্রার্থিত পরম।

লৌহময় হাতে যারা একদিন পশু উৎসর্গ
করেছিল ঈশ্বরের নামে, আজ দেখি
তাদের ছুরির নীচে মানুষ গড়ায়।
সৃষ্টিকর্তার নামের আদ্যাক্ষরকে তারা খুব করে
বালিতে শানিয়ে নেয় দীর্ঘক্ষণ ধরে,
শানিয়ে তাকে ছুরির মত করে বসিয়ে দেয়
মখলুকাতের গলায়।
শেষে প্রার্থনাগারের মিহি-মখমল গালিচায়
রক্ত মুছে সেটি রেখে দেয় পবিত্র বস্ত্রের নীচে।

এসব দেখে তখন উপাসনাকারীদের
ঠিকই মনে পড়ে যায় যে তাদের প্রধান
নেতাদের সকলেই নিহত হয়েছিলেন প্রার্থনাগারে।

পথেই হবে দেখা

মুরলী ধর পাণ্ডা

বিদায় বেলায় থাকবে পড়ে
স্মৃতির সৌধখানি।
কোনও দিনও ফিরবে না দিন
তাইতো প্রমাদ গনি।
আকাশ জমিন বসত বাটি
রইবে অনেক দূরে।
যতই তুমি মাথা খোঁড়ো
আর পাবে না ফিরে।
আমার আমার যতই করো
কেউ তো আমার নয়।
যাবার সময় যাবে একা
বুঝলে মহাশয়।
রইবে শুধু স্মৃতির ফলক
এই না হৃদয় মাঝে।
দুঃখ পেলেও ভুলতে হবে
চলতে হবে বুঝে।
আশা যাওয়া এই তো পথ
ভাগ্যে আছে লেখা।
পথচারি পথিক আমি
পথেই হবে দেখা।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

ঢেউ খোঁজে

মিহির কুমার চট্টোপাধ্যায়

একটা দুরন্ত সাগর নিয়ে চলেছে ঢেউ,
অন্য কোন ভাবনার পথ নেই।
হয় জিৎ নয় হার, মৃত্যু পরিণামে।

সায়াহ্নে পাখীরা ফিরে আসে...
স্বপ্নীল নীড়ে দেয় স্বপ্নের দোলা—
হায়! যদি পাখীর ছানা হত সে!
রক্তাক্ত বুক নিয়ে কত আর ছুটবে!

'হে মায়াবী স্বপ্ন!'—ঢেউ বিড়বিড় ভাসে..
'আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাও,
রুধিরাক্ত মুখে দিতে শান্তিবারি
স্নেহময়ী পৃথিবীর সুকোমল বুকে'।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- শিক্ষকতা

চন্দ্রের মাধুরী

মৃণাল কুমার মাহাত

তোমাকে দেখেছিলাম মধ্যরাত্রির গগনে
অবসান ঘটল তখন দীর্ঘদিনের ঔৎসুক্যের।
যখন হলাম তোমার রূপে উদাসীন,
মনে পড়ে সুদুর অতীতের দুঃস্বপ্নের স্মৃতি।
৮৭ বছর আগে হয়তো এমনি দিনে কাছে এসেছিলে
দিয়েছিলে মধুর স্নেহ-মায়া-মমতা পরাধীন সন্তানের।
হতভাগ্য সন্তানেরা বুঝতে পারেনি তোমার রূপের মাধুরী
শ্বেত বাঁদরের অধীনে পরেছিল দাসত্বের শৃঙ্খল।
আজ আমরা পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে
হয়েছি সবাই স্বাধীন।
তাই তোমার মমতা পেতে হয়েছি আকুল—
ভুলে যেতে চাই শত-সহস্র ব্যথা তোমার কাছে পেয়ে।
কিন্তু, আজ কাছে থেকেও তো তুমি দূরে দূরে রয়েছো
তোমার সৌন্দর্যেও জ্বলে ওঠে হাহাকার,
অনাহারে, মন্বন্তরে রাজনৈতিক হলাহলে।
আজ আমরা হয়েছি ব্যাকুল,
জন্মেছে আমাদের মনে হিংসা-স্বার্থপরতা
তাইতো তোমার শুভ্রতা উপলব্ধির পিছনে—
থেকে যায় কালিমা।

সুলেখাকে একটি চিঠি

মালিপাখি

সুলেখা তুই বন্ধু খুঁজিস? সুলেখা তুই ফুল,
রাখবি কোথায়? কবি তো সেই লেখাতে মশগুল!
ভাষা খুঁজছে পাগল কবি, আয় ও ভাষা আয়...
লবণ জলে ভাসছে দু-চোখ; শব্দ শোনা যায়!

সুলেখা তুই বন্ধু খুঁজিস? সুলেখা দ্যাখ তুই,
রুগ্ন কবি! শীর্ণ দু-হাত আকাশটা ছুঁই ছুঁই...!
কবিকে আজ সুস্থ করার কে নেবে আর ভার?
তুই তো মায়া! তোর দু-চোখেই অরণ্য সম্ভার—

ছড়িয়ে আছে ইতস্তত। অচেনা সব ঘাস,
বলছে এসো কবির সাথে খেলবো বারোমাস।
উড়ে যাচ্ছে বলাকা দল...কবির মাথা ভার!
সুলেখা আজ কবিকে তোর বাঁচানো দরকার!

সমাধান

মানস সরকার

ভালবেসে স্বপ্ন দেখলে
দেখো
স্বপ্ন আমার ভেঙে যায়
তাও জানি
ভালবেসে কবিতা লিখলে
লিখো
কবিতা কখনো
মৃত্যুর হাতছানি।

ভালবেসে হৃদয় দিলে
দিও
হৃদয় ভাঙলে
সহ্য করে নিও
ভালবেসে ঘর ছাড়লে
ছেড়ো
পথ যদি থাকে
আবার ঘরেই ফিরো
সম্পদ যেথা—
তুচ্ছ, প্রেমের কাছে
মহানির্বাণ
ভালবাসাতেই আছে।

শিক্ষা- গবেষণারত

পেশা- শিক্ষকতা

ইডেন থেকে অজয় বসু

মানস দাস

হাইকোর্ট প্রান্ত ছেড়ে আসা
মানুষখেকো আশি মাইল,
আশি হাজার কলরব কেটে
পড়ে যেখানে নিখুঁত বন্ধনে
তা চাওড়া উইলো নয়,
নির্ভেজাল, বনেদী ব্যারিটোন।
ইডেন থেকে বলছ তুমি,
বল, ভরিয়ে দাও কানায় কানায় স্টেডিয়াম।
ইথার ছাপিয়ে হেঁসেলে ডেক্‌চি ভাপ
নিয়ে নেয় লাল আগুনে আপেল,
ছিটকে পড়ে সবুজ গালিচা কেটে
বাউণ্ডারীর দুর্নিবার টানে।
স্মৃতিতে জানান দেয় স্কোরবোর্ড নয়,
তোমার ছটায় সোনালী।
শীতের পড়ন্ত রোদ্দুর।
ছয়, চার কিংবা আউট সুয়িং
তালুবন্দী গর্জে ওঠে তপ্ত ট্রানজিস্টর,
উথলে ওঠে সকাল নটার ইডেন,
চোখ ঢাকা পড়ে,
পড়ে না ব্যারিটোন।

এখনো

মাস্টার বন আলি

রোদ খায় কত যে সকাল
শিকারী সময় যেন তাতে,
কেউ নাকি চোর সেজে আসে
পাখিদের ডেকেছে আঁতাতে!

তারপর আপনাকে ঘিরে
রাত্রিকে নদীতে ভাসায়,
লোমকূপে তার ঢেউ নাচে
স্বপ্ন উঠেছে শিকারায়!

ঐ যেন সহিষ্ণু অধর
চেতনায় স্বাদ আনে ঘ্রাণ,
অলীক হাওয়ার মাঝে নাচে
রোদ গায়, এখনো অম্লান।

কাব্যগ্রন্থ- ১০টি

ভাষা আন্দোলন
মনোরঞ্জন বর্ম্মন

স্বাধীনতা পেলাম মোরা উনিশ "শ" সাতচল্লিশ সনে।
ভারতবর্ষ ভাগ হইল ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানে।
বাংলাও তখন ভাগ হইল পূর্ব পাকিস্তান হইল নাম।
হিন্দু মুসলমান বিনিময় করার লাগিল তখন ধুম ধাম।
পাকিস্তানের শাসন কর্তা জিন্না সাহেব তখন হয়।
আয়ুব খানের অত্যাচারে বাঙালীদের বাঁচা দায়।
বাঙালীদের বাংলা ভাষা পাকিস্তানে চলবে না।
উর্দু হইবে রাষ্ট্রভাষা, করিলেন তখন ঘোষণা।
ভাষার জন্য বাঙালীরা করিতে ধরিল হরতাল।
মিটিং মিছিল শ্লোগানে ঢাকার রাজপথ উত্তাল।
ঢাকার বুকে বাঙালীরা আন্দোলনে যোগ দেয়।
ইউনিভার্সিটির ছাত্রগণেরা অগ্রনায়ক তারা হয়।
বাংলা মোদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষা মোরা চাই।
জীবন গেলেও বাঙালীর বাংলা ভাষা ছাড়া নাই।
বিদ্রোহ দমন করিতে পাকিস্তানের সরকার
খান সেনাদের গুলি চালাতে দিলেন তখন অর্ডার।
উনিশ "শ" বাহান্ন সালে ভাষা আন্দোলন ঢাকায় হয়।
২১শে ফ্রেবুয়ারি গুলিতে অনেক বাঙালীর প্রাণ যায়।
রফিক, শফিক, বরকত এবং আরও কত হিন্দুগণ
খান সেনাদের গুলি খেয়ে ভাষার জন্য শহীদ হন।
বাঙালীদের জয় হয়েছে, খান সেনারা পারেন নাই
বাংলা ভাষার সম্মান এখন দিচ্ছে সারা বিশ্বটাই।

স্মৃতি ও স্নান

যতীন পাল

বাটা হলুদের গন্ধ তোর মুখ, তোর স্মৃতি
আমি সেই গন্ধের স্মৃতিতে স্নান সারি
প্রত্যেক মুহূর্ত
যখন কেউ নেই কোনখানে—

সমস্ত বাড়িতে আমি একা
গন্ধ বুকে মেখে গায়ে মেখে
নিরিবিলি একা-একার দুচোখের ঘটে
ছলভরে স্নান সারি,

কোনদিন ছিলি তুই
যেমন গাছের ছায়া নেমে যায় জলে
তোর হৃদয়ের মধ্যে
মগ্নতা আকাঙ্ক্ষা করে দাঁড়িয়েছি,

সারা গায়ে বুকে আজ বসন্তের ক্ষত
তার সব রঙ, সব শ্রীময়তা নিবে গ্যাছে,
মাঝে মাঝে হলুদের গন্ধ জ্বালি,

বাটা হলুদের গন্ধ তোর মুখ, তোর স্মৃতি...,

গ্রন্থ- ৫টি

ল্যাম্প পোষ্ট

রবীন্দ্রনাথ রায়

আমি ল্যাম্প পোষ্ট,
হ্যাঁ, আমি ল্যাম্প পোষ্ট—
আমায় চিনতে পার নাকি ?
পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি—
মাথায় গাঢ় আলো—
আমার মাথার আলো—
দূর করে দেয় পথের যত কালো
আমার ভাল করাই কাজ
ভাল করাই ধাত
স্বাধীন হলো ভারত
জুটলো কালোবাজার
মুনাফাখোর গড়ে
টিকার পাহাড় হাজার
পথের মাঝে এই
কালোবাজারী করছে অত্যাচার—
মুনাফাখোর তুলছে টাকার পাহাড়
ভুগছে জনগণ
পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি দেখি—
সাক্ষী আমি তার—
সে সব কথা ভুলছি না কো—
আছি প্রতীক্ষায়—
কবে আমার ভাগ্য হবে ভালো—
সমাজ থেকে দূর করবো অসৎ-মজুতদার
মাথায় আমার জ্বলবে দেখার আলো—
কালোবাজারীরা ঝুলবে আমার গায়।

পেশা- অধ্যাপনা

চলে যাবার আগে

রমেশ পুরকায়স্থ

শতভিষা আমাকে হাতছানি দিয়েছিল বলেই
জ্যোৎস্নায় ভেজা এক টুকরো অন্ধকার জড়িয়ে ছিল
ভোরের আকাশে
আমি সূর্যোদয়ের অপেক্ষা না করেই
অন্ধকারে পেরিয়ে এলুম নদী
উপবন
এবং ঈশ্বরের বাড়ি;
ঈশ্বরের কাছে আমার তো কিছুই চাওয়ার ছিল না
তাই যে পথ দিয়ে শেষবারের মতো সে হেঁটে গিয়েছিল
সে পথ একবারও আমাকে বলে নি ঃ দাঁড়াও।

আলো ফুটতেই যে কৃষকেরা মাঠে যাচ্ছিল
আমাকে দেখে বললে ঃ আমরা তোমাকে চিনি
রাখাল বালকেরা কলকল করে উঠল ঃ তুমি তো নদীর ধারে
কতদিন আমাদের বাঁশি শুনেছ
ছোট্ট মেয়েটা হাসল আমাকে দেখে ঃ
তুমি যদি পথ হারিয়ে ফেল
ধুলোয় ধুলোয় আমি ছড়িয়ে রাখব সাদা ফুলের পাপড়ি।

দেবদারুর শাখা থেকে ভেসে এল অলৌকিক ঘন্টার শব্দ
ঘুম থেকে উঠে পৃথিবী তাকিয়েছিল করুণ চোখে ঃ
যদি স্মৃতিসৌধের জন্যে বিদায়লিপি লেখো,
অস্ফুট কণ্ঠে সে বলেছিল ঃ আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেব সমস্ত
আকাশ
এবং
নক্ষত্রমালা।

ঘাতক বিস্ময়

রঞ্জনা মিত্র

শেষকালে—'তুমিও ব্রুটাস'।
সিজারের জিজ্ঞাসায় মৃত্যুলগ্ন
অনন্ত বিস্ময়, চিরন্তন জেগে থাকে
ব্রহ্মরন্ধ্রে—অদাহ্য অক্ষয়
মৃত্যুর চেয়েও সত্য এ ঘাতক বিস্ময়।

জন্ম থেকে মৃত্যু যত জমাট বুনন
শিল্পিত কাঁথায় ধরা হৃদয়ের ওম্
ভ্রষ্টলগ্নে পুড়ে যায় নীল চন্দ্রাতপ
মুছে যায় অন্তরীণ ভালোবাসার সংলাপ
চেনা মুখে ভয়ানক মুখোশের শাপ।

এভাবেই ছায়াকাল বেআব্রু হয়
বিশ্বাসের শিকড়ে নামে অতর্কিত ধস্.
পাতা ঝরে। ডালপালা ধীরে ধীরে
খসে পড়ে। এভাবেই ইতিহাস হয়
গোটা এক পরম্পরা নিঃশব্দে হারিয়ে যায়।

শিক্ষা- স্নাতক

আষাঢ়ের কবি

রমা দাশগুপ্ত

প্রণয় প্রমত্ত আষাঢ়
মেঘদূতের যক্ষ প্রভুর
বিরহ, কাতর, সজল ব্যর্থ অনুরাগ
রামগিরি শৃঙ্গে নিরন্তর বিলাপ।
আষাঢ়ের প্রথম দিবস
কদম রেণু মাখা-প্রশ্বাস
ব্যর্থ মিলনের সজল হতাশ।
কোথা সেই উজ্জয়িণী
কোথা কালিদাস বিরহিনী
কেয়া ফুলের বেণু বনে।
বাজে না কৃষ্ণের বাঁশী-রাধিকা বিহনে।
নবীন কবির-বাঁশীতে বাজে সুর হারা ছন্দ
নীরেট জটিল গদ্য।
উত্তর, পূর্ব মেঘের কবি কালিদাস
আজ তাদের দাসানুদাস।
আষাঢ়ের সজল পাতা-শূন্যে উড়ে যায়
বেঁচে মরে থাকার গ্লানি-কবিরা বয়ে বেড়ায়।

শিক্ষা- এম.এ

পেশা- ব্যবসা

ভুল রাস্তা, ঠিক রাস্তা

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ভেবে দেখলেই যদি বোঝা যেতো
ভাবনাটা আমার সঠিক অথবা বেঠিক
বেশ হতো। সমঝে বকে আমার
বিপথগামী মনকে সিধে রাস্তায় টানতাম।

একটু মন দিলেই ফেলে আসা 'মন'কে সহজে
নিজের মুঠোর মধ্যে ধরতে পারি। আদর
অভিমান আর কতদিনের অদেখা যন্ত্রণায়
সোহাগ করি। আজকাল সেই মনের তল পাই না।

এই কিছুদিন আগেও মেঘের বুকে কাজল রেখা
দেখলে সব কাজ ফেলে কখন জানালার পাশে
মুখ রাখবো, কল্পনার পাখায় চড়ে ভাসবো,
কবিতার পর কবিতার মালা গাঁথবো, এইসব
ভাবনার আবেশেই থাকতাম।

এখন কত অবসর একটু সময় তবু
খুঁজে তার প্রতি ভালোবাসা জানাবার
'মন'টাকে পাই না কোথাও। জীবনটা
ঘোর প্যাঁচের জালে জড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

জীবনের আশেপাশের ছোট বড় রাস্তাগুলো
কেমন জট পাকাতে পাকাতে এমনি করেই হারাচ্ছে।
হয়তো, বড় রাস্তার নিয়ন আলোর
আগ্রাসী রূপের মোহে!
এমনি কি হয় সব? আজও হিসাব মেলাতে পারিনি।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাষাবাদ
কাব্যগ্রন্থ - ২টি

দরবারী মোহ

রামেশ্বর পানিগ্রাহী

এক. পুরানো অক্ষরগুলি যথাযথ শব্দের
গভীরে যায়। অনূদিত হয় সাঁঝের
আলোতে পথ চলা। তুমি কে গো!
এখন বকুল ঝরাতে এসে
আশ্চর্য দর্শন হয়ে আছো।

দুই. ছড়ালো অলীক কথন, যা ছিল
অ-অনূদিত দ্বিতীয় ভুবনে
স্থির বর্ণমালা।
অসংবাদিত দুরূহ আঁচড় শুধু
থাকলো নদীর সংগমে।

তিন. কিছু কিছু কথা অন্যভাবে সেজে উঠলো
যেখানে পর আপন নেই, কোন সম্ভাষণ
যখন রইলো না—তখনই আষাঢ় ঘনালো
প্রথম পেখম তুলল ময়ূর নন্দনের বনে।

চার. পরাগ মিল হ'ল অবশেষে, আবেগে
গলা ধরে এলো, যখন ভাঙলো।
দরবারী মোহ ভিতরে বাইরে।

ব্যস্ততার আমি

রওশন আলী

যাদুকরী নিয়তির অন্তহীন খেলায়
স্বপ্নের পিছে ছুটে-ছুটে হা-ক্লান্ত
তবু জেগে থাকে কৃষ্ণকলি ব্যাকুলতা
বকুলের বুক জুড়ে।
বিষমধরা কষ্ট, অপ্রেম ক্ষোভ
তাও জীবনে আমার বড় লোভ।
জানি ভালবাসার সে রামধনু
ভেসে যায় প্রতিরোধহীন জোয়ারে।
অথচ জীবন?
জীবনের মত কড়কড়ে বাস্তব
বয়সের শিকারে বসন্তের মৃগয়ায়
নারাজ এমন;
আর অবসাদ কাটাবার সেরা এ কুড়েমি।
সব ব্যস্ততায় আমি একা,
ফিরে যাব সেই আমাতেই।

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

তোমার সঙ্গে যাব বলে
রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

তোমার সঙ্গে আমি যাব বলে দূরপাল্লা সময়সারণি
কণ্ঠে রেখেছি
তোমার সঙ্গে আমি যাব বলে
টানটান একতারা তারে
সব সুর গচ্ছিত করেছি
তোমার সঙ্গে আমি যাব বলে
বাণপ্রস্থে পাঠিয়েছি ঘর
আনন্দে উদ্বেল আমার মুখর প্রহর।

প্রতীক্ষার দীর্ঘছায়া ছোট হল দুপায়ে দু'পাশে
প্রতীক্ষার গাঢ় ছায়া রণপায়ে হেঁটে গেল
পুবমাঠে ঝুপসি ছায়ায়
জোনাকির বনে
দীপ দীপ আলোক ছায়ায়।

সময়ে জাগোনি তুমি
বারদোর এঁটে
সময় সারণি জুড়ে এ কেমন ঘুমের তল্লাটে
লীন হলে তুমি!

অথচ
তোমার সঙ্গে আমি যাব বলে জেগে।

শিক্ষা- বি.এসসি
পেশা- শিক্ষকতা

করুণা

রবীন্দ্র চন্দ্র সাহা

করুণাঘন ঈশ্বর
করুণা ধ্যান, করুণা মন
করুণা সকলের হৃদয়ে দান।

ভব ঘরে রাজে করুণা
সুন্দর পৃথিবী তলে
তোমার আমার করুণার ধারা
মিলে মিশে হয়
একাকার এই জগত সংসারে।

পেশা- ইন্টিরিয়র ডিজাইনার
গ্রন্থ- ২টি

যাই বলেন মান্যবর
রফিক আলাম

দেখুন মান্যবর অতশত তত্ত্ব জানি না
লাভক্ষতির হিসেব-ও নেই
জরা ব্যাধি উৎসবে আয়োজনে
এইটুকু সার বুঝেছি
        এই পৃথিবীর অল্পসল্পজীবন বড় মায়ার।

আমরা হাড় হা-ভাতের দল
দেখুন ঠিক বেঁচে আছি
আমাদেরও ঈশ্বর আছেন
        ঠাকুর দেবতা, পীর মুরশীদ রয়েছেন
তন্ত্রে মন্ত্রে মাদুলি
        তাবিজ দোয়ায় কাজ হয়।

দেখুন কি আশ্চর্যভাবে
পৃথিবীর গায়ে বাদুড় ঝোলা, ঝুলে আছি,
আর
ইচ্ছে অনিচ্ছেয় বংশ বিস্তার করছি।

আমাদের চাল নেই চুলো নেই
বেঁচে আছি,
        বাঁচার বড় সাধ
যাই বলেন মান্যবর
        পৃথিবীর কোষে কোষে কত যে মধু...

শিক্ষা- এম.এ. পিএইচ.ডি
পেশা- অধ্যাপনা
গ্রন্থ- ৫টি

সুখের চাবি ঘরের জন্যে
রাসবিহারী দত্ত

সুখের সহজ ঠিকানা কি সবুজ উঠোন
লাল টিপ্‌টিপ্ মুখের মায়া, পাছাপেড়ে বাহার শাড়ি
কুবো পাখির ডাক দেয়া কোন জীর্ণ বটের শীতল ছায়ায়
খড়ের চালা, মাটির দেয়াল, লাউয়ের মাচা,
সুখের সহজ সিঁড়ি ভেবে দিলাম পাড়ি।

বাড়ি কোথায় বাড়াবাড়ি সকল কিছুর
উঠতে বসতে হৃদয় পাখি কলকলিয়ে শোনায় আড়ি
পুঁতির মালা, নাকের নোলক নাই বা পেলাম, উপুড় হাঁড়ি
জীর্ণ চালায় জোছনা পড়ে, নাই বা গোঁসা, ভরসা যে যায়
ভবিষ্যতের কিসের আশায় মন মিলিয়ে থাকতে পারি!
ঘর ভাবব ঘর সে কোথায়, আমার ঘরে—
পরের বসত, সুচাঁদ বেণে সূক্ষ্ম সুতোয় খেলায় খেলা
মোহের ঘোরে খেলছে খেলা সবুজ টিয়া অবুঝ নারী।

পথে নামলাম, সকল ঘরে ঘর খুঁজলাম, সুখের চাবি
বিশ বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে খাবি খাচ্ছে সকল আলয়
কুবো পাখির ডাক উবেছে, ডাকছে নদী কুলপ্লাবি
ঘর সে কোথায়, ঘরের জন্যে লড়তে হবে এখন ভারি।

ফুলের কাছে
রবীন্দ্রনাথ পাল

ছড়িয়ে পাপড়ি শুয়েই ছিলে যেমন ভালবাসা
কল্পলোকের স্বপ্ন ছুঁলো এবং কিছু আশা
তারায় ঘেরা আকাশ ছিলো মাথায় করে নাচার
না-ছুঁই না-ছুঁই ইচ্ছা ছিল ভীষণ করে বাঁচার।

চোখের ভাষায় কত কথাই চোখের মাঝে ভাসে
কাঁটার ঘায়েও মন ভরে যায় ফুলের মধু বাসে
ভুল করে আজ হারিয়ে যাওয়ার পথের রেখা ধরে
যেতে কি আর পারি তেমন ওমের হৃদয় ঘরে।

শিক্ষা- এম.এ, বিএড
পেশা- শিক্ষকতা
গ্রন্থ- ৪টি

শাঁখের করাত

রত্না রশীদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কতলোক আগেভাগে চাঁদ দেখে গেছে
মুস্কিল তো হয়েছে সেটাই
রুটি থেকে তুলো পেঁজা বুড়ি
কত কিছু গড়ে দিয়ে গ্যাছে,
ঘাড়ে চাপা বিপদ সেটাই—

এখন তিন সত্যি করে যদি চাঁদকে রূপসী বলি,
বলি, মাটি-জল-হাওয়াদের সর্বনাশী প্রেমী,
সকলেরই মনে হবে টোকা,
শুধরে নিয়ে যদি বলি
আলোহীন অন্ধকার মুখ,
মেচেতায় ঢাকা হনু কঠিন অসুখ,
অমনি হাতেনাতে ধরে
চেঁচাবে সমস্বরে
এও তো নিজের কথা নয়

মৌলিকতা শাঁখের করাত।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৬টি

ব্রহ্মচর্য

রফিক উল ইসলাম

যখনই আঁচল ওড়াও, আমার ব্রহ্মচর্য শুরু। মধুনাম বলো, মধুনাম বলো
প্রিয়জন। আমি ধেনুসকলের সঙ্গে, উড়ব কুঞ্জে কুঞ্জে। আমি দূরের নদী
পার হয়ে যাব। একক ছিলাম সহস্র হব। এবং মৃগনয়নারা ছড়িয়ে
আছে যে-মেঘের ফাঁকে, তাদের সঙ্গে ফুল কুড়োব।

শিশির যেখানে থমকে আছে রৌদ্রছায়ায়, ওই আমাদের গুরুগৃহ। গুরুমাতা
এলোচুলে বাসন মাজেন। আমরা কাচি কাপড়চোপড়। আমার এঁটো, রাজার
এঁটো, পাখির এঁটো সমগোত্র। তপোবনের সীমার পারে দাঁড়িয়ে থাকে
রাইকিশোরী। ধেনুসকল চিনিয়েছিল লিপি। বৃত্তাকারে গুরুমশায়
ঝলসে ওঠেন। আমরা পুড়ি, আবার জাগি, আবার পুড়ি বর্ণমালায়।

রাইকিশোরী আঁচল ওড়াও, গুরুমশায় পোড়াচ্ছে খুব। ধেনুসকল শব্দ
চেনাও, একক ছিলাম সহস্র হই। কুঞ্জে কুঞ্জে উড়ছি শুধু, তপোবন জুড়ে
ব্রহ্মচর্য। মধুনাম বলো, মধুনাম বলো, মধুনাম বলো হোমের শিখা...

শিক্ষা- স্নাতক

প্রিয়তম কোনো কবিকে

রতন ভট্টাচার্য

ওদের কাব্যমাঠে চরে বেড়ায় শকুন;
প্রতিষ্ঠিত বাজেরা খোঁজে যুবতীর নগ্ন-শরীর...
ভাষা খোদাই করে তার নিতম্বে, শৈল্পিক সুষমা
খোঁজে লজ্জা উপত্যকায়, গোপনীয়তা ছুঁতে,
উড়ে যায় জনাকীর্ণ পানশালায়, কাব্য আজ,
নগ্ন শব্দকোলাহলে নিছকই আদিরসাত্মক উঞ্ছবৃত্তি।

শতসহস্র রজনী ভাষা জাগরণে যাদের কেটেছে
পর্বতকন্দরে, অন্ধকার কারায়, তাদের কাছে
কাব্য শুধু কি নারীশরীরে সীমাহীন বর্বর অভিযান?

পৃথিবীর বুকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে পড়ে আছে অজস্র পাণ্ডুলিপি;
অলক্ষে ফোটে যাদের জন্ম প্রহর, সমস্ত জীবনটা যাদের
বিষমাখা স্মৃতি, যাদের স্বপ্ন-পিয়ানো তোলে শুধু
বঞ্চনার হাহাকার, জীবনযুদ্ধে স্তব্ধ যাদের
প্রাথমিক সিলেবাস, স্থাপত্যহীন মৃত্যু শুধু অপেক্ষার পরিহাস,
কেন তারা উপেক্ষিত প্রচার সর্বস্ব অকবি আস্ফালনে?

হে আমার প্রিয়তম কোনো কবি, তোমার কবিতা হোক,
ওদের জন্মপ্রহরে মঙ্গল শঙ্খধ্বনি, জীবনযুদ্ধে,
স্তব্ধ সিলেবাস উন্মুক্ত হোক তোমার শব্দাঘাতে।
চলার অন্ধকার পথ আলোকিত হোক তোমার দিগ্‌দর্শনে ;
বিষমাখা স্মৃতি মধুময় হোক তোমার কলম সিঞ্চনে,
স্থাপত্যহীন মৃত্যু হোক কালজয়ী তাজমহল
তোমার কবিতার ছত্র প্রসাদে।

হৃদয়হীন এই লৌহশতাব্দীর শেষপাদে
ফিরে পাক তারা সকলেই
জীবনপুরে নিশ্চিন্ত বসবাসের বিশ্বাসী টিকিটটুকু।

পেশা- চিকিৎসা
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

সম্পর্ক

রূপ দাস

কোন এক অষ্টাদশীর জন্য, সবুজ গালিচার উপর
জোৎস্নার ধবধবে চাদর পেতে রাখে ষোড়শী চাঁদ।
বোধিবৃক্ষের ডালে দোলনা বেঁধে দেয় ফুরফুরে হাওয়া
তালপুকুরের জলে একশ আট নীলপদ্ম হেসে ওঠে।
কোন এক অষ্টাদশীর জন্য, বিশ বছরে যুবা
ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে মধ্যরাতের শ্মশান বটের ছায়ায়,
কিছু পাপ সামান্য উষ্ণতার জন্য হেঁটে যায় আগুনের দিকে,
অভব্য ঝড় ছিঁড়ে ফেলে বোধিবৃক্ষের দোলনা,
তালপুকুরের জলে ভেসে ওঠে অষ্টাদশীর শব,
শ্মশানবটের মগডালে ঝুলে থাকে বিশ বছরের যুবা।

পাকা ফসলের মাঠে গর্তের মুখে
থাবা পেতে রাখে সাবধানী শিকারী বিড়াল।
এক দঙ্গল পিঁপড়ে তার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে,
শীতরাত্রির হিম পা বেয়ে উঠে আসে বুকের দিকে।
নরম মাংসের গন্ধে ম' ম' করে বিবরের মুখ,
পাকা ফসলের গন্ধ চলে যায় গর্তের ভিতর।
সতর্ক ইঁদুর কুয়াশা ঘন হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে।
রাত দীর্ঘ হয়, দীর্ঘ হতে হতে রোদ্দুর দেখা দেয়
অভুক্ত মুষিক, মার্জার কষ্টের হাসি হাসে লক্ষণ রেখার দুপাশে।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৬ টি

ভাসানপর্ব

রামকিশোর ভট্টাচার্য

অনন্ত বিতানের পাশে ইচ্ছে যায় ডিঙা নিয়ে। দিগ্বিদিক
ডিঙার অঞ্জলি। চারপাশে গজিয়ে ওঠা নটে মুড়োনোর গান
পাল্টে দেয় ডিঙার বয়স। ঝলকমাত্র ডাগর ঝাউসন্ধ্যা।
নিজেই লেখা হ'ল চন্দ্রকথা। রাতকাটার শব্দে মধুহাওয়া
পাল্টে গেল। আমাদের পাঠযোগ্য ক্রিসাস্থিমামে কেউ
দু' মুঠো ঢেউ ছড়িয়ে কৌতূহল বানায়। বাংলা ব্যান্ডের
আলো মেঘ সরিয়ে নেমে আসে ব্যান্ডেজ মোড়া
ইস্কুল পাড়ায়। আমাদের পড়শী-উপন্যাসের কথা ভাবা যাক।
তুলে আনা যাক মুন্ডহীন নিখোঁজ জগৎসংসার। এবার
আমরা শরিক শ্মশান-সড়কের। শূন্যে উঠে যাবে নির্বিকার
শ্মশান। ডিঙা ঠোকর মারবে ছেঁড়াকুটো শিশির-প্রচ্ছদে।
কেউ জানুক কিম্বা না অপেক্ষা-প্রাঙ্গনে ঘুম ফিরে পাবে
তার মৌসুমী সভ্যতা। ডিঙা হাসবে। শ্মশান হাসবে। ভূতপূর্ব
হাত-পা দপদপ করবে দূরে আশা-পাঠশালায়...

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- আইনজীবী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

কালপত্র

রবীন্দ্রনাথ রায়

চেতনায় ঝড় উঠলে
চতুর্দিকে শব্দ করে অ্যালার্ম
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাইক্রোব্
ধরা পড়ে সেল-ফোনে
দেখতে পাই দন্তখতের ভিতর
কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে কালাচ
হৃদযন্ত্রে হাই তুলছে হিলিয়াম
চর্মগাত্রে চাপ দিচ্ছে ভ্যাম্পায়ারগুলো
আমারই বাগদত্তা লুট হয়ে গেলো
আমারই লাশ ফেলে
আমি কান পাতলে
ক্রেতার আর্তনাদ শুনি
বিক্রেতার শুনি বিজয়োল্লাস
বস্তুতন্ত্র ব্ল্যাক্-ক্যাপ পরিয়ে
পাহারা দিচ্ছে আমার শরীর
অনুভব করি শূকর-পেঁচা
কান মলে দিচ্ছে আমার অন্তরাত্মাকে

আমি আকাশের স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়েছি
স্ট্রেচারে শুয়ে টুকরো করেছি জীবন
আমি চান্দ্রায়ণ সেরে
চতুর্দোলায় চড়ব বলে
কালপত্র নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছি।

শিক্ষা- বি.এ
পেশা- শিক্ষকতা

কেন জ্বালো আলো

রত্না দে

বার বার কেন জ্বালো আলো
হে মোর জীবন দেবতা
আমি চাই নিভৃতে ওগো
চাই-যে থাকতে একা।

উজাড় করে দিতে চাও তুমি
পারি না অক্ষম আমি
গ্রহণ করা যে ভীষণ কঠিন
সে যে জানো নাকি তুমি?

সংসার আর্বতে ঘূর্ণমান
শুধু দিয়ে যাবার পালা
আমার বীণা ছন্দে বাজুক
কেউ যে চায় না তারা।

পেশা- গৃহবধূ
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

বাংলার মুখ
রীণা কুণ্ডু

বর্ষা আসেনি তখনো ভাল করে
কিন্তু মেঘে ভরে ছিল আকাশ
মা-কাক সদ্য ফুটিয়েছে কোকিল ছানা
দিনটি আট জুলাই...।
মনটা ভারি হলো কবি পাঠক সকলের
বিশ্বাস করতে মন চায় না।
'চুরাশি' বছরে নিলে বিদায়।
মনটা ছিল তোমার শ্বেত পদ্ম
তাই মানুষের দুঃখে কাঁদতে।
জীবনের সঙ্গে জিজ্ঞাসায় মেলবন্ধনে
তুমি অসাধারণ সাহিত্য সম্ভার
দিয়ে গেছ সমাজকে।
তাই জাগতিক সমাজ
ভুলবে না কোনদিন তোমায়।
ছেলে গেছে বনে। 'একটু পা চালাও ভাই'।
পেটের ক্ষিধে উপেক্ষা করে ঘুরেছো
দেখেছো আর লিখেছো কত শহর গাঁ
তাইতো তোমার কবিতা দিয়েছে তা।
ফুল না ফুটতেই
বসন্তের হাত ধরেছো তুমি কবি
ছ' ঋতুর অলিন্দে আঁকা রয়েছে
এখনও সেই ছবি।
তোমার অন্তর বাসে
মালিন্যের স্পর্শ ছিল না বলেই
মুখোশ না লাগিয়ে মুখে
শাঁখেতে দিয়েছ ফুঁ
বাংলার মুখ দেখে গেছো।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী

মুক্তির ভাষা
রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

অন্তরের মুক্তি
সে অতি মহান
ভাসে অনন্ত আকাশে।
উদার, সরলমতি
অনাবিল বুকে
করে সঞ্চরণ, সেখানে বিতান।
এ এক উচ্চ আভরণ
এ আলোক সকলের নয়।
নিচে, আরও নিচে
বর্ণে, ধর্মে, ভাবে ও ভাষায়
রুচি ও আচরণে
আমাদের বেঁচে থাকা, সঞ্চয়, ক্ষয়।
এ-এক তরঙ্গমালা
ওঠে, ভাঙ্গে সাগরের বুকে।
তবুও ভালো লাগে
এ তরঙ্গ প্রাণময়, চলমান।
এরই মাঝে কোনও বিচ্ছুরণ
উড়ন্ত ডানা মেলে
রাঙা হয়ে ওঠে
সীমাহীন রঙে।
এইভাবে দ্বন্দ্বে, ছন্দে,
জীবনে, মরণে
মুক্তি ভাষা খুঁজে পায়।

লোককথার জন্ম

রাহুল পুরকায়স্থ

কাদাজমি, ভূদৃশ্যের করেছে সূচনা
একটু এগোলে নদী, কল্পকাহিনীর
ছায়ারমণীরা, অদৃশ্য চুড়ির শব্দ
জল নিতে আসে

প্রকৃত বিবাহ আজ
আলোকিত ডাকিনীর খেয়া পারাপার

আর নদীর ঘাটের কাছে ঝুঁকে আছে
সূর্যাস্ত, জলের ও ধর্মশিক্ষার

শিক্ষা- এম.এ (প্রথম বর্ষ)
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

মহৎ

রীতা বসু (ধর)

ঋষিতুল্য তুমি, ও মহৎ প্রাণ
তোমার বার্তা চারদিকে, বৃহৎ তোমার মান।
আমি সাধারণ অতি তুচ্ছ ধূলিকণা
তোমার পদস্পর্শে নিজেকে ধন্য বলে জানি।
শৈশবে অঙ্কের যোগবিয়োগের হিসাব
আমায় জ্ঞানহীন মানসিকতা গ্রহণ করতে
পারতো না. তুমি সজোরে বেত্রাঘাতে
আমাকে আঘাত করে জানাতে চেয়েছো
মণিকাঞ্চন থেকে দূরে মন রাখতে গেলে
চাই সঠিক জ্ঞান, আমি অতশত বুঝি নি।
তোমাকে ভীষণ আপন করে চাইতাম
অথচ জানতাম তুমি আমার সীমানায় থেকেও
দূরে বহুদূরে, তোমাকে বাঁধা যায় না।
মন মানতো না সেবা করতাম, পরিচর্যায়
বুঝিয়ে দিতে চাইতাম অধিকার আমার।
তোমার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের ব্রত
আমি সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে আজও
পারিনি মহৎ হবার কথা ভাবলেই
দুয়ারের চৌকাঠে দশবার হোঁচট খাই
ভাবি আমি মহৎ হলে জগতের বাকীরা
কোথায় দাঁড়াবে? তাঁদের চিন্তায়
আমি সিংহাসনে উপবিষ্ট না হয়ে
পড়ে রইলাম পথে, মহৎ প্রাণ
তাঁর নিজ আসনে থাক্
আমি ধূলায় মিশে থাকলাম।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৬টি

পাখিজন্ম

রূপা দাশগুপ্ত

পাপড়ি খুলে নিতে জানলাগুলি ধেয়ে আসে ফের।
রেলিঙে মোচড় টেনে আলো সমকোণ ঘরদোরে। একটানা
ধানমাড়াই ঘ্রাণ, মাঝে ফক্কুরি দুচার আনা মেঘবদল।
শাদা সরল কিশোরী চোখ, টিপটিপ পাতাগুলি বন্ধুতায়
বন উচাটন, এভাবে শুরু করবে ভেবে এলোমেলো এগোতেই
মনে পড়লো গুহাটির কথা, ছমছম রোঁয়াঘন কনুই
তখন। গুহার ভিতর কোন গল্প থাকে না। কেবল সরীসৃপ
ঝাপট আর নিধিরাম তাসাপার্টি। ক্রমাগত দলবদল।

সে এমন একজন যে কোন সম্পর্কে শিহর হতে পারে না।
সে এমন এক বাতাস যার এক একটা ঝলক মাথা
নিচু করে নেয়, পরবর্তী ঝলকের কাছে। একটা
ঝাড়বাতির জন্য স্বপ্ন দেখতে দেখতে পৌঁছে যায়
মধ্যযৌবনে, কুয়াশা নীল আলো খেলা করবে
জ্যোৎস্নার বুকেপিঠে। ...এ, সমস্ত লিখতে গিয়ে থমকে
দু কলম, হ্যাঁচকা উড়িয়ে দেয় মস্ত হিজিবিজি।
আর উড়ে যেতে যেতে পাপড়িরা রুমালচোর।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- শিক্ষকতা

অন্তর্জলি
রীতা বসু

বিষণ্ণতার বিভীষিকায়
খণ্ড খণ্ড হৃদয়
আছে প্রাণ সামান্য অনুভবে
তেষ্টা ও বর্জ্য ত্যাগে
প্রায় অন্তর্জলি
ঘাটহীন, অপেক্ষাহীন প্রিয়জন
সম্বল ভয়ার্ত কিছু স্মৃতি।

শিক্ষা- উচ্চমাধ্যমিক
পেশা- চাকুরী

আর্তনাদ

রবীন্দ্রনাথ পাল

মসৃণ দেওয়াল যদি হত অসমতল
পৃথিবীর আলোয় আরো কিছু সময় করতেম পান
সূর্যের ছটায় ম্লান,
প্রকৃতির উদার নৃত্যে
আমার সামনে ঘড়ির সময়
টিক্ টিক্ টিক্ করছে।

বিপন্ন সময়ে শিরদাঁড়া টান করে
লড়াই চলছে আত্মরক্ষা আত্মমর্যাদার,
মসৃণ দেওয়ালে ঘুরে বেড়ানো
টিক্‌টিকির জিহ্বা প্রজাপতির রক্তে লাল।

প্রকৃতির বিচিত্র খাদ্য বৈচিত্র্যে
সবলের কাছে দুর্বলের হার চিরকাল

শিক্ষা- বি.এসসি, ডি.এম.ই
পেশা- শিক্ষকতা

যৌনভূমি
রবিশংকর সেন

মাতৃভূমির অঙ্গাণু থেকে
কেউ কেউ হয়তো বা পায়
কাশ শেফালির ঘ্রাণ।
কলমীলতা, বেলকলি পেরিয়ে
কেউ কেউ সোজা ঢুকে পড়ে
শালিক-চড়াই এর মাখনকলিতে।
আমি পেরিয়ে আসি আরও কিছুটা
যেখান থেকে ঘ্রাণ ওঠে
মাতৃজঠর থেকে ধার করা যৌনতার।
শিরায়-উপশিরায় বয়ে চলা রক্তের বাস
আমায় আশ্বাস দিয়ে যায়
উঠে আসা ঘাম-গন্ধের সৃষ্টি রহস্যে ডুব দিয়ে
আমিও কাউকে দিতে পারব
মাতৃভূমির অধিকার।
সে হয়তো বা দোয়েল-টিয়ার মোহে
মুগ্ধ হয়ে খুঁজবে গন্ধ-গোলাপ।
আর তখন প্রৌঢ়ত্বের দরজায় দাঁড়িয়ে
সৃষ্টি-রহস্য হারিয়ে ফেরা মহাজন
তখনও কি নতুন করে আবিষ্কার করতে পারবে
ধানের শীষের সোনালী বসনে
মাতৃ জঠরের যৌনতার ঘ্রাণ!!

কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

পথ

রীণা গিরি

জোড়া পা বেশ কিছুটা
সোজা বাঁকা হাঁটার পর
এখন চৌরাস্তার মোড়ে।
সামনে চোখ ঝলসানো আলো
পায়ের নীচে কাঁকুরে মাটি
অক্ষর বিন্যাসে সময় আলেখ্য
নড়ে চড়ে ভাবা যেতে পারে
এরপর...?
তপ্ত দুপুর অথবা
ছায়া ছায়া সান্ধ্য দৃশ্যাবলী
আরও কতদূর হেঁটে গেলে
পাওয়া যাবে জীবনের উৎসমুখ
এবং পরিবর্তিত সভ্যতার নিদর্শন?

সংগ্রামের ইতিহাস রেখে যেতে হবে
আমাদের উত্তরপুরুষের জন্য।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ১টি

এই তুমি

রাজেশ গড়

এই তুমি সিদ্ধি দিলে চলে যায় নির্বাণ
নিভে যায় প্রেম
এই তুমি নির্বাপিত সম্পর্কের সূত্র ধরে
ঝুলে থাকা ঘৃণা অবিশ্বাস ভয়, এই তুমি
সমস্ত দহনের ভিতর স্বীকৃত অঙ্গার, এই তুমি
কাঁচের খেলনা, এই তুমি উড়ন্ত টেলিগ্রাফের
পরিযায়ী হরফ, ছুঁয়ে দিলে দ্রাঘিমা বরাবর
কোণাকুনি রক্ত ঝরাও।

রক্তের কি রং হয়? রক্তের রং কখনো
কি লাল সাদা নীল, ভালোবাসার কষে
যে রক্ত ঝরে তার রং লাল আবার জল রঙের
রক্তের ভিতর মাখামাখি অক্ষিগোলক।

এই তুমি এলাইয়া বেনী ফুলের গাঁথনি
এই তুমি সমস্ত গাঁথনি থেকে শুষে নিচু
চুম্বকের নিষ্ট।

এই তুমি ছুঁয়ে আছ, এই তুমি ছোঁয়া ছেড়ে
চলে যাচ্ছ মুকুলিত বীজের গর্ভ যন্ত্রণায়
এই তুমি অন্ধকার কামট, এই তুমি প্রতিদিন
ঝিনুকে আলো খাওয়ানো অন্ধকার

এই তুমি এই তুমি এই তুমি
এই তুমি শুধু আমার একান্ত বিশ্বাস।

গ্রন্থ- ১টি

নীলসমুদ্রে ডাক

রণজয় মালাকার

অর্ধেক পৃথিবীর পাশে রোজ রাতে আমিও ঘুমোই
রাতজাগা শরীরের ছায়া দেখি না কোনোদিন

সেইদিন ঘুম ভেঙে দেখি
দু-চোখ জুড়ে নীলসমুদ্রের ডাক
আমায় ভাসাবে ভেবে নিয়ে গেল দীর্ঘপথ
জ্যোৎস্নায় ভেজা অভিমানী ঘাসবনে
খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলাম সবুজ ঘ্রাণে
আহত ঝোরাপথ বেয়ে
আরও কাছাকাছি, বাঁকা স্বপ্নের মতো স্রোত ছুঁয়ে দেখি
এ তো জল, ট-ল-ম-ল

শিক্ষা-এম.এ
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

উপবাসী শব্দেরা

রমা সিমলাই

কিছু শব্দ
নতজানু মেঘ চায় উদাসী শরীরে
কিছু শব্দ
গড়িয়ে নামতে চায় খাদের গভীরে

বর্ণমালার তপস্যাতে ক্ষযাটে আগুন
অনুমানে অশরীরী শরীরের নুন
ভেঙে ভেঙে ক্ষত এক গভীর উদোম
তোমাকে দিতেই পারে চরাচর-সুখ!

কিছু শব্দ
ঠোঁটে আঁকা শামুকের পিছল প্রণয়
কিছু শব্দ
মিথুনের ঘামে-ভেজা সুখ খুঁটে খায়।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- কৃষিকাজ

পরিণতি
রমাকান্ত রায়

এখন দরজায় অতিথি দাঁড়ায়
ছড়িয়ে মোহজাল
ফেরানো যাবে কি তাকে
রক্তরাগ বিচ্ছেদ মোহনায় (প্রণয় পিপাসায়)
বুভুক্ষু পিপাসার উন্মত্ত আলিঙ্গনে
কোন আগন্তুকের সুর বাজে প্রাণে।
কাঁদে সন্ততির মা স্বীকৃতিহীন প্রেক্ষাপটে
আকাশ বাতাসে ভাসে আর্তের কঙ্কাল
অপেক্ষায় সময় গড়ায়
শিউলি কিংবা গোলাপ হয়ে
ফুটবে বলে।

পেশা: ব্যবসা
গ্রন্থ- ১টি

বস্তির মা

রনজিৎ বিশ্বাস

আমার সেই যে দেখা বস্তির মা
যার আঁচলে সেলাই এর পর সেলাই
শুধু একটার পর একটা সুতোর ডিগবাজি
অথচ বসন্ত আসে, বসন্ত যায়, রং বদলায়
কিন্তু আমার সেই বস্তির মা'র দিন বদলায় না।
তার জীর্ণ শীর্ণ রোগা শিশুটি
খাবারের জন্য আর্ত চিৎকার করে ওঠে
অনেক কষ্টে জোগাড় হয় ডাষ্টবিনের পচাগলা খাবার
অসুখ হলে
ঔষধের বিনিময়ে চলে ঝাড়ফুঁক
গলায় ঝোলে কালো সুতোর মাদুলী
তবুও আমার বস্তির মা বেঁচে থাকে
দিন গোনে নতুন ভোরের আশায়।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- শিক্ষকতা
গ্রন্থ- ১টি

আলোবাজি

রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডে

আড়ম্বর এসেছো সাজিয়ে তোল তবে আমার পূর্ণাহুতি
দস্তুর মতো আগুনে ঢেলে দাও নাভিকুন্ড পতন
বিষণ্ন আলোয় দীর্ঘকায় জন্ম জেগে উঠুক বিদ্রোহীছায়ার
সাথে তোমার নৈঃশব্দ্য ঘিরে মাতাও রোদ্দুর আমি নিশ্চিত
অক্ষরের বুকে কৃশতা ফোটাই আর ঐন্দ্রজালিক
শুভেচ্ছা ঘিরে খসে পড়ে দার্শনিক ভাষা
আলোর কৌশল জেনে নিই রপ্ত কবি নতুন বাজিখেলা
মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই মৃত্যুর মুখে ছাইভস্ম
ঝড়ের দাপটে উড়িয়ে দিই যুদ্ধধ্বনি জীবনের পরকীয়া
খিদে যাপনের সুরে তোমাকে বাজিয়ে তুলি, এসো।

শিক্ষা- এম.এ.
পেশা- শিক্ষকতা

পাথর

রীণা কংসবণিক

মেঘকুমারী পাথর চাষ করে
জল বের করতে চেয়েছিল আঙুলের ফলায়।
ক্যাকটাস অরণ্যে
জলই জীবন, জল না কাটলে গর্ভবতীর
সন্তান সম্ভব নয়।
শুনেছি, কুয়াশার ভিতরে ক্যাকটাস অরণ্যে
গর্ভবতী কুমারীরা তাদের সন্তানের জন্য
চোখের কোণে জল ধরে রাখত।
একদিন সেই অরণ্যে এলো এক যাদুকর
আর মন্ত্র উচ্চারণ করল যে
সারাটা অরণ্য পাথর হয়ে গেল।
মেঘকুমারী কোথায় যেন দূরে চলে গিয়েছিল
ফিরে এসে দেখল একেবারে পাল্টে গিয়েছে তার পৃথিবী।
তার পর থেকে মেঘকুমারী যেখানেই দেখেছে পাথর
চাষ করে জল বের করতে গিয়ে জখম হয়েছে
এখন সে নিজেই পাথর।

ইঙ্গিত

রাজু শেখ

ওরা অনিচ্ছার বিরুদ্ধে কত কাজ করে সারাবেলা
ভারপ্রাপ্ত ঘুম ইশারায় মন ভেঙে খান খান।
শ্রম আছে, তবুও অর্থ জাবর কাটে না
ফোঁড় সেলাইয়ের স্রোত বয়ে যায় বাঁধ ভাঙা জলে।

চোরাসুখ পাবার আশায় খবর শোনে ফিস্‌ফিস্
ব্যর্থ বুকের চাতাল জুড়ে অনুভূতির হয় উত্থান।
নেই কোন খানদানী হাতিয়ার, নেই কোন স্মৃতি
আপাদমস্তক ঘাম ঝরানোয় হয় স্বার্থ সিদ্ধি।

কাব্যগ্রন্থ- ২টি

স্মৃতির মুখোমুখি

রূপলেখা রায়

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো তো
চিনতে পার কি না?
এই মরা বিকেলের আলোয়
নাইবা ভাবলে অমন করে
ঘুমন্ত বইপাড়ায় দাঁড়িয়ে
নাইবা হাতড়ালে ছবি হয়ে
কলেজ স্কোয়ারের স্মৃতি
এগিয়ে এসো একটু কাছাকাছি
আগের মত পা মিলিয়ে
হাঁটি পাশাপাশি
সিঁড়িগুলোতে ছন্দ যতি মিল রেখে
কফি হাউসের তেতলায় জানালার পাশে বসি
কফিই কফিন করে তোমার সাথে
হই মুখোমুখি
আজ অনেক ঋতু পার হয়ে এসে
অতীতের স্মৃতিগুলোকে
বর্তমানের চামচে দিয়ে
একটু নাড়াচাড়া করি
তাতে কি এমন ক্ষতি
ভুলে যাও এখন তুমি কি হয়েছ
আর আমি কি হয়েছি
সেই আগের তুমি সেই আমি
চলেছি পাশাপাশি
জগৎ ভুলে হাত ধরি
আজ আকাশের দিকে তাকিয়ে
দেখতো চিনতে পার কিনা।

সেই থেকে আমি

রণজিৎ দেব

তুমি আমায় সমুদ্র দেখাবে বলেছিলে
নিয়ে এলে মরুভূমি, বালুচরে ঃ
তপ্ত আগুন তুলে দিয়ে হাতে
কঠিন পোড়ালে।

তুমি আমায় বাঁচা শেখাবে বলেছিলে
নিয়ে এলে খোলা মাঠে, নিশুতি রাতে
আঁধার-কণা তুলে দিয়ে হাতে
মুঠোটি মুড়োলে।

সেই থেকে আমি সেই ভাবে দাঁড়িয়ে আছি।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- সাহিত্য
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

ম্লান, তবু মায়াময়

রানা দাস

একবার শীতে মেয়েটি ছেলেটিকে দিল মেরুন রঙের জামা
সেবার বসন্তে ছেলেটি মেয়েটিকে পরিয়েছিল
মেরুন রঙের টিপ

জামরুল পাকা যৌবন ছিল তাদের, আর
মেরুন ছিল তাদের ভালোবাসার রঙ

ভাঙা জ্যোৎস্নায় মেয়েটি শোনাত
মাধবীলতার কাহিনী
ছেলেটি তাকে নিয়ে যেত ইউক্যালিপটাসের গল্পে...

১৯৭৩-এর সেই প্রেম,
১৯৭৩-এর সে-ই প্রেম আজ স্মৃতিগ্রন্থ হয়ে আছে
পুরনো বইয়ের তাকে, ম্লান
তবু মায়াময়।

একটি মৃত্যু

রমেন্দ্র নাথ রায়

টানাপোড়েনের মধ্যে নাটক শেষ
বৃষ্টির ভেতর উৎসুক জনতা
হাত ধুয়ে নিই রক্তে।

গলায় সজীব জবা
খসে পড়ে কালীর পায়!
'ওরা কারা' বদলে দেবে মানবজীবন।
নতুন সূর্য ওঠার গান গায়।

মহানগরীর পায়ে পায়ে
হেঁটে যায় গায়ে রক্ত মেখে।
গোলক-ধাঁধার মত ঘুরতে ঘুরতে
ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়।

পূর্ণিমার চাঁদ ঘৃণায় মুখ ঢাকে
গভীর কালো মেঘে।

আজ আর, ভোরের কাক ডাকেনি
সেও দেখেছে ডানা ঝাপ্‌টাতে
ঝাপ্‌টাতে একটি মৃত্যু!

শিক্ষা- এম.কম, বি.এড
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ১৪টি

আলো আঁধার

রাসমোহন মুখোপাধ্যায়

আলো বলে আমিই ভালো ঘোচাই অন্ধকার
আঁধার বলে আমার জন্য চন্দ্র তারা বাহার।
আলো বলে আমিই দিন ভূবন করি সাদা
আঁধার বলে গগনে জ্যোৎস্নায় আমি সুধা।
আলো বলে আমায় দ্যাখো জীবের আমি প্রাণ
আঁধার বলে নিদ্রার খোঁজে আমার প্রাণের প্রয়াণ।
আলো বলে আমিই সুখ তুই দুঃখ কলঙ্ক
আঁধার বলে সাদাকে কালো করার জানিস অঙ্ক?
আলো বলে আমিই জ্ঞান জগৎজোড়া নাম
আঁধার বলে লেখার পাতায় কালির আঁচড়ে দাম।
আলো বলে আমি প্রণয়ের শ্বেতরজনীগন্ধা
আঁধার বলে আমি মিলনের মধুযামিনী সন্ধ্যা।
আলো বলে আমি নারীঅঙ্গে আমি অলংকার
আঁধার বলে কালো কেশে তাই রূপের অহংকার।
আলো বলে আমি নির্মল দেবদেবীর অর্ঘ
আঁধার বলে আমি কালী কৃষ্ণ সঙ্গে পাই স্বর্গ।
আলো বলে আমিই সৃষ্টি সভ্যতার আদিকাল
আঁধার বলে আমি লয় শূন্য মহাকাল।
আলো বলে আমিই সত্য সুর তুই মিথ্যা ফাঁকি
আঁধার বলে আমি প্রদীপ আলো দিয়ে থাকি।।

শিক্ষা- এম.এ

মেঘ আমি

রঞ্জনা বারুই

ঝড়ের পরে বৃষ্টির মতো এসেছিলে তুমি।
আমার সামনে ঝরছিলে অবিরত ধারায়
আমি তো চঞ্চল মেঘ
দু-এক ফোঁটা ঝরে থামবে—
সে উপায় তোমার নেই।
খুব ইচ্ছে হল তোমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাই

তবু, আমি জানি—
আমি পারব।
একদিন তোমায় নিয়ে যাবই
এই তোমায় ছুঁয়ে দিলাম
এবার হয় তুমি উধাও হও
না হয় নিজেকে সমর্পণ করো
আর—
ভেসে পড়ো আমার সাথে এক অজানা ধারায়।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- সমাজসেবা

নারী

রত্না দে

অন্ধখনির অন্তরালে যে মণি-মাণিক্য জ্বলে,
কে তাকে আনবে বলো, মাটির জগতে?
সে আমি, সে তুমি, আমরা, আমরা সকলে।
কে বলে অবলা, দুর্বল, ভীরু, কে বলে কোমল?
রুদ্রতেজে জ্বলে উঠি, বহ্নিশিখা হয়ে।
দুরন্ত দুর্দম বেগে, ধেয়ে চলি, প্রচন্ড উল্লাসে।
ভাঙি জীর্ণ, দীর্ণবাস চূর্ণ করি রুদ্ধদ্বার।
জীবন যৌবন গড়ি, আলো জ্বালি।
গান গাই, সুখী স্বপ্ন মায়াময় পৃথিবীর।
হৃদয় জাগাই, অন্ধকারে আলো জ্বালি।
সৃষ্টি করি প্রাণ, এ মহাবিশ্বের কোষে,
রক্ত-মজ্জা, মেদ করে যাই দান।
রঙ্গিনী, শঙ্খিনী বা পদ্মিনী রূপে,
মহাশক্তি চামুন্ডা, একই অঙ্গে রাখি।
নানা রঙে নানা রূপে, এ-মন সাজাই,
ঘর গড়ি, ঘর ভাঙি, হৃদয় জাগাই।

সূর্য, মা এবং সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট
রামকান্ত রায়

উৎসে সূর্য—কম্পিউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট
ঐরকম মাও—সবকিছুর মনিটর
কবিতায় রবীন্দ্রনাথ গানে লতামঙ্গেশকর
আশ্রয়ে সমুজ্জ্বল ধরিত্রীকন্যা
স্নেহে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাজার
শৈশবের হাগুমুতু কৈশোরের জলছাপ
থেকে শুরু করে যৌবনের
বিড়ি খাওয়া পার্টনার

মায়ের সংজ্ঞা তবু শুধু 'মা' দিয়েই হয়
তা নাহলে শুধুই কথার বাড় বাড়ন্ত...
সুখ দুঃখের কথা বলব না,
ভোগবিলাসকে লাথি মেরে মা চলে যায়
দুঃখী সন্তানের পাশে নিঃশর্ত এতটাই অলৌকিক...

একা এক জননে আস্ত একটা মায়ের ছবি
আঁকতে গেলে হৃদয় জুড়ে শুধুই হাহাকার...

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

সুভাষ

রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভাষ মানে চিরবসন্ত
সূতোহীন শব্দমালা।
সুভাষ মানে মনের ভিতরে
লুকানো কষ্ট, জ্বালা।।

সুভাষ মানে খিদের দুপুরে
কবিতা কবিতা খেলা।
সুভাষ মানে আমি, তুমি আর
প্রিয় বর্ণমালা।।

সুভাষ ছিলেন স্বাধীন সত্তা
কবিতায় ঢালা প্রাণ।
আজ তিনি নেই, কবিতার তাই
মন করে আনচান।।

তুমি

রাজকুমার পাত্র

তুমি আমার ভোরের বেলা
অনেক রাতের পরে,
তুমি আমার সূর্য হাসি
আঁধার চরাচরে,
তুমি আমার একলা দুপুর
ঝিম ধরানো টান,
তুমি আমার শ্রান্ত মনে
প্রথম প্রেমের তান।
তুমি আমার হলুদ বিকেল
কৃষ্ণচূড়ার ডালে,
তুমি আমার দখিন হাওয়া
মাঝ দরিয়ায় পালে।
তুমি আমার সাঝের বাতি
প্রথম তুলসী তলায়,
তুমি আমায় চাঁদের হাসি
একলা রাত্রি বেলায়।
তুমি আমায় পথ চলার
একমাত্র সাথী
তুমি আমার হৃদয় মাঝে
তারায় ভরা বাতি
তুমি আমায় স্বপ্ন-রানী
সুখের স্বর্গ-ধামে,
তুমি আনবে সুর লহরি
কথায় এবং গানে

পেশা- পত্রিকা সম্পাদনা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

অথচ সন্ন্যাস

লালমোহন বিশ্বাস

দু'কূল ভাসায়ে যাও, অথচ প্লাবনে জমে পলি
দু'হাতে রৌদ্র ঢাকো; কাঁপে দূর দূর বনস্থলী
ভালোবাসা দীর্ঘস্থায়ী মনস্তাপ অথচ সন্ন্যাস
ভালোবাসা কাঙালের কীর্তিনাশা, চৈত্রের বাতাস।

দু'কূল ভাসায়ে যাও অথচ হৃদয়ে নামে চরা
রাত্রিদিন থাকি মনস্তাপে
বন্ধ্যাভূমি, সূর্য ঢালে খরা।

তুমিতো ঢেলেছো বিষ; আমি ভাবি অমৃত দু'হাতে
এখানে আমার জন্ম নীল মৃত্যু কাঁপে যদি তাতে।

ভুলেই গেছি স্নানের কথা
লিটন গুহ

সারাদিন পর আমি স্নান করতে নেমেছি
সূর্য দিগন্ত থেকে মুছে গেছে প্রায়
না কি আছে তার রেশ!
বড় বড় শেকড় গজিয়েছে কান্ডে
শতাব্দির খানা খন্দরে স্নান
মাটিকে চুম্বনের অপেক্ষায় ক্লান্ত ঝুরি

সারাদিন পর আমি স্নান করতে নেমেছি
শাওয়ারের জল সুগন্ধী সাবান বাথটব
সবই ভীষণ অচেনা লাগছে
অথচ এগুলোই সরবরাহ করেছি এতকাল
স্নান করিয়েছি সকাল থেকে বিকাল
ভুলেই গেছি নিজেরই স্নান বাকী রয়ে গেছে।।

পেশা - চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ - ১টি

লিপি স্বরলিপি

লীলাময় পাত্র

আমি আগুন ছুঁতে ভালবাসি
আমি ফাগুন দিনে কাছে আসি।

রোদ আমায় জ্বালায় পোড়ায়
রোদ আমায় পুরুষ বানায়।

আমি বৃষ্টি ধারায় বাঁচি
আমি সবুজ পাতায় আছি।

আমার জীবন শিখার আঁচে
এক রক্ত গোলাপ বাঁচে।

আমার প্রেমের স্বরলিপি
আজও স্বপ্ন নিয়ে লিখি।

আমার গানে গানে সাঁকো
আজো বাঁধা হ'লো না কো।।

পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ৭টি

ঘামে-ভেজা মাটি
সুনীলকুমার নন্দী

থইথই জ্যোৎস্নায় উড়ছে, উড়ে যাচ্ছে মধ্যরাত,
ঝাঁকে ঝাঁকে ঘোড়া—
সমস্ত শূন্যতা নাকি টেনে এনে পলি
ঢেকে দিতে চেয়েছিলে। ক্ষয়লাগা বনেদি গম্বুজ
ভেঙে-আসা ভরাজল, ঝাঁকে ঝাঁকে ঘোড়া
নিয়ে তুমি এলে, যেন
কেমন পাথুরে মূর্তি
আকাশ-পৃথিবীজোড়া ধানরঙা এমন জ্যোৎস্নায়।

ডানামেলা অন্ধ যুগ, অন্তহীন অবোধ মিছিলে
প্রতিহত হতে হতে, ক্রমাগত হড়কানো ঘোড়াকে
সামলাতে না-পেরে আজ পড়ে আছ
ঘামে-ভেজা সারা মুখ, মিছিলে হলুদ-হওয়া ঘাসে। মধ্যরাত
থইথই জ্যোৎস্নায় উড়ছে, ঝাঁকে ঝাঁকে ঘোড়া
উড়ে যাচ্ছে, উড়ে যায় কোথায় কে জানে!

জীবন ছড়ানো, দেখো
কোনো পরাভব নয় শেষ কথা। তুমি
মাটি থেকে তুলে বুক
কঠিন স্তব্ধতা ফেলে এসো, উঠে এসো—
জল নয়, পলি নয়, আহত বুকের ঘামে-ভেজা ভেজা মাটি
সমস্ত শূন্যতা ভুলতে
তোমাকে আমাকে হয়তো এই যে এনেছে পাশাপাশি।

শিক্ষা- বি.এ, বি.টি
পেশা- শিক্ষকতা (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

মহাকালের বিক্ষুব্ধ স্রোতে একটুকরো স্মৃতি

সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

তোমরা সবাই হে বন্ধু আমার দিতে এলে অকারণে
এত ভালবাসা আমি যে কখনো কিছু দিয়েছি পড়ে না তো মনে।
যা দিলে সকলি নিলাম তুলে
পূর্ণ করি হৃদয়ের পর্ণপুট— কখনো যাব না ভুলে।
বড়ই কাঙাল আমি—শুষ্ক এ মরু মাঝে ভালবাসাহীন
দিন দিন জমেছে অনেক ঋণ,
কেমনে শোধিব তা আমি অতি দীন
বেলা শেষে ক্লান্ত পথিক এক ফিরিতেছি কুলায়ের পানে,
নিঃস্ব আমি কি আছে দিবার প্রতিদানে।
তোমাদের দেওয়া ভালবাসার ফুলে
বিনে সুতোয় একখানি মালা গাঁথি একে অন্যের গলে
পরাতে যতনে আনন্দে ঝরিছে অশ্রু দু'নয়নে
আজি এ শারদ উৎসবের মধুর মিলন দিনে—
সাঙ্গ করিলাম গঙ্গা জলে গঙ্গাপূজা মনে মনে।
এ প্রীতির স্মৃতিটুকু বুভুক্ষু হৃদয়ে নিজ হাতে
ভাসাইয়া দিলাম মহাকালের বিক্ষুব্ধ স্রোতে।
যদি কোন অনিশ্চিত টানে যেতে যেতে অবশেষে
মরণের পরপারে অমরার কোন তীরে ভিড়ে ভেসে এসে,
পূর্ণ হবে আশা, ধন্য হবে জীবন
অথবা ব্যর্থ হবে বাতুলের বাতুলতা।
ব্যর্থতাও দিতে পারে চরিতার্থতা—
অনাগত কোন এক পরম ক্ষণে।

কাব্যগ্রন্থ- ১টি

আমরা যখন ধর্ণায়

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

আমরা যখন ধর্ণায়
মানুষের কাছে হাত পেতে বসে আছি
একটু গুড় বাতাসা জলের সঙ্গে
এক বুক জমজমাট বিশ্বাসে

আমরা যখন ধর্ণায়
রাস্তায় রাস্তায় মানুষেরা মানুষের
ঘর পোড়াবার অন্ধকার পরামর্শে মশগুল—

মশাল নিবিয়ে মেয়েদের
টেনে নিয়ে যায় পুকুরের ঘাটে
ঘাট থেকে দূরে জঙ্গলে—
খুলে নেয় যা পারে না মানুষের হাত—
যা দেখে না মানুষের চোখ
যা করে না মানুষ কখনো এতো পাপ
ভোরবেলা দেখে কারা এসে
আমাদের নবেন্দুর ছোটোবোন—
যে কাল বিকেলে আর বাড়িতে আসেনি বলে

সারারাত কেঁদেছে পাখিরা—
—অসহায় গ্রাম, এই গ্রামের সরল মানুষেরা—
সেই বোন শুয়ে আছে জলে
পায়ের আঙুলগুলো খুঁটে খুঁটে খেয়ে গেছে মাছ
সারারাত থেৎলানো শরীর খুঁটে খুঁটে চোখ আর
বুকের নিঃশ্বাস খেয়ে গেছে মানুষেরা

আমরা যখন ধর্ণায়

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- শিক্ষকতা (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ৮টি

স্মৃতি-সত্য-আতুর-অন্তর

সত্য গুহ

সহস্রাক্ষ নাগিনী বা, লকলকে কয়েক লক্ষ জিভ
প্রখর বিষাক্ত ঠাণ্ডা দাঁত প্রতি লোমকূপে অনুভব ক'রে
কেঁদে বুঝি উঠেছিলো, হাতড়ে ছিলো কুটিল আঁধারে
মা এবং মাটি
স্তনের বোঁটার থেকে মাটির মমতা থেকে ছেঁড়া
তার ওপরে নেমেছিলো মৃত্যুর চরম শত্রুতা

ওর বাপ গেছে ভেসে, ওর মাকে জলে
ধর্ষণান্তে গায়েব করেছে
ভিত শুদ্ধ তুলে ঘর আছড়ে ভেঙেছে
কোথা পাড়া-পড়শী আর কেই বা কোথায়—
জল শুধু জল
সহস্রাক্ষ নাগিনী বা লকলকে জিহ্বা মেলে নিষ্ঠুর আক্রোশে
গুয়াবাড়ি ধ্বংস করে, চাঁদের সংসার সাধ ছারখার করে
বাতাসে ওড়ায় বিষ,
নিজের লেজে ও বুকে ক্রুরতায় ছোবল কষায়
লক্ষীন্দরের লাশ বুকে আগলে ঘোলা জলে
নিখুঁত বেহুলা ভেসে যায়

মাটি জলে গলে গেছে, নেই হে আশ্রয়
মানুষের শিশু কোলে মাদার টেরেসা খোঁজে
বিশ্ব ভরে দুগ্ধবতী স্তন্যদায়িনী
জীবনের জন্যে অতি মহার্ঘ হোটেলে
মরদের লাশ রেখে শকুনের পাহারায় বিনা দোষে অভিশপ্ত রমনী নর্তকী
—এ অভিজ্ঞতা সহ্য করেও স্বপ্ন তবু রেখেছিলো চান্দোর সন্ততি
মনসাও বিষনয়ন ছেড়ে চেয়েছিলো
অমৃত নয়নে, কিন্তু
কোথায় গাঙুর-গঙ্গা-স্বপ্ন আশা বাৎসল্যের গান
সমস্ত ভারত ভরে আজ রক্তগঙ্গা বয়ে যায়।।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- কৃষিজীবী
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

খেলাঘর
সিরাজুল ইসলাম সরকার

বেলা জুড়ে ছেলে মেয়ে খেলে ধূলিখেলা;
অপরূপ ভাঙ্গাগড়া সযতন মাখা।
রাঙা পাতা-ফুলে ঢাকা জীবনের মেলা;
সুষম ভরাট ছবি—যেন পটে আঁকা।

পাশাপাশি ধূলিঘর পড়শিতে ভরা;
নতুন সুবাদে ডাকা হয় নাকো ভুল।
সমাজের সুখ দুখ আদলেতে গড়া;
কালের সাগরে হারা—ধূ ধূ দুই কূল।

খাটো হয় বেলা,—ফেরে পাখিরা কুলায়;
পালকের ডাক আসে বিরাম-বিহীন,
ধূলিঘর ছেড়ে যেতে মন নাহি চায়!
খেলা ঘর জুড়ে বাজে বেদনার বীণ!

আঁধার ঘনায়ে আসে, আর থাকা দায়!
হাতে গড়া সুখ নীড়, পায়ে দলে যায়!

শিক্ষা- এম.এ, এফ আর সি এস (লন্ডন),
এম সি এইচ (লিভারপুল)
পেশা- চিকিৎসক
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

ভরে যাচ্ছে আগাছায়

সমীরকুমার গুপ্ত

সবার জানা আজকের কাগজে যা
কালকের কাগজেও তা। নিত্য খবর
নারী ধর্ষণ, বালিকা-নাবালিকা যুবতী,
অপ্রাপ্যে প্রৌঢ়া বৃদ্ধা পোয়াতি।

একের বা গণের নিয়ত এই ধর্ষণ
ঘটে চলে চারিদিকে, প্রবৃত্তি তাড়িত
পাশবিক পরিকল্পনায়।

এতকাল পাপকাজ আড়াল করেছে সমাজ,
কত নারী হয়েছে ভোক্তার, ধূর্তচাতুরির
অসহায় শিকার।
সুস্থতা দেখাতে সমাজ তার নোংরা দেয়ালে লাগাত
আড়ালটানা ধপধপে সাদা রঙের ছোপ।

সমাজের ইঁট-কাঠে ঘুণ ধরা ভাঙন
পাশাপাশি ক্রমাগত বসতি ছড়ায়
জন-বিস্ফোরণে।
মাথা তোলে অনাদৃত প্রজন্মের
ক্ষুধার্ত শিক্ষাহীন কর্মহীন হতাশাগ্রস্থ যুবকদল
যাদের একমাত্র অস্ত্র পুরুষাঙ্গ।

হারায় যুগ-যুগান্তের তিলেতিলে-লব্ধ মনুষ্যত্ব
জেগে ওঠা তীব্র আক্রোশে জ্বলে ওঠে
অদম্য যৌনক্ষুধা। ইন্ধন যোগাতে হাত বাড়ায়
লক্ষ্যভ্রষ্ট সমাজ আর হলুদ মাসমিডিয়া।

শস্যক্ষেত আজ ভরে যাচ্ছে আগাছায়।

শিক্ষা- এম.এ, পিএইচ. ডি
পেশা- শিক্ষকতা (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ১৭টি

ক্রীতদাস

সমীর চক্রবর্তী

সকাল হ'লেই রক্তে আমার পিঁপড়ে বাসা বাঁধে
শিরদাঁড়াতে হামলে পড়ে লোভ
রাত্রে ভালো থাকি।
আকাশ ফাটে বৈরী নিষাদ তারার আর্তনাদে
তবু বৃষ্টিতে বিক্ষোভ
কণ্ঠনালী ছিন্ন ক'রে ডাকি।
সকাল হ'লেই বেবুঝ হাওয়া শেকড়ে দেয় টান
শরীর থেকে উৎপাটিত লক্ষ বেড়াল কাঁদে
গোপন পথে খুন হ'য়ে যায় নিষিদ্ধ সম্মান
রক্তে আমার পিঁপড়ে বাসা বাঁধে।

সকাল হ'তেই সামনে দাঁড়ায় বিরুদ্ধ বৈশাখ
বুকের মধ্যে লুকোনো শীত কাঁপে
তাকে বন্দি ক'রে রাখি।
ঝাঁপি থেকে ক্রীতদাসের কণ্ঠ পাড়ে হাঁক
তার অনন্ত ছয়লাপে
আড়াল ভেঙে বেরিয়ে আসে বিসর্জনের ঢাক

তখন দর্পণে মুখ আঁকি
মুখে সহস্র মৌচাক।

শিক্ষা- স্নাতক
গ্রন্থ-১৮টি

ছুট থামিয়ে

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

জকির মত সময় ঘোড়ার পিঠ কামড়ে
ছুটছি বেজায়...ছুটছি, বেহঁশ ছুটছি...
জেতার আগেই প্রাপ্তি হাসির নকুলদানা ছড়িয়ে দিয়ে
বহুৎ খুশি লুঠছি।
সময় ঘোড়া যায় ছুটে যায় দিন পেরিয়ে রাত পেরিয়ে
মাস-বছরের প্রান্তে,
সম্মোহিনী দেয় না কিছু জানতে।
স্বপ্নে জেতা সুখের সাগর পণ্য পাহাড় ডাকছে কেবল
সবচে উঁচু শৃঙ্গে,
পছন্দ সই ফুলের মধু মদির চুমায় পান করে যায়
যৌন তৃষা-ভৃঙ্গে।
আরব্য রাত সাকী সখীর এসরাজি সুর পাগল করে
এই তো জীবন ভোগ্য,
পেতেই হবে কুবের খেতাব, গিনেস কেতাব ছোঁয়ার জন্যে
উঠছি হয়ে যোগ্য।
ছুটতে ছুটতে দুপুর ফুরায়, বিকেল ফুরায়, সন্ধে ফুরায়,
রাত্রি বলে, আসছি,
আমি তখন সব খুইয়ে ছুট থামিয়ে উন্মাদ এক
কাঁদার কথায় হাসছি।

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা (অবসরপ্রাপ্ত)
গ্রন্থ- ৪টি

ক্ষমা করো সুচন্দ্রা
সমীরণ মুখোপাধ্যায়

ক্ষমা করো সুচন্দ্রা।
তোমার হাসির মধ্যে জীবনানন্দের সেই কবিতার ভাষা
তোমার চোখের মধ্যে পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা চেনা ছবিগুলো
তোমার চলার ছন্দে সত্যজিৎ রায়ের গান হীরক রাজার।

ক্ষমা করো সুচন্দ্রা।
তোমাকে ভালোবাসতে গিয়ে
কখন যে নিজেকে খুন করেছি—নিজেই জানি না।
তোমাকে কবিতা শোনাতে গিয়ে
কখন যে নিজেই কবিতা হয়েছি—তাও জানি না।
অথচ, তোমার চুলের চেয়েও ঘন অন্ধকার
তোমার মনের চেয়েও নিস্তব্ধ অরণ্য
তোমার স্বপ্নের চেয়েও ধূসর আকাশ
খুঁজে বেড়িয়েছি আমি।

ক্ষমা করো সুচন্দ্রা।
আমার যন্ত্রণা যেন আশাবরীর বিমুগ্ধ হৃদয়
আমার ভালোবাসা যেন সমুদ্রের উত্তাল সময়
আমার চেতনা যেন পর্বতের সুউচ্চ সীমায়।
আর সেই জন্যেই
তোমাকে ভালোবাসার ঔদ্ধত্য নিয়ে
আজও আমি সমুদ্রের গান গাইছি
তোমাকে চাওয়ার স্পর্দ্ধাকে নিয়ে
আজও আমি চড়াই ভাঙছি
তোমাকে খুঁজে ফেরার দুঃসাহস নিয়ে
আজও আমি জীবনকে ভালোবাসছি।

খিন্ন দেশকাল

সুধাংশু সেনগুপ্ত

কোনও কোনও শব্দে পোড়া শরীরের গন্ধ লেগে আছে
কোনও কোনও নিশানেও ল্যাপটানো রক্তের দাগ
ধর্ম সমাহিত আজ কল্জের বিষাক্ত আহারে
সাম্যের বেয়নেট হাতে লোটে প্রাণ তস্কর বেবাক।

লোকসভা ঐকমত্য রক্তপায়ী দুর্নীতি শাসনে
দগ্ধ শিশুর দেহ ছুঁড়ে ফেলে সব কিছু সাফ
উপড়ানো খুঁটি আর পোড়া হাঁড়ি মাটির পিদিম
হাজার মৃত্যুর দায় শাদা পাঞ্জাবিটি পরে চেয়ে নাও মাপ।

বৃদ্ধ বাপ গারদে বন্দী দিন গোনে ফেরারি সন্তান
বোঁরখাতে থাবা দিয়ে হনুমান ছিঁড়ে ফ্যালে লজ্জা আবরণী
নারীর রক্তাক্ত অঙ্গে পুঁতে দেয় ত্রিশূলের ধ্বজা
বিহুল কবির সামনে মানচিত্রে শোণিত ক্ষরণ।

কত লাগে পারানিতে, কত দিলে নিরাপদ পার?
আমি দেব মনুষ্যত্ব, রত্নরাজি যত আছে আর।।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

পড়ন্ত বেলায়
সুশীল কুমার ঘোষ

রঙ ঝরা জীবনের পড়ন্ত বেলায়
কি হবে নতুন করে সাজিয়ে এ ঘর।
চুন বালি খসে যাওয়া ঘাটের কোটায়
বেমানান লাগে দেখে সাজালেও বর।

এখন শুধু বসে বসে স্মৃতি রোমন্থন
অতীতের আধমোছা ক্যানভাসের ছবি
নিভন্ত প্রদীপের ভাঙা কণ্ঠস্বর।

হতাশার অন্ধকারে ছেয়ে থাকা মনের আকাশ
ক্ষণে জ্বলে ক্ষণে নিভে হৃদয় স্পন্দন
অবসন্ন ক্লান্ত দেহ টেনে টেনে চলা
বদ্ধ ঘরে ডুকরে কাঁদে আবদ্ধ বাতাস।

ভীষ্মের শরশয্যা শ্মশানের রণক্ষেত্রে
সময়ের অপেক্ষায় দিন গোনা শুধু
অবগুন্ঠনে মুখ ঢেকে সলজ্জ বধূ
প্রেম আলিঙ্গনে দেবে অমৃতের স্বাদ।

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

কলিঙ্গ উল্লাস
সুশীল কুমার আশ

'ভালো আছো?' 'ভালো আছিস?' 'ভালো আছেন?'
প্রশ্নগুলো প্রতিদিন প্রতিনিয়ত
উচ্চারিত হচ্ছে পৃথিবীর কত না প্রান্তে,
সভ্যতার অন্তরঙ্গ আঘ্রাণ নিয়ে।
আমি ভালো আছি।
ভালো আছি কোলকাতার
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এক বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে।
আলমারী ঠাসা দামী দামী পোষাক,
আরও কত কি অতিরিক্তের আতিশয্যে।
শুধু আমি কেন?
আমার নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিও ভালো আছে।
কিন্তু ওরা?
ঐ যে ওরা...
যারা রয়েছে বাহান্ন ডিগ্রিতে,
পায়ে খরাগ্রস্ত মানচিত্র নিয়ে,
আচ্ছাদনের সম্বল শেষ সুতো আঁকড়ে,
সুবৃহৎ পরিবার নিয়ে।
তবে সত্যিই কি আমি ভালো আছি?
যদি থেকে থাকি তবে তা কোন অধিকারে?
আসলে এটা ভালো থাকা নয়।
এ যেন সজ্ঞানে অজ্ঞানতার তপস্যা,
টেবিল চেয়ারের হিমালয় পাড়ি,
চন্ডাশোকের কলিঙ্গ উল্লাস।

শিক্ষা- এম.এসসি, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা (অবসরপ্রাপ্ত)
গ্রন্থ- ৮টি

শরৎ-বন্দনা

সোমনাথ সরকার

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র নাম
গ্রাম বাংলার ছবির পর ছবি
এঁকে ছিলেন বিরহ গাথা পুরুষ নারীর মিলন
যেমন মহাকবি
ছন্নছাড়া জীবন সাথী করে
দেশ বিদেশে মানুষ দেখা তাঁর
নারীর নিপীড়িতের মুক্তি চেয়ে
খুঁজেছিলেন সোনার সংসার
সে সংসারটি মেলা কঠিন তাই
দেশ জননীর স্বাধীনতার দাবি
লড়াই ছিল সত্য মহত্তম
খুলেও ছিলে মনের ঘরের চাবি
সরস্বতী নদীর তীরে গ্রাম
ছিল দেবানন্দপুর
দেবের মানে মানুষ
শরৎচন্দ্র বোধের সমুদ্দুর।

কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

হিমঘরে আমরা সবাই

সিদ্ধার্থ পাল

আমরা সত্যিই যেন আছি হিমঘরে
হিমায়িত সংরক্ষিত সব্জির মতই স্তরে স্তরে।

চারদিকে তুমুল শীত-শৈত্যপ্রবাহ
দূর হিমালয় হতে নেমে এলো যেন হিমবাহ
এই তপ্ত পৃথিবীতে
তাই আমরা থরথরি কম্পমান শীতে।

আমরা সত্যিই যেন আছি হিম ঘরে!

এছাড়াও আমাদের অন্তরঙ্গ বুকের ভিতরে
সংখ্যাতীত মিনি হিমঘর আনাচে কানাচে
গোপনে বিরাজ করে :
সেইখানে হিমায়িত আছে
আমাদের যাবতীয় মানবিক চেতনাসমূহ
দুর্বোধ্য, দুরূহ!

বস্তুত সবাই আমরা এক একটি হিমঘরে আছি
আমাদের ভিতরেও একাধিক হিমঘর আছে।।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

চাবি

সুধীন বসু

কতদিন হয়ে গেল
ঠাকুমা বাবার হাতে চাবিগুলো
দিয়ে বলেছিলেন—
যত্ন করে রেখে দিস
দেখিস, একদিন ঐ চাবিতে
তোর দাদুর রেখে যাওয়া
বড় আশার তালাগুলো খুলবেই।

বাবা সে তালাগুলো খুলতে পারেননি
যাবার সময়, আমার হাতে দিয়ে
বলেছিলেন—যত্ন করে
রেখে দিস খোকা, দেখিস
একদিন না একদিন
ইচ্ছার ঐ তালাগুলো খুলবেই।

আমারও তো বয়স হল
এতদিন ধরে
এদিকে-ওদিকে ঘোরাই
তালাগুলো খুললো না কিছুতেই।

আমার সন্তানদের বলে গেলাম
চাবিগুলো যত্ন করে রেখে দিস
দেখিস আমরা না পারলেও
তোদের সন্তানেরা তালাগুলো খুলবেই একদিন।

চাবিগুলো শুধু হাত বদল হয়ে চলেছে
তালাগুলো খোলা আজও গেল না।

উত্তর ও দক্ষিণ মেরু

সাধনা প্রামাণিক

সূর্য তার প্রস্থান-বার্তা জানাতে
আকাশ জমিনে লাল আবির ছড়িয়েছে
এই বিষণ্ণ গোধূলিতে মাঠের উত্তর প্রান্তে
বেঞ্চে বসে মধুবাবু তার স্ত্রীকে বলেন
পঞ্চাশটা বছর কেটে গেল মৃন্ময়ী
জীবনে হিসেবের খাতায় বিয়োগই বেশি
এই সায়াহ্ন বেলায়।
মনে ভাবি কাদের জন্য এত বোঝাবুঝি
উজাড় করে দিলাম সকল পুঁজি
হৃৎপিণ্ড উপড়ে এনে ভালবাসা দিলাম
যাদের জন্য তারা আমাদেরই উত্তরসূরী
এই ধূসর বেলায়।
তুমি মৃন্ময়ী কাপড়ে হলুদ হাত মুছে
স্নেহের সব নির্যাস নিংড়ে যে
শিশু চারাগাছকে করলে বিশাল মহীরুহ
তারা আমাদেরই রক্তে মাংসে গড়া...
অন্তঃসারহীন নূতন প্রজন্ম
কত অম্লমধুর স্মৃতি মনে পড়ে
এই পড়ন্ত বেলায়।
দেশ ভাগেরই মত খণ্ডিত হয়েছি
এই প্রজন্মের বিচারশালায়
তুমি উত্তরমেরু আমি দক্ষিণমেরু
মাঝের এই মাঠটি বার্দ্ধক্যের মিলন ভূমি
কেমন আছ বাতের ব্যথায়?
কাল আবার দেখা হবে
যদি ঠাকুর রাখেন ভবে
এই বিদায়ের বেলায়।

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- শিক্ষিকতা (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

অন্ন

সুজাতা সান্যাল (চট্টোপাধ্যায়)

ও মেয়ে, নিভন্ত উনুনে আর কত ফুঁ দিবি!
চোখ লাল, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।...তবু চেষ্টা...
এমনি করেই দিন কাটে...আমের মুকুলে মাছি গুন্‌গুন্‌...
সোঁদালের হলুদ ঝাড় কিছুই পড়ে না চোখে
শুধু ক্ষিধের আগুনে হ হ জ্বলা
এই আগুনে চাল তো ভাত হয় না
এক মুঠো সাদা ঝরঝরে মুক্তো দানা
কতদিন হাতে মাখে না নুন দিয়ে
মাটির হাঁড়ি শুধু জল আর কালি পড়ে পড়ে থাক।
ছেঁড়া কাপড়...আগে পেট ভরানো
তারপর লজ্জা...আগে মুখ তারপর বুক
গেঁড়ি গুগলি আর শেকড়-বাকড় সেদ্ধ
খেয়ে খেয়ে জিভ হেজে গেল...চোখে ধক্ ধকে ক্ষিধে
এক মাথা চুলে উকুন, খড়ি পড়া গা খস্ খসে
তবুও আশা নামবে বর্ষা
ধান হবে...সেই ধান ভেনে
চালের ভাত...আশায় আশায়
নিভন্ত উনুনে ক্ষিধেয় ফুঁ দেওয়া

হা-রে অন্ন!

প্রেম

সন্তোষ বসু

সৃষ্টির নিয়মে যেমনি ফোটে ফুল
 ঢেকে দৃষ্টিনন্দন,
সৌরভ ছড়িয়ে মধুপেরে করে নিমন্ত্রণ।
ছুটে আসে দল বেঁধে অমৃত মধুলোভে
 সকলের অজান্তে,
যেমনি ঝিনুকের পেটে জন্মায় মুক্তো
 ঝিনুক তা না পারে জানতে
তেমনি প্রেমের উন্মেষ হৃদয় কন্দরে,
 বিকশিত পাপড়ির মতো প্রেমাভিসারে!

পেশা- শিক্ষকতা

অ্যালবাম

সুনন্দা মৈত্র

ন্যাওটা মানুষের মত শাট্‌ল ককের মত সে ফেরে
কথা বলি রোজ বলা হ'য়ে গেছে কতবার তবু বলি
সেই হীরাকষ রাত্রির কথা অন্ধকার মণির কেটিরে
অম্লজান বিনিময় কথা ছাইচাপা অঙ্গার কথা
চুলের ভিতর বেয়ে মেঘ-ভেজা-ছাটে জড়ানোর কথা
অন্ধকার ছুঁয়ে পেলব আঙুল ছেনে প্রাচীন আঁধার কথা।
বালিভাসা মাঠ চাঁদের ভিতরে ঢাকে চাঁদের মুকুট
পাহাড়ের চুড়ো চুঁয়ে উজলি বিদ্যুতে পাড় ভাঙে ইড়া
জলস্রোতে ঢেকে যায় সমুদ্র চিহ্নের শিরা উপশিরা
ঢেকে দেয় ছায়া মরা কালো ছায়া মরা জাহাজির ছায়া
প্রেত হয়ে দোলে নুনমারা বুকের ভিতরে একাএকা
বনপুড়া ছাই ছড়ায়ে ছড়ায়ে দোলে মাখানো শূন্যতায়
ওই চাঁদের ভিতরে চাঁদ গ্রহণের দোলে ভেসে যায়–
যতবার ভেসে যায় গভীর ঢেউ এর গুড়ো গুড়ো চুড়ো
সিংহের গর্জন নিয়ে আজান গাছের তলে জল ঢালে ফের।

ঘুম ভাঙে কতকাল ঘুমোইনি ভেবে ঘুম ভাঙে
ভাঙাকাচে ভাঙা রোদে অ্যালবাম পৃষ্ঠাগুলি যেইভাবে
উল্টে যাই রোজ সেই ভাবে ঘুম ভাঙে আজ আর কাল
কিংবা পরশু কোনওদিন হবে নাকো দেখা এই জেনে ঘুম ভাঙে তবু।

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- শিক্ষকতা

পাখিকথা

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

'কবে বাইরে দূরে...' বলে কবে যেন চোখ দুটি খোলা
বইয়ের পাতার মত—
উড়ে উড়ে ফিরেই তাকাই
ছন্ন উপকরণের বেলা সেই থেকে পড়ে আছে
উদাসীন গানে
দরজার কাছে এসে তাকে আমি বলে গেছি—'যাই'

তখন থেকেই হাঁটা, হাওয়া থামে অসম্ভব পালে
নোঙর হাতড়ায় নদী
হুলুস্থুল অন্ধকারে জল
কিছু পথ অনিঃশেষ, সন্ধ্যা ডিঙিয়ে শেষে আধখানা রাতে
মাটির হাঁড়িতে ভাত
ফুটন্ত বাষ্পের গান একতারায়---কোন ভূমণ্ডল

স্পষ্টত ছলকে ওঠে
স্পষ্টতই ডাকে—
নৌকোর চোখের মত
অন্ধকার পার হয়ে
নিভৃতে,
আমাকে।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
গ্রন্থ- ১২টি

আমার ২৪ ঘণ্টা

সুনির্মল কুণ্ডু

২৪ ঘণ্টাই নড়েচড়ে ব'সতে হ'চ্ছে, বেশীর ভাগ
সময় থেকে আমার অপ্রতিরোধ্য ক্রোধগুলো বেরিয়ে প'ড়ছে—
ছড়িয়ে যাচ্ছে আগুনের মতো আর্তনাদ, সে সবের
অনেকটাই অস্তিত্বের প্রশ্নে, সামান্যই মরণোত্তর ঃ

সকাল ৬-টায় শুরু যে ৪ ঘণ্টার দিনাংশ...কলতলাতেই খেয়ে গেল সবটা,
দেখা দিলেন যারা তাদের ৮০ শতাংশের কারখানা বন্ধ এবং
আরও ১০ শতাংশের চাকরী যাবে শিগগিরই, বাকীদের
রুজিতে প'ড়েছে টান—বাজার ভালো না—ব্যবসা চ'লছে না আগের মতো!

আগের মতো অবিশ্রান্ত বর্ষণে ধুয়ে যাচ্ছে কলতলা, নিভে যাচ্ছে আলো
মাঝে মাঝে, পরবর্তী ৮ ঘণ্টা শেষ হবে বিকেল ৬-টায়, এই ৮ ঘণ্টায়
কেন্দ্রের বাজেট আর রাজ্যের বাজেটে ঘেমে উঠবে মানুষ—ফুঁসে উঠবে মানুষ
তার পকেট কেটে নেবে কত চাতুরী-কৌশল—এক ঘাটতির অনুশাসন;
এই ৮ ঘণ্টায় মারুতি ধাক্কা খেয়েছে, বিচারে ধর্ষণ করে খুনের জন্য ফাঁসি,
বিষ পেটে নিয়ে হাসপাতালের বেডে শুয়ে কাতরায় একটা গোটা সংসার,
বজ্রপাত যেন ভ্রূণ-হত্যার কাছে প্রথম রাউণ্ডে গিয়েছে ছিটকে, আমার এই
৮ ঘণ্টার সময় কাল ধাক্কাটা সামলে কার্লমার্ক্সের বোধোদয়ে বুদ্ধে শরণাপন্ন...

ধাক্কার কথা ব'লছেন, ত্রয়োদশ ঘণ্টার ডগাটাই বড্ড খচ্‌খচে,
সন্ধ্যের নিউজটা কত উদ্বিগ্ন এই সমাজ-সংসারে, যে সমস্তমনস্ক
তার জন্য থাকল আমার বরাদ্দ ৫টি ঘণ্টা—বেকার ছেলে, মেয়ের বিয়ে,
বৌ-এর ব্রঙ্কাইটিস এবং বাবা-মায়ের মৃত্যুবার্ষিকীর আগে আগে
নিজের ব্লাড-প্রেশারের চেক-আপ...এই পৃথিবীর মতো সব ধরে রাখতে হয়—
উল্কার মতো ঠিকরে যেতে হয়; পুরোনো প্রেমের কথা ভাবতে ভাবতে
নবীন বিকেলের উচ্ছ্বাস-হাওয়ায় উবে যেতে যেই শূন্যে উঠছি
আমার বসত ও বাস্তবে এসে গেছ তুমি একা, আমার কবিতা

অবশিষ্ট ৭ ঘণ্টায় 'মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান', কেন রবিঠাকুর
'সার্থক জনম' ব'লে তুমি লেখ? মানুষের মৃত্যুতেও জয়োল্লাস এই বাংলায়!

পেশা- চাকুরী

বিদেশী বিহঙ্গ

সুধাংশু দুলাল অধিকারী

একটি পাখিকে চিনতাম
রোজ সকালে তার ছোট
ঠোঁট চিরে আমাকে গান শোনাতো,
সেও বোধ হয় আমাকে চিনেছিল,

নাচতো সে হাসনুহানা-কামিনীর ডালে ডালে
শুধু পাতা নড়ত;
গানের সুর মনে হয় বিদেশ থেকে নেওয়া
হয় তো চীন বা রুশ দেশের
মঙ্গোলিয়া, ভিয়েতনাম, কিউবারও হ'তে পারে
অজানা হ'লেও সুরেলা, হৃদয়ের কাছাকাছি।

ছোট পাখি নানা দেশে
উড়ে যেত আরও ছোট ডানা মেলে
পর্বত, গ্রাম, নদী, বনবীথি,
পেরিয়ে আসত আমার ফুল বাগিচায়,

না দেখলে চঞ্চল হতাম,
হঠাৎ একদিন দেখি গান বন্ধ
পাখিটি মরে পড়ে আছে
কাকেদের উল্লাস তাকে ঘিরে।।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৬টি

কারা যেন এসেছিল
সোমনাথ চক্রবর্তী

এই মাঠে, এই বনে
কারা যেন এসেছিল কাল।
এই ভাঙা মেঠোপথে
গ্রীষ্মরোদে শিমূলের ডাল
কিছু ফুলডালি নিয়ে
আনন্দেতে ডগমগ লাল
ছিল গতকাল।

এইখানে বনপথে
রূপকথা...প্রেমিকের রানি
এসেছিল জ্যোৎস্নারাতে,
তাই নিয়ে কত কানাকানি,
সখীদের হাসি, হাতছানি
আজ কেন ব্যথা হয়ে
বুকে বাজে? আমি শুধু জানি
বৃষ্টিভেজা কিছু কথা
পাপড়ি...ফুল...স্মৃতি...গন্ধ
রেখে গেছে হৃদয়ের রানি।

স্বর্গের প্রান্তসীমা

সুব্রত রুদ্র

শূন্যে মই দাঁড়িয়ে রয়েছে সেইভাবে।
স্বচ্ছ জলের মধ্যে দেখা যায় স্বর্গের প্রান্তসীমা
স্বপ্নে দেখলুম বৃদ্ধ চন্দনগাছ নদী সাঁতরে এদিকে আসছে
এক মাথা চুল সুগন্ধ গম্ভীর।

আকাশে ঘুরে ফিরে আসি, পরপর তিনখানি মেঘচিঠি
মোচার খোলার মতন ছোট্ট ঘুম, হাই ওঠে, ভেসে পড়ি
মেঘের সত্যিকারের স্বাদ কীরকম?
মেঘের সরবত চুমুক দিয়ে পৃথিবীর ঘুম আরও বেশি ভালোলাগে
আকাশে পাখির ঝাঁক ঠোঁটে ঠোঁটে লবঙ্গ ছড়ায়
অবিরাম বিষাদক্ষরণে কবির মাংস হয়
বাদুড়ের মতো সুস্বাদু
এ কোন পৃথিবীতে এলে? পৃথিবীর নিজের কোনো বিষয় নেই।
জ্ঞান ও অন্ধকারের মাঝখানে একরকম জায়গা
স্বর্গের মাঝখানে একটা জায়গা, আমি জল খেতে নেমেছিলুম।

পেশা- চিকিৎসা

প্রথম কবিতা

সনৎ মান্না

আমার লেখা প্রথম কবিতাটিই ছিল প্রেম বিষয়ক
এবং পাড়ার অগ্রদূত ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠান মঞ্চে
সেই কবিতাটিই ছিল আমার প্রথম স্বরচিত কবিতা পাঠ।

আমার সব থেকে নিকটবর্তী শ্রোতাটি ছিলেন
একজন আদর্শ স্কুল শিক্ষক
ঐ একই মঞ্চে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করে বসেছিলেন যিনি
তিনি আমার বাবা।

অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের প্রেমের কবিতা শুনে
আপাত নিরীহ আমার শিক্ষক বাবার গম্ভীর চোখে মুখে
কোনো বহিঃপ্রকাশ ফুটে উঠতে দেখিনি সেদিন।

মানুষ গড়ার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় স্বনামধন্য সেই মানুষটি
হয়তো মনে মনে এই কথাই ভেবেছিলেন যে—
অল্প বয়সে পিছন থেকে পাকতে শুরু করে যে ছেলে
তার দুঃখ চিরকাল।

হয়তো তিনি তার কালো তালিকায় লিখে নিয়েছিলেন
অকালপক্ক আরও একটি বাঁদরের নাম।

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

কে এই বালক

স্বপন দত্ত

মন ভালো আছে, মন বুঝি ভালো নেই,
চিরায়ত রোদে বেভুল মেঘের ঘামে
দিন কেটে যায়, তিয়াস তোরঙ খুলে
দেখি, মাঝে মাঝে, একটি বালক নামে।

কোথাও দেখেছি! মনে হয় চিনি চিনি,
চেনা-অচেনারও দ্বন্দ্বটা বেশি বেশি
মেঘে-রোদ্দুরে আমার এ উপস্থিতি
ভ্রূক্ষেপ নেই, অথচ সে প্রতিবেশী!

একটি বালক খোঁজে না খেলনা-পাতি,
একটি বালক জেগে আছে যুগ যুগ
একটি বালক জানালায় মুখ রেখে
আজও খোঁজে কার চকিত হরিণী মুখ।

কে এই বালক খোঁজে স্মৃতি-বালুচর,
ফসিলে ফসিলে ঢেকে যায় বাড়িঘর।

পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

হনন

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

মমিমুখ রাত্রির বোবাভাব আর
অস্মিত কলহের নিকষ শীৎকার
জানো ভালো গোপনে তা অনেকেই
জর্জর কাঙ্ক্ষার যা দেবার নেই
সে তোমার ক্ষমা নয়, অবুঝ হনন

প্রপাতের পতনের ঠান্ডা দহন

শিক্ষা- এম.এ
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

সাত সাগর আর তের নদীর পারে
শঙ্খচিল

সাত সাগর আর তের নদীর পারে
আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে।
গলায় তার হাজার মৎস্যজীবির অশ্রুর মুক্তোমালা।

জনসমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের উপর দাঁড়িয়ে
আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি।
আমার পক্ষিরাজ মৃত ;
সমুদ্রের ঢেউ চিরে চিরে
দত্যিদানোর ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে আজ আমাকে
পৌঁছাতেই হবে তার কাছে।
এ আমার অঙ্গীকার,
স্বপ্ন নয়।

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

বিশল্যকরণী...

সুদর্শন চৌধুরী

ঘরটাকে একটু বড়ো রেখো, কেন না
কুকুর, পাখির খাঁচা, অ্যাকোয়ারিয়াম
ইত্যাদি রাখার পরেও অন্তত একটা
অনাথ অসহায় মানবশিশু রাখার জন্য
জায়গা থাকে...

বাগানটাকে একটু বড়ো রেখো, কেন না
ক্যাকটাস, কন্টিকারী, পাতাবাহার, বাগানবিলাস
ইত্যাদি বোনার পরেও অন্তত একটা
শুভ্র সুন্দর সাদা গোলাপের চারা
বসানোর জায়গা থাকে...

লাল গোলাপ আমার একদম পছন্দ নয়,
কেননা ওকে দেখলেই—যুদ্ধ দাঙ্গা
আগুন সন্ত্রাস দুর্ঘটনায় মৃত আহত রক্তাক্ত
মানুষের কথা মনে পড়ে...

মনটাকে একটু বড়ো করো, হৃদয়ের
বন্ধ দরজা জানালাগুলো খুলে দাও—
সুরভিত সুশীতল আলো হাওয়া ঢুকুক,
অন্ধকার আত্মরতির বিষ বাষ্প সরে যাক,

পৃথিবীটাকে আরো একটু বড়ো করো,
সেখানে আমার বিশল্যকরণী কবিতার মতো
শুধু আগামীর আলোর শিশুরা খেলবে...

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

শতাব্দীর রোজনামচা-৭
সুকুমার মণ্ডল

মাটিতে রক্ত ঝরে, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা-মহামারী,
আণবিক বোমা ফাটে...অন্তরীক্ষে-জলে!
ধ্বংস হয় জনারণ্য, চূর্ণ হয় জনাকীর্ণ
শিল্প-দীপ্ত 'তিলোত্তমা-নগর-নগরী'!
বিকলাঙ্গ জঠরে কাঁদে, মুষ্টিবদ্ধ হস্তযুগ,
মাতৃস্তন দুগ্ধ-শূন্য রিক্ত আজ অমৃতভাণ্ডখানি
কৃত্রিম প্রজনন, শুষ্ক দুগ্ধ বিপণন...
মাত্রাধিক মাদকতা, ভালবাসা বিকিকিনি বিশ্ব হাটে
নগ্ন বিজ্ঞাপন, বিবেক বিসর্জন, অনৈতিক লালসা কুন্ডে
অবাঞ্ছিত বিষয়ের 'বিষ-বিশ্বায়ন'!

তবু তো সবুজ চারা...ফুল ফোটে বনে...
তেমনি শিশুর হাসি, মিষ্টি মায়ের আদর,
নিত্য নতুন 'চিরায়ত মানুষ' সৃষ্টি হয়!
ভালো-মন্দ, হাসি-কান্না, রবি-শশী স্নেহ-ধন্যা
দিবারাত্র, জোয়ার-ভাটা, আকাশ তলে!
চলমান উপগ্রহ, 'মানুষের বিগ্রহ' আসমান-চাঁদে;
দুঃসাহসী অভিযান—'এভারেস্ট অভিমান জয়'!

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী

আত্মার প্রথম ঘুম

সুনীল মান্না

রাত্রিহীন এক অদ্ভুত আলোয়
 আমার ঘুম ভাঙ্গে
চারিদিকে বহাল অপার নির্জনতা
আমার অন্তর-আত্মায় কে যেন ঘা দেয়
 কে যেন ডানা ঝাপটায়
প্রথমেই আমার মনে হয়—আমি কোথায়
নিঃসঙ্গ এই অত্যাশ্চর্য আলোর ভূখণ্ড
 ক্রমশ পিছনে সরে যায়
 ভেসে ওঠে এক নেগেটিভ্
আমার পরিচিত রাস্তা-ঘাট, নদী, গ্রাম
 বন-উপবন ও রেললাইন
আমার শাখা-প্রশাখা, পাতা ও আত্মজ
 ওদের গলার আওয়াজ বিদীর্ণ হওয়ার কণ্ঠস্বর
দুঃখ টানটান ওদের শরীরে দাঁড়িয়ে
 ওরা রক্ষা করছে আমার গান
এক অন্ধ ভালোবাসায় হঠাৎ উজ্জ্বলভাবে দু'টুকরো করে
এক বিদ্যুৎরেখা
ওরা যখন উপেক্ষা করে টগবগিয়ে চলে যায়
 সপাং সপাং আমাকে মারে
আমার কানের ভিতর ঢেলে দেয় একটানা ঝিঁঝি ডাক
আমার দু'চোখে আবার নেমে আসে
 শতশতাব্দীর ঘুম
আমি তলিয়ে যাই ঘুমের অতলে।

পেশা- চিকিৎসা

পুষ্পিতা

সুনীল কুমার মণ্ডল

বহুকাল পরে
একটা পথের শেষে
ভুলে যাওয়া মন থেকে
প্রস্ফুটিত হলো পুষ্পিতা

সূর্য মেঘের গায়ে
রঙটুকু রেখে
প্রত্যাবর্তনের পথে

দিনের শেষ আলোয়
বিষণ্ন ধূসর সিঁথি
বিমূর্ত ব্যথার বার্তা

নিবিড় নিবেদনের সুর
অন্তরে অন্তরে
প্রিয় স্বরলিপি

দুফোঁটা জল
দুটি স্নিগ্ধ সাগর
সন্ধ্যাতারার প্রসন্ন হাসিতে
স্নাত সৈকত
নিঃশব্দ—নিরুত্তর

ক্লান্ত পাখা নেড়ে
একা পাখী ফিরে যায় সঙ্গীহীন নীড়ে।

নিকানো উঠান

সন্তোষ কুমার ঘোষ

তোমার সোনার সকাল দিয়ে
নিকানো উঠান—এখন
সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার।
বুড়ো "পক্ষীরাজ-ঘোড়া" ঝাপসা চোখে
কি যেন খুঁজতে চায় ডানা ঝাপটায়—
আর মাঝপথেই ভেঙে পড়ে কষ্টের উড়ান।
মাথা ভাঙার পাটা শেওলায় অবরুদ্ধ
স্রোতের মতো—পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে
এগিয়ে চলে আদ্যন্ত কষ্টের মিছিল।
নিকানো উঠানে তবু তমালের ডালে
মাঝে মাঝেই শঙ্খচিল ডাকে।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

তোমায় ছোঁব বলে

সৌরেন চৌধুরী

পাইনি তোমায় ছুঁয়ে
নষ্ট হয়ে গেছি আমি
ভালোবাসতে গিয়ে।

পাইনি তোমায় ছুঁয়ে
নষ্ট হয়ে গেছি আমি
অবহেলা সয়ে সয়ে।

পাইনি তোমায় ছুঁয়ে
নষ্ট হয়ে গেছি আমি
মন্দ কথার ভয়ে।

পাইনি তোমায় ছুঁয়ে
নষ্ট হয়ে গেছি আমি
নিজের হৃদয় খুয়ে।

নষ্ট দিয়েই কষ্টে গড়াই
বাড়ি না কি মাটির চাঁই?
তোমায় ছোঁব বলে।

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ৫টি

ঘুমে নেই, জেগে আছি

সাথী দাশ

(অপরিপক্ক হাতে জ্বালালে প্রদীপ নিভে যাবে, নিভে যাবে বার বার;
নিজেদের প্রদীপ নিজেদের হাতে জ্বালিয়েই দেখো নিজেরাই একবার।)

ক্লান্তিতে শ্রান্তি আসে শ্রান্তিতে ঘুম
ঘুম-স্তব্ধতায় নিষ্ক্রিয় হয় সচল বোধ অনুভূতি,
সেই তো ভালোছিলো, ইদানীং চেতনে না শুনলেও শুনতে হয়
মানুষ নামের মাংস-লোভীর শিকার ধরার হিংস্র উল্লাস
এ কোন্ অরণ্য? রক্তচোষা প্রাণীর মতো ওরাও তো রক্ত চোষে
রক্তাক্ত করে নারী সম্ভ্রম। একবিংশের স্যাটেলাইট
রক্তচোষা প্রাণীকে সনাক্ত করে না। জনঅরণ্যে মিশে গিয়ে
পালিত হয় বারবার প্রতি-সময়ের সাহসী ক্ষত্রিয়।

জোড়া সাপ দেখলে ঘুমে কিংবা চেতনে ব্যক্তির নাকি ভালো হয়
অথচ বিষাক্ত সর্প কিলবিল করে সারা বাংলার গ্রামে-গঞ্জে
সর্প দংশনে ভিটে ছাড়া মানুষ, বিষ দাঁত ভাঙ্গা দূরে থাক
আগুন জ্বালিয়ে সর্প তাড়াতেও কেউই যে নেই আশ-পাশে
শুধু দূর থেকে শুনি "আমার সোনার বাংলা...ভালোবাসি"।

শিক্ষা- এম. এসসি
কাব্যগ্রন্থ- ১১টি

প্রেম

সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়

শীতের রোদের মতো ভেসে উঠে ডেকেছিলে মিলা, তুমি অপরূপ
চিত্রময় অতীতে ওড়ে স্টেশনের দুপাশে মোহ, ভেজা নীল ঘাস,
স্কুলের পেছন জুড়ে শুয়ে থাকা নামহীন স্থির জল, দুরন্ত দুপুর,
কৈশোরের অবহেলায় তোমার সোনার ডাক ঝরে পড়ে টোপায় টোপায়।

বিষণ্ণতা ভুলে যেতে সমুদ্র ও পর্বতে আমি চারবার হারাতে গিয়েছি
আকাশে নির্বাক তারা, ছিপিখোলা কোকাকোলার মতো বন্ধুদের হাসি,
ওখানে চেনে না কেউ, আত্মনিগ্রহের মতো ছুঁড়ে ফেলে নিজস্ব জ্যাকেট,
অসংখ্য 'মিলা' ডাকে মেঘ ও জল ছুঁয়ে ছুটে গেছি, ফিরেও এসেছি।

অশ্বত্থ গাছের নিচে খোঁড়া ভিক্ষুকের মতো হেঁটে যায় উৎসবের দিন,
বন্ধুদের সঙ্গে তুমি বের হও, বারান্দা জড়িয়ে নামে অবসন্ন চাঁদ,
রূপোলি সিঁড়ির নিচে হেসে ওঠে রূপ ও আলোর ঐ মহান উৎসব,
অসহায়তার শীত, বিষণ্ণতা জড়িয়ে গায়ে বসে থাকি প্রিয় অন্ধকারে।

দশটি বছর ধরে মুখোমুখি দেখা হলে 'কী, ভালো' কিংবা 'কোথায়, কলেজ'
সিগ্রেটের ধোঁয়ার মতো ভেসে যায় বান্ধবীর জন্মদিন, ফিল্ম-ফেস্টিভেল
বাগানে বর্ষা নামে, স্থলপদ্ম ঘুম দেয়, জানো মিলা, অলক্ষ্যে ওড়ায় আঁচল
তোমার অনন্য ডাকের জন্য হাটখোলা বসে আছি হাহাকারে সমস্ত সময়।

পেশা- শিক্ষকতা (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ৮টি

শুধু ততক্ষণ

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন দরোজার বাইরে সমুদ্রের গর্জন—
এখন বাতাসে মরুঝড়ের গন্ধ—
এখন কিইবা তোমার পোশাক পরা-না পরা—
এখন কারো জন্যে কিসের জন্যে জেগে থাকা-না থাকা—

এখন স্রোতের ওপর শুয়ে থাকা—
এখন রক্তের মধ্যে টুপটাপ টুপটাপ—

এখন 'আমেন' শব্দ যদি বেজে ওঠে—
এখন স্রোতটায় যদি মান্দাস হয়ে উঠি—

ততক্ষণ শুধু ততক্ষণ...

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ৩টি

ও মেঘ

স্বপন মল্লিক

অনেক দিন তুমি বৃষ্টিকে পাঠাওনি,
ও মেঘ,
অনেক দিন তার পায়ের নূপুর আমাদের উঠোনে বাজেনি
আমাদের বুক যে পুড়ে যাচ্ছে
আমাদের মাঠঘাট, আমপাতা, জামপাতা
সবাই যে আকুল হয়ে তাকিয়ে আছে
তারই প্রত্যাশায়।

বৃষ্টি আমাদের আহ্লাদী মেয়ের মতো
সে একবার মাটির কোলে আসুক
একবার জলের গর্ভে খেলা করুক
আইবুড়ো মেয়ের মতো।

আজ বহুদিন পর
তুমি আমাদের আকাশে এসেছো, ও মেঘ,
আজ তোমার মুখ বলছে তুমি প্রসন্ন
তোমার চাহনিও সংকেতময়
তুমি একবার বৃষ্টিকে পাঠাও
আমাদের ধানক্ষেতের দিব্যি
আমরা তোমাকে মাথায় তুলে রাখবো।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৭টি

হলুদপাতার গান

সন্তোষ সিংহ

নুন কমে গেছে, কবিতা লেখাও,
বেড়েছে কিছুটা ভুঁড়ি, মদ্যপান, প্রব্লেম ও টেনশন্
পথ যত কমে আসতে থাকে
এই সব ভুত পথের দু'পাশে ভিড় করে বুঝি?
যদিও সর্ষে তৈরী
তবুও, এখনও সাইকেলে চেপে চৌমাথায় মধুকরে যাই,
দুঃসাহস-যাওয়া, সুগারের রোগী,
চুপি চুপি কেবিনে ঢুকে পড়ে
গোগ্রাসে দুটো বড়ো রসগোল্লা খেয়ে
ভালো মানুষের মতো মদনের পানের দোকানে
শান্ত দাঁড়াই
আর
অসতর্ক পান চিবোতে চিবোতে
বিস্ময়-চলে-যাওয়া-ষোড়শী-মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে
তীব্র বোঁটার চুনে জিভকে পুড়তে দেখে
কী যে ভালো লাগে, আহা,
বোঝাতে পারব না

বোঝাতে পারব না, এখনও
নিথর প্যাডেলে চাপ দিলে
বিকেলের এই সব খুচরো ফেরা
লোকগানে কী-মুগ্ধ-শৈশব তুলে এনে
দু'চোখের ক্ষুধার্ত তারায়
আটপৌরে ধুলোর সংসারে
কী ভাবে রূপকথা ঝরায়!

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা

তুলোট কাগজে লেখা

সুনন্দা গোস্বামী

ভাঙা ঘরে উই পোকাদের
দাপুটে উল্লাস
মূল্যবোধের তালিকাগুলো
তুলোট কাগজে কোন একদিন
ইতিহাস রেখে গেছে
বসন্তের হাওয়া
সঠিক সময়েই জানান দেয়
বৃদ্ধাবাসের জানলায়
মাইনাস ফাইভ আজো
খুঁজে চলে
তুলোট কাগজে লেখা
ফেলে আসা বসন্তের গল্প।

গ্রন্থ- ৫টি

অক্ষরবৃক্ষ

স্বপ্না গঙ্গোপাধ্যায়

আকাশে মেঘ বৃষ্টি ঝড়ের দাপাদাপি
অক্ষরবৃক্ষের তলায় আশ্রয় নিই
হীরকদ্যুতির মত ভেসে ওঠে
শৈশবের সোনালী স্মৃতি।
গার্হস্থ্য পর্যটনে বিলাসী মন
খোঁজে উৎসবের ধুন।
মধ্যরাতে, রাত জ্যোৎস্না আলস্য ছেড়ে
আয়ুময় করে তোলে সান্ধ্যপ্রদীপ,
অক্ষরবৃক্ষে তৈরি হয় নতুন কথা
কথারাই গড়ে তোলে নতুন ঘরবাড়ি
দরদী মানুষ, আঁকাবাঁকা নদী,
মার্গীয় সুর, শিশুর হাসি,
ভোররাতে বৃষ্টিধারায় স্নাত
পবিত্র অক্ষরবৃক্ষ থেকে
টুপটাপ করে গড়ায় জল
সমুদ্রের দিকে।

শিক্ষা- এম.এ
কাব্যগ্রন্থ- ৭টি

দুঃখ সূচীব্যথা
সুবীর ঘোষ

ধরো আমি রাস্তায় নেমে দেখতে পেলাম তুমি নেই
রাস্তার পিঠের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে জলদূত পিঁপড়ের সারি,
হাতির পায়ের চাপে পিঁপড়ে মরে না তুমি জানো।
তুমি কি বৃহৎ কোনো গোপনের আস্তানা জেনেছো?

সে কোন্ বৃহৎ পাখি ছায়াতীর ধরে উড়ে যায় বাষ্পীয় ডানায়;
আমার কথা না ফুরাতে তুমি দরজার হাতল ধরে টানো,
হাতল তোমার স্পর্শে দর্শনযোগ্য কোনো স্বপ্নে জেগে ওঠে।
রাস্তায় তখন আর কেউ নেই
খুব কাছে চেনা নদী দিক ভুল করে।

অফুরন্ত মানুষের কথা লেখে আনত কলম
কলম কি মনে রাখে আঁচড়ের দুঃখ সূচীব্যথা?
মানুষ আরাম পায় ভুলে যেতে,
না ভুললে মানুষের অকালমৃত্যু হয়।
নদী তার উদ্দেশ্যকে চিনতে না পেরে
রাস্তার ওপর এসে দেখে তুমি নেই
আমি বা কোথায়?

তোমাদের মতো
সুনির্মল চক্রবর্তী

তোমাদের মতো আমিও তো সুখী হতে চাই।
তোমাদের মতো আমিও তো পারি
ন্যাকাপনা মজলিশি গল্পে ডুবে যেতে;
এভাবে এ জীবনের সুসময়গুলি
খরচাও করে দিতে পারি।

অক্ষমতা আমারই। আমি পারি কই?
আমাকে যে ঘোড়সওয়ারের মতো
ছুটতেই হয়;
ছুটিয়ে নিয়ে যে যায়
আমার সময়।
দুদণ্ড সুস্থির হতে দেয় না আমায়।

মানুষের মুখ দেখে বিষণ্ণতা জাগে,
মানুষের হাসিমুখ খুঁজে যে বেড়াই।
ধ্বংসের কাছে গিয়ে শিহরিয়ে উঠি
সৃষ্টিকে নয়ন ভরে দেখে নিতে চাই।

যদি থাকি চুপ করে—
ভাবো বুঝি চুপ করে আছি?
তখনও তো খুঁজে ফিরি
নদীর কিনারে
একটি ঝিনুক।

গ্রন্থ- ৪টি

জমাখরচ

সুবীর সিংহরায়

এবার তবে স্থগিত হোক চাওয়া
শেষ দুপুরের স্তিমিত রোদ মেঘে
সাগর-নীল বাতাস ছুঁয়ে যাওয়া
সমকালীন ভাবনা মাথায় রেখে
সালতামামি হিসাব—চাওয়া-পাওয়া।

সঙ্গোপনী স্পর্শ-সুখের আবেশ
কিম্বা প্রিয়ার প্রথম ওষ্ঠ-রাগ
স্বপ্ন-মেদুর সাঁঝ-বাতিদের রেশ
খরচ-খাতায় এ-সব তোলা থাক
পল্লবিত বিপুল সমাবেশ।

জমার খাতে খোদিত হোক মায়ের ম্লান মুখ
সন্তান যার ক্ষুধার-অন্ন পায়নি কোন দিন
অঙ্কিত-হোক অসম যুদ্ধে পরাভূতের দুখ
প্রতিবন্ধ জীবন যাদের কাটছে অন্তরীন—
ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় তারাও সমৎসুক।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৮টি

খাঁচা

সনৎ বসু

প্রত্যেক মানুষেরই একটা খাঁচা আছে
খাঁচার ভেতর দীঘি আছে, গাছ আছে, পাখি আছে,
প্রেয়সী নারী আছে, বীজ আছে, ফল আছে।

মানুষ সাধারণতঃ খাঁচা ছাড়া বাঁচতে পারে না
খাঁচাও মানুষ ছাড়া কাউকে পছন্দ করে না।

সংসারে কিছু কিছু মানুষ আছে
খাঁচা ভাঙতে চায়
খাঁচা ভাঙাতেই তাদের আনন্দ পবিত্র জেহাদ।

ফলত তাদের মাথায় আছড়ে পড়ে ঝড়
খাঁচারক্ষীদের আক্রোশ
শুরু হয় ধর্মযুদ্ধ
বাতাসে উদ্দীপনা
ঘুম ভেঙে দরজা খুলে দাঁড়ায় সময়।

বেপরোয়া মানুষগুলো ভাঙনের গান গায়
জেগে ওঠার গান
দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের পর
প্রতিপক্ষ নতজানু
ভোরের সূর্যের মত স্মিতহাস্যে হাত বাড়ায় ইতিহাস।

আবার খাঁচাগড়ার প্রস্তুতি...
কেননা মানুষ খাঁচা ছাড়া বাঁচতে জানে না
পুরণো বা নতুন যে রকমই হোক।

শিক্ষা- এম.এসসি, পিএইচ.ডি
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১০টি

বোঝাপড়া

সুভদ্রা ভট্টাচার্য

বোঝাপড়া করে চলতে পারি না
তাই রাত্রিদিন হোঁচট খাই চলার পথে
অফিসের কর্তাব্যক্তিরা অথবা আশেপাশের সবাই
সবাই চায় বোঝাপড়া করে চলতে
আমি পারি না কারণ আমার শিরদাঁড়াটা সোজা
মাঝে মাঝে মনে হয় শিরদাঁড়াটা বেঁকিয়ে নিয়ে
সবার সঙ্গে একটা আপোষ করে নিই
কিন্তু আমার মধ্যে বড় হয়ে ওঠা সময়
আমার মুখে হাত চাপা দেয়
শিরদাঁড়াটা সোজা থেকে আরও সোজা হয়
আমি বুঝি এইভাবেই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে
শুধু বঞ্চনার মাত্রা বাড়তে থাকবে
আর তার সাক্ষী থাকবে আমার চোখ দুটো।

পেশা- সাংবাদিকতা

অধরা

সত্যনারায়ণ মাজিলা

আমি তাকে চিনি, মূর্তি তার
স্বপ্ননীড় যেন, কল্পনার অধরা প্রতিবিম্ব
অনেক ক্ষেত্রে সে পুঞ্জপুঞ্জ মেঘ
অনেক ক্ষেত্রে সে ম্লান চন্দ্রলেখা
অনেক ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন নীলিমার মত আকুল শূন্যতা।

এইসব স্মৃতি আর শূন্যতার
প্রান্তভূমি জাতকের চিত্ত-মুকুরে ফেলে ছায়া
কত অদৃশ্য অবগাহন : ধূসর পাণ্ডুলিপি
উড়ে যায়—উড়ে যায়—ছিঁড়ে যায়
সম্পর্কের লালিত অভিধা।।

পৌষের মাঠে এসে দাঁড়ালে স্নিগ্ধ-ঘ্রাণ
নির্জন স্বাক্ষরের প্রাচীন সত্য এক
অতি বাস্তব প্রকৃতির স্নেহ ছুঁয়ে পড়া
প্রেয়সীর অতীত শৈশব
একাকী এক মানব প্রাণ।

পরিচ্ছন্ন নীলিমার অসীম শূন্যতা
তারই মধ্যিখানে কোথাও তুমি তারার মিছিলে
কোথাও পুরাতত্ত্ব :
কোথাও বা শুধুমাত্র কয়েকটি আলোর বলয়।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

ও আমার চাঁদ

সুনীল করণ

সদ্য স্যাঁকা রুটির মতো তোমাকেও
ভালো লাগে
রূপালী আলোতে
ও আমার চাঁদ

পেলিক্যান্ পাখির উপস্থিতি
বড়ো ভালো লাগে
রেশমের নীল জলে
ও আমার চাঁদ

শীতল বাতাসে প্রজাপতি ওড়ে
রামধনু রং ছড়িয়ে
রাঙাতে আলোর ফাঁদ
ও আমার চাঁদ

রূপোর থালায় বেদনার কথা বলে
পাহাড় ছাড়িয়ে দূরে
ঝিলের আয়নায় চিক চিক জ্বলে
ও আমার চাঁদ

শিক্ষা- এম.এ
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

সুনামির আগে
সূর্য নন্দী

জলের শব্দ শোনা বিপরীত তবে
যারা আছি আগুনের কাছাকাছি
জলের কাছে গেলে ঢেউ তেড়ে আসে
আমরা নাকি আগুন ভালবাসি।

এই দ্বন্দ্বে সেই স্বপ্নে টানাটানি
যত দূর যাওয়া যায় তত কাছে আসা
যখনই লিখতে বসি অগ্নিলিপি
জেগে থাকে রাত্রিজল, ভাঙে নীরবতা।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- গৃহবধূ
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

বৃত্ত

সন্ধ্যা ধাড়া

কেন্দ্রে মেঘের শব্দ বদল ও আলোর নাচবদল,
ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তায় অসহায়তার বৃত্ত।
অনাগত আশঙ্কায় কেবল দিন গোনা,
রাতজাগা ভোগান্তি অমানসিক আঁধার।
কাকে ধরবে বৃত্ত? কাকে গ্রাস করবে?
আসলে সেই এক অদ্ভুত আঁধার নেমে
প্রশাসনে নেই প্রসব যন্ত্রণা।
এমন কালো ঝোড়ো ঝঞ্ঝায় শত্রুমিত্র একাকার।
অরক্ষিত অবাঞ্ছিত পথে আবাসন।
শঙ্কা জড়ানো জীবন্মৃত দিন-গুজরান।
নাকাল নীল পরিধিতে শিথিল শিকার
সন্ত্রাসের সাথে মুখোশ ভেদ করে
ভেসে আসে লোভ অবিশ্বাসী পিছল।
কখনও আলো দেখা কখনও আঁধারে ডোবা
কমলা পোশাক পরা শেষ শয্যা শয়ে শয়ে।
সমঝোতা সময়ের ব্যাপার,
কেননা বৃত্তটা ছোট হচ্ছে।
বিনা প্রতিবাদে সব কিছু মেনে নিয়ে
একদিন অন্তর শূন্য প্রস্তরফলক হয়ে যাবে।
হৃৎপিণ্ড আছে কি নেই সে কৈফিয়ৎ অদরকারি
কারণ বৃত্তটা ক্রমশই ছোট হচ্ছে।

পেশা- চাকুরী

আমরা দুবলা-পাতলা তাই

সুব্রত ভট্টাচার্য

আমরা দুবলা-পাতলা তাই
অল্প ঠান্ডাতেই আমাদের চাদর সোয়েটার জড়াতে হয়
আর
তোমরা আঙুল তুলে বলে ওঠো
এঃ ঐ ওদের জন্যই কলকাতা না কাঁপিয়ে শীতটা চলে গেলো
কাঠ-জ্বালানো হিমেল রাতের হুল্লোড় একদম জমলো না

আমরা দুবলা-পাতলা তাই
অল্প বৃষ্টিতেই আমাদের মাথায় ছাতা ফুটে ওঠে
আর
তোমরা আঙুল তুলে বলো
এঃ ঐ ওদের জন্যই কলকাতা না ভাসিয়ে বৃষ্টিটা চলে গেলো
রাস্তার টেম্পোরারি নদীতে একটাও কাগজের নৌকা ভাসানো হলো
না

তবু এ-সবের পরেও
এটা তোমাদের মানতেই হবে যে
আমাদের এই অল্পেতে চাদর জড়ানো
আমাদের এই অল্পেতে ছাতা মেলে ধরা
বছরে দুয়েকবার
কোনও একটা দিকে অন্তত
তোমাদের আঙুল তোলার সুযোগ করে দেয়।

শিক্ষা- বি.এ, ডি.এম.এস
পেশা- চিকিৎসা

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে

সুনির্ম্মল পান

তুমি ছিলে সংশয়ী
বিশ্বাস পুরোপুরি রাখনি ঈশ্বরে
লোভ-লালসা ও প্রেম-ভালোবাসায়
মাখামাখি ছিল তোমার মন,
তোমার কপালে ছিল না ঘি
তাই ঠকঠকালে হবে কী?
আঘাতে-আঘাতে হলে জর্জরিত
তারপর একদিন বললে—
ঈশ্বর বুজরুকি—অস্তিত্বহীন
আমাদের পাড়ার ঈশ্বরবাবুই হলেন ঈশ্বর,
নিজের শরীর ও মন ঢাকলে নাস্তিকতার চাদরে
জয়গানে মুখরিত হলে বিশুদ্ধ মানবতার—
মুষ্টিবদ্ধ হাতে নিলে আগুনের শলাকা
পায়ে বাঁধলে টাটাসুমোর চাকা,
অমাবস্যার অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে
দ্রুততার সাথে পৌঁছে গেলে মহাসাগরের তীরে।

কাব্যগ্রন্থ- ১টি

চন্ডাল

সঞ্জীব প্রামাণিক

শবের বদলে আজ শ্মশানে নিজেই এসে শুয়েছে চন্ডাল
এ সময় চুপি চুপি অমা এসে দাঁড়ান শিয়রে।
ঘরে বউ, অভুক্ত সন্তান তার, পালিত কুকুর হতবাক
অন্নকে মুঠোয় পেতে শ্মশানে নিজেই এসে শুয়েছে চন্ডাল।

গঙ্গা তার গতি থেকে ভয়ে ভয়ে কয়েক যোজন সরে যায়
মড়া-পোড়ানোর কাঠ গজিয়ে উঠতে চায় পাতা ও বাকল

সে-রাতেই ঝড় ওঠে—অলৌকিক বৃষ্টিপাত, বিদ্যুৎ-চমক
চন্ডালের ছেলে-বউ শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে দেখে
একটি আঁধার-গাছ শিহরিত হয়ে উঠছে অলীক বাতাসে।

পেশা- চাকুরী

আমার কোন সুন্দর সকাল নেই

সুভাষ রঞ্জন দাস

ছেলে বলল—বাবা, আমাকে স্কুলে নিয়ে চল।
বললাম—যাচ্ছি।
ঘুম জড়ান সুন্দর, ছোট্ট দুটি চোখ
বড় কষ্ট হয়।
এই সুন্দর সকাল...
মেয়ে বলল—বাবা, আমার অঙ্কটা এখনো কিন্তু হয় নি;
স্ত্রী বলল—মাদার ডেয়ারীর দুধ এনো;
ও-হ্যাঁ, বাজারটাও
বললাম—যাচ্ছি,
মা বলল—খোকা, ওর সাথে পান,
আর—তোর বাবার ওষুধটাও ফুরিয়ে গেছে।
বললাম—যাচ্ছি।
যাচ্ছি—যাচ্ছি—যাচ্ছি...
সুন্দর সকালটা অজস্র যাচ্ছি টুকরো করে ফেলছে।

আমার কোনই সুন্দর সকাল নেই।

শিক্ষা- এম. টেক
পেশা- ইঞ্জিনিয়ার

পথ

সুদীপ্ত চক্রবর্তী

অন্তরালে যাওয়ার আগে
পথ ঠিক করতে হবে,
হারিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হলে—
হারাবারও পথ আছে।

বাড়ির সামনের গলি পেরোলেই
রাস্তার মোড়ে আছে চৌমাথা।
ডান দিকে গেলে দেখা হবে সুখের সঙ্গে
দুঃখ অপেক্ষা করছে বাঁ-দিকে,
উর্ধে গেলেও পেতে পারো—
ঈশ্বরের আশীর্বাদ
নীচে পাতালে পাপের গ্লানি!

কোনপথে যাবে জানো না?
অপেক্ষা করো,
সময়ের হাত ধরে চলে যেও—
সব পথ ঘুরে এসো—
পাতালের পাপের গ্লানি ধুয়ে ফেলো
ঐশ্বরিক আলোয়,
সুখের সাথে দুঃখের লুকোচুরি
খেলা শেষ হলে,
ফিরে এসে দাঁড়াও—
আবার চৌমাথায়।

অন্তরালে যাওয়ার আগে
পথ ঠিক করো।

কাব্যগ্রন্থ- ১টি

মা-কে

সুবোধ ভক্ত

খেঁকি কুত্তার মতো সেই সংসারটা
সামলাতে...সামলাতে
চারপাশে কখন যে এতো
আবর্জনা জমলো
দেখা হয়নি।
দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া
বাবা আমার দু'বেলাই
মাকে অবজ্ঞা...অবহেলায়
ফেরাতে ফেরাতে নিজেই চলে গেলেন।
আজ হাড়ভাঙা খাটুনিতে
ন্যুব্জ শরীর—
মাথায় ছাতা হয়ে এখনো
ছায়া ফেলে—
জননী আমার।।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৭টি

পাঁজরে ভাঙনের শব্দ
সুধাংশুরঞ্জন সাহা

এখন আর নির্ভরতার জায়গা নেই কোথাও
নেমে যাওয়া জলস্তরের মত
প্রতিদিনই হারিয়ে যাচ্ছে আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য...

দুনিয়া জুড়ে এখন সাফল্যের সংজ্ঞা বদলে গ্যাছে
মূল্যবোধের মানে পাল্টে গ্যাছে
যেন আমোদই প্রথম ও শেষ কথা।
চতুর্দিকের দূষিত বায়ু আর দূষিত জলে ভাসছি আমরা
তবু রিমোটের অনায়াস মুঠোয় ধরছি দুনিয়ার সংকীর্ণতা
আর ঘরে ঘরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ফেংশুইয়ের ম্যাজিক
জ্যোতিষীদের রমরমা এবং মৌলবাদের ভয়ঙ্কর বীজ
এখন জরুরী শুধু পুজোআচ্চা, ব্রতপালন, রত্নধারণ, ডিস্কোনৃত্য
ক্রিকেটফূর্তি আর অবজ্ঞা

দু'দন্ড চোখ বুজলে কেন যে পাঁজরে ভাঙনের শব্দ
বিস্তারিত হয়!
কিছুতেই প্রকটিত সেই শব্দ মুছতে পারি না। শত চেষ্টাতেও না।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

স্মরণিকা

সুখেন্দু বিকাশ পাল

লক্ষ চোখের তারা খুঁজে মরে তন্ন তন্ন করে
আম-বট-হিজলের বন, অশথের ছায়াতল,
নদী-পাড়, ধানক্ষেত, আম কাঁঠালের ছায়া, দূরে
আরো দূরে যতদূর চোখ যায় গভীর অতল;
তোমার স্পর্শ করে অনুভব, তবু একবার
চোখের দেখার জন্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজে মরে
পিপাসু নয়ান, ঘন কুয়াশার মাঝে সে তোমার
ছায়ারূপ করে আবিষ্কার; আবার ক্ষণিক পরে
সন্ধানী চোখ অতৃপ্তি বুকে নতুন উদ্যমে
ঘুরে ফেরে জামের নিবিড় ঘন ডালে, চালতার
জিউলির বাবলার আঁধার গলির মাঝে; নামে
যখন অন্ধকার আকন্দ বনের ভিড়ে; তবু তার
মেটে নাকো আশ, হঠাৎ তাকায় ম্লান করপুটে
রাতের আকাশে আটটি তারকা উঠেছে ফুটে।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর, বিটি
পেশা- শিক্ষকতা

ব্যর্থ ভ্রমণ

সুদর্শন বিশ্বাস

দিন যায়
সতত আগে দিন
কথা হয়
অকাজ চলে বিরামহীন।

তুমি এসেছ
অনুদিন এই আসা-যাওয়া
সময় বয়ে যায়
হিসাব চাওয়া-পাওয়া।

অভুক্ত মন
ব্যথার পাষাণ থাকে চেপে
ব্যর্থ ভ্রমণ
লীন হয় মৃত্যুর সাথে সাথে।

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- গৃহবধূ
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

পৌষ যখন ডাক দিয়েছে

সুজাতা সেনগুপ্ত

পৌষালী মেয়ে কত মাটি তুমি পেয়েছো?
একটা দেয়াল ঝুলিয়ে রাখার আরশি—
চুপি চুপি গান কটাই বা তুমি গেয়েছো?
তবু কানে কানে ফিস ফাস করে পড়শি।

বৈশাখী ঝড় দুহাতে যখন কুড়োলে—
পাশে এসে তোমায় তো কেউ ধরেনি,
একা তাপ নিয়ে একাই তুমি জুড়োলে
মন দিয়ে কেউ মন রাখা কাজ করেনি।

আসলে আস্ত তুমি যে একটা নদী।
নিয়ম করে বৃষ্টি সেখানে ঝরে
কোলের কাছে ঋতু সব এলো যদি
অকারণ কত সময় বইল শরীরে।

চোখে চোখ রেখে বন্ধু খুঁজেই গেলে
শুনেছো শুধু পিপাসার খরা ডাক,
হাবুডুবু খেলে অকারণ ঘোলা জলে
মুছে গেলো তাই জীবনের যত বাঁক।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- চাকুরী

প্রত্যয়

স্বপন পাল

এই আটচল্লিশেও আঠারোর রঙে রাঙাতে পারি
বসন্ত প্রিয়া ফাল্গুনী তোকে;
অসম্ভব প্রত্যয়ে ছুঁয়ে যেতে পারি আজও
বৌ রং চিবুক তোর!

যেমন করে—
পাথুরে জমির আলে বুড়ো গাছ ছড়িয়ে শিকড়
আজও লাল পলাশের গান গায়; ষোড়শী মহুয়ার
খোঁপায় জড়ায় কচি কিংশুক মালা!

তেমন করেই—
অনুর্বর অনুভবের গভীরে ছড়াই মূলরোম...
'না বলা কথার' ডালপালা মেলে রোদের পিঠে রাখি হাত;
কিশোরী বৃষ্টি নাচাই বুকে...অগ্নিসখার সাথেও
রাতপোহানোর গল্পে বাজিমাৎ!

কারও সাথে নেই আড়ি;
সাতচল্লিশটি মধুমাস পেরিয়ে এখনও আমি—
দামাল কিশোর কিংবা নবীন পলাশ হতে পারি!

পেশা- শিক্ষকতা
গ্রন্থ- ৫টি

পায়ের নীচে

সুশীল মণ্ডল

পায়ের নীচে
বারুদের কথা মাথায় রেখে
আকাশের কাছে
একমুঠো আকাশ ভিক্ষে চাই।
মাথার ওপরের আগুন সূর্যের কথা মনে রেখে
গাছের কাছে একটি গাছ
ভিক্ষে চাই।
আমাকে কেউ মধুযামিনীর
ঝরণায় নিয়ে যায়নি
এক অন্ধকার
মন খারাপের কথা মাথায় রেখে
আমি কবির কাছে
একটি না লেখা কবিতা
ভিক্ষে চাই।
আমার সবকিছু চাওয়া চাইতে
আমি নিরিবিলির কাছে
জোড়হাতে দণ্ডায়মান।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ২টি

অনুরাগে পদ্মা

সুজাতা দে

আমাকে দুর্বল করে দিও না
তোমার সূর্যমন্ত্রধ্বনি আমাকে কাছে ডাকে
তোমার নীরব প্রেমের আকুতি আমাকে ঢাকে
আমাকে দুর্বল করে দিও না—
আমাকে দুর্বল করে দিও না কর্ণ।

আমি পদ্মা—আমি চাই রাধেয়-র প্রণয়
নীরব প্রেমের অনল জ্বেলে আমাকে আহুতি দিও না
তুমি আজ অঙ্গরাগে সেজে
চলেছ পাঞ্চালীর স্বয়ম্ভর সভায়
চলেছ পাঞ্চাল-নন্দিনীকে জয় করতে
প্রেমের কাছে আমি যে সাধারণ নারী হয়ে যাই
আমাকে বলছ অনন্যা অসাধারণ হতে
বলছ; বীর্য শৌর্য বীরত্ব প্রমাণের এই সুযোগ
নারীকে জয় করে নেবার এ এক মাহেন্দ্রক্ষণ
তবু বলি সূতনন্দন—মন বলে এ এক অশুভ ক্ষণ
তুমি বিরত থাক—নারীকে জয় করার লিপ্সা কর পরিত্যাগ।
আমাকে দুর্বল করে দিও না
আমাকে দুর্বল করে দিও না কর্ণ।

শিক্ষা- এল.এল.বি, ম্যানেজমেন্ট
পেশা- আইনজীবী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

ভোরের কথা
সুব্রত মুখোপাধ্যায়

তোমার সঙ্গে দেখা হলেই
পুরনো দিন নতুন ভাষা
তোমার সঙ্গে দেখা হলেই
লাল কালিতে লিখন আশা
তোমার সঙ্গে দেখা হলেই
মিছিলে ভিড় মানুষ চেনা
তোমার সঙ্গে দেখা হলেই
ফেরার জীবন ঘর ফেরা না।।

তোমার সঙ্গে দেখা হলেই
গোপন ডেরায় দানব হানা
তোমার সঙ্গে দেখা হলেই
জেলের ভেতর প্রহর গোনা
তোমার সঙ্গে দেখা হলেই
শীতের রাতে নকশী কাঁথা
তোমার সঙ্গে দেখা হলেই
রাত পোহালে ভোরের কথা।

তোমার সঙ্গে দেখা হতেই—
তোমার সঙ্গে দেখা হতেই
খুলছি ইতিহাসের পাতা

শিক্ষা- বি.কম
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

সীতা হতে চেয়ো না

সুব্রত হালদার

কখনও নির্দেশিত গন্ডি
অতিক্রম করতে যেও না
সীতা হয়ে যাবে।

সীতার রাম ছিল লক্ষণও।

প্রতিপক্ষ রাবণ ছিল বলেই
সীতা উদ্ধার...

অবাধ্য শিশুকে আগুনে হাত দিতে দাও বলে
তুমিও হাত বাড়িয়ে দিও না—
পরীক্ষিত হতে।

কখনও নির্দেশিত গন্ডি
অতিক্রম করতে যেও না
তুমি সীতা নও
শিশু ভোলানাথও নও।

তোমার রামও নেই লক্ষণও নেই
প্রতিপক্ষে রাবণও নেই।

কখনও নির্দেশিত গন্ডি
অতিক্রম করতে যেও না
তোমাকে উদ্ধার করতে কেউ
জটায়ু হতে চাইবে না।

তুমি সীতা হতে চেয়ো না।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী

আমার দিনরাত্রি

সুবীররুদ্র কয়াল

আমার চেতনাকে ছুঁয়ে যায় যে সমস্ত প্রাজ্ঞ অন্ধকার
শ্রান্ত দিন, প্রচ্ছন্ন উপত্যকা জুড়ে হাসির পাহাড়, আর
পাঁজরের পিঞ্জরে শহুরে পাঁচালির ইতিকথা—
আমার কান্নাভেজা চোখের পাতায় নক্শী কাঁথা,
ভাটিয়ালী সুর, ভারাক্রান্ত আনত মুখ জুড়ে নদী।

মৃত হৃদয়ের বধিরতা ঘিরে নৃত্যরত উন্মত্ত বাহিনী
যুযুধান রণক্লান্ত সৈনিকের দল--চক্রব্যূহে
সিঁড়ি ভেঙে উঠে যায় অলস বিকেল, পাতা-ঝরা দিন।

স্বপ্নের নগর ছিল এক, নগরের মধ্যে ছিল রাত্রি দিন
বিশল্যকরণী বিশাল উপত্যকা জুড়ে, আর এক
রাতকানা বিড়ালের সঙ্গীহীন চেতনার আকুতি,
আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় বারবার, নিজস্ব
পতনোন্মুখ আরশির সামনে, সমগ্র উপত্যকা জুড়ে
ছড়িয়ে পড়ে টুকরো টুকরো দিনরাত্রি-রাত্রিদিন।

শিক্ষা- এম.এ
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

অতিথি বরণ
সুনীল মাজি

আলোটা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসে প্রতিদিন।
শিশির ভেজা কাদা মাখা শরীরের ক্ষতটাকে নিরাময় করে
উষ্ণতা দিয়ে।
একটু উত্তাপ পেলেই দগদগে ঘা-টা পালায় অন্ধকারের মতো—
ক্ষত মুখে যে স্বস্তি চিহ্ন ফোটে, পুষ্ট ফল থেকে
শুষ্ক ফুল খসে গেলে যেমন।

আমি প্রতিদিন পুবমুখে বসে এক আলোর মুখ দেখি।
পুব মানে আমার প্রথম পুরুষ—অতীত সভ্যতা
নীল রং সমুদ্রে স্নান করে সে আমাকে ঘুম থেকে তোলে।
আমার কপালে, আঁখি পল্লবের নিচে চুমু খায়।
বসেই ছিলাম যার অপেক্ষায়—সে-ই কি জাগায়?
চোখ মেলে তাকাতেই ঘুমের মতো অন্ধকার পালায়।

এসো আলোর অতিথি, তোমাকে বরণ করি।
আমার সত্তাকে গ্রহণের আগে ভালোভাবে দেখাশোনা হোক।
হাজার একটা কথা না হলে কেমন করে ফুটবে ফুল, বলো!

আলোটা একটু একটু করে এগিয়ে আসে প্রতিদিন।
সে হাঁটু মুড়ে বসে, দাঁড়ায়, কোমর বুক ছুঁয়ে মাথায়, মাথায়—
বুক আর কপালের মাঝে আলোটা ওঠানামা করে।

গ্রন্থ- ৬টি

আঘাত

স্বপনকুমার রায়

এক

পাথর ভেঙে আছড়ে পড়ে বুকে,
কলিজাটাকে করছে আঘাত
কোর-বাটালি ঠুকে।

রক্তের দাগ পাই না দেখা—অন্ধ,
বুকের ওপর দুহাত রাখি
সকল দরজা বন্ধ!

দুই

চারিদিকে খণ্ড খণ্ড শুয়ে আছে লাশ—
বারুদ ও রক্তে তেতো গন্ধ বাতাস
সব পথ মুছে গেছে কূটবুদ্ধি সব
পলকে আনত মাথা যত গৌরব!

কোথা থেকে বাজপাখি শকুনের দল
ছিঁড়ে খুঁড়ে নিয়ে গেছে যত শক্তি, বল;
বেহেস্তে যাওয়ার পথে সারি সারি লাশ—
শক্ত চিবুকে বলে সাবাস-সাবাস!

শিক্ষা- স্নাতক

জীবন

সুদীপ মুখোপাধ্যায়

কাঠুরিয়া সাঁওতাল বসে থাকে স্বপ্নে
বৌ নেই তিনদিন অগোছালো ঘরদোর
কাজ নেই জঙ্গলে সুনসান দুপুরে
সন্ধে নামছে তার ঘরটির জানলায়

কাঠুরিয়া সাঁওতাল কাঠ কাটা ভুলে যায়
মাছরাঙা বকেদের খেলা দ্যাখে সোহাগে
একফালি আলো আর অস্ত্রের ফলাতে
চমকায় কাঠুরিয়া ঘরকুনো আঙিনায়

কাঠুরিয়া সাঁওতাল যাবে ভাবে দূর দেশ
কাজ-ছাড়া ভিটে-ছাড়া অনাবাসী সেই দেশ
বন তাকে ভাত দেয় মদ দেয় মুখেতে
তবু তার স্বপ্নের নেই শেষ উদ্দেশ

বৌ আসে একদিন ছেলে কোলে সঙ্গে
সরু সরু হাত-মাথা চোখ দুটো জুলজুল
কাঠুরিয়া দ্যাখে, হাসে ফের সেই স্বপ্ন
জামা জুতো পরে যাবে জঙ্গলে রঙ্গে

যুগান্তর

স্বস্তিকা দেবনাথ

চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেলি—হৃৎপিণ্ডে তুই
আর্তনাদে ভোরে
উত্তাল সমুদ্রের উপরে—ঘূর্ণিতে।
দেখছি—নির্জন দ্বীপে—একটা ইতিহাস।
ঝড় উঠলো কখন!
মিনারের চূড়া যেন কত কাছে,
ধ্বংসের সব মুখ খোলা—
নৈঃশব্দে প্রকৃতি জড়সড়,
জীবনের ভাষা অথৈ জলে,
বুকের পাঁজরে, হাড়ে লেপেছে—লবণ
নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে এক পা বিষাদ নিশীথ
শুধু চেনা থাক্—আকাশ নীল!

বেঁচে থাকার সুখ

সমরেশ কুমার সানা

এই তো আছিস ভালোই আছিস
গনগনে রোদ্দুরে,
মাথার 'পরে খোলা আকাশ
উদাস বাউল গানের বাতাস
প্রাণ-মাতানো সুরে।

বদ্ধ খাঁচায় ঢোকার যদি
এতই ইচ্ছে সাধ
পশুশালায়—আলিপুরে
দেখ্না সেথায় দু'চোখ ভরে
তাদের ব্যথা বেদনভরা কাতর আর্তনাদ।

এখনও তোর আছে সময়
ফেরা রথের মুখ—
ভালবাসা উজাড় করে
বিলিয়ে যা তুই দু'হাত ভরে
তাতেই পাবি সকল খুশি, বেঁচে থাকার সুখ।

পেশা- সাংবাদিকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

আকুতি

সত্যসাধন চেল

কতদিন পরে আকাশ দেখলাম
যেন একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে
ঘন অন্ধকারে ফুটে উঠেছে তাই অসংখ্য নক্ষত্র
তার মাঝে তুমি উঁকি দিচ্ছো
স্পষ্টত তুমিই
অদ্ভুত এক নক্ষত্র হয়ে মাথার উপর
আমি আজ সারারাত শিউলি ঝরাবো
শিশির মাখিয়ে রাখবো পেয়ারার কচিপাতায়
ঘুম চোখে চেয়ে থাকবো দোতলার ছাদে
একবার শুধু একবার মৃত্যুর এতবছর পরে
তুমি নেমে এসো পরম পিতা
আমার মুখোমুখি।

কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

কম্পাস

সঞ্চয়িতা কুণ্ডু

পাঠোদ্ধারে অক্ষম ঐ আকাশ
তাই নক্ষত্রজ্ঞান উপেক্ষা করি।
কিন্তু ফের
রাত্রি আমাকে ডাকে নেশাগ্রস্ত
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ভেসে যাই,
আমাকে গ্রাস করে মহাকাশ
ভেসে কেন যাবো?
বাহান্ন মাইল অতিক্রান্ত যুবকের মুখে
প্রতিদিন ওঠে ফেনা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে তা অমীমাংসিত,
কেন যাবো ঐ অক্ষম পাঠোদ্ধারে?

যখন খুব সহজ লিপিমালা
রক্ত-মাংসে ধাক্কা দেয়
তখন পৌর নির্বাচনের পোস্টার পড়ি
আর শতাব্দীব্যাপী হাসতে পারি
পরিমাপহীন, অমীমাংসিত।

শিক্ষা- মাধ্যমিক
পেশা- ব্যবসা
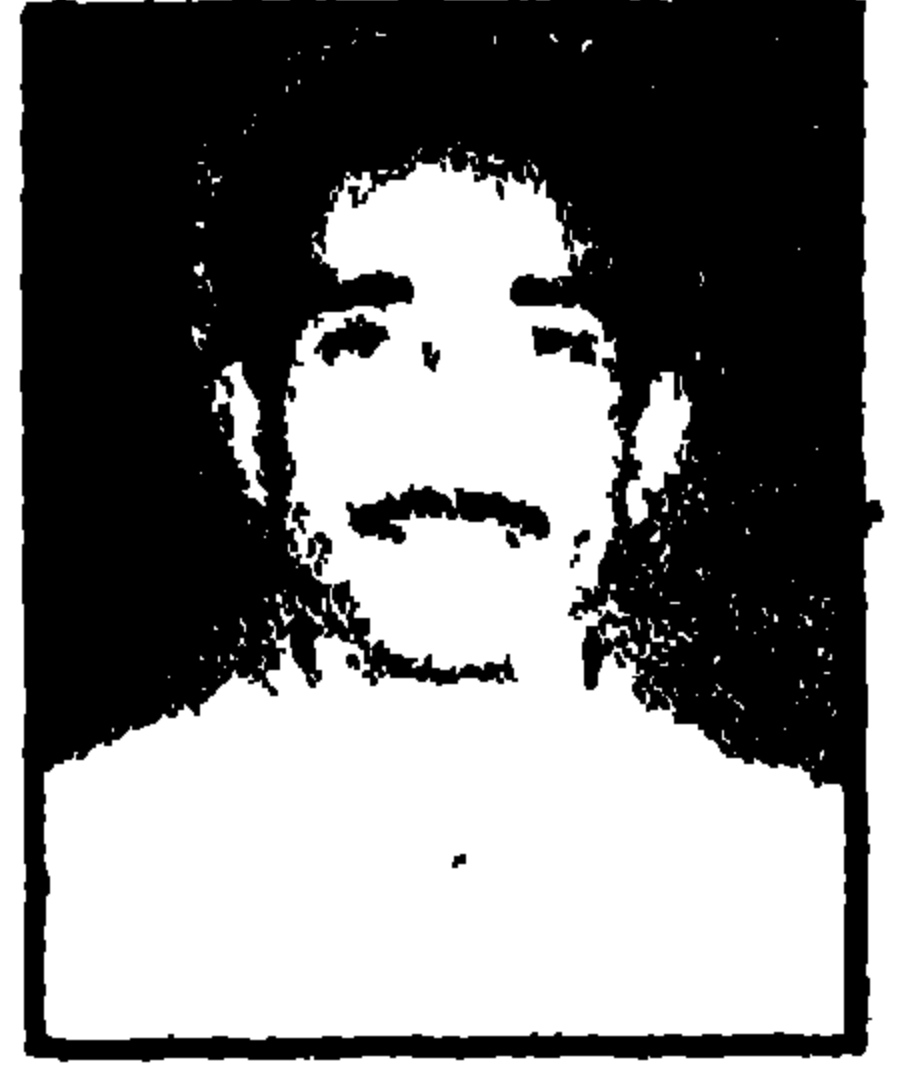
উপায় নেই

সীতেন গোস্বামী

দেহের শিরায় শিরায়; এখনো শুনতে পাই
হারিয়ে যাওয়া বেলুন বাঁশিটার—
ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ।
জানতাম না তখন এতো ভালোবাসি বাঁশিটাকে
এতো ভালোবাসা ছিল বুকে।
না পাওয়ার অভিমানে প্রবল আক্রোশে
ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে টুকরো টুকরো করেছি
খ্যাপা মোষের মতো—
ধুলোয় মিশিয়েছি বাঁশির অস্তিত্ব।

সমুদ্র শান্ত হয়ে গেছে আজ
থেমে গেছে বৈশাখী ঝড়।
ফিরতে চাইলেও সহস্র কণ্ঠের নিষেধ
হাঁ...হাঁ
চাপা দীর্ঘশ্বাস—উপায় নেই।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি
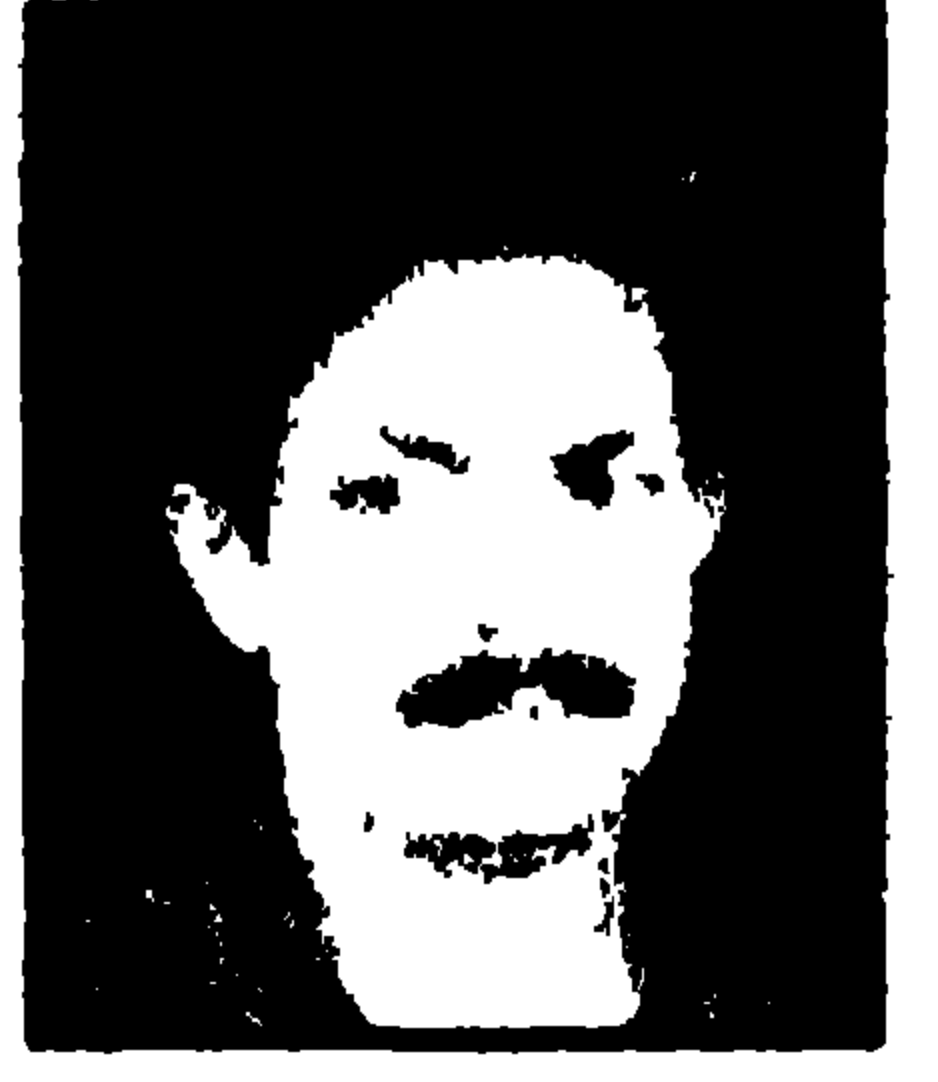
গরাদ ভাঙে

সুকুমার রুজ

গরাদের এ পাশে আমি
ওপাশে সমস্ত আকাশ
আকাশ জুড়ে মেঘ
চাঁদ-তারা স্বপ্নিল কারুকাজ

আমিও তারাদের দলে
ভিড়ে যেতে চাই
গরাদ ভাঙতে পারি না
স্বপ্ন ভাঙে, গড়ি, আবার ভাঙে।

চাঁদ থেকে নেমে আসে
রূপোলি জোছনা, আসে না চাঁদ
তারারা দূরবর্তী হলে
গরাদ ভাঙে, ভাঙতে থাকে।

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

বিস্মৃতির ইডেনে
স্বপ্না নাগ

সার সার স্মৃতির মাঝে একটা মৃতদেহ
ঘুরপাক খাচ্ছে স্বর্ণময় অতীত
হারানো ভবিষ্যতে পড়ে আছে ক্যাকটাস
ছুরির ফলার মতো শনশন হাওয়ায়
ছাইমাখা রোদ্দুরে মাথা ঠুকছে শকুন
বিস্মৃতির ইডেনে পড়ে আছে একটা মৃতদেহ স্থবির।

শতছিন্ন কালো ফেস্টুনের জটিল আবর্তে
দুরন্ত দুর্বিপাকের অসমাপ্ত মহড়ায়,
মুক বধিরের যন্ত্রণার মৌন মিছিলের গানে
কুরে কুরে খাচ্ছে এক রক্তচোষা জোঁক।
খেঁকি কুকুরের রাত জাগা কান্নায় ঘুম ভেঙে দেখি
বিস্মৃতির ইডেনে পড়ে আছে একটা মৃতদেহ স্থবির।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর

পেশা- চাকুরী

কাব্যগ্রন্থ- ২টি

দিনলিপি ঃ পাখা

সাগর মুখোপাধ্যায়

এখন, যখন অতি-বেগুনি হাওয়া আর হাওয়াবাহিত ধুলো
এবং বালিকণাগুলি ফালা ফালা করে দিচ্ছে এ শরীর ঃ
জিভ চিরে যাচ্ছে, নাকের ভেতর আগুন, ফুটো হয়ে গেছে
চোখ আর গলে গলে পড়ছে।

এখন, যখন মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি না সারা জীবন কি
হাঁটলাম মাটির ওপর পা ফেলে, না মাটি থেকে দু ইঞ্চি
উঁচুতে, না উড়লাম পাখির মতো? যদি ডানা মেলেই উড়ে
থাকি সারাজীবন ঃ আচ্ছা, যদি হাঁটতাম মাটির ওপর পা
ফেলে, বা মাটির দু ইঞ্চি উঁচুতে, কী লাভ বা ক্ষতি হত?
কার, বা আমারই, কী আসত যেত?

...আর এখন, যখন একটা দিন শেষ হয়ে আসছে আর
রাস্তায় লোকজন কম, পানের দোকানে নীচু হয়ে সিগারেট
ধরিয়ে মাথা তুলছি, আর তুলেই মনে হচ্ছে, সিনেমাসুন্দরীর
পোস্টকার্ড সাইজের ফোটো তো ছিল সামনের বড় আয়নার
নীচের বাঁ-কোণে, এখন সেটা ডান কোণে এল কী করে?
নাকি ভুল দেখেছি মুখ নামাবার আগে ঃ ডান কোণেই ছিল
সেটা?

এখন, যেন ইংরিজী বই ঃ গা ছমছম, যেন যে কোনো
মুহূর্তে মুখের সামনে মুখ বাড়াবে সে, যার নাম ভয়

এখন মনে হচ্ছে ঃ হাসপাতালের পাখার মতো অবিরাম
ঘূর্ণমান এই মারণ-যন্ত্রের ভয়ানক বুকচাপা আর্তনাদের
মধ্যেও খুঁজে পাচ্ছি এক ছন্দ ঃ নিখুঁত, সাঙ্গীতিক।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি
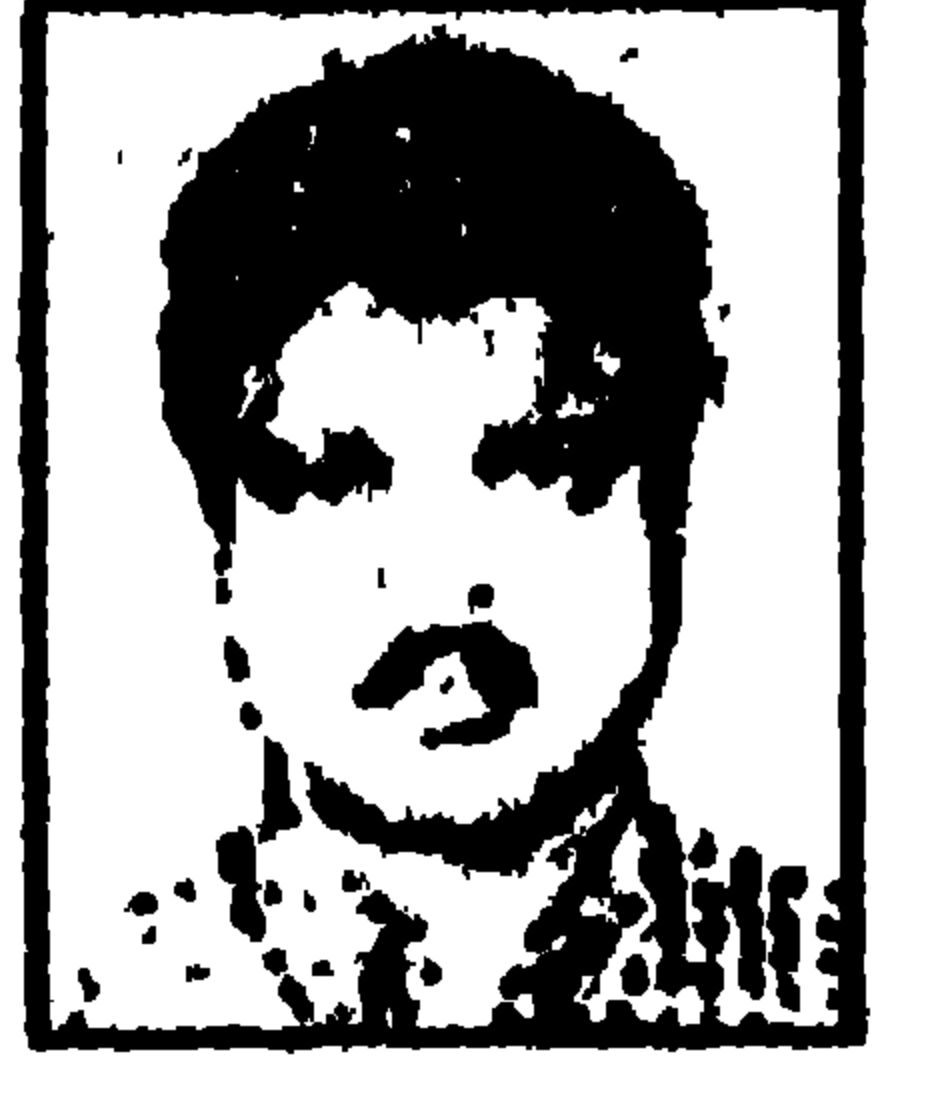
আম্রপালি

সুদীপ কুমার চক্রবর্তী

দীর্ঘ প্রণয়সূত্র ধরে যে আম্রপালির কাছে এলাম
তার আধুনিক নৃত্য যোগকলায় মোহভঙ্গ হলো—আমার
নিভৃতে আলোর মধ্যে ছিলো বুঝি অশনি-সংকেত
তার বিচিত্র ভালোবাসায় ছিলো—
আঁকিবুকি সব ঘৃণার সমাবেশ;
তার আঁখিতট ছিলো কুহেলিকুন্তলী
যেখানে টুপটাপ বৃষ্টি হয়ে ঝরতো আঁখিজল।
হিম রাত্রিকণা বুকে নিয়ে তখন—
সহস্র স্বপ্নের ভাষায় দিন গুজরান;
অপসৃয়মান রোদ্দুরে এখন মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি
কাটা ঘুড়ির সীমানা পেরিয়ে আজ দিগন্তে ওড়াউড়ি;
ঘর ছেড়েছি অনেক আগেই আমি অনিকেত—
আতঙ্ক নেই আমার আর ঘরে ফেরার
নতুন কোনো স্বপ্নও নেই দুচোখে ঘর-বাঁধার।
ভয় একটাই—ভুল করে না লিখে ফেলে সে—
শ্রীচরণকমলেষু—পূর্বতন প্রেয়সী ছিলাম আমি আপনার
একান্তই অনুগত আপনার!

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- সাংবাদিকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

টোকা

সিদ্ধার্থ সিংহ

দরজা না-হয় না-ই খুললে জানলাটা তো খুলবে
পৃথিবী তোমাকে এত ভালবেসে নিয়ে এসেছে
তুমি তাকে একটুও আদর করবে না!
যে ভালবাসতে জানে না
সে কখনও কচুরিপানায় রঙের বাহার দেখতে পারে না
যে ভালবাসতে জানে না
তার কোলে কখনও কোনও শিশু খিলখিল করে হাসে না
আকাশের বুকে মেঘের লুকোচুরি তার নজরে পড়ে না
পাখিদের সঙ্গে সে কথা বলতে পারে না
ঝর্ণার তান তার শরীরে কোনও দোলা জাগায় না
কচি-কচি ঘাস তাকে ইশারায় ডাকে না
যে ভালবাসতে জানে না
তার সঙ্গে তার ছায়াও হাঁটে না।

পৃথিবী এত ভালবেসে তোমাকে নিয়ে এসেছে
দরজা না-হয় না-ই খুললে জানলাটা তো খুলবে।
সব সময় কি আর ডাকাত টোকা মারে
মাঝে মাঝে মুশাফিরও মারে
কোন বালক তোমার বইয়ের ব্যাগে কখন একটা চিরকুট রেখে গেছে
তুমি না দেখেই ফেলে দিচ্ছ!

পিপাসা

সুশান্ত ভট্টাচার্য

শূন্য কলস উপুড় হয়ে এলে
পিপাসার গান বেজে ওঠে
বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ে
চাঁদ
নক্ষত্র
নারী

এক একটা বয়স জানে জীবন থেকে নুন ঝরে গেলে
মনের কাছে হেলে আসে গাছ
পাতায় নিঃসঙ্গতার বাজনা
শেকড়ে লুণ্ঠিত পরাণ।

টেবিলে ছাইপাশ বাতিল কবিতা, শূন্য গেলাস
বালিশই জানে হাত থেকে হাতের ব্যবধান
নখের ক্ষিপ্রতা থেকে পাশ ফেরে নদী

পিপাসা উপুড় হ'য়ে এলে তাতে কিছু নুন লেগে থাকে
শুধু শরীরী আস্ফালন ছুঁয়ে থাকে পাথরের দীর্ঘ নীরবতা

শিক্ষা- স্নাতক

শেষ শয্যাতেও সেজো

সুনন্দ অধিকারী

যে আলোটা এই মুহূর্তে এসে পৌঁছল
পৃথিবীতে
সে উৎস থেকে অতীত
বর্তমান গায়ে মেখে
চলে যায় ভবিষ্যতের দিকে—

মানুষের প্রকৃত জন্ম কবে?
গর্ভে তার প্রথম ঝুলন...!
না সে প্রথম আলো
ধরায় ধূলিতে মাখামাখি যবে...

ওই আট মিনিট সময়টাকেই
কব্জা করা গেল না আজও।
কৃষ্ণ স্বয়ং অষ্টম গর্ভ।
পাতার পর পাতা ধ্বংস...
তবুও মানুষ—
তুমি শেষ শয্যাতেও সেজো।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

এই নীরব সন্ধ্যায়

সুকান্ত মণ্ডল

এই সন্ধ্যায় আমার হৃদয়ে যে গান বাজে
তার সুর কি শুনতে পাও তুমি?
পৃথিবীর বুকে কান পেতে শোন
নির্জন আঁধার ঘেরা বারান্দায়
আনমনা হয়ে চেয়ে দেখ
মেঘে ঢাকা আকাশের গায়
কিংবা ঝিরঝির জল ঝরার শব্দে
—চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে সে ধ্বনি।
ভাষা—সে তো কথা নয়
ভাষা—সে তো গান নয়
হৃদয়ের অব্যক্ত ধ্বনি
চোখের ইশারা, চোখ বুঁজে থাকা
হাতে হাত রাখা
দূরে চলে যাওয়া
কিছু বলে যাওয়া
কিছু ভুল করে বলা
কিছু অভিমান, চোখ ছলছল্
ভাষা—সবই ভাষা
তুমি বুঝেছ নিশ্চয়।
আমার হৃদয়ে হাত রেখে
উপলব্ধি করি এই সত্য
এই নীরব সন্ধ্যায়।

নিরাপদ আশ্রয়

সুবীর দাস

ছোটবেলায় আমার
শ্মশান সম্বন্ধে
খুব কৌতূহল ছিল।

আমি শ্মশানের পাশ দিয়ে
বাবার সঙ্গে যতবার গেছি
ততবার বায়না ধরেছি
শ্মশান দেখব বলে।
বাবা কোনদিন নিয়ে যান্‌নি—
পাছে আমি ভয় পাই।

যে কাজটি আমার বাবা
পারেননি, আমার মা
খুব সহজেই করেছিলেন।
আমি মায়ের সঙ্গে
শ্মশানে গিয়েছিলাম
মায়ের মুখাগ্নি করতে।

শ্মশান দেখে আমি
ভয় পাইনি। বরং এখন আমার
মনে হয় শ্মশানটা আমার মাতৃক্রোড়
আমার জীবনের সবচেয়ে
নিরাপদ আশ্রয়।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি
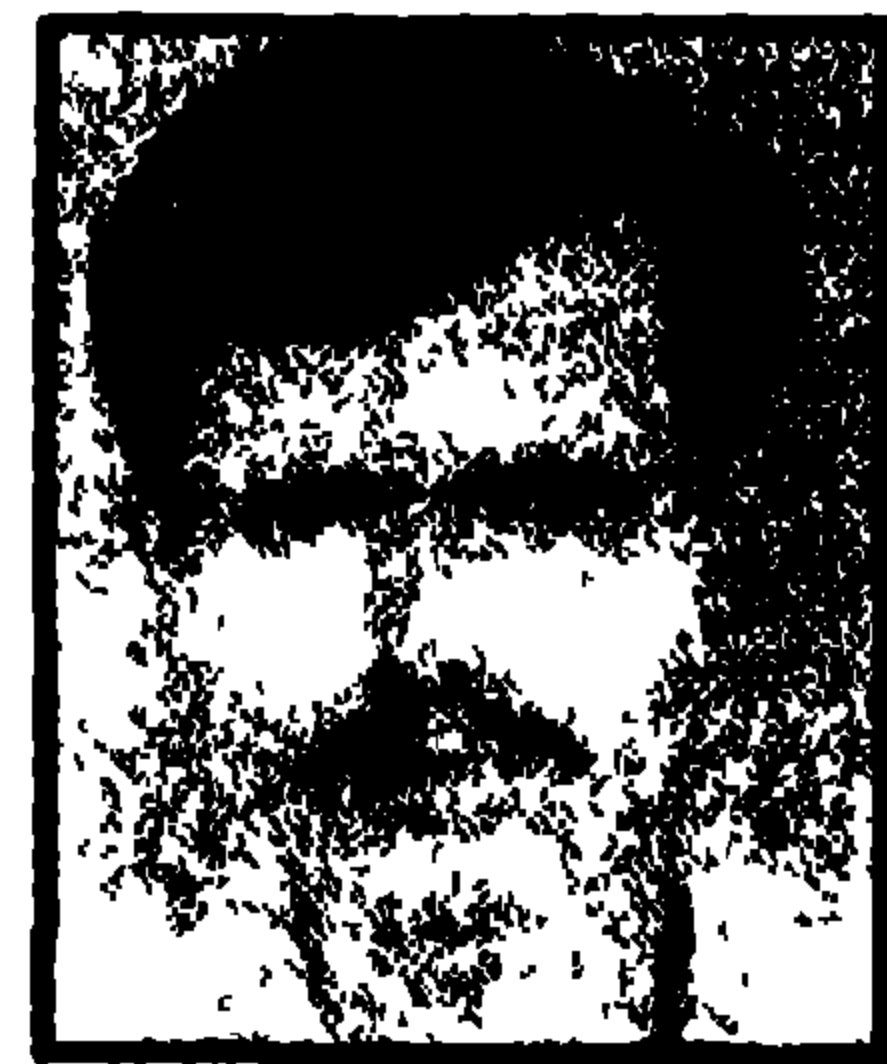
স্মৃতি

সুশান্ত কুমার কীর্তনিয়া

স্মৃতি, তুমি কখনও গোলাপ
কখনও সংলাপ,
স্মৃতি তুমি কখনও যন্ত্রণা ব্যথা,
কখনও মিথ্যা।
তুমি কখনও তুমি,
কখনও প্রেয়সী মানসী
আবার কখনও বসন্ত।
কখনও কালবৈশাখী
আবার কখন রুদ্রমূর্তি
কখনও বা তোমার সুদীপ্তি।

শিক্ষা- পিএইচ. ডি
পেশা- অধ্যাপনা
গ্রন্থ- ৫টি

একটি দাম্পত্য প্রেমের ছবি

সুরঞ্জন মিদ্দে

এক বছরে ৩৬৫ দিন-রাত
এক সঙ্গে থাকা,
খুব কঠিন কাজ—
খুব সহজ কাজ হয়
ভালোবাসার স্পর্শে
কখন যে পেরিয়ে যায়—
বছরের পর বছর।
ভালোবাসার বয়স
হিসাব করা যায় না;
শেষ হয় না।
শুধু নতুন ভালোবাসার জন্ম হয়।।

শুধু বসন্ত নয়—
সোনালী গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত শেষ করে
মানুষের পাশে একজন মানুষ থাকে।
শুধু একজন মানুষ থাকে—
মনের মত মানুষ।
দুঃখ-সংকটেও সেই মানুষ
সবচেয়ে কাছে থাকে।
এই যুগলবন্দী মানুষের
বসন্ত শেষ হয় না।
বয়স যত বাড়ে, নির্ভরতা তত বাড়ে।
ভালোবাসার গভীরতায় আলো হয়।
একজন-অন্যজনকে জড়িয়ে, ছাড়িয়ে
ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে—
হয়ে যায় প্রেমের গৃহীসন্ন্যাস।।
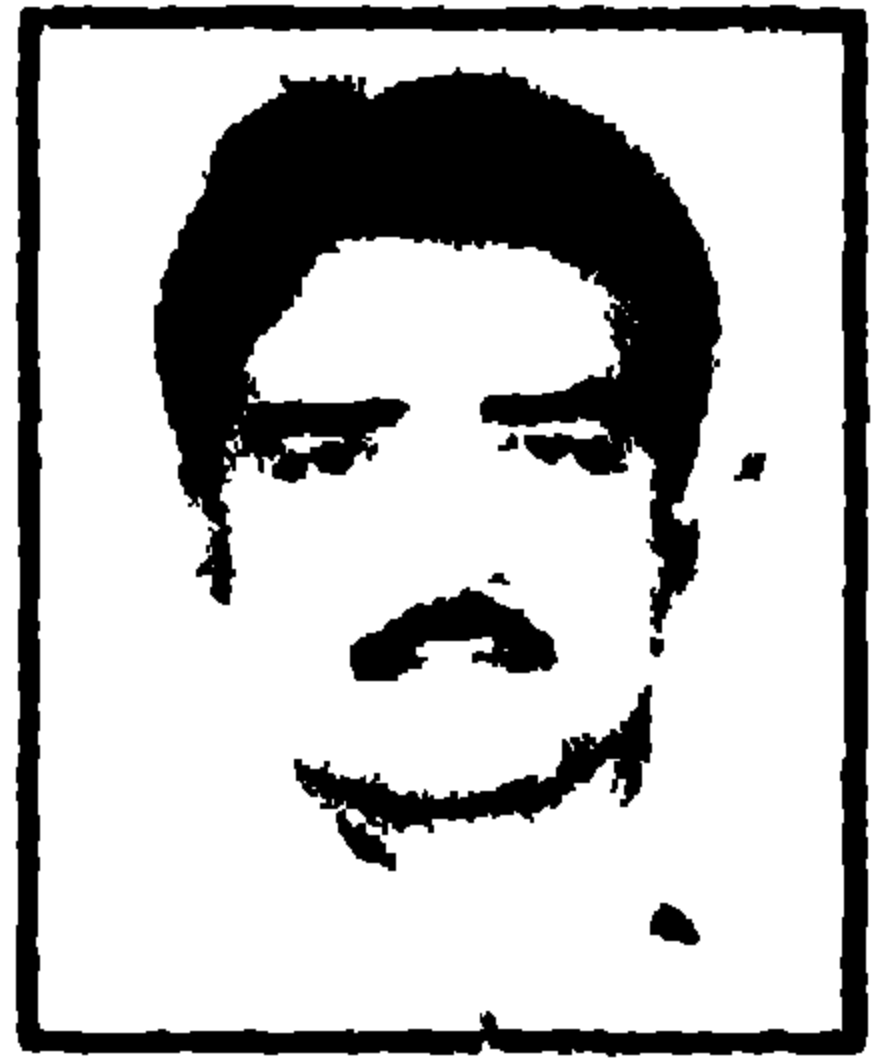
পেশা- শিক্ষকতা

বিশ্বাসের অপমৃত্যু

স্মরজিৎ বিশ্বাস

কালো রঙের কদাকার বেড়ালটি
রোজ আমার শিয়রে আসে রাতে।
গভীর পিঙ্গল শাণিত চোখে—আমাকে দেখে
হিসাব রাখে নিঃশ্বাসের।

আমার পোষা নেঙটি ইঁদুরগুলো
মরণ ভয়ে ইতি উতি ছোটে—আর ছোটে—
জীবন মৃত্যুর রেখা ধরে দোল খায়
অপমৃত্যু ঘটে বিশ্বাসের।

শিক্ষা- উচ্চমাধ্যমিক
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

প্রেম

স্বপন কুমার বিশ্বাস

ও প্রজাপতি, তুমি কেমন উড়ে উড়ে
দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে
ফুলের মধু খাও!
কেমন তুমি হেলে দুলে
ফুলের সাথে পাপড়ি মেলে
প্রেমে ডুব দাও !!
শুধু ফুলের সাথে
প্রেম কেন?
কেন নয়—
আগুন ও পাথরের সাথে
যদিও আগুন ফুল হয়
পাথরও গলে যায়!!

শিক্ষা- মাধ্যমিক

অনুভূতিহীন

সুশান্ত মণ্ডল

এখন আর কিছুই মনে হয় না
ধুলোর মত ঝেড়ে ফেলে দিতে পারি,
তোমার কাছ থেকে আসা আঘাত

মনে পড়ে, প্রথম আঘাত
যতটা ব্যথা দিয়েছিলে,
উপর্যুপরি দংশনে
সেই অনুভূতিও মরে ভূত।

তুমি আগুনে ফেলেও দেখতে পার
পুড়বো না নিশ্চিত।

চিমটি কেটে দেখো
উঃ শব্দটিও হবে না মুখ থেকে।

হাতে যদি ছুরি থাকে
চিরে চিরে দেখো
জমাট রক্তও ঝরবে না।

পার যদি হৃদপিণ্ডটাকে
বের করে দেখো,
ভয় নেই মরবো না।
বরং তোমার হাতে
আমার হৃদয়টাকে দেখে
নির্নিমেষ খুশিতেই
মৃত্যুঞ্জয়ী হবো।

শিক্ষা- স্নাতক

কাব্যগ্রন্থ- ২টি

ম্যাজিসিয়ান

সমর সুর

এখন আমরা সবাই ম্যাজিসিয়ান
নিকানো উঠোন ছেড়ে প্রতিবেশীদের বারান্দায়
শস্যখেত বানাই হঠাৎ।
সাজানো টেবিল, যাদুবাক্স, নিসর্গরেখার পাশে
সন্তানের খুলি, মোমবাতি আর সব্‌জিবাগান
এখানে মুখোশ এসে ধীরে ধীরে বলে
মৃত্যুর বিষয়ে।
প্রতিদিন খেলা শেষে আলমিরা থেকে
প্রপিতামহের হাসিমুখ সহসা গম্ভীর হয়ে ওঠে
ওষুধপত্রের পাশে মায়ের চিরুনি নিয়ে চুল আঁচড়াতে থাকি।

পেশা- চাকুরী

সীমারেখা

সরিৎ দাস

কলমের তীক্ষ্ণ ঠোঁটে ঝলসে ওঠে দীপ্ত বর্ণমালা
জন্ম হয় এক একটি মহৎ কবিতার,
তবুও পৃথিবীতে আজ হিংসা-দ্বেষ-ঘৃণা
কবিতার সাধ্য কি রোধ করবার।

কলমের তীক্ষ্ণ ওষ্ঠে জন্ম নেয় নতুন পৃথিবী
নতুন মানুষেরা করে কবিতায় চলাফেরা,
গদ্য ও কবিতার সীমারেখা মুছে যাবে
আগামী কবিতা নেবে গদ্যের ইজারা।

কাব্যগ্রন্থ- ১টি
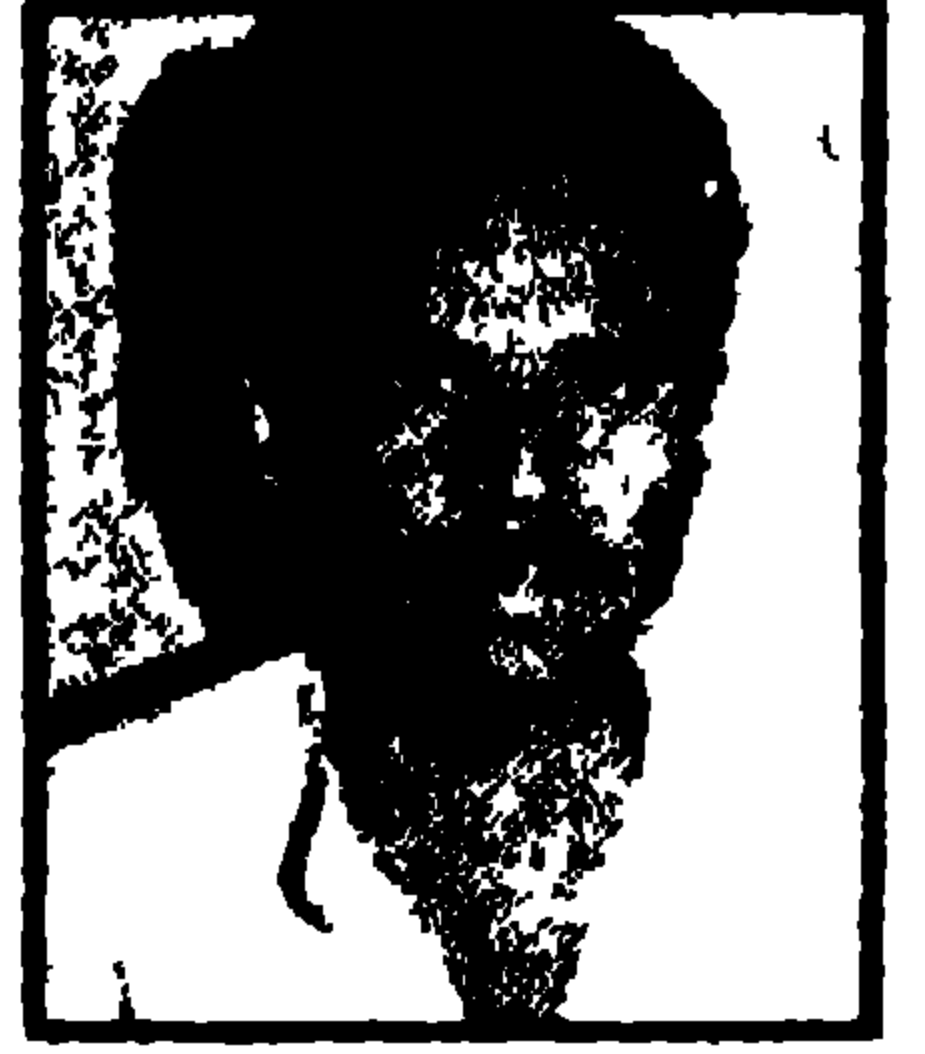
আবর্তন

সুনীতি গাঁতাইত

নদী ডাকছে কখনো বা সকালের চপল রৌদ্রের ঝলক
কার কাছে যাবো আমি? বলো তো, ভেবেই মরি তাই!
ফাঁকাঘর হাজারটা পায়রার রাজত্ব যেখানে
কোনখানে পা গুটিয়ে বসে পড়ব কিছুটা সময়।
বড়ো, বড়ো ক্লান্ত আমি, হ্যাঁ একটা গভীর ঘুম চাই
আমার, অন্ততঃ একটা। নদী নির্জন ঘুমঘোর আবেশ,
বেশ লাগতে পারে মনে। সকালের রৌদ্রের ঝলক
খুনশুটি প্রেমের মতো দুষ্টু হয়তো মোমের মতো গলে
যেতে পারে একদম। কিন্তু কষ্ট পাবো বলেও হাজারটার
একটা পায়রাকেও ভয় দেখাতে পারি না, অর্থাৎ আমি
আমাতেই ঘুরপাক দড়ি টানাটানি করি টাগ অফ ওয়ার
জানি, এটুকুই জানি, বেশ জানি একা একা মর্মর কান্নায়—।

শিক্ষা- বি.এ

কান পেতে শুনি

সুমিত কুমার পাত্র

তীব্র দহনে পোড়ে মন
গৈরিক আকাশে ওড়ে ঘনকালো ধোঁয়া
উড়ে যায় ফাগুনের ফাগুয়ার গান
কেঁপে ওঠে হৃদয়ের জানালা
অতল অন্ধকারে হারায় সুরম্য বাসনা যত
ভেঙ্গে পড়ে স্বপ্নের সবুজ ইমারত।
গতিহীনতায়—
জীবনের ইতিহাসও যেন
মাঝপথে থেমে যেতে চায়!
কিন্তু আজ অসম্ভব জেদে
আমার অন্তরাত্মা জেগে ওঠে,
কুয়াশার জাল ছিঁড়ে—
সে অমল আলোকে টেনে আনে।
হিরণ্ময় আকাশ ছুঁয়ে নির্ভয়ে
ফিরে আসে পাখী আপন কুলায়।
দেখি ক্যাকটাসে ফোটে ফুল
জ্যোৎস্নায় ভিজে যায় ফুলের বাগান,
পৃথিবীর আনাচে কানাচে এক অনাস্বাদিত সুগন্ধ
অপরূপ ভঙ্গিতে নেচে ওঠে মন
বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাসে গেয়ে ওঠে গান।
কান পেতে শুনি এক মনে—
বিষণ্ণ হৃদয়ের পরিচ্ছন্ন সংলাপ।

শিক্ষা- স্নাতক, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা

প্রত্যয়

স্বপন কুমার রক্ষিত

যদি রুদ্ধ ক'রে রাখ সমস্ত দুয়ার
তবে আমি অন্ধকার হ'য়ে
তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়াবো একাকী।
শতবার শত ডাকাডাকি—
শুনেও যদি না তুমি শোন কানে কানে,
যদি প্রত্যাখ্যানে—
দূর ক'রে দাও বারবার;
সকল সম্মান আর আমার যা কিছু অহংকার
চূর্ণ করে যদি চলে যাও
আমাকে অবজ্ঞা ক'রে তিলমাত্র সুখ যদি পাও
তবুও প্রিয়ংবদা আমি তোমার বিভায়
একদিন প্রস্ফুটিত হব, নীল আকাশের গায়।

অর্ধাহারে কিম্বা অনশনে
রাখ যদি; তবু প্রাণপণে
প্রাণধারণের জন্য ক'রে যাব মন্ত্রের সাধন
সোনার শিকল আর সুবর্ণ কঙ্কণ
নিয়ে তোমারই সম্মুখে
আবার দাঁড়াব আমি বিজয়ের সুখে।
তুমি ভাগ্যদেবী তুমি মাধুরী অধরা,
আমিও জেনেছি মনে প্রাণে;
বীরভোগ্যা হন বসুন্ধরা।

শিক্ষা- বি.কম, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

উদাহরণ

স্বপনকুমার মান্না

কেউ কিছু চাইলেই হৃদয়টা না বলে
সবকিছু অফুরন্ত আমার
ভালবাসা, অর্থ, সম্মান, খ্যাতি ক্রমশ হিমালয় সমান
তবু এক টুকরো খসাতে নিরুৎসাহ।

বরঞ্চ নিই সবকিছু ওদের থেকে
এ বি সি ডি আর যত ভিটামিন আছে
এমনকি প্রাণের স্পন্দনটাও
বিনিময়ে যা দিই সে তো আমারই ভালোর জন্যে

প্রতি মুহূর্তে ওদের রাজ্যে আমার দাপাদাপি
অথচ এ দাপাদাপি আদৌ পছন্দ করি না বলে
সদা সতর্ক প্রহরায় নিজেকে রাখি ব্যস্ত,
তুলনায় কত সহিষ্ণু ওরা
পরিবর্তে মারমুখী আমি, যদিও কয়েক কণা হারালেও
কিছু যায় আসে না আমার।

ওরা উজাড় করে দেয় নিজেকে, আমি নিই
বাতাস দেয়, গায়ে লাগাই
গান গায়, শুনি
কিন্তু ওরা বাড়ে, আমি ক্রমশ হচ্ছি ঋজু
পড়শীদের দুঃখে কাঁদে, আমি হাসি
ওরা চিরসবুজ
আর আমি বিবর্ণ হচ্ছি।

তবু কেউ কিছু চাইলে আমার হৃদয়টা
এখনও না বলে।

পেশা- নাট্যকর্মী

ঘরমুখো

সাধন বিশ্বাস

পাততাড়ি গুটিয়ে লোকটা লাগাল ঘরমুখো দৌড়
নয় দিগন্তের তাড়া খেয়ে ছুটছে সে
সাত তাড়াতাড়ি নয় সাতাশ বছর প্রায়
অমাবস্যার আলো মেখে ফেরি করছে—ভোর।

পেশা ছিল না কিছুই—সবটাই ছিল নেশা তার
বরাত মাখিয়ে নেশা কাটানোর চেষ্টা হয়েছিল
পাকা নেশাড়ুর মত তাল ঠিক রেখে
ভুল বকেছিল সে—যৌথ খামার।

মায়ের একটা সমাধি, তার বুকের উপর তুলসী চারা
আপন বলতে ঐটুকুই আজ বাস্তব
তারই পাশে ছেঁড়া শীতলপাটি বিছিয়ে শোবে সে
রণক্লান্ত গলিয়াথই মায়ের কোলে—সর্বহারা।

পেশা- গৃহবধূ
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

বৈভব

সুস্মেলী দত্ত

বিকেলের নাভিটুকু
যথেষ্ট, সম্বল

ক্ষীণ সরলরেখায় দেখেছি
তুচ্ছ আয়ুপথ

ছড়ানো পাথরকুচি অল্প ব্যবধানে
মুগ্ধ মরীচিকা
দুর্বিনীত শাল সেগুনের ঘোর,
তীব্র অন্ধকার

বিকেলের পর্যাপ্ত নাভিটি
সর্বস্ব, সম্বল।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী

সাত রং

সুভাষচন্দ্র কীর্তনীয়া

কালবৈশাখীর পরে বিকালে
রামধনু দেখেছিলাম।
তোমাকে দেখেছি প্রতিটি রংয়ের মধ্যে বিচরণ করছ
আপন মনে।

তুমি যেমন ছলনা করতে ভালোবাস
ঠিক সেই ভাবে তুমি মিশে যাও সাত রংয়ের মাঝে,
আর যখন—
তোমায় কল্পনার মধ্যে আনতে চাই
তখন দেখি তুমি
আমার পছন্দের রংটি ছেড়ে দিয়ে
আর এক রংয়ের মধ্যে বিচরণ করছ।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

যদি হতে বল

সুনীতি পোদ্দার

তুমি যদি আমাকে বৃষ্টি হতে বল
আমি বৃষ্টি হতে পারি,
কিন্তু বৃষ্টি হয়ে ঝরতে পারব না,
কারণ আমি কাঁদতে ভুলে গেছি।

তুমি যদি আমাকে হিম হতে বল
আমি হিম হতে পারি,
কিন্তু আমার রক্ত বড় গরম,
সে ঠান্ডা হবে কিনা বলতে পারি না।

তুমি যদি আমাকে রোদ হতে বল
আমি রোদ হতে পারি;
তবে সে রোদ হবে প্রচন্ড,
কেউ ঝলসে যাবে কিনা জানি না।

তুমি যদি আমাকে বালি হতে বল
আমি হব মরুভূমির তপ্ত বালি,
আমি সমুদ্র-তলের
বালি হতে পারব না।

তুমি যদি আমাকে আগুন হতে বল
আমি আগুনই হব,
আমার ভেতরে আগুন জ্বলছে
আমি দাউ দাউ করে জ্বলব।

পেশা- চিত্রশিল্পী

শৈশব বর্ষা

সমীর আচার্য

প্রয়োজনীয় চারাটা রাস্তার পাশে
জন্মেছে
চারপাশে ঝরাপাতা ঘিরে
আগামীর সার দেয়
প্রভাত সূর্য গৃহে নেচে বেড়ায়
আলোকিত আলোয়
সেখানে এক নারী
মাথা থেকে পায়ে আলোড়িত
প্রস্তাব জানাতে পারো আনন্দের
শৈশবেরা স্বাগত দেয় বর্ষায়
একমাত্র অধিকার সেখানে
যা অজ্ঞাত

শিক্ষা- এম.এ
কাব্যগ্রন্থ- ১০টি

উন্মেষপর্ব

সুমিত্রা পাল

দুরন্ত কিশোরী
ঢোক গিলে সম্বরণ করে নির্ভার উড়ন্ত বেলা
শিমূল পলাশ শেষ বসন্তে
তার কৈশোরে রেখে গেছে নূতন বার্তা
বুকে তার শ্রাবণের নদী
গেয়ে গেছে ভরা বাদলের গান
প্রাণের প্রহরী শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে
নির্ঘুম তার রাত

বেলা অবেলায় মন আনমনা হয়ে যায়...

দুরন্ত কিশোরী
বুঝে উঠতে পারে না
তার দেহ-মন জুড়ে চলছে
অবশ্যম্ভাবী এক সূচনাপর্বের
প্রাক্‌কথন।

শিক্ষা- এম.এসসি
পেশা- চাকুরী

নদী

স্বপন কুমার মণ্ডল

নদী বয়ে চলে
কলকল ছলছল
কল্লোল রোলে,

যত সব জঞ্জাল
বয়ে নিয়ে উত্তাল
সাগরের কোলে;

মোহানায় এসে হায়
সব তেজ কোথা যায়
বিদায়ের কালে?

জোয়ারে জীবন পায়
ভাঁটায় শুকিয়ে যায়
তবু বয়ে চলে।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী

লজ্জাবতী
সনৎ ঘোষ

রুক্ষ পাতায় ঘাম ঝরে যায়,
কল্‌মিতলায় ঝলকানি।
লজ্জাবতী ঘুমোস নে আর
বিকেল যে দেয় হাতছানি।
কেয়া পাতার নাও ভেসে যায়
তপ্ত দুধার গাঁ।
লজ্জাবতী শয্যা তোল, শিশির
খুঁজিস না।
দূরের মাঠে আগুন জ্বলে
বাতাস কাঁপে ভয়ে।
লজ্জারতী সইবি কত,
একলা নিরালয়ে।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

বিষণ্ণতা

সত্যসাধন দাস

ছড়ানো রয়েছে সব কিছু
দু-হাতে তুলতে যতক্ষণ
তবু দেরী হয় কত
ভবিষ্যৎ যোজনায় এত বিড়ম্বনা
মেনে নিচ্ছি এখন-ও।

আর কিছু দিন পর
একটা বিশ্বাসের উপর
প্রলেপ পড়বে
জমাট বাঁধবে পাথরের মত
আকাংক্ষাগুলো তাল পাকিয়ে
ঘুমিয়ে পড়বে বিষণ্ণতায়
কোন মেয়ে মানুষ চেষ্টা করলেও
সে-ধ্যান ভাঙবে না আর

শিক্ষা- ইঞ্জিনীয়ারীং
পেশা- সাংবাদিকতা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

নীরবতা

স্নেহাশিস মুখোপাধ্যায়

নীরবতা এক প্রাচীন গাঢ় অনুভব
কোন আত্ম সম্পর্কের বাঁধ মানে না
সূক্ষ্ম ধমনী রন্ধ্র পথগুলো অস্থির করে তোলে
ইট-ইস্পাত দেওয়াল মনে হয় নেই

আমাদের নিজস্ব ছায়ার চৌকাঠ থেকে বহু দূরত্বে
দাঁড়িয়ে থাকে গাছ
আমাদের শূন্যতার জগৎ থেকে কখনো কোন পাখি ওড়ে না
আমাদের মত একক শূন্যতার কোন ল্যাম্পপোষ্ট
দাঁড়িয়ে থাকে না একা।

চোখের দৃষ্টি মেলে দেখছি
ঝরা পাতা কুড়িয়েনি দু'একটা করুণ খামারে
মনে হয় সেখানেও রয়েছে বেদনার ক্ষতচিহ্ন

আর আমি বলছি
এই নীরবতার রাজপথে দূরে দূরে মিশছে আম্রপালী শোক
তোমার বিদায়ী চোখের ছায়ার কয়েক টুকরো পালক প্রশ্রয়
দূরে দূরে শঙ্খনীল শূন্যতার দগ্ধ এপিটাফ।

শিক্ষা- স্নাতক

সহজিয়া

সেখ মহম্মদ ইউনুস

দীর্ঘ কালকল্পের মতো যেন এক নদী।
সংগ্রাম-বৃত্তি বয়ে যাচ্ছে নিরবধি।
স্রোতের গভীরে স্রোত বহমান জল...

ফেনায় স্থাপিত স্তর;
জঙ্গমতা চেপে রাখে মলিন মখমল।
বঙ্কিম নক্‌সী স্রোত-শিল্পিত যে বধির ইশারা;
সমস্ত স্বরলিপি তার করতলগত।
আকাশবিজয়ী গাংচিল পায় কি কিনারা!

মেঘবাসী বীতশোক শ্বাস ফেলে গাছে ও ছায়ায়।
চূর্ণিত বিকেলে অন্তর্গত রক্ত বাজে অচেনা মায়ায়।

পৌরুষ

সত্যজিৎ কোটাল

পুরুষ বলে গর্ব করা
সিগারেটের মহাটানে
কাপুরুষের খোঁটা দেওয়া
গররাজী যে সুরাপানে।
মরদের বুক ফুলিয়ে
ছড়াও টাকা ঘোড়ার রেসে,
রাতের বেলা রতি মুখে
বারবধূর নাগর বেশে।
চোখ পাকিয়ে বৌ পেটানো
ক্ষিদের কথা যেই সে বলে
ফি-বছরে ছেলের বাবা
পুরুষ হবার মহা ছলে।
নিজের মনে পুরুষ হয়ে
গর্ব করা কেন মিছে?
ধন্য পুরুষ যখন আগে
তুমি থাকো বহু পিছে।

শিক্ষা- এম.এ, এম.ফিল
পেশা- গৃহবধূ

ঘরকন্যা

সোমা বোস

সাঁওতাল পাড়ায় গিয়েছিলাম
নাচ দেখতে।
নাচ, সাঁওতাল মেয়ের
বিয়ের নাচ।
একভাবে প্যাঁচানো শাড়ি।
মাথায় ফুল
আর মাদলের তাল।
যেন, একটাই অনার্য শরীর।
আমন্ত্রণ নয়,
গোটা সাঁওতাল পরিবার,
আজ এক বিন্দুতে।
পৃথিবী আর্য সভ্যতা,
এই অনার্য একতা দেখে,
ভির্মি খাবে।
রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব যদি জানতেন,
তবে না চাইলেও বুঝতেন,
এ নয় আদিমতা,
আসলে আমরা অতি আধুনিকেরা
যেটা করি
সেটাই প্রকৃত বর্বরতা

শিক্ষা- এম.এসসি
পেশা- শিক্ষক

নিভৃতে

সঞ্জয় বসাক

জল চুঁয়ে পড়ে,
        লাল জল—সাদা জল
জমা   গ্লাসের মধ্য থেকে।
নজরবন্দী ঘরে
        কাজল কালি—কলম কালি
যায়   রাতের স্বপ্ন লিখে।
নদী বয়ে যায়
        ছলাৎ ছল—ছলাৎ ছল
সভ্যতার   অশ্লীল কারাগারে।
ওৎ পেতে চায়,
        কালো হাত—সাদা হাত
বাহ্যিক   অসীম পারাবারে।
আলো ওঠে জ্বলে
        লাল আলো—সবুজ আলো
ওঠে   চোখের সামনে ভেসে।
নিভৃত অন্তরালে,
        বিরহ ব্যথা—গোপন কথা
পড়ে   আকাশ থেকে খসে।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চিকিৎসা

আমরা আসল খেতে ভুলে গেছি
সর্বাণী মণ্ডল

জানেন আজ আমরা আসল খেতে ও খাওয়াতে ভুলে গেছি।
কাকভোরের নির্মল স্নিগ্ধ সমীরণ পান করতে কুঁড়েমি লাগে
পরিবর্তে শয্যায় বসে গঞ্জিকা ও তামাকু সেবন তৃপ্তি আনে।
ঘরের শীতল কুয়োর ঠাণ্ডা পানি
জীবনটাকে চপসা করে দেয়
তাই
প্রাণব্যাটারী রিচার্জ করতে আর্সেনিক সমৃদ্ধ ঠাণ্ডা
পেট্রোল ঢালি জঠর ইঞ্জিনে।

শিশুরাও আজ আর শিশু নাই
মায়ের দুধ তেমন মিষ্টি লাগে না ওদের
আর
ইতর প্রাণীর দুধ খেয়ে তারা মনুষ্যত্বের অবমাননা করবে কেন?
তাই
বহু ভেবে 'দেখ আমি বাড়ছি মাম্মী'
ও
'এপাং-ওপাং-ঝপাং'-এর কৌটা ধরেছে।

শিক্ষা- বি. এসসি

গোপন বিরহ

সুশান্ত বিশ্বাস

প্রতিদিন কত যন্ত্রণাকে
রক্তের ভিতর বয়ে নিয়ে পথ চলি
রাত্রি নামে, বেদনারাও ঘুমিয়ে পড়ে মনের গহন গভীরে
বেঁচে থাকি, এভাবেই আমায় বেঁচে থাকতে হয়
একাকী নীরবে, পোড়া অনুভূতি পাঁজরের গায়ে লুকিয়ে...

স্বপ্নময় কতশত আবেশি অনুভূতি
যেই এসে ভিড় করে হৃদয়ের বাগিচায়
আবার সব ভুলে নির্লজ্জের মত ছড়িয়ে দি শাখা, আলোর আভায়।

দেখি উদাসী চোখে কে যেন তাকিয়ে আছে প্রতীক্ষায়
রাত্রির মৌনতা সারা শরীরে মেখে...

ফিরে যাই, আমায় ফিরতেই হয়
আমি যে দেখেছি তার আঁচলের ভাঁজে
স্নেহ-ভালোবাসা একাকার হয়ে মিশে আছে, কথার আড়ালে।

বেঁচে থাকি, এভাবেই আমায় বেঁচে থাকতে হয়
গোপন বিরহ, গোপন থেকে যায় জমাট অন্ধকারে...

পেশা- শিক্ষকতা

তোমাতেই আছি

সঞ্জয় গিরি

ভুলতে পারবে না জানি
মনে রাখতে চাইবে না—তাও জানি।
তবু সখের বাগানে,
অবাঞ্ছিত আগাছার মত,
বেঁচে থাকব আমি তোমার স্মৃতিচিত্রে।
অন্তঃসলিলা নদীর মত,
আমাকেও পাবে হৃদয় সমাধির গভীরে।
বিষণ্ণ বৈশাখী দুপুরে,
কিংবা শীতার্ত পৌষালী রাতে,
যখন একাকীত্ব গিলে খেতে চাইবে তোমায়,
আর তুমি শরীরের নোনাগন্ধে
উষ্ণ হতে চাইবে—
তখন মনে পড়বে আমায়
তখন বুঝবে আমি আছি,
আমি তোমাতেই আছি।

শিক্ষা- স্নাতক

আর্টফিল্ম

সাধন পাত্র

করুণ কাহিনীর দৃশ্যে মা
ভিজে কাপড় শুকোয় গায়ে
অকুলান দেড় কিলো চালের ভাত
ঠিক মতো পড়ে না ন'জনের পাতে
নুনহীন পুঁই চচ্চড়ি চিবিয়ে যায় বাবা—
কেন যাবো সিনেমা হলে?
কাটবো না আর টিকিট
বেশ তো দেখছি আন্তর্জাতিক আর্টফিল্ম!

শিক্ষা- এম.ডি.এ
পেশা- চিত্রশিল্পী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

জু জু

সৌম্যদীপ দাশ

বাইরে সবাই খেলছি
আমাকে ডাকলো ইশারা
ফাঁকা ঘর, মানে ফাঁকা ঘর,
ম্যাজিক দেখবি, এই দ্যাখ

বাইরে সবাই খেলছে
ডানা খুলে বসে জিপসি
তাঁবু দেখে মাথা ঝিমঝিম
জল খাবো, গলা শুকনো

আমাদের খুঁজে হাল্লাক
সঙ্গীরা ফেরে বাড়িতে
আঙুল খুঁজছে বন্দর
কাঁধে নেমে আসে চুম্বন

কখন সন্ধে, জানি না
ছিটকিনি খোলে, দেখিনি
আয়নাই শুধু দেখেছে
ঘাড়ে, জোড়া লাল বিন্দু।

শিক্ষা- স্নাতক

সুইসাইড নোট

সঞ্জয় মৌলিক

অনেকদিন পর আজ আবার কয়েক পংক্তি এল।

চটপট লিখে ফেলে ভাসিয়ে দিলাম জলে।

বেশি নয়; এতে করে একটি রচনার আয়ু মাত্র
কয়েক সেকেণ্ড কমে গেল।

আগে হোক, পরে হোক, নদীই সমস্ত খায়—
এই তথ্য জেনে, একদিন আমাকেও শেকড় শুদ্ধ তুলে
ভাসিয়ে দেবো, যা, আর চেঁচিয়ে বলব ঃ আয়
একটা প্লাবন আয়, আমাকে নে...

বলা তো যায় না, যদি সত্যি সত্যি নিতে আসে
মৃত্যু ঃ
আমার গোপন বান্ধবী

বল তো বন্ধঘরে ঠিক কী কী হবে, কী কী অবৈধতা
কীভাবে কলজে ভেঙে নগ্ন হবে তুমি?

শিক্ষা- একাদশ শ্রেণি

নির্ভরতা

সুমিত মোদক

কোন দিনের জন্য কাউকে নির্ভরতা দিতে পারি নি;
নির্ভরতা দিতে পরিনি নিজেকে—

ছেলেবেলা থেকে বাবা চেয়েছিলেন
মানুষ করতে;
সে'ভাবে তো মানুষ হতে পারি নি;
পারিনি বারোটা ক্লাস অতিক্রম করতে—
আমার সঙ্গে যারা ছিল তারা আজ গুছিয়ে নিয়েছে
সংসার;
আমার ছিটে বেড়ার সংসার থেকে খসে পড়ে
মাটি ভবিষ্যৎ;
মায়ের বুকের কষ্টটা বেড়েছে;
ডাক্তারবাবু বলেছেন, ভাল পথ্য দিতে;
দিদিটার এখনও বিয়ে হল না;
হবে না হয় তো কোন দিন—
ছিটেবেড়ার সংসারটা অনেকটা নির্ভরতা চেয়েছিল
আমার কাছে;
পারিনি দিতে তা—

আবেগী সময় থেকে ভালবাসার চারুকলা বাদ যায় না,
বাদ যায় না প্রেয়সীর সত্তা
বনজ্যোৎস্নার সঙ্গে অনেকটা পথ হেঁটে গেছি
মহাকালের দিকে;
এখন তো হৃদয়ের গভীরতা বোঝার মতো কোন
শিকড় নেই।

ভোরের পাখি

সুকান্ত মণ্ডল

আমি যাই যখন তখন
করে কে ঠকর ঠকর
যদি হই একান্ন সাপ
জীবনের গর্ত খুঁড়ে
আমি তো ভ্যানচালিয়ে
ফুটে থাক সন্ধ্যা তারা
আলো আর আলোর দিনে
ভুলে যাই জলরেখা সব
জাগে চাঁদ জাগুক রাতি
ভাল থাক ভোরের পাখি

তোমার ওই মগ্নছিপে
ফাতনা নেড়ে আত্মদ্বীপে
সে তো খুব ফোঁসফোঁসানি
তোমাকেই ঘরে আনি
অনায়াসে ঝঞ্ঝা তাড়াই
তোমাকেও গল্প বানাই
বন্ধ থাক জানলা কপাট
রহস্য গুপ্ত কপট
কথা হয় অন্য সুরে
জীবনের কুসুমপুরে

শিক্ষা- এম.কম
পেশা- শিক্ষকতা

বসবাস

সুমন চক্রবর্ত্তী

যেসব সুবাস আলমারীতে থাকে,
স্থায়ীভাবে বাস করে...
তারা আভিজাত্য ডাকে,
ন্যাপথালিন পরিবারের সেই বুকে
যাবতীয় পোশাক, পয়সা অলংকারের বড় ঘনিষ্ট হয়—
সোয়েটারের উলে এর দীর্ঘজীবন বরপ্রাপ্ত।
যে ছিদ্রপথে চাবিরা প্রবেশ করে,
অযত্ন অদেখার সুযোগে সে পথে আরশোলাদের
অবাধ প্রবেশ—
সন্তানবতী হতে চায়, মাতৃত্ব চায় পারিবারিক আরশোলা
পারে ডিম। অশরীরি কোট জোগায় উষ্ণতা।
ডিম ফোটে আর,
আভিজাত্যের সুগন্ধী বুকে লেগে থাকে
বাসি খোলস;
হয়রান হয় বসবাস—
প্রমাণিত হয় সংসার—

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- গৃহশিক্ষকতা

প্রতিবাদ

সমীর হালদার

আমার কবিতা লেখার নির্জন রাতে
অনিন্দিতা, অনসূয়া, অনামিকার
লজ্জা মাখানো মৃতদেহগুলি
বারবার পিছু ডাকে।
ওরা বলতে চায় ঃ
তোমার কবিতার পাতা জুড়ে
কেবল তোমার-ই বসন্তের কোকিল ডাকে।
আমাদের কথা লিখবে না?
কথা দিলাম তাই আমি কথা দিলাম,
আগামী বসন্তে
আমার কাব্যের পাতাজুড়ে অঙ্কিত হবে
ঘুনধরা সমাজের রক্তাক্ত প্রতিচ্ছবি।
খুলে দেব ওদের ব্যাভিচারের মুখোশ
যারা ছিঁড়ে দিয়েছিল অনামিকা,
অনিন্দিতা...অনসূয়াদের বসন্তের প্রথম কদমফুল
আর তার নাম দেব "প্রতিবাদ"!

পেশা- ব্যবসা

ব্যথা

সমীর মন্ডল

পূর্ণিমার পূর্ণচাঁদ আকাশে
তারাগুলো কি বলতে চাইছে
ছুটে আসতে চাইছে ঝড়ের গতিতে
ভূমিপৃষ্ঠে লোকগুলো জীবন্ত মরা
বুঝতে চাইছে না, তার ব্যথার রাশ।।

ক্ষুধার্ত বৃক্ষ চেয়ে আছে উর্দ্ধ মুখে
শিশির বিন্দু পড়ছে তার পাতায়
ঝরণা হয়ে পড়ছে তার শরীর বেয়ে।
বুকভরা যন্ত্রণা এইটুকু
কেউ শুনল না তার কথা
কেউ বুঝল না তার ব্যথা।।

জ্বলাতঙ্ক প্রজাপতি

স্বপ্নীল রায়

অন্ধকার সরণীতে কবি একদিন দেখেছিল পদাতিক প্রজাপতি
খই ফোটা আগুনে জ্বলছিল সে, জ্বলছিল সে
জ্বলছিল এক কণা আগুনে এক মরু আগুন, এক রতি
রসনা পায়নি, বর্ণময় পাখা ভাসেনি বাতাসে।

পুড়ছিল সমস্ত গন্ধ; বিশ্বাসী মায়া
পুড়ছিল রাত জেগে সরণী থেকে রাজপথে
দিগন্তে সূর্য লোপাট হলে ঘিরে ধরে ছায়া,
এ ছায়া সে ছায়া নয়, তাই কোন মতে
ঘর থেকে কাছাকাছি আর দিগন্তের কিছু ব্যবধানে
জ্বলছিল সে সর্বনেশে
শব্দহীন খই ফোটে কি অভিমানে
জ্বলছিল সে নিরুচ্চারিত ভালোবেসে।।

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ১০টি

অপেক্ষা করব না বলে
সম্রাট দত্ত

অপেক্ষা করব না বলে এতো পথ হেঁটে এসেছি
স্বয়ংক্রিয় রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে
একা শুয়ে থাকতে থাকতে সরোবর অভিমানে
অভেদ্য শূল হয়ে যায়।
যারা খুব বেশি পিছুটানে ভোগে
তাদের কশেরুকা অকাল বার্ধক্যে ফসফরাসের লাঠি
জীবিত ফলনশীল কঙ্কাল দেখেছি জ্যোৎস্নার নিচে
কতো চন্দ্রাহত তার অবশিষ্টতে কোনদিন স্থায়ী ঘরই কোরতে পারেনি
অথচ কঙ্কাল চাঁদের লেপনে একবিঘে ধান জমির
মতো চকচকে হয়।
অপেক্ষা করব না বলে দেহহীন প্রেমঘোরে ছাপিয়েছি
নিজেকে

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী

পাখিটাও কেঁদেছিল

সৌমিত্র বসু

থৈ থৈ জল ছিল, আর তাতে চলেছিল নৌকা,
পালতোলা।
মৃদুমন্দ বাতাসও বয়েছিল সেদিন।
এক অদ্ভুত আচ্ছন্ন করা কুয়াশার মধ্যে—
বৃষ্টিধারা নেমেছিল সবুজের বুকে।
রং তুলিতে ক্যানভাসের ওপর আঁকা,
সেই ডাঙাডানার পাখি শুধু চেয়েছিল তার
স্বপ্নসফল এক পূর্ণ অবয়ব।
তারুণ্যকে দুটো ডানায় আঁকড়ে ধরে,
রূপালী রোদের ছোঁয়ায় লাজুক চোখে,
হঠাৎ উড়ে আসা এক সঙ্কেতে কান পেতেছিল।
কিন্তু শিল্পীর তুলিতে আধারমাখা স্বপ্ন ছিল--
ছিল ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার এক চৌচির প্রয়াস।

পেশা- চাকুরী

নমুনা ঃ অনাহার ২০০৪
সুমন কর্মকার

যাচ্ছে হেঁটে অচেনা মিছিল, প্রচণ্ড অনাহারে,
কাঁদছে শিশু, ধুঁকছে সবাই, খিদের জ্বালায় জঠরে।
মেঘ জমেছে চোখের কোণে, নিথর হয়েছে দৃষ্টি,
এরাও কিন্তু সবাই মানুষ, আর মানুষেরই সৃষ্টি।
খিদে আছে, খাবার নেই, চোখের জল-ও শুকিয়েছে,
ধমনী-শিরা, বুকের পাঁজর, হাড়গুলো বেরিয়ে এসেছে।
কাঁপুনি তাদের শরীর আর মনে, চামড়া গিয়েছে কুঁচকে,
এক ফালি কাপড় লজ্জা ঢাকছে, জীবন গিয়েছে মুচকে।
আমার দেশের নাগরিক এরা, কেবল ভোটের বেলায়,
ভোট ফুরোলেই আবার সবাই, এদের ভুলে যায়।
দেবার যাদের কিছুই নেই, তারাও দান করে,
পেটে খিদে নিয়ে, ভোটার হয়ে, ব্যালট পেপারে।
প্রজা সাজের রাজা যখন, মুখোশটাকে সরায়,
'আমলাসোল' 'বিক্ষিপ্ত' হয় সরকারী ঘোষণায়।
পঞ্চায়েত বসে, বিধায়ক আসে, মন্ত্রীরা দেখে যায়,
'অনাহার' এক টাটকা বিষয়, বিরোধীরা, নয়া ইস্যু পায়।
আসে আশ্বাস, আবার... আবার, হাজার প্রতিশ্রুতি,
'আমলাসোলে'র কপালে তবু, জোটে না ভাত-রুটি।
অনাহারের বাতাস মুড়ে, বিরিয়ানির গন্ধ,
মন্ত্রী সেবায় ত্রুটি হয় যদি, নেতাদের মনে দ্বন্দ্ব।
'আমলাসোল' একটা ঘটনা, ভুল করে ছাপা কাগজে,
না জানি রোজ উধাও কত 'আমলাসোল', নেতার মগজে।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- ব্যবসা

ঘরের ভিতর ঘর

সুরথ জোয়ারদার

ঘরের ভিতর আরও একটি ঘর
ঘরের কোণে, নারী আন্দোলনের ফেস্টুন,
টেবিলে রঙচটা ফুলদানির পাশে
দুটি সস্তা খাবারের প্যাকেট,
দেওয়ালে রঙ-পেনসিলে লেখা "কম্প্রোমাইজ"—
অর্থাৎ—অশ্লীল জীবন যাপন।

মধ্যবিত্ত স্বামী আর স্ত্রী
অশ্লীলতার দায়টুকু এড়াতে
অদ্ভুত একটা জীবন খুঁজছে—
শক্ত সুতোয়, 'স্বপ্ন বিতান'।

উড়োচিঠি
সোমেন বিশ্বাস

হলুদ পাতার মত একদিন উড়ে এসেছিল সেই চিঠি
ফুলের নির্যাস মাখা আয়ত খামের ভিতর
ইলোরার গা ঘেঁষে স্বর্ণাভ মেঘের ছায়ায়
নিটোল ঢেউ হ'য়ে, বাদাম গাছের তলা থেকে
উড়ে এসেছিল সেই চিঠি...
নিহিত শব্দ-মালায় কারো অবয়ব ছিল না
হয়ত ছিল, কোথাও পেয়েছি যার গোপন আভাস
বাসস্টপে, পথের মোড়ে কোন এক দুপুর বেলায়
চোখে পড়েছে অপরূপ আলোর বাহার

তারপর কত রাত নষ্ট ক'রেছে এই পাতক শরীর
ঘুমের ভিতর ছায়াপথ ভেঙে নিয়ে সেই
উটের মত হেঁটে গেছি দিগন্ত জোড়া নীল চরাচর
কোথায় সেই মুখ, কোথায় সেই সোনালী গমের মত
শরীর জুড়ে রোদ জুঁই ফুল
গোধূলি পৃথিবীতে মায়া রোদ ডুবে যায়...
আমি আর খুঁজিনি তাকে, দাঁড়াইনি ওই পথের মোড়ে
একাকী নীরব কথা বুনে পাঠাইনি তার কাছে লেখা
তবু কেন আমি উড়ে গেছি, মেঘের ছায়াপাল ছিঁড়ে ছিঁড়ে
সাদা হাঁস খুশি হয়ে দূরে অনেক দূরে

গ্রন্থ- ৩টি

হারানো শপথ

সৌরজিৎ দাস

অচেনা রাত্রি, জোনাকির রঙ দ্যাখে
রাতের আঁচল উড়ছে উজানে সেই
হাওয়ায় হাওয়ায়। নদীর কিনারে তাই
একলা আমিই হৃদয় ওড়াই ঘাসে...।

মেঘের আড়ালে মুখ ঢাকো চাঁদ তুমি,
ঘরেতে আমার গভীর রাত্রি এলো
সন্ধ্যা-দীপক তোমার কুটিরে জ্বালো
কেন হায় চাঁদ ঘোমটা সরালে ফের!

আজ দুটি পাখি দুটি খাঁচাতেই থাকে।
একলা আমিই জেগে থাকি নদী পাড়ে
নৌকাটি ফুলে ভরে, মালিনীও যায় যে দূরে
না-চিনে ডেকেছি পার কর বলে তারে

অশান্ত ঢেউ তাই ফুল গেছে ভেসে
ফিরে এসে ঘরে স্বপ্ন এঁকেছি জলে
সেই থেকে আর স্বপ্ন আঁকি না চোখে
সেই থেকে আর ভালবাসা নেই ফুলে।

চিরকুট

সব্যসাচী মজুমদার

প্রিয় নম্রতা—তোমার গোপন বলা—চিরকুটে রাখো।
ঐ চিঠি আমি লুকিয়েছি তিতাসের বুকে আজন্মকাল।
ওটা একটা নব লিখিত মনপাত্র—আমারই স্নায়ুতন্ত্র।

বোহেমিয়া থেকে বয়ে বয়ে জল ঢুকছে শিরায় শিরায়,
এমন দুপুর বেলায় ক্রমে উৎসমুখেই পরিণত।
আদিমযুগে...আদিম যুগে বেজে উঠছি বীণার মতো।
ভেতরে বাইরে বাজাচ্ছো তুমি অস্ফুট চিরকুটে।

জোছনায় ভরা কংক্রিটে মনে পড়া প্রিয় মুখ
ছাগল চরানো সুখ
আবছা হেন ইতিহাস। রেললাইন। পারস্য দূরগামী।
মির্জাপুরের বঙ্গীয় দর্শন এমনই স্নায়ুরোধ।
জঘন্য ছেলের উপমা যাওভুলে এই একমাত্র দুপুরে।
আর কিছুক্ষণ, আবারও দূরগামী হৃদয়কথন।
তার চে' ঢুকে এসো আমার শহরে– প্রিয় নম্রতায়।
গোপনতা যা তিতাসের বুকে রেখে দিই। রেখে দিই।
চলো ভাসি আজ ইছামতী জলে।
ডিঙি থাক চিরকুট।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চিত্রনাট্যকার

এখন আমরা

সঞ্জীবন সরকার

এখন আমরা সব বহুরূপী
প্রতি মুহূর্তে রঙ বদলাই
শিরদাঁড়াতে উঁচিয়ে রাখি বিষাক্ত কাঁটা।

এখন আমরা সব সার্কাসের ক্লাউন
মুখে মেখেছি চুনকালি
অপরকে হাসাতে গিয়ে
এখন আমরাই উপহাসের পাত্র।

এখন আমরা সব ভবঘুরে বাউল
হাতে আমাদের অনৈক্যের খঞ্জনি
মাথায় মৌলবাদী পাগড়ি
বেসুরো একতারায়
এখন ধ্বংসের টুং টাং আওয়াজ।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- সাংবাদিকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

কবির অসুখ

সঞ্জিতা সেন

পৃথিবীর সব কষ্ট কবি তাঁর শরীরে নিলেন।
মনে তো ছিলই সারা বিশ্বের
সমস্ত সন্তাপ।
আজ সংলাপ হয়ে শরীরে প্রকট হল
ত্রিতাপ বেদনা।
'এবার সুস্থ হও বসুন্ধরা, ভয় নেই আর,
তোমার দুঃখের সব দায়ভার আমি নিই,
পরিবর্তে এক নিঃশর্ত গান দিয়ে যাই তোমায়।'
এই বলে কবি সযতনে
শব্দাবলীর পায়ে বেঁধে দেন অক্ষয় নূপুর।
তারপর তাঁর সব উষাকাল,
সকাল, দুপুর, সন্ধ্যার নীলতারা,
আত্মাহারা সব অনুভব,
যত শান্ত হাসি, আর অশ্রুরাশি,
যত স্মৃতি-সত্তা-পথে কীর্ণ বিষণ্ণতা,
যত নিরুচ্চার চাওয়া
যত ক্ষণলব্ধ, যত শাশ্বত পাওয়া,
যত অসম্ভব স্বপ্ন, অভাবনীয়ের
বকুল বিছানো পথে যাওয়া,
পথপ্রান্তে ফেলে রেখে
কাঁটার মুকুটমাত্র শিরোধার্য করে চলে যান।

খিড়কি পুকুর থেকে

সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য

খিড়কি পুকুর থেকে চুপিসারে

উঠে আসে নৈঃশব্দের ঢেউ

বহুদিন দেখিনি কমল

বহুদিন

ঘেরাটোপ বাঁধনির

উড়ন্ত আঁচল

মায়ায় ফুটেছে স্বপ্ন

তোমাদের যাবতীয় গেরস্থালি সব

মুখচ্ছবি ধরে রাখে

মানুষ

আদুরে আয়না থেকে

চুঁইয়ে পড়া মুহূর্ত সকল

ভালবাসা!

ভালবেসে পলাশে বকুলে

ছুঁতে দাও জীবনের করতল খানি

হঠাৎই আষাঢ় এল

চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিল মুখ

এই মুখ, এই প্রতিচ্ছবি

এসবই কী জানিতে তুমি

মুহুমুহু বিষণ্নচ্ছটায়

অশ্রুপাতে ভরে যাচ্ছে বুক।

ছোট্ট শিশুটি

সুব্রত মণ্ডল

তখন বসন্তের শেষ চৈত্র বেলা
তখন বাতাসে আবীর রক্তের খেলা
হোলি উৎসবের আনন্দে মাতোহারা
মায়ের আঁচলে সুখ ঢাকা ছোট্ট শিশুটি।

তখন স্নিগ্ধ ভোরের স্বার্থহীন আকাশ
তখন শিশিরে ঢাকা দূর্বার বাতাস
বসন্তের ডাকে মেতেছে সকলে
শুধু ছোট্ট শিশুটি পারে না যেতে।

জন্ম- রায়গঞ্জ

দেব আমি তোকেই দেব

সুনন্দা গোস্বামী

তোকে বলেছিলাম পুতুল দেব
পুতুল খেলার ঘর দেব
মনের মত রাজ্য দেব
ফুলও দেব টাটকা গোলাপ
বলেছিলাম ঠিক সকালে
সূর্য থেকে আলো দেব
বসন্তের ফাগ উড়িয়ে এনে
দেবই দেব তোরই হাতে
কালো চুলের রাশি নিয়ে
বেঁধে দেব লাল ফিতেতে
পুতুল এল ঘর হল না
রাতটা এল চাঁদ এল না
বসন্ত তো আসার কথা
বসেই আছি
তোকেই দেব সবই দেব
রাজ্য এখন ভাঙাচোরা
চাঁদটা শুধু আলো ছড়ায়
রাজ্যজোড়া।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১০টি

বাবা

সোমক দাস

আমরা খাওয়ার জন্যে বাঁচি না, বাঁচার জন্যে খাই।
মনে পড়লো, মনে পড়লো, মনে পড়লো, কেন?
একদিন বলেছি তোমাকে, যখন
চেটেপুটে খেয়ে উঠে বলেছিলে খাওয়াই তো আসল,
খাওয়ার জন্যেই তো বাঁচা।
একদম মানতে পারিনি। বিষয় আশয় বেচে দিয়ে
সোনাগাছির গেরস্তের গলিতে ষাট টাকা ভাড়ার খুপচিতে
এনে তুলেছিলে। বারান্দায় রান্না করতো মা
বিয়ের পর যাকে দেখতে ভেঙে পড়েছিল সারা গ্রাম।
সেই রামজয় শীল লেনে রেডিওতে সুচিত্রা মিত্রের গান হচ্ছিল।
তুমি বললে কি শুনছিস এসব প্যান্‌প্যানানি? এ কি গান?

যখন ইস্কুলে পড়ি, উপন্যাস পড়তে দেখলে, তুমি বলতে—
নাটক নভেলে কি আছে? যত্তোসব বানানো কথা!
কেন পড়িস?
রেজাল্ট ভালো কর। মার্কসিট একবারই পাবি।...

সাহিত্য বানানো। আজ সেটা মানি। তবু তোমাকে মানি না।

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা

ওরা কারা

সব্যসাচী মন্ডল

সভ্যতার তুষারগলা উষা মধ্যগগনে
সংস্কৃতির পালতোলা নৌকা ভাঁটার টানে
শিক্ষার বিজয়কেতন বৈজ্ঞানিক পরমাণুতে
আর চেতনার রক্তিম রশ্মি নগ্নতার দাঁড়িপাল্লায়।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ডেকে যায়
পিছন ফিরতেই দেখি, কেউ নয় একটা 'শূন্যতা'।
পুব আকাশে নতুন সূর্য, হাতছানি দেয় একঝাঁক পাখি
অন্ধকার ঘিরে একটা চাপা কান্না।

বিকট চিৎকার, নাগপাশ থেকে মুক্ত কর আমাদের
কবি, তোমাদের বিদ্রূপে আমরা বিবর্ণ।
আলো জ্বলে উঠল, উলঙ্গ শিশুর দল—
তাদের এক হাতে বাটি, অন্যহাতে পুঁথি।

...কবি, কথা রাখ নি...।
আজ ভিক্ষা নয়, ...শিক্ষা—
এ-ক-টু শিক্ষা।

দ্বীপ

সৌমেন্দ্র দত্ত ভৌমিক

এখন বিষ থেকে অমৃতে যাব—
তেমন সাড়া সহসা জাগরুক
এক দ্বীপের মতন।
স্থলটুকুতে যেমন ভরসা রাখে পা
অতুল সেই সময়ের সাথে
ভাসমান জীব যেতে চায়
আরো আরো দ্বিধাহীন বসবাসে।
এখন বিষপানে কণ্ঠনালীও জ্বালাহীন,
এক আশ্চর্য সুখ-বৃত্তে অবিরাম
ঘোরে উলঙ্গ পৃথিবী। দ্রুত ধাবমান
ঘোলাটে জলরাশি ছোঁয় না তখন
সেই এক খণ্ড দ্বীপ...

কি হবে বুঝি না

সত্যেন্দ্র নাথ পাইন

কি হবে লিখে
কি হবে রেখে
এ মালা, এ গ্রন্থ
এ কাব্যখানি?
কি হবে বসে
কি হবে হেসে
এ পৃথিবীর ঘাসে
পেয়ে দুচার আনি?
বাড়িটা রুগ্ন
তমসাচ্ছন্ন
স্বপ্ন বিচ্ছিন্ন
এক প্রদর্শনী...
শিউলী গন্ধ
হারায়ে ছন্দ
তবু আনন্দ
মধু রজনী।
নেই প্রেমপ্রীতি
শুধু রাজনীতি
বেদনার স্মৃতি
করে কানাকানি
কোকিলের ডাক
হকারের হাঁক
নদীর বাঁক
পুকুরের পাঁক
দেয় হাতছানি।
কবিতার ভাবনা
এত সব ঢাকনা
থাকে তো থাক না।
বুঝি না সুঝি না
তবুও মানি।।

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা

গৃহ

সোমনাথ দাস

হেরেও সাধ মেটেনি; আবার নোঙর বৈঠা হাল
প্রহসনে তুমি রাজি; আমিও।
মহাশূন্যে সৌরলোকে অবগাহনে তৃপ্ত হওনি তুমি
আমি জানি সে অন্ধকার।

মনে মনে লালিত মাকড়সা রস
জাল বোনে; অক্লান্ত হলুদ শরীর ঘিরে থাকে জাল
বোধহীন তাপি অস্তিত্বও একদিন
হাজারদুয়ারি খিল মেরে
দাঁড়ায় জুড়ে পথ ঘর দুয়ার।

তারপর শুধুই লড়াই,
আমার আর তার শুধুই লড়াই।
ধ্বংসস্তূপের ধোঁয়া দৃশ্যতঃ করুণা
ভুলিনি সে ক্ষত, জীর্ণ আবরণ,
যে ক্লীবতা প্রলয় নাচন
এসেছি সর্বত্যাগী পথের গৃহে।
বীরপুরুষ, সারা জীবন শুধু পোড়ার বাসনা।

মানসী

সন্দীপ গোস্বামী

কালপুরুষ তুমি কী জান তার কথা
স্নিগ্ধ সেই মুখ, স্পর্শহীন রোমান্টিকতা
আশ্চর্য মেঘের মতো না যায় ছোঁয়া
ভেসে বেড়ায় কত অনুভূতি
বারবার হাতছানি দেয় নবলোকে
নিকট কী দূর জানে না তার চোখ
শুধু জুড়িয়ে দেয় শতাব্দী ক্লান্ত মন
তারপর জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর
সমুদ্র অতলে খুঁজে বেড়ায় গল্পগাথা
কালপুরুষ তুমি কী জান রূপকথা।

বাংলার নদীতে, আসামের চা বাগানে
বেতাইয়ের অরণ্যে, হয়ত মায়াবী নগরীতে
তাকে দেখেছিল অন্য একজন
যে বলেছিল তার কথা, কত ইতিহাস
আমি জেনেছি অনেক, মিলেছে প্রচুর
তবু সে অন্যরকম—
মধ্যরাতে মেলে ধরে সোনালী আলো
আকাশ তারায় চেয়ে দেখি তাকে,
মনের কাগজে লিখে দেয় কত কথা
কালপুরুষ তুমি কী জান তার ব্যথা।

জন্ম- কলকাতা
পেশা- চাকুরী

দৌড়

সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়

দৌড় দৌড় দৌড়
জন্ম থেকেই দৌড়,
খোকা আজ দৌড়লো
দৌড়ে পার হলো
রাস্তা পেছনে ফেললো
আরও এগিয়ে গেলো।
দৌড়ে সহপাঠীকে ঠেলে
শন শন হাওয়ার বলে
আগুন দহন শক্তি মেলে
ছলে বলে অযুত কৌশলে
মাঠে ময়দানে এখানে ওখানে
জলে স্থলে আত্মবলে,
শক্তি ক্ষয় হবে বলে
আত্মসুখে সিক্ত আচ্ছাদনে
অতি ক্লান্ত রণাঙ্গন ফেলে
এবার কি ফিরে এলো!
প্রাচীন ম্যারাথনের দৌড়নো
খবরের দূত হয়ে
অশুভ দমনের যুদ্ধজয়ে
জেগে থাকো হে সময়;
শান্তি আসেনি এখন এ অসময়।

চোখ

সুইটি পাল

ও চোখে চেয়ে কেটে গেছে মোর জীবন-মরণ কাল
ও চোখই আমায় সংকেত দেয় সন্ধ্যা কি সকাল
ও চোখের পানে দেখেছি আমার সর্বনাশের ঢেউ
সেই ঢেউ-এ আমি ভেসে গেছি আমায় বাধতে পারেনি কেউ।

ও চোখে চেয়ে জীবনে জেগেছে নতুন কত আশা
ও চোখ দেখেই হৃদয়ে লেগেছে নতুন ভালোবাসা
ও চোখের ঐ শীতল চাহনি উজাড় করে এ প্রাণ
ও চোখের ঝড়ে হৃদয় সাগরে বাঁধ ভাঙ্গে যে বান।।

ও চোখে আমার কত স্বপ্ন কত যে আশার রেশ
উতল হাওয়ায় কিছু পাওয়ার স্বপ্নে আঁকা দেশ
ও চোখে নেই কোন হতাশা কোন দুঃখের লেশ
ও চোখেই মোর আনন্দ শুরু বিষণ্ণতার শেষ।।

জন্ম- নদীয়া

অপরিচিত গৃহ

সুরঞ্জন বিশ্বাস

রোদ্দুর এখন কিছুটা মনমরা।

ত্রস্ত পদে বাড়ির দিকে বাড়িয়ে দিলাম পা,
পাপোশ পায়ে ছুঁয়েই দেখি...
এ ঘর আমার না।

যদিও দেখি ঘর বিছানা আসবাব সব
বহু দিনের চেনা,
তবু কেন মনে হলো...
এ ঘর আমার না!

মায়ের কাছে শুনেছিলাম
জন্ম-যন্ত্রণা,
কোথায় আমার ঘর ছিল তা...
পাইনি ঠিকানা।

এখন দেখি চেনা-জানা
এ ঘর আমার না।

জন্ম- কাঁকিনাড়া
পেশা- শিক্ষকতা

ভাসানে সাম্পান

সুলেখ ভট্টাচার্য

প্রতিবেশী মানুষের লালগোলা দুপুরের
ক্রান্তিকারী কলহের কলাপাত কেটেকুটে
শঙ্খচিল নাক ডেকে মা আমার নির্বিঘ্ন ঘুমান

মানকচু বনের ভেতর ডাঁশ মশা বংশ বিস্তার
সকলেই জানে, কিন্তু ভগবানও মাঝেমধ্যে ঐখানে
দিনের হলুদ ক্লান্তি শুষে বিষ্ণুরূপে গভীর শয়ান

চৈতিফুলের কী বাঁধিস রাঙারাখী মৌটুসীদের
বুকপেট ডোকরা ছোপানো
ময়ূরপঙ্খী ঐ স্পেশক্র্যাফট আকাশে উড়ান

চারুমতী রমণীর হাভাতে গোড়ালি
কখনো ডোবার সীমা ছুঁয়ে ফেলে
নাদাপেটা কাদাখোঁচা ভুস করে ব্যাঙবাজি চান

এবং তিলোত্তমার কিলবিলে জপমালা মধ্যমণি
অনাবাদী বিষকুম্ভ পদ্মগোক্ষুর বিলিয়ে লেলিয়ে হেলে
হাকুশ বধির বন্ধু দরবারী প্রাসাদের রেওয়াজি কান

তাই আমি রবিসোম মুচিডোম হরিবোস
খেতাব খোয়াব পরোয়া না করে
জংলী খোলসে বনবাসী জবা কুসুমের প্রত্যাশী
উবু হয়ে পোকাদের জীবনে বিভোর
মেতে গেছি ভাসানে সাম্পান।

জন্ম- কোচবিহার

সময়ের সাথে

সুপর্ণা পালচৌধুরী

যখন ভোরের আলো উঠল ফুটে,
যখন মোরগ ডাকে আপন কোঠে,
যখন নিভল বাতি পথের খুঁটে,
যখন ফুলের লোভে ছেলেরা জোটে।

তখন কাঁদল শিশু পাশের ঘরে,
তখন ক্ষিধেয় সে যে বায়না করে,
তখন মাকে শিশু আঁকড়ে ধরে,
তখন আর কিছুও বুঝতে নারে।

কখন ভোর হঠাৎই সকাল হল,
কখন শান্ত জগৎ মুখর হল,
কখন সোনার রঙে ভরলো ভুবন,
কখন ব্যস্ত হল শান্ত ভবন।

এখন মোটে নাই তো সময়,
এখন জাহাজ ভাসে মাঝ দরিয়ায়,
এখন কথা ও কাজ সমান তালে,
এখন নয়তো তুমি পিছিয়ে গেলে।।

শেষ বছরের ইতিকথা

সুমিতা বিশ্বাস

শেষ বছরের শেষ পাতাটাও আজ ঝরে গেল,
ঝরা পাতাটা নিঃশব্দে পড়ে গেল মাটিতে,
ক্যালেন্ডারের শেষ তারিখটা আজ মুছে গেল,
অভাবের তাড়নায় সেই ছেলেটা আজও ফুটো থালাটা নিয়ে ঘুরছে।
আজও সেই নীল শাড়ি পরিহিতা মেয়েটা
একরাশ ভিজে চুল খুলে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।
কত কবি কত কবিতায় শেষ বছরকে বিদায় জানালো।
তবুও সে ভাষাহীন এক অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।
জানতে চাইল আমার কাছে কি পেলাম বছরে, আর কি হারালাম জীবনে।

কাজল নয়না আঁখি হতে দু-ফোঁটা মুক্তো ঝরে পড়লো
ঝট্ করে তুলে নিয়ে সে বললো এ যে বিরাট বড় প্রাপ্তি।
এভাবেই জানলার সামনে অপেক্ষা কর।
আমি যে ফিরে আসবো, আবার সেই ফাগুনের
হাওয়ার মতন তোমার জীবনে।।
একরাশ ভালোবাসা আর অনেক উপহার নিয়ে
অস্পষ্ট ভাষা, আর অস্পষ্ট দৃষ্টি নিয়ে
তাকিয়ে রইলাম অপেক্ষমান দৃষ্টিতে।।

পেশা- বায়ুসেনা

ক্রমশ দূষণ

সনৎ বিশ্বাস

ধীরে ধীরে জমে উঠেছে
নুড়ি কাঁকরের মত বিক্ষিপ্ত অজীব স্বপ্নেরা,
আমার চেতনে অবচেতনে প্রতিনিয়ত
বাড়ছে শারীরিক উষ্ণতা এক ঘুমন্ত অগ্নিগর্ভে—
পিপাসায় জিভ চাটছে
এক মৃত আগ্নেয়গিরির অসংবৃত ও পাংশুটে লাভা;
হে মৃত, তোমার মৃত্যু হোক এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে,
চারিদিকে ঠিক্‌রে পড়ুক অ-তেজস্ক্রিয় আলো—
আমি সিক্ত হবো তাতে
ধ্যানে বসব সূর্যের ছায়ায় ওঁ-ওঁ—
হে মৃত, তুমি জেগে ওঠো একবার
মুহূর্তে ছড়িয়ে দেব কীটনাশক
আমার দূষিত রক্তে...

পেশা- চিত্রপরিচালনা ও অভিনয়
গ্রন্থ- ৫টি

অথ প্রসব কথা

সমুদ্র বিশ্বাস

কিছু শব্দ এলোমেলো, কিছু ছায়াপথ
নিজেকেই চুরি করে, ভাসানের রাত
সাদাপাতা নড়ে চড়ে, কালির আঁচড়
একটানা বারবার নিষিদ্ধ সাধন।

নাভিমূল খোলা মেঘ গাঙুড়ের জল
সূর্য প্রসব কথা সাগর অতল
ঝোলাব্যাগে ধুলো ঝড় আর বাঁকাচাঁদ
খোলামনে পোষমানে মেধা ও মনন।

ওদেশে লোনা আলো প্রহরীর চোখ
হাতে-নাতে ধরা পড়ে নিশুতি জঠর
সারাদিন কানি মারে বসের ধমক
ভুলে যায় স্মৃতিগুলি ভোর হয় রোজ।

হাটিহাটি পা পা বিছানায় হিসি
হামাগুড়ি দেয় ছুট নিঃশ্বাসে বাঁশি
ওৎপেতে নুড়ো জ্বেলে মৌসুমী রাত্রি
আঁটকুড়ো খুঁজে পায় বন্ধ্যা যাত্রী।

অজানার মাঝে পাওয়া

সুবীর বিশ্বাস

আঠাশটি বছর কত বিনিদ্র রাত
তোমায় ভেবে কেটেছে। বড় ইচ্ছে
করে হারানো রাতগুলো আজ
তোমার সাথে কাটুক জেগে।
যত না বলা কথা হোক বলা,
না জানা যত ব্যথা হোক জানা।
ক্লান্তি এসে দুজনকে ঘুমের দেশে
নিয়ে যাবে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে।
ইচ্ছে করে চোখে চোখ বেখে খুঁজে নিতে—
রাত জেগে। কি ছিল দেবার সত্যি তোমার!
ইচ্ছে করে তোমার মাঝে বুঝে নিতে
কতটুকু তুমি বুঝেছ আমায়।
ইচ্ছে করে, ভীষণ ইচ্ছে করে
কত কী ইচ্ছে করে।
ইচ্ছে করে না শুধু তোমার
সবটুকু জানতে।
অজানার মাঝে যে শান্তি সুখ
পেয়েছি তোমাতে,
যদি জানতে পেয়ে সব যায় হারিয়ে
সত্যের কাছে।

বৃষ্টি রেণু

সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

উটকো হাওয়া কোল পেতেছে চরাচরে
আঁধার চেনা আলোর কণা ঘুলঘুলিতে,
জেব্রা ক্রশিং উঠছে ভ'রে পায়ের ছাপে
বাবু বিবি বদলে গেছে বুলবুলিতে।

বৃষ্টি রেণু মেঘের সাথে ঝগড়া জমায়
বখরা করে সবুজ জমিন, ঝরবে কোথায়,
জমাট বাঁধা দুঃখ কাঁপে বুকের সীমায়
ফিটন টানে ভুখা পেটের দুঃস্থ ঘোড়ায়।

অন্ধকারে জ্বলতে থাকে বিজলি আলো
ইটের সাঁকো ঝুলতে থাকে বাঁশের মতো,
ঘুমের দেশের স্বপ্নগুলো সাকার পেলো
বুকের ভিতর খুশির নৌকো ইতস্তত।

আমি তখন শহর ঘোরা ক্ষ্যাপা বাউল
গান শুনিয়ে পেটকে করি নিত্য শাসন,
উটকো হাওয়ায় একতারাতে টং লেগে যায়
বাজতে থাকে বেসুরো গান বিপদ নাশন।।

মহাকাল

সপ্তর্ষি ঘোষ

সময়
বৈধভাবে রচনা করেছে ইতিহাসের গল্প
আর অবৈধরা মেরুযাত্রীর মতো লুকিয়ে পশমে
রুদ্রাক্ষের মতো ধ্বংসের ছাপে ইতিহাস কুঁকড়ে
তবুও
অকৃপণ তার সৃষ্টি।
        হয়তো উত্তরাধিকারের জন্য
        হয়তো বা ধ্বংসেরও জন্য
শুনে রাখো
তুমিও একদিন ইতিহাস হবে
হবে ট্র্যাজিক পিরামিড
কিন্তু মুছে যাবে আড়ালগুলো
আর আমি

তোমার ইতিহাস লিখবে কোন নৃতত্ত্ববিদ্
সে শুধুই খুঁজবে তোমার স্কাল—স্পাইনালকর্ড আর ফিমার।
যার উপাদানে মিশে থাকবে আমার চুম্বন
আর গরম শ্বাস।
তবুও তোমার ইতিহাস চিরকাল নিস্তাপ থাকবে
আর ছাত্রের দলের উপহাস...
তুমি প্রস্তুত থেকো
তোমার ইতিহাস মরবে। কাল অথবা দূরের কোনও কাল।

আর যুগযুগ ধরে—
আড়ালগুলোর সঙ্গে আমি ঘুরবো
তৈমুরলঙের রোদ-পোড়া তামাটে প্রেমিকের কনসেপ্টে।

গর্ব

সন্তোষ দে

খোকন আমার পড়তে যাবে
মায়ের মাথাব্যথা
স্বামী যাবেন করতে অফিস
নয়তো কোন কথা!

ভোর না হতে কর্মকাণ্ড
রান্না ঘরে চলছে
ঘুম কাতুরে ছোট্ট খোকার
হাত পা ধরে তুলছে!

এমনি সময় গেটের সামনে
রিক্সাতে প্যাক প্যাক
জলদি করে নাও গুছিয়ে
জলের বোতল ব্যাগ!

ছেলে আমার ধনুক বাঁকা
পিঠে বইয়ের বোঝা
সরস্বতী চাপলে ঘাড়ে
আর কি হবে সোজা!

বাপী আমার কে. জির ছাত্র
মাধ্যমটা ইংরাজী—
গর্ব বাপের খর্ব হলো
খরচ শুনে নিমরাজী!!

শিক্ষা- এম.এ, পিএইচ. ডি
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

মুক্তির প্রতীক্ষা

সুনন্দা মুখোপাধ্যায়

আমার পিছনে ধেয়ে আসছে অগণিত সৈনিক
তীক্ষ্ণধার নখর উঁচিয়ে,
ফালা ফালা করে চিরতে চায় তারা
ভাসমান নরম তুলোর মত
আমার মনের আধার পাত্রকে,
রাত্রির অন্ধকারে।
পিচ্ছিল সরীসৃপের মত তারা জড়াতে, পিষতে চায়,
বিষাক্ত দংশনে নীল হয়ে যায়
রাতের জেগে থাকা শব।
মর্গে নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলে
সময়ের চুম্বন,
একটি একটি করে
কেটে কেটে ফেলে দেয়
হাত, পা, বুক, যোনি, নাভিমূল,
উল্লাসে ফেটে পড়ে অসংখ্য নগ্ন নখর।

ভোরের শুকতারা হেসে তাকায় অবশেষে,
আবার আসে দিন।
জরাসন্ধের দেহ নিয়ে আমি উঠে বসি।
শুরু হয় ফের,
অভয়মাখা ভোরের আলোয়
আমার মুক্তির প্রতীক্ষা
অন্ধকারের নখর থেকে
বিজিত ফেরার প্রতীক্ষা।

শিক্ষা- পিএইচ. ডি

পেশা- অধ্যাপনা

কাব্যগ্রন্থ- ২টি

ব্যথা

সুভাষ বসু

সমুদ্রমন্থনজাত জিঘাংসা—
বিষাক্ত রজনীর চন্দ্রিমা লুকায়
অন্ধকারে।
মানুষের সারিতে বসে
দেবভোগ্যা মঞ্জুষার মণি
অমৃত রসনায়
মাছের কাঁটার মত বেঁধে।
উদাত্ত কোহমের কোলাহলে
পকেটমার যায়
শ্রমপ্রসূ ফসল।
তবু কেন নিদ্রা, নিদ্রা,
নিদ্রা শুধু মস্তিষ্কের ভিতরে?
হে দ্বিধাজড়িত সমুদ্র,
শুধু একরার,
একবারটি শুধু—
ফিরিয়ে দিতে কি নেই
লোহার হাতুড়িটি.
সোনার কাস্তের বদলে?
অথবা হয়ত ভুল, ভুল শুধু।
সোনা নয়, হাতুড়ি নয়
বিশ্বকর্মা নয়, যুদ্ধ নয়। নেতি,
নেতি শুধু।
নয় অরক্তিম শস্যের ক্ষেতে
প্রেয়সী প্রণয়,
তবু যদি ফিরিয়ে দিতে—
.মিথুন মন্থন শেষে,
কৃষ্ণকূপ অন্ধকারের
নীলাক্ত বলয়।

জন্ম- শ্যামনগর ২৪ পরগনা

কবিতা

সুনীল আচার্য

দুঃখ ছড়ায় পাখির উড়াল
বৃক্ষ-শাখা শূন্য
হাওয়ার বেগে দুঃখ তখন
দিগন্তে পরিপূর্ণ

জন্মের ধ্যানে ঘুমন্ত কুঁড়ি
কাঁপায় সুপ্ত জল ও নুড়ি
স্বপ্নে স্বপ্নে মৃত্তিকা রেণু
উল্লাসে হয় চূর্ণ

পাখির চোখে স্বপ্ন গজায়
দুঃখ ভুলে সৃষ্টি নাচায়
বাঁচা-মরা তুচ্ছ করেই
আলো আনে ঐ সূর্য

আনন্দধাম বনতলে
ভোমর নাচে পুষ্পদলে
রক্তে-রক্তে তাই কি বাজে
আগুন ঝরা তূর্য

জন্ম- সাহেবপাড়া, সোনারপুর

আমরা অবুঝ

সায়ন্তন ঘোষ

হাসছে দেখ নতুন পাতা
হাসছি দেখ আমরা,
নয়কো মোরা অবুঝ শিশু
আমরা পাগল ভোমরা,
আমরা হলাম প্রথম মুকুল
প্রথম ফোঁটা বসন্ত,
রংবেরং-এর ফুলের মাঝে
আমরা পথিক দুরন্ত।
কোনটা ভালো কোনটা মন্দ
কোনটা আঁধার কোনটা কালো,
অচিন মোরা অবোধ মোরা
ভবিষ্যতের আলো।
আঁধার রাতের শেষে মোরা
প্রথম নতুন ভোর
আমরা হলাম মায়ের কোলে
প্রথম পাওয়া আদর,
পায়ে মোদের নতুন গতি, কণ্ঠে নতুন সুর
মোদের কথায়, মোদের খেলায়,
দুলছে হৃদয়পুর,
ছোট্ট মোরা, তবুও মোরা দিচ্ছি প্রতিশ্রুতি
আশার আলো জ্বালবো মোরা
এই আমাদের নীতি।

নির্মাণ-কথা

সঞ্চিতা দাস

এমনি করেই আমার সহস্র নির্মাণ
ভেঙ্গে ভেঙ্গে সে আসে বারবার অনাহূত;
নিমগ্ন দুপুরে যখন গোপনে লেখা হয়
সৃষ্টির উৎস কথা, খাদের ভেতর নাড়াতে থাকে
ভারী পাথর, প্রত্যাশিত জলভার নিয়ে
দূরবর্তী হয় স্মৃতির শহর, তারপর
ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে প্রতিবাদহীন
নদী, দিশেহারা ধূলিকণা মেখে
রোদ শুধু সাক্ষী থাকে একা।

এমনি করেই যুগ যুগ ধরে
পাথরের নীচে জমে থাকে জল
ঋতুমতী পাখিরা সব গেয়ে ওঠে
ফি বছর, আমিও হাঁটতে থাকি,
ক্রমাগত হাঁটতে থাকি অন্য নির্মাণের দিকে।

শিবিরে আমি বড্ড মাতাল

সুব্রত গুহ পাল

জীবনের কোন মহৎ উৎসবে নিজেকে দেখিনি—তিতির;
শকুন হইনি কখনো—ক্রূর অট্টহাস্যে
চমকে উঠি। তবে আজ প্রাচীন মুদ্রা খুঁজি?
খুঁজি বিনতুঘলকি অচল তামার নোট?
বড়লোক হয়ে যাবো—কি দেবে আমাকে?
হেরোইন, মদ, বাঁকানো ঠোঁট,
মুখোশের পর মুখোশ?

দ্যাখো—অহঙ্কারী মুদ্রাদোষে তন্দ্রা ছেয়েছে আমায়
রাতের উন্নাসিক শিবিরে আমি বড্ড মাতাল
এ পথে এসো না কেউ—তুমিও তিতির
বড়লোক হয়ে যাবো, পায়রা উড়াবো...বাঁকা হাসি
এই হাতে দ্যাখো রক্তাভ মদের বোতল

তার চেয়ে হীনমন্যতা দাও, দাও অন্ধকার
বীভৎসের মতো কুড়ে কুড়ে খাই বিস্মিত সূর্যোদয়
বড় জোড় হতে পারি রাত্রির পারাণি
যতো পারো গ্লানি দাও, আর দাও অর্ধচন্দ্র

আমি কি অহঙ্কারী?
তবে মুখে থুথু ছুঁড়ে দাও
বিকৃত চোখে যারা মাতালকে ভাবে মাতাল

জোনাকির স্পন্দনে বেঁধে দিই গান ঃ
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুখানি চ

শিক্ষা- স্নাতক

পেশা- শিক্ষকতা

কাব্যগ্রন্থ- ২টি

জলের অচেনা ছায়াগুলি

সুব্রত চট্টোপাধ্যায়

একদিন নির্জন শিকড়গুলি
জল, হাওয়া, আলো, রোদ
কিছুই পাবে না, জানি
তবু বংশবদ ভাগচাষীর মতো
সেই জমিতে
সরল চারাগাছ বপন করে যাই।

যে কোনও দিন, ঠিক আগের মতো
আবার নিজের ঘরে ফিরে যেতে হতে পারে
পরিচিত ইচ্ছাগুলি ফেলে
তবুও দিনরাত খেলে যেতে হয়
সমান্তর সম্পর্কের খেলা...

সবুজ জলের ছায়ায় নষ্ট হয়ে যায় মুখের আদল
মুখের তলার মুখ কথা নিয়ে সরে যায়, দূরে-
তখন রহস্য করে তুমি বলে ওঠো;
'এই বেলা সহযাত্রী মুখ চিনে রাখ্।'

ফুটপাতের সংগ্রামী আঙুলগুলি দেখে
খুঁজে নিতে চেষ্টা করি শব্দময় মানুষের মুখ;
এখানেও মুখের আড়াল, অন্য মুখ কথা বলে ওঠে;
'যে তোরে চেনে, তারে চিনে নিস্।'

স্পষ্টত, সময়রেখা পরস্পর ছুঁয়ে থেকে কী রকম উদাসীন
এ-সকল দিনরাত চলে যায়, এই মনে জেনে
যখনি মুখের দিকে এই চোখ দিয়েছি মেলে,
বিন্দুগুলি ভুল হয়,—এতদিন যা-সব চিনেছি....

পেশা- অধ্যাপনা (অবসরপ্রাপ্ত)
গ্রন্থ- অনেক

কাঁধের রাইফেল কোলের গিটার
ফণিভূষণ আচার্য

গান করো গান
অন্তত নির্জনে একটা আন্তরিক গান করো তুমি
ক্লান্ত বিপ্লবীর মতো কাঁধের রাইফেলটাকে
স্পানিশ গিটার করে নাও
যেমন নারীর দেহ বেজে ওঠে সুরেলা আঙুলে
ফুল বোনে ফুল ছুঁড়ে দিয়ে যায় মনে
রক্তের নালীতে

এক জননীর গর্ভে জন্মেছিল যম আর যমী
ধর্ম আর ধর্মের স্বভাব
রূপকের ওধারে দুটি সবুজ উদ্ভিদ-শিশু বীত-আবরণ
তাহলে কি নগ্নতাই প্রাথমিক শর্ত শুদ্ধতার

অজ্ঞতার বেড়া দিয়ে ঘেরা এই আলোর পৃথিবী
সেই কবে সভ্যতার শুরু থেকে
এক জন্মচক্রে বাঁধা
ফুল আর ফুলের সুবাস
বিভেদে বিচ্ছেদে আর ক্রুদ্ধ রক্তপাতে
কত না মানবজন্ম নষ্ট হয়ে গেছে
অকারণ মূঢ়তায়

কাঁধের রাইফেলটাকে স্পানিশ গিটার করে নাও।

গ্রন্থ- ৮টি

ভাগবাটোয়ারা

শ্যামাপ্রসাদ দাস

তোমার আকাশ তোমার কাছে থাক
বাতাস আমাদের।
সূর্য তোমার—আলো আমাদের।
সেই আলো বাতাসের মিশ্র চঞ্চলতায়
বর্ষারাণি সবুজ করে পৃথিবীকে,
সেই পৃথিবীও আমাদের।

অসংখ্য প্রদীপ জ্বেলে আকাশে
তোমার উৎসব চলে প্রতিদিন,
অনন্তকাল ধরে
সেই উৎসবের কোন শেষ নেই।
আমাদের জীবনের উৎসব
শেষ হয়ে গেলে
লীন হয়ে যাই তোমার সঙ্গে,
শুধু থেকে যায়—
আমি এবং আমিত্ব,
তাই তোমার ব্রহ্মান্ড নিয়ে
আমাদের ভাগবাটোয়ারা
অনন্তকাল ধরে।

জন্ম- বাংলাদেশ
পেশা- চাকুরী

গোলাপ বুকে
শীতল ঘোষ

টগর হাসি দেখে শেফালী
লুটায় ধূলার পরে।
উষার বুকে সূর্য হাসে
চন্দ্র লুকায় লাজে ঘরে।
রজনীগন্ধা রাজপুরীতে
যায় সে অভিসারে।
বাঁশবাগানে সুবাস ছড়ায়
কেয়া চুপিসাড়ে।
সাদা হলুদ চাঁপার দ্বন্দ্ব
সবার নাইকো জানা।
হাস্নুহানার রূপের কথা
বলতে যে ভাই মানা।।
ফুলের হাসি ভালোবাসি
বসাই ফুলের মেলা।
গোলাপ বুকে গন্ধ সুখে
জীবন ভরে খেলা।।

গুচ্ছ- ৪টি

নিজস্ব বোধের গভীরে

শান্তি মুখোপাধ্যায়

আমার নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখে যাবো এমনই
নিঃশব্দ মন্ত্র উচ্চারণে।
সূর্য আমার প্রদীপ হয়ে জ্বলবে
বৃক্ষের পাতায় বাতাসের কাঁপন
চামর হয়ে দুলবে,
নদীর জলে হবে, আচমন-শান্তির জল
পাখিদের কূজন হবে, উপাসনা সঙ্গীত
দ্বারী হবে, নির্জনতা-আকাশ আর মাটি...

আমার পূজার নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখে যাবো এভাবেই
আমার বোধের ভিতর।

মানুষের কাছে প্রেম চেয়েছি পাইনি
মানুষের কাছে নির্জনতা খুঁজেছি পাইনি
মানুষের দিকে হেঁটে গেছি-বৃথাই
তারা কিন্তু-কথা দিয়ে কথা রাখেনি কিউ-ই...
তাই, ফিরে গেছি নীরবে
নিজস্ব বোধের গভীরে...

শিক্ষা- এম.এ
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

দালানে যখন

শৈলেন্দ্রনাথ বসু

আমি দালানে অন্ধকার সইতে পারি না।
ঘর বলো, জানলা, এমন কি কড়িকাঠ
যেগুলো গুনতে গিয়ে বয়স কখন মাঠ।

যেন আগুন দেখতে লজ্জা অনেক দূরে হাঁটা
অচেনা নয় ফুল ফোটার অনিদ্র অসুখ
কত না সহজ আরক্তিম স্বাদ।
আমি জানতাম দালানে কেউ ছিল না,
আমি জানতাম হাওয়া হিংসুক না।

আমি বলতাম নরকে যাব না—
অথচ মোড়ের ঘড়িতে ঘন্টা বাজল
সময়ের কণ্ঠনালী টপকাতে হাসল লাল
এবং প্রত্যঙ্গের শহরেতে লজ্জিত সকাল।
ঘর জানলা খুঁজলে মেলে, দালান মেলে না,
যেমন সব থেকেও কিছু না, কেন না বলেছি
আমি দালানে অন্ধকার সইতে পাবি না।

পেশা - চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ - ৯টি

ঋতুফুল
শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভালো করে চুনকাম করবো বাড়িটাকে।
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়ানো ছিটানো
ভাঙাচোরা ফাটাফুটো সব সেরে নিয়ে
ফিরে যাবো, শক্তি বল বীর্যে দীপ্ত
সুন্দর সেই প্রথম যৌবনে।

প্রভাত সূর্যের রক্তিম আভার মত
অনুরাগে রাঙা সেই স্বপ্নময় স্বর্ণঋতুটুকু
উপেক্ষিত অযাচিত অপ্রার্থিত রয়ে গেছে
ঋতুফুল ঝরে গেছে না ফলিয়ে ফসল—

তবু ঘন সবুজ রয়ে গেল বুড়িয়ে গেল না।

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ৫টি

হাত

শৈলেনকুমার দত্ত

কেমন পিপাসা বলো হৃদপিন্ড এমন উদ্বেল!
গোপনে মুখোস টেনে কারা কারা ছিল পলাতক
তারই এক শ্বেতপত্র ঘোষণার ছলে
নির্বোধ প্রেমিক যারা তারা সব আজ সমবেত

ফলাফল জানা গেছে বর্ণময় মিছিলের শেষে
যে কিশোরী ধরেছিল বিজয় পতাকা
তার রক্তে স্বেদবিন্দু...ক্লেদজকুসুম...

তবু দেখো ঘুমঘোরে এখনও সুষমা
এমন সম্পন্ন হাত এর আগে দেখিনি কখনও...

শিক্ষা- এম.এ
কাব্যগ্রন্থ- ৬টি

শব্দদ্রুমে যেন পুষ্প

শ্যামল মুখোপাধ্যায়

কিছু শব্দের শরীর নিয়ে প্রসূতির যন্ত্রণায় আছি।
যা ছিল প্রেমের মতো, একান্ত আড়ালে,
রূপের আধারে তাকে দৃশ্যে চেয়ে প্রত্যক্ষত অনন্তরালে
শব্দের জন্ম চাই, স্বাধিকার, আত্মজ ভাবনার আছি।

প্রতিটি শব্দে আমি সই করে দেব, সন্তানের মুখে
যেমন স্বাক্ষরিত বাবা-মার মুখের আদল,
যেন পলকেই বোঝা যায় কার শব্দ ঝঙ্কারিত বুকে
কার শব্দ রৌদ্র চায়, বসন্ত বা ধারার বাদল।

শব্দ চাই, আত্মজ ভাবনার শরীরের মতো
শব্দদ্রুমে পুষ্প চাই, পুষ্প, শত শত।

সাফল্য
শিশির সামন্ত

ধানাইপানাই করে, ভেসে থাকতে কি. কথা বলতে কি
গল্প তৈরি করে দিতে, রাস্তা ছেড়ে উঠে এসে
ফুটপাতে তৈরি করেছিলো সংঘ।

বসে পড়ে হোর্ডিংও টানানো, তারপর ভানুমতী
ইচ্ছে মতো যুক্তি দিয়ে সাত পাঁচ পঙক্তি লেখা
দলবৃত্ত সরলতা।

বলো ভানুমতী, বলো যুক্তি কথা, তারপর বলো
ধ্রুপদী সংগম থেকে ধর্ষণের তফাৎ কতোটা।

অপরাধী বেঁচে থাকতে কি পারে, ধনঞ্জয় মৃত্যুদণ্ড পাক,
ধানাই পানাই, এসময় ভেসে থাকে রাস্তা জোড়া ফুটপাত

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)

প্রবেশ কিংবা নিষ্ক্রমণ

শেখর রায়

যেদিক থেকেই হোক প্রবেশ কিংবা নিষ্ক্রমণ
কাটবে তোকে দুখান করে বিষকুঠারে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়।

উড়বে চিতার রূপালি ছাই
নিথর শ্মশান কাঁদবে একাই অন্তরে বাহিরে তোর।

প্রবেশ কিংবা নিষ্ক্রমণ যেদিক থেকেই হোক।

ঘরে যেতে চায় না কেন মন!
হাতছানি দেয় নীল পাহাড় সবার নিমন্ত্রণ।

ঘরের মধ্যে সাজিয়ে রাখি ঘর চৌপহর
পায়ের নিচে বিছিয়ে রাখি ঘাস বিচালি খড়—
পাথর-পেট, ক্ষুৎপিপাসা অস্থি জরতার।

নিহিত পাতাল দূরের মরীচিকা
এর চেয়ে নেই নীরব কিছু দীর্ঘ যবনিকা।

এ যেন সেই নিজের সঙ্গে
নিজেরই এক যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা
সামনে জীবন পিছন থেকে মৃত্যু মারে ঠ্যালা।

তবু যেতেই হবে
প্রবেশ কিংবা নিষ্ক্রমণ যেদিক থেকেই হোক।

হাতছানি দেয় নীল পাহাড় সবার নিমন্ত্রণ।

পেশা- ইঞ্জিনীয়ার

আমরা মানুষ

শৈলেন সাহা

ইতিহাসের ডাস্টবিন ঘাঁটলে
জীবন সংক্রান্ত
শুধু তাই বা কেন
পৃথিবীর অপ্রকাশিত অনেক ঘটনাই
আমাদের নাগালের মধ্যে পৌছবে;
ভাবনার আসমুদ্র হিমাচল ভ্রমণের মধ্যে
তিক্ততা না থাকুক, অবসন্নতা আছে—
আমরা বেঁচে নেই, এই অভিজ্ঞতায়
আমরা প্রবীণ।

তবু সন্ধান আমাদের চলবে;
আমরাই আমাদের অভিধান,
আমাদের টু কপি,
আবার ফাইলে বাঁধা জীবন বোধের
কারণিক সংস্করণও আমরাই।

তাইতো আমরা মানুষ,
ইতিহাসের সাইক্লোস্টাইল।।

পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ১৩টি

কান্নার কোরকগুলি

শান্তি রায়

কান্নার কোরকগুলি ফুটে ওঠে একে একে ঃ
হাহাকারের লাবণি ঝলকায় বৃতির ভিতর
সুখের সিংহ-দরোজায় বাঁধা থাকে দুর্মদ স্বাস্থ্যবান ঘোড়া।
...ঘোড়ার কেশর
—লোকলস্কর পাইকপেয়াদা সান্ত্রী ও সেপাই—
কোন্ অথৈ সঙ্গমে ভেসে যায় আমার কবিতার রেণু
অনাবিল ভেসে ভেসে যায়...!

আমি কি দেখেছি তার ফুটে ওঠা সারারাত্রি জাগরণে?
দেখেছি অপাপবিদ্ধ ভালোবাসায় কেমন উন্মুখ থাকে
হৃদয়ের রজনীগন্ধা তার মিহিন আসব—
চাঞ্চল্যের ভোর পরাগমিলন ঃ
কিছু তার খোঁজ পায় চিত্রল প্রজাপতি,
শান্তশীল বিবাগী ভ্রমর।

আমারি বুকের ভিতর কান্নার কোরকগুলি
ফুটে ওঠে একে একে
সান্ত্বনার মরমী বাগানে...!

শিক্ষা- এম.এসসি
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ - ৫টি

চোখ

শঙ্কর বসু

ওই সর্বস্ব চামড়ায় ঘেরা শিশুটির চোখদুটো দেখেছ?
ও দুটো তো পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করছে
ওখানে আছে শুধু এক আকাশ খিদে

ওর হাতে-গোণা পাঁজরগুলো দিয়ে কি বজ্র তৈরি হয়েছিল
যা কি না এই পৃথিবীটাকে শাসন করত?
ওর বিশাল চোখদুটোয় জমে আছে দুটো ক্রেটার, যেন
সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে আগুন আর লাভা
জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে যত টি.ভি. কমপিউটার আর ডিস্কোথেক
তারপর ওই চোখদুটোয় ভাসবে শুধু মেঘ রোদ্দুরের খেলা

ওতো জানে না পূর্ণিমার চাঁদ
ওতো জানে না খেলনাপাতি
ওর জন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই
আছে শুধু দীঘির মত দুটো চোখ
আর পাঁচবছরের হা-পিত্যেশ খিদে

ওর জন্য স্বপ্ন নয়
ওর জন্য কবিতা নয়
চাই শুধু দুমুঠো ভাতের গন্ধ
আর একটুকরো পোড়া রুটি।

শিক্ষা- পিএইচ. ডি
কাব্যগ্রন্থ- ৭টি

মির্জা গালিব
শান্তি সিংহ

নেশার জন্যে সুরা-সাকি চেয়েছিলে, গালিব
এখন দিশা নেই নেশার, তুমি আজো জেগে আছো!

গজলের সুরে তোমার হৃদয়ে জেগেছে ঝর্ণা
আঁধার রাতে ঝোড়ো হাওয়ায় নেভেনি দীপ!

যাদের তুমি উঁচু গলায় ফটকের ওপারে রাখতে
চোরের মায়ের কান্নায় তারা আজ দেশ ভাসায়!

ভালবাসা আনারকলি, সিপাই বুলবুলির শিস
তার রূপ-রস কীভাবে পরখ করেছ, গালিব!

সুরার সঙ্গে তোমার ছিল মহব্বত আর আশনাই
তার বেদনার রঙে তোমার হৃদয় গিয়েছে ভরে!

সিরাজির পাত্র হাতে তোমার পাশে ছিল বাদশা-উজির
তারা শূন্যে মিলিয়ে গেছে, তুমি আজো বেঁচে আছো!

সুর্মা আঁখির মেহফিল আজ গুমরে-গুমরে কাঁদে
তোমার কবরের সবুজ ঘাসে আজো ঝরে শিশিরবিন্দু।

তোমার অহঙ্কারের মাংসলোভে কত কুকুর করেছে ঘেউ ঘেউ
তাদের বেওয়ারিশ বাচ্চারা লেজ নেড়ে তোমায় কুর্নিশ করে!

সারা হিন্দুস্তান তো তোমার পেয়ার-মঞ্জিল
দু'শ বছরের জন্মদিনে তাই ফেনিল হয় লাল গোলাপের প্রলাপ!

শিক্ষা- ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিপ্লোমা
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৭টি

ভিখিরির গল্প
শংকর চক্রবর্তী

ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসে, কোথাও মন্দিরই হবে নিশ্চিত, ভিখিরিরা বসে থাকে
দূর থেকে না-দেখার ছবি স্পষ্ট হয় না তেমন
ভিখিরিরা সত্যি কোনও ভিখিরি ছিল না আগে, তাণ্ডবের পরই ওরা ভেসে এসেছিল সব
হাঁটু ভেঙে নামাজের ভঙ্গি কিংবা প্রার্থনায় বোঝা যায় কিছু ভিক্ষা প্রয়োজন আছে
আমি ফের কল্পনায় হেঁটে যাই, সিঁড়ি বেয়ে উঠি আরো ঘোর উচ্চতায়
কাউকে দেখি না, কিছু সিঁড়ি লাফিয়েছে দ্রুত—কোনও পরিচিত মুখ, কেউ এসেছে কি?
যদি আসে, এই ভেবে গাছ, ফুল সমারোহে হাঁটাহাঁটি করি, হেঁটে ক্লান্ত হই শেষে
ভিড় ঠেলে নেমে আসি, তখনো আসিনি, মাত্র মাঝামাঝি সিঁড়ি গুনে দেখি আটান্তর—
খিচুরির গন্ধ ভেসে আসে, আজ মহাভোজে সারি সারি ভিখিরিরা, ভালোবাসা চায়
একফোঁটা তণ্ডুলের-মতন যা কিছু পাত্রে এসে পড়ে, শব্দে মুখ তোলে শূন্য আকাশের দিকে
আকাঙ্ক্ষায় তাকিয়েছি, চোখে রেব্যানের কালো চোখ, কপালে লম্বা টিপ
শান্তি প্রক্রিয়ার কথা শোনায়, নিজের হাতে পরিবেশনায় থাকে বহুক্ষণ, আলো নিভে আসে
যে যার সমুদ্রে মিশে যাওয়ার ঢের আগে সেও আরো একবার নিজস্ব পতাকা তুলে দেয়
রাতে রবীন্দ্রসংগীতে ভিখিরিরা ঘুমোয় নিশ্চিত।

গ্যাসচেম্বার

শিউলি গুহ

হিটলারের গ্যাসচেম্বার
কত বড় ছিল দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, উচ্চতায়?
বই-এর পাতায়, টিভির পর্দায়
উলঙ্গ সেইসব নারী, পুরুষ, শিশুর কঙ্কালের দিকে তাকিয়ে
শিউরে উঠে চোখ ঘোরাতেই
দৃষ্টি আটকে গেল আরও সার সার কঙ্কালের ওপর—
নতুন চেম্বারে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে থাকা
সজীব কঙ্কালের ওপর।

এ চেম্বারের কোনও চৌহদ্দি নেই,
নেই কোনও ভৌগোলিক সীমানা।
নাইজিরিয়া থেকে নেদারল্যান্ড
আর্জেন্টিনা থেকে আন্দামান
টোকিও থেকে টাকী
ইন্দোনেশিয়া থেকে ইরাক
প্রায় গোটা পৃথিবীটাই এই চেম্বার।

মৃত্যু এখানে সময় নিয়ে আসে।
গ্যাস খরচের বিলাসিতাও এখানে নেই।
উদার মুক্ত বাজারে শুয়ে বসে
ধোঁয়াটে দৃষ্টিতে শূন্য খোলেন,
খটখটে নদী, শব্দহীন কলকারখানা দেখতে দেখতেই
সটান পৌঁছে যাওয়া যায়
মৃত্যুর দোরগোড়ায়।

যাবার আগে কাকলাসেরা
হাড়ে হাড়ে বাজনা বাজিয়ে গান গায়,
'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান',
একবিংশ শতাব্দীর গ্যাসচেম্বারে।

হিটলারকে কিন্তু আত্মহত্যা করতে হয়েছিল।

শিক্ষা- এম.এ
কাব্যগ্রন্থ- ৯টি

জীবন যাপন

শেফালী চক্রবর্তী

পরিতৃপ্ত হয়ে গেলে পাশ ফিরে শোও
প্রেমহীন-সহবাসে দিন কেটে যায়।
জ্বর গায়ে চুলা জ্বালি বিনিময়ে ভাত
আমার বঁধুয়া যায় আন বাড়িটায়।

খসে খসে পড়ে আজ হৃদয়ের জোড়
অপমান-দাহে ভাত মুখ বুঁজে খাই
একা ঘরে চুপি-চুপি বলি আত্মজাকে
শ্যাম সোহাগের ছলে ভুলিস নে রাই

দু-মুঠো ভাতের জন্য এ বৈধ আশ্রয়
বৈধ না হলে মেয়ে নষ্ট হয়ে যায়
নারী-স্বাধীনতার এত আস্ফালন মিছে
হাহাকার রাতে মেয়ে কতটুকু পায়...

শিক্ষা- মাধ্যমিক
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ২টি

মানুষের মতো...
শংকর রুদ্র

স্বাধীন দেশেও মানুষের বিপন্নতা এত!
জল চাই, আলো—আরও আলো... পাড়াগাঁয়ে পথ-ঘাট প্রায় যে কে সেই
বর্ষায় দুর্দশা, ধুলো ওড়ে জমে চৈত্রের বসন্তের দিনে—
সুখী বিজ্ঞাপন কত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের!

ওদিকে ভাঙা ঘরে অভাব ছুটে বেড়ায় বাঘের মতো,
জীর্ণ ছাউনি যত বেসামাল দামাল বাতাসে;
মানুষ মাফিয়া হলে ঝড়ের মতো নির্দয়—নির্দয় থাকে;
অবাধ্য রোদ আঙিনায় জুত করে বসে।

পাঁচের সুরজমণি, বিরশার সাড়ে তিন,
এমনি আরো অনেক ছেলে-মেয়ের স্বপ্নহীন চোখ
অপুষ্টির বিস্তীর্ণ ক্যানভাসে; বেঁচে থাকা সুখের নয়—
ধু-ধু মাঠে ঘাসেরা যেমন মরণাপন্ন থাকে।

ভাতের আশ্বাস যেন—শিমুলের তুলো ওড়া অজানা সফর;
বয়স্ক গাছের অভাব, খুন হয়ে গেছে কত—কতদিন আগে,
হা করে পড়ে আছে মাঠের পর মাঠ—
অসহায়—বে-রোজগেরে মানুষ যেমন।
আমি একদিন সেই গ্রামে অতিথি তাদের,
সব কিছু ভুলে নিকানো উঠোন জুড়ে—
মেতে উঠেছিলাম গানে গানে-মাদলের তালে,
গভীর ব্যঞ্জনা তার;
সহজ জীবন যত সবুজ পাতার মতো মুকুলের সুঘ্রাণ ভরে।

আমার সহরের ঘরে কত যে অসুখ! ফাঁক আর ফাঁকি;
সুখের খোঁজে হয়রান, স্বজনবিহীন, কতদিন পর পাড়াগাঁয়ে আনন্দ উচ্ছ্বাস—
মানুষের মতো বাঁচা হ'ল অন্তত একদিন।

চাঁদের মত সব শরীরীদের

শম্ভু রক্ষিত

চাঁদের মত সব শরীরীদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শৈবালেরা এখানে ধরে রেখেছিল
নীলনদের শকুনদের মত তাদের ঘাড়, পিঠ
অন্ধকার ওঠে চাঁদের পাহাড়ের নিচে শিকড়েরা
তাদের বিশ্বাসী পানপাত্রগুলোকে তুলে রাখে
পুনরাবর্তনের নিয়মের মত শৈবালেরা
আপেক্ষিক সার্বভৌম নিয়ম আবিষ্কার করে
তারা বামন, তারা মানুষের চোখ নাক মুখ আঁকা একটা হাঁড়িকে
'মৃত্যু জন্মের আর এক নাম' উচ্চারণ করে
কোনো ক্ষেতের মাঝে পুঁতে রাখে
মহাজাগতিক যাত্রার জন্য মেঘ ওড়ে
পাথরের মূর্তির মত শক্ত হয়ে আকাশ পরিক্রমা করে পুরুষেরা
এবং শৈবালেরা এক অদৃশ্য বাধায় এসে
ফুলগাছেদের জীবনের ছন্দ পরীক্ষা করে; ঘ্রাণ, লবণ নেয়
অদ্ভুত ভাঁল লাগায় ফলগাছেদের হাত, পিঠ
শিকড়দের ভৌমমাপকাঠি নিয়ে শৈবালেরা
ভূগর্ভের গভীর আঁধারে দৃশ্যদর্শনের গবেষণা করে
জীবতাত্ত্বিক বেলুনেরা বড় বড় পাথর তুলে নেয়
ফুলগাছেদের ছায়ায় শব্দ। ভূগর্ভ কাঁপে
প্রকৃতি কেমন ক্রমশ বাঁদিকে চলে আসে
ঝামার মত ছিদ্রবহুল সমুদ্রের ভিতর ভ্রূণেরা
পৃথিবীর অন্তচ্ছদ থেকে আলোর ছুট ও শুয়োরের মাংস তুলে এনে
বিধ্বস্ত সৌরগোলকের নিচে গুঁড়ি মেরে শুয়ে থাকে
বেলুনবাহিত সূর্যপর্যবেক্ষক বৃত্তাকারে সূর্যের উপর গিয়ে পড়ে
পরক্ষণেই ভূগর্ভের গভীরে স্থির হয়ে বসে
চাঁদের মত সব শরীরীদের সারা অঙ্গ শুঁয়া দিয়ে ঢাকা
রহস্য পিঠ। বালির প্রাসাদ ওড়ে
কারা যেন মহাশূন্যের নিচে গড়িয়ে পড়ে যায়

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

পাথর

শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ

কখন জ্বলছি কখন নিভছি কে তার হিসাব রাখে,
হৃদয়পাত্র ছিদ্রপ্রবণ ইচ্ছা-ছিদ্র আঁকে।
জল পড়ে যায় জল পড়ে যায় তবুও শঙ্কা নেই
কতদিন মাটি পা ছুঁয়ে দেখেনি আপশোস শুধু এই।

জানালা দরজা ক্রমশ বুঁজছে বাহির আসে না ঘরে,
ঝাপ্টানো হাওয়া বলতে আসে না মন যে কেমন করে।
চোখ থেকে জল কীভাবে গড়ায় চোখ ভুলে গেছে তা কি?
উত্তাপে ভরা কপালরা বলে হাত রাখা আছে বাকি।

পোশাকের পর পোশাক চাপাই মন যায় নীচে আরো
ভিতরে তরল যতই তাতাই কিছুতে হয় না গাঢ়।
জ্বলছি নিভছি জ্বলছি নিভছি বয়ে যায় শুধু কাল
অতল গুহায় প্রহর কাটায় পাথর অন্তরাল।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

এমনি এক জীবন চাই

শ্রীকর নন্দী

অজস্র হিজিবিজি আর আঁকিবুকি-ভরা
পাণ্ডুলিপি থেকে বেরিয়ে-আসা নিটোল কবিতার মতো—
এমনি এক জীবন চাই!

পাহাড়ের মতো যার মাথা ছুঁয়ে থাকে আকাশকে;
যার মূল গেঁথে থাকে পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডে!
যে-জীবন তরল লাভার উত্তাপে পুড়েও
উদার জ্যোতিষ্কলোকের নিমন্ত্রণে ভোজ খায়!

এমনি এক জীবন চাই :
যার পাথুরে ধৈর্যের বুকে,
অসংখ্য সবুজ গাছ শিকড় গাড়ে!
সূর্যের সান্নিধ্যে এসে যে-জীবন পোড়ে না;
গ'লে জল হ'য়ে যায়—
নদী হ'য়ে ব'য়ে যায় দেশে-দেশান্তরে,
সবুজ শস্যের নিশ্চিত আশ্বাসে!

অজস্র হিজিবিজি আর আঁকিবুকি-ভরা
পাণ্ডুলিপি থেকে বেরিয়ে এসো কল্পনা আমার!
যার মাথা ছুঁয়ে থাকে আকাশকে,
আর যার মূল গেঁথে থাকে পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডে।।

শিক্ষা- বি.এসসি
পেশা- গৃহবধূ

মাতৃত্বকে বরণ

শিপ্রা সরকার মজুমদার

নিশুতি রাত
        গর্ভস্থলে আলোড়ন
প্রসব যন্ত্রনার মুক্তি
কান্নার অন্তরালে পৃথিবীতে আগমন।
দৈববাণীর পূর্বাভাস
বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের অন্তরালে
বৃহৎ গবেষক অথবা
        বৃহৎ বৈজ্ঞানিক কিংবা
বৃহৎ বিশেষ একজন।
        নারীত্ব থেকে মাতৃত্ব—
মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ।
        পিতৃত্বকে মলিন করে
স্তব্ধ নারীত্বের অপমান;
        মাতৃত্বকে নমস্কার।

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- অধ্যাপনা (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

বিষণ্ণ প্রবাস

শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি যখন আমি
সে আমাকে দেখেও দ্যাখেনি;
বাঁশির পরে আনত চোখ ঘুমিয়ে আছে রাধা
ঘরের সাথে বার মেলাতে সুর যে শুধু সাধা;
কোথায় যে তোর আপন ঘর সারা জীবন খোঁজা
অযুত নিযুত ইচ্ছে বাড়ী খোঁজা নয়তো সোজা;
তোর তো শুধুই মানস ভ্রমণ নিজেরই অন্তরে
বুক জ্বলে যায় ভালবাসার মাঠে তেপান্তরে;
মায়ার চাদর পাড়ের কাঁথা ভুল স্বর্গে বাস
নারী, তোর সারা জনম বিষণ্ণ প্রবাস।।

শিক্ষা- স্নাতক, বি.এড
কাব্যগ্রন্থ- ৭টি

টান
শিখা সামন্ত

ছেঁড়াখোড়া পাতাগুলো হাওয়ায়
উড়িয়ে দেব, কতবার ভাবি
ছেঁড়া পাতাগুলো পথে ছড়িয়ে দেব, ভাবি
ছেঁড়াখোড়া পাতাগুলো কাগজের নৌকো
বানিয়ে জলে ভাসিয়ে দেব ভাবি

পারি না।

ছেঁড়া পাতায় লেগে আছে পাপড়ি মেলা
সকালের গন্ধ, ঝরে পড়া বিকেলের ছবি
আনন্দের ছোঁয়া, অশ্রুর দাগ
স্মৃতির কৌটোয় ভরা সুগন্ধির আতর

আরো কিছু।

ছেঁড়া পাতাগুলো হাতের মুঠোয় ধরে রাখি
থাক না, যদ্দিন আছি।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ৫টি

ছবি

শীতল চৌধুরী

কত কিছুই ছবি হয়, সাদাপাতা রঙ ও পালিশে ঝাঁকিয়ে
বসে মেধার ভেতরে; নীলডুরে শাড়ি পরনে বোবা মেয়েটিও
উঠে আসে, তার ফুলআঁকা স্তন কথা বলে, চুলের রাশি
তার অহরহ গান গায় রঙে ও মেধায়; পরতে পরতে কত
সুখ জড়ো হয়—জলের তলদেশে শিকারী যুবক
মোহমুগ্ধময় চেয়ে চেয়ে চাখে সব ছবির পালিশ। যেন
আরও বৃষ্টি, আরও রোদ চায়, হৃৎপিণ্ডে তার দ্রিমি দ্রিমি
বেজে ওঠে খোল। তুমুল ঝরণার স্রোতস্বিনী নদী ছুটে
আসে, পাহাড়ি রূপসীপাখি সেও আসে এক পরিপূর্ণ
আনন্দের অমোঘ মহিমা নিয়ে; তারাও ছবি হয়, জন্ম
হতে থাকে অজস্র মেধার কীর্তনে এক রঙিন বিশ্বলোক!
ছবি পায় জাতধর্ম স্বভাব ও চরিত্রে; কত কথা নিয়ে
ঈশ্বর তখন ছবির ঈশ্বরী!

শিক্ষা- বি.কম, বি.এ
পেশা- চাকুরী

জ্যোৎস্নায় আঁচল

শৈলেন রায়

মমতা ঘুমিয়ে আছে
রুটির গন্ধে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়
একদিন সেও ছিল স্বপ্নের উজ্জয়িনী বালা।
শীতের শিশির মুছে দিত ওর মলিন মুখশ্রী,
ইছামতী নদীতে কাপড় কাচতো বিরামহীন;
তার রূপ দেখে রৌদ্রদগ্ধ হয়েছিল
আঁচল জড়িয়ে জ্যোৎস্নায়—
এখন সে চাঁদমুখ দ্যাখে আয়নায়।

শিক্ষা- বি.এ
গ্রন্থ- ৮টি

আমার ভাষা
শিখা সমাজপতি (বন্দ্যোপাধ্যায়)

কূজনে পূজনে বিহগ গায়,
মেঘ মল্লার কলাপের শোভায়,
গুঞ্জে গুঞ্জে অলি শাখায় শাখায়
পূর্ণিমায় পূর্ণশশী নিশিকে হাসায়।
সুন্দরী ঝরনা পাহাড়ের কোলে
নদীতে পানসি দোদুল দোলে,
আমার দেশে আমার ভাষা
কে দেবে তার মর্যাদার আশা।

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

মায়াময় এসরাজ

শ্যামলকান্তি মজুমদার

চিবুক ছুঁয়েছে মায়াময় এসরাজ
লাবণ্যে ঘেরা চোখদুটি ছায়ামৃগ
শাল-শিশু-আর পিনাসের পথ ধরে
হেঁটে আসে রোদ বৃষ্টির পায়ে পায়ে।

এলোমেলো হাওয়া বুকে কাজলের ঢেউ
পাঁজরে ও দাঁড়ে থির বিজুরির খেয়া
পারাপার চলে নভ-নীলিমায় দূরে
মুখোমুখি স্রোত, ঘূর্ণি ও পাটাতন।

মনসবদার

শান্তি বিশ্বাস

শোন মনসবদার! নিজেকে অনেক বড় ভাবতে পারো
আমার শেষ কথা শোন, ধরিত্রী অথবা ঈশ্বর
তার চেয়ে বড়ো নও তুমি কিছুতেই নও।
একহাত উপরে আর অন্য হাত নীচে
ধরিত্রী বলে, অ্যাটিলা দেখেছে বার বার
দেখেছে শকুনি দুর্যোধন হিটলার মুসোলিনী মিরজাফর,
তুমি হতে পারো হিংস্র দানব ওদের বংশধর
ধরিত্রীর কাছে নগণ্য তুমি ও তোমরা সবাই
গিলোটিনের অপেক্ষায় থেকো যুবকের চোখে আগুন আছে।
ঐ যে যুবক আমার বাংলার দামালের দল
ওদের চোখে অশ্রু দেখে নিজেকে ভেবেছো শক্তিমান
মাতৃভূমিকে ভালোবাসলে দু'চোখে অশ্রু নামে
যে অশ্রুতে আগুন আছে প্রয়োজনে শহীদ হয়।
সবুজ ক্ষেত শিশুর স্বপ্ন আর অনাগত প্রজন্ম
এই নিয়ে সারাবেলা, নতজানু শুধু ধরিত্রীর কাছে
করজোড়ে জেনেছি ঈশ্বর, তুমি এক সামান্য মানুষ
বর্গী আর বোম্বেটে জলদস্যুর মত হিংস্র তোমরা
ঐ সব হিংস্র দস্যুরা কেউ বেঁচে নেই
ওদের জন্য মানুষের বুকে ঘৃণা আর ঘৃণা,
আমার শেষ কথা শোন ধরিত্রী অথবা ঈশ্বর
তার চেয়ে বড় নও তুমি কিছুতেই নও।

প্রত্যাশা

শুভ্রা সেন

মরুভূমিতে মরীচিকার পিছনে ছুটতে ছুটতে—
আমি জলের সন্ধান পাই,
পাইনি আমি ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো খুঁজে।
হিমালয় ঘুরে ঘুরে
যেমন পাইনি আমার ইষ্ট দেবতার সন্ধান
তেমনি অজানা আমার ভবিষ্যৎ।
আমার এই জীবনে এখন প্রয়োজন এমন এক জনকে
যে আমাকে দিতে পারবে এক নূতন প্রেরণা।
আমাকে নিয়ে যেতে পারবে নূতন লক্ষ্যে
আমাকে দিতে পারবে এক নূতন জীবনের স্বপ্ন
জানি না এমন কেউ আছে কিনা এ জগতে
আমি তার অপেক্ষায় দিন গুনে যাবো।।

এই ধ্বংসে নবরূপ নির্মাণে

শিবশক্তি চক্রবর্তী

ধ্বংসের পরে আছে যে নির্মাণ
নির্মাণের পরে আবারও তো ধ্বংস,
কখনও কংসের শরীরে জাগে যে হিংসা
হিংসা শরীরে নামে, অনিকেত শান্তি স্বপ্ন নিয়ে।
কখনও স্থির মর্ত্যে জাগে অস্থিরতা
কখনও মাদকতা আসক্ত জ্বালাময় বিষে।।
ফিরে পাওয়ার আনন্দে নৃত্য করে,
বল হরিবোল মরণ চুকিয়ে দিলে পাঠে।
কখনও সোপান নিম্নে সিঁড়ি গুনি
মৃত্যুময় ভবিতব্যে কতো ওঠে আর্তনাদ
শৌর্য শক্তি, রাজার রাজত্ব ওঠে লাটে।
কতই না হন্তারক হীন মতলবী
কান্না হাসি জঠর যন্ত্রণা—
প্রতিদিন নামাওঠা সিঁড়ি ভেঙে
আকুল সে আহ্বান, এই ধ্বংসে নবরূপ নির্মাণে
আমি তার কণ্ঠ শুনি।

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড

টানাপোড়েন

শচীমোহন বর্মন

সান্দ্র তমস নিস্তব্ধতায়
ছোট ছোট পাহারাদার গাছগুলো
অপলক দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে
অশেষ অবসন্নতায় জোনাকির আলোয়
তারাকে উপেক্ষা করে
এড়িয়ে যায় গোপন মানুষের
সুপ্ত পদচারণার শব্দ
দেখে না আপন গন্ধে মশগুল
পচা গুঁড়ির সমাধি
দূরের জাগতে রহো চিৎকার
প্রহর পাখির কুহরা
শ্রবণে অধরা
আমি বহুকাল ধরে পথের পাশে দাঁড়িয়ে
অভিসারে যাওয়ার জন্য শুধু প্রস্তুত হয়ে আছি।

পেশা - শিক্ষিকতা

অরণ্য অন্ধকার

শ্যামলী দাশ

সময়ের মায়া কথায় স্বপ্নের করিডোর
সমুখে বিছিয়ে রাখে সুদীর্ঘ পথ,
কোন শৈশব আঙ্গিনা থেকে যাত্রা শুরু
অমৃত কুম্ভের সন্ধানে।
সৌখিন বিভ্রমের ঘূর্ণি স্রোতে
ভেসে যায় সাজানো হিসেব, শূন্য ঠিকানায়
হারিয়ে যায় অবিশ্বাসের ইউক্যালিপটাস,
অবাঞ্ছিত ব্যর্থতা, দীর্ঘশ্বাস অচেনা বৃষ্টিঝড়
গুপ্ত ঘাতকের মত নিয়ে অসীম অরণ্য অন্ধকারে।

গ্রন্থ- ২টি

ডলফিন সঙ্গীত

শংকর কুণ্ডু

কখন সকলে আমাকে নস্যাৎ করবে, সেই আতঙ্কে
স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। যতবার পাঁপড়িগুলো মেলে
ফুটে উঠতে চেয়েছি, আমাকে বৃন্তচ্যুত করে
ভাসিয়ে দিয়েছে : যা—জলে যা—অকূল দরিয়াগঞ্জে যা—

দরিয়া, দরিয়াগঞ্জ—আমারই মনের সমুদ্রকে
আবিষ্কার করে সহসাই পাগলের মতো ছুটে যাই,
ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো—নীল তিমি—অপাপবিদ্ধ ডলফিন—
এই অভিযানে আমি পেয়ে গেছি ডুব সাঁতারের অন্য অন্য মানে!

সুতরাং নস্যাৎ করো যতো খুশি, ভয় পাবো না...
এখন ডলফিনদের সাথে আকণ্ঠ আশ্লেষে মিশে যাবো—

আর ফিরবো না!...

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

অব্যক্ত

শান্তনু সাহা

কিছু কথা কাউকে বলা যায় না—

কিছু থাকে কোটরে বাক্স-বন্দী গোপনে
কিছু থাকে মানস সরোবরে পদ্ম কোরকে
কিছু থাকে কাঁচা হয়ে যন্ত্রণার জারক রসে
কিছু থাকে নির্জলা মেঘের স্মৃতি হয়ে
কিছু থাকে আলো-বাতাসহীন আঁধার রাজ্যে

কিছু থাকে জন্মান্তরের আকুল প্রার্থনায়
কিছু শেষমেষ চিতার আগুনে ছাই হয়ে যায়।

শিক্ষা- মাধ্যমিক
পেশা- চাকুরী

এক বৃদ্ধার কাহিনী

শ্যামল ধর

এক চিলতে ছাদের নিচে আশ্রিত এক বৃদ্ধা
উপরে খোলা আকাশের মুখ গোমড়া
অশক্ত শরীরের গ্লানিতে বিরক্তি ভরা
ক্ষীণ আশা বেঁচে থাকা উপজীব্য ভিক্ষা।

হয়তো বা কন্যা, নয়তো বা ছিলো বধূ—
মাতা তো বটেই, কিন্তু বিস্মৃতির অন্তরালে,
বিবর্ণ হয়ে যাওয়া দৃষ্টিতে ঝাপসা দেখা,
কানটি জাগ্রত একটি কন্ঠের অপেক্ষা শুধু।

রাতের বেলা মেতে ওঠে নরক গুলজারে,
উন্মাদের ক্ষত অঙ্গে যন্ত্রণা, চিৎকারে প্রলেপ—
বিলাপ বকা আধপাগলা, শ্রীহীন অন্ধ যুবতীর খোঁজে—
ভিক্ষু বিকলাঙ্গের দু-চোখের তারা খসে পড়ে।

অন্ধ গায়কের পথ দেখায় খঞ্জ সঙ্গিনী—
হারমোনিয়ামের পর্দায় এলোমেলো আঙুল,
বাইরের বাতাসে ভাসে ফাগুনের গন্ধ,
একটু খাপছাড়া হলেও বাজে সুর রাগিনী।

বৃদ্ধার কান্নায় পথচারীর সম্বিত ফেরে
সাবধানে রাখা ছিলো হাতপাতা পয়সাগুলো,
অবসন্ন শরীর, দুপুরে নেমেছিলো নিদ্রা--
তন্দ্রার ঘোর কাটে মদ্যপেরা নিলো সব কেড়ে।।

পেশা- চিত্রকর
কাব্যগ্রন্থ- ৭টি

স্কিপিং

শ্যামলবরণ সাহা

অন্ধকারে যাকে আমি সাপ ভেবেছি
তাকেই স্কিপিং-এর ছড়ি করেছে আমার মেয়ে,
লাফাচ্ছে আর বলছে—
কী মজা! আমি বড় হয়ে যাচ্ছি...

মেয়ে লাফাচ্ছে
ধুলো লাফাচ্ছে
পায়ে ছড়ি জড়িয়ে আমার মেয়ে
আছড়ে পড়ে ধুলোয়।

আমি চিৎকার করে উঠি ঃ
সাপ-সাপ!...

শিক্ষা- গবেষক
পেশা-চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

বকুল

শ্যামল নন্দী

এমন দিনে তুমি নেই বলে বকুল গাছ
নিপুণ হাতে বোনে ভালোবাসার হলুদ চাদর।
ধাপে ধাপে—কাছে যাই তার।
তার কোলে নীল সুখ...
আর আমার নত চোখে
দুঃখ ধোয়া জল ঝরে।

এমন দিনে তুমি নেই বলে জানালার পাশে বসি
বসে থাকি ঠায় অনন্ত কাল—ওপারে উদার আকাশ।
তবুও—আমার সত্তায় আলো জ্বালে।
বার বার নিঃসঙ্গ হতে গিয়ে
তোমাতেই খুঁজি আমার স্বদেশ।

এমন দিনে তুমি নেই
তাই বলে
বকুলের কাছে
আমি কি যাব?

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- চাকুরী

সন্ত্রাস
শ্যামল জানা

ভাঙা দরোজার সামনে রাখি এই খোলামেলা সন্ধ্যাটিকে।
হাতপাখায়, তুলে রাখি বাতাস। প্রয়োজনে ছড়িয়ে দেব,..এই মর্মে
কিছু নক্ষত্রও জড়ো করি ওই সন্ধ্যার কোঁচড়ে। তখনই পায়ের
ছাপ ফেলে ফেলে ছুটে আসে আলো। ভেতরে সন্ত্রাস। তারও
পদছাপ ওই দ্যাখো চাঁদের শরীরে লেগে। মেঘ পেলে সেও
ছোটে। ফলে, মেঘের সঙ্গে সন্ত্রাসের একটা সম্বন্ধ থেকে যায়।
আড়াআড়ি। আর, যদি শোনো সন্ধ্যার কোঁচড় থেকে নক্ষত্র
ঝরে পড়ার শব্দ, তুমি তাকাবে না মেঘের দিকে?

ঠিক এভাবেই একজন নিরীহ কবির ভেতরেও জন্ম নেয়
সন্ত্রাস। যেভাবে সূর্য আর চাঁদের মাঝখানে জন্মায়
অমীমাংসিত সন্ধ্যা।

শিক্ষা- বি.কম, বি.এ
পেশা- চাকুরী
গ্রন্থ- ৩টি

আশ্বিনের বেলা

শ্যামলকুমার বিশ্বাস

ওই ছুটে এলো মিশকালো—
যেন খেয়ে ফেলবে সব প্রাত্যহিক :
বাচ্চাদের ইস্কুলের গাড়ি আসবে না
কাজের মেয়েটা ডুব দেবে
দিদিমণির অনিবার্য অফিস কামাই

নাকি আঁরো গূঢ়তর অন্ধপ্রণামী কিছু
গেরস্ত-উঠোনে?

মুখ ব্যাজার পথচারী থমকে দাঁড়ালো চা-ঘরে
বিষণ্ণ ফেরিঅলা ভাবছে আরেকটা বাঁজা দিন
ভেজা কাপড়ের স্তূপে গিন্নিমার
চক্ষু কপালে...

আর তক্ষুণি টুক করে আকাশের কালো চাটু সরে
ভেসে যায় সীমাহীন মাখনের ফেনা
ছেঁড়া রুটিনের টুকরো আবার জুড়তে শুরু করে

নিভে যেতে যেতে এই বার বারে আশ্বিনের বেলা...

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা

কেবল খোঁজা
শফিকুল ইসলাম

কেবল খোঁজা চলে জীবন ভোর
শূন্যতা যা তার মধ্যেও থাকি
দোকানে যাও বাজারে সওদায়
শূন্যতা পায় ক্রেতা-বিক্রেতা কি?
অন্ধকারে কখনো জাগরণ
উদাস চোখে এদিক ওদিক চাওয়া
অভিযানের ধূ-ধূ সে মরুভূমি
আকাশ বয়ে স্বপ্ন হয়ে যাওয়া
হিসাব নিকাশ কি থাকে বাকি
শূন্যতা। তার মধ্যেও ফাঁকি।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- সাংবাদিকতা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

শুঁড়িখানার নুড়ির মধ্যে

শাহিদ আনোয়ার

শুঁড়িখানার নুড়ির মধ্যে
একটি গোলাপ ফোটে
একটি রেণু গর্ভে আমার
একটি রেণু ঠোঁটে।

একটি রেণু যাচ্ছে উড়ে
কালের বাড়ি পার
পানপাত্রে বাচ্চা বিয়োয়
মাতাল অন্ধকার।

শুঁড়িখানার নুড়ির মধ্যে
একটি গোলাপ ফোটে
কোন আকাশে গুনবো তারা
বুঝছি না তো মোটে।

হাজার তারার অন্তরালে
খেলছ তুমি আকাশ ব্যালে
তোমার জন্যে আমার ঘৃণা
গাইছো কি গান ব্যালেরিনা?

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- ব্যবসা

দলছুট
শ্যামলী গুহরায়

চিৎকার করে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে
ওরা ওদের মতকে জোর করে চাপাতে চাইছিল,
দুর্বিনীত, দুর্বৃত্তের দুঃসাহসিক ভঙ্গিতে
এগিয়ে চলছিল ওদের বৃহত্তর বিপর্যস্ত বিশৃঙ্খল লাইনটি।

বন্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রতিটি গৃহস্থের খোলা দরজা
অন্ধকার জানালায় ভয়ার্ত কম্পিত কৌতূহলী
কোটরাগত চোখগুলি ওদের লুকানো অস্ত্রের সন্ধান করছিল—

রাস্তার নালার পাশে ছিল সেই অদম্য সাহসী পাগলটা
যে চিৎকার করে ওদের গালি দিয়ে বলেছিল—
বং পাল্টানো গিরগিটি, গণশত্রু

ছাড়া পায়নি,—পাগলামির জন্যই তাকে মরতে হলো,

তার ওপর মতের জোর খাটেনি
অস্ত্রের জোর তাই তীব্র হলো।

শিক্ষা- পিএইচ. ডি
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

কপিলার মন

শান্তনু প্রামাণিক

আবার শুরু করো—দাহ মুছেফেলে ফের প্রবাহিত হও।
আলোড়িত—বাহিত হও ছবি, উপকূল রেখা ধরো,
দৃশ্যত অহংকারে আছে নদীর মদিরামাখা কুবের ও মালা
উপেক্ষা করেছে গৃহ-সংসার কপিলার মন, চরে বাঁধা
সে এক যাযাবর জীবন ভালবেসে—দূরে গেছে চলে—

বাঁধো তাকে যতবার, তবুও অসীম জলরাশি—শুধু ভেঙ্গে দেয়
খেলা করে দু'পারের সাথে—নিবিড় নীরব প্রণয় যত
জীবনের দুরন্ত বাসনা, কামনার সাথে তার বিরহলীলা
জানা গেল—নিজ শিহরণ ভালবাসে—কাছে ডাকে—
তবুও, তবুও দূরের নীলিমা বোঝে সন্তান স্নেহই মধুর মহিমা দেয়,

সেই স্নেহ অবসিত হলে, ফিরে চলো বন্দর অভিমুখে
অজানা তৃপ্তির সুধা বলে—এত প্রেম—এত প্রগাঢ় যন্ত্রণা।

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- শিক্ষকতা

পরীক্ষা

শিখা সাহা (দাস)

হেমন্তের পড়ন্ত বেলায় সোনালি রোদ্দুরে
বাতাসের কাঁপুনি
বিনুনি গাঁথা চুলে চিক্‌চিক্ করে মায়ের স্পর্শ
দই-এর ফোঁটা কপালে আশীর্বাদ ঝরে পড়ে
জীবন সংগ্রামে সফল হও।
শরীরে ইউনিফর্ম জড়িয়ে
কচিকাঁচা সৈনিক অনুশীলন শেষে
এখন পরীক্ষাগৃহে—
লাঙলের ফলায় সাক্ষরতার অনুশাসন
শুধু বড় নয়, জয় করতে হবে জীবন।
নিদ্রাহীন দুচোখে শিক্ষার পরিমাপ—
সাদা কাগজে হিসাব কষে
নীল'কালিতে বিচার হবে জ্ঞানের পরিধি
শংসাপত্রে লেখা হবে জীবন যুদ্ধের
কঠোর তালিকা
বিচিত্র শ্রমের অবশেষে নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ
অথবা অন্ধকারে রক্ত ঝরবে শরীর চুঁইয়ে।

গ্রন্থ- ৬ টি

জোর যার মুলুক তার

শংকর হালদার

জোর যার মুলুক তার, এ মিথ্যে
মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলতেন আমার বাবা;
আমি ইতিহাস ভালবাসতাম
মানুষে-মানুষে গোপন চাওয়া-চাওয়ি, ছদ্মবেশ, ভালবাসা
আমার খুব ভাল লাগতো
অথচ শেষমেশ
ভূগোলের মানচিত্রে বাবা-ই আমাকে আটকে দিয়েছিলেন
সেদিনও আমি বলিনি
বাবা এ আপনি কি করলেন?
আপনি না বলতেন, জোর যার মুলুক তার
এ মিথ্যে ডাহা মিথ্যে।

১৯৯১ সালের ২০ শে মে বাবা চলে গেলেন
ফুসফুসে ক্যান্সার পোকার বিষাক্ত কামড় নিয়ে,
পড়ে রইলাম আমরা
দিন ও রাতের পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে, সময় মাড়াতে মাড়াতে
আমরা কেমন অগভীর থেকে গভীরে পৌঁছে যাচ্ছি।

বাবা আজ কোথায় জানি না
এই এগিয়ে যাওয়ার দিনে, হাত পাতলেই জল
তালি দিলেই আলো সুইচ্ টিপলেই বাষ্পওঠা ভাত পাওয়া যায়
সেই এখন আবার পুরোনো কথাটা কেমন নতুন করে
হুবহু মিলে যাচ্ছে...হুবহু...জোর যার মুলুক তার
আরবের মানুষগুলো পথঘাট, গাছপালা, পুকুর, প্রাসাদ
ইউফ্রেটিস্ আর টাইগ্রিস নদী
একের পর এক পৃষ্ঠা হয়ে যাচ্ছে...ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে
জোর যার মুলুক তার...জোর যার মুলুক তার...।

পেশা- গৃহবধূ
গ্রন্থ- ২টি

ট্রাফিকের নিয়ম
শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস

এ সব ট্রাফিক আইন
বাঁয়ে চেপে যাওয়া
ডানে চেপে আসা।

স্বাধীনতা ভেঙেচুরে
গড়াগড়ি খেয়ে
উঠে যায় সূর্যাস্ত বিকেলে
সন্ধ্যামণি গাছে।

আঁধারের মুখ ছুঁয়ে
যাকে চিনি আজন্ম লালিত
খুব কাছ থেকে
স্বেচ্ছাচারী আকাশের মাঝে
নীলাভ তারার নীচে

নাদের আলি...
আমি কবে বড় হবো?

খোকা...
ফিরে আয়...
ডাইনে চেপে যেতে...
আসতে বাঁ...আ...য়ে ....এ...
এ-সব ট্রা-ফি-কে-র-আ-ই-ন।

শিক্ষা- এম.ফিল
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

ভাঙা-ছেঁড়া

শওকত আলী মণ্ডল

গাঢ় অন্ধকারে নিঃশব্দে
সভ্যতার পাড় ভাঙছে...
নদীর বুকে জমেছে
সাহারা মরুভূমি।

দলছাড়া পাখী
বুকে ছেঁড়া স্বপ্ন নিয়ে
মরুর বুকের মধ্যে পা ডুবিয়ে
চেয়ে আছে আকাশের দিকে...

একটা বুড়ো শিশু
নদীর তীরে বসে ঢেউ গুনছে...
অবিরত তীরে খেলাঘর গড়ছে-ভাঙছে
গড়ছে-ভাঙছে।

দিনরাত শুধু নিজেকে
দুমড়ে মুচড়ে টুকরো-টুকরো
করে ভাঙছি-গড়ছি
তবুও যেন তেল ও জলের মতো।

ইছামতী নদী আপন বেগে বয়ে চলেছে
ভাঙা নৌকা ছেঁড়া পাল
ছেঁড়া স্বপ্নের পশরা নিয়ে
আধখানা মাঝি
সূর্য ওঠার প্রতীক্ষায়
দিনরাত বেয়ে চলেছে হাল দাঁড়...।

পেশা- গৃহবধূ

মরুর গান

শাশ্বতী হোসেন

আজ আমার অবোধ চোখে নদীর গান
তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ কোন কাল?
নদীর ওপারে সব বৃষ্টি থেমে যায়—

আর ঘরের বাইরে
দারুণ রকম রোদ্দুর
কী সুন্দর বাউল সকাল!

দিন যায় দিন আসে
ফিরিয়ে নিই সব দীর্ঘশ্বাস
নদী যে একা খুব,

বলবো
আলোর কথা, দুপুর শেষের কথা
সুদৃশ্য পালতোলা নৌকা ডানাখোলা সারস আজ
বুদবুদ ইচ্ছের উপত্যকা ছুঁয়ে ছুঁয়ে

কেননা
আজ আমার দরিদ্র চোখে নদীর গন্ধ
আর ঘরের বাইরে
একটা রজনীগন্ধা পৃথিবী।

শিক্ষা- এম.ফিল
গ্রন্থ- ৩টি

প্রত্নতত্ত্ব

শঙ্খশুভ্র দেববর্মণ

মেঘ ভাসিয়ে বইল কত বেলা
বাতাসে ঠিকানা লেখেনি কেউ
বসন্ত বিজড়িত কৃষ্ণপক্ষেও ধূসর গ্রহণ
দর্শনে মোহিনী দিনরাত
মুছে ফেলে আতস কাচ
এখানে সোনালী ভ্রমরের ইতিহাস
শালপাতা হয়ে ঝরে ইতি উতি
করুণ গোধূলির মতো হিমলগ্নে
ক্ষত হয় অচিন নগরীর বল্কল
যত পাখি হারিয়ে যায়
বিস্তীর্ণ নীল সামিয়ানায়
একটি পালকও মেলে না কোথাও
মৃত সরোবরে শুয়ে থাকে কৃষ্ণ কমল
কুমারী টিলার উৎস মুখে
সুরভিত হয় প্রাচীন মৃত্তিকা গন্ধ
অমলিন উষ্ণতায় বেঁচে রয়
সজনীর প্রিয় অনুভূতি
শ্রান্ত উপত্যকায় আলপনা শিশির বিহানক্ষণ
অনন্ত সখী মৌন ছায়াপথ
প্রত্নতত্ত্ব কথা কয়।

শিক্ষা- উচ্চমাধ্যমিক
পেশা- চাকুরী

জাল

শ্যামল কুমার পাত্র

উড়ে যায়...পুড়ে যায়...মিশে যায়
রণিত দিন, চন্দ্রিত রাত, ছন্দিত প্রাণ

সে এক প্রাচীন বটবৃক্ষ। চারিদিকে তার
অসংখ্য ঝুরি ভরন্ত সংসার
মেঘেরা আমুণ্ড স্নান করায়
সূর্য শরীর জ্বেলে তাকে আগুন পোহায়
বাতাসও দু'হাতে সোহাগ করে

আমার প্রেত বসে তার কোটরে
নিশ্চল থাকে অপেক্ষায়...
ভরাট নিস্তব্ধতা জুড়ে বুনে চলে
এক নিটোল জাল

কখন যেন সে জালের নির্মোক ভেঙে
দশ দিক হতে ছুটে আসে তীব্র অমোঘ কোলাহল

দুরন্ত গতির সময় হঠাৎ স্থবির হয়ে
দাঁড়ায় আমার চারিপাশে
শুধু জেগে থাকে আমার কায়াহীন শরীর জুড়ে
মায়াবী সে জঙ্গম কোলাহল।

শিক্ষা- এম.এ, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা
গ্রন্থ- ৬টি

স্তাবক
শৈলেন্দ্র হালদার

মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি নি
বুঝিনি তোমার কত ধার,
তুমিই গ্রহণ করো প্রভু
বাধ্য এ গোলামের ঘাড়!

তোমারই আলো অন্ধকার
বরাতে তোমার বাজপাখি,
পৃথিবীর দুইটি শয়তান
বুশ ও ব্লেয়ার মাখামাখি!

তোমার ও কর্কশ কালো স্বর
হেসে ওঠে কাস্তের দাঁত,
সাপে ও নেউলে কত ভাব
কবিতা লিখেছেন পাস্তেরনাক।

ভোদকা-ডলারে কত সুখ
আরও সুখ বোমা টন টন,
কুর্সির প্রেমে দাও ডুব
আমাকে লজেন্স-লণ্ঠন!

শিক্ষা- বি.এ
গ্রন্থ- ৩টি

অন্বেষণ, শিকড়

শিউলি রায়

আমাদের পরিবারটি ছিল খুব বড়ো
যেমনটি ছিল আমার প্রপিতামহের
হাতে গড়া অশ্বত্থ বটগাছের শিকড়
চিনিয়ে দিতেন আমার পিতা
তাঁরও পিতা এইভাবে চেনাতেন
এখন যেমনটি আমায় দেখান
এই মাটি অরণ্য প্রকৃতি আর বাদাবন।

বড়ো বেশি শহরকেন্দ্রিক হয়ে পড়ি
ভুলে যাই মাটি অরণ্য প্রকৃতি—
আকাশ এখানে অনেক দূরের
কাছে পাইনাকো।

মাছ মারার শব্দ গুনটানা নৌকায়—
মেয়েরা বিকিয়ে যায়
আলো থেকে অন্ধকারে

একজন্মের ইতিহাসে
সব কিছু হারিয়ে যায়
থাকে বট অশ্বত্থের চারা...
প্রকৃতিও থেকে যায়...

পেশা- অধ্যাপনা

চেনা-জানা

শাশ্বতী মুৎসুদ্দী

বৃষ্টি আমি তোমায় চিনি
কোনো এক বাদল মেঘের
মিষ্টি হাওয়ায় সোনা হয়ে ঝরে পড়া।
বৃষ্টি আমি তোমায় চিনি
কোনো এক মিষ্টি মেয়ের
না বলা কতো চুপি কথা।
বৃষ্টি আমি তোমায় চিনি
রিক্ত হয়ে নিঃস্ব হয়ে
নতুন হয়ে বেঁচে ওঠা।
বৃষ্টি,
বলছি আমি তোমায় চিনি
তুমিও কি তাই চেনো নাকি!
এই আমাকে, এই তোমাকে?
জানি আমি, জানো তুমি
তবুও কী আর হয় গো জানা?
নতুনভাবে জানবো বলেই
আবারো সেই তোমায় ফেরা
ফিরে ফিরে হারাই যে তাই
জানার মাঝে অজানারে।
খুঁজতে গিয়ে অজানাতে
কী জানি তাই যাই যে ভুলে।

শিক্ষা- এম.এসসি, বি.এড
পেশা- শিক্ষকতা

বিনা রঙের ছবি

শম্ভু নাথ পড়্যা

সেদিন রঙ-তুলি ছিল না
আঁকতে পারিনি কোন কিছুই
আঁকতে পারিনি
কচি শালপাতার বুকে
সুগন্ধী শালমঞ্জরী।
আঁকতে পারিনি
গোলাপী আকাশের বুকে
নাম-না-জানা পাখির ডানা ঝাপটানি।
তারপর চোখের জল
কখন জ্যোৎস্নায় মিশে
একাকার হয়ে গেছে,
শ্যাওলা জমে হৃদয়ে,
এখন আঁকতে পারি সব
বিনা রঙেই।

শিক্ষা- বি.এ
পেশা- সাংবাদিকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

তোমার সড়কে নিঃসঙ্গ ঘুমাই
শরীফা বুলবুল

মধ্যরাতে তোমাকে খুলে বসি
আমার না লেখা খাতার মতো,
তোমাকে ভেবে তছনছ হই গোপনে গোপনে
আর তছনছগুলো লিপিবদ্ধ করি
হিম নীরবতায়।

তোমাকে ভেবে ছড়িয়ে দিই রোদ
চৈত্রের চৌচির মাঠে,
পরাজিত প্রেম নিয়ে মর্মান্তিক উড়ি
স্বরচিত স্বপ্নে ও জীবনে।

তোমাকে ভেবে তোমার সড়কে
অথৈ বেদনা নিয়ে নিঃসঙ্গ ঘুমাই
পৃথিবীর ধুলো হয়ে।

তোমাকে ভেবে অনির্ণীত
দুঃখের ভেলায় ভাসি
পুড়ে পুড়ে প্রেমের প্রজ্ঞায়
আমি এক ক্লান্ত কবি।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

সেই নারীমুখ
শিবাশিস দত্ত

জনারণ্যে উন্মুখ একজোড়া চোখ
বইমেলায় খোলা হাটে আব্বাস-মেলায়
নন্দনের মূষিক মিছিলে
মফঃস্বলী নারীমুখ খোঁজে

নারীমুখ কবিমুখ পুষ্করিণী চোখ
কল্পনার নরম আকাশে
আজও ভাসে ভাষার চাতুরি...
কাব্যের অন্তরালে ঢাকা থাকে
বিধ্বস্ত চীনের প্রাচীর
নাকি অবান্তর পরকীয়া প্রেম?
নক্ষত্রের আয়নায় দৃষ্টি বিনিময়
কায়াহীন স্পর্শসুখ
বসন্তের বাউল বাতাসে
গাঢ় করে নিঃসঙ্গতা
মফঃস্বলী নারীমুখ
আর কত শেকড় ছড়াবে
জনারণ্যে সঙ্গীহীন উন্মুখ চোখের
স্বপ্ন দিয়ে সমাধি বানাবে!!

শিক্ষা- বি.এ
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

মহাশূন্যের প্লাবন

শিপ্রা গাইন

নিশ্চিন্তে রেখেছো কঠিন বিশ্বাস
এই স্বচ্ছ কোমল বুকে
ভয় নেই...
বৃষ্টি হয়ে কান্না যদি সরিয়ে নেয়
পায়ের তলার মাটি
তবু মন-পবনের দাঁড়
উত্তাল ঢেউ সামলাবে;
তুমি শুধু একটু অপেক্ষা কোরো
ক্লান্তির অবসন্ন সময়ে
তোমার কাছে একবার ঠিক আসবো
সমুদ্রের ঢেউ গুনতে গুনতে...
আছড়ে পড়বো মোহনায়!
শেষ বারের মত তোমার ঘন বুকে
আরেকবার মুখ লুকোবো নিশ্চিন্তে;
তোমার বিশ্বাস আর আমার ভালবাসা
নিশ্চিন্তে পাড়ি দেবে—
শূন্যে...মহাশূন্যে...!!!

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- শিক্ষকতা

তোমাকে ভালোবেসে-২

শাশ্বতী দেবনাথ

তুমি যখন শিকাগোয়—
নীল সমুদ্র থেকে একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল আমার সাগরবেলায়—
রাতজাগা পাখিটা রিমিঝিমে গান ধরল—
উদাস হাওয়ায় মুঠিভরা আতরগন্ধ

তখন, দু একটা বকুল ফুটপাত বদল করে স্বপ্নচোখের তারায়
রঙিন ছবি এঁকে ফেলল—
এবং কথার মালা আর প্রেম ভেজা ঠোঁটে ঠোঁট রাখল—
সেই উষ্ণতা তোমার তোমাকে জড়াল—
তুমি থাকলে কিন্তু একটা গানই লিখে ফেলতে—

ওভারসীজ কল-এ তোমার গলা—মনখারাপ করে না বুঝি?

শুধু বেঁচে আছি

স্বপ্নিল চট্টোপাধ্যায়

এ বড়ো বিবর্ণ সময় কালো পেঁচার মত অন্ধকার
প্রেয়সীর চোখের নিচে সমুদ্র
ভিখারী এলে বলতে হয় আজ শনিবার
বাড়িতে অসুখ কিংবা মধ্যরাত

এ নিশুতি নরকে নৌকা ভর্তি সুখের কি যে প্রয়োজন?
তপ্ত নিশ্বাসের নাগপাশে
মাঝে মাঝে মনে হয় সব কিছুর উর্ধ্বে গিয়ে বলি—
কার পূজা তুমি চাইছ ঈশ্বর
জীবন না যন্ত্রণার

তবু মৃত্যু সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে
এখনও এখানে টিকে আছি
সে শুধু
সাদা শাঁখের সংসার জানব বলে।

চেতনা

শুভেন্দু কুমার দে

দু' ফোটা চোখের জলে সমস্ত ঝাপসা হয়ে যায়
আসন্ন সূর্যোদয়ের লাল-শিখায় নব কলেবর লাভের
সুযোগে সুদীর্ঘ লাইন—এতো প্রত্যাশিত থেকে যায়
তবে, কার জন্য নির্দিষ্ট করে বলা থাকে না, কিছুই
অনেকেই চমৎকার সামলে নেয় টানাপোড়েন
সবাই তো আবেগের কাছে হেরে গিয়ে তার স্থায়িত্ব
মানুষের ইচ্ছাটাকে নিয়ন্ত্রণ করে পৃথিবীর বৃত্তবলয়ে
না ভাবলে ফুরিয়ে যাবার কিছু নয়, চিরাচরিত দৃশ্যে
মানুষের ইন্দ্রিয় অনুভবতাই একই রকম পরিবর্তনশীল।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- গৃহশিক্ষক
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

তবু আমি পিছনে তাকাই
শাহাজাদ হোসেন

একটার পর একটা পাহাড় পর্বত সমুদ্র
পেরোতে পেরোতে এগিয়ে চলেছি
মাথার উপর রোদ্দুর পিছনে ছায়া।
মাঝেমধ্যেই যখন পিছনে ফিরে তাকাই
তখনি অনুভব করি
আমারই মৃত পরিজন ও বন্ধুরা
হাতছানি দিয়ে ক্রমশ পিছনে ডাকছে।

কখনো কখনো মনে হয়
পিছন থেকে কে যেন
ঘাড় টেনে ধরতে চায়।
তারা কি আমার আত্মীয় পরিজন?
নাকি সেই বন্ধুরা!
যারা সারাটা জীবন কাটিয়েছিল আমার সাথে।

চোখের পাতাটা ক্রমশ জড়িয়ে আসছে
অনুভব করতে পারছি
পিছনের ওই ছায়ার মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে তারা
ক্রমশ হাতছানি দিয়ে পিছনে ডাকছে।

মাঝেমধ্যেই মনে হয়
পিছনে তাকাতে নেই
তাহলে শুধু কষ্ট আর কষ্ট
কষ্টই পেতে হয়।

তবু আমি পিছনে তাকাই।

শিক্ষা- বি.এ
পেশা- চাকুরী

আমি কবি

শ্রীরূপ বিশ্বাস

আমি কবি তাই লিখি
মনে আসে যা, তা
লিখে লিখে ভরে ফেলি খাতার পর খাতা;
কখনো ভাবি রোমান্টিক, কখনো প্রতিবাদ,
কখনো ভাব ধরি রসিকতা।
আমি কবি তাই লিখি।
হয়তো ক্ষুদ্র, তবুও চেষ্টা হব বড়
তুলে ধরব আমার কবিতায়
সমাজের সকল প্রকার চিত্র;
আমার মনের সাধ লিখে যাব অনেক লিখব
মানব না কারও প্রতিবাদ।
আমি কবি তাই'ই লিখি।
জানি আমার লেখা দেখে করবে পরিহাস
তবুও, আমি ছাড়ব না লেখা
নিজেই নিজেকে দেব আশ্বাস।
আমি কবি তাই লিখি।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর

ফেরারী

শর্মিষ্ঠা তেওয়ারী

দিগন্তের, রক্তিম সূর্যকে বললাম, বিদায়
মৌনসূর্য জানালো জোরালো সম্মতি।
সবুজমাঠ—সোনালী ধানক্ষেত
অঙ্গ সঞ্চালনেই দিল বিদায় বারতা।

মা, তোমাকে প্রণাম করেছিলাম
তুমি বলেছিলে—'জয়ী হয়েই ফিরে এসো'।
নতুবা?—বলোনি।

বন্ধু, তোমাকে চোখের জলে বিদায় দিলাম
বুকের মাঝে এখনো হাহাকার।
তুমিও তো বলোনি একবার
'তুমি যেও না'।
বরং দুর্বিনীতভাবে বলেছিলে—দূর হয়ে যেতে।

দূর হয়েছি বহুকাল তোমার হৃদয় থেকে
দূরে এসেছি সবাইকে ছেড়ে
জয়ী হলাম কিনা ঠিক জানি না।
মা গো, তাই আর ফেরা হল না।

একটি বিষণ্ণ কবিতা
শ্রীজিৎ

স্বপ্নের সমুদ্রের মতো বুক
সিগ্রেটের শেষ ফিল্টারের অবশিষ্ট হয়েছে
তার বুকে হাত রেখে উঠে আসে ঝুরঝুরে বালি, থকথকে কাদা

বুকের যেখানটায় ঝুল, মড়া মাকড়সার মত
কিছু শ্বাস ফুরোনো খোলস, ভ্যাপসা হাওয়ায় দোলে

অনেক দূরে ছেঁড়াখোঁড়া মেঘগুলো...তখন আরো দূরে
ফাঁকা আকাশের বুকে, শূন্য শূন্য, শুধু

একা, ওপাশের অনুকার পাঁচিল ডিঙিয়ে রোদ
জঙ্গল, ঝোপের বাগানে হাঁটে, আশার শিশিরকে জ্বলজ্বল চোখ দেয়
ফড়িং-এর মরা ডানা যেন ঘুমন্ত হতাশা, শব্দহীন
সাপের শুকনো ছাল, হাওয়ায় কাঁপে, শামুকের বিবর্ণ খোলস
দেওয়ালে ফার্ণ, মস, নোনা লাগা ইট
নেমপ্লেটে অস্পষ্ট পরিচিতি

সন্ধ্যার কালো-হাওয়া ঝাউয়ের আঙুল নাড়ায়, চাঁদের গা ভেঙে কখন-ও
পুরোনো জ্যোৎস্না পাতা চুমে, মাটিতে পড়ে
লেখাগুলো চামচিকে হয়ে ওড়ে...রাত জাগা বিষণ্ণ অক্ষর
টেবিল যেন স্টেশন, অন্ধকার চাদর মুড়ি দিয়ে বসে
অপেক্ষার বেঞ্চে
রেললাইনে কান পেতে রাখি...দূরে
মাটি কাঁপিয়ে মাঝে মাঝে চলে যায় ট্রেন
হাওয়ার টানে উঠোন থেকে...সে দিকে উড়ে যায়
কিছু ছেঁড়া চিঠির পাতা।

শিক্ষা- স্নাতক

এক রিক্সাওয়ালার আত্মজীবনীর অংশ

শোভন মণ্ডল

ফিরে আয় বন্দনা
রাতের উঠোনটা খাঁ খাঁ করে
তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বলেনি কতকাল,
দেখবি তোর হাতের সেই লাউ গাছটায়
এত বড় বড় চারটি লাউ হয়েছে
তোর রান্নার লাউ-চিংড়ি, এখনো লেগে আছে মুখে
ফিরে আয় বন্দনা।
বহুদিন নিকানো হয়নি বারান্দা
দাওয়ার পাশে পিঁপড়ের ঢেলা
চাটুজ্যের গরুটা এসে ভেঙে দিয়ে গেছে বেড়া
সবকিছু বড় ছন্নছাড়া,
ফিরে আয় বন্দনা!
রিক্সাটাই আমার এখন সঙ্গী
কিন্তু সে কিছু বলে না,
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেও পারে না
উপোস করতে পারে না অভিমানে।

উলঙ্গ নদ

শেখ জিয়াউদ্দিন

আগামী বসন্তে প্রকাশ্যে চুমু খাব
এলো চুল ভাল লাগে
খোঁপা খুলে দেব
পাড়ায় পাড়ায় মোড়ে
স্টেশন চত্তরে
তুমি এলে ছোঁড়া গুলো
বিড়ি ট্যাপ্ করে
রিটায়ার বুড়ো সব সুনজরে চেয়ে
আলো শেষে বলে
কি দারুণ মেয়ে
এই ভাবে উৎসাহ সফলতা আসে যায়
সমাজেরই মেয়ে তুমি
যাপনের বিদ্যায়
দাঁড়িয়ে ঠায় দেখেছি শুধু
দেখেছি ঘুন পোকা স্তন চুষে খায়
অসুখ মৈথুন জেগে আছ
সুখ তরবারী
কাপুরুষ ছিলাম দু'দুটো যুগ
এবার স্বৈরাচারী
বাগানের পথে থাক গোলাপ রজনী
তোমাকে চিনি জানি
মাথা তোল
ঠোঁট মেল
আগামী বসন্তে দোলনা দোলাব
আজই
এখনই
প্রকাশ্যে চুমু খাব।

কবিতার জন্ম

শুভঙ্কর ঘোষ

কত যে জমেছে ঋণ
ভেতরে ধাক্কা দিচ্ছে অস্থিরতা
জননী আমার, রক্ত, ঘাম, গ্লানি ও স্নেহের উপাদান
দিয়ে আমার মলিন রূপ করেছ উজ্জ্বল
অথচ আবহমান বাংলার অগ্নিগর্ভ দিন
মেঘলা রাতের আকাশ, বহতা নদীর গান
সর্বস্ব খুইয়ে যেন জন্ম নিচ্ছে আমার কবিতা

বড় বেশি স্মৃতিভারাতুর হয়ে যাই
ঝরাপাতা রাশি রাশি
পুঞ্জীভূত ব্যথা নিয়ে বিচ্ছেদের পরিচর্যায়
কি দুরন্ত অভিমান
গড়ে তোলে অন্তরাল

ঋণগ্রস্ত অস্তিত্বের পাণ্ডুলিপি দেখে হা হা হাসে
মায়াবী কলকাতা
সর্বস্ব খুইয়ে তবু জন্ম নিচ্ছে আমার কবিতা।

জন্ম- বাঁকুড়া

মালিনী তুই যাসনে চলে

শংকর দাশ

যা ফিরে যা মালিনী তুই
জ্বালাস্ নে এই অবেলাতে।
ফুল এনেছিস? বেশ করেছিস
রেখে যা ঐ ফুলদানীতে
মেঘের ছবি আঁকছি এখন
বৃষ্টি ঝরা শাঁওন সাঁঝে।
অঝোর করা বৃষ্টি ধারা
রাখ্‌ছি ধরে ছবির মাঝে।

মেঘের ঝিলিক্ রাখবো ধরে
পাতার দোলন ফলের হাসি
আঁকবো আমি বৃষ্টি ধারার;
মুক্তো বিন্দু রাশি রাশি।

মালিনী তোর চোখে কেন
ঝিলিক এবং বাদল ঝরে
মেঘের রাশি দেখছি যেন
তোর ঘন কালো চুলের মাঝে?

দোহাই রে তোর মালিনী তুই
অভিমানে যাস্‌নে চলে,
তোর ছবিটাই আঁকবো আগে
স্নান করে আয় শাঁওন জলে।

শিক্ষা- এম.এ, পিএইচ. ডি
পেশা- শিক্ষকতা

পুরোনো কথা

শিপ্রা সেনধর

মানুষের আচরণ দেখে
তোমরা যারা শান্তি পেতে
পাহাড়ের কাছে যাও
নদী কিংবা ঝরণার কাছে
তাদেরকে বলি
সাধারণ মানুষ হয়ে
কতদিন আর থাকবে ভালো
এইরকম নির্বাসনে?

ফিরে যে আসতে হবেই একদিন
মানব সমুদ্রের উপকূলে
যাপন করতে হবে
বিশ্বাস অবিশ্বাসে ভরা
মাটির পৃথিবীর
এই জটিল জীবন

চলার গতিকে সচল রাখতে
মনে রাখা ভালো তাই
সেই পুরনো কথাই —
মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।

জন্ম- মেদিনীপুর
শিক্ষা- এম.এ

বন্ধন

শুক্লা দত্ত

তোমার বন্ধন নাও সরিয়ে
আমাকে হাঁটতে দাও
গুটি গুটি পা ফেলে, হামাগুড়ি দিয়ে।
হাতের বাঁধন দাও সরিয়ে,
আমি হাত বাড়াবো চাঁদের দিকে।
আমার অর্গল দাও খুলে,
আমি চলে যাবো
অজানার সীমান্ত পথে,
তোমার ভালোবাসার বন্ধনে
বেঁধো না আমায়।
সব বন্ধন খুলে নগ্ন করো
জন্মের পোশাকে নগ্ন করো মন,
সরাও সব অচ্ছ্যুৎ বন্ধন।
আলোয়ানটা তুলে নাও,
আমার দেহ থেকে।
সরাও, ভালোবাসার ওম
বেঁধে আমায় কাঁটার মতো
তোমার শ্যেন চোখ দু'টি
যেতে দাও আমায় অনন্ত পথে,
সব বন্ধন হারিয়ে...।

নীলকণ্ঠ

শৈলেন কর্মকার

কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের প্রারম্ভে
তোমায় ভালোবেসে পেয়েছি কাছে
সে এক যুগের সূচনা।

তারপর হাত ধরে কত পথ পার হয়ে
দাঁড়িয়েছি বুকে নিয়ে বিরাট জিজ্ঞাসা
বলতে পার কেন এমন হয়?

আমি তো দিয়েছি সব
তুমি কি দিলে
ভেবে দেখেছ?

সারা চেতনা জুড়ে ভালোবাসার ঘরের
স্বপ্ন দেখতে দেখতে
জীবনের শেষ প্রান্তে এসে
স্বপ্ন ভেঙে জেগে দেখি
আমার অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে।

তবে নিঃস্ব নই;
তোমার দেওয়া সব বিষটুকু নিয়ে
আজ আমি নীলকণ্ঠ।

জন্ম- উত্তর ২৪ পরগনা
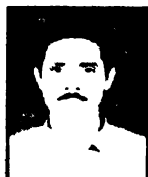
কবির কলম

শঙ্কর দেবনাথ

এক.

জঠরে জন্ম নেয় ক্লেদাক্ত কামনার উদ্যত বিষফল।
রোহিতাশ্ব, শৈব্যা, তোমাদের নির্বাসন দিলাম
আজন্ম কবিতাকে ভালোবেসে; তবুও স্বপ্নেরা
কবন্ধ ঘোড়া হয়ে রক্ত ঝরাবে? কেন?
আমি তো কাঁদতে চাই পুষ্প-শরের ঘা'য়ে।
একাকী নির্জন শোকেসে তোমাকে রাখতে চাইনি
বলে তুমি স্বৈরিণী হবে?
তোমাদের জনারণ্যে হারিয়ে দিয়েছি; ফিরে এসো
শ্মশানে বিজয়ী হয়ে।
বিশ্বামিত্র, আমাকে রাজত্ব দাও।।

দুই.

চোখের সঙ্গে হলো সবুজের শত্রুতা
আয়নায় তাই কুম্ভকর্ণ ঘুম ভাঙে;
তোমার দু'চোখে এত ক্ষুধা কেন চায়?
ভীরু কিশোরীর মন নদী বয় দ্রুতা।

মেঘেরা কি আজ শুধুই বজ্র আনে?
ফলিক্ষু গাছে বিষফল যদি ধরে,
যুবক শুধুই এসিড ছুঁড়েছে যুবতীকে প্রতিদানে,
কবির কলমে তাহলে শুধুই রক্ত ঝরে।।

শিক্ষা- এম.এ, এম.ফিল
পেশা- অধ্যাপনা
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

ইচ্ছে-সুতোর অন্য প্রান্তে
শবরী ঘোষ

আমার হাতের মুঠোয় ছিল ইচ্ছে-সুতোর একটি প্রান্ত;
অন্য প্রান্তে বেঁধে দিয়েছে রামধনু রঙ অবাক ঘুড়ি
আমি এমন ভেবলে গেছি, তাল পাকাচ্ছে মাথার ভিতর,
ভাবছি, ঘুড়ি ওড়াই কিংবা ঘুড়ি হয়ে নিজেই উড়ি!

ঘুড়ির সুতোয় লুকিয়ে আছে তেপান্তরের পার-নেই মাঠ।
মাঠের মধ্যে শাপলা ফোটা ঠাণ্ডা নিবিড় কালিদহ;
পুঁটলি কাঁধে পথিকরা যায়...যায় যে কোথায় কেউ জানে না—
নোলক পরা মায়াবিনী হাতছানি দেয় অহরহ!

তেমনি অপার পথিক হয়ে লাট খাচ্ছি, ছাড়ছি সুতো...
সুয্যি ছিলাম এই সারাদিন, এক্ষুণি চাঁদ—নীল দিগন্তে
ভো কাট্টা হই, তাতেই বা কি? জ্বলব তখন তারায় তারায়
এ প্রান্তে সব কাজ পড়ে থাক। প্রেম বেঁধেছি অন্য প্রান্তে!

জন্ম- বাঁকুড়া
পেশা- শিক্ষকতা

গোপন নির্জন

শ্যামলী বিশ্বাস

নির্জন অন্ধকার
হৃদিমুখ পিয়াসী;
প্রতীক্ষায় পাক দিচ্ছে
ঘটনাপ্রবাহ-উত্থান-পতন...

দূরাগত ক্ষীণ পদধ্বনি?

চকিতে উঠে দেখি বাতাসে
হারিয়ে যাচ্ছে বাতাসের
পাগলামি।

হারিয়ে যাওয়া কৈশোর

শুভজ্যোতি নাগ

শৈশবের সজীব মুহূর্তগুলিকে রূপসী জ্যোৎস্নায়
সেকালে রেখে এসেছি — সোনালী ধানের শিসে।
ভোরের বাতাসে রেলের শব্দ। মাঝ গঙ্গায় জাহাজের বাঁশি
আর কারখানার ইউনিয়ন দেখে চলে যেতাম
নিত্য কর্মের কর্মশালায়।
গোধূলি বেলায় বিদায় সূর্যের উঁকি সেই
কৈশোরের পিছনে এঁটে দিত এক ঝাঁক
ডানাবিহীন প্রজাপতি।
চেতনা পাহাড় ভেঙ্গে চাতকের ব্যাকুল আহ্বান
উদ্‌ভ্রান্তের মত মিলিয়ে যেত সন্ধ্যায় নীল আকাশে
ঝড়, বৃষ্টিতে স্যাতস্যাতে সেতুর নীচে
বুড়ো আমগাছের ডালে চড়ে নিয়ে আসতাম
সঙ্গীহারা কতকগুলি আম।
পৃথিবীর বনান্তে আর কৈশোরের আকাশে
রামধনু মোহে চলে যেতাম লাল নদীর
শেষ নৌকার কাছে।

সাক্ষী

শ্যামল কুমার চৌধুরী

এই শীতে
হিরের ফুলের তাপ,
সর্বস্ব সেঁক্‌তে সেঁক্‌তে
অবসাদগ্রস্ত এক বরফপুতুল
কখন কল্লোল হয়ে যাই।

অফিসের দশটা অবসাদ
সাড়ে পাঁচটা অবসাদ,
ধারা উপধারা অবসাদ,
অবসাদ চেয়ার কুশন টাওয়েল,
অবসাদ ফাইলের ফিতে।

আমার পুতুলনাচ দিনমান
সারাদিন শীত,
এখন নাইটল্যাম্প,
এখন হিরের ফুল
দ্যুতির বিদ্যুৎ—

নিতান্ত ছা-পোষা
নিরীহ ঠান্ডা এক বরফপুতুল
কল্লোল হতে হতে
কত কি যে হয়ে যেতে পারে,
সাক্ষী শুধু হিরকের ফুল!

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

এখন আমি

শিপ্রা বসাক ভৌমিক

এক সময় আমার মন্ত্রগুপ্তি ছিল—
আশ্চর্য ভেলকিতে
গিলে ফেলতাম
অতিকায় ডাইনোসর রাত।
এক সময় আমার দুই ডানা ছিল—
আগুনে ডানার উড়ানে
ঘিরে ফেলতাম
ধারালো সব বজ্রপাত।
এক সময় আমার এক নদী জল ছিল—
ক্ষিপ্র স্রোতের বেগে
ধুয়ে ফেলতাম
বিপত্তি আর উৎপাত
মন্ত্রগুপ্তি ভুলেছি—
আগুনে ডানা পুড়েছে—
নদীর চরে ধু-ধু বালি—
এখন আমি
শুধুই আমি—

শিক্ষা- উচ্চমাধ্যমিক
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

বৃষ্টিফুল
শান্তা চক্রবর্তী

কখনও দেখেছ কী নরম রাতের গভীরে
একা একা ভিজতে থাকা বসন্তের ফুল
মায়াবী রহস্যে গিরগিটির রূপবদলের খেলা—
চন্দন কাঠে পুড়ছে যে যুবতি শরীর
তাকে কী চিনতে কখনও!
দৈববিধান আর মানবে কত কাল?
এবার হোমে শুদ্ধ করে নিজেকে
এই প্রথম কী সুন্দর সেজেছে পৃথা!
বাতাসটেলিফোনে ভেসে আসে প্রিয় অভিসার
কোথাও কেউ কারো অপেক্ষায় নেই—
নির্জন রাতের শরীরে বৃষ্টির স্বরলিপি ছুঁয়ে
ভিজে যাচ্ছে অনাঘ্রাতা ফুল।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

শাশ্বতিক

শিশির পাল

বেশ।
    এইবার তবে বিস্তীর্ণ নদী আঁকো। আমার বুকে।
অবলীলায় বসিয়ে দাও তার শাখাসমূহ ক্ষুধাদীর্ণ অঙ্গে আমার।
ঘুমন্ত আমি। বিন্দুমাত্রও নড়ছি না।
আঁকা শেষ হলে জাগিও আমায়।
জীবনের শেষ ঘুম শেষে জেগে উঠব।

তুমি থাকো বা না থাকো
নদী বইবে অবিকল। অবিকার্য আববাহিকায়।
আর অনশ্বর সূক্ষ্ম সেতু বরাবর
আমি জেগে থাকব প্রলয় অব্দি।

দাঙ্‌চোবে টোটোনী : মাদারী হাটে
হারাধন পাল

টোটোপাড়ার
দাঙ্‌চোবে টোটোনী
মাদারী হাটে এনেছিল
কমলা রঙের পলাশ
বসন্তের হাওয়ায় উড়ে গেছে
তার চকমকি
বিদ্যুৎপাড়ের বুকের আঁচল।

ভেবেছিল ফিরে যাবে দলসিংপাড়া
অথবা ফুন্‌ছোলিঙ।

প্রলুব্ধ ভ্রমর এসে
মাকয়া গন্ধে
রাতটা কেটে গেল বৃথাই।
বসন্ত বাহারের উৎসবে
মাদলের দ্রিম্‌দ্রিম্ শব্দে
পলাশের রঙে তার চোখ লাল।

শিক্ষা- পিএইচ. ডি
পেশা- অধ্যাপনা
গ্রন্থ- ৩টি

এক ধরনের 'সামাজিক' ঘুম

হেমন্ত আঢ্য

ফুলেদের তুলে নিলে মালি, ফুলেরা ঘুমিয়ে থাকে
পাশাপাশি। চুপচাপ। সাজি ভরে শুয়ে থাকে স্থির হয়ে।
অন্য প্রাণীরা নয়; মানুষ তো নয়ই। ঘুমের আগে নড়াচড়া করে অনেকেই।
পেশির প্রবল আক্ষেপ দেখা যায়। নাক থেকে অল্প রক্ত গড়ায়।
মুখ ঝুলে পড়ে। ঘুমের মধ্যে কোনো মনস্বিতা নেই। এরকম
ঘুমের মধ্যে কোনো যুক্তি মুক্তি বা নির্বাণ নেই।
শুধু ঘুম আছে। কালো ঘুম। পাথরের ভারি কফিনের ভিতর
পাথরের মতো ঘুম। মাঝে মাঝে কল্পান্তে এক আধবার নড়াচড়া।
পাশ ফিরে শোওয়া।

জোর করে ঘুম পাড়ায়। ঘুম বেছে নেয় বা ধরে নেওয়া যায়
অনেক ঘুমই 'আসে'। তবু ঘুম স্বাভাবিক নয়।
মুখ ঝুলে পড়ে। কুৎসিত হয়। আধখোলা মুখের ভেতর
দু'একটি আধভাঙা দাঁত চোখে পড়ে।

কেউ কেউ আগুনের পাখিতে চড়ে যায় আরও গভীর ঘুমের দেশে।
মানববোমা মানবের সঙ্গে কাচ ইস্পাত কংক্রিটের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে
ঘুমিয়ে পড়ে। প্রত্যঙ্গ-বিচ্ছিন্ন এসব ঘুম এমন সামাজিক-মর্যাদার
খুব কাছে চলে আসে।
কাচ, ধাতু, প্লাস্টিক ইত্যাদির মধ্য ঘুমিয়ে থাকা যদিও দেখে নেওয়া যায় না।
তৎসত্ত্বেও এ সব ঘুমকে 'সামাজিক' ছাড়া আর কিই বা বলা যাবে।

প্রতীক্ষা

হজরত আলী

লজ্জায় কুঁকড়ে গেছে মেয়ে
মায়ের শরীর গেছে ভিজে
উড়ো ফোন কেন ওঠে বেজে?

উদভ্রান্ত যুবক ঘোরে ডেরায় ডেরায়
কুকুরেও চেটে দেয় মাতালের গা
খবর ছড়ায় হাওয়ায়
চুরি গেছে মনুষ্যত্ব,হায়,
বধূ নিয়ে খেলা করে কারা ?
দুরন্ত যুবক কবে
মায়ের ব্যথায় সাড়া দেবে

লজ্জায় কুঁকড়ে গেছে মেয়ে
মা তখন শরীর ভিজে জবজবে।

পেশা- চাকুরী

জন্মঋণ

হারাধন ভট্টাচার্য্য

জন্ম থেকেই শিশুটি জর্জরিত ঋণে,
কারা নাকি-আগেই তাকে রেখেছে কিনে।
ঋণের বোঝা এতভারী শিশুর ও নেই হাড়,
এ হিসেব মেলাবে-সাধ্য আছে কার।
শিশুর বয়স যখন হোল মাত্র বছর পাঁচ,
লটারীতে ভর্তি হোল পেলো না তার আঁচ।
বইয়ের বোঝা কাঁধে নিয়ে বেঁকিয়ে সে চলে,
বড়রা সব যা শেখালো তা শুধু বলে।
ভালো মন্দ বোঝার মত বয়স হোল যখন,
জন্মগত ঋণের কথা জানলো সে তখন।
ভাবতে তখন লাগল সে এর মুক্তি কিসে—
তা না হোলে-সবাই মিলে মরবে ঋণের বিষে।
ভাবতে, ভাবতে কূলকিনারা খুঁজে না সে পায়,
এই ভাবে তার বয়স—হোল ষাটের কোটায়।
এরই মাঝে ঋণ গ্রস্ত পুত্র তার দুই,
তাদের বয়স এখন—প্রায় তিরিশ ছুঁই!
আজ সে ভাবছে বসে মরণ পথের যাত্রী,
কবে হবে অবসান দেশের কালো রাত্রী।।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- সাংবাদিকতা
কাব্যগ্রন্থ- একাধিক

সবচে প্রিয় সবচে দামি
হাফিজ রশিদ খান

আসছি দূর অনেক পথে
ঘামের বাসে যেয়ো না সরে;
কালকে স্মৃতি একটু কণা
তোমার মুখ জাগালো মনে।

পুরোনো সেই খাসিলতের
কিছু তো জানো : হঠাৎ যদি
যাবোই ভাবি যেতেই হয়।

দেখতে এসে ভালো লাগছে
বদলে ঠিকই গিয়েছো কিছু।

যাবার আগে একটা কথা
এখন বলি : সত্যি তুমি
সবচে প্রিয় সবচে দামি।।

পেশা- অধ্যাপনা
গ্রন্থ- ১টি

মানব-বোমা
হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

যে মেয়েটা আত্মঘাতী বোমা
কী ভীষণ বিশ্বাসে সে তার বোতাম ধরে আছে।
সমস্ত স্মৃতি থেকে প্রীতি থেকে সরে সরে এসে
সেতারের মতো তার শরীরের স্বেচ্ছায় বেঁধেছে।
তার কি প্রেমিক ছিল? পিতা ছিল? নিজস্ব নিটোল
ব্যক্তিগত স্বপ্ন ছিল? এখন সেখানে আর ডি এক্স—
মুহূর্তে প্রলয় হবে, সে তার বোতামে রাখে হাত।

এও কি প্রেমেরই ধরণ—এই তীব্র বিশ্বাসে বাঁচা? মরা?
প্রেম তো এমনই অন্ধ, হঠকারী, মূলত গোপন সন্ত্রাস।

বেশ লাগে

ক্ষিতীশ ঘোষাল

প্রত্যাশাগুলো
শাখা - প্রশাখায়
ফুল থেকে ফল হলে
বেশ লাগে - বেশ লাগে

তারপর
কষ্টের দিনগুলি
কখন যে ভুলে বসি
নিজেই মালুম করতে
পারি না।

আমার আশপাশের
মানুষ জন
এ ভাবেই বেঁচে থাক
এ আমার
চিরদিনের বাসনা।

পৃথিবীটা
এভাবেই চললে
মানুষ মানুষকে
পরম আত্মীয় ছাড়া
আর কী ভাবে।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

পর মানুষ

অজয় সেন

আমি এখন পাথর শুধু
আমি এখন পর,
পর-মানুষের পর কী আর
সবই তো তার ঘর;

ঘর ছেড়েছি যাত্রাপথ অনেক....অনেক দূর
ঘর নেই যার দুরত্ব তার মুঠোতে রোদ্দুর;
কেউ বলেনি তেমন করে : আমায় তুমি নাও
কেউ বলেনি অবাধ দীঘি এখানে সাঁতরাও;

আমি এখন পাথর শুধু আমি এখন পাথর:
শেষ হয়েছে ফুলেরবেলা ফুলের ভারে কাতর;

মেঘের বুকে মুখ রেখেছি শুকিয়ে গেছে গান
এখন আমি হাঁটতে যাব পিছনে নেই টান,
এখন আমি আগুন ছোঁব ছোঁব মেঘের জল
মন বলছে কখন যাবি...বেলা বেলিই চল!

কেউ বলে না...কেউ বলে না আমায় নিয়ে যা
আমি বলি : ও সই আগুন আমাকে তুই খা।

স্বপ্ন ক্ষয়ে

সোমতীর্থ দাস

এখনও যন্ত্রণা দাও
নিয়ম করে সমৃদ্ধ করো
অশান্ত ভবিষ্যৎ
এখনও চাঁদের গায়ে
কলঙ্কের মাপ জোঁক
বয়স্ক পৃথিবীর চোখে
ঘুম নেই
দুরন্ত বহ্নিশিখা
অবিরত পোড়ায়
আগুনে ক্ষয় নেই
মৃত্যুতে ক্ষয় নেই
হয়তো স্বপ্ন ক্ষয়েই চলে যাব একদিন।

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

ঘুঙুর ও কচুপাতা

অপূর্ব কর

কী ভালো লাগে এখন রাত্রি, তোর?
ঘুঙুর না কচুপাতা?

জানিস এখন আকাশের এমুড়ায়-ওমুড়ায়
আকাশ জুড়ে মেঘে জমেছে সেঁকো বিষ

বৃষ্টি নামলে তাতে যদি তুই তাল মিলিয়ে নাচিস
তারিফ দেবে মন্দিবাঘর ও মেঘমল্লার

পায়ে দড়ি, বুকে পাথর, ঘৃণার রাশ পরিয়ে
এখন ক্রেদনাশিনী স্রোত বওয়ানোর জল বিদ্যা তামাদি

পৃথিবীতে এখন সব নূতন পাঠশালা
এখন কালো বৃষ্টিতে মাঠঘাট ভেসে যায়

রাত্রি, তোর জন্য এখন কেউ যদি সুন্দর সকালের
রূপকথা বলে, বলা বারণ, কার ধড়ে একাধিক মাথা

সকলেই এখন ঘুঙুর পরায় মগ্ন, কেউ জানে না
কেউ জানে না, কালো বৃষ্টিতে এখন জমজমাট

পুতুল নাচের কী ইতিকথা
শুধু কচু পাতা, বন বাদাড়ের দীন হীন কচুপাতা

তার ওপরও ঘিন ঘিন কালো বৃষ্টি
তবু তার গায়ে ঘুঙুরের লেপ্টালেপ্টি নেই; সে নাড়ায়

জীবন এখনো কোথাও দাসত্বহীন আছে, তারই পতাকা।

জীবনমুখী-মৃত্যুমুখী

গোরা পণ্ডিত

জীবনমুখী গান, ওষ্ঠাগত প্রাণ—
মোহের নেশায় ডুবে;
এ সমাজ হয়েছে ম্রিয়মান;
অন্ধকারে না জ্বেলে আলো,
নিরব থাকা অনেক ভালো
তবু, অন্ধকারে আলো খোঁজে
মৃত্যুমুখী প্রাণ।
তাই, জীবন থেকে বেরিয়ে এসে
গাই মৃত্যুমুখী গান।
মৃত্যুমুখী জীবনতরী, আনন্দেতে উঠছে ভরি—
জীবনমুখী তরী আনে ভয়ঙ্করের গান,
জীবনমুখীর জীবন দেখে,
আতঙ্কে আজ উঠছে কেঁপে—
মৃত্যুমুখী প্রাণ;
তাই, জীবন থেকে বেরিয়ে এসে
গাই মৃত্যুমুখী গান।
ভালোবাসার যন্ত্র দিয়ে
খেলছে সমাজ জীবন নিয়ে;
খেলার শেষে চেঁচিয়ে বলে
জীবনের বদনাম।
তাই, জীবন থেকে বেরিয়ে আমি
গাই মৃত্যুমুখী গান।
জীবনমুখীর ছন্দে-সুরে
মৃত্যুমুখী উঠছে ভরে—
জীবনমুখীর কণ্ঠে শুনি
মৃত্যুর জয়গান।
তাই, মৃত্যুটাকেই আপন ভেবে
গাই মৃত্যুমুখী গান।

শিক্ষা- পিএইচ. ডি
পেশা- অধ্যাপনা
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

প্রার্থনার স্বরলিপি

জগদিন্দ্র মন্ডল

দহন হয়ে যায় প্রার্থনার শিখা
এক ফালি তৃণের উন্মুখ রোদ খাওয়ার মতো।
আবার তো মনে হয়, প্রার্থনা যেন
নদীর ব্যাকুল জল সাগরে আহত মাথা কোটা!
না, প্রার্থনা যেন নবজাতকের প্রথম
মাতৃমুখী কান্নার উচ্চারণ;
ছড়িয়ে যাওয়া সত্তার শব্দে শব্দে নিজেকে বিতরণ।
শঙ্খ ফুৎকারে আকাশ স্পর্শ-করা আকুল আহ্বান,
শব্দের ঢেউ, চেতনার ঢেউ যেন, কামনার ঢেউ যেন;
সন্তান কামনা, সন্তানের ভালো থাকা
পিতার উদাত্ত মাতার হৃদয়মথিত উচ্চারণ,
পীড়িতের আরোগ্য উচ্চারণ
মানুষের ভালোবাসার দুর্বার উৎসারণ।
প্রার্থনায় জেগে আছে প্রথম জলপাতের নরম পদপাত
প্রার্থনা যেন চোখের নীরব করুণ আলোর বিকিরণ
'সব দিতে চাই, তবু যদি না গ্রহণ কর'
তার মধুর ভয়-ব্যাপ্ত সংলাপ।

প্রার্থনা অন্ধকারে মাটি ফুঁড়ে
প্রাণবীজের আকুল আমন্ত্রণ—আলোকে
বিদীর্ণ বিভোর কাঁপা অন্ধকারে সম্বোধন।
কাকে? আলোর উৎস—প্রেমের উৎস
অদৃশ্য অন্তরে অদৃশ্য গভীর, মর্মে
মর্মেরও অদৃশ্য অন্তে—প্রার্থনার স্বরলিপি—
সেও যে অস্থির বেদনায় শুধু কাঁপা কাঁপা
বন-পথ-ছায়ার মতো!

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- সাহিত্যচর্চা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

আধুনিকা

জগদীশ প্রসাদ সাঁতরা

আমার অফিসের পথে রোজ তোমায় দেখি
আঁটসাঁট শাড়ীতে
প্রায় ছুটে ছুটে স্টেশন যেতে।
একটি ছোট্ট ব্যাগ হাতে
জৌলুষহীন কাঠিন্যভরা মুখে
মুক্তোর মত বিন্দু বিন্দু ঘাম
রোজই দেখি।
তবু তোমায় ভাল লাগে
ভাল লাগে তোমার
বিকেলের ট্রেনে পাতাঝরা
শীর্ণ তরুর মত হয়ে
ফিরে আসার ভঙ্গীটি, ভাল লাগে
তোমার দু'টো টাকা বাঁচাতে
দু'কিলোমিটার পথ হাঁটা
বাঁচবার আর বাঁচাবার টানাপোড়েন।

শিক্ষা- স্নাতক
কাব্যগ্রন্থ- ৬টি

গার্হস্থ্য সন্ন্যাস ছেড়ে
জয়তী রায়

ছেড়ে এসো মেঘার্ত আকাশ,
ফেলে দাও গার্হস্থ্য সন্ন্যাস,
মাটির ধুলোয় এসো,
পথের প্রবাসে,
অবিরাম বৃষ্টি জলে স্নাত হও—

সমস্ত শব্দের বিন্দু বুদবুদ
জলের সংযোগে,
সমস্ত আক্রোশ ফুলকি হয়ে
পুড়ছে আগুনে,
একটিও আলো জ্বলছে না।

অক্ষত তারার আলো
অনিঃশেষ গাছের শেকড়—
গাছ লেখো, বৃষ্টি লেখো
অবিরাম স্নাত হও,
গার্হস্থ্য সন্ন্যাস ছেড়ে
শব্দের সমিধ জ্বালাও।

শিক্ষা- এম.বি.এ
পেশা- সাংবাদিকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৮ টি

অনুগত প্রতিদ্বন্দ্বী

জ্যোতির্ময় দাশ

ইদানীং আমার নিজস্ব ছায়াকে আমি ঈর্ষা করি
যা কিছু চেয়েছিলাম হতে আমি
পারিনি ধরতে করতলে
সে কিন্তু অনায়াসে তা পেরে যায়---
আমাকে অবহেলায় ছাড়িয়ে কেমন
অসম্ভব বড়ো হয়ে যেতে পারে নিজস্ব নিয়মে
আমাকে বামন করে আমার আত্মজ ছায়া
মহীরুহ হয়ে বিশাল শাখা-প্রশাখায় দাঁড়িয়ে থাকে...

আবার কখনো যদি ব্যর্থতার মঞ্চে
নিজেকে আড়ালে রাখা প্রয়োজন হয়
যদি পাদ-প্রদীপের আলো থেকে
চলে যেতে হয় পর্দার পেছনে
অসফল অপদার্থ আমি ব্যর্থ হই
পারি না সময় মতো নেমে আসতে---
আমার ছায়া কিন্তু অনায়াসে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে
অথবা তাকে দেখি অনুগত কুকুরের মতো
আমারই পায়ের তলায় মুখ লুকিয়ে আছে
প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না তাকে সে সময়...

মাঝে মাঝে ভূমিকা বদলের কথাও ভাবি
ভাবি এবার থেকে আমিই আমার ছায়া হব
আর ছায়াকে ডেকে বলব
কিছুদিন আমার মুখোশ পরে বসে থাকুক সে
আমার অহংকার আর পরাজয়ের গদি-আঁটা চেয়ারে...

আমার বশংবদ অনুগামী হলেও
সম্প্রতি ছায়াকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয়।

পেশা- অধ্যাপনা
কাব্যগ্রন্থ- ৫টি

শূন্য

জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডল

একদিন শূন্যের দিকে হাত বাড়ালুম
মুঠো মুঠো কিছুই হাতে আসেনি আমার
একদিন আকাশের নিবিড় নীলিমার দিকে তাকালুম
আলোকিত অলৌকিক
কোনও অঞ্জন লাগেনি আমার চোখের কাজলে

একদিন মেঘের দিকে ধেয়ে গেল চোখ
ধাঁধালো বিদ্যুৎ জ্যোতি ঋণ নয়
কালো মণির কোঠায় সঞ্চিত বিস্মিত বিস্ময়

আরও একদিন নীল নীল শূন্য সন্তরণ
শূন্যের প্রান্তরে পাড়ি দিল নিথর নিগম
ছেকে নিল সব নীল আমার গগন
নীলাভ্র শূন্যের ছাদে শূন্য অনুরণ

দিনের দৈন্য আর শূন্যের প্রান্তর একদিন ভরে দিল তরঙ্গনা
চোখ মেললুম আকাশে
মহাজাগতিক রশ্মি অবিকর্ষ বিকীর্ণ শক্তির যজ্ঞ

অয়নিত বিশ্বসম্বেগ জ্যোতিঃপুঞ্জ ক্রান্তি
সৃষ্টির অহেতুক অণু-পরমাণু-স্ফরা শব্দের অক্ষয় ওঁং
শূন্যের ঢেউয়ে ঢেউয়ে উড়াল গতির নিশান

বিশ্বসংরচন শাক্ত কোষ
নক্ষত্র পুঞ্জের অসীম সংশ্লেষ
অন্তহীন নীল চোখে ফিরে পায় আমার চোখের স্বপ্নিল সন্ধান।

জীব বিশ্ব বস্তু বিশ্ব তরঙ্গিত হিল্লোলিত প্রাণ
আমারই চেতনার বাণে শূন্যের স্থান।।

গ্রন্থ- ৩টি

যায় দশমীতে

জনার্দন চক্রবর্তী

যেমন আসে
তেমন হাসে
শরতকালের বেশ।
যাবার কালে
নাচের তালে
দোলে যে তার কেশ।
ঢাক পিটিয়ে
দেয় জানিয়ে
পূজা হল শেষ।
শিউলী পাতা
ধরছে ছাতা
মেঘ গেল তার দেশ।
রাতের বেলা
চাঁদের খেলা
তারার মেলাতে।
শিশির পড়ে
দুর্বা ধরে
ভোরের বেলাতে।
মুক্তা দানা
দিচ্ছে হানা
সবুজ মাথাতে।
আকাশ ধরে
দেয় যে ভরে
রঙের ছবিতে।
রইল না গো
দুর্গা মাগো
যায় দশমীতে।

পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

নিয়তির অভিশাপ

জগবন্ধু দেবনাথ

চৈত্রের রোদ ভিজে যায় ঘামে
পলতে পোড়ায় প্রদীপ
চাঁদনী জ্বালায় শ্মশানের চিতা,
পান্তা-ফেনা আধ পোড়া রুটিতে
যারা অমৃতের ডাক শোনে,
চালের বাতায় ভালোবাসা গুঁজে
মাটিতে আঁচল পাতে,
শতছিন্ন বসনে অর্ধেক ঢাকে না শরীর
চোখের জল আর বুকের আশায়
তারা জীবনের স্বর্গ গড়ে—
নিয়তির অভিশাপে।
ওরা তো জানে না
কোথায় থাকে আল্লা
হরির ঠিকানা কি!
মন্দিরের ঘন্টা-মসজিদের আজান
জয়া-জরিনার পেটের আগুনে পুড়ে
ছাই হয়ে যায়—ভালোবাসা।

পেশা- সাংবাদিকতা

আমরা বন্দী

জীবনকৃষ্ণ রায়

গৃহ সজ্জার সুন্দর শোভা বাড়াতে
আমাদের বন্দী করে নিয়ে এলে এ্যাকোয়ারিয়ামে
উজ্জ্বল আলোরশ্মিতে
আমাদের দেহের সৌন্দর্য
উপভোগ করছ
কৃত্রিম খাদ্য আর কৃত্রিম বাতাবরণে
আমাদের বাঁচিয়ে রাখছো
তোমাদের বিলাস ভবনে।
আমাদের নিয়ে আনন্দ উপভোগ করছো।
কিন্তু, আমাদের বন্দী জীবনের কষ্ট কি
তোমাদের মন ছুঁতে পেরেছে?
পারলে হয়তো
আমাদের রাখতে পুকুর কিম্বা জলাশয়ে।
কৃত্রিম আলোতে নয়, রাখতে ঐ সূর্যালোকে
আমাদের ভালবাসতে
তোমাদের আপনজনের মত।

তাই বলছি, আমরা বন্দী
এবং বন্দী থেকেই যাবো
সারাজীবন
তোমাদের ঐ
জল ভরা কাঁচের খাঁচায়
এ্যাকোয়ারিয়ামের গহ্বরে।

পেশা- শিক্ষকতা

পেছনে

জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল
উড়িয়ে
বেছে বেছে
হাতের যত ক'টা সাদা সাদা পাখি
আকাশে আকাশে ছয়লাপ—

উড়তে উড়তে
বিমান!

ছোড়ে
ফুল, ত্রাণ, শান্তি, মৈত্রী

পড়ে নেমে
দাপিয়ে দাউ দাউ আকাশ বাতাস মেঘ
বিধ্বংসী গোলা।

নীচে
ঝলমলে সুখী সুখী বাড়িঘর—
বিধ্বস্ত শহর নগর গ্রাম;
অনেক নীচে
ভীতচকিত
ঝলসানো আর্তনাদ!
সেই মুখের আভাস,
মানুষ!

আরও অনেক অনেক নীচে
ফুটিফাটা বীভৎস উত্তর-পুরুষ!

শিক্ষা- এম.এ
পেশা- শিক্ষকতা

চেয়ার

জ্যোৎস্না লাহিড়ী

শূন্য বারান্দার কোণ ঘেঁষে শূন্য চেয়ারটা।
হাতল বিহীন একখানি কাঠের চেয়ার,
ধূলি ধূসরিত মলিন বিবর্ণ চেহারায়।
এখানে প্রতিদিন বিকেলে আমার মা এসে বসতেন।
আর বসতো চায়ের আসর
বসতাম আমরা মেয়েরা
কখনও সখনও বান্ধবীরাও যোগ দিত।
এভাবেই হাসিগল্পে কাটিয়ে আমার মা
এক গোধূলিতে চির বিদায় নিলেন
পৃথিবীর কাছ থেকে, আমাদের কাছ থেকেও।

আজ মা নেই, সেই আসরও আর নেই।
ক্রমে আরও ধুলো জমেছে চেয়ার খানায়....
কতবার মনে হয়েছে যাই বসি গিয়ে ওখানে
কি ভেবে আর বসা হয়না।
চলে যাই পাশ কাটিয়ে-
হয়ত মায়ের আসনে কাউকে বসাতে চাইনা।
শূন্য আসন পড়ে থাকে শূন্য বারান্দায়।

সেদিন হঠাৎ জানতে পারি-ওটা চুরি গেছে।
বিস্মিত আমি, চুরি গেছে!
কে চুরি করল? কীভাবে? এতদিন তো ছিল এখানেই।
মন বলে উঠলো - মাও তো ছিলেন এতদিন এখানেই।

জন্ম- নদীয়া

বুকজলে

জয়নাল আবেদিন

নেমেছি তো বুকজলে আর উঠবো না
দিনরাত জল খাবো মাটি খুঁটবো না।

আকাশকে ছুটি দিয়ে বাতাসকে ফেলে
জীবনটা কেটে যাবে জল ঠেলে ঠেলে।

নেমেছি তো, বুকজলে ছোঁবো নাকো মাটি
বেঁকে গিয়ে ধরবো না বাবলার লাঠি।

শ্যাওলার বন ঠেলে খুঁজবো না তীর
আমাকে বেসেছে ভালো
হাঙর কুমির।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

ভ্রমর

জগন্ময় মজুমদার

কেবল এক ফাঁক পূরণের খেলা
এক অনিবার্য শব্দ
চাঁপা ফুলের গোপন গর্ভকেশরে
নিভৃত ভ্রমর
মধুর কাছাকাছি থাকা পরাগের মাখামাখি
সুখছায়া
পালকে ডানায় ঠোঁটে দুঃখের মত লেগে থাকে
অতৃপ্তির
'তুমি' শব্দের মত আপন আর মিঠে
কষ্টের অক্ষর
ভোরের হাওয়ায় মিশে থাকা গোধূলির বর্ণালী
হাতের তালুতে মরামাস
দিনগুলি
রাতগুলি
একটু একটু উঠে যেতে থাকে বিশ্বাসে রোদ্দুরে।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর

মন্দির না মসজিদ

জয়ন্ত সোম

আরো একবার শপথের কথা বলো
শপথের সেইসব গান আর স্মৃতির খেয়া
বারবার উঁকি মারে আমাদের স্বাধীনতা
বিভেদে বিভেদে ছিন্ন-ভিন্নতা মন্দির না মসজিদ।

বাতাসের স্রোতে ছুটছে হরিণীর দল
আরো কত জোরে ছুটতে চায়, রক্ত শূন্য
এভাবে বাঁচার আর্তনাদে রক্ত চোষারা মুখিয়ে
ধেয়ে আসছে কারা যেন অদৃশ্য বহু চোখে

মন্দির-মসজিদ ছুটছে স্টেনগান আর বন্দুক
ক্ষতবিক্ষত দেহগুলি কাঁদছে আর জাগছে
রক্তে ভাসায় ভেলা বেহুলার আর্তনাদ
আর কতকাল বিভেদের প্রাচীর বয়ে চলবে!

পেশা- চাকুরী

বাউলের নিজস্ব আখড়া

জ্যোতির্ময় সরদার

বাউলের আখড়া থেকে ভেসে আসে গান
         গানের ভিতর
ভাষার শরীর খোঁড়ে দেহতত্ত্ববাদ

কুমুদিনী দেহ দিয়ে তার
শিখে ছিল দেহবাদ কথা—
তারও মুখে গান ছিল—তালে তালে নাচ ছিল
একতারা বেজেছিল সুগম সন্ধ্যায়
পায়ের নূপুর জোড়া সমস্ত অবলা কথা
লিখেছিল আকাশের গায়

মনের মানুষ চায়—মরমি হৃদয় চায়
আরো কিছু চায় নাকি হৃদয় বিলাসী
জীবন যাপন খোঁজে অনন্য সরণি,
যুগল মিলন মাঝে সাধন আনন্দধাম
মূর্ত হতে চায়—অব্যক্ত সংলাপে
এরই মাঝে ভেসে ওঠে বেদান্ত দর্শন
জীবনের সব সত্য পথ খুঁজে পায়

কুমুদিনী নেচে ছিল একতারা বেজেছিল
দেহখানি দুলেছিল তাল বাঁধা পায়
দেহের জটিল ভাষা কুঁদেকুঁদে এঁকে দিল
বাউলের নিজস্ব আখড়ায়

শিক্ষা- মাধ্যমিক
পেশা- শিক্ষকতা

বসুকীট কুমার

জহরলাল চক্রবর্তী

এই নাও মায়া রজ্জু, বাঁধো যাকে যেমন চাও
কেরামত দেখাও খানিক, ওহে—বসুকীট কুমার।
হক্‌দার তুমি সবের, খামোখা পিছিয়ে আছো
খাঁক্‌তি লুকিয়ে রেখে, মামুলি জীবন কাটাও।

ওরা সব বিসংবাদী, জাঁহাবাজ-কূটকচালে
ফন্দি-ফিকির করে সরায় দলিল-দস্তাবেজ।
কেন তবু ভূমিশয্যা, অষ্টপ্রহর ক্ষুণ্ণমনা
তুমি নও গ্রহান্তরের, রত্নবতী মায়ের ছেলে।

খোদাবন্দ আসছে এবার, ঘোড়ার মুখের খবর আছে
মাধুকরী ছাড়তে হবে, বন্ধ ঘোরা দ্বারে দ্বারে।
কালস্রোতে ভেসে যাওয়া, নয় আর এখন থেকে
সমাহিত হয়ে দেখ, ক্ষুন্নিবারণ শক্তি আছে।

অজগর ব্রত ছাড়ো, অধিকার কায়েম করো
নবোদ্যমে কর শীলন, যত বিপদসংকুলতা
বিশাল এই কর্মভূমি, বক্রগামী কেবল তুমি
এই নাও মায়া রজ্জু, আগামীর বাজী ধরো।।

শিক্ষা- স্নাতকোত্তর
পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

অস্তিত্ব
জয়ন্ত ভট্টাচার্য

না যদি দিতে পারো কিছু আমাকে নয়; তোমাকে
একফালি চাঁদ এঁকে দিয়ো ইশারায়
বোঝা যাবে তখন মনের জানালা খোলা আছে এখনও

না যদি নিতে পারো কিছু আমার থেকে,
তোমাকে দেবো আমি মাটির গন্ধ, ফুলের বীজ
যখন নিশি যামিনীর রজনীগন্ধা;
বুকের স্পর্শে সতেজ হবে,
থেকো তুমি আলোক মালায় নক্ষত্র হয়ে।
আমাকে দিয়ো এতটুকু বাতাস, জল
আর কিছু জৈব।
যা প্রজন্মের পর প্রজন্মে স্বাক্ষর বহন করবে
আমার তোমার অস্তিত্ব।

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- সাংবাদিকতা
কাব্যগ্রন্থ- ৩টি

তোমাকে না লেখা চিঠিগুলো

জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়

তোমাকে না লেখা চিঠিগুলো ঘুমের ভেতর
আমাকে জাগিয়ে রাখে।

স্বপ্নের নীল নির্জনে তোমার সঙ্গে প্রায়শই কথা বলি
নাগকেশরের মধ্যাহ্ন ছায়ায় প্রকৃতি গালিচায়
তোমার কোলে মাথা রেখে খুঁজে চলি অন্য এক প্রশান্তি।
কার্শিয়াং-এর মেঘের মতো লুকোচুরি তোমার চলাচল
বিস্মিত করে আমাকে।
প্রকাশ আর অপ্রকাশের মায়াখেলায় তোমাকে কখনও
আলেয়া বলে ভুল করি।
অথচ দূরে গেলেও মন থেকে যায় তোমারই কাছে
তোমাকেই ছুঁয়ে...

বলেছিলে তুমি, ভালবাসার নিজস্ব একটা আলো আছে।
এই বর্ণালী চোখে দেখা যায় না
একমাত্র হৃদয় দিয়েই অনুভব করা যায়।

ভালবাসার অ্যানাটমি বুঝি না আমি।
খুঁজে পাই না সেই রহস্য আলোর ঠিকানা...
কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও আমরা পরস্পরকে স্পষ্ট দেখতে পাই
পৃথিবীর সমস্ত কোলাহলের মধ্যেও আমরা
একে অপরের স্পন্দন অনুভব করি।
উল্কার কনভয় তেড়ে এলেও আমরা স্থির থেকে
নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি...

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- ব্যবসা

পাল্টানো

জয় নারায়ণ সরকার

দিগন্ত বিস্তৃত খোলা মাঠ
পেরিয়ে দ্রুত চলে যায়
বাল্যকালের বেলা।

নিজেকে হারিয়ে যেতে
না দিয়ে আজ শুধুই
সামনের দিকে চেয়ে থাকা।

সময়ের সাথে বড় হয়ে
প্রতিদিনের নিত্য বোঝাপড়া,
সংসার জীবনে অনেক
অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতকে ভেঙে
ভোরের সূর্যকে স্বাগত জানানো।

স্মৃতির জানলা দিয়ে উঁকি মারে
অতীতের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলি—
ক্রম বিবর্তমান হয়ে যেতে যেতে
সম্পূর্ণই পাল্টে যাওয়া।

জন্ম- কুচবিহার
পেশা- শিক্ষকতা

আদিমতাই সত্য

জীবন কুমার পাল

বার্ধক্যের দ্বারে এসে ....
থম্‌কে দাঁড়ায় কাম।

এখানেই জীবনটা শুরু হলে ....
কেমন হতো!

আধ্যাত্মবাদীরা বলতেন...জয়তু!

কিন্তু এখানে সৃষ্টি কোথায়?
এখানে জীবন কোথায়?
লাঙলের ফলায় পীনস্তনীর গর্ভে
জন্ম নেয় যে ফসল;
তার যৌবন ভালবাসার জলীয় কণায়
....বারবার সিক্ত হয়।

কাম আছে বলেইতো—
কামনা আছে;
ভালবাসা আছে;
নির্মাণ আছে।
নগ্নতার মতো সুখ কোথায়!

শিক্ষা- বি.কম

দাঁড়াও

জগন্নাথ সরেন

তোমার মনে কি উদয় হল
বোঝনা তুমি সেকথা ক্ষণিকের জন্য,
তুমি চলছো একলা পথে
তোমার মনে পড়েছে কিছু কথা,
হঠাৎ ফিরে তাকাও তুমি
তোমার মনে দ্বন্দ্ব হল কিছু!
দেশের মাঝে পা ফেলেছো তুমি
চলতে হবে ভেবে চিন্তে,
করবে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ
মান সম্মান বজায় রেখে তবে।
ডাকছি বন্ধু তোমায়
দাঁড়াও একটুখানি!
তুমি কি? আমার আপন হবে
তাহলে বলি অন্তরের কথা।

শিক্ষা- এম.এ
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

কৈবর্তমঙ্গল-৬
জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

তারপরে ভূমি কেঁপে ওঠে, ভূমির অতলে জল
কেঁপে ওঠে, জল স্থল অন্তরীক্ষ জুড়ে কম্পিত বিক্ষোভ,
কিছু নয় চিরকাল স্থির, তুমি জানো, ছেড়ে ফেলো
বিষাদ খোলস, প্রস্তরের মত দীর্ঘ গুরুভার:
নিমেষ-নির্ণীত এক মহৎ বদল রাত্রিকাল
ঢেকে রাখে, সব নিস্তব্ধতা যেরকম ঢাকা থাকে
আলুলায়িত রাত্রির অমোঘ গোপনে

শিক্ষা- এম.কম
পেশা- চাকুরী
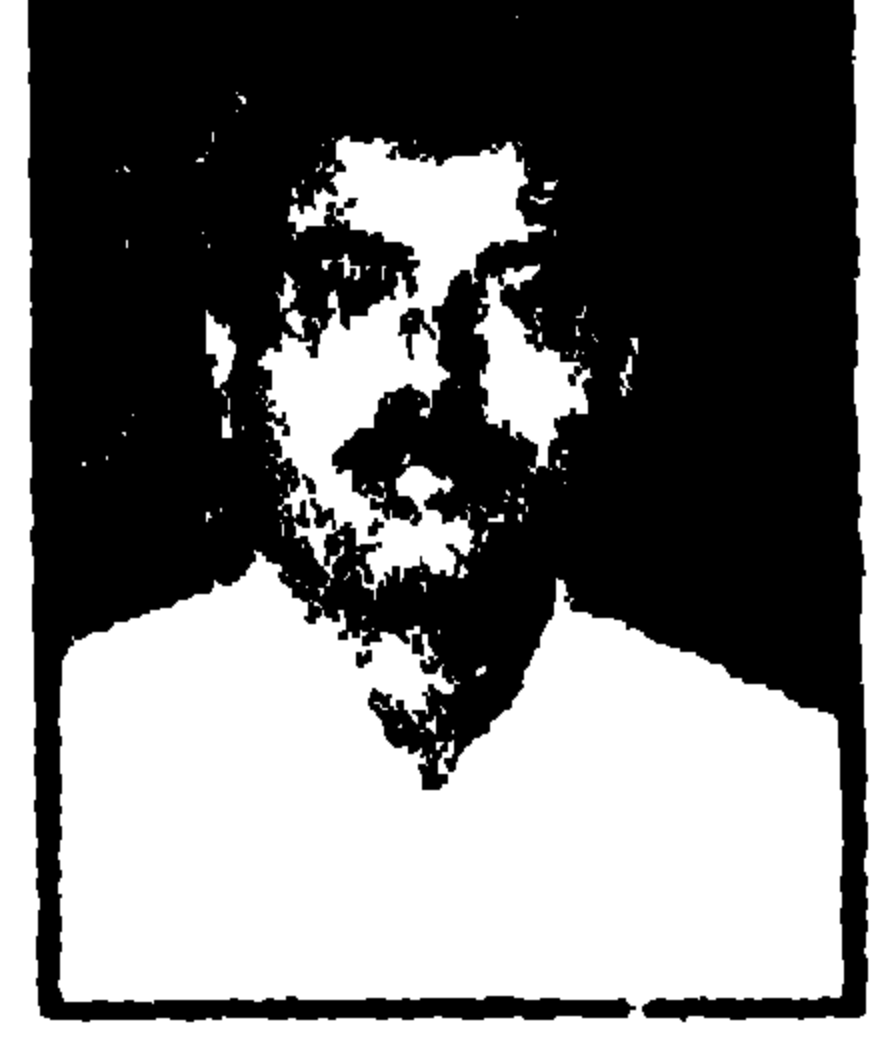
শিরোনাম

জয়ন্ত ঘোষাল

দাওনি শিরোনাম
তুমি জ্বালোনি কোন আলো
আমার ব্রহ্মতালু খুলে
তাই চিল শকুনে খেলো।

ঐ হলুদ বাড়ির ছাতে
তুমি শুকোতে দাওনি শাড়ি
আমি এক হাঁটু হাইড্রেনে
পড়ে বলেছি আড়ি আড়ি...

....আর তোমার যত ভাব
জেনেছে অন্য কোন ছেলে
সেও বুঝবে এক দিন
ঘিলু চিল শকুনে খেলে!!

পেশা- শিক্ষকতা
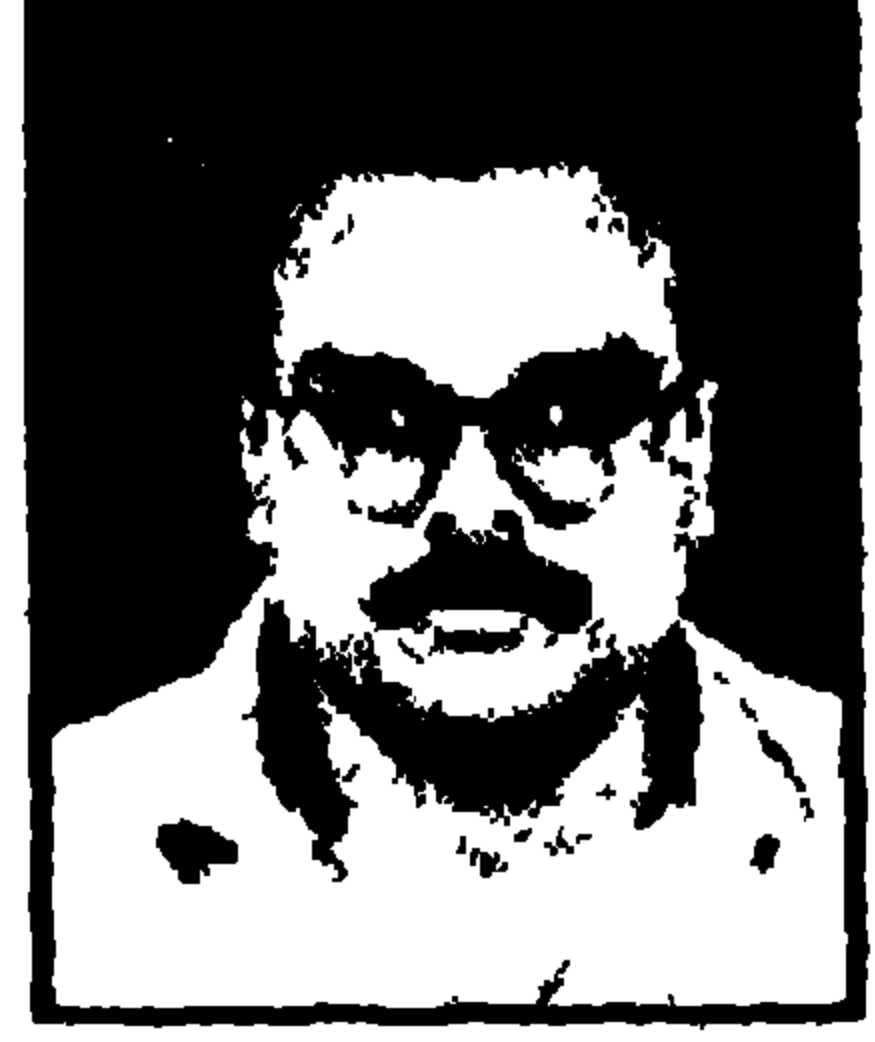
দুজনে

জয়দীপ সেন

মনে বারংবার সারা দেয়
অনন্ত রক্তিম রোদ থেকে তারকা
শাশ্বত রাত্রির দিকে চেয়ে কার্ণিশে আমরা
হয়তো ভালবেসে,
নয় ভালবাসতে চেয়ে,
বারংবার ছুটে গেছে আঁখি—
তখন তোমারও,
মনে পড়ে সুদেষ্ণা।
কালো কালো ধূম্র পাহাড়ের গায়ে
সুন্দর মৃদু আলো ট্রেনের হুইসেল
উত্তাল করেছে তোমাকে,
হঠাৎ অজান্তে ধরে আমার হাতখানি,
আমাকে করেছিলে স্পর্শকাতর।
দু ঠোঁটের মাঝে কত কথাই
বাঁধা পড়ে গেছে সেদিন।
তবুও বলে ফেলেছি দুজনে
অনেক না বলার মধ্যে দিয়ে;
সেটাই ছিল সেদিনের আসল বিস্ময়!
যা কোন মাধ্যমে বর্ণিত হবে না কখনও
শুধুই জেগে রবে তোমার আমার মাঝে।
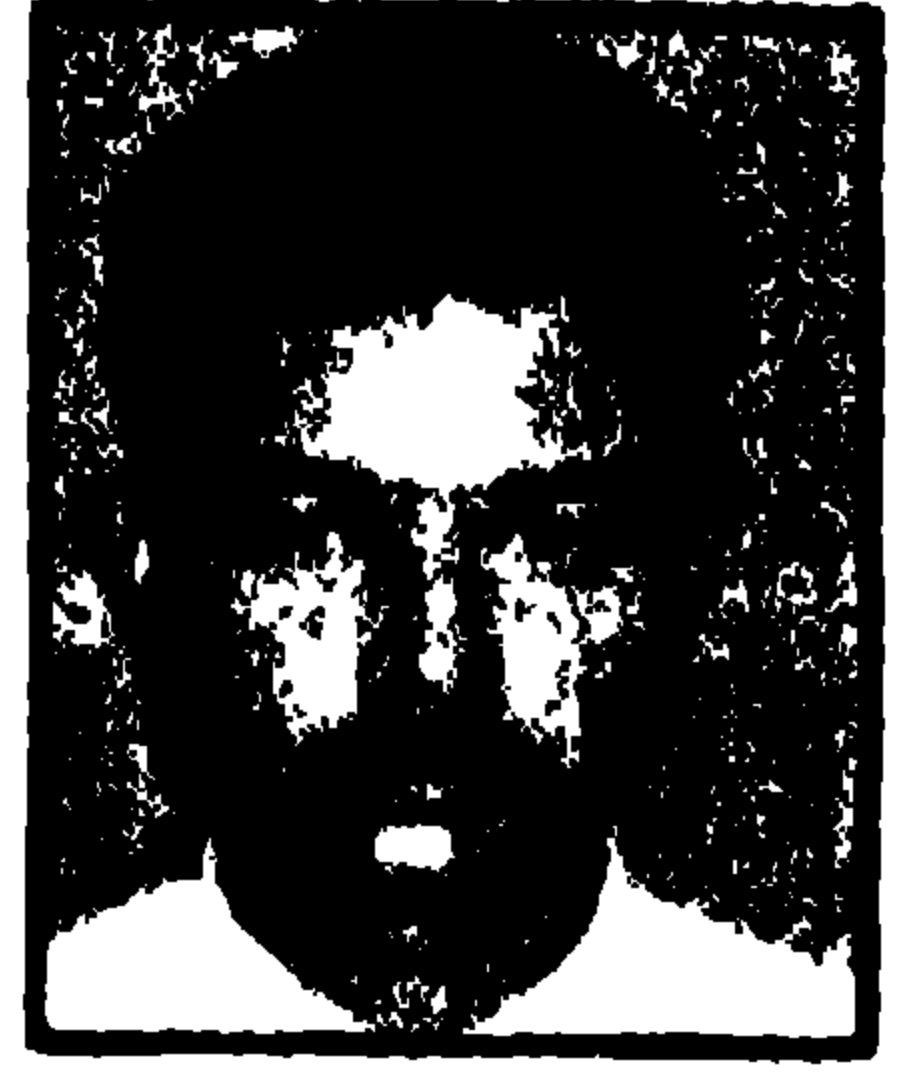
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

দরজা

জনসন সন্দীপ

একটা ঘরের দরজা খুলে
নতুন রাস্তা পেতেও পারি
যেখান দিয়ে হাঁটতে থাকি
হোঁচট পথে চলার আড়ি—

—শেষ তক যাই কার ঠিকানায়
হেঁটে যাওয়া এই সড়কে—

—কে বলতে পারে তখন
বাউল হয়ে চললে ওকে
সেই উদাসী হেঁটে যাওয়ায়
কোথায় কে আর থামতে পারে—

সে পথ চলা যে কোন ঘরের
চৌকাঠ দেয় গন্ধবাহার।

পেশা- শিক্ষকতা
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

মনে কর্ না কেন

জয়িতা রায়

মনে কর্ না কেন,
একদিন তুই আর আমি
'হাজার বছর ধরে হাঁটিতেছি'।
তির তির নদীতীর ধরে ধরে
হাতের ওপর হাত রেখে রেখে
ছুঁই ছুঁই ভালোবাসা।
মনে কর্ না কেন,
একদিন তুই আর আমি
মাঠের মাঝে চড়ুইভাতি।
কাঁচপোকা টিপচাঁদ হয়ে যায়
ঠোঁটের ওপর ঠোঁট রেখে রেখে
ছুঁই ছুঁই ভালোবাসা।
মনে কর্ না কেন,
একদিন তুই আর আমি
কখন যেন পাশাপাশি
নিশ্চুপ শিশির শব্দে
ডুব ডুব ডুব ডুব সাঁতারে
ভালোবাসা ভালোবাসা।

বৃষ্টি

জুবিন ঘোষ

বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি পড়ে
দিন রাত্রি, রাত্রি ধরে
বৃষ্টি পড়ে দূর্বাদলে
'তা ধিন তা' মাদল বোলে
বৃষ্টি পড়ে আপন মনে
নিঝুম প্রহর বিজন কোণে
বৃষ্টি মেখে মাতাল ধরা
আন্‌রে তোরা কলসি ঘড়া
বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি পড়ে
এখনও কেন থাকিস ঘরে?

জন্ম- নদীয়া

শকুন
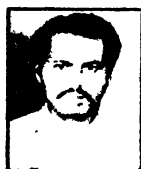
জয়ব্রত বিশ্বাস

দুধের শিশু। শকুন দেখেনি।
শকুন নামলে অন্ধকার নামে—
অন্ধকারের সঙ্কেত পেলে শকুন নামে।
কাল যখন অন্ধকারের অবগুণ্ঠন ক্রমশঃ
বৃহত্তর হচ্ছিল
তখন ডানা ঝাপটিয়ে নেমে এসেছিল শকুনের ঝাঁক।
ওরা মায়ের সমস্ত প্রতিরোধ খুবলে খুবলে খেল।
তারপর ফিরতি পথে পায়ের নখে আঁকড়ে নিয়ে গেল
মায়ের পৃথিবী।

দুধের শিশু। জীবন বোঝে না।
দুধের শিশু। মরণ বোঝে না।
রাত্রে ঘুম ভাঙলেই মায়ের স্তনবৃন্ত চুষেছে।
চুষতে চুষতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম ভাঙলেই আবার...
মৃতজীবিতা আপ্রত্যুষ।

ধিক্কারের ভাষায় ভাষায় বাক্‌যন্ত্রও কলুষিত হয়।
আগাছার মৃত্যু নেই।
ওরা টিঁকে থাকে। উত্তরাধিকার রেখে যায় চরাচরে।

আসুন, আমরা আরও আরও গাছ লাগাই
গাছের চারপাশে বেড়া বাঁধি।
গাছে প্রয়োজনানুগ জল দিই।

জন্ম- কলকাতা

একাঙ্ক

জয়ন্ত বিশ্বাস

লতাপাতা দিয়ে বানিয়েছি স্নানঘর
ওইটুকু আকাশের ফাঁক দিয়ে
কি দেখে আমার দিকে বিশ্বচরাচর!

স্নানদৃশ্য, তুমি দেখোনি এই একাঙ্ক নাটক
মধুতে বা বিষে ডোবাও ইচ্ছে
মজলিশে বসাবো রাতে বাহারি পাঠক!

জন্ম-হাওড়া
শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- গৃহবধূ
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

ঈশ্বর তুমি কি পারো?

ঝর্ণা চট্টোপাধ্যায়

ঈশ্বর, তুমি কি আছো?
কেউ বলে তুমি আছো, কেউ বলে তুমি নেই
তুমি যদি থাকো তবে কোথায় আছো
এক মুঠো মাটি এক মুঠো ছাই
তারই মাঝে তুমি আবদ্ধ হয়ে থাকো।
সব সময় মানুষের ভয়
এই বুঝি পৃথিবীটা যেন আর নেই
যে কোন সময় ধ্বংস হয়ে গেলো।
ছারখার হয়ে যেতে পারে
এক খণ্ড ড্রাগের গুলি খেয়ে
স্বপ্নে সারা দুনিয়া যায় হেঁটে
সারারাত বিহ্বল হয়ে ঈশ্বরকে খোঁজার চেষ্টা করে
কখনো পায় কখনো পায় না...
তারই মাঝে ছোট্টো শিশু হয়ে বুকে উঠে আসে
কখনো বড়-খুব বড় হয়ে শরীরে যায় মিশে
অবাক প্রত্যাশা নিয়ে আঁকুবাঁকু করে খুঁজে বেড়ায়
সার-সারি নিঃস্ব রিক্ত মানুষের দল
চারিদিকে ছুটছে একটু শান্তির খোঁজে
তুমি কি মুক্তি দিতে পারো না...
পার না নতুন সমাজে নতুন মানুষ গড়ে দিতে
তুমি ঈশ্বর, তুমিতো পারো নতুন দুনিয়া গড়ে দিতে।

শ্রীচরণেষু মা-কে

ডোরা মিত্র

কোনো দুঃখিনী মায়ের কোল
অশ্রুদীপিকা সদা ঝরে,
ছেড়ে আসা কোলের পরশ
স্নেহের অগাধ মধুরাশি
বার বার টানে।

ক্লান্ত করুণ মুখচ্ছবি
অপলক দু'টি আঁখি
শ্রান্ত সরু ছোট্ট দুই
বাহুডোর লেপ্টে থাকা
মরমিয়া ব্যথায় আজও
আমি আছি।

সিঞ্চিত আমি তাঁর স্নেহে,
শুধু পরিবর্তনশীল জীবনপরিক্রমায়
অপারগ আমি।

তাঁর প্রতি কর্ম কিংবা চোখের দেখা
আমি যে দূর ... বহুদূর...
অন্তর অবয়ব শুধু কাছে,
মাতৃবক্ষের 'ওম'-এর কাছে, শুধু
অনুভূতির পালক ঝরে —
চুপিসাড়ে।।

কাঠের পুতুল

বিশ্বজিৎ সেন গুপ্ত

দুহাতে মুখ ঢেকে
বসে আছেন রাজা—
ভাবখানা এমন যেন জানতেন না
কলঙ্কের কোন কিছু খানিক আগেও।
অতঃপর লোক দেখানো বিচারের নির্দেশে
অপকর্ম চাপা দিয়ে—
আবার টান হয়ে বসা।
মাঝে মাঝে হবুরাজাদের হুঙ্কার
হয়ত বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তে পারে এবার।
বেশ মজায় আছে ওরা—
শুধু নতুন পোষাকে শরীর ঢেকে
রাজার চেয়ারটা টেনে
বসে পড়ার অপেক্ষা।
বেশ আছি; ভাল আছি,
চুপ আছি আমরা—
গণতন্ত্রের কাঠের পুতুলেরা!

পেশা- চার্টার্ড এ্যাকাউনট্যাণ্ট
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

অস্ত্র শিকার

শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়

অস্ত্র শিকারে মিশে যাওয়া যাক
ভোরের দরজা থেকে।
শুচিস্নান সেরে শুদ্ধ দুকূল
আড়ালে রেখেছো কৌতুক।
এখানে এখন বর্ষণ থেমে আছে,
অপেক্ষারতা করুণ জাহ্নবী,
অগৌরবের শান্ত প্রেক্ষাপটে
কল্যাণধ্বনি গৌরব হয়ে ওঠে।

যারা শুনিয়েছে শাস্ত্রের নীতিকথা
তাদের রাত্রি নিক্তিতে আছে তোলা
আকাশে দারুণ দামামার কলরবে
হাড়ের চামরে বাতাসে ঘুর্ণি ওঠে।

এইসব কথা একদিন থেমে যাবে,
ভরে যাবে বন হলুদ পাখির ভোরে,
আজকে অস্ত্র শিকারের উৎসবে
নীলশ্বাস ওঠে পাঁজরের থলি ঘেঁটে।
এর পরে নীল শিরারা ভরলে লালে
আঘাত চিহ্ন চন্দ্রটিপের মতো
উপরে হাওয়ার দোলনায় দুলে মেঘ
ছড়িয়ে পড়বে আনন্দ-সংঘাতে।

আমার চোখে রোদ্দুর

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সরাও তোমার দাক্ষিণ্যের হাত
করুণার হিম শীতলতা
অন্ধ তোমার মমতায় চোখ
শ্লথ করো ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গন;
প্রতিপক্ষ সাহস বুকে আমার
ফুলে ফুলে ওঠে সমুদ্দুর,
এখন আমি দাবিয়ে মাটি
নিজের মতো হাঁটবো।

প্রলম্বিত কোর না শাখা
বৃদ্ধ বট!
চাই না তোমার ছায়ায় ঘেরা প্রশান্তি—
আচ্ছাদন;
অস্তিত্বের ভূমি ছুঁয়ে জাগে
আমার চোখে রোদ্দুর,
মাথা তুলে আমি
আকাশের মুখ দেখবো।

পেশা- চাকুরী
কাব্যগ্রন্থ- ২টি

সময় বলছে

সজল শ্যাম

সহজ সরল মন হারিয়ে গেলে
হারিয়ে যায় উন্মুক্ত আকাশ,
ঋতুরা ফিরে যায়, নষ্ট বারোমাস।
ভালবাসা না থাকলে শুধু সারে ভাল ফসল ফলে না,
নদী না থাকলে কী করে গড়ে উঠবে সাগর মোহনা।

হে পৌরুষ তুমিই বল, আর কতকাল ঘুমবে তুমি?
ধূ-ধূ মাঠ ফুটিকাটা; অনাবাদী জমি!
উলঙ্গ শরীর নিয়ে নির্মল হাসি কে হাসাতে পারো?
সে সময় আসবে কি প্রতিবেশী বলবে এসে পোশাকটা ধর।
কার কাছে রেখে যাব আমাদের স্বপ্নের ফসল; উত্তরাধিকার?
ধর্মের ষাঁড় রাস্তা জুড়ে; তছনছ সংসার!

মনটাকে বন্দী করলে নয়ন দৃষ্টি হারায়,
এবার নাকি বন্যা হল তপ্ত-সাহারায়।
নৌকাডুবি হলে বুঝতাম সবাই পাব তৃষ্ণার জল,
সময় বয়ে যায়; তুফান উঠলোনা-হলো না ঝড় বাদল।

আরো কতদিন এইভাবে নিষ্ফলা যাবে কেউ তো জানিনা,
সময় বলছে শুধু,—হে সমর ঘুমিয়ে পড়োনা।

পেশা- চাকরি
কাব্যগ্রন্থ- ৪টি

ইমার্জেন্সিতে বন্দী কবি ঃ ১৯৭৫

[বা একটি অপরিচ্ছন্ন কবিতা]

সুশীল পাঁজা

রাত দুপুরে হাঁটলে পথে
বুকের ভেতর মোচড়ে ওঠে
থানায় বাঁশি বুটের শব্দ
প্রিয় ভাইদের আর্তস্বর
রাতের ভিতর হাঁটলে পথে
চমকে ওঠে দাঁতাল শহর

প্রিয় ভাইয়ের খোঁজে আমি
অন্ধকারকে সঙ্গী করি
ভাইটি আমার প্রিয় ছিলো
সবার ছিলো প্রিয়
এ-ভাবে সে পড়লো ধরা
জীর্ণ দেহে বস্তি থেকে রাত দুপুরে

স্বভাব ছিলো সেবা করা
মুক্ত করা মানুষ করা
অন্ধগ্রামে কাটতো সময়
সকল বেলা সবার মাঝে

আহত এক সহজ কিশোর আওয়াজ তোলে রাত-দুপুরে
রাত দুপুরে অন্ধকারে
অন্ধকারে জানতে পারি, ভারতবর্ষের আসন ছবি
ডাষ্টবিনে সব ভাইয়ের শরীর
রাত-দুপুরে হাঁটলে পথে
গর্জে ওঠে আমার শরীর....

শিক্ষা- স্নাতক
পেশা- চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ- ১টি

শান্ত দুপুর

পুলক সেনগুপ্ত

নিরিবিলি শান্ত দুপুর শীতের নূপুর বাজে
হঠাৎ তোমায় দেখতে পেলাম যাচ্ছিলে কী কাজে
চেনা গলার খাঁকাড়িতে যেই ফেরালে মুখ
শীতল শিহরম যেন কেঁপে উঠলো বুক
তখন তোমার পথের দিশা ক্ষণিক নির্জনিকা
যে কাজ নিয়ে বেরিয়েছিলে পড়লো যবনিকা।
রঙিন চোখে দেখেছিলাম সেদিন দু'টি চোখ
পাগলামীতে পেয়েছিল যা হয় হবে হোক
তোমার গায়ের গন্ধ ভরা আমার চাদরে
বড্ড বেশি বেহুশ যেন আতপ আদরে
শান্ত শীতের দুপুর তখন বললো কানে কানে
হাজার বছর ধরে আমি সাক্ষী সবাই জানে।

শিক্ষা-এম বি বি এস, এম ডি
পেশা-মনোচিকিৎসা

বনলতা

মৈনাক মুখোপাধ্যায়

হাত বাড়ালেই আকাশ-পাতাল   হাত বাড়ালেই
চোখের জলে তেষ্টা মেটা   সহজ তো নয়
বাঁকের মুখে পূর্ণিমা চাঁদ   হঠাৎ ফোটে
'খবর কি গো, লাগছে নাকি   চেনা চেনা'?

তোমার খোঁজে হাজার বছর,   বনলতা
পায়ে পায়ে দিন কেটে যায়   মন ফেরে না
বন সাগরে পাহাড় পুরে   আন্দোলিত
কোন সকালে ডাক দিয়েছ,   কেউ কি জানে?

শিক্ষা-স্নাতক
পেশা-ইনঞ্জিনিয়ার

বনভূমি

শ্যামল দাস

অগ্নিদগ্ধ বনভূমি। চারিদিকে জ্বলে অভিশাপ।
আমি দগ্ধ অসহায় জেগে আছি অভিশপ্ত ঘরে
আমার শরীরে জ্বলে লেলিহান আগুনের তাপ
সবুজের কাল শেষ প্রজ্জ্বলিত অরণ্য প্রান্তরে!

অন্ধকার শূন্যঘরে আতংকিত আছো তুমি জেগে
জ্বরতপ্ত বালুচরে মুখ গুঁজে শুয়ে আছো তুমি
অঙ্গার হবার আগে ক্ষুধাতুর তৃষিত আবেগে
এসো, দ্যাখো অগ্নিদগ্ধ তোমাদের প্রিয় বনভূমি।

সাবধানী, কেবা তুমি সুখের অসুখ ভরা বুকে
শুয়ে আছো জ্যোৎস্নায় চাঁদের সোহাগ মেখে নিয়ে
শীতঘুমে শুয়ে আছো সাপের মতন নীলসুখে—
কেন বলো জতুগৃহ আজো তুমি রেখেছ সাজিয়ে?

মাটি থেকে আধফোটা বিপন্ন কুসুম তুলে নিয়ে
এখনো সময় আছে বাইরে দাঁড়াও এসে তুমি—
জ্যোৎস্নার ঘেরাটোপ থেকে এসো তুমিও বেরিয়ে
আমরা আবার গড়ি সুন্দর সবুজ বনভূমি।

পেশা-শিক্ষকতা (অবসরপ্রাপ্ত)
কাব্যগ্রন্থ-৩টি

ফিরে পেতে চাই
অনিলেন্দু ভট্টাচার্য

সে মুখ কোথায় পাব সজল সবুজে মেশা
ওপার ওপার ছন্দোময়, হাওয়া ছুঁয়ে যায়!

আমি আজ বাঙাল হয়েছি, হন্যে হয়ে ঘুরি
এ দেশ ও দেশ। অন্ধঘর, চামচিকে ওড়ে
ইতস্ততঃ ছড়ানো বিদ্বেষ, নিষ্ঠুর মরণ
কাছাকাছি, তবু ঋতুচক্র কিছুই ভুলি না।

আমার স্মৃতিতে নেই শৈশবের ধলেশ্বরী
নেই নীল শীতলক্ষা ঘিরে অলস সন্ধ্যার
মেঘমালা; আছে শুধু ঘৃণা আর ক্রোধ আর
বিকারের ভূতগ্রস্ত মধ্যরাতের বিস্তার

আমার সাম্রাজ্য। এইরাতে রাজকীয় স্পর্ধা
পায়চারি করি, কণ্ঠস্বর গমগম করে
যেন প্রলয়ের ঢাক; ফেরাও নৌকার মুখ
প্রতিকূলে, ফিরে পেতে চাই নিজস্ব স্বদেশ।

পেশা-অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত)

তবুও

অবন্তী সান্যাল

তুমি এক অপরূপ অবাক বিস্ময়।
প্রসারিত বাম হাতে পুঞ্জীভূত ভয়
অশুভ স্বপ্নের ভীড়।
পঙ্গপাল নামে
সবুজ ধানের শীষে, শত লক্ষ গ্রামে
রোগ শোক মহামারী বন্যার ঝড়ের
খোলা আছে দানসত্র।
ক্লান্ত শহরের
অনুর্বর রাজপথে দাক্ষিণ্যের কণা
বৃষ্টি হয়ে ঝরে; তাই নিত্য আনাগোনা
করে এক প্রাণলোভী কঙ্কাল মিছিল।

তোমার আকাশ তবু নিরুদ্বেগ নীল
রাজপথে রক্ত দেখে কাঁপেনা কখনো।

অবিশ্রান্ত গান তবু গেয়ে যায়, শোনো,
সপ্তকোটি কলকণ্ঠ, নাভিশ্বাসে হাঁকে ঃ

সুজলাং সুফলাং প্রণাম তোমাকে!

শিক্ষা-স্নাতকোত্তর
পেশা-গবেষক
কাব্যগ্রন্থ-৩টি

পরতে পরতে

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি
আমার শরীর পরতে পরতে
খসে পড়ছে।
আমি চেয়ে আছি
শরীরটা খসে পড়ছে
পরতে পরতে
ঢুকে যাচ্ছে অন্ধকার
গভীর খাদে।
নেই কোনো ব্যথা, নেই কোনো বেদনা,
কোনো ক্লেশ, কোনো ক্ষোভ,
শুধু নিস্পৃহ আমি পরতে পরতে
খসে যাচ্ছি—অন্ধকার খাদে।

শিক্ষা-স্নাতক
পেশা-শিক্ষকতা

এইরকম হবার নিয়ম সামাজিক!

সাগর চক্রবর্তী

পৃথিবীর শিশুদের জন্য সে এখন আর
নিয়মিত প্রার্থনা করে না;
নদী বা বাতাসের জন্যও নয়। অথবা আকাশ.....

যেমন হয়েছে নদী, যেমন হয়েছে এই পৃথিবীর বাতাস
বাতাস তো হাওয়া, হাওয়া বইছে যেমন চাদ্দিকে
শিশুরা তেমনি হবে, হয়ে উঠবে
বত্তিরিশ নাড়ীর বাঁধন ছিঁড়ে, সামাজিক!

মেনে নেওয়া ভালো
মেনে নিলে বোধিদ্রুম বর দিয়ে বুদ্ধ করে দেবে, আর
একবার বুদ্ধ হয়ে যেতে পারলে যন্ত্রণা থাকবে না।

আকণ্ঠ নেশা গিললে যন্ত্রণা কি থাকে
বোধফোদ ভাসানে দিয়ে বাজনা বাদ্যিসহ নাচো গাও
দু-হাত রক্তমাখা—সে তখন রোজকার ঘটনা
বুকে হেঁটে হেঁটে গিয়ে, শরীর জড়িয়ে
পায়ের পাতার থেকে কুঁচকিতক লেহনের সুখ
স্বাভাবিক; গুঁফো জুলফিধারী হাতে বালা কানে দুল
এইরকম হবার নিয়ম, সামাজিক!

বয়েস গিয়েছে চলে পুরাতন পাঠশালা ভেঙে, তাই
সে অচল, স্থবির; তাই
তেমন হওয়াটা তবে হয়ে উঠল না। তাছাড়া
সুখের বাতাস লেগে দেবতারাও পাল্টে গেছে মুখ।

ধারা

অলককুমার চৌধুরি

সামনে একটা দীর্ঘ পথের ঝিলিক চাই
মাইলফলকগুলো যেন ঠিকঠাক
জেগে থাকে রাস্তার পাশে
সঠিক সংকেত নিয়ে

তবে তো শিশু বাড়াবে তার প্রথম পা
শুরু হবে আর-একটি জীবন

আয়না দিদি

ময়ূখময় অধিকারী

মাকে আর মনে পড়ে না, মায়ের বাড়ি আকাশ পারে
তুই-ই তো দিদি সবটা ছিলি উঠোন থেকে নদীর ধারে

তবে যে তুই চলেই গেলি আমায় ছেড়ে শ্বশুড়বাড়ি?
বাবার চোখেও জলের ধারা চড়েনি আর ভাতের হাঁড়ি,

দিদিরে তোর বরটা কেমন—আমার মতন ভালবাসে-
ডাকটি দিলেই মাঠের থেকে এক ছুট্রে বাড়ি আসে?

আমার মতন বরটা কি তোর চুল টেনে দেয়—গল্প করে?
রাত্রে আমার ঘুম আসে না—তোর মতো রোজ মাথা ধরে,

চলেই যখন গেছিস যা তুই পাকাপাকি দিলাম আড়ি
যা নিয়ে যা পড়ে আছে মাথার ফিতে-স্কুলের শাড়ি

এসব দেখে কান্না আসে, এ ঘরে সব তোরই ছোঁয়া
দেখনা এসে পড়েই আছে সাজানো তোর বাসন ধোয়া

আয়না দিদি খুব ছুট্‌বো নদীর পাড়ে দুজন মিলে
সব নামতাই পড়ব এবার আর একবার আচার দিলে।

পেশা-শিক্ষকতা

কাব্যগ্রন্থ-২টি

বিচিত্রা

দীপংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘ মেঘ শাড়ী পড়ে আকাশ নীলাভ
ছায়া ছায়া সোনা রোদে আচমকা ঝলকায় বিদ্যুৎ
কপাট খুলে শান্ত ঘরে শব্দেরা লুটোপুটি খায়
ঝির ঝির মন ভেজানো বৃষ্টি
উথাল পাতাল বাতাস
আলপথ ছুঁয়ে ছুঁয়ে
সবুজ সবুজ ধানশীষে দোল দিয়ে
মেয়েদের নিয়ে কোথায় হারিয়ে যায়

তখন দূরে কোথাও পোয়াতি ধানের
গন্ধ নিতে নিতে আলো আঁধার আকাশের নীচে
ধান শীষ গন্ধ মেখে বিদ্যুৎ স্পর্শ রক্তে শুষে
আদুল গায়ে কোন কৃষক
আকাশে বৈচিত্র্যে একাত্ম হতে হতে
মাটির গন্ধ জড়িয়ে চির ঘুম ঘুমায়
নীলাভ মেঘ মেঘ আকাশের
কি কৈফিয়ৎ নেবে।

পেশা-অধ্যাপনা (অবসরপ্রাপ্ত)

তৃণমূলে

রবীন্দ্র বিশ্বাস

বনবাসে বেশ ভালো আছি গাছের মাটির কাছাকাছি
তৃণমূলে সূর্যের স্নিগ্ধ ধারাজলে অশব্দের নিভৃত
কল্লোলে

নিত্যস্নান শিরায় শিরায় পান ধরিত্রীর ক্ষীরধারা বাঁচি
অমৃত নির্যাসে বনবাসে বেশ ভালো আছি স্বচ্ছ নদীজলে
ছায়া হয়ে ঝরাপাতা ফুলে তৃণমূলে অনন্তের পরমাত্মীয়তা
পেয়ে আকাশে বাতাসে বনবাসে. পাখি বৃক্ষ লতা,

সাষ্টাঙ্গে প্রণতভক্ত বিনত শিশির কচি পাতাদের ভিড়
শাখা-প্রশাখায় ফুলের অলঙ্ঘ্য দায় ফলের গোপন
সরসতা আত্মীয়তা পেয়েছি সবার
আর যে বিষয়ভার তার আসক্তির

সব পাঁক ধুয়ে মুছে বড় কাছে পেয়েছি নিজের লোকজন
হৃদয়বন্ধন, আশে পাশে বনবাসে বেশ ভালো আছি
তৃণমূলে ঝর্ণার স্নিগ্ধ ধারাজলে গাছের মাটির
কাছাকাছি।।

পেশা-চিত্রপরিচালক (অবসরপ্রাপ্ত)

ঘরে চলো

বিমল ভৌমিক

রোমান্টিক প্রেম জমলো না।
হে অশরীরী ক্ষুধার্ত পুরুষ, কাজ নেই প্রেমে
সারাদিন কলম পিষি আর দূরে
ডাকের ক্রেনের শব্দে কুলিদের গান শুনি
গঙ্গার ওপর প্রেতের মতো হাওড়ার ব্রিজ।
বড়োসাহেবের অদ্ভুত ঠাণ্ডা চাউনি
টাইপিস্ট কেরানী প্রেমিকার প্রেম ব্যর্থ হলো।
এবার সগৌরবে আমাকে যেতে হবে নির্জন কার্জন পার্কে
সেখানে অন্ধকারের তীব্র আলিঙ্গনে দেহ জুড়িয়ে
অবশেষে ঘরেই ফিরব।
অথবা আউট্রাম ঘাটে।
সেখানে নতুন প্রেমিক প্রেমিকার মন্থর আনাগোণা
নতুন গাড়ীর নিঃশব্দ চাকার নিচে পথ গুটিয়ে আসবে
আর মদের ফেনার মত ভিড়
কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের উদ্ধত পাঞ্জায় নরম মোমের মতো মেয়ে,
ঠান্ডা বিয়ারের মতো দুই ঠোঁটে কিসের যেন স্বাদ
কোথাও যাবোনা আমি।
পথের মোড়ে শব্দগ্রাসী ট্রামের বার্তা
সারা দিনের পর ফিরে চলো, ফিরে চলো
ঘরে ফিরে চলো।

শিক্ষা- পিএইচ. ডি
পেশা- বিজ্ঞানী

আকাশরেখা

সমর ঘোষ

আকাশ অসীম না কি রেখায় সীমিত?

ধূসর-দিগন্ত, বাঁশ-নারকেল-তাল নিবিড় বনানী, টেলিগ্রাফের তার, ল্যাজঝোলা-ফিঙে, নিষ্কম্প-ভোবাজল, সুনিপুণ ছায়া-আলপনা এবং অথবা কোন চেনা-বা-অচেনা-গাঁ, কুঁড়েঘরচালা ধান-সিঁড়ি, আর বকের পাখায় আঁকা যে আকাশরেখা, সে বড় সবুজ তা এমনই শ্যামল যেন কালোরই সামিল যা জীবনানন্দের চোখে 'বাংলার মুখ'।

তখন এ পারে ছিল জাহাজ-মাস্তুল, নৌকা-গলুই-পাল, কৃষ্ণচূড়াবট গোয়ালিয়র-খিলান-স্মৃতি, ঘাট-প্রিন্সেপ-বাবু, রানী-ভিক্টোরিয়া-সৌধ ডানা-মেলা-পরী, ময়দান-ও-মেঘ ফুঁড়ে শহীদ মিনার, দু'শহর-দুইপা-দ্বিস্কন্ধ সেতু, উপাসনালয়-ক্যাথিড্রাল, মহামান্য-উচ্চ-ন্যায়ালয়-শিরস্ত্রাণ এবং ওপারে অস্তরাগে সূর্য-সিঁদুর, জেটি-ক্রেন, চটকল-চিমনি-ধোঁয়া-ফুলকি, ইস্টিশন-লাল, যার রেখায় রেখায় আঁকা আকাশটাও ছিল প্রগাঢ় সুনীল পটে উজ্জ্বল-সাদা-কালো-পিঙ্গল পায়রা-ডানার ঝাঁকে সোনা-রোদ্দুর, পরিযায়ী-পাখনায় মুছে-যাওয়া গোধুলির পিছে-পিছে-আসা মায়াবী সাঁঝেরবেলা, ট্রামের তারের ঘাটে বিদ্যুৎঝলক, দিশাহীন-ঘুড়ি-ভবঘুরে ফানুসও বা, কবি বিমলচন্দ্র যার নাম দিয়েছিল, 'এক ফালি নাগরিক আকাশ'।

এখন সে আকাশটা চুরি হয়ে গেছে এবং রেখাও। নীলখেকো ডিস এ্যান্টেনা, তার-জঙ্গল, কারুকৃৎ-সেলভেল হোররূপী এ্যাড্-হোর্ডিং, বহুতল-জীবন-দীপ, লালবাতি শিরোধার্য লৌহ-টাওয়ার, নানা নম্বরী জলাধার, নদীতট-নৈশক্রীড়া আলোকবর্তিকা...সোডিয়াম-নিয়ন-ভেপার ম্লান করে গোধুলির সোনাঝরা রক্তিম...
কবিরা এবার তাকে কি নামে ডাকবে?

এখন আকাশরেখা সুসজ্জিত ড্রইংরুমে সোনালী ফ্রেম।

পেশা- অধ্যাপনা (অবসরপ্রাপ্ত)

তোর ফুল

তরুণ সান্যাল

ঐতো মাটিতে দশটি আঙুল বিঁধিয়ে মনসা কাঁটা
ওতে ফুল ফুটবে হয়তো বারো বছরে শুধু একটি বারই

তুই ভাবছিস তো দিন হচ্ছে রাত গড়াচ্ছে এমনি নির্বিকার
কিছুই ঘটছে না কই কাঁটাও নয় ফুলটিও ফুটছে না

ফুটবেরে ফুটবেই ফুটবে এক সকালে দেখবি চোখে তুই-ই
রাত কেমন ছাঁকনিতে ছেঁকে ঘন কালো ইস্পাতের ক্বাথ

ফুটে উঠেছে দিন হয়ে সকাল হয়ে নীল শাপলা হয়ে
গনগনে আঁচল তুলছে এমন কি শিউলির শুকনো বোঁটা

দ্যাখ দ্যাখ মাটিতে বিষ শিকড় ছড়িয়েছে ঐ গাছ
ঐ বিষই অমৃত হবে হতেই হবে তুই-যে চেয়েছিস

তারা বীজ ছটফটাচ্ছে উড়াল উড়াল হয়ে দূর দূর আকাশে
ওরাই তো অঙ্কুর হয়ে চারা হবে শিস ধরাবে বিহানে

এমনিই ফুলকির শিশু আগুন দু-দশদিকে ছড়ায়
এমনই তো প্রেমও মাঠ পাথার জলের দেশে হাঁটে

তোকেই তো খুঁজছে তুই নারী হবি পরিযায়ী ডানায়
উড়তে উড়তে বনান্তর দেখতে-দেখতে চিনবি সেই সবুজ

সেই যেখানে ডালে বসে রামধনু গড়নে এক পাখি
তারই ছোঁয়ায় ফুটে উঠবে ইস্পাত নীলাভ তোর ফুল।।